

গিরিশ-গ্রন্থাবলী

অষ্টম ভাগ

গিরিশচন্দ্র ঘোষ-বিরচিত

প্রকাশক—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ-ঘোষ
'গিরিশ-ভবন'
১৩নং বসুপাড়া লেন, বাগবাজার, কলিকাতা।
ফাল্গুন—১৩৩৬ সাল

সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষিত ।

প্রকাশক—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঘোষ,
"গিরিশ-ভবন"
১৩নং বসুপাড়া লেন—কলিকাতা।

N.S.S.
Acc. No. 5405
Date 7.12.91
Item No. B/B 3306
Don. by

প্রাপ্তি স্থান—
'গিরিশ-ভবন'—১৩ নং বসুপাড়া লেন, বাগবাজার, কলিকাতা।
গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা,
ও অন্যান্য প্রধান প্রধান পুস্তকালয়।

এ চৌধুরী,
ফিনিক্স প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্,
২৭নং কালিদাস সিংহের লেন, কলিকাতা।



শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষ

সূচিপত্র

মহাকবি গিরিশচন্দ্র ঘোষ-প্রণীত

নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি স্বতন্ত্রাকারে পাওয়া যায়।

১। অশোক (ঐতিহাসিক নাটক। বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এ ও এম-এ শ্রেণীর পাঠ্য) ১৲
২। প্রফুল্ল (সামাজিক নাটক। বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এ ও এম-এ শ্রেণীর পাঠ্য) ১৲
৩। বলিদান (সামাজিক নাটক) ১৲
৪। গৃহলক্ষ্মী (ঐ) ১৲
৫। শাস্তি কি শান্তি (ঐ) ১৲
৬। জনা (পৌরাণিক নাটক) ১৲
৭। শঙ্করাচার্য্য (ঐ) ১৲
৮। বুদ্ধদেব-চরিত (ঐ) ১৲
৯। তপোবল (ঐ) ১৲
১০। পাণ্ডব-গৌরব (ঐ) ১৲
১১। পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস (ঐ) ১৲
১২। ভ্রান্তি (অলৌকিক নাটক) ১৲
১৩। প্রতিধ্বনি (গিরিশচন্দ্র-রচিত যাবতীয় কবিতা-সংগ্রহ) সুন্দর বাঁধাই ৸০, অবাঁধাই ৷৶০
১৪। বিল্বমঙ্গল ঠাকুর (প্রেম ও বৈরাগ্য-মূলক নাটক) ১৲
১৫। মনের মতন (মিলনান্ত নাটক) ৸০
১৬। বাসর (ঐ) ৷০
১৭। আবুহোসেন (গীতিনাট্য) ।৶০
১৮। মণিহরণ (ঐ) ।০
১৯। দেলদার (ঐ) ।৶০
২০। আলাদিন (ঐ) ।০
২১। বেল্লিক-বাজার (প্রহসন) ।৶০
২২। আয়না (ঐ) ।০
২৩। য্যায়সা-কা-ত্যায়সা (ঐ) ।০
২৪। ছুটাকা (নূতন প্রকাশিত প্রহসন) ।৶০

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়-প্রণীত ও সম্পাদিত

১। মেঘনাদ বধ (নটগুরু গিরিশচন্দ্র কর্ত্তৃক নাটকাকারে গঠিত মাইকেলের মহাকাব্য) ৸০
২। ঝকমারী (সামাজিক প্রহসন) ।৶০
৩। ওলোট-পালোট (ঐ) ।৶০
৪। চাঁদে চাঁদে (গীতিনাট্য) ।০
৫। শিব-চতুর্দ্দশী ঐ ৶০
৬। নীতিশতক বা চাণক্য-শ্লোক (বেঙ্গল গভর্ণমেণ্টের অনুমোদিত স্কুলপাঠ্য) ৶০

রঙ্গালয়ের রঙ্গ-কথা

নাট্যাচার্য্য অমৃতলাল বসু-লিখিত ভূমিকা সহ

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়-প্রণীত

বহু চিত্র-সুশোভিত রসাল গল্পের বহি। সুন্দর সিল্কের বাঁধাই,—মূল্য ১৷০ দেড় টাকা।

গিরিশচন্দ্র

নাট্যসম্রাট গিরিশচন্দ্রের সুবিস্তৃত জীবন-চরিত। নটগুরু গিরিশচন্দ্রের শেষ জীবনের নিত্যসহচর

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়-প্রণীত।

মহাকবির ধারাবাহিক জীবন-চরিত, তাঁহার কর্ম্মজীবন—নাট্যজীবন—ধর্ম্মজীবন—কি উপাদানে তাঁহার প্রকৃতি গঠিত হইয়াছিল—তৎসম্বন্ধে বহুসংখ্যক গল্প ও প্রসঙ্গ, বঙ্গ নাট্যশালার ইতিহাস, অভিনেতা-অভিনেত্রীগণের অভিনয়-কথা, কবির নাটক প্রভৃতি যাবতীয় রচনার আলোচনা এবং সে কালের সমাজ ও সাহিত্য ইত্যাদি নানা বিষয় সংযোগে গ্রন্থখানি পরম উপাদেয় হইয়াছে। রচনা এবং ঘটনা-বৈচিত্র্যে ইহা উপন্যাসের ন্যায় সরস ও সুখপাঠ্য।

সাত শত পৃষ্ঠা এবং ৭৯ খানি ফটো-চিত্রে সুশোভিত। কাগজ, ছাপা এবং বাঁধাই অতি সুন্দর। মূল্য ৩৲ তিন টাকা মাত্র।

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স,
২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

অশোক

(ঐতিহাসিক নাটক)

কলিকাতা, বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বি-এ ও এম-এ শ্রেণীর পাঠ্য

[১৭ই অগ্রহায়ণ, ১৩১৭ সাল, মিনার্ভা থিয়েটারে প্রথম অভিনীত]

চরিত্র

পুরুষ

বিন্দুসার ... পাটলিপুত্রের সম্রাট।
সুসীম ... বিন্দুসারের জ্যেষ্ঠ পুত্র।
অশোক ... ঐ পুত্র (সুসীমের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা)।
বীতশোক ... ঐ পুত্র (অশোকের সহোদর)।
কুনাল ... অশোকের জ্যেষ্ঠ পুত্র।
মহেন্দ্র ... ঐ পুত্র (দেবীর গর্ভজাত)।
ন্যগ্রোধ ... সুসীমের পুত্র।
কহ্লাটক ... বিন্দুসারের মন্ত্রী।
রাধাগুপ্ত ... ঐ
আকাল ... আবাসহীন দরিদ্র।
উপগুপ্ত ... বৌদ্ধ-গুরু।
মার ... পাপ-প্ররোচক। (সয়তান)
চণ্ডগিরিক ... ঐ অনুচর।

তক্ষশিলার সভাপতি (পরে মন্ত্রী), সেনাপতি, ধর্ম্মযাজক ও সদস্যগণ; তীরন্দাজ, চণ্ডাল-সর্দ্দার, কলিঙ্গ-সৈনিক, জনৈক জৈন, আভীর, ঘোষণাকারী, মার-দূত, ঘাতকদ্বয়, মার-অনুচর, দ্বাররক্ষকদ্বয়, বৌদ্ধভিক্ষুগণ, রাজকর্ম্মচারিগণ, দূতগণ, রাজপ্রহরিগণ, সৈন্যগণ, বিন্দুসারের দেহরক্ষকগণ, রাজ-পারিষদগণ, অন্যান্য রাজাগণ, চণ্ডালগণ, সেনানায়কগণ, সভাসদগণ, মার-অনুচরগণ, বৌদ্ধ-উপাসকগণ, লোকগণ, ব্রাহ্মণগণ, চণ্ডাল-বালকগণ, গ্রীক মিশর প্রভৃতি বিদেশীয় রাজদূতগণ, বৌদ্ধগণ, পথিকগণ ইত্যাদি।

স্ত্রী

সুভদ্রাঙ্গী ... বিন্দুসারের পত্নী।
চন্দ্রকলা ... সুসীমের পত্নী।
পদ্মাবতী ... অশোকের পত্নী।
দেবী ... ঐ দ্বিতীয়া পত্নী।
সঙ্ঘমিত্রা ... ঐ কন্যা (দেবীর গর্ভজাতা)।
কাঞ্চনমালা ... কুনালের পত্নী।
চিত্তহরা ... বারবিলাসিনী (পরে 'তিষ্যরক্ষিতা' নামে অশোক-পত্নী)।
তৃষা ... মারের কন্যা।

চিত্তহরার পরিচারিকা, পদ্মাবতীর পরিচারিকা, চণ্ডাল-পত্নী, আভীর-পত্নী, জনৈকা বৃদ্ধা, দেবীর সহচরীগণ, নর্ত্তকীগণ, সঙ্ঘমিত্রার সহচরীগণ, চণ্ডাল-বালিকাগণ ইত্যাদি।

প্রস্তাবনা

হিমালয়স্থ গিরি-কন্দরের সম্মুখ

বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ।

১ম বৌদ্ধ। এ কি, আজ নির্ম্মল হিমাদ্রি প্রদেশে প্রকৃতির এরূপ ভাবান্তর কেন? যেন বায়ু কলুষিত, শুভ্র তুষাররাশি যেন মলিন, সূর্য্যালোক দীপ্তিহীন, সহসা এ কি পরিবর্ত্তন! হৃদয় যেন ঘোর ভারাক্রান্ত!

২য় বৌদ্ধ। আমরাও বার বার ধ্যানস্থ হবার চেষ্টা ক'চ্ছি, কিন্তু মনের বিক্ষেপ কিছুতেই নিবারণ হ'চ্ছে না। সমাধিভঙ্গ হ'য়ে প্রভুও এদিকে আস্‌ছেন, দেখ্‌ছি।

(উপগুপ্তের প্রবেশ)

উপগুপ্ত। বৎস, ধ্যানযোগে অদ্ভুত রহস্য অবগত হ'য়েছি, শ্রবণ কর। অচিরে যিনি পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মফলে সসাগরা ধরণীর ঈশ্বর হবেন, যিনি বুদ্ধদেবের পরম স্নেহের পাত্র, অশোক নামে সেই পুরুষপ্রবরকে দুরন্ত মার ছলনা ক'র্‌বে।

১ম বৌদ্ধ। প্রভু, দুরাচার মার কি এরূপ ক্ষমতাশালী?

উপগুপ্ত। বৎস, অবিদ্যাপুত্র মারের স্বভাব—অমঙ্গল সাধন। কিন্তু জগতের উৎপত্তি প্রেমে। প্রেমই জগতের ভিত্তি। সেই প্রেমে অমঙ্গল হ'তে শতগুণ মঙ্গল উৎপাদিত হয়। যেরূপ মহা দৈব-দুর্য্যোগান্তে বাহ্যপ্রকৃতি সুন্দর ও নির্ম্মল হয়, সেইরূপ অন্তঃপ্রকৃতিও প্রবল অন্তর্বিপ্লবান্তে নির্ম্মল ভাব ধারণ করে। মারের প্রলোভনের অস্ত্র—শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ। বাসনা-প্রভাবে শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রসে মানব-দেহ গঠিত। এ নিমিত্ত মানব শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রসাদি দ্বারা প্রতারিত হয়। কিন্তু সেই প্রতারণা-জনিত ঘোর অন্তর্দ্দাহ উপস্থিত হওয়ায় যন্ত্রণা হ'তে মুক্তিলাভের চেষ্টা করে। ক্রমে তার উপলব্ধি জন্মে যে, নির্ব্বাণলাভ ব্যতীত যন্ত্রণার তাড়নায় পরিত্রাণ পাবার আর উপায় নাই, বাসনা বর্জ্জন পূর্ব্বক নির্ব্বাণ-পন্থা অবলম্বন করে; পরিশেষে সাধনার দ্বারা সেই পরমার্থ প্রাপ্ত হয়। মার কর্ত্তৃক প্রলোভিত হ'য়ে বুদ্ধদেবের পরম স্নেহাস্পদ ভূপাল অচিরে নির্ব্বাণ-লুব্ধ-চিত্ত হবেন। দেখ দেখ! দুর্ম্মতি তার মায়াজাল বিস্তার ক'র্‌বার জন্য আমাদের নিকট আগমন ক'চ্ছে। আমরা যাতে জগতের মঙ্গলকার্য্যে বিরত থাকি, সেই উপদেশ প্রদান ক'র্‌বে এই তার বাসনা।

(মারের প্রবেশ)

মার। আমি বুদ্ধদেবের নিকট হ'তে আস্‌ছি। তাঁর ইচ্ছা, তোমরা সকলে, যতদিন না শরীর পতন হয়, ধ্যানস্থ হ'য়ে কাল যাপন কর। আমারও বাসনা, এই নির্জ্জন প্রদেশে ধ্যানারূঢ় হব। আর আমার কার্য্যে প্রীতি নাই, আমার মনে আত্মগ্লানি উপস্থিত হ'য়েছে। বৌদ্ধধর্ম্মও অচিরে লুপ্ত হবে। বেদবর্জ্জিত ধর্ম্ম কখন চিরস্থায়ী হয় না। বুদ্ধদেব কেবল নিজ-প্রভাবে ধর্ম্মস্থাপন ক'রেছেন বই তো নয়। দেখ্‌ছ না, তাঁর "অহিংসা পরম ধর্ম্ম" লোপ হ'চ্ছে। বুদ্ধ-অবতারের পূর্ব্বে যেরূপ পশু-হনন, যাগ-যজ্ঞাদি হ'চ্ছিল, সেইরূপই হ'চ্ছে। তবে তোমরা কয়জন অবশ্য বুদ্ধদেবের কৃপায় নির্ব্বাণ লাভ ক'র্‌বে। কিন্তু তোমাদের পর যারা বৌদ্ধধর্ম্ম অবলম্বন ক'র্‌বে, তারা নিশ্চয় নরকগামী হবে—আমি কোন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের মুখে শ্রবণ ক'রেছি।

উপগুপ্ত। মার, যতদিন এ কল্প ক্ষয় না হয়, তুমি নিজ পাপ-তাপে দগ্ধ হবে। তুমি বুদ্ধদেবের নিকট অনুমতি প্রাপ্ত হ'য়েছ; কিন্তু যদ্যপি সেই রাজাধিরাজ অশোককে প্রতারিত ক'র্‌তে অসমর্থ হও, তা'হলে তুমি তাঁর দাসের ন্যায় আজ্ঞাপালনে বাধ্য হবে। যাও, দূর হও! আমাদের উপর তোমার অধিকার নাই। তুমি অবগত আছ, তোমার প্রতি শাসন-ক্ষমতা বুদ্ধদেব আমায় প্রদান ক'রেছেন। যদ্যপি অচিরে এ স্থান পরিত্যাগ না কর, তোমার দণ্ডবিধান ক'র্‌ব।

[মারের প্রস্থান।

১ম বৌদ্ধ। প্রভু, ব্রাহ্মণেরা যে বলে, বৌদ্ধধর্ম্ম বিনষ্ট হবে, এ কি তাদের দর্পমাত্র?

উপগুপ্ত। বৎস, যদি বৌধদ্ধর্ম্মের প্রকৃত মর্ম্ম অবগত হ'তে, তাহ'লে কদাচ এরূপ সন্দেহ তোমার হৃদয়ে উদিত হ'ত না। যতদিন ধরণী অধর্ম্মে না পরিপূর্ণ হবে, ততদিন বৌদ্ধধর্ম্মের বিনাশ নাই। জগতের সমস্ত ধর্ম্মের সার মর্ম্ম—'অহিংসা—সর্ব্বভূতে আত্মজ্ঞান'। এই জগৎ-প্রেম লাভই সকল ধর্ম্মের লক্ষণ, জগৎ-প্রেমে আত্মবিসর্জ্জন। ভিন্ন ভিন্ন নামে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম প্রচার হ'তে পারে;

কিন্তু যে ধর্ম্ম—ধর্ম্মের এই সার মর্ম্ম বর্জ্জিত, সে ধর্ম্ম—ধর্ম্ম নয়, ধর্ম্মের নামে অধর্ম্ম। চল, আমাদের বহু কার্য্য। ধরায় শান্তিদান—'অহিংসা পরম ধর্ম্ম' প্রচার। সুসময় উদয় হ'য়েছে, বুদ্ধদেবের শ্রীমুখ-নিঃসৃত ভবিষ্যৎবাণী সকলে অবগত আছ যে, দুইশত বৎসর পরে তাঁর প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম বিস্তারিত হবে। সেই দুইশত বৎসর গত। সসাগরা ধরণীর ঈশ্বর আমাদের সহায় হবেন। আমাদের চির প্রার্থনা পূর্ণ হবে।

[সকলের প্রস্থান।

প্রথম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

পাটলিপুত্র নগরের বহির্দ্দেশস্থ বিজন কুঞ্জ

(মার ও চিত্তহরার প্রবেশ)

মার। কর যদি কার্য্য মম উপদেশ মত,
প্রেমে যদি নাহি হও রত,
চিরস্থায়ী রহিবে যৌবন ;
আছিলে কুটীরবাসী,
স্বল্প পণে দেহ দান
ছিল তব জীবিকা উপায়।
এবে আমার কৃপায়—
পাবে ধন, পাবে জন, পাবে সিংহাসন।
আসিছে সুসীম, তারে করহ ছলনা।

চিত্তহরা। ভুলাইতে বিধিমতে করিব যতন।
কিন্তু ভাবি মনে,
রাজ্যেশ্বর, রাজার নন্দন—
শতশত রূপবতী নারী, সদা আজ্ঞাকারী,
আপনারে ধন্য সেই মানে—
যে নারী যে দিনে পায় তার সেবিতে চরণ।

মার। চিন্তা নাহি কর,
তুমি মম কন্যা আজি হ'তে—
তব হৃদে আমার আসন।
অপ্সরারে ঠেলি পায়
তব পায় ধরিবে নিশ্চয়,
যারে তুমি হানিবে কটাক্ষ বাণ।
কোকিলের কুহুস্বর কঠোর মানিবে,
তব কণ্ঠস্বর যার শ্রবণে পশিবে।
স্পর্শি তব কায়
কুসুম কঠিন হবে জ্ঞান।
নিয়ত তোমায় মাধুরী-মালায়
ঘেরিয়ে রাখিব আমি।
বসি এই শুভ্র শিলাসনে
কর গান আপনার মনে।
প্রেরিয়াছি অনুচরে আনিতে সুসীমে।

[মারের প্রস্থান।

(চিত্তহরার গীত)

স্ববশে থাকিতে কেন আপন দোষে।
যাব অকূলে ভেসে ম'জে প্রেম-রসে।
পর আপন কবে, কেন কাঁদিব তবে,
কুসুম-প্রাণে ছি ছি এত কি সবে ;
পরে আপন ভেবে, মিছে জ্ব'লে কি হবে,
পাব না মণি, কেন ধরিব ফণি,
দহিব দশন-বিষে দিবা-রজনী ;
সাধে বাদ সেধে, পড়িয়া ফাঁদে,
কেন রব,অবশে পর-প্রেম-পরশে।

(সুসীমের প্রবেশ)

সুসীম। কে তুমি রমণী, বসি একাকিনী
ঢালিছ স্বরলহরী বসিয়ে বিরলে ?
কাঁদাইয়ে কোন অভাগায়, এসেছ হেথায় ?
গৃহ কার অন্ধকার তোমার বিহনে ?
চাও বিনোদিনি, রাজার কুমার,
পরিচয় মাগে সবিনয়।

চিত্ত। আমি আপনি কাঁদি, কাঁদাই নি কারে,
আমি আপনি ফিরি, আলো-আঁধারে ;
আমি আপনি আপন, নইকো আর কার,
পরাব না, প'র্‌বো না তো গলার কার হার্ ;
আমি মনের বেগে পণ করি কঠিন,
একলা হেসে একলা কেঁদে কাটিয়ে দেব দিন।

আমি ক'রতে চুরি কুসুমের হাসি,
আপন মনে ফুলের সনে হই কাননবাসী।
জানি না তো প্রাণ আমার কি চায়—
মাখ্‌তে বুঝি চাঁদের কিরণ, ভাস্‌তে মলয় বায় ;
চাই মেঘের কাছে কেড়ে নিতে দামিনীর মালায়,
মাধুরী দেখ্‌বো রেখে সোহাগের ডালায় ;
আমি কুরূপ দেখে অন্তরে ডরাই,
প্রাণ ঢেলে গান ক'রতে আসি বিরলেতে তাই।

সুসীম। শীত-উষ্ণ দেশে, পর্ব্বত প্রদেশে,
প্রান্তরে, সলিলে, ফোটে যে সুন্দর ফুল—
বিকসিত মম উপবনে।
ধরায় সুন্দর বস্তু আছিল যথায়—
একত্রিত সকল (ই) সে বনে।
সুরঙ্গ বিহঙ্গ যত গায় শাখী-শিরে—
বদ্ধ আছে সুবর্ণ পিঞ্জরে।
ধরণী-সাগর-গর্ভ করিয়ে লুণ্ঠন,
একত্রিত অমূল্য রতন,
গজশিরে, শুক্তির জঠরে
মুকুতা আছিল যত—
একত্রিত ঝালর-বিন্যাসে ;
মৃদুমন্দ নির্ঝর-ঝঙ্কারে
উথলে সুরভি বারি পরশি গগন ;
বিলায় মলয়-বায় সৌরভ তথায় ;
করে মৃদু কলধ্বনি প্রবাহিণী,
মম বিলাস আবাস হৃদয়ে ধরিয়ে তার
সুষমার সাগর মাঝারে রাখিব তোমারে,
এস সাথে আদরিণি!

চিত্ত। যেতে পারি, তোমায় দেখে আমার সাধ হ'চ্ছে—যাই ; কিন্তু আমি কুৎসিত দেখ্‌লে ডরাই! আমি দেশে দেশে ঘুরে বেড়াই—আমার প্রাণের দোষে কোথাও স্থির হ'তে পারি না। এখানে তো কেউ কুৎসিত নাই ?

সুসীম। সুন্দরি, আমার উপবন সুষমার আধার! সুন্দর সুন্দরী কিঙ্কর কিঙ্করী ভিন্ন আমার অপর পরিচারক পরিচারিকা নাই। কৃপা ক'রে উপবনে এস, দেখ্‌বে সকলই সুন্দর। তুমি সৌন্দর্য্যের রাণী, আমার উপবনই তোমার যোগ্য রাজ্য।

চিত্ত। দেখো, আবার তো প্রতারিত হব না ?

সুসীম। প্রতারণা! তুমি আমার হৃদয়ের রাণী, তোমার সহিত প্রতারণা ?

চিত্ত। অনেক সুন্দর রাজকুমার, যদিচ তোমার মত সুন্দর নয়, অম্‌নি ক'রে আমায় সেধেছে ; অম্‌নি ক'রে আমায় ভুলিয়ে নে গিয়েছে ; কিন্তু কুৎসিত দেখে ঘৃণায় সেখান থেকে পালিয়ে এসেছি। অনেকে শপথ ক'রে প্রাণ দিতে চেয়েছে, অনেকে পায় ধ'রেছে। কিন্তু দেখেছি, বুঝেছি—সে সমস্তই প্রতারণা!

সুসীম। আমিও তোমার পায় ধর্‌ছি, আমিও তোমায় শপথ ক'রে প্রাণ দিচ্ছি, আমি পাটালিপুত্রের যুবরাজ ; আমার প্রতি কপটতা আরোপ ক'র না।

চিত্ত। পায় ধরা, প্রাণ দেওয়া—ও সব পুরণো হ'য়েছে। সকলে মনে ক'রেছিল, আদর করে নিয়ে যাবে, দাসী ক'রে রাখ্‌বে। যখন সভায় যাবে, তার বিবাহিতা স্ত্রী তার পাশে ব'স্‌বে। আমি স্বাধীনা, স্বেচ্ছায় কেন দাসী হব ?

সুসীম। তুমি আমার হৃদয়সর্ব্বস্ব! সাম্রাজ্যের গৌরব-প্রচারার্থ কাল হ'তে সপ্তাহ নগরীতে মহোৎসব। কল্য পশু-ক্রীড়া প্রদর্শিত হবে। আমি তোমায় ল'য়ে সেই সভায় সর্ব্বসমক্ষে উপস্থিত হব।

চিত্ত। আমায় ত কেউ রাজরাণী ব'ল্‌বে না।

সুসীম। তবে, আমি শপথ কচ্ছি, যে দিন রাজ্যেশ্বর হব, তুমিই আমার বামে ব'সে মুকুট ধারণ ক'র্‌বে। এই দেখ, যুবরাজের মুকুট, যুবরাজের তরবারি—তোমার পায় রাখ্‌ছি।

(তদ্রূপ করিতে উদ্যত)

(কহ্লাটকের প্রবেশ)

কহ্লাটক। কি করেন, কি করেন, যুবরাজ! পাটলি-পুত্রের যুবরাজের মুকুট, যুবরাজের তরবারি—এ অপরিচিতা নারীর পায় রাখ্‌বেন না।

চিত্ত। ইনি সত্যই বলেছেন, ইনি সত্যই বলেছেন—কি করেন, যুবরাজ!

সুসীম। প্রাণেশ্বরি, বৃদ্ধ নির্ব্বোধের কথায় অভিমান ক'র না। মন্ত্রি, যাও—যান, মহারাজকে পরামর্শ দিন,—আমার কার্য্যে হস্তক্ষেপ ক'রনা।

কহ্লাটক। যুবরাজ, মুকুটের অসম্মান, তরবারির অসম্মান—আমি এ রাজসংসারে পালিত, আমার সম্মুখে ক'র্‌বেন না।

সুসীম। [অঙ্গুলিত্র (দস্তানা) নিক্ষেপ পূর্ব্বক] তবে দূর হও।

কহ্লাটক। (স্বগত) বৃদ্ধবয়সে এই অপমান সহ্য ক'র্‌তে হ'ল!

(অশোকের প্রবেশ)

অশোক। (স্বগত) এ কি! এ নির্জ্জন স্থানেও কি আমার অধিকার নাই—এও কি যুবরাজের বিলাস-স্থান?

চিত্ত। ওমা—ওমা, কি কুৎসিত গো! আমি এখানে থাক্‌বো না—আমি এখানে থাক্‌বো না!

[প্রস্থানোদ্যতা।

সুসীম। যেও না, যেও না, এখনি দূর ক'রে দিচ্ছি।

চিত্ত। আগে রাজ্য থেকে বিদায় ক'রে দাও, নইলে আমার সঙ্গে আর দেখা হবে না! [চিত্তহরার প্রস্থান।

সুসীম। যেও না, যেও না—

[পশ্চাৎ পশ্চাৎ সুসীমের প্রস্থান।

অশোক। মন্ত্রীমহাশয়, এ কি! আপনি এরূপ অবস্থায় কেন?

কহ্লাটক। কুমার, আমার গ্রহ রুষ্ট, তাই অপমানিত হ'তে হেথায় এসেছিলেম। দূত আমার নিকট প্রকাশ করে যে, যুবরাজ মত্ত হ'য়ে কোন বারবিলাসিনীতে আত্ম-সমর্পণ ক'চ্ছেন। আমি তাই নিবারণ ক'র্‌তে এসেছিলেম।

অশোক। আপনি কি যুবরাজের কার্য্যকলাপ পরিদর্শনের জন্য দূত নিযুক্ত করেন?

কহ্লাটক। না না, সে ব্যক্তি অপরিচিত। তার নিকটে কুৎসিত সংবাদ পেয়ে আমায় উপস্থিত হ'তে হ'য়েছে। চন্দ্রগুপ্তের অন্তঃপুরে বারবিলাসিনী প্রবেশ ক'র্‌বে, এইজন্য ব্যস্ত হ'য়ে তা নিবারণ ক'র্‌তে এসেছিলেম।

(আকালকে বন্ধন করিয়া লইয়া কয়েকজন কর্ম্মচারীর প্রবেশ)

কহ্লাটক। এ কে এ?

কর্ম্মচারী। মন্ত্রীমহাশয়, এ ব্যক্তি চোর—দুইবার রাজদণ্ডে কোড়া প্রহারে দণ্ডিত হ'য়েছে।

কহ্লাটক। কি ক'রেছে?

আকাল। তোমাদের কষ্ট পেতে হবে না, আমিই ব'ল্‌ছি। (মন্ত্রীর প্রতি) আমি চোর নই, চোর কি এঁরা ধরেন? আমি সৌখিন। আমি কেমন অট্টালিকায় শুতে পারি না, ছেলেবেলাকার অভ্যেস, রাস্তায়—জঙ্গলে একধারে প'ড়ে থাকি, এই প্রধান দোষ; আর দ্বিতীয় দোষ—ক্ষীর-সর-নবনী আমার পেটে সয় না, তাই ভিক্ষান্নের চেষ্টা করি।

অশোক। তোমার এ দশা কেন?

আকাল। বল্লুম তো—সখ! এই আপনি রাজকুমার হ'য়ে সভায় না ব'সে, বনে-বাদাড়ে একলা ঘোরেন কেন? তা যখন মন্ত্রীমহাশয় আছেন, আর আপনিও উপস্থিত আছেন, যে ব্যক্তি কোড়া প্রহার করে, তাকে বার বার কেন দুঃখ দেবেন?—হাত টাটাবে। প্রহরীদের হুকুম দেন, গর্দ্দানাটা কেটে ফেলুক! ওঁদেরও আমোদ হবে, আমিও নিস্তার পাব।

অশোক। ওদের অমোদ হবে কেন?

আকাল। আজ্ঞে, পাঁটা কেটে ঢাক-ঢোল বাজায়, কাঁচা মানুষের মাথা কেটে একটু আমোদ ক'র্‌বে না? এরা যেদিন ধ'রে কারেও না মার্‌তে পারে, মন-মরা হ'য়ে থাকে। ওদেরও একটু আনন্দ দেন, আর আমারও রাস্তায় শো'য়া বাইটে নিবারণ করুন।

অশোক। মন্ত্রীমহাশয়, দেখ্‌ছি—এ ব্যক্তি অবস্থায় দীক্ষিত হ'য়ে সত্য কথা ব'ল্‌তে ভীত নয়। আমার অনুরোধ, আপনি বিচারপতিকে ব'লে একে মার্জ্জনা করুন। এ ব্যক্তি অর্থহীন, আবাসহীন, সংসারে একজন অভাগা, (আকালের প্রতি) তোমার ভয় নাই, তুমি কাঁদ্‌ছ কেন?

আকাল। কুমার, ভয়ে কাঁদ্‌ছি না। দেখ্‌ছি, অভাগা একা আমি নই; রাজপুত্রও অভাগা, নইলে অভাগার দুঃখ বুঝ্‌তেন না।

অশোক। তোমার নাম কি?

আকাল। দেশে আকাল হ'য়েছিল, সেই সময় পৃথিবীতে পদার্পণ ক'রেছি, সেই জন্য পিতামাতা সুন্দর 'আকাল' নাম দিয়েছেন। আকালেই হোক বা সুন্দর ভাগ্যবান পুত্র ভূমিষ্ঠ হওয়াতেই হোক, শীঘ্রই পিতামাতা প্রাণত্যাগ করেন। বিনা বেতনে একজন চাকর রাখা চ'ল্‌বে, চাকর কিন্‌তে হ'তো, তার সিকি খরচে আমি মানুষ হ'তে পারবো, আর

দয়া প্রকাশ করাও হবে, সেই জন্য জমীদার আশ্রয় দিলেন। সেইখানে তো একজন ক্রীতদাসীর কাছে মানুষ হলেম; সে ভাগ্যবতীও আমার পাঁচ বছর বয়সের সময় পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হ'ল। সেই সময় থেকে মার খেয়ে মারে অরুচি হ'য়ে গেল। পালিয়ে এদেশ ওদেশ ঘুরে শেষ এই সৌখিন হ'য়ে প'ড়েছি।

অশোক। তোমার কথাবার্ত্তা শিক্ষিতের ন্যায়।

আকাল। দীন পিতামাতা বাল্যকালেই মরে গেলেন, সেই হ'তেই আজীবন শিক্ষা পেয়ে আস্‌ছি।

কহ্লাটক। এর বন্ধনমুক্ত ক'রে আমার আবাসে নিয়ে যাও। [আকালকে লইয়া রাজকর্ম্মচারিগণের প্রস্থান।

(সুসীমের পুনঃ প্রবেশ)

সুসীম। দূর হ, দূর হ, বাঁদীপুত্র, নাপ্‌তিনী-পুত্র, চণ্ডালিনী-পুত্র, কুষ্ঠরোগগ্রস্ত !—দূর হ !

অশোক। যুবরাজ, সমস্ত ভোগসুখ পরিত্যাগ ক'রে আমার ধৈর্য্যের বন্ধন ছেদন ক'রবেন না। পুনরায় এরূপ উক্তি ক'রলে আপনার জিহ্বা নীরব হবে।

সুসীম। কি, তুই আমায় খুন ক'র্‌বি, খুন ক'র্‌বি ? আচ্ছা দেখি, মহারাজ এ কথা শুনে কি বলেন।

[সুসীমের প্রস্থান।

অশোক। মন্ত্রীমহাশয়, ব'ল্‌তে পারেন, আমি অভাগা, না, ঐ দীন ব্যক্তি অভাগা ?

কহ্লাটক। যুবরাজ, এ বর্ব্বরের কথায় বিষণ্ণ হবেন না।

অশোক। ধিক্ জন্ম—ধিক্ মম মাতৃস্তন্য পান,
ধিক্ হস্ত-পদ, ধিক্ শ্রবণ-নয়ন,
মাতৃ-নিন্দা শুনিনু শ্রবণে !
রুদ্ধ না হইল তাহে শ্রবণ-বিবর,
মস্তক-শোভিত স্কন্ধ মাতৃনিন্দুকের
হেরি, উৎপাটিত নাহি হইল নয়ন !
হস্ত না স্পর্শিল তরবারি,
পদ না করিল চূর্ণ নিন্দুক-বদন !
ধিক্ ধিক্—শত ধিক্ জীবনে আমার।

[অশোকের প্রস্থান।

কহ্লাটক। মহারাজের বুদ্ধিভ্রম—অযোগ্য ব্যভিচারী পুত্রের আদর, সর্ব্বগুণসম্পন্ন রাজলক্ষণযুক্ত পুত্রের অনাদর ! রাজচক্রবর্ত্তী-ব্যঞ্জক জটুল-চিহ্নকে কুষ্ঠরোগ-জ্ঞানে ঘৃণা করেন।

(দূতের প্রবেশ)

দূত। মহাশয় ! মহারাজ আপনাকে সভায় আহ্বান ক'রেছেন। উৎসবের কিরূপ আয়োজন হ'য়েছে, জান্‌বার ইচ্ছা করেন। [উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

উৎসব-সভার নিকটস্থ নির্জ্জন স্থান

অশোক।

অশোক। কিবা কার্য্যে রাজবংশে জনম আমার !
ওই হীন বিলাসী আমোদপ্রিয়গণ—
সপ্ত দিবারাত্র হেয় উৎসবে মগন,
আমিও কি তাহাদের মধ্যে একজন ?
হেন হীন প্রকৃতির কুৎসিত আগার
যদ্যপি শরীর মম—
এখনি বর্জ্জন প্রয়োজন।
কিন্তু কভু নয়,
হেন নীচাশয় হৃদয় নহেক মম।
এ কি উত্তেজনা !
সসাগরা ধরণী কামনা
নিরন্তর অন্তরে আমার—
কিন্তু অবস্থা সম্পূর্ণ বিপরীত।
পিতৃঘৃণা—কুৎসিত বলিয়ে,
মাতৃস্নেহে নহে অধিকারী,
উচ্চ কর্ম্মচারিগণে করে অবহেলা।
মাত্র মন্ত্রীদ্বয়, জ্ঞান হয়, পক্ষ মম—
মনোভাব রাজ-ডরে প্রকাশিতে নারে !
কিন্তু উপেক্ষায় শত গুণে বৃদ্ধি উত্তেজনা !
একচ্ছত্র রাজদণ্ড করিব ধারণ,
উচ্চ আশ হৃদয়ে বিফল কভু নয় !
নহে মম সামান্য জীবন,
নহি আমি সামান্য মানব,
নরমাঝে নরশ্রেষ্ঠ নিশ্চয় মানিবে!

(বিন্দুসার, সুভদ্রাঙ্গী, সুসীম, কহ্লাটক ও রাধাগুপ্তের প্রবেশ)

সুসীম। (জনান্তিকে বিন্দুসারকে স্পর্শ করিয়া বৃক্ষান্তরালস্থ অশোককে দেখাইয়া) ওই—

বিন্দুসার। (সুভদ্রাঙ্গীর প্রতি) দেখ, তোমার অশোকের যেরূপ আকার—সেইরূপ প্রকার। অতি সামান্য প্রজাকেও উৎসব-দর্শনে আমি অধিকার প্রদান ক'রেছি। অশোকও উপস্থিত থাকৃলে আমি বিশেষ আপত্তি ক'রতেম না, বরং উৎসব-দর্শনেচ্ছু হ'লে আমি ভাব্‌তেম যে, অশোকের কিঞ্চিৎ মনুষ্যত্ব আছে। কহ্লাটক ও রাধাগুপ্ত অশোককে উৎসব-স্থলে উপস্থিত হ'তে উপদেশ দিয়েছিল, কিন্তু সে উপদেশ উপেক্ষা ক'রে এই নির্জ্জন প্রদেশে ক্ষিপ্তের ন্যায় অঙ্গ সঞ্চালন ক'চ্ছে। ধিক্‌, কি মহাপাতকে এই হীন সন্তান আমার বংশে জন্মগ্রহণ ক'রেছে! (অশোকের প্রতি অশোক, তুমি যদি উৎসব-দর্শনে ইচ্ছুক, সভাস্থলে উপস্থিত না হ'য়ে এ স্থানে কেন গুপ্তভাবে অবস্থান ক'চ্ছ? মন্ত্রীরা তো তোমায় যাবার অনুমতি দিয়েছিলেন।

অশোক। উৎসব-দর্শন-ইচ্ছা নাহি মহীপাল,
ঘৃণা মম উৎসব-দর্শনে।

বিন্দুসার। তবে কেন চোরের মত একদৃষ্টে উৎসব লক্ষ্য ক'চ্ছ?

অশোক। দেখিতেছি, কত হীন মানব-হৃদয়!
হীন কার্য্য কত প্রিয় তার!
মনুষ্যত্ব কিরূপ ক'রেছে পরিহার!
দেখুন সম্রাট,
হেন শক্তি নরের শরীরে,
যাহে—সিংহ, ব্যাঘ্র, ভল্লুক প্রভৃতি
দাস সম আজ্ঞায় চালিত।
কিন্তু সেই মহাশক্তি উপেক্ষা করিয়ে
সপ্ত দিবারাত্র আজি বিলাসে বিব্রত,
যাহে—চিত্ত পশু সম হয় অবনত।

বিন্দুসার। আরে মূঢ়, মনুষ্যত্ব কেবল তোমার আছে, আর এ রাজ্যে কারো মনুষ্যত্ব নাই?

অশোক। মহারাজ, দাসের মনুষ্যত্ব আছে বা না আছে—পরীক্ষা করুন।

বিন্দুসার। বিলাস তোমার হীন বিবেচনা হয়! তক্ষশিলায় বিদ্রোহ উপস্থিত, শ্রুত আছ কি?

অশোক। মহারাজ, আরও বিস্মিত হ'চ্ছি—তক্ষশিলায় বিদ্রোহ, আর রাজধানীতে অকারণ উৎসব! কোন নূতন রাজ্য সাম্রাজ্যভুক্ত হয় নাই, রাজপুরে কোন রাজপুত্র জন্মগ্রহণ করে নাই, কোন দেব-দেবীর পূজা নাই,—কেবল উৎসবের নিমিত্ত উৎসব—যে উৎসবে নর্ত্তকীরা প্রধান—(জানু পাতিয়া) ধরণীশ্বর, এ নিমিত্তই এই উৎসবের প্রতি আমার ঘৃণা!

বিন্দুসার। তোমার উৎসবের প্রতি ঘৃণা নয়, ঘৃণা আমার প্রতি।

অশোক। না, মহারাজ! আমার ঘৃণা—হীন পারিষদের প্রতি, ঘৃণা—হীন প্রজাবর্গের প্রতি, যাদের উত্তেজনায় এই উৎসব-কার্য্যে মহারাজ অনুমতি দিয়েছেন। এ উৎসবে তারা রাজভক্তি প্রদর্শন ক'চ্ছে না, মনুষ্যত্বহীন বিলাসীরা রাজসম্মান-ভাণে আপনাদিগের বিলাস-তৃষ্ণা পরিতৃপ্ত ক'চ্ছিল। তক্ষশিলায় বিদ্রোহ, সে বিদ্রোহ দমনের নিমিত্ত কারো উৎসাহ নাই। পিতামহ রাজাধিরাজ চন্দ্রগুপ্ত-স্থাপিত এই বিরাট সাম্রাজ্য যে, অঙ্গহীন হ'চ্ছে—এর প্রতি কারো লক্ষ্য নাই। তক্ষশিলা যদি দমিত না হয়, তক্ষশিলায় যদি রাজ-শাসন স্খলিত হয়, দিন দিন অপরাপর প্রদেশও পাটলিপুত্রের সিংহাসন উপেক্ষা ক'রতে উত্তেজিত হবে—তক্ষশিলাবাসীর সকলেই অনুকরণ ক'র্‌বে।

বিন্দুসার। দেখ রাজ্ঞি, বর্ব্বরের স্পর্দ্ধা দেখ! মন্ত্রীবেষ্টিত সম্রাটকে কদাচার কুরূপ বাতুল—উপদেশ প্রদান ক'চ্ছে।

অশোক। মহারাজ, দাস তো কোন নীতিবিরুদ্ধ কার্য্য করে নাই।

বিন্দুসার। তুমি তক্ষশিলা দমন কর্‌বার নিমিত্ত প্রস্তুত না কি?

অশোক। মাত্র রাজাজ্ঞার অপেক্ষা।

সুসীম। (জনান্তিকে বিন্দুসারের প্রতি) বাবা, অশোককে পাঠিয়ে দিন না, তা'হলে আপনার আপদ সহজেই চুকে যায়।

বিন্দুসার। আমার আজ্ঞার অপেক্ষা? আজ্ঞা দিলুম, তক্ষশিলা দমন কর।

অশোক। সৈন্য সজ্জিত হ'তে আদেশ প্রদান করুন।

বিন্দুসার। তোমার সৈন্য তুমি বেছে নাও; এ হীন

প্রদেশ, হীনচেতা লোক—বিলাসরত, এ প্রদেশের সৈন্ত তোমার ন্যায় বীরপুরুষের যোগ্য নয়।

অশোক। তবে আমি একা তক্ষশিলা প্রদেশ জয় ক'রব, এইরূপ কি রাজাদেশ?

বিন্দুসার। আদেশ তুমিই প্রার্থী।

সুভদ্রা। দুখিনীর সন্তানকে কি বিসর্জ্জন দেবেন, মহারাজ?

বিন্দুসার। রাজ্ঞি, আজ আবার কি নূতন কৌশল? তোমার পুত্র কি তক্ষশিলা-দমনে একা অগ্রসর হবে বিবেচনা ক'রেছ? তুমি কি বোঝ না যে, এই দাম্ভিকের দম্ভ আমায় অবমাননা ক'র্‌বার নিমিত্ত? (অশোকের প্রতি) বীরপুরুষ, বীরত্ব প্রকাশ কর, দণ্ডায়মান কেন? তক্ষশিলা জয় ক'রে এস, আমি তোমায় সিংহাসন প্রদান ক'রব। অপেক্ষা কেন?

অশোক। মাতৃ-আজ্ঞার অপেক্ষায় দণ্ডায়মান, মহারাজ!

বিন্দুসার। হ্যাঁ হ্যাঁ, মাতৃ-আজ্ঞা ব্যতীত গমন ক'রতে পারবে না—তোমার অসীম বীরত্ব! তোমার পিতার আজ্ঞা শোন! তক্ষশিলা জয় না ক'রে নগর প্রবেশ ক'র' না।

[অশোক, সুভদ্রাঙ্গী, কহ্লাটক ও রাধাগুপ্ত ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

অশোক। মহারাণি, রাজাজ্ঞা পালন করি, অনুমতি দিন।

সুভদ্রাঙ্গী। বৎস, জয়যুক্ত হও! রাজ-আজ্ঞা পালন কর।

রাধাগুপ্ত। মা, মার্জ্জনা করুন! মহারাজ যেরূপ কঠোর পিতা, আপনিও কি সেইরূপ কঠোরা জননী?

সুভদ্রাঙ্গী। না রাধাগুপ্ত, আমি কঠোরা জননী নই। বাবা, তোমরা অশোকের প্রকৃতি জান না। আমি অনুমতি না দিলে যদি অশোকের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়, অশোক দেহের মমতা এখনি পরিত্যাগ ক'রবে।

অশোক। মা মা, তুমি রোদন ক'র' না! আমি তোমার আশীর্ব্বাদে জয়ী হ'য়ে প্রত্যাগমন ক'রব, শান্ত হও!

সুভদ্রাঙ্গী। বৎস,

শান্ত হ'তে কাহারে করিছ অনুরোধ?
কিরূপে করিব শান্ত অশান্ত হৃদয়?
নহ নারী,
কিরূপে বুঝিবে তুমি মায়ের বেদনা?
অশোকের সম পুত্র কর নি প্রসব,
দাও নাই অশোক নন্দনে বিসর্জ্জন,
শান্ত হ'তে অনুরোধ কর সে কারণ।
বুঝি বা জানিতে মোরে মমতা-বর্জ্জিত,
বুঝি বা ভাবিতে মম আদরের ত্রুটি;
কিন্তু শোন, বৎস,
আজি করি মনোভাব প্রকাশ তোমারে।
রাজরাজেশ্বর পুত্র জন্মিবে আমার,
দৈবজ্ঞের গণনা এরূপ;
স্নেহ-দৃষ্টে চাহিলে তোমার পানে
পাছে তব হয় অকল্যাণ,
স্নেহের প্রকাশ নাহি করি সেই হেতু।
অজানিত সুদূর প্রদেশে
সেই পুত্র, অন্তরের নিধি,
শত্রুমাঝে অসহায় করিব প্রেরণ—
শান্ত কে করিবে, বৎস, জননীর মন!

অশোক। মাগো, দৈবজ্ঞ গণন, ভিক্ষুর বচন,
মম হৃদয়ের উত্তেজনা—
অবশ্য হইব মাতা রাজরাজেশ্বর,
তব আশীর্ব্বাদে আমি হব সর্ব্বজয়ী।

[প্রণাম পূর্ব্বক অশোকের প্রস্থান।

সুভদ্রাঙ্গী। করুণা-আকর যেই দেবতামণ্ডল—
অনাথের নাথ চিরদিন,
রক্ষা ক'র অনাথ নন্দনে।

[সুভদ্রাঙ্গীর প্রস্থান।

রাধাগুপ্ত। মহাশয়, সর্ব্বনাশ হ'লো! কি উপায়ে রাজকুমারকে রক্ষা করা যায়?

কহ্লাটক। চল, দ্রুতগামী দূত প্রেরণ ক'রে কুমারকে রাজ্যপ্রান্তে কোন নির্জ্জন স্থানে আবদ্ধ রাখা যাক্। এ ব্যতীত তো অপর উপায় দেখি না। মহারাজ দিবারাত্র এই যোগ্য পুত্রের মৃত্যু-কামনা করেন। দেখ্‌লে না, এই পুত্র বিসর্জ্জন দিয়ে মহারাজ পরম আহ্লাদিত। সতর্কভাবে কার্য্য করা উচিত, নচেৎ আমাদের অমঙ্গল হওয়া সম্ভাবনা।

[উভয়ের প্রস্থান।

—

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

পথ

(অগ্রে অশোক পশ্চাৎ বীতশোকের প্রবেশ)

বীতশোক। দাদা, কোথা যাও ?

অশোক। রাজাদেশ পালনে।

বীতশোক। তোমার স্ত্রী-পুত্রদের নিকট বিদায় গ্রহণ ক'রলে না ?

অশোক। সে অবকাশ নাই।

বীতশোক। দাদা, তুমি তো বড় কঠিন ?

অশোক। কর্ত্তব্যের পথ তো কোমল নয়, বীতশোক ? তুমি আমার হ'য়ে আমার স্ত্রী-পুত্রদের ব'ল, যে আমার স্নেহের অভাব নয়, তবে রাজকার্য্য বড় কঠোর।

বীতশোক। আমি কি ক'রে ব'লব, আমি তো তোমার সঙ্গে যাব। রাজাদেশ পালন যদি তোমার কর্ত্তব্য হয়, আমি তোমার কনিষ্ঠ, তোমার অনুগমন করা আমার কর্ত্তব্য।

অশোক। না, বীতশোক, তুমি ফিরে যাও, আমাদের মা বড় দুখিনী ; আমার অদর্শনে কাতরা হবেন, তুমি সান্ত্বনা ক'র।

বীতশোক। দাদা, তুমি আমায় কর্ত্তব্যপালনে শিক্ষা দিয়েছ, কিন্তু সে শিক্ষার পরীক্ষা গ্রহণ কই ক'চ্ছ ? তুমি একাকী অসহায় শত্রুমাঝে গমন ক'রবে, আমি তোমার কনিষ্ঠ সহোদর, রাজগৃহে রাজভোগে অবস্থান ক'রব ?

অশোক। চিন্তাদূর কর উচ্চাশয়,
জেন, মম কোন কার্য্যে নাহি পরাজয়।
বিশাল সাম্রাজ্যপতি করিয়ে আমায়
প্রেরিয়াছে অদৃষ্ট ধরায় ;
না ধরে ধরণী-বক্ষ হেন কোন জন,
নতশির না হইবে সম্মুখে আমার।
নাহি অসি তীক্ষ্ণধার পিধানে কাহার
দেবতা-গঠিত অঙ্গে করিবে প্রবেশ,
দেব-প্রিয়দর্শী আমি জানিহ নিশ্চয়।
নিশ্চিন্ত হইয়ে কর জননীর সেবা ;
ভ্রাতা বলি আলিঙ্গনে পুনঃ সম্ভাষিব।

বীতশোক। হেন দেবকার্য্যে যদি তব আগমন,
তবে কি কারণ—কনিষ্ঠ তোমার—
তাহে করহ বঞ্চন ?
তব উচ্চ গৌরবের অংশমাত্র দানে
আজি যদি করহ বঞ্চনা,
কর মানা সাথী হইবারে—
যেই দেবকার্য্যে তুমি ধরণীমণ্ডলে—
সেই দেবগণে আমি কহি সাক্ষী করি,
তব মহাকার্য্যে হব নিশ্চয় সহায়।
নাহি মম তব সম উচ্চ অভিলাষ,
জ্যেষ্ঠ সেবা একমাত্র পিয়াস হৃদয়ে।

অশোক। কর তবে সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় সেবা মম,
মাতার নয়ন-ধার করহ মোচন।

বীতশোক। শিরোধার্য্য আজ্ঞা তব, লঙ্ঘিতে না পারি,
কিন্তু তব অতি নিষ্ঠুরতা ;
নিষ্ঠুর প্রতিজ্ঞা করি সম্মুখে তোমার,
তব কার্য্যে ছার দেহ করিব বর্জ্জন।

[অগ্রে অশোক পরে বীতশোকের অপরদিকে প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

রাজ-অন্তঃপুর—সুভদ্রাঙ্গীর মহল

সুভদ্রাঙ্গী ও পদ্মাবতী।

পদ্মাবতী। মা মা, কি হবে ? মহারাজ প্রভুকে বর্জ্জন ক'রেছেন, নগরে প্রবেশ নিষেধ। কি হবে, মা, কি হবে !

সুভদ্রাঙ্গী। আমরা দীনা রমণী, আমরা কি ক'রব, মা ? দীননাথকে ডাক', আর তো উপায় নাই।

পদ্মাবতী। মা, তোমার শ্রীমুখে শ্রবণ ক'রেছি, তুমি ব্রাহ্মণকুমারী, কোন মহাপুরুষ গণনা করেন যে, তোমার গর্ভে রাজচক্রবর্ত্তী জন্মগ্রহণ ক'রবেন, সেই জন্যই তোমার পিতা তোমাকে রাজপুরে রেখে যান। তোমার অসামান্য সৌন্দর্য্য-দর্শনে ঈর্ষ্যায় রাজ্ঞীগণ তোমায় হীন ক্ষৌরকার্য্যে নিযুক্ত ক'রেছিলেন। পুত্র-আশায় সে সমস্ত তুমি সহ্য ক'রে রাজকৃপায় পাটরাণী হ'য়েছিলে। সর্ব্বসুলক্ষণ ও রাজ-চক্রবর্ত্তীর অতুল-চিহ্নযুক্ত পুত্র প্রসব ক'রেছ। তবে এ পরিণাম কেন মা ? সকলই কি বিফল হ'ল ?

সুভদ্রাঙ্গী। আমি দূরদৃষ্টিহীনা অবলা, আমি কি ব'লব মা ? দেবতার যেরূপ ইচ্ছা, তাই পূর্ণ হবে।

(প্রহরিগণসহ বিন্দুসারের প্রবেশ)

মহারাজ, রাজ-অন্তঃপুরে রাজসম্মুখে অস্ত্রধারী প্রহরী কি সাহসে উপস্থিত ?

বিন্দুসার। কর্ত্তব্য পালনে; যে দাম্ভিক, পিতা ও রাজাকে উপেক্ষা ক'রে রাজ-অন্তঃপুরে লুক্কাইত আছে, তার অন্বেষণে। তোমার অশোক কোথায় ?

সুভদ্রাঙ্গী। আমা অপেক্ষা মহারাজ তো অশোকের অবস্থা অবগত। অশোক রাজ-আজ্ঞায় তক্ষশিলায় যাত্রা ক'রেছে।

বিন্দুসার। কুৎসিতা নাপ্তিনী, আর ক্ষৌরকার্য্যে আমাকে প্রতারিত ক'রতে পারবে না। তোমার পৈশাচিক মোহিনীতে আর আমি ভুলবো না। যদি নিজের মঙ্গল, কনিষ্ঠ পুত্রের মঙ্গল, পুত্রবধূ, পৌত্রের মঙ্গল কামনা থাকে, অশোককে প্রহরীর হস্তে অর্পণ কর।

সুভদ্রাঙ্গী। মহারাজ, মঙ্গল বা অমঙ্গল হোক, পতি-সম্মুখে কখনো এ জিহ্বায় মিথ্যা উচ্চারিত হয় নাই। অশোকের পাটলিপুত্র-রাজবংশে জন্ম, প্রতিজ্ঞাভঙ্গ হ'লে সে প্রাণত্যাগ ক'রত, কদাচ রাজ-আদেশ লঙ্ঘন ক'রে আমার অনুরোধেও অন্তঃপুরে লুক্কাইত থাকৃতে সম্মত হ'ত না। অন্তঃপুরে অহেতু রাজ-অনুচর প্রবেশ ক'রেছে।

বিন্দুসার। সত্যবাদিনি, অশোক অন্তঃপুরে নাই ? উত্তম ! কনিষ্ঠপুত্র, পুত্রবধূ, পৌত্রকে ল'য়ে এই অনুচরের সহিত অন্তঃপুর পরিত্যাগ ক'রে গমন কর। রাজ-আদেশে এখনি পুরী দগ্ধ হবে।

সুভদ্রাঙ্গী। প্রভু, প্রহরীবেষ্টিত হ'য়ে পুত্রবধূর সহিত কোথায় যাব ?

পদ্মাবতী। কেন, মা, রাজরাণী যথায় যাবেন, তাঁর দাসীও তথায় তাঁর সেবার নিমিত্ত থাকবে। কেন বিষণ্ণ হ'চ্ছেন ? শ্রীরামচন্দ্র যখন জানকী-বর্জ্জন ক'রেছিলেন, তখন তপোবনে তো তাঁর স্থান হ'য়েছিল, তাঁর শিশুদুটিও দেবতার কৃপায় পালিত হ'য়েছিল; দেবতার কৃপায় আমা-দেরও স্থান হবে।

বিন্দুসার। হ্যাঁ, কারাগারে।

পদ্মাবতী। যে আজ্ঞে, মহারাজ !

বিন্দুসার। রাজ্ঞি, তোমার পুত্রবধূও তোমার ন্যায় দাম্ভিকা।

(বীতশোক ও কুনালের প্রবেশ)

বীতশোক, শুনেছি, তুমি সত্যবাদী! তোমার জ্যেষ্ঠ এ পুরে লুক্কাইত আছে ?

বীতশোক। মহারাজ, মূষিক অন্তঃপুরে লুক্কাইত থাকতে পারে, সিংহ কিরূপে থাকবে ? তিনি তক্ষশিলায় গমন ক'রেছেন, আমি তাঁর নিকট বিদায় ল'য়ে আসছি।

বিন্দুসার। কুনাল, তুমি জানো, তোমার পিতা কোথায় ? সত্য বল, আমি অঙ্গীকার ক'চ্ছি, তার প্রাণ-বধ ক'রব না।

কুনাল। মহারাজ, পিতা যদি অন্তঃপুরে থাকতেন, কদাচ তাঁর অপরাধে তাঁর মাতা-ভ্রাতা-স্ত্রী-পুত্র রাজ-কোপে পতিত হ'চ্ছেন দেখে উদাসীন থাকতেন না, রাজসম্মুখে নিশ্চয় উপস্থিত হ'তেন।

বিন্দুসার। খুল্লতাত ও ভ্রাতুষ্পুত্র উভয়েই রাজসম্মুখে নিজ নিজ স্বাধীনচিত্তের পরিচয় দিতে প্রস্তুত দেখ্‌ছি। যাও, সকলে রক্ষীর সহিত গমন কর। (প্রহরীর প্রতি) সর্দ্দার—

সর্দ্দার-প্রহরী। মহারাজাধিরাজ—

বিন্দুসার। যে পুরে নন্দবংশীয় রমণীগণ আবদ্ধা ছিলেন, তথায় ল'য়ে যাও, সতর্ক প্রহরী যেন কাকেও সে পুরে প্রবেশ ক'রতে না দেয়। দুইজন প্রহরী এ গৃহে অগ্নি প্রদান কর। প্রতেক বস্তু ভস্মসাৎ ক'রে আমায় সংবাদ দেবে।

প্রহরী। রাজ্ঞীমাতা, দাস আজ্ঞা-অপেক্ষায় দণ্ডায়মান।

সুভদ্রাঙ্গী। চল, বাবা।

[প্রহরিগণ সহ সুভদ্রাঙ্গী, পদ্মাবতী, বীতশোক ও কুনালের প্রস্থান।

বিন্দুসার। (অপর প্রহরীদ্বয়ের প্রতি) গৃহে অগ্নি প্রদান কর।

[বিন্দুসারের প্রস্থান।

১ম প্রহরী। আয় রে, পোড়াবার আগে সিন্দুক-পেঁড়ায় কি পাই দেখি।

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

মায়া-কানন

(মার ও তৃষার প্রবেশ)

তৃষা। পিতা, মর্ম্ম তব বুঝিবারে নারি,
কি কারণ মায়া-বন ক'রেছ সৃজন ?
কহ তুমি অশোকের অরি,
কি হেতু না সংহার তাহারে ?
পরিবর্ত্তে তার,
সসাগরা ধরা-অধিকার,
অর্পিবে তাহারে, যে জন পরম শত্রু তব ?

মার। না কর বিচার,
আজ্ঞামত কার্য্যে রও রত।
অরি—বুদ্ধ মম, চাহে—
অহিংসা তাহার ধর্ম্ম করিতে প্রচার।
কিন্তু আমি অশোকে অর্পিলে অধিকার,
নররক্ত-স্রোতে সিক্ত হবে ধরাতল,
বৌদ্ধ ধর্ম্ম যাবে রসাতলে।

তৃষা। দয়াবান অশোক দেখেছি পরীক্ষিয়া,
হেন নরহত্যাকারী সে কেমনে হবে ?

মার। অবস্থায় হবে দয়া ঘোর নির্দ্দয়তা।
পিতৃ-ঘৃণা,
ভ্রাতা—যার বার বার রক্ষিল জীবন—
করিতেছে মরণ-কামনা অশোকের,
নির্ব্বাসিত তাহারি কৌশলে।
মাতা-পত্নী-ভ্রাতা-পুত্র কারাগারবাসী,
পিতৃরাজ্যে উপহাস-ভাজন সবার,
ঘৃণ্য লোকে কুষ্ঠরোগগ্রস্ত বলি।
হেন অবস্থা-পীড়নে, এক বুদ্ধ বিনা
কাহার হৃদয়ে আর দয়া পাবে স্থান !
উল্লাস আমার—
বৌদ্ধধর্ম্ম যাবে ছারখার।
মিত্র মম, অরি নহে অশোক কুমার।
এস, হই অন্তর্দ্ধান !
দিব উপদেশ এবে কি কার্য্য তোমার।

[মার ও তৃষার প্রস্থান।

(অশোক ও তৎপশ্চাৎ আকালের প্রবেশ)

অশোক। কে তুই ?

আকাল। এই পত্র দিতে এসেছি।

অশোক। কার পত্র ?

আকাল। দেখ্‌তে চাও, না, শুন্‌তে চাও ?

অশোক। কি দেখ্‌ব ?

আকাল। এই পত্র দেখ্‌বে।

অশোক। (পত্র গ্রহণপূর্ব্বক পাঠ করিয়া) যাও, মন্ত্রী-ম'শায়কে আমার নমস্কার জানিয়ে ব'ল', মাতা-ভ্রাতা-পত্নী-পুত্র বন্দী,—এ অবস্থায় তাঁর বন্ধুগৃহে লুক্কায়িত থাক্‌বার জন্য অশোক জন্মগ্রহণ করে নাই। অচিরে তক্ষশিলায় অধিকার স্থাপন ক'রে মাতা-ভ্রাতা-পত্নী-পুত্রের কারামোচন ক'র্‌বে।

আকাল। তোমার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ পাতাবার ইচ্ছা হ'চ্ছে।

অশোক। তুই কে ?

আকাল। তোমারই মত রাজরাজেশ্বর, দেখ্‌তে পাচ্ছ না ?

অশোক। তুমি সেই আকাল না ?

আকাল। সে যবে ছিলুম, তবে ছিলুম। এখন রাজার চাল চেলে দু'পা হাঁকিয়ে বরাবর এসেছি।

অশোক। তুমি আমার সঙ্গে ব্যঙ্গ কর ?

আকাল। করি।

অশোক। প্রণের ভয় কর না ?

আকাল। গোড়া থেকে সেটা তো বড় দেখেন নি।

অশোক। যাও।

আকাল। যাবার বড় ইচ্ছা নাই।

অশোক। তবে থাক।

আকাল। থাক্‌বারও বড় ইচ্ছা নাই।

অশোক। তবে কি ইচ্ছা ?

আকাল। রাস্তায় একলা শুতুম, এখন জুড়িদার পেলুম ; দু'জনে গল্পগাছা ক'রে ঘুমিয়ে প'ড়্‌ব।

অশোক। তুমি আমার সঙ্গে থাক্‌বে ?

আকাল। সখ হ'য়েছে বটে।

অশোক। পারবে ?

আকাল। পারা তো বড় ভারি কাজ দেখ্‌ছি নে।

দু'পায়ে চল্‌া, যা কিছু জোগাড় ক'রে খাওয়া, আর বনে-বাদাড়ে এক পাশে প'ড়ে থাকা।

অশোক। আমি দস্যু!

আকাল। আমায় কিসে শান্ত-শিষ্ট দেখ্‌লে?

অশোক। আমার সঙ্গে থাক্‌তে চাও কেন?

আকাল। গেরো; আর বাক্যব্যয় কেন? অনেক তো কথা কাটাকাটি হ'ল, এখন চল না, কোথায় যাবে। দুটী খাবার-দাবার ইচ্ছে থাকে তো বল, জোগাড় ক'রে দেখি।

অশোক। যাও, আমার সঙ্গ ত্যাগ কর। তোমার মনোভাব আমি বুঝেছি, তুমি আমার সামান্য উপকার ভোল নাই; তুমি কৃতজ্ঞ, সেই জন্য তোমার সঙ্গে ব্যঙ্গ-পরিহাস ক'রেছি। যাও, আমার নিকট থেক' না; আমি দানব, আমার দেহে অস্থি নাই, মাংস নাই, রক্ত নাই, কেবল আপাদমস্তক নিষ্ঠুরতাপূর্ণ। তুমি রাজপুর থেকে আস্‌ছ, তুমি কি শোনো নাই, আমি সংসার-পরিত্যক্ত—সংসারকে প্রতিশোধ দেব, এই নিমিত্ত জীবিত?

আকাল। আমিও সংসারে এতদিন কার-কারবার ক'র্‌লুম, আমারও তো সংসারে দেনা-পাওনা আছে; যদি শোধবোধ ক'র্‌তে হয়, তোমার মতন একজন মহাজন খাড়া না ক'রে কি ক'রে কার-কারবার চালাব?

অশোক। পার্‌বে?

আকাল। পরখ ক'রে দেখ।

অশোক। (সহসা উৰ্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিয়া) দেখ' দেখ' কি আশ্চর্য্য! এ কি আমার চক্ষের ভ্রম! কি দেখ্‌ছি, মেঘের উপর ঘোটকারোহণ ক'রে কে আসছে! এ অরণ্য কি কোন উপদেবতার আবাস-স্থান? (আকালের প্রতি) তুমি স'রে যাও, তুমি এ স্থানে থাক্‌লে, তোমার কোন অমঙ্গল হ'তে পারে।

আকাল। আমারও আপনার মত চার্‌দিকে মঙ্গল ছড়াছড়ি! একটু অমঙ্গলের তার পেলে মুখ বদল হবে।

(আকাশ হইতে অশ্বারোহণে মারের ভূমিতলে অবতরণ)

মার। তুমি না সংসারকে প্রতিশোধ দেবে, মনে ক'চ্ছ?

অশোক। যদি করি?

মার। আমার সাহায্য ব্যতীত পার্‌বে না।

অশোক। আমি কারও সাহায্য-প্রার্থী নই।

মার। আমার অধীনতা স্বীকার কর, নচেৎ এখ[ন] প্রাণ হারাবে।

অশোক। অধীনতা স্বীকার অপেক্ষা প্রাণত্যাগ কষ্ট[কর] হবে না।

মার। আমি তোমায় সমস্ত পৃথিবীর অধীশ্বর ক'রব।

অশোক। সে আধিপত্য আমার ইচ্ছা বটে, কি[ন্তু] তুমি যে সে আধিপত্য দিতে শক্তিমান, এরূপ আমার ধা[রণা] জন্মে নাই। মাত্র তুমি কুহকী, এই পরিচয় পেয়েছি।

মার। কর কি কুহকী জ্ঞানে উপেক্ষা আমায়?
জান কি, কে আমি ভূমণ্ডলে?
পূর্ণ আধিপত্য মম পঞ্চভূত 'পরে;
আজ্ঞায় আমার—
অট্টালিকা আকাশ সৃজিবে,
মলয় মারুত ঘোর ঝটিকা বহিবে,
অগ্নিরাশি প্রজ্জ্বলিত হইবে তুষারে;
উথলিবে সাগর-সলিল—
করিবারে ধরা আচ্ছাদন;
ঘেরিবে রজনী, কাঁপিবে ধরণী,
এখনি ইঙ্গিতে মম।
তোমা প্রতি হ'য়েছি সদয়,
তাই দানিতে আশ্রয়
আগমন হেথা মম।
ইচ্ছা তব তক্ষশিলা করিতে দমন,
কিন্তু, একাকী কিরূপে কার্য্য করিবে সাধন;
হের,
সৃজি এ কাননে সৈন্য সাহায্যে তোমার;
যত বৃক্ষ লক্ষ্য হয় তব,
অস্ত্রধারী মানব হইবে।
ধর আজ্ঞা অরণ্য আমার—

(বৃক্ষশ্রেণীর সৈন্যরূপে পরিণত হওন

অশোক। শক্তিশালী তুমি করি অবশ্য স্বীকার,
কিন্তু আমি পিতার আজ্ঞায়
আসিয়াছি একাকী দমিতে তক্ষশিলা।
ভাগ্য মাত্র সহায় আমার,
পরীক্ষিব ভাগ্যে আছে কিবা;

না ল'ব সাহায্য কারো অধীনতা করি।
রুষ্ট হও, তুষ্ট হও, তাহা নাহি গণি,
জীবনে প্রতিজ্ঞা মম হবে না লঙ্ঘন।

(দৃশ্য পরিবর্ত্তন)

মায়াকাননের পরিবর্ত্তে প্রান্তর

আশোক। কি আশ্চর্য্য,
বন পরিবর্ত্তে হেরি বিস্তৃত প্রান্তর!
ভোজবিদ্যা-বিশারদ হবে কোন জন।
কিন্তু কিবা প্রয়োজনে
এসেছিল মম সন্নিধানে?
সসাগরা ধরাপতি আমি,
হেন বা বুঝিল বিদ্যাবলে।
যে হয় সে হয়,
হইব ধরণীপতি নাহিক সংশয়।
বেগবান নদে কেবা রোধে,
কে বারে উদ্যমশীল পুরুষের গতি!
তক্ষশিলা নিশ্চয় করিব অধিকার।
[অশোকের প্রস্থান।

আকাল। চল, আমিও পেছু নিলুম!
[আকালের প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

নগর-প্রান্ত

(মার ও তৃষার প্রবেশ)

তৃষা। পিতা, কার্য্য তব বুঝিবারে নারি।
অধীনতা অস্বীকার করিল অশোক,
তবু হেরি
আনন্দ-উৎফুল্ল তব বদনমণ্ডল!

মার। রাজ্যলিপ্সা মনে জাগে যার,
মুখে অধীনতা মম করি অস্বীকার
নিস্তার কি পায় সেই জন?
অধীনতা অস্বীকার করিয়ে আমার
শত গুণে দম্ভ বৃদ্ধি হইল তাহার:
মানব বা দৈবশক্তি কিছু না মানিবে,
হবে নিজ ইচ্ছায় চালিত,
জান না কি স্বেচ্ছাচারী ক্রীতদাস মম?
তক্ষশিলা-আধিপত্য করিয়া গ্রহণ,
না মানিবে পিতার শাসন,
সাম্রাজ্যে হইবে ঘোর বিগ্রহ উদয়।
এবে কার্য্য তব
কলঙ্কিত করিতে অশোকে।
উজ্জয়িনীবাসী কোন ধনাঢ্য বণিক—
একমাত্র কন্যা তার পরমা রূপসী;
উচ্চ আশ বণিক-হৃদয়ে,
চাহে কোন উচ্চ বংশে অর্পিতে নন্দিনী।
অশোকের সনে যদি পার মিলাইতে,
পরিণয় হয় যদি অশোকের সনে,
রাজকুল কলঙ্কিত হবে,
ঘৃণিত হইবে তায় ক্ষত্রিয় সমাজে।
দুর্দ্দান্ত অশোক কভু ঘৃণা নাহি সবে,
ক্ষত্ররাজগণ সনে বিবাদ বাধিবে
ক্ষত্রবংশ ক্ষয় হবে তায়।
পার যদি কোন মতে এ কার্য্য সাধিতে,
মহা তুষ্ট হব তব প্রতি।
[উভয়ের প্রস্থান।

সপ্তম গর্ভাঙ্ক

তক্ষশিলা—মন্ত্রণা-কক্ষ

সভাপতি, সেনাপতি, ধর্ম্মযাজক ও সদস্যগণ।

সভাপতি। এখন কি উপায়? আমি নিশ্চয় সংবাদ পেলেম, আমাদের শাসনের নিমিত্ত পাটলিপুত্র হ'তে রাজপুত্র প্রেরিত হ'য়েছে। পাটলিপুত্রের অসংখ্য সেনা কিরূপে নিবারণ ক'রব?

সেনাপতি। কেন চিন্তিত হ'চ্ছেন? এ বন্ধুর প্রদেশে পাটলিপুত্রের সেনার যুদ্ধ অসম্ভব। বীরপ্রসবিনী তক্ষশিলার জনে জনে সহস্র যোদ্ধার সম্মুখীন হ'তে সক্ষম। চিন্তা দূর

করুন, অন্ত সহকারী সেনাপতি সৈন্য পরিচালনা ক'রে সেনার মনোভাব অবগত হবেন। যতদূর আমার ধারণা, প্রত্যেক সেনা মরণ সঙ্কল্প ক'রে যুদ্ধে প্রবেশ ক'র্‌বে। স্ত্রৈণ বিন্দুসার রাজার সুখ-লালিত সেনাগণ কদাচ আমাদের সমকক্ষ হবে না।

১ম কর্ম্মচারী। তবে কি আপনার যুদ্ধ পণ?

ধর্ম্মযাজক। অবশ্য, তোমরা বীরপুত্র—বীর; রণ তোমাদের জাতিধর্ম্ম; রাজ্যশাসনে অশক্ত স্ত্রৈণ সম্রাটের অধীনতা স্বীকারে কেন কলঙ্ক গ্রহণ ক'রবে? যে পর্য্যন্ত তক্ষশিলার উপযুক্ত রাজা নির্ণীত না হয়, আসুন, আমরা সিংহাসনে রাজমুকুট স্থাপন ক'রে রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করি।

সভাপতি। সেইরূপই হোক।

(একজন দূতের প্রবেশ)

দূত। সভাপতি মহাশয়, নিবেদন—এক দেবমূর্ত্তি বীর-পুরুষ সভায় আগমন ক'চ্ছেন।

সভাপতি। তিনি যিনিই হো'ন, বিনা অনুমতিতে রক্ষীরা কেন তাঁরে নগরে প্রবেশ ক'র্‌তে দিয়েছে?

দূত। তাঁরে নিবারণ ক'র্‌তে কেউ সাহস করে নাই। দুর্গ-সমীপে যখন সেই বীরপুরুষ উপস্থিত, সহকারী সেনাপতি সৈন্য-পরিচালনা ক'চ্ছিলেন; দৃঢ় অস্ত্রে সজ্জিত সেনাগণ স্পন্দহীন হ'য়ে তাঁরে পথ প্রদান ক'রেছেন।

সভাপতি। কে সে?

(অশোকের প্রবেশ)

অশোক। তোমাদের রাজা—শাসনকর্ত্তা। রাজ্যে সুনিয়ম স্থাপনের নিমিত্ত আমি আগত। প্রজারা যা'তে পুত্রের ন্যায় পালিত হয়, উচ্চ-নীচ প্রজার প্রতি যাতে সমভাবে ন্যায়-দৃষ্টি স্থাপিত হয়, রাজ্য যা'তে ধনধান্যে পূর্ণ হয়, যাতে দীনতা রাজ্যে না থাকে, সেই রাজকার্য্য সাধনের জন্য আমি উপস্থিত। অবনত মস্তকে আমার শাসনাধীন হও। যদি কেহ বিরূপ থাক, নিজ ইষ্টদেবকে স্মরণ কর, রাজদণ্ডে যমপুরে প্রেরিত হবে।

সভাপতি। আপনি একা আমাদের শাসন ক'রবেন?

অশোক। আমি একা—আমি একাই শত সহস্র। অর্ব্বাচীন সভাপতি! সসাগরা ধরণীর অধিপতি তোমার সম্মুখে—এ তোমার উপলব্ধি হ'চ্ছে না? শীঘ্র আসন পরিত্যাগ ক'রে রাজসম্মানের নিমিত্ত দণ্ডায়মান হও। রাজপুত্র অশোক সসাগরা ধরণী শাসন ক'রবার জন্য জন্মগ্রহণ ক'রেছে।

ধর্ম্মযাজক। সত্য—সত্য—সত্য! কুমার অশোক আমাদের রাজা। যে দুর্দ্দান্তপ্রতাপ নির্ভীকহৃদয় বীরপুরুষ একাকী তক্ষশিলায় প্রবেশ ক'রে তক্ষশিলার শাসন-সভায় রাজ-সিংহাসনে উপবেশনের নিমিত্ত উপস্থিত, যে রাজলক্ষ্মীর বরপুত্র, রাজলক্ষ্মীর উত্তেজনায় অমিত শৌর্য্য বীর্য্যের পরিচয় প্রদান ক'রেছেন—আমি তক্ষশিলার পুরোহিত—আমি সেই রাজাধিরাজকে তক্ষশিলার অধিপতিরূপে বরণ ক'রলেম।

(পট পরিবর্ত্তন)

রাজসভা।

মহারাজ, এই রাজমুকুট ধারণ ক'রে সিংহাসনে উপবেশন করুন।

(অশোকের সিংহাসনে উপবেশন)

ধর্ম্মযাজক। সভাপতির জন্য অন্ত আমি পুষ্পহার এনেছিলেম, মহারাজের গলদেশে প্রদানপূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ করি। (রাজ-কণ্ঠে ফুলহার পরাইয়া দিয়া) জয় মহারাজাধি-রাজ কুমার অশোকের জয়!

সকলে। জয় মহারাধিরাজ কুমার অশোকের জয়! জয় তক্ষশিলার অধীশ্বর কুমার অশোকের জয়! জয় রাজলক্ষ্মীর বরপুত্র কুমার অশোকের জয়!

অশোক। শুন শুন তক্ষশিলা-মুখপাত্রগণ,
পুত্রের স্থানীয় আজি তোমরা সকলে।
যোগ্যপুত্র রহে যথা পিতৃকার্য্যে রত,
রাজ্যের মঙ্গল হোক হৃদয়ের ব্রত,
জনে জনে পরিচয় প্রদান' সংসারে—
রাজকার্য্যে সুনিপুণ কিরূপ সকলে।
সভাপতি!—

সভাপতি। মহারাজ!

অশোক। আজি হ'তে মন্ত্রী পদ তব।
সেনাপতি!—

সেনাপতি। মহারাজ!

অশোক। সৈন্যভার তোমায় অর্পিত,

যেবা যেই কার্য্যে যোগ্য, মন্ত্রীমহাশয়,
সেই কার্য্যে তাহারে করুন নির্ব্বাচিত।

সকলে। জয় তক্ষশিলা-অধীশ্বরের জয়!

অশোক। মন্ত্রীবর, তক্ষশিলার রাজসিংহাসন যে এরূপ অমূল্য রত্নাদিখচিত ও রাজমুকুট যে এরূপ রাজন্যবৃন্দের ঈর্ষ্যা-উৎপাদনকারী, আমি পূর্ব্বে অবগত ছিলেম না।

সভাপতি (মন্ত্রী)। মহারাজ, এই আমাদের ক্ষোভের কারণ ছিল, পাটলিপুত্র আমাদের অবস্থা অবগত নয়। আমাদের রাজকোষ অর্থপূর্ণ। তক্ষশিলার চতুষ্পাঠী বোধ হয় পাটলিপুত্র ব্যতীত সকল স্থানে বিখ্যাত। মহারাজাধিরাজ চন্দ্রগুপ্তের সৈন্যভুক্ত হ'য়ে আমরা যে সাম্রাজ্য-বিস্তারে সাহায্য ক'রেছি, ইহা পাটলিপুত্র যে বিস্মৃত হ'য়েছেন, ইহাই আমাদের ক্ষোভের কারণ ছিল। আজ রাজকুলতিলক মহারাজ অশোক আমাদের সেই ক্ষোভ নিবারণ ক'রেছেন।

(সহচরীগণ সহ দেবীর প্রবেশ)

অশোক। মন্ত্রীবর, কে এ সুন্দরী? দরবারে কি আবেদন জিজ্ঞাসা করুন।

সভাপতি। মহারাজ, এঁরা আমার পরিচিতা নন, বোধ-হয় উজ্জয়িনীবাসী।

অশোক। উজ্জয়িনীবাসী! হেথায় কি নিমিত্ত?

দেবী। মহারাজ, অনুমতি হয়, দাসী রাজপদে তা'র প্রার্থনা জ্ঞাপন করে।

অশোক। সুন্দরি, তোমার আবেদন শ্রবণে আমি প্রস্তুত, সিংহাসনের নিকট অগ্রসর হও।

দেবী। মহারাজ, দাসী উজ্জয়িনী-নিবাসিনী, বহুযত্নে রত্নহার প্রস্তুত ক'রেছে; মহারাজ অশোকের উপযুক্ত কি না, জান্‌বার নিমিত্ত সভায় দণ্ডায়মান।

অশোক। শ্রদ্ধার উপহার আমাদের সর্ব্বদাই আদরের।

দেবী। তবে দাসীর আবেদন পূর্ণ হো'ক। রাজকণ্ঠে এ রত্নহার কিরূপ শোভা প্রাপ্ত হয়, দর্শন ক'রে দাসী চরিতার্থ হবে, রাজপদে দাসীর এই নিবেদন।

অশোক। ভাল, সুন্দরি, তোমার সম্মুখেই আমি এই মালা ধারণ ক'র্‌ব।

দেবী। তবে ধৃষ্টতা মার্জ্জনা ক'রে মালা গ্রহণ করুন।

(রাজকণ্ঠে রত্নহার প্রদান)

ধর্ম্মযাজক। জয় রাজদম্পতীর জয়! তক্ষশিলাবাসি, জয়ধ্বনি কর,—মহারাজের উপযুক্ত মহারাণী আমরা প্রাপ্ত হ'লেম।

সকলে। জয় রাজদম্পতীর জয়!

দেবী। হে তক্ষশিলাবাসি, আমি আমার ইষ্টদেবের গলদেশে মাল্য প্রদান ক'রেছি। আজ নূতন নয়, বহুদিন আমি আমার হৃদয়েশ্বরকে বরণ ক'রেছি, কিন্তু আমার স্থান রাজ-শ্রীচরণে, সিংহাসনে নয়। দাসী—হীন-কুলোদ্ভবা বণিক-কুমারী, মহারাজের গুণগ্রাম শ্রবণে মুগ্ধা। মহারাজ আমার প্রাণেশ্বর, কিন্তু আমি সেবিকা—দাসী মাত্র।

সভাপতি। জননি—রাজরাজেশ্বরি, আপনিই এই গুণগ্রাম-ভূষিত মহারাজের বামে বস্‌বার উপযুক্ত।

ধর্ম্মযাজক। মন্ত্রীমশা'য় স্বরূপ আজ্ঞা ক'রেছেন।

অশোক। একি! আমার পত্নী আছেন। আমি রাজ-আজ্ঞায় তক্ষশিলায় আগত। তোমরা এ কিরূপ ব'ল্‌ছ?

ধর্ম্মযাজক। এ সাধ্বী যখন রাজকণ্ঠে মাল্য-প্রদানে সাহস ক'রেছেন, যে নর-শার্দ্দূলের নিকট তক্ষশিলাবাসী নতশির, সে মহারাজের রাণীর যোগ্যা যদি তিনি না হন, তবে ত্রিভুবনে মহারাজের যোগ্যা নারীরত্ন নাই। মাল্য-প্রদানে তক্ষশিলার নিয়মানুসারে ইনি রাজপত্নী। মহারাজ, ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করুন! ব্রাহ্মণ আপনাকে দান ক'চ্ছেন, ব্রাহ্মণের দান উপেক্ষা ক'রবেন না।

(সকলের জানু পাতিয়া উপবেশন)

সভাপতি। (জানু পাতিয়া করজোড়ে) দাসগণেরও এই প্রার্থনা, রাজ্ঞীকে সিংহাসনে স্থান দেন।

অশোক। আমি প্রজাগণের বাধ্য। এস, প্রিয়ে, সিংহাসনে উপবেশন কর।

দেবী। মহারাজ! আমি দাসী—সিংহাসন আমার স্থান নয়, আমার স্থান চরণতলে। আমি উচ্চভিলাষিনী নই, প্রাণেশ্বরের সেবা-প্রয়াসী। সাধুর আজ্ঞায় যখন পিতার সহিত দেশভ্রমণে বহির্গত হই, মহারাজ তক্ষশিলায় গমন ক'চ্ছেন, কোন এক পরিব্রাজিকার নিকট সংবাদ পেয়ে, মহারাজকে দর্শন ক'রতে পথিমধ্যে অবস্থান করি। তেজঃপুঞ্জ বীরমূর্ত্তি দর্শনমাত্রে আত্মসমর্পণ ক'রেছি—পদসেবার কামনায় —সিংহাসন-প্রত্যাশায় নয়।

অশোক। তুমি আমার সিংহাসনের অনুপযুক্তা নও। যদি তুমি সিংহাসনে উপবেশন ক'র্‌তে অসম্মতা হও, আমি সিংহাসন হ'তে অবতরণ ক'রে তোমার পার্শ্বে দণ্ডায়মান হ'চ্ছি। তোমার রত্নহার বিনিময়ের উপযুক্ত রত্ন আমার নাই। তবে কুসুমরত্ন—দেবপ্রিয়, এই কুসুমরত্নে গ্রথিত রাজগলদেশের মালা তোমায় অর্পণ ক'র্‌লেম।

সকলে। জয় রাজদম্পতীর জয়!

(সহচরীগণের গীত)

চাঁদ-ধরা ফাঁদ পেতেছিল, যতনে মালা গেঁথে।
ধ'র্‌তে গিয়ে প'ড়লো ধরা, চাঁদ ধ'রেছে বুক পেতে॥
কিনেছে বিকিয়ে গিয়ে, ধ'রেছে ধরা দিয়ে,
এ সাধের খেলা দিয়ে-নিয়ে, নয় শুধু নিয়ে;
দিয়েছে তাই পেয়েছে, কোমল-কঠিন এক হ'য়েছে,
দুই ধারা এক স্রোতে চলে, ডুবেছে প্রাণ তায় মেতে॥

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

পাটলিপুত্র—রাজসভা

কহ্লাটক ও রাধাগুপ্ত।

কহ্লাটক। সেই দিনই রাজবৈদ্য ব'লেছিলেন, যদিচ পক্ষাঘাতে এবার নিস্তার পেলেন, অচিরে জীবনলীলা সম্বরণ ক'রতে হবে নিশ্চয়।

রাধাগুপ্ত। কিন্তু আজ কয়দিন মহারাজকে কিঞ্চিৎ সুস্থ বোধ হ'চ্ছে, না? চ'লে-ফিরে বেড়াচ্ছেন?

কহ্লাটক। বৈদ্য বলেন, এ বায়ু-প্রভাবে, নির্ব্বাণোন্মুখ দীপের ন্যায়। বহুদিন আর এ অবস্থায় অতিবাহিত হবে না।

রাধাগুপ্ত। এখন কি কর্ত্তব্য বিবেচনা ক'চ্ছেন? কুমার অশোক তো আজও উপস্থিত হ'লেন না। যুবরাজ সুসীমও তক্ষশিলা পরিত্যাগ ক'রেছেন, সংবাদ পেলেম। তিনি উপস্থিত হ'লে মহারাজ তাঁরেই সিংহাসন অর্পণ ক'র্‌বেন, সেই জন্যই ভারতের সমস্ত করপ্রদ রাজন্যবর্গকে নিমন্ত্রণ ক'রেছেন। তাঁর অভিপ্রায়, নৃপতিবৃন্দের সম্মুখে যুবরাজকে সিংহাসন প্রদান করেন।

কহ্লাটক। আমি এই আশঙ্কায় কৌশলে যুবরাজকে তক্ষশিলায় প্রেরণ ক'রেছিলেম।

রাধাগুপ্ত। আপনার অদ্ভুত কৌশল।

কহ্লাটক। এতে আমার প্রশংসা নাই। তক্ষশিলার গোলাপকুঞ্জ-বর্ণন শ্রবণে সেই বারবিলাসিনী মুগ্ধা হ'য়ে যুবরাজকে তক্ষশিলার ভার্‌গ্রহণে উত্তেজিত করে। সেই বারবিলাসিনীর সন্তোষের জন্য মহারাজের শত অনুরোধ উপেক্ষা ক'রে, তিনি তক্ষশিলার অধিকার কুমার অশোকের নিকট হ'তে গ্রহণ ক'রেছেন এবং কুমার অশোকও সেই কারণে উজ্জয়িনীতে প্রেরিত হ'য়েছেন। কিন্তু আমাদের পত্র প্রাপ্ত হ'য়েছেন—সংবাদ দিয়েছেন; এবং পরদিনই উজ্জয়িনী পরিত্যাগ ক'র্‌বেন প্রকাশ ক'রেছেন। কিন্তু আজও কি নিমিত্ত উপস্থিত হ'চ্ছেন না, ব'ল্‌তে পারছি না। পথে কি কোন বাধা প্রাপ্ত হ'য়েছেন? এই যে কুমার!

(অশোকের প্রবেশ)

কুমার, শুনুন,—আপনাকে বিশ্রামের সময় দিতেও আমারা অসম্মত। শুন্‌ছি, যুবরাজ সুসীম আগতপ্রায়।

অশোক। পিতা কেমন আছেন?

কহ্লাটক। তাঁর অবস্থা শোচনীয়। রাজমুকুট সিংহাসনে স্থাপন পূর্ব্বক রাজকার্য্য আমরাই নির্ব্বাহ ক'চ্ছি। যদি যুবরাজ সুসীম নির্ব্বুদ্ধিতাবশতঃ বেশ্যার অনুরোধে, আপনার ঐশ্বর্য্যে ঈর্ষ্যান্বিত হ'য়ে তক্ষশিলায় না গমন ক'র্‌তেন, এতদিন রাজ্য-শাসনের ভার তাঁর উপরেই অর্পিত হ'ত। মহারাজ আপনার নিকট প্রতিশ্রুত আছেন যে, তক্ষশিলা জয় ক'র্‌লে সিংহাসন আপনাকে অর্পণ ক'র্‌বেন। আপনি মহারাজের নিকট সেই প্রার্থনা করেন—আমাদের আবেদন। যুবরাজ সুসীম অধিকার প্রাপ্ত হ'লে অচিরে এই বিপুল সাম্রাজ্য ছারখারে যাবে।

অশোক। মন্ত্রীবর, আমি পুত্র,—মহারাজের আজ্ঞা পালন করা আমার কর্ত্তব্য। সেই কর্ত্তব্য-পালনে রাজ-ইচ্ছায় তক্ষশিলার সিংহাসন যুবরাজকে অর্পণ ক'রে উজ্জয়িনীতে আমি গমন ক'রেছিলেম, কেবল আপনাদের অনুরোধে নয়। মহারাজ আমায় সিংহাসন দেবেন—প্রতিশ্রুত ছিলেন সত্য; কিন্তু তাঁর অনিচ্ছায় সিংহাসন গ্রহণ ক'র্‌তে আমি অসম্মত।

কহ্লাটক। আপনি যদি এরূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন, আমাদের আর উপায়ান্তর নাই। আপনাকে সিংহাসনে বঞ্চিত ক'রে আপনার পিতা সত্যভ্রষ্ট হবেন; আপনার মাতা, ভ্রাতা প্রভৃতি সকলে একরূপ চির কারাবদ্ধ থাক্‌বেন; আমরা রাজকার্য্যে বৃদ্ধাবস্থায় উপস্থিত, আমাদের জীবন-সংহার হবে; ব্যভিচার রাজপুরে বিরাজ ক'র্‌বে, বেশ্যার পদার্পণে চন্দ্রগুপ্তের সিংহাসন কলুষিত হবে। অধর্ম্মের প্রভাবে ধর্ম্ম পুণ্যভূমি পরিত্যাগ ক'র্‌বেন; অপহরণ, সতীত্ব-নাশ, নিরীহ ব্যক্তির প্রাণ-সংহার—রাজপ্রিয় ব্যভিচারী কর্ম্মচারীর নিত্য-নৈমিত্তিক কার্য্য হবে। এ সকলে যদি আপনি উদাসীন হন, তা'হলে জান্‌ব যে পুণ্যভূমি দেব-কোপে অভিশাপগ্রস্ত! ভারত-সিংহাসনে একচ্ছত্র রাজা উপবেশন ক'র্‌বেন—সেই একচ্ছত্র রাজ্যেশ্বর কুমার অশোক—এ সাধু প্রচারিত প্রবাদ মিথ্যা। সমস্ত মিথ্যা—চন্দ্র-সূর্য্য-তারকামালার দীপ্তি মিথ্যা, শ্যামা মেদিনীর শোভা মিথ্যা, দিবারাত্রি মিথ্যা। অধর্ম্মের অধিকারী একমাত্র সত্য!

অশোক। যদি সত্যই এরূপ অবস্থা হয়, আপনি রাজনীতি-বিশারদ জগৎপূজ্য চাণক্যের শিষ্য, চলুন, আমরা রাজার নিকট তক্ষশিলার অধিকার ল'য়ে স্বজনে তথায় বাস করি। রাজার যেরূপ ইচ্ছা, রাজ্যভার তাঁরেই অর্পণ করুন।

কহ্লাটক। চন্দ্রগুপ্তের রাজ্য ছারখার হবে, আর আপনি উদাসীন থাক্‌বেন?

অশোক। মন্ত্রীবর, কঠিন সমস্যা! কিন্তু আমি নিরুপায়, আমি মাতার নিকট পিতৃ-আজ্ঞা-পালনে প্রতিশ্রুত।

নেপথ্যে বিন্দুসার। না না—আমি একবার সুসীম এলো কিনা দেখ্‌ব। সে এসেছে—সে এসেছে—আমি তার কণ্ঠস্বর শুন্‌তে পেয়েছি।

(দেহরক্ষকগণের সাহায্যে বিন্দুসারের প্রবেশ)

অশোক। পিতা, আশীর্ব্বাদ করুন।

বিন্দুসার। কে তুই? দূর হ, আজও তোর মৃত্যু হ'ল না! তুই অস্পৃশ্য, তোর মাতা অস্পৃশ্যা, তোর ছায়া অস্পৃশ্য, দূর হ'—দূর হ'—

অশোক। পিতা, যদিচ আমি আপনার বিরক্তিভাজন, সন্তানের একমাত্র প্রার্থনা গ্রাহ্য করুন। উজ্জয়িনী বা তক্ষশিলার চির অধিকার আমার উপর অর্পণ করুন। আমি তথায় আমার মাতা, পত্নী, ভ্রাতা, পুত্র ও আত্মীয়-স্বজন ল'য়ে বাস করি, আর আপনার সম্মুখীন হ'য়ে বিরক্তিভাজন হব'না।

বিন্দুসার। তোরে তক্ষশিলার অধিকার দেব! এ সাম্রাজ্যের একখণ্ড ভূমি তোরে দেব না। আত্মীয়-স্বজন নিয়ে তক্ষশিলায় বাস ক'র্‌বে? তোমার আত্মীয়-স্বজন কারাগারে, তাদের অগ্নিদগ্ধ ক'রে বধ ক'র্‌তে আজ্ঞা দেব।

অশোক। আমার স্বজন মহারাজেরও স্বজন, তাঁদের প্রতি কঠোর আজ্ঞায় রাজ্যে কলঙ্ক ঘোষণা হবে।

বিন্দুসার। রাজ্য ছারেখারে যাক্‌, সিংহাসন ভস্ম হোক, সমুদ্র পৃথিবী গ্রাস করুক, দিক্‌ দাহ হোক! দূর হ'—দূর হ'—

অশোক। পিতা, যদি ধর্ম্ম থাকে, যদি জ্যোতিষ-বাক্য সত্য হয়, যদি আমার নির্ম্মল অন্তরের উত্তেজনা না বিফল হয়, আপনি সীমান্ত রাজ্যের অধিকার দিতে অসম্মত হ'চ্ছেন, আমি এই পাটলিপুত্রের অধীশ্বর হব নিশ্চয়।

বিন্দুসার। অধীশ্বর হবে? অধীশ্বর হবে? দূর হ'! তুই আবার নগরে প্রবেশ করেছিস্‌? তোর যে প্রাণবধের আজ্ঞা দিই নাই, এই তোর প্রতি যথেষ্ট ক্ষমা! কুষ্ঠরোগী, নাপ্‌তিনী-পুত্র, দূর হ'—দূর হ'—

[দেহরক্ষকগণ সহ বিন্দুসারের প্রস্থান।

অশোক। কোথা ধর্ম্ম! নামে মাত্র আছ কি জগতে?
ভাগ্যহীন বহুজনে ধরে এ ধরণী;
কিন্তু অতি দীন জন
পিতৃ-স্নেহে বঞ্চিত নহেক কদাচন!
আত্মহত্যা উপায় কি মম?
বিদ্রোহী হৃদয়,
এত অপমানে ধৈর্য্য না ধরিতে পারে।
মাতৃস্নেহ মাতৃবাক্য বন্ধন কেবল,
নহে প্রজ্জ্বলিত কোপানলে
ভস্মসাৎ করিতাম এ পাপ সংসার।
যেন এ পাপ ধরায়,
পিতা-পুত্র পুনরায় সম্বন্ধ না হয়!
আজীবন পশু বা মানবে
সমভাবে করিয়াছি দয়া বিতরণ,

কিন্তু এবে রাখি যদি এ ঘৃণ্য জীবন,
স্তম্ভিত করিব ধরা নিষ্ঠুর আচারে।
দেখিব দেখিব,
প্রবল শোণিত-স্রোতে তিতি' বসুমতী
হয় বা না হয় তার আচারবর্ত্তন!

কহ্লাটক। কুমার, আর কি নিমিত্ত ইতস্ততঃ ক'চ্ছেন? শাস্ত্রের বচন—"বীরভোগ্যা বসুন্ধরা"।

অশোক। সত্য।

(বেগে বিন্দুসারের দেহরক্ষকের প্রবেশ)

দেহরক্ষক। রাজকুমার, অবধান, মহারাজ মানবলীলা সংবরণ ক'রেছেন।

কহ্লাটক। সে কি?

দেহরক্ষক। মহারাজ হেথা হ'তে নিজ গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন ক'রে "সুসীম, সুসীম" বলে চীৎকার ক'রলেন্। অকস্মাৎ শোণিত বমন হ'য়ে প্রাণবায়ু নির্গত হ'ল।

অশোক। এও আমার কঠোর শিক্ষার অন্তর্গত। আমিই এক প্রকার পিতার মৃত্যুর হেতু। আমি ভাগ্যবান্ বা অভাগা জানি না, কিন্তু রাজ্য-গ্রহণ আমার নিশ্চয় সঙ্কল্প।

কহ্লাটক। মহারাজ, সিংহাসন গ্রহণ করুন, রাজ-সিংহাসন কখন' রাজাশূন্য থাকে না।

[অশোকের সিংহাসন স্পর্শ করণ।

কহ্লাটক ও রাধাগুপ্ত। (অশোকের মস্তকে রাজ-মুকুট পরাইয়া দিয়া) জয় মহারাজ অশোকের জয়!

রাধাগুপ্ত। কিন্তু বহুকার্য্য সম্মুখে; অনেক রাজ-অমাত্য এবং সেনাপতি প্রভৃতি অনেক অনাচারী কর্ম্মাধ্যক্ষ কুমার সুসীমের পক্ষ। তাঁরা সকলেই কুমার সুসীমকে রাজা ক'র্‌বার জন্য উদ্যোগী হবেন, তাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হয়, এজন্য আমাদের বিশেষ যত্ন আবশ্যক।

অশোক। যুবরাজের পক্ষে সেনাপতি ব্যতীত আর কে?

কহ্লাটক। মহারাজ, আর যুবরাজ ব'ল্‌বেন না! তিনি তক্ষশিলা যাত্রার নিমিত্ত ব্যগ্র হ'য়ে যৌবরাজ্যে অভি-ষিক্ত হওয়া উপেক্ষা করেছিলেন। এখন যুবরাজ নির্দ্দেশ ক'র্‌বার ভার মহারাজের।

(কয়েকজন রাজ-পারিষদের প্রবেশ)

১ম পারিষদ। মন্ত্রীমহাশয়, সংবাদ কি সত্য?

২য় পারিষদ। এ কি! সিংহাসনে কুমার অশোক কি নিমিত্ত?

রাধাগুপ্ত। আপনারা তো জানেন, সিংহাসন রাজাশূন্য থাকে না।

১ম পারিষদ। সিংহাসন যুবরাজ সুসীমের।

কহ্লাটক। তিনি যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হন নাই। তিনি যৌবরাজ্য উপেক্ষা ক'রে বারবিলাসিনীর প্ররোচনায় তক্ষশিলায় গমন ক'রেছিলেন। স্বর্গগত মহারাজ তাঁর সম্মান-স্বরূপ যুবরাজ ব'ল্‌তেন, প্রকৃতপক্ষে তিনি যুবরাজ নন।

১ম পারিষদ। অন্যায় ব'ল্‌ছেন, উনি মহারাজের পরিত্যক্ত পুত্র।

অশোক। না, আমি তক্ষশিলাজয়ী—পিতৃসত্যে আমারই সিংহাসন।

২য় পারিষদ। আমরা তা স্বীকার করি না।

অশোক। অস্বীকারের ফল মৃত্যু।

পারিষদগণ। না, রাজদ্রোহীর মৃত্যু! (অসি নিষ্কাসন)

(সৈন্যগণসহ আকালের প্রবেশ)

আকাল। আরে সভাসদ ম'শায়েরা, তাও কি হয়! আমরা যে সব এদিক ওদিক ছিলুম! মহারাজের তলোয়ারখানা অনেক কাটাকুটি ক'রে হয় তো ভোঁতা হ'য়ে গিয়েছে।

অশোক। সত্য! আমার অসি বীরের নিমিত্ত, এ সকল কাপুরুষ-বধের নিমিত্ত নয়। এদের কারাগারে ল'য়ে যাও। (মন্ত্রীদ্বয়ের প্রতি) মহাশয়, স্বরূপ বলেছেন—অনেক কার্য্য, বিরামের অবসর নাই, আসুন।

[সকলের প্রস্থান

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

প্রান্তর-মধ্যস্থ শিবির-অভ্যন্তর

সুসীম, চিত্তহরা ও নর্ত্তকীগণ।

(নর্ত্তকীগণের গীত)

ব'স আদরে বামে, বহে মধু যামিনী।
ধর আদরে করে, পাশে ব'সে কামিনী।

প্রেমিক-প্রাণে কত পিয়াস জাগে,
চোখে চোখে কথা প্রাণে সোহাগ মাগে—
ধরা ফুলমালিনী, নিশা শশিশালিনী।
সুখের নিশি, খেলে মদন-রতি,
সুখের নিশি, খেল' যুবা-যুবতী,
সুখের রাতি, খেল' প্রমোদে মাতি—
প্রমোদে কলিকা দোলে মৃদুহাসিনী।

চিত্তহরা। নে নে, তোদের আর গাইতে হবে না, চলে যা।

[নর্ত্তকীগণের প্রস্থান।

সুসীম। কেন, শোন না, কি ক'রবে?

চিত্তহরা। যাও যুবরাজ! তক্ষশিলার গোলাপকুঞ্জ আমার মনে প'ড়ছে, আর আমার কিছু ভাল লাগ্‌ছে না।

সুসীম। কিন্তু আমার ত ভাল লাগছে?

চিত্তহরা। তোমার নীরস প্রাণ, তাই তোমার ভাল লাগ্‌ছে।

সুসীম। তুমি গোলাপকুঞ্জ ত্যাগ ক'রে এসেছ; কিন্তু আমার গোলাপকুঞ্জ আমার সঙ্গে। তোমার যৌবন—প্রফুল্ল উপবন—গোলাপকুঞ্জ তোমার কপোলে, গোলাপকুঞ্জ তোমার অধরে, কুসুমরাশির উপর ঊষার আভার ন্যায় তোমার বর্ণ-আভা, প্রভাত সমীরে ঈষৎ আন্দোলিত সরোবর-তরঙ্গের ন্যায় তোমার অঙ্গ-তরঙ্গ। তুমি যেখানে, সেই খানেই আমার নন্দনকানন।

চিত্তহরা। এখন আর তুমি আমার কোন কথাই শোন না। কেন বল দেখি, এত তাড়াতাড়ি তক্ষশিলা ত্যাগ ক'রে এলে?

সুসীম। না না বোঝ না, কেন চিন্তিত হ'চ্ছ? পিতা শীঘ্রই ম'রবেন পত্র লিখেছেন। আমায় সিংহাসন দেবার অপেক্ষায় বহু যত্নে প্রাণবায়ু বহির্গত হ'তে দেন নাই। কেবল সিংহাসন-গ্রহণের বিলম্ব মাত্র। রাজমুকুট ধারণ ক'রেই আজ্ঞা দেব, পাটলিপুত্রের পরিবর্ত্তে তক্ষশিলায় রাজধানী হবে।

চিত্তহরা। তুমি যেমন ঐ বুড়োর কথায় বিশ্বাস কর। এই তো পক্ষাঘাত আজ ক'বছর হ'য়েছে। এই আজ মরে, কাল মরে,বরাবর শুন্‌ছি। তুমি যখন তক্ষশিলায় যেতে চেয়েছিলে, বুড়োর তোমার হাতে ধ'রে কান্না, "যেও না সুসীম, গেলে আর দেখা হবে না!" সে তো আজ বছর ফির্‌তে গেল, কই ম'ল?

সুসীম। না না, অবস্থা বড় শোচনীয়! দিন দিন মন্দ হ'য়ে আস্‌ছে, রাজ-বৈদ্য স্বয়ং আমায় পত্র লিখেছেন। তা না হ'লে কি আমি তক্ষশিলা ছেড়ে আস্‌তুম?

চিত্তহরা। আর কতদিন তাঁবুতে তাঁবুতে থাক্‌তে হবে?

সুসীম। নিকটেই এসেছি, পাটলিপুত্র আর এক দিনের পথ।

(পরিচারিকার প্রবেশ)

পরিচারিকা। মহারাজ, পাটলিপুত্র থেকে দূত এসেছে। শুন্‌লুম, বড় দুঃসংবাদ।

চিত্তহরা। তারে এই খানেই ডাক্, বুড়ো ম'ল্ কি না শুনি। [পরিচারিকার প্রস্থান।

বুড়ো যদি ম'রে থাকে, তোমায় কিন্তু তিন দিনের ভিতর তক্ষশিলায় ফির্‌তে হবে। মাথায় মুকুট পরার যা দেরী, আর দেরী ক'র্‌তে পাবে না।

(আকালের প্রবেশ ও ক্রন্দন)

সুসীম। কি হ'য়েছে? তুমি রোদন ক'চ্চ কেন?

আকাল। মহারাজ ম'রেছে।

চিত্তহরা। খুব ক'রেছে।

আকাল। অম্‌নি খামকা খুব ক'রবে? এত অন্যায় সয়! (ক্রন্দন) বুড়ো হ'লে কি একটু আক্কেল থাক্‌তে নাই! ম'লেই হ'লো, একটু তর্ ক'রতে নাই! এই এখানে যুবরাজের তাঁবু, আর বেহায়া বুড়ো সেই খানে তুই মলি!

সুসীম। পিতা ম'রেছেন?

আকাল। খুব ম'রেছেন, মুখে রক্ত উঠে ম'রেছেন।

সুসীম। আমায় রাজ্য দিয়ে গেছেন?

আকাল। তা বুড়ো তার তর ক'র্‌লে কই? খামকা ম'ল। আর সেইটে গো সেইটে, রাণী-মাসী, যেটাকে দেখে ডরাও, সেই সিংহাসনে চেপে ব'সেছে। কি হবে গো কি হবে! (ক্রন্দন)

সুসীম। কে সিংহাসনে ব'সেছে?

আকাল। কে বল না গো মাসী-রাণী? বট না নিম না অশথ? ঐ যে, কি একটা নাম বলে—

সুসীম। অশোক সিংহাসনে ব'সেছে ?

আকাল। ব'সল' আর সাধে—ঐ বুড়োর আক্কেলে !

সুসীম। তার পর ?

আকাল। আমি ভেউ ভেউ ক'রে কাঁদলুম।

সুসীম। আমি যুবরাজ থাকতে অশোক সিংহাসনে ব'সল' ! কেউ কোন আপত্তি ক'র্‌লে না ?

আকাল। আপত্তি ক'রবে ? ঐ ছুটো বুড়ো খেমটা নাচ নাচ্‌লে গো !

চিত্তহরা। বুড়ো কে ?

আকাল। তুমি, রাণী-মাসী, থাক' থাক' ন্যাকা হও! এই একটার নাম কালাটোকা না কি ?

সুসীম। কহ্লাটক ?

আকাল। আর তার পোঁ-ধরাটা।

সুসীম। সেনাপতি কিছু বল্‌লেন না ?

আকাল। ব'ল্‌লে না! খুব বল্‌লে! চুপি চুপি আমার কাণে কাণে ব'ল্‌লে !

সুসীম। কি ব'ল্‌লে ?

আকাল। তাইতো গো! কি ব'ল্‌লে, রাণী-মাসী ?

চিত্তহরা। ব'ল্‌লে তোর গুষ্টির পিণ্ডি।

আকাল। না, ও কথা তো নয়—

সুসীম। আমায় যেতে ব'লেছে ?

আকাল। হ্যাঁ, একেই বলে রাজবুদ্ধি! যেতে ব'লেছে, যেতে ব'লেছে—পিণ্ডি নয়—পিণ্ডি নয়—যেতে ব'লেছে।

চিত্তহরা। তুমিও যেমন যুবরাজ, তোমার সেনাপতিও তেম্‌নি। বোকা লোক, কিছু ব'ল্‌তে পারে না, একে পাঠিয়েছে।

আকাল। ব'ল্‌তে পারে না! এইবার হুঁস ক'রে বলি। রাণী-মাসী, এই রাতারাতি যুবরাজকে নিয়ে আমার সঙ্গে চল। একেবারে গিয়ে পড়'—আর যায় কোথা— টকাটক্ শির ওড়াও !

সুসীম। আমার সৈন্যসামন্ত সব সজ্জিত হ'তে বলি। কতক লোকজন পেছিয়ে র'য়েছে, কাল সকালে উপস্থিত হবে। আমি কাল যুদ্ধযাত্রা ক'র্‌ব।

আকাল। তবেই বেগোড় ক'র্‌লে !

সুসীম। সেনাপতি আমায় একা যেতে ব'লেছে না কি ?

আকাল। তবে আর মজা হবে কি ? যেমন তোম্‌রা রাতারাতি জোড়ে গে ব'স্‌বে, রাণী-মাসী, অম্‌নি "জয় মহারাজ সুসীমের জয়" হল্লা ক'রে টকাটক্ মাথা ওড়াব। আমি কিন্তু সেই বুড়ো হু'টোর গর্দ্দানা টিপে ধ'র্‌ব। ছাড়্‌ব'? তবে আর রাগ প'ড়্‌বে কিসে ?

চিত্ত। চল, চল, যুবরাজ—

আকাল। আরে, এস না গো! কি ভাব্‌ছ মহারাজ ? পূব দোরে জন-মানব নাই। মনে ক'রেছে, খাল কাটা আছে, সে দিক দিয়ে আর কেউ যেতে পারবে না। আমি অম্‌নি তোমাদের নিয়ে সুট ক'রে গিয়ে নগরে উঠ্‌ব।

সুসীম। চল'। আমি দূর হ'তে দেখ্‌ব, যদি তোমার কোন দুরভিসন্ধি থাকে, তখনি তোমার প্রাণবধ ক'র্‌ব।

আকাল। মহারাজ, আর দেখ্‌বেন কি ? আমি রাণী-মাসীর মুক্তার মালা মাথায় জড়িয়ে নাচব'।

সুসীম। চল। আমার ইচ্ছায় অশোক নির্ব্বাসিত হ'য়েছিল। তার মাতা, পত্নী প্রভৃতি কারাবাসে—আবার আমায় উপেক্ষা ! এবার অশোকের সহিত তার সপরিবারকে তপ্ত তৈলে বিনাশ ক'র্‌ব। চল—

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

পাটলিপুত্র নগরের পূর্ব্বতোরণ

জ্বলন্ত অঙ্গার ও খদিরপূর্ণ পরিখা—তদুপরি অশোক-মূর্ত্তি

কহ্লাটক ও রাধাগুপ্ত।

রাধাগুপ্ত। অতি চমৎকার শিল্পী! দেখুন, একদিনে কি সুন্দর মহারাজের মূর্ত্তি নির্ম্মাণ ক'রেছে! প্রকৃত যেন মহারাজ অশোক দাঁড়িয়ে আছেন ব'লে ভ্রম হয়। পরিখার নীচে অগ্নিকুণ্ড রেখে কি সুন্দর আচ্ছাদন দিয়েছে। দিনমানে যেন সুন্দর রাজপথ আমার অনুভব হ'য়েছিল।

কহ্লাটক। কিন্তু সুসীম কি এত অর্ব্বাচীন হবে ? সে ব্যক্তির কথায় প্রতারিত হ'য়ে এই পথে আস্‌বে ?

রাধাগুপ্ত। আপনি চিন্তা দূর করুন। সে অতি চতুর

সুসীম যেরূপ অর্ব্বাচীন, সে ব্যক্তি নিশ্চয় কৃতকার্য্য হবে। চলুন, আমরা অন্তরালে যাই।

কহ্লাটক। কিন্তু তা হোক, সেনাপতি ও সৈন্যেরা তার বশীভূত। সুসীমের অপেক্ষায় এখনো অন্তরের ভাব প্রকাশ করে নাই। সুসীমের সৈন্য নিকটস্থ হ'লেই সে তার স্বরূপ ব্যক্ত ক'র্‌বে। উজ্জয়িনীর কয়জন সৈন্য মাত্র আমাদের সহায়।

রাধাগুপ্ত। চলুন, আজই সেই উজ্জয়িনীর সৈন্য দ্বারা পাটলিপুত্রের সৈন্যগণকে অস্ত্রহীন ক'র্‌বার চেষ্টা করা যাক্। এ সময়ে সকলেই প্রায় নিদ্রিত, সকলেই অসতর্কভাবে অবস্থান ক'চ্ছে। আমরা গোপনে অস্ত্রাগার অধিকার করি, তা'হ'লে অন্য কার্য্য সহজ হবে।

[উভয়ের প্রস্থান।

(সুসীম, চিত্তহরা ও আকালের প্রবেশ)

আকাল। রাণী-মাসী, রাণী-মাসী, চেন' তো! ঐ অশোক—পেছু ফিরে দাঁড়িয়ে র'য়েছে। কেউ কোথাও নাই। (সুসীমের প্রতি) যুবরাজ, যুবরাজ, লাফ দিয়ে প'ড়ে গর্দ্দানাটা কেটে ফেল'।

সুসীম। চুপ! (অশোকের মূর্ত্তির প্রতি লক্ষ্য করিয়া) আরে নাপতিনীপুত্র, শমন দর্শন কর! (বেগে ধাবমান ও পরিখায় পতন) আগুন—আগুন—পুড়ে মলুম!

চিত্তহরা। একি হ'ল!

আকাল। পুড়ে ম'চ্ছে আর কি?

চিত্তহরা। অ্যাঁ!

আকাল। অ্যাঁ কি! তুমিও ঝাঁপ দিয়ে দেখ না, বেশ গন্‌গনে আগুন।

চিত্তহরা। প্রতারণা, প্রতারণা!

আকাল। ঠিক বুঝেছ, মাসী!

চিত্তহরা। দোহাই বাবা, দোহাই বোন্‌পো! আমায় কিছু ব'ল না, আমার সব গয়নাগাঁটি তোমায় খুলে দিচ্ছি।

আকাল। আর খুলবে কেন? সাজগোজ ক'রে আছ, ঝাঁপ দিয়ে সহমরণে যাও না! তা কি ক'র্‌বে, দেখ! আমি চল্লুম। এক একবার বোনপো ব'লে মনে ক'র।

[আকালের প্রস্থান।

চিত্তহরা। হায় হায়, কি হ'ল! আমি এখন কোথায় যাব!

(মারের প্রবেশ)

মার। চিন্তা কর দূর, কি ভয় তোমার?
সর্ব্বদা র'য়েছি আমি তোমার রক্ষণে।
এক কার্য্য ক'রেছ সাধন,
অন্য কার্য্য করহ গ্রহণ।
তুমি প্রিয় তনয়া আমার—
মম বাঞ্ছা সম্পূরণ হবে তোমা হ'তে।

চিত্ত। কে তুমি? এই তো আমায় পথে বসিয়েছ। এখনি প্রাণবধ হ'ত! কি জানি, কেন সে আমায় বধ করে নাই। হয় তো শত্রুপক্ষীয় কেউ দেখ্‌লেই আমার প্রাণবধ হবে। আমি বেশ ছিলুম, কেন তুমি আমায় প্রতারণা ক'রে আমার মা'র কাছ থেকে নিয়ে এলে?

মার। কেবা আমি পরিচয় চাহ, সুলোচনে?
বহু নামে পরিচিত আমি,
ধরণী আমার লীলাভূমি,
নর-নারী-হৃদিমাঝে অট্টালিকা মম।
শুন সুকেশিনি,
কেহ কহে সয়তান আমায়;
মার নামে পরিচিত বৌদ্ধের নিকটে;
ওই নামে জৈন করে সম্ভাষণ,
হিন্দুগণে অবিদ্যা মায়ার পুত্র জানে।
মমাশ্রয় গ্রহণ যে করে—
নারী কিম্বা নরে—
অতুল ঐশ্বর্য্য করি তাহারে প্রদান।
ধন, জন, মান—সংসারে প্রধান কহে লোকে।
আত্মা মোরে ক'রেছ বিক্রয়,
সর্ব্বত্র হইবে তব জয়।
এস, আছে অন্য বহু কাজ।

চিত্ত। আর আমার তোমায় বিশ্বাস নাই; এই তে তুমি আশা দিয়ে নিরাশ ক'রেছ। এখনি কে আমা প্রাণবধ ক'র্‌বে। ভাগ্যিস সে আমায় বধ করে নাই, অ কেউ দেখ্‌তে পেলে আমার প্রাণ নেবে। আমার উপ মন্ত্রীদের রাগ, অশোকের রাগ, আমায় ধ'র্‌তে পার্‌লে আ আমার নিস্তার নাই।

মার। তোমার কোন ভয় নাই, তুমি আমার ক

B/B 3306

কেন অবিশ্বাস ক'চ্ছ? আমার মতাবলম্বী হ'য়ে একটা রাজ্যক্রয় ক'রবার ধনরত্ন পেয়েছ। আমি তোমায় মিথ্যা বলি নাই। তুমি পাটরাণী হবে ব'লেছি; সুসীমের রাজরাণী হবে, এ কথা তুমি আমার মুখে শোন নাই। ব'লেছি, তুমি সাম্রাজ্যেশ্বরী হবে। তোমায় অচিরে অশোকের বামে বসাব।

চিত্তহরা। সে আমায় পেলেই তো কেটে ফেল্‌বে!

মার। না, তোমার রূপে মুগ্ধ হবে।

চিত্তহরা। তাই যদি হয়, ও মা ঘেন্নার কথা! ঐ কুরূপ কুপুরুষকে নিয়ে থাকার চেয়ে আমার মরণ ভাল। কুনাল রাজা হত, তার রাণী হওয়ায় সুখ ছিল। আ মরি মরি! কি দু'টী চক্ষু—যেন কুনাল পাখী! আমি তোমার কথা শুন্‌বো না। আমি রাজার রাণী হ'তে চাই নি। আমি যেখানে ছিলুম, সেইখানে যাব। সুসীমের কাছে যা পেয়েছি, তাতে আমার এ জন্মটা রাজরাণীর মত কেটে যাবে।

মার। অবাধ্য হ'য়ো না, অবাধ্য হ'লে ধনরত্ন কিছুই থাক্‌বে না। যে কুটীরবাসিনী ছিলে, সেই কুটীরবাসিনী পুনর্ব্বার হবে। সামান্য কপর্দ্দক বিনিময়ে তুমি কুরূপ পুরুষকেও দেহ বিক্রয় ক'রতে, এখন রাজ্যেশ্বরের প্রতি তোমার ঘৃণা! রাজরাণী হ'লে—কুনালকে ইচ্ছা কর, কুনালকে বশীভূত ক'র্‌তে পার্‌বে। নচেৎ আমার কোপে সর্ব্বস্ব নষ্ট হবে।

চিত্তহরা। ও মা, যে গোঁয়ার, অশোককে আমি কেমন ক'রে বশ ক'র্‌ব?

মার। তার উপায় আমি ক'র্‌ব। এস আমার সঙ্গে।

চিত্তহরা। কোথায় যাব?

মার। পুষ্পবনে নানা আনন্দে দিনযাপন ক'র্‌বে; সঙ্গীত-ধ্বনিতে তোমার শ্রবণ তৃপ্ত হবে; সুন্দর দৃশ্যে নয়ন রঞ্জিত হবে, সুস্বাদু দ্রব্যে দেহ পুষ্ট হবে, সুরভি-কুসুমশয্যায় নিদ্রা যাবে।

[উভয়ের প্রস্থান।

—

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

পাটলিপুত্র—রাজসভা

অশোক, কহ্লাটক, রাধাগুপ্ত, অন্যান্য রাজাগণ,
সভাসদ ও প্রহরিগণ।

কহ্লাটক। সমাগত ভারতের রাজেন্দ্রমণ্ডল,
একমাত্র অনাগত কলিঙ্গ-ঈশ্বর
ফিরেছেন রাজ্যমুখে অর্দ্ধপথে আসি।
দম্ভভরে দূত তাঁর দিল সমাচার—
করপ্রদ রাজা নন অশোকরাজার।
নির্ব্বাচিত যুবরাজ কুমার সুসীম,
সখ্যতায় আবদ্ধ ছিলেন তাঁর সনে।
পিতৃদ্রোহী ভ্রাতৃদ্রোহী—তারে কদাচন
সম্রাট-সম্মান নাহি করিবে প্রদান।

১ম রাজা। মন্ত্রীমহাশয়, কলিঙ্গপতির নিতান্ত দাম্ভিকতা, আমি এই সমাগত রাজেন্দ্রবর্গের মুখপাত্র হ'য়ে মহারাজাধিরাজ অশোককে অবনত মস্তকে সম্রাট্ ব'লে অভিবাদন ক'চ্ছি।

সকলে। জয় মহারাজাধিরাজ অশোকের জয়!

(মারের প্রবেশ)

কহ্লাটক। আপনি কে?

মার। আমি মহারাজের নিমিত্ত উপঢৌকন আনয়ন ক'রেছি। মহারাজ, কৃপায় গ্রহণ করুন।

[উপঢৌকন সম্মুখে স্থাপন।

অশোক। আপনি কে? এ সকল বহুমূল্য উপঢৌকন! এ সকল আপনি কোথায় পেলেন?

মার। মহারাজের সহিত আমি পরিচিত, মহারাজের বস্তুই মহারাজকে অর্পণ ক'চ্ছি। আর আমার করজোড়ে প্রার্থনা, মহারাজ আমায় দাস ব'লে গ্রহণ করুন।

অশোক। আপনি সেই বাজীকর, যার সহিত প্রান্তরে সাক্ষাৎ হ'য়েছিল?

মার। হাঁ মহারাজ, যেরূপ ভবিষ্যৎ গণনা ছিল, তা সত্য—পরীক্ষায় আমার প্রতীতি জন্মেছে। আপনার চির অধীন, তাই অধীনতা স্বীকার ক'রতে উপস্থিত।

কহ্লাটক। আপনি কে, তার তো পরিচয় দিলেন না।

মার। অগ্রে মহারাজের পরিচয় শুনুন; মহারাজ, আপনি ত্রিদিবেশ্বর ইন্দ্র। পৃথিবী পাপ পরিপূর্ণ, এই পাপ দমনের নিমিত্ত নররূপে অবতীর্ণ হ'য়েছেন। নরদেহ ধারণে মোহাচ্ছন্ন, সে নিমিত্ত আপনার পূর্ব্বস্মৃতি আবরিত। আপনার চিরদাস আজ্ঞা বহন ক'র্‌তে উপস্থিত।

রাধাগুপ্ত। আপনি কে, পরিচয় দিন।

মার। আমি দেব-শিল্পী, সুরপুরে আমার নাম ময়, দেবরাজের কার্য্যে ধরায় উপস্থিত। রাজদরশনে আমার পূর্ব্বস্মৃতি জাগরিত!

কহ্লাটক। আপনি ক্ষিপ্তের ন্যায় কি ব'লছেন?

মার। আপনি তীক্ষ্ণবুদ্ধি রাজমন্ত্রী। আমি ক্ষিপ্ত বা সত্যবাদী পরীক্ষা করুন। আমি ভূত-ভবিষ্যৎ অবগত।

কহ্লাটক। আচ্ছা, ভবিষ্যৎ বার্ত্তা কি বলুন?

মার। মুহূর্ত্ত মধ্যে মহারাজের জীবন সংহারার্থে কোন বিপক্ষ তীরনিক্ষেপ ক'র্‌বে, কিন্তু মহারাজের দেবত্ব-প্রভাবে লক্ষ্যভ্রষ্ট হবে।

(অকস্মাৎ অশোকের মস্তকের উপর দিয়া তীরের গমন)

নেপথ্যে। ধর ধর—

অশোক। বোধ হয়, তুমিই সেই তীর-নিক্ষেপকারীর উপদেষ্টা।

মার। সমস্ত শ্রবণ করুন, পরে আমায় যেরূপ বিবেচনা করেন, ক'র্‌বেন। আমার প্রতি দোষারোপ ক'রবেন না। মহারাজের শত্রুর উপদেশে এ তীর নিক্ষিপ্ত। যুবরাজ সুসীমের পত্নী পূর্ণগর্ভবতী, তাঁরই সন্তানকে সিংহাসন প্রদানের জন্য এই তীর নিক্ষিপ্ত হ'য়েছে।

(তীরন্দাজকে ধৃত করিয়া রাজপ্রহরীদ্বয়ের প্রবেশ)

অশোক। তুমি তীর নিক্ষেপ ক'রেছ?

তীরন্দাজ। হাঁ, রাজদ্রোহীর বিনাশার্থে।

অশোক। কার উপদেশে?

তীরন্দাজ। সে কথার উত্তর আমার নিকট প্রাপ্ত হবেন না।

কহ্লাটক। যন্ত্রণায় তোমার জিহ্বায় সত্যবাক্য নিঃসৃত হবে।

তীরন্দাজ। পরীক্ষায় বুঝবেন, কদাচ না।

অশোক। এরে কারাগারে ল'য়ে যাও।

[তীরন্দাজকে লইয়া প্রহরীদ্বয়ের প্রস্থান।

মার। মন্ত্রীমহাশয়, আমার প্রতি সন্দেহ দূর করুন। আরও ভবিষ্যৎ গণনা শুনুন। মহারাজ মাতৃবিয়োগজনিত শোক-সন্তপ্ত হবেন; রাজপত্নী অদর্শন হবেন; রাজপুত্র রাজপ্রসাদ উপেক্ষা ক'রবেন; সুসীম-পত্নীর গর্ভে যে পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ ক'রবে—যদি জীবিত থাকে—সে মহারাজাধিরাজ অশোকের উপর আধিপত্য প্রচার ক'রবে।

নেপথ্যে। রাজমাতা আস্‌ছেন, রাজমাতা আস্‌ছেন—

(সুভদ্রাঙ্গীর প্রবেশ)

সুভদ্রাঙ্গী। অশোক, দৈবজ্ঞ-গণন পূর্ণ আজি—
তোমারে নেহারি সিংহাসনে।
এ সংসারে আর স্থান নাহিক আমার।
রাজ্যেশ্বর দেখিতে তোমায়,
প্রাণবায়ু আছে মম কায়।
সেই সাধে রাজগৃহে আগমন মম,
সেই বাসনায় আছি এ ধরায়,
সেই হেতু পতি সনে চিতা-আরোহণে
করি নাই একত্রে গমন।
আজি পূর্ণ মনস্কাম,
বক্ষে ধরি পতির পাদুকা,
পতি-পদ সেবিবারে করিব প্রয়াণ।

অশোক। কেন গো জননি, কেন কহ নিদারুণ বাণী?
রাজগৃহে চিরদিন তুমি মা দুঃখিনী—
সন্তানের সুখ-কামনায়
কত মাতা, সহেছ লাঞ্ছনা।
দুর্দ্দিন হ'য়েছে গত, আগত সুদিন,
কেন, মাতা, কেন তবে স্নেহ পরিহরি,
সন্তাপিত পুত্রেরে ত্যজিয়ে
চাহ দিতে দেহ বিসর্জ্জন?
সহেছ, মা, বিস্তর আমার তরে,
দেখে যাও সুখী কয় দিন।

সুভদ্রাঙ্গী। ধর বৎস, বাক্য মম, তুমি সুপণ্ডিত!
সংস্কার হৃদয়ে সবার—
ব্রাহ্মণ-কুমারী আমি, রাজভোগ হেতু
আসি রাজপুরে ব'রেছি রাজারে,
ক্ষৌরকার্য্যে ভুলাইয়া নৃপতির মন

প্রতিষ্ঠিত মহিষীর পদে।
সাধুর কথায়, রাজ্যেশ্বর পুত্র-কামনায়
আসিয়াছি রাজপুরে প্রত্যয় না করে।
সে প্রত্যয় করিতে স্থাপন,
মাতার কলঙ্ক তব মোচন কারণ,
সতীর কর্ত্তব্য কার্য্য করিতে সাধন,
ভোগ-দেহ ভস্মীভূত করিব চিতায়।
নহ তুমি অবাধ্য কুমার,
মাতৃ-মহাকার্য্যে বাধা ক'রনা প্রদান।

[সুভদ্রাঙ্গীর প্রস্থান।

অশোক। মা, মা—

[অশোকের পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রস্থান।

কল্লাটক। অকস্মাৎ কি দুর্দ্দৈব! সভা ভঙ্গ হ'ক, রাজন্যবর্গ নিজ নিজ স্থানে বিরাম লাভ করুন।

[কল্লাটক, রাধাগুপ্ত ও মার ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

আপনি কে? কিরূপে এ সকল সংবাদ অবগত?

মার। আমি আপনাকে পরিচয় দিয়েছি। কিন্তু আমি যে সত্য ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমান অবগত, সে প্রত্যয় আপনার জন্মে নাই। যে শিল্পী মহারাজ অশোকের মূর্ত্তি নির্ম্মাণ ক'রে যুবরাজ সুসীমকে প্রতারিত ক'রেছিল, আমিই সেই শিল্পী। আমি মহারাজের শুভাকাঙ্ক্ষী। আমার বাক্যে অবিশ্বাস করেন করুন, কিন্তু আপনারা রাজনীতিজ্ঞ, সুসীমের পুত্র জীবিত থাক্‌লে বিদ্রোহের মূল উৎপাটিত হবে না। [মারের প্রস্থান।

রাধাগুপ্ত। মহাশয়, এ ব্যক্তি যেই হ'ক, এ কথা সত্য যে, সুসীমের পুত্র-সন্তান যদ্যপি জন্মগ্রহণ করে, তারে রাজ্য-প্রদানের জন্য অনেকেই উদ্যোগী হবে। মহারাজ সম্মত হবেন না। আমাদের কর্ত্তব্য, গোপনে এর মূলোচ্ছেদ করা! দেখুন, বিবেচনা করুন।

কল্লাটক। রাজকার্য্যে দয়া বা নিষ্ঠুরতা উভয়ই পরিহার্য্য।

রাধাগুপ্ত। সত্য, কিন্তু কৌশলে রাজ-অনুমতি গ্রহণ প্রয়োজন।

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

পাটলিপুত্র—রাজ-অন্তঃপুর

পদ্মাবতী, দেবী, কুনাল, মহেন্দ্র ও সঙ্ঘমিত্রা।

কুনাল। মা, মা, আমি আর এক মা পেয়েছি, আমি ভাই পেয়েছি, ভগ্নী পেয়েছি। দেখ, মা, দেখ—আমার নূতন মা কেমন! কেমন চাঁদপানা ভাই, কেমন চাঁদপানা ভগ্নী! মহেন্দ্র, সঙ্ঘমিত্রা, মাকে গান শোনাও।

(গীত)

মহেন্দ্র ও সঙ্ঘমিত্রা। নর-দেহে তবে কেন এসেছি ভবে,
যদি ভালবাসা নরে বিলা'তে নারি।
আছে মানব-হৃদয়, তবে দিব পরিচয়,
অনাথে হৃদে যদি ধরিতে পারি॥

কুনাল [আঁকর দিয়া]। মিছার এ ছার শরীর ধারণ,
করি অনাথ সেবা—
সফল হবে মানব-জনম।

মহেন্দ্র ও সঙ্ঘমিত্রা। হেরি দুখ নিশিদিন, যদি রহি উদাসীন,
মুছাতে নয়ন-বারি নারি যতনে।
কর বিফলে দোলে, কেন চরণ চলে,
জন-হিত-ব্রত যদি না থাকে মনে॥

কুনাল [আঁকর দিয়া]। স'হে ত্রিতাপ দহন,
কেন মাটির দেহ ক'র্‌ব বহন!

মহেন্দ্র ও সঙ্ঘমিত্রা। আত্ম-প্রসাদ, যদি নাহি করি সাধ,
ভঙ্গুর দেহে ফিরি কি ফল-আশে।
ধন-জন-মান—বিনা আত্মপ্রদান,
প্রয়োজন কিবা এই পান্থবাসে?

কুনাল [আঁকর দিয়া]। আত্ম প্রসাদ আত্মদানে—
শান্তি দেবী বসেন প্রাণে।

পদ্মাবতী। দিদি, কে তুমি?

দেবী। রাজরাণি, তুমি আমার দিদি, আমি তোমার দাসী। আমি বণিক-কন্যা, সাধুর আদেশে মহাভাগ্যে মহা-রাজের গলায় মাল্য প্রদান ক'রেছি। মহারাজের ঔরসে এই পুত্র-কন্যা।

পদ্মাবতী। দিদি, দিদি, আমার পরম আনন্দের দিন! আজ আমি ভগ্নী পেলেম, আমার একটী সন্তান ছিল, তিনটী হ'ল।

দেবী। না রাজরাণি, আমি তোমার ভগ্নী সম্বোধনের যোগ্যা নই, আমি ও আমার সন্তানেরা রাজপুরবাসী হ'বার

যোগ্য নয়। আমি পবিত্র রাজরাণী-দর্শনে জীবন সার্থক ক'রব, পুত্র-কন্যা পবিত্র পদধূলি গ্রহণ ক'রবে, সেই বাসনায় হেথায় উপস্থিত হ'য়েছি।

পদ্মাবতী। কেন, দিদি, কেন, তুমি রাজগৃহের যোগ্যা নও কেন? দুই ভগ্নীতে একত্রে থাকব। রাজপুত্র রাজকন্যার ন্যায় তোমার কন্যা-পুত্র প্রতিপালিত হবে।

দেবী। দিদি, আমার কন্যা-পুত্র ভোগের জন্য জন্ম-গ্রহণ করে নাই; এবং ভূমিশয়নে অভ্যস্ত, ফল-মূল আহারে তৃপ্ত, রাজভোগ আমাদের নিষেধ। এ বালক-বালিকার পালনভার আমার, সেই নিমিত্তই সংসারে আমার স্থান।

পদ্মাবতী। আহা, দিদি, কেন এ কঠিন পণ ক'রেছ? রাজগৃহ আলো করা বালক-বালিকাকে কেন সন্ন্যাসীর ন্যায় দীক্ষিত ক'চ্ছ? তুমি স্বয়ং রাজসিংহাসনের উপযুক্ত, কি নিমিত্ত সকল সুখে বর্জ্জিতা হ'চ্ছ? তোমার কথায় আমার চ'খে জল আস্‌ছে।

দেবী। কেন, দিদি, দুঃখিত হ'চ্ছ? তোমার আশীর্ব্বাদে আমার মত ভাগ্যবতী ধরণীতে জন্মগ্রহণ করে না। আমি বামন হ'য়ে চন্দ্র স্পর্শ ক'রেছি, চন্দ্রসুধা পান ক'রেছি, দেবকার্য্যে সন্তান উৎসর্গ ক'রেছি।

পদ্মাবতী। ভগ্নি, তুমি কি মহারাজের আদেশ-মত সকল ভোগে বঞ্চিত হ'য়েছ, পুত্র-কন্যাকে বঞ্চিত ক'রেছ?

দেবী। না ভগ্নি, মহারাজ পুনঃ পুনঃ আমাদের রাজগৃহে অবস্থান ক'রতে অনুরোধ ক'রেছিলেন। কিন্তু যে মঙ্গলময় সাধুর কৃপায় এই দু'টী রত্ন-লাভ ক'রেছি, তাঁরই আদেশে মহারাজের পদে মার্জ্জনা প্রার্থনা ক'রে সেই সাধুর ইচ্ছামত জীবন যাপন ক'চ্ছি। কন্যা ভূমিষ্ঠা হবার পর আর রাজদর্শন আমার ঘটে নাই। আমি মহারাজের অজ্ঞাত স্থানে কুটীর-বাসিনী ছিলেম। যদিচ আমি মহারাজের গলে মাল্যদান ক'রেছি, আমি রাজনীতি-অনুসারে বিবাহিতা নই। আমি রাজপুরবাসিনী হ'লে মহারাজের কলঙ্ক হবে।

পদ্মাবতী। তুমি দেবী, কলঙ্ক তোমায় স্পর্শ করে না। তোমায় গৃহে স্থান দিলে গৃহ পবিত্র হয়। তুমি স্বেচ্ছায় কেন ভোগসুখে বঞ্চিত হ'চ্ছ?

দেবী। ভগ্নি, সেই সাধুর উপদেশে আমার হৃদয়ঙ্গম হ'য়েছে যে, আত্মত্যাগই পরমভোগ, অপর সকল ভোগই কণ্টক-মিশ্রিত।

পদ্মাবতী। ধন্য তোমার সাধু, ধন্য তোমার শিক্ষা, ধন্য তোমার মমতাবর্জ্জিত হৃদয়, ধন্য তোমার আত্মত্যাগ!

দেবী। দিদি, আমার আত্মত্যাগ অতি সামান্য। আমি সেই সাধুর নিকটেই শুনেছি, তোমার আত্মত্যাগে পৃথিবী চমকিত হবে, তোমার আত্মত্যাগে রাজ্যের কলুষ নাশ হবে। আত্মত্যাগ-বলে স্বামীকে ল'য়ে অক্ষয় স্বর্গভোগ ক'রবে। দিদি, আমি আসি। আমার পুত্র-কন্যাকে আশীর্ব্বাদ কর, যেন এদের দ্বারা দেবকার্য্য উদ্ধার হয়।

পদ্মাবতী। দিদি, একান্ত থাকবে না?

দেবী। না, দিদি, এ আমার স্থান নয়।

কুনাল। মা মা, আমায় তোমাদের সঙ্গী কবে ক'র্‌বে, মা? আমি কবে অম্‌নি ক'রে গান ক'রে বেড়াব, মা!

দেবী। বাবা, মনোবাঞ্ছা দেবতা পূর্ণ করেন। তুমি রাজ্যেশ্বর, রাজগৃহে থাক।

[পদ্মাবতী ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

পদ্মাবতী। আত্মত্যাগই পরম ভোগ—যা'তে রাজভোগ উপেক্ষা করে! আশ্চর্য্য রমণী, আশ্চর্য্য স্বার্থত্যাগিনী, আশ্চর্য্য কুমার-কুমারী!

(পরিচারিকার প্রবেশ)

পরিচারিকা। রাণী মা, রাণী মা, যেমন কর্ম্ম তেম্‌নি ফল। যেমন তোমাদের দু'পায়ে থেঁৎলেছে, তেম্‌মি পেটে-পোয়ে অপঘাতে ম'র্‌বে!

পদ্মাবতী। কে, কে?

পরিচারিকা। কে আর! আপনি অক্কা পেয়েছে, মাগও আজ পেটে-পোয়ে মারা যাবে।

পদ্মাবতী। কি হ'য়েছে?

পরিচারিকা। সেনাপতি বিদ্রোহ ক'রেছিল না? সেই রাগে মহারাজ হুকুম দিয়েছেন যে, সুসীমের যে-যেখানে আছে, বধ কর। আজ রাত্রেই নাক-নাড়া দেওয়া ঘুচে যাবে। মনে ক'রেছিলেন, পেটের ছেলে হোক, মেয়ে হোক, রাজ-সিংহাসনে বসাবেন।

পদ্মাবতী। তুই কোথায় সংবাদ পেলি?

পরিচারিকা। কেন, মন্ত্রীম'শায় টাকা দিয়ে তার দাসীদের ব'লেছে, আজ রাত্রে দোর খুলে রেখে স'রে থাকিস। যারা মারতে যাবে, তাদের একজন আমার

মামাতো ভাই, আমায় হুবহু সে সব খবর ব'লেছে। দেখ' না মা, রক্তে নদী ব'য়ে যাবে। যে-যেখানে শত্রু আছে, কাটা প'ড়বে।

পদ্মাবতী। তুই এখন যা, আমি পূজাগৃহে থা'কৃব, কেউ না আমায় বিরক্ত করে। [পরিচারিকার প্রস্থান।

বুঝি, আমার আত্মত্যাগের সময় উপস্থিত। পতির মহাপাপ-কার্য্য অবশ্য নিবারণ ক'রব। এতে তাঁর কোপে পতিতা হই, পরিত্যক্তা হই, আমার প্রাণবধ হয়, তথাপি আমি এ নিষ্ঠুর কার্য্য নিষ্পন্ন হ'তে দেব না। আমি সহধর্ম্মিণী, পতির কল্যাণ-সাধন আমার কর্ত্তব্য; কর্ত্তব্য-কার্য্যে কখনও পরাঙ্মুখ হই নাই। কর্ত্তব্য-কার্য্যে শ্বশ্রূঠাকুরাণীর শুশ্রূষার জন্য কারাবাসিনী হ'য়েছি। আজ উচ্চ কর্ত্তব্যের দিন, এ আমার ভাগ্য।

[প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

পাটলিপুত্র—চন্দ্রকলার কক্ষ

চন্দ্রকলা।

চন্দ্রকলা। এ কি—পুরী শূন্য! দাস-দাসীরা চ'লে গেছে! আজ সকলেই কথার অবাধ্য হ'য়েছিল। আমায় কি বধ ক'রবে? অশোক কি এত নিষ্ঠুর! আমায় বধ করুক, তাতে আমি দুঃখিতা নই; যখন আমি পতি-হারা, আমার আর জীবনের মমতা কি? কিন্তু আমার গর্ভের সন্তানের কি উপায় হবে? ভেবেছিলুম, সর্ব্ব-সুলক্ষণ-যুক্ত পুত্রের মুখ দেখে সকল দুঃখ নিবারণ হবে। আমার পুত্রমুখ দর্শন ক'রবেন আশায় মৃত্যুশয্যায়ও আমার শ্বশুরের কত আহ্লাদ! আমি আসন্নমাত্র উৎসবের আজ্ঞা দিলেন। সেই শ্বশুর আমার নাই। অভাগার জীবন-রক্ষা কিরূপে ক'রব? কোথায় যাব? চতুর্দ্দিকে রাজ-প্রহরী—পালাবার তো পথ নাই। কি হবে, কি হবে—ভগবান্ রক্ষা কর!

(বেগে পদ্মাবতীর প্রবেশ)

পদ্মাবতী। দিদি, দিদি, এই বস্ত্র পরিধান কর, শীঘ্র চ'লে এস।

চন্দ্রকলা। কে তুমি?

পদ্মাবতী। আমায় চিন্‌তে পাচ্ছ না, দিদি?

চন্দ্রকলা। কে, পদ্মাবতী? এ বেশে কেন?

পদ্মাবতী। তুমিও বেশ পরিবর্ত্তন কর। এস, এই বস্ত্র পরিধান ক'রৃতে ক'রৃতে এস। বিলম্ব ক'র না। বিলম্ব ক'রলে গর্ভস্থ সন্তান রক্ষা হবে না, তোমার মৃত্যুর সহিত তোমার সন্তান নষ্ট হবে।

চন্দ্রকলা। অশোক কি এত কঠিন! আমার স্বামীর প্রাণবধে ক্ষান্ত হ'ল না!

পদ্মাবতী। কথার সময় নাই, সত্বর হও।

চন্দ্রকলা। কোথায় যাব?

পদ্মাবতী। নগর পরিত্যাগ ক'রে যাই চল। নগরে রাজ-চরের দৃষ্টিপথ থেকে লুক্কায়িত থাকৃতে পারবে না।

চন্দ্রকলা। নগর-দ্বার সতর্ক প্রহরী-বেষ্টিত, কিরূপে বহির্গত হব?

পদ্মাবতী। এই সময় চণ্ডালেরা কার্য্য-অবসানে গৃহে প্রত্যাগমন করে, আমরাও তাদের সঙ্গে বহির্গত হব। সেই জন্যে এ-বেশ পরিবর্ত্তন ক'রৃতে ব'লছি, এস—শীঘ্র এস।

[উভয়ের প্রস্থান।

(দুইজন ঘাতকের প্রবেশ)

১ম ঘাতক। এ কোন মাগী-টাগী দিয়ে বিষ খাওয়ালে হয়। মন্ত্রীর যেমন কাজ, আমাদের এই ষণ্ডা দুটোকে পাঠিয়েছে।

২য় ঘাতক। আরে জানিস্‌নে, সুসীম যেমন ছিল, রাণীটে তেমন নয়, এর সব রক্ষকেরা বশ।

১ম ঘাতক। দূর ভেড়ো, এর আবার রক্ষক কোথায়? যমালয়ে এরে রক্ষা ক'রবে। তাদের কি একজনও বেঁচে আছে? ঐ ভুতোর দলে আমিও এসেছিলুম—মজাসে টক্ টক্ ক'রে গর্দ্দানা ওড়ালুম।

২য় ঘাতক। তবে যে একে মারৃতে কাঁচু-মাচু ক'চ্ছিস?

১ম ঘাতক। আরে ছ্যা! মেয়েমানুষকে মারব কি?

২য় ঘাতক। আরে বুঝিস নি! এও এক মারৃতে মজা আছে রে—মজা আছে! "বাবা, মেরো না, মেরো না" ব'লে হাতজোড় ক'রৃতে থাকে, অমনি বুকে ছুরি বসিয়ে দিলে, ধড়ফড় ক'রতে লাগ্‌ল। এক এক বেটী ম'রবার সময় গাল দেয়, শুনতে ভারি মিষ্টি।

১ম ঘাতক। আরে দেখ্, আমাদের মারবার আগে

কেউ কাজ সেরে গিয়েছে। এইযে গয়নাগাঁটি, কাপড়-চোপড় সব প'ড়ে র'য়েছে।

২য় ঘাতক। তোর যদি এক কাণাকড়ি বুদ্ধি ঘটে থাকে! কাজ সেরে গেলে গয়না কাপড়-চোপড় সব ছেড়ে যেত? মাগী আমাদের দম দেবার জন্য কাপড়-চোপড় ফেলে কোথায় লুকিয়েছে। আয়, খুঁজি আয়।

১ম ঘাতক। রাণীর বেশ না থাকলে চিন্‌ব কেমন ক'রে?

২য় ঘাতক। ন্যাকা আর কি! দরাজ হুকুম—যাকে পাব, তাকে কাট্‌ব।

১ম ঘাতক। আরে সব দোর খোলা—কোথাও চ'লে গেল না কি?

২য় ঘাতক। মর ভেড়ো! বাঁদী বেটীকে দোর খুলে রাখ্‌তে মন্ত্রীম'শায় বলে নাই? সব ভুলে যাস্ কেন?

১ম ঘাতক। আয় তবে, কোথায় গেল দেখি আয়।

[উভয়ের প্রস্থান।

সপ্তম গর্ভাঙ্ক

বনপথ

পদ্মাবতী ও সদ্যপ্রসূতা চন্দ্রকলা।

পদ্মাবতী। দিদি, জল খাও।

চন্দ্রকলা। (জলপান করিয়া) আঃ—

পদ্মাবতী। দিদি দেখ, একবার ছেলের মুখপানে চেয়ে দেখ, কি ভুবন-উজ্জ্বল সন্তান প্রসব ক'রেছ দেখ!

চন্দ্রকলা। দেখেছি, আর আমার ছেলে নয়। ছেলের মুখ দেখে আমার অনেক সাধ উঠেছিল। কোলে ক'রব, স্তন্যপান করা'ব, চাঁদমুখের হাসি দেখে প্রাণ জুড়াব, কিন্তু সে সকল সাধ আমি তোমায় দিয়ে গেলুম, অনাথকে তুমি দেখ, আমার দেখ্‌বার সময় নাই।

পদ্মাবতী। দিদি, তুমি প্রসব-যাতনায় কাতর হ'য়েছ, এখনই সবল হবে।

চন্দ্রকলা। দিদি, আর আমি কাতর নই। গর্ভরক্ষার জন্য কাতর হ'য়েছিলুম। পুত্র প্রসব ক'রেছি, তার রক্ষণাবেক্ষণের ভার নারীরূপা দেবীকে দিয়ে যাচ্ছি। পরকালের ভয়ও আর আমার নাই। তুমি সাক্ষাৎ লক্ষ্মী—যখন তোমার আমি কৃপাভাজন হ'য়েছি, তখন নারায়ণও আমায় কৃপা ক'রবেন! তুমি বল, আমার ছেলে তোমার হ'ল—এই সংবাদ শোন্‌বার জন্য আমার প্রাণবায়ু বেরোয় নাই।

পদ্মাবতী। দিদি, কেন অমন ক'চ্ছ, তুমি এখনই ভাল হবে।

চন্দ্রকলা। না, দিদি, না। আমি কালের স্পর্শ অনুভব ক'রেছি, এখনি যেতে হবে। হেথা থাক্‌বারও আর আমার ইচ্ছা নাই। নারী-জীবনে সাধের সমুদ্রতরঙ্গ উঠে, কিন্তু পদে পদে নিরাশা। নিরাশাই নারীর জীবন। আমি পাটালিপুত্র-সিংহাসনের যুবরাজ-পত্নী, সাধের স্রোত কতই ব'য়েছে—স্বামীর বামে ব'সব, স্বামীকে রাজ্যশাসনের উপদেশ দেব, প্রজাদের পুত্রবৎ পালন ক'রব, সাধের সাগর উথ্‌লেছিল! কিন্তু সে সাধ-সাগর মন্থন ক'রে হলাহল উঠেছে। স্বামীর উপেক্ষিতা, বারবিলাসিনী কর্ত্তৃক অপমানিতা—কিন্তু তথাপি আমার স্বামী—কপালে সিন্দুর ছিল। ভাব্‌তেম, আমার গর্ভস্থ সন্তানের পিতা আছে—সে সাধেও বিষাদ। সিন্দুর ঘুচ্‌ল, তবু সাধ অবসান হ'ল না। আশার কুহকে আমার মনে হ'ত, আমার গর্ভের পুত্র সন্তান—সেই সন্তান রাজ্যেশ্বর হবে। কিন্তু তখন জানিনে, দুর্দ্দৈব আমায় রাজপুর হ'তে বহির্গত ক'রে অরণ্যে প্রেরণ ক'র্‌বে। তখন জানিনি যে, করুণাময়ী রাজরাণী অভাগিনীর জন্য অরণ্যচারিণী হবে, তখন জানিনি, অনাথিনীর বনপথ মৃত্যুশয্যা হবে। কিন্তু এক পরম সান্ত্বনা, আমার পুত্রের রক্ষণে দেবী জগদ্ধাত্রী মানবীরূপে উপস্থিত হ'য়েছেন। দিদি, বিদায়! (মৃত্যু)

পদ্মাবতী। দিদি, দিদি—ফুরুল'! এই সংসার! রাজরাণীর মৃত্যুশয্যা—ধরণী, অরণ্য—রাজপুত্রের সূতিকাগার! এই রাজ্য, এই ভোগ! এই নিমিত্ত কোলাহল, এই নিমিত্ত অস্ত্র-সংঘর্ষণ, নরহত্যা, ধ্বংসকারী রণ-তরঙ্গ! পরিণাম—মৃত্যু! অজানিত তমোময় সাগরে ঝম্পপ্রদান! ক্ষণভঙ্গুর দেহে অবস্থান ক'রে ক্ষণভঙ্গুর দেহীর নিপীড়ন—বিবেচক জ্ঞানী-নামে আত্মপরিচয়—এ কি দুরন্ত কুহক! এ কি ঘোর আত্ম-প্রতারণা! এ অবস্থায় সুখের কল্পনা, আশার উত্তেজনা! তম—তম—ঘোর তম—তমোময় ভবিষ্যৎ! (শিশুকে নিরীক্ষণ করিয়া) আহা, শিশু যেন আমার বক্ষে থেকে আমার

অন্তরের ভাব উপলব্ধি ক'রে হাস্য ক'চ্ছে। যেন চাঁদমুখে ব'লছে, "সত্য—সত্য প্রতারণা"। এখন কি করি! কোথায় যাব—কোথায় আশ্রয় পাব? এ-যে মহাভার আমার মস্তকে! এ অনাথকে কিরূপে রক্ষা করি? কোন্ স্থানে রাজ-দূতের চক্ষু আবরিত ক'রে এই শিশুকে লালন-পালন করি? স্তনে দুগ্ধ নাই—সদ্যপ্রসূত শিশুর উপায় কি ক'রব? (নেপথ্যে পদশব্দ শুনিয়া) ওই বুঝি রাজ-দূত অন্বেষণে আস্‌ছে, লতা-গুল্মে লুক্কায়িত হই।

[অন্তরালে গমন।

(অনুচরগণসহ চণ্ডাল-সর্দ্দার ও তৎপত্নীর প্রবেশ)

চণ্ডাল। তোরা লোককে হামি ব'ল্‌লে যে, মাগীগুটার পিছু লে, ও হামাদের চাঁড়াল ঘরের জেনানা নয়—ডর মারে ভাগ্‌ছে। ভালমানুষের জানানা, দেখ্‌তো কত বুরা বাত হ'লো। বনে কাঁহা ঘুসে যাবে, বাঘা চাঁসাবে।

চণ্ডাল-পত্নী। আরে, মিন্সে, দেখ্ দেখ্—কাহার জানানা প'ড়ে!

চণ্ডাল। আরে, ছুঁস্ না, ছুঁস্ না—ভাল আদ্‌মির জানানা।

(পদ্মাবতীর পুনঃ প্রবেশ)

পদ্মাবতী। বাবা, বাবা, আমায় রক্ষা কর।

চণ্ডাল। তু কে বেটী?

পদ্মাবতী। আমি হতভাগিনী, তোমার কন্যা। আমি এই সন্তান নিয়ে বিপন্না, আমায় রক্ষা কর।

চণ্ডাল। হামার বেটী—হামার বেটী! (পত্নীর প্রতি) এ মাগী, আজ বেটী পেলোবে—চাঁদমতন বেটী—চাঁদমতন নাতি!

চণ্ডাল-পত্নী। চল্ চল্ ঘরে নিয়ে যাব। বেটী নাই, বেটা নাই—হামার ফাঁকা ঘর আলো ক'রবে! (পদ্মাবতীর প্রতি) আরে তোর বেটাকে কি খিয়ালি? হামার পাশ মউ আছে, মিন্সেকে সরবৎ পিয়াবো, তাই চাক তুড়েছি। দে দে, নাতি কোলে দে—খিয়াই।

(শিশুকে বক্ষে গ্রহণ)

চণ্ডাল। বেটী, এটা তোর কে? এটা তো মুদ্দর হ'য়েছে; তুই ভালা আদ্‌মি, হামি লোক তো ছোঁবে না, ইটার কি হবে?

পদ্মাবতী। বাবা, ইনি আমার ভগ্নী, এঁরই এই অনাথপুত্র।

চণ্ডাল। এখন আর এর বেটা নয়—হামার নাতি; তোর বেটা, তুই পাল্‌বি।

চণ্ডাল-পত্নী। সর্দ্দার, ইটা জ্বালিয়ে দে না।

চণ্ডাল। দূর মাগী, হামি লোক ছোঁবে কেমন ধারা! তুই দেখ্‌ছিস্ না, হামি কি হামার বেটীকে হামার হাঁড়ীর ভাত খিলাবো! বেটী রাঁধ্‌বে, হামারা বুড়া-বুড়ী মিলে বেটীর সাথ খাব। এ বেটী, এখন কি করি, তুই বাতা না?

চণ্ডাল-পত্নী। এর আর সলা ক'র্‌তে লারলি, কাট-কুটা চাপায়ে দে, বেটা হামার জ্বালান ক'রে দেবে।

(কয়েকজন বৌদ্ধভিক্ষুর প্রবেশ)

১ম বৌদ্ধ। এই সেই শিশু! (পদ্মাবতীর প্রতি) মা, উদ্বিগ্ন হ'য়ো না, আমরাই শবদেহ সৎকারের নিমিত্ত আগমন ক'রেছি। (চণ্ডাল-সর্দ্দারের প্রতি) সর্দ্দার, তুমি নিশ্চিন্ত হ'য়ে এঁরে নিয়ে যাও, আমাদের তো জান'।

চণ্ডাল। ভিক্ষু-বাবারা এয়েছে, মুদ্দরের কাম হবে। চল বেটী চল, তোর বাপের ঘরে থাক্‌বি চল্।

[বৌদ্ধভিক্ষুগণ ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

১ম বৌদ্ধ। (চন্দ্রকলার মৃতদেহ লক্ষ্য করিয়া) ইনি মহাপুরুষের গর্ভধারিণী। গুরুদেব উপগুপ্তের আজ্ঞা, কোন পবিত্র স্থানে এঁর সৎকার্য্য সম্পন্ন হবে। চল, আমরা মৃতদেহ ল'য়ে যাই।

[মৃতদেহ লইয়া সকলের প্রস্থান।

অষ্টম গর্ভাঙ্ক

দুর্গ-সম্মুখস্থ প্রান্তর

অশোক, রাধাগুপ্ত, সেনানায়কগণ, সভাসদগণ ও সৈন্যগণ।

অশোক। হে তক্ষশিলাবাসী বীরগণ, হে উজ্জয়িনী-বাসী যোদ্ধ্‌বর্গ, তোমাদের অসীম সাহসে পাটলিপুত্রের সেনা নিরস্ত হ'য়েছে; বিদ্রোহী সেনাপতি হত হ'য়েছে। এক্ষণে তোমরা জনে জনে নিজ নিজ দলবলে মমতাশূন্য হ'য়ে চতুর্দ্দিকে শত্রু সংহার কর। যে সুসীমের পক্ষ, তারে সবংশে নিধন কর; এতে বালক, বৃদ্ধ, নারী বধে ঘৃণা ক'র না।

সেনানায়কগণ। জয় রাজাধিরাজ অশোকের জয়!

অশোক। যাও—বনে, গুপ্তস্থানে, যেখানে শত্রু লুক্কায়িত—সেইখানে অনুসন্ধান ক'রে বধ কর। যাও, চতুর্দ্দিকে অনুসন্ধান কর।

সেনানায়কগণ। জয় মহারাজ অশোকের জয়!

[সেনানায়কগণের প্রস্থান।

অশোক। মন্ত্রি, সুসীম-পত্নীর বধ-সংবাদ পেয়েছ?

রাধাগুপ্ত। না, মহারাজ, তাঁরে কেউ অনুসন্ধান ক'রে পায় নাই।

অশোক। কোন্ অযোগ্য ব্যক্তির হস্তে কার্য্যভার সমর্পণ ক'রেছিলে? পুনর্ব্বার অনুসন্ধান ক'র্‌তে ব'ল, কোথাও লুক্কায়িত আছে।

রাধাগুপ্ত। মহারাজ, সর্ব্বস্থান অনুসন্ধান করা হ'য়েছে, কোথাও তাঁর নিদর্শন নাই।

অশোক। নগর-দ্বারে সতর্ক প্রহরী নিযুক্ত কর; কোনরূপ ছদ্মবেশে লুক্কায়িত ভাবে না পলায়ন করে!

রাধাগুপ্ত। মহারাজ, সতর্ক প্রহরীই আছে।

অশোক। গত রাত্রে কে নগরের বাহিরে গিয়েছে, সংবাদ গ্রহণ ক'রেছ?

রাধাগুপ্ত। রাজমাতার সহমরণ-উৎসবে যে সকল চণ্ডালেরা পথ পরিষ্কৃত ক'রেছিল, তারাই কেবল রাজাদেশে নগর পরিত্যাগ ক'রে যায়, অপর জনপ্রাণী নগরের বাহিরে যেতে পারে নাই।

অশোক। তাদের সহিত রমণী ছিল?

রাধাগুপ্ত। আজ্ঞে তারা নর-নারীতেই কার্য্য করে।

অশোক। তাদের মধ্যে অনুসন্ধান ক'র্‌তে দূত প্রেরণ কর।

রাধাগুপ্ত। মহারাজের অভিপ্রায়মত কার্য্য হ'য়েছে, কিন্তু তাদের মধ্যেও কোন অনুসন্ধান পাওয়া যায় নাই।

অশোক। তবে কোথায় গেল?

(বীতশোকের প্রবেশ)

বীতশোক। মহারাজ, অন্তঃপুর হ'তে মহারাণী কোথায় গিয়েছেন।

অশোক। সে কি! কোথায় গেল—অনুসন্ধান কর।

বীতশোক। চতুর্দ্দিকে অনুসন্ধান ক'রে কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

অশোক। তবে নিশ্চয়ই শত্রু কর্তৃক নিহত হ'য়েছে।

বীতশোক। মহারাজ, তার কোনরূপ সম্ভাবনা নাই।

অশোক। জাননা, নিশ্চয় শত্রুর কার্য্য। নিশ্চয়ই শত্রু—চতুর্দ্দিকে শত্রু! রাজ-আজ্ঞা প্রচার কর, যদি কল্য প্রাতে রাজরাণীর কোন না সংবাদ পাওয়া যায়, সমস্ত পাটলিপুত্র ভস্ম হবে। এখন' রাজ্যে শত্রু লুক্কায়িত আছে; যত দিন না তারা সমূলে নির্মূল হয়, দোষী-নির্দ্দোষী বিচার নাই, সকলের প্রাণ সংহার হবে। যাও, আজ্ঞা প্রচার কর; যাও—কি নিমিত্ত দণ্ডায়মান?

বীতশোক। মহারাজ, সকল কার্য্য সকলের দ্বারা সম্ভব নয়, দাস এ কার্য্যে অপারক।

অশোক। তুমিও শত্রু, তোমার প্রাণ বিনাশ হবে।

বীতশোক। আমি শত্রু নই, আমি রাজভৃত্য—রাজদাস। কিন্তু নিরীহ ব্যক্তির প্রাণবিনাশ যে ন্যায়-সঙ্গত নয়, এ কথা মৃত্যু উপেক্ষা ক'রেও মহারাজকে পুনঃপুনঃ নিবেদন ক'রব।

অশোক। বীতশোক, আমায় তুমি কঠিন ব'লে তিরস্কার ক'চ্ছ,—তুমিও দুঃখিনীর পুত্র—সত্য, কিন্তু আমার ন্যায় কঠিন শিক্ষালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত হও নাই। নির্ম্মম শিক্ষক তোমায় দীক্ষাদান করেন নাই। যাও মন্ত্রী, আজ্ঞা প্রচার কর।

[রাধাগুপ্তের প্রস্থান।

(আকালের প্রবেশ)

আকাল, তুমি কোথায় গিয়েছিলে?

আকাল। একটা জিনিস খুঁজ্‌তে।

অশোক। কি জিনিস?

আকাল। মহারাজের মেজাজ।

অশোক। আকাল, তা আর খুঁজে পাবে না।

ঘোর হৃদয়-ঝটিকা উড়ায়েছে স্বভাব আমার,
ঘোর ঘূর্ণবায়ু—
শত্রুর উত্তাপে বায়ু অতীব প্রবল—
বহিবে তুমুল ঝড়—
বারিধারা সম হবে শোণিত বর্ষণ—
তবে শান্ত হবে এ ঝটিকা।
নহে মহামার—
নিস্তার নাহিক আর কার

সহিয়াছি বিস্তর পীড়ন,
পীড়নে করিব মোর শাসন স্থাপন।

(মারের প্রবেশ)

মার। জয় নরদেহী দেবরাজের জয়!

আকাল। বাবা, দানব না দত্যি যে তুমি হও, মহারাজকে সহস্রলোচন ইন্দ্রটা ক'র না। মাথায় গায়ে লোচনের উপর রাজপোষাক, রাজমুকুট প'রে মহারাজ চোখ-কর-কয়ানিতে অস্থির হবেন।

মার। সপ্তসূর্য্যসমপ্রভাব জয় মহারাজ অশোকের জয়!

আকাল। দানব-বাবা, সূয্যি দেবতাটাও ছাড়ান দাও। সূয্যি হ'লে মহারাজের সমস্ত দিন রোদে ঘুরে মাথা ধ'রবে। আর গোটা দুই দেবতা ছেড়ে—এই চন্দ্রটা, তাহ'লে রাত্রে ঘুরতে হবে, আর কলায় কলায় ক্ষ'ইতে হবে; আর পবনটা, তাহ'লে সৃষ্টির লোককে বাতাস ক'রে সারা হ'বেন—এই গোটা চার দেবতা ছাড়ান দিয়ে মহারাজকে তেত্রিশকোটি দেবতার মধ্যে যেটা ইচ্ছা হয়, ক'রে দাও।

মার। তুমি আমার সঙ্গে ব্যঙ্গ কর?

আকাল। করি, তোমার আক্কেলে।

মার। মহারাজ, দেখুন—আমার সমস্ত গণনাই সত্য; দেখুন—রাজরাণী নিরুদ্দেশ। অপর গণনাও যে সত্য, তা অচিরে জান্‌বেন।

(কুনালের প্রবেশ)

অশোক। কুনাল, তুমি মলিন কেন? তুমি কি তোমার মাতৃ-অদর্শনে বিষণ্ণ হ'য়েছ? শীঘ্র রাজদূত শত্রুর অভিসন্ধি ভেদ ক'রে তোমার মাতাকে উদ্ধার ক'র্‌বে। তুমি যে রাজ-প্রসাদ প্রার্থনা কর, যে রাজ্যভার গ্রহণে অভিলাষী, এই দণ্ডে তা প্রদত্ত হবে।

কুনাল। মহারাজ, আমি রাজ্য-প্রার্থী নই। মহারাজ রাজ্যভার প্রদান ক'র্‌লে, সে ভার আমি শ্রীচরণে পুনরর্পণ ক'র্‌ব। স্বর্গগতা রাজ-মাতার উপদেশে দাসের হৃদয়ঙ্গম হ'য়েছে যে, মানবের মার্জ্জনাই একমাত্র রত্ন। আমি নিশ্চয় শ্রীচরণে নিবেদন ক'চ্ছি, জননী কোন মঙ্গল-কার্য্যে আত্মগোপন ক'রেছেন। মহারাজ তক্ষশিলায় গমনাবধি—মহারাজের মঙ্গল-কামনায়—অনশনে, অর্দ্ধাশনে দেবকার্য্যে নিযুক্তা থাক্‌তেন। কেবল রাজ-মাতার সেবার জন্য এক একবার দেব-মন্দির হ'তে বহির্গত হ'তেন।

অশোক। আমার মঙ্গল-কামনায়? তাই আত্মগোপন

কুনাল। হাঁ মহারাজ, রাজ্যে যেরূপ অনিষ্ট উৎপ হ'চ্ছে, রাজ্যের মঙ্গলকামনা নিতান্ত প্রয়োজনীয়।

অশোক। কুনাল, তুমি রাজ-মাতার পরম আদরে ছিলে। তোমার ও তোমার পিতৃব্যের ভার চিতারোহণ কালীন তিনি আমার উপর অর্পণ করেন। সেই জ রাজ-কোপে তোমাদের উভয়েরই নিস্তার; কিন্তু আমা অনুমতি ব্যতীত যদি তোমার মাতা আত্মগোপন ক' থাকেন, তাহ'লে রাজদণ্ডে দণ্ডিত হবেন। যাও, আমা সম্মুখে অবস্থান ক'র না।

কুনাল। মহারাজ, দাস তো রাজ-প্রসাদ প্রাপ্ত হয় নাই

অশোক। হাঁ, আমি প্রতিশ্রুত—কি প্রসাদ বল?

কুনাল। মহারাজ, নিরীহ পাটলিপুত্রের প্রজাবর্গে প্রাণনাশের যে কঠিন আজ্ঞা প্রচার হ'য়েছে, তা প্রত্যাহা করুন।

অশোক। তোমার পিতার বাক্য লঙ্ঘন হয় না রাজ-প্রসাদ-স্বরূপ আদেশ প্রত্যাহার ক'র্‌ব, কিন্তু তোমা জননীর প্রাণবধ হবে।

কুনাল। মহারাজ, যদি শত-সহস্র ব্যক্তির জীবন র হয়, জননী হাস্যমুখে মৃত্যুদণ্ড গ্রহণ ক'র্‌বেন।

[প্রণাম করিয়া কুনালের প্রস্থান

মার। মহারাজ, সুবিচার করুন, আমার সমস্ত গণ সত্য কি না, বলুন? দেখুন, আপনার পত্নী নিরুদ্দে পুত্র রাজ-প্রসাদ-স্বরূপ রাজ্য অবাধ্য হ'য়ে উপেক্ষা ক'রলে যদি সত্য হয়, আমার কথায় প্রত্যয় করুন, আপনি ইন্দ্র পাপের দণ্ডবিধানের জন্য ধরাতলে অবতীর্ণ হ'য়েছেন।

অশোক। হাঁ, আমি ইন্দ্র—কিরূপে পাপের দণ্ডবিধা ক'র্‌ব, সে পরামর্শ প্রদান কর।

আকাল। মহারাজ, দাসের মিনতি, দানবের কথ প্রত্যয় ক'র্‌বেন না; দানব সত্য ব'লে প্রতারিত করে।

অশোক। আকাল, স্মরণ কর—যখন প্রবাসে তু আমার সাথী হও, আমি তোমায় নিষেধ ক'রেছিলে তুমি কি জান না, আমিও দানব। দানবের পরাম

অবশ্য গ্রহণ ক'র্‌ব। (মারের প্রতি) কি পরামর্শ বল ? অগ্রে বল, রাজমহিষী কোথায় ?

মার। মহারাজ, রাজরাণী মহারাজের কোন বলবান শত্রুর শক্তিতে আচ্ছাদিত। সে শক্তি ভেদ ক'র্‌বার আমার সামর্থ্য নাই, তথায় আমার দৃষ্টি অন্ধ।

অশোক। কে আমার শত্রু জান ?

মার। বুদ্ধ।

অশোক। কোথায় সে শত্রু ?

মার। মহারাজ, সে শত্রু ইচ্ছায় আকারধারী, ইচ্ছায় নিরাকার হ'তে পারে। তার সহিত শত্রুতার একমাত্র উপায়—হিংসা। মার্জ্জনা রাজ-হৃদয় হ'তে একেবারে পরিত্যাগ করুন, নর-হিংসায় দৃঢ় হ'ন, তাহ'লে সে শত্রু ক্ষুব্ধ হবে।

অশোক। আমি দৃঢ়সংকল্প।

মার। মহারাজ, আপনি যে ইন্দ্র, তার আর এক প্রমাণ প্রদান করি। আজ্ঞা দেন, এই মুহূর্ত্তে প্রান্তর বিস্তৃত হ্রদরূপে পরিণত হবে, হ্রদ-বক্ষে সুন্দর পুরী নির্ম্মিত হবে, সেই পুরীতে পাপীর প্রলোভনের নিমিত্ত অপ্সরাগণের নৃত্য-গীত হবে। প্রলোভিত হ'য়ে যে ব্যক্তি সেই পুরী প্রবেশ ক'র্‌বে, জান্‌বেন সে পাপী, রক্ষকের প্রতি আজ্ঞা দেবেন, তার যেন প্রাণবধ হয়।

অশোক। কই, তোমার বর্ণনা-অনুসারে পুরী নির্ম্মিত হ'ক।

(প্রবল ঝটিকা এবং মেঘমালার আবির্ভাব)

সকলে। এ কি প্রলয় অন্ধকার !

[অশোক, মার ও আকাল ব্যতীত সকলের পলায়ন।

আকাল। দেখি, বেটা দানব তোর কীর্ত্তিটে, একটা প্রাণ বই তো নয়।

মার। মহারাজ, চিন্তিত হবেন না ; আপনি মেঘবাহন, মেঘদল আপনার পূজার নিমিত্ত উপস্থিত।

অশোক। না না, তিলমাত্র নহিক চিন্তিত।

কর ঘোর প্রলয় গর্জ্জন মেঘদল,
করি নিজ হৃদয়ের ছায়া দরশন ;
বহ বহ প্রবল পবন,
প্রবল ঝটিকা যথা
আলোড়িত করিছে অন্তর—
আলোড়ন কর ধরাতল।
চূর্ণ কর সুন্দর যে বস্তু আছে যথা ;
ধ্বংস হ'ক মানবমণ্ডল,
মম কোপানল-অনুরূপ প্রলয় দামিনী
সহস্র দলকে দলি উগার' প্রলয় ধারা—
বজ্র-হৃদয়ের মম হেরি ছায়ারূপ !

(সহসা ঝটিকা ও মেঘমালার অন্তর্দ্ধান এবং প্রান্তর হ্রদে পরিণত হওন, হ্রদ-মধ্যে দৃশ্যমান পুরী)

(চণ্ডগিরিকের প্রবেশ)

মার। মহারাজ, আমার এই ব্যক্তিকে পুরী-রক্ষক নিযুক্ত করুন। আজ্ঞা দেন, যে পুরী প্রবেশ ক'র্‌বে, তার প্রাণবধ ক'র্‌বে।

অশোক। যাও, সাবধানে পুরী রক্ষা কর ; কোন প্রবেষ্টা যেন না বহির্গত হয়।

মার। মহারাজ, এইবার কলিঙ্গ-দমনের নিমিত্ত শীঘ্র প্রস্তুত হ'ন। কলিঙ্গরাজের এতদূর দম্ভ যে, সে স্বয়ং সম্রাট ব'লে পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত হয় না।

অশোক। কলিঙ্গের অবজ্ঞা আমি বিস্মৃত হব না, কিন্তু অগ্রে গৃহ-শত্রু দমন করি। নিশ্চয় জেন'—কলিঙ্গ আমার কোপে ভস্মসাৎ হবে।

মার। শুনুন, মহারাজ, অপ্সরাগণের সঙ্গীতে—বাঁশী রবে হরিণ যেমন মুগ্ধ হয়, পতঙ্গ যেমন অগ্নি-অভিমুখী হয়, পাপীরা সেইরূপ মুগ্ধ হ'য়ে পুরী প্রবেশ ক'র্‌বে।

(পুরী-মধ্যে মার-সঙ্গিনীগণের নৃত্য-গীত)

এসেছি বড় সাধ ক'রে।
করি গান মনের টানে, শোনাই যার মনে ধরে॥
যে বোঝে বেদনা, তার থাক্‌বো কেনা সদাই বাসনা,
গানে জানাই ব্যথিত জনে, কত ব্যথা অন্তরে॥
দরদী বিনে, দরদ কে জানে—
বেদরদীর দরদ নাই প্রাণে ;
ব্যথায় ব্যথিত হ'লে পরে, ব্যথায় ব্যথা নেয় হরে॥

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

কলিঙ্গ—দুর্গ-সম্মুখ

অশোক, সেনানায়ক ও সৈন্যগণ।

অশোক। হের, শূন্য দুর্গ—প্রাচীরে নাহিক আর অরি ;
শূন্য রাজপুরী, শূন্য এ নগরী,
কিন্তু নহে শ্রম অবসান।
কলিঙ্গ-ঈশ্বর—গর্ব্বিত বর্ব্বর
মধ্য-দুর্গ ক'রেছে আশ্রয়।
এখন' আশ্বাস তার মনে,
সুবিশাল পরিখা-বেষ্টনে
আক্রমণ রোধিবে আমার।
কি আশ্চর্য্য। এত দিনে জন্মে নাই জ্ঞান—
বজ্রধারী-অরি-অস্ত্রে চূর্ণ হয় মেরু।

১ম সেনানায়ক। হের, মহারাজ,
দুর্গমাঝে মেঘাকারে উঠিতেছে ধূম।

অশোক। বুঝি, করিবারে মম অসিরে বঞ্চনা,
নেছে পরিবার সনে অগ্নির আশ্রয়।
যাও, কেহ আনহ সংবাদ।

২য় সেনানায়ক। একাকী আসিছে এক সৈনিক এদিকে,
হইতে শরণাগত বুঝি বা বাসনা।

(কলিঙ্গ-সৈনিকের প্রবেশ)

কলিঙ্গ-সৈনিক। আরে দানব, আরে নর-রাক্ষস, বিফল তোর আকিঞ্চন! তোর অধীনত্ব স্বীকার অপেক্ষা আহত ভূপাল সবান্ধবে, সপরিবারে অগ্নি-প্রবেশ ক'রেছেন। তোর দানবীয় কর্ণে সংবাদ দেবার জন্য একমাত্র আমিই জীবিত। শোন্ নরাধম, গর্ব্ব করিস্ নে! জয়-পরাজয় দৈবাধীন, কিন্তু কলিঙ্গ-গৌরব ক্ষুণ্ণ নয়। বার বার যুদ্ধে কলিঙ্গের বিক্রমের পরিচয় পেয়েছিস্। শুনেছি, তুই আপনাকে ইন্দ্র ব'লে স্পর্দ্ধা করিস্। যদি সাহস হয়, একাকী আমার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হ ; যদি পরাজিত হই, সত্যই তোরে ইন্দ্র ব'লে স্বীকার ক'র্‌ব ; নচেৎ—ভীরু কুক্কুর নামে জগতে তো প্রচার হবে।

[অশোকের সহিত যুদ্ধান্তে কলিঙ্গ-সৈনিকের পতন

অশোক। টেনে ফেল দূরে—
কুক্কুরের ভক্ষ্য হোক রসনা উহার।
কুণ্ঠিত নহিক আর প্রতিজ্ঞা-পালনে—
ভস্মসাৎ কলিঙ্গ হইবে।
যাও চতুর্দ্দিকে—
হন হন, বধ বধ যথা পাও যারে।
আবাল-বনিতা-বৃদ্ধ করহ সংহার,
অগ্নি দাও প্রতি ঘরে ঘরে,
প্রজ্জ্বলিত শিখা দৃষ্ট হ'ক দূরদেশে,
রণশ্রম শান্তি কর শোণিত-প্রবাহে।

[অশোকের প্রস্থান।

১ম সেনানায়ক। মহারাজের এ কি কঠিন আজ্ঞা! শ পরাজিত, কালব্যাপী যুদ্ধে প্রজা নিপীড়িত, তাদের হ করা বীরের কার্য্য নয়।

২য় সেনানায়ক। মহাশয় কি রাজ-কোপে হত হ' প্রস্তুত? উনি স্বয়ং ভ্রমণ ক'রে দেখ্‌বেন, দয়ায় ে তাঁর কার্য্য অবহেলা করে কি না। মহারাজের ক আজ্ঞা-পালনে হৃদয় বিদীর্ণ হয়। কিন্তু রাজ-আজ্ঞাবা হব—প্রতিজ্ঞা ক'রে অস্ত্রধারণ ক'রেছি, আমরা অনন্যোপা

[সকলের প্রস্থা

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

নর-শোণিত-প্লাবিত ও শবদেহাচ্ছাদিত কলিঙ্গ নগর

(অনুচরগণ সহ মারের প্রবেশ)

মার। হের, ওরে বোধহীনগণে,
কি কারণে অশোকে ক'রেছি রাজ্যেশ্বর!
হের, স্থলে স্থলে স্তূপাকার শব,
মাংসাহারী-দ্বন্দ্ব দেহ ল'য়ে,
শৃগালের আনন্দের রোল দিবানিশি,
লক লকে অগ্নি-জিহ্বা গগনমণ্ডলে!

শুন, চারিদিকে রোদনের ধ্বনি,
নরস্রোত ধায় বন পথে,
কেহ অনাহারে পথে প'ড়ে মরে ;
জীবিত আহত দেহ টানিছে শৃগাল !
তথাপিও নহে শান্ত শানিত আয়ুধ,
বধে বৃদ্ধ-বালক-বনিতা;
টল টল আরক্ত মেদিনী রক্ত-ধারে !
নাচ, গাও, আজি মহা আনন্দ-উৎসব।
বুদ্ধ-পরাভব—
জয়ধ্বনি তোল' সবে মিলি।

সকলে। জয় জয় দুষ্কৃতি-জনক !
জয় জয় লোকক্ষয়কারি !

(সকলের গীত)

হিংসা-দ্বেষে ধরা পূর্ণ হবে,
সমর ঘোর খর শোণিত ব'বে,
ব্যাপিবে দশদিশি হাহা রবে,
জয় জয় জয়—বোধিসত্ত্বপরাজয় !
পর-ঈর্ষ্যা-রত—নর-হৃদয়-ব্রত,
অনলে গরলে হবে সলিলে হত,
গুপ্ত তীক্ষ্ণ ছুরি খেলিবে শত ;
মারে পরাজয় কে করে কবে,
এ বিশাল ভবে—কি ভয় তবে ?
জয় জয় জয়— অভয় অভয়—
বৌদ্ধধর্ম্ম পাবে লয়।

——

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

কলিঙ্গ—অশোকের শিবির

অশোক ও আকাল।

অশোক। আছিলাম দীন, ঘৃণ্য, স্বদেশ-তাড়িত,
এবে অদৃষ্ট-প্রভাবে আমি ভারত-ঈশ্বর।
সুমেরু কুমেরু মম শাসন-অধীন,
বিশাল কলিঙ্গ রাজ্য মম করতল।
দানব শাসন মানে অধীনে আমার,
নির্ম্মাণ ক'রেছে পুরী ইন্দ্রের সমান।
সত্য যদি ইন্দ্রের না হই অবতার—
ইন্দ্র যথা স্বর্গপুরে অমর-প্রধান—
ধরায় নাহিক কেহ আমার সমান।
পণ মম অবশ্য করিব সম্পূরণ,
আধিপত্য করিব স্থাপন
স্থলে জলে পবনে গগনে।
জলচর ভূচর খেচর
আনত মস্তকে মোরে পূজিবে সকলে।

আকাল। হ্যাঁ, মহারাজের যে একাধিপত্য—তা ঠিক। স্থল—নর-অস্থিতে সাদা, জল—নর-শোনিতে আরক্ত, গগনে হাহাকার-ধ্বনি উঠ্‌ছে, আর গৃহ দগ্ধ হ'য়ে সেই আলোকে জগৎকে দেখাচ্ছে—আপনার কি বিস্তৃত আধিপত্য! বাকী ছিলেন সূর্য্যদেব, তিনি আপনার কলঙ্ক-ছায়ায় মুখ ঢাকা দেবেন।

অশোক। কি! প্রতিদ্বন্দ্বী রাজার দর্প চূর্ণ ক'র্‌ব না? যে সমস্ত রাজন্যবর্গের সম্মুখে আমায় উপেক্ষা ক'রেছে, তার দণ্ডবিধানে পরাঙ্মুখ হব ?

আকাল। তাও কি হয়, তাতে যে পুরুষার্থে খাটো হ'তে হবে! লক্ষ লক্ষ লোক অস্ত্রের দ্বারা বধ, দুর্ভিক্ষে বধ, অগ্নিদগ্ধ হ'য়ে বধ, জলমগ্ন হ'য়ে বধ, বনে বন্যপশু কর্ত্তৃক বধ, এ যে না ক'রতে পার্‌লে, সে কি রাজা! রাজাকে লোকে দেখ্‌বে কেমন? যেন যমের মাসতুতো ভাই। কবে ম'র্‌বে—তাই আবালবৃদ্ধ কামনা ক'র্‌বে। যে দেশে আপনার মত তেজীয়ান রাজা থাক্‌বে, সে দেশের লোক পাখীর গান শুন্‌বে না, ফুল ফোটা দেখ্‌বে না, ঘরে বাস ক'র্‌বে না, মাঠ থেকে শস্য কেটে এনে রাঁধ্‌বে না—তা না হ'লে আর স্থলে, জলে, পবনে অধিকার বিস্তার কি হ'ল? পাখী প্রাণ-ভয়ে সাগর-পারে পালাবে, ফুলের মুখ পুড়ে ছাই হবে, মাঠে লাঙ্গলই প'ড়বে না—তা শস্য হবে কি! আর প্রজার ঘর পুড়ে যাবে, দিব্যি নীল আকাশের তলায় সুখে মহানিদ্রায় শয়ন ক'র্‌বে।

অশোক। কিছু কঠোর আজ্ঞা প্রচার ক'রেছি সত্য। যদি প্রজারা বশ্যতা স্বীকার ক'র্‌ত, এরূপ কঠোর আজ্ঞা দিতেম না। মূঢ়েরা বুঝ্‌তে পারে নাই, আমি কে ?

আকাল। মহারাজ, আগে আমরাই বুঝ্‌তে পারি নাই, এখন ক্রমে বুঝ্‌ছি।

অশোক। কি বুঝ্‌ছিস্? আমি ইন্দ্রের ন্যায় পরাক্রম-

শালী নই ?

আকাল। আজ্ঞে তা জানিনে, তবে শুনেছি, ইন্দ্র অসুরারি, আপনি অসুরের সখা।

অশোক। অসুরের সখা!

আকাল। মহারাজ সহস্রলোচন হ'তে চাচ্ছেন, কিন্তু দু'টি চক্ষু যা আছে, তাও অন্ধ। নইলে বুঝ্‌তেন, যার কুহকে রাজ্য-মধ্যে অকস্মাৎ হ্রদ হয়, হ্রদ-মধ্যে রত্ন-নির্ম্মিত পুরী হয়, যার যানে শতক্রোশ একদিনে আসা যায়—মহারাজ, সে মানুষ হ'লেও দানব! দানবের প্ররোচনায় এ রাজ্য ছারখার ক'রেছেন। এর নাম আধিপত্য নয়—এর নাম সংহার।

অশোক। যা, এখন আমি রণশ্রান্ত, নিদ্রা যাব।

আকাল। যে আজ্ঞে।

[আকালের প্রস্থান।

অশোক। মস্তিষ্ক উত্তপ্ত—নহে নিদ্রা-আকর্ষিত।
পটুয়া-চিত্রিত দৃশ্যপটে যে প্রকার
শত শত দৃশ্য হেরে দর্শক সম্মুখে,
সেই মত এই রণক্রিয়া
আনিছে ভীষণ দৃশ্য মনোক্ষেত্রে মম।
সত্য কথা, অধিকার বিস্তার এ নয়!
পাবে ডর নর মম নাম উচ্চারণে;
মম ছায়া দরশনে—
মানিবে শমন দরশন!
ভীষণ—ভীষণ দৃশ্য জাগে মনোপটে।
দগ্ধ ঘর, জনশূন্য—সুন্দর নগর,
গগন-পরশি উচ্চ হাহাকার-ধ্বনি,
অভিনীত পুনঃ পুনঃ মস্তিষ্ক-মাঝারে।
করি শান্ত ভাবে নিদ্রা-উপাসনা,
উত্তপ্ত মস্তিষ্ক যদি স্নিগ্ধ হয় তাহে।

(শয্যায় শয়ন)

(অকস্মাৎ উত্থিত হইয়া) একি—একি—চতুর্দ্দিকে আমার মূর্ত্তি! আমি—আমি—লক্ষ লক্ষ আমি! ছায়া নয়—জীবিত মূর্ত্তি! মুণ্ডহীন, অঙ্গহীন, দীন, ক্ষীণ—ভিক্ষাপাত্র ল'য়ে ভিক্ষা ক'চ্ছি! শত শত আমি—কোটী কোটী আমি! —আমার সন্তান অনাথ—আমার পত্নী অনাথ—আমারই পুত্রেরা পথে পথে ভিক্ষা ক'চ্ছে, দুর্ভিক্ষে অন্নাভাবে ম'র্‌ছে! একি—একি!—আকাল—

(আকালের পুনঃ প্রবেশ)

তুই কোথায় ছিলি ?

আকাল। আজ্ঞে, শিবিরের এক পার্শ্বে।

অশোক। কেন ?

আকাল। কে জানে, বার বার ভাবি, মহারাজের কাছ থেকে পালাই, কে যেন আবার টেনে আনে।

অশোক। আকাল, আমার মস্তিষ্ক দগ্ধ হ'চ্ছে।

আকাল। এই ক'দিন ধ'রে জ্বাল দিচ্ছেন, ফুট্‌বে না।

অশোক। কত রাত্রি ?

আকাল। অরুণ উদয় হ'য়েছে।

(নেপথ্যে সঙ্গীত-ধ্বনি)

ক্রোধানল কেন হৃদয়ে জ্বালি,
পরম রতন দিব শান্তি ডালি,
চির শান্তি—শান্তি—শান্তি!

অশোক। কে ও—কে ও—কারা গান গেয়ে যাচ্ছে? ডাক, ডাক! [আকালের প্রস্থান।

এই তো আমি জাগ্রত—তথাপি তো দূরে ছায়ার ন্যায় সেই ভীষণ দৃশ্য! সেই কোটী কোটী আমি—শত প্রকারে দুঃখভোগ ক'চ্ছি! নিশ্চয় আমি দানব দ্বারা অধিকৃত হ'য়েছি। হায় হায়, আমিত এমন ছিলেম না! বাল্যকালে ক্ষুদ্র পতঙ্গের প্রাণ-বিনাশ দেখে আমার প্রাণে ব্যথা লাগ্‌ত; তৃণের উপর পদবিক্ষেপ ক'র্‌তে মনে হ'ত, তাদের ব্যথা লাগ্‌বে। কি নিষ্ঠুরতা আমার প্রাণে প্রবেশ ক'র্‌লে! আকাল সত্য ব'লেছে! নিশ্চয় সে দানব—তার দানব-প্রকৃতি আমায় আশ্রয় ক'রেছে। পিতার বর্জ্জন, সংসারের ঘৃণা, অনাথ, দীন অবস্থায় একাকী পথে পথে ভ্রমণ—তাতে আমি শান্তিচ্যুত হই নাই। কি দৃশ্য—কি ভয়ঙ্কর দৃশ্য!

(উপগুপ্ত, আকাল ও বৌদ্ধ-ভিক্ষুগণের প্রবেশ)

তোমরা কি গান ক'চ্ছিলে—গান কর।

(ভিক্ষুগণের গীত)

ক্রোধানল কেন হৃদয়ে জ্বালি,
পরম রতন দিব শান্তি ডালি,
চির শান্তি—শান্তি—শান্তি!
যত্ন করি ধরি হৃদয়ে অহি,
কেন দংশন-তাড়ন নিয়ত সহি,
একি ভ্রান্তি—ভ্রান্তি—ভ্রান্তি!

ভ্রান্ত চিত, নাহি বাহিরে অরি,
অন্তরে রাখিয়াছ আদর করি,
ঠেকিয়ে শেখ, অরি—বিবেকে দেখ,
আসিয়ে ভবে, যদি মানব হবে,
বিমল হৃদে হের শান্তি,
অমৃতময় কিবা কান্তি,
কিবা কান্তি—কান্তি—কান্তি!

অশোক। আবার!

উপগুপ্ত। কি মহারাজ?

অশোক। তোমরা কে?

উপগুপ্ত। আমরা বৌদ্ধ, বুদ্ধদেবের উপাসক।

অশোক। বুদ্ধদেব কে?

উপগুপ্ত। নির্ম্মল হৃদয় ব্যতীত কে তিনি, বোঝা না।

অশোক। ইস্—কি ভীষণ!

উপগুপ্ত। কি মহারাজ?

অশোক। ব'ল্তে পার, আমি তন্দ্রা-আকর্ষিত হ'য়ে ॥ণ স্বপ্ন দেখেছি—জাগ্রত অবস্থাতেও যেন সেই স্বপ্নের । দেখ্‌ছি। আমার যেন কোটী কোটী মূর্ত্তি হ'য়েছে— ট মস্তকহীন, কেউ অঙ্গ-হীন, কেউ বা দীন দরিদ্র বুভুক্ষু, ।' স্ত্রী-পুত্র অন্নাভাবে ম'র্‌ছে, কার' গৃহ দগ্ধ, গৃহানলে ত্মীয়-স্বজন দগ্ধ—এ কি ভীষণ স্বপ্ন!

উপগুপ্ত। স্বপ্ন নয়—সত্য, মহারাজ, দৃশ্য সম্পূর্ণ সত্য!

অশোক। সত্য! সত্য! সত্য কি?

উপগুপ্ত। মহারাজ, যত কোটী আপনার প্রতিমূর্ত্তি খেছেন, তত কোটী বার আপনাকে জন্মগ্রহণ ক'র্‌তে ব। কলিঙ্গে যত ব্যক্তি আপনার পীড়নে হত হ'য়েছে, দের এক এক জনের যন্ত্রণা এক এক জন্মে ভোগ ক'রে ত জীবন অবসান হবে।

অশোক। কেন? কেন? মিথ্যা কথা!

উপগুপ্ত। মিথ্যা নয়, মহারাজ!
শুন, বুঝ, কর্ম্মের প্রভাব।
কর্ম্মের প্রভাবে
কর্ম্মগত দেহ ধরে জীবে,
ভোগে হয় কর্ম্ম অবসান।
আসিয়ে কলিঙ্গপুরী ক'রেছ শ্মশান
তোমার আজ্ঞায়
অস্ত্র-ঘায় মৃত যে সকলে—
সেই অস্ত্র অলক্ষ্য নিয়মে
স্পর্শিয়াছে তোমার অন্তরে!
দুষ্ট সংস্কারে
বিজড়িত করিয়াছে অন্তর তোমার।
যদবধি কর্ম্মফল না হবে নির্ব্বাণ,
উৎকট কর্ম্মের ফল অবশ্য ফলিবে—
দেহ ধরি পুনঃ পুনঃ অবশ্য ভুঞ্জিবে—
নিজ ভবিষ্যৎ-ছবি দেখায় অন্তর!

অশোক। একি, একি! তবে আছে কি উপায়!
কর্ম্মভোগে কিসে আমি পাইব নিস্তার?

উপগুপ্ত। কথঞ্চিৎ কর্ম্মনাশ কর্ম্মে হয়, নৃপ।
যতদিন দেহে রহে প্রাণ,
সৎকর্ম্ম যদ্যপি, রাজা, কর অনুষ্ঠান,
হ'তে পারে এক দেহে দণ্ড দুষ্কর্ম্মের।
দিয়ে আত্ম-বিসর্জ্জন
লহ যদি বুদ্ধের শরণ,
দুষ্কর্ম্মের বহু অংশ হইবে মোচন।
কিন্তু তুমি সসাগরা-পতি,
আত্মত্যাগ কত দূর সম্ভব তোমার,
মনে মনে বুঝ, মহারাজ!
চাহ তুমি জলে-স্থলে-শূন্যে অধিকার—
সেই অধিকার নাহি ক্রয় হয় বলে।
প্রেম মাত্র মূলমন্ত্র বিশ্ব-অধিকারে।
(প্রস্থানোদ্যোগ)

অশোক। কোথায় যান—কোথায় যান? আমায় পরিত্যাগ ক'রে যাবেন না, আমি আপনাদের দাস!

উপগুপ্ত। কর, ভূপ, স্বদেশে গমন,
কালে দেখা হবে আমার সহিত।
[বৌদ্ধ-ভিক্ষুগণ সহ উপগুপ্তের প্রস্থান।

আকাল। মহারাজ, উপেক্ষা ক'র্‌বেন না, অদ্যই যাত্রা করুন।

অশোক। আকাল, তুমি আমার হৃদ্‌বন্ধু—তুমি আমার উপদেষ্টা। চল, আমি স্বয়ং স্বদেশ-যাত্রার আজ্ঞা দিই।
[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

বন-প্রদেশ

পদ্মাবতী ও ন্যগ্রোধ।

ন্যগ্রোধ। শুন গো জননি, অদ্য আনন্দ সংবাদ!
দানি শ্রীচরণ-ধূলি, কল্যাণ-বচনে
কহিলেন গুরুদেব চিবুক ধরিয়ে—
"হে বৎস, সমাপ্ত অধ্যয়ন-এতদিনে।"
গুরুবাক্য শিরোধার্য্য মম!
বাক্যে তাঁর করিলে বিশ্বাস,
জ্ঞানজ্যোতি অবশ্য প্রকাশ
হইবে নাশিতে মম অজ্ঞান-তিমির।
কেন, মা'গো,
এ শুভ সংবাদে তব চক্ষে হেরি নীর?

পদ্মা। বৎস, আছি প্রতিশ্রুত তব গুরুর নিকটে—
যেই দিন সম্পূর্ণ হইবে অধ্যয়ন,
তোমারে গুরুর কার্য্যে করিব অর্পণ।
কাঁদে প্রাণ সে দিন স্মরিয়ে,
কেমনে বিদায় দিব তোরে—
ভীষণ সংসারক্ষেত্র-সমর-অঙ্গনে।

ন্যগ্রোধ। মা'গো, জন্ম জন্ম তপস্যা করিয়ে
গুরুপদ একান্ত সেবিলে—
ভাগ্যবানে হয় গুরু-কার্য্য-অধিকারী।
মহাকার্য্যে নন্দনে অর্পণে
কেন, মা, বিষাদ ভাব মনে?
হেন ভাগ্যোদয় বহু পুণ্যে হয়—
সকলি তো জান, মাতা।

পদ্মা। আরে আরে অভাগী-নন্দন,
গর্ভে তোরে করিনি ধারণ—
এ কঠিন পণ, বুঝি, ক'রেছি সে হেতু।
নহে, হায়, আপন কুমারে
কেবা প্রাণ ধ'রে—
করে পণ পরকার্য্যে করিতে অর্পণ।

ন্যগ্রোধ। কহ, মাগো, গর্ভে যদি করনি ধারণ,
কহ, তবে, কোথা মাতা, কোথা পিতা মম?

পদ্মা। রাজবংশে করিয়াছ জনম গ্রহণ।
পাটলিপুত্রের নৃপ পূজ্য বিন্দুসার,
সুসীম নামেতে তাঁর প্রথম কুমার—
তুমি তাঁর ঔরসে উদ্ভব।

ন্যগ্রোধ। রাজবংশে জন্ম যদি, কহগো জননি,
বনে কি কারণে চণ্ডালের সনে
পালিত হইল এ অধম?

পদ্মা। নিদারুণ বিবরণ শুন, যাদুমণি,
ভ্রাতৃদ্বন্দ্বে তব পিতা হত—
গর্ভস্থ সে কালে তুমি;
করিতে সে বংশোচ্ছেদ হইল মন্ত্রণা,
মন্ত্রিগণে করিল কল্পনা—
রজনীতে বধিবারে তোমার মাতায়।
চণ্ডালের বেশে মিলি চণ্ডালের দলে—
নর-নারী যাহারা সকলে
এসেছিল রাজপথ-মার্জ্জন-কারণ—
মিলি সেই চণ্ডালের দলে,
ভুলাইয়ে সতর্ক প্রহরী,
ত্যজি রাজপুরি
লইয়ে মাতারে তব করিনু পয়ান।
পথশ্রমে ক্লান্ত মাতা তব
বনপথে হইল প্রসব,
পুত্রমুখ অভাগিনী হেরিল বারেক।
কাতরে তোমারে সঁপি মম করে
পরলোকগতা অভাগিনী।

ন্যগ্রোধ। জীবনদায়িনী ধাত্রী কে তুমি, জননি?

পদ্মা। যার সনে দ্বন্দ্বে তব পিতার নিধন,
গৃহিণী তাহার আমি, শুনহ কুমার।

ন্যগ্রোধ। রাজরাণী—কানন-বাসিনী!
কতই সহেছ এই অনাথ-রক্ষণে!
পতিবাসে কি কারণে করনি গমন?
কেন বা জননী সনে করিলে পয়ান?

পদ্মা। ভ্রূণহত্যা, নারীহত্যা, এ অতিপাতকে,
ত্যজিলাম রাজপুরী, রক্ষিতে পতিরে।
সঁপি তোরে কারে, গৃহে যাব ফিরে?
রাজার কুমারে
কেমনে চণ্ডালে দিব করিতে পালন?

সে কারণে আছি এ অজ্ঞাতবাসে।
সদা শঙ্কা চিতে, যদি কোন মতে
গুপ্তচরে জানে এ সন্ধান,
নিশ্চয় বধিবে তব প্রাণ—
চণ্ডালের সনে মিলে আছি সে কারণে।

ন্যগ্রোধ। জগদ্ধাত্রী ধাত্রী-মা আমার!
যদি হয় সম্ভব কখন'
মাতৃধার আংশিক শোধিতে
বহু জন্ম-জন্মান্তরে—
তিলমাত্র ঋণ তব নাহি হবে শোধ!
মহা তপস্বিনী তুমি, বিনা তপস্যায়
আত্মজয় হেন কার সম্ভব সংসারে?
ধর, মা, সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত!

পদ্মাবতী। হও, বৎস, গুরু-কার্য্য উদ্ধারে সক্ষম—
আশীর্ব্বাদ অধিক না জানে ধাত্রী তোর।

ন্যগ্রোধ। মাগো, চণ্ডালের বসতি এ বনে—
সর্ব্বশাস্ত্র-বিশারদ সাধু সদাশয়
আমার শিক্ষার হেতু কোথায় পাইলে?
কেমনে এ দাস তাঁর কৃপার ভাজন?

পদ্মাবতী। পেয়েছি তাঁহারে, বৎস, তাঁহার কৃপায়।
বসি বৃক্ষমূলে তোরে ল'য়ে কোলে—
আঁখি-জলে বক্ষ ভেসে যায়—
হেরিলাম তেজঃপুঞ্জ কায়,
মধুর বচনে সম্ভাষি দাসীরে
কহিলেন মহামতি—
"ভাগ্যবতি, সম্বর ক্রন্দন!
তব আত্ম-বিসর্জ্জনে
জগজ্জনে মহারত্ন-লাভে
শান্তিময়ী ধরায় রহিবে ভ্রাতৃভাবে।
এই কুমারের ভার দেবতার,
আসিয়াছে দাস তাঁর শিশুর রক্ষণে।
সর্ব্বশাস্ত্র-সুপণ্ডিত হইবে নন্দন,
দেবতার কার্য্যে পুত্রে কর' সমর্পণ।
শুদ্ধ-সত্ত্ব-জ্ঞানবান হইবে কুমার,
দেবকার্য্যে দানিতে করহ অঙ্গীকার।"
পণে বদ্ধ সাধুর নিকটে—
জানিনে তখন, হৃৎপিণ্ড করিয়ে ছেদন
সংসার-পাথারে ফেলে দিতে হবে তোরে!

ন্যগ্রোধ। মাতঃ, সম্বর ক্রন্দন,
দেবকার্য্যে জন্ম যদি—সার্থক জীবন!
সার্থক পালন!
সার্থক, জননি, তব আত্ম-বিসর্জ্জন,
নারীরূপে দেবী তুমি ধরণী-মাঝারে!

(উপগুপ্তের প্রবেশ)

উপগুপ্ত। রাখ পণ, সমর্পণ করহ নন্দন।
শুন, সাধ্বি, কিবা মহা উচ্চ প্রয়োজন।
মহাপাপে লিপ্ত তব পতি—
সিক্ত ক্ষিতি শোণিত-ধারায়
নিষ্ঠুর আচারে তার।
নির্ম্মিত সুন্দর পুরী প্রান্তর-মাঝারে—
নৃত্য-গীত হয় অবিরত।
মুগ্ধচিত্ত তাহে যে প্রবেশে—
তারি প্রাণ নাশে
হত্যাকারী রাজচরগণে।
কত শত জীবন-সংহার
অহর্নিশি হয় অনিবার!
কুমার তোমার
হত্যাকাণ্ড করিবে বারণ।
নিষ্ঠুর আজ্ঞায় ভস্ম কলিঙ্গ নগর।
নিরন্তর ঘোর পাপ-ক্রিয়া
দমিত হইবে এই বালক-প্রভাবে।
হবে ভূপতির মহা কল্যাণ সাধন—
পাপলিপ্ত মন বুঝিবে দুর্নীতাচার তার।
প্রায়শ্চিত্ত-কার্য্য হবে ভবে,
"অহিংসা পরম ধর্ম্ম" দেশে দেশে গা'বে,
"জয় বুদ্ধদেব" উচ্চ হইবে ধ্বনিত!
শান্তিময় ধর্ম্মের বন্ধনে
একচ্ছত্র ধর্ম্মরাজ্য হইবে ধরায়!

পদ্মাবতী। হীনবুদ্ধি রমণীরে করহ মার্জ্জনা!
নহে আজ' অতীত শৈশব,
কানন-নিবাসী শিশু ছিল অধ্যয়নে,

কেমনে সংসার-রণে করিয়ে প্রবেশ
অধর্ম্ম-বিনাশে শান্তি করিবে স্থাপন ?
শান্ত কর—আকুল পরাণ।

উপগুপ্ত। যোগ-বলে দিব্য দৃষ্টি দিতেছি কুমারে—
সর্ব্বজ্ঞ হইবে যেই দৃশ্য দরশনে।
স্পর্শ কর বালকে, মা সাধ্বী ভাগ্যবতি !
যেই দৃশ্য নেহার ধরায়—
হইয়াছে, হয় যাহা, হবে ভবিষ্যতে—
আছে, হয়, হইবে অঙ্কিত ব্যোমপটে,
নর-চক্ষু-অগোচর তাহা—
কভু হেরে ভাগ্যবান জন।

পট পরিবর্ত্তন

দৃশ্য—আকাশমণ্ডল

[পাত্রহস্তে বুদ্ধদেবের প্রবেশ ও কূপ হইতে জল উত্তোলনকারিণী জনৈক স্ত্রীলোকের নিকট মধুর দোকানের সন্ধান গ্রহণ। স্ত্রীলোকের অদূরে মধুর দোকান দেখাইয়া দেওন। বুদ্ধদেবের মধুর দোকানের সম্মুখে গমন এবং মধু প্রার্থনা। মধুবিক্রেতার বুদ্ধদেবকে পাত্র পূর্ণ করিয়া মধুদান। মধু-বিক্রেতার অপর দুই ভ্রাতার প্রবেশ এবং বুদ্ধদেবকে মধু লইতে দেখিয়া এক ভ্রাতার বুদ্ধদেবকে তিরস্কার করণ ও অন্য ভ্রাতার ক্রোধে বুদ্ধদেবকে সমুদ্রগর্ভে নিক্ষেপ করিবার প্রস্তাব। বুদ্ধদেবের সকলকে আশীর্ব্বাদ করণ—ভ্রাতৃত্রয়ের বুদ্ধদেবের পদতলে পতিত হওন।]

উপগুপ্ত। দেখ চেয়ে, পাত্র ল'য়ে করে
মধু হেতু কে আসে নগরে ;
হের, কে রমণী মহাপুরুষে দেখায়
কোথা মধুবিক্রেতা-আলয়।
হের, ভিক্ষু ভিক্ষা করে মধু,
হের, মধু-ব্যবসায়ী
পাত্র পূর্ণ করে মধু দানে।
হের দুই ভ্রাতা তার—
এক ভ্রাতা সাধুরে করিছে তিরস্কার,
ফেলিতে সাগরে ধ'রে কহে অন্য জন।
হের, নিত্য-নির্ব্বিকার নরের আচার,
আশীর্ব্বাদ করিছেন তিন জনে ;
পেয়ে দিব্য জ্ঞান
সাধুর সম্মান করিতেছে ভ্রাতৃত্রয়।
(পুনরায় পূর্ব্ব দৃশ্য)
মধুদাতা – রাজ্যেশ্বর অশোক নামেতে ;
তুমি—ওই মধুময়ী—দেবকার্য্যে অশোক-গৃহিণী
ফেলিতে সাগরে তাঁরে যাহার কল্পনা—
পুণ্যভূমি ভারত ত্যজিয়ে সাগর-মাঝারে
লঙ্কাধামে সিংহাসনে বসে সেই জন ;
করি তিরস্কার
চণ্ডাল-আবাসে স্থান হ'য়েছে তোমার ;
কিন্তু আত্ম-তিরস্কারে, দেব-দরশনে,
দিব্য জ্ঞানার্জ্জনে, বাসনা বর্জ্জনে,
ল'য়েছ কার্য্যের ভার চরণে মাগিয়ে—
আশৈশব নহ তুমি সংসার-পীড়িত।
ভোগের কামনা ছিল অপর দোঁহার—
ভোগ হেতু দগ্ধ হয় সংসার-কটাহে।
কিন্তু অচিরে সে মধুদাতা—মধুদান ফলে—
বুদ্ধ-প্রতিনিধি রূপে
বিস্তীর্ণ ধরায় শান্তি রাজ্য করিবে স্থাপন—
বুদ্ধ দরশন বিফল না হবে।
অধিকার লঙ্কায় যাহার—
মহাকার্য্যে সেও হবে প্রধান সহায়।

ন্যগ্রোধ। বুদ্ধদেব দেছেন দর্শন !
খুলেছে নয়ন—খুলেছে নয়ন—
বুঝিয়াছি কিবা হেতু জনম গ্রহণ !
জগদ্ধাত্রী মাতা, তব সার্থক পালন ;
কার্য্যে যাই—প্রণাম চরণে।

পদ্মাবতী। জন্ম তব, ধরার কল্যাণে ;
কিন্তু কাঁদে প্রাণ
রমণীর সহজাত মায়ার বন্ধনে।

উপগুপ্ত। ত্যজ শোক, মঙ্গলদায়িনি !
মঙ্গলা,—মঙ্গল হেতু জনম তোমার !
অজ্ঞান চণ্ডালগণে জ্ঞান-দান হেতু
অরণ্যবাসিনী তুমি দুরিতহারিণী।

[সকলের প্রস্থান

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

হ্রদ-মধ্যস্থ মায়াপুরী-সম্মুখ

মার-অনুচর দ্বার-রক্ষকদ্বয়।

১ম রক্ষক। এতদিনে মারের রাজ্য পরিপূর্ণ হ'য়ে গেল। কত সহস্র লোক বধ ক'রেছি। প্রভুর ইচ্ছা—পৃথিবীর সমস্ত লোক তাঁর নরকে স্থান পায়।

২য় রক্ষক। অশোক রাজা থাকৃতে তা হবে। ওই এক ঝাঁক লোক আস্‌ছে। ওরা গান ক'চ্ছে না কেন?

(সেতুপার হইয়া লোকগণের প্রবেশ)

১ম লোক। কি চমৎকার পুরী—যেন ইন্দ্রভবন!

২য় লোক। কত হীরে, মতি—যেন চাঁদ-স্থয্যি-তারা—সব ঝক্ ঝক্ ক'চ্ছে।

৩য় লোক। থামের একটা কাণ ভেঙ্গে বেচ্‌লে রাজ্য কেনা যায়।

(পুরীর ভিতর হইতে নর্ত্তকীগণের আগমন)

(নৃত্য-গীত)

সাধ সদা তারে হৃদয়ে ধরি।
যেই যতন জানে, তারে যতন করি॥
নীরস প্রাণে কেবা আদর জানে,
জীবন-যৌবন কি ফল দানে,
এ তো মন না মানে—
আপন আপনি রহি মানে;
রসিক বিনে, সহিব দহিব কত অভিমানে;
কি কাজ মে'নে, প্রেম-আশে ফাঁস যতনে পরি॥

১ম নর্ত্তকী। আসুন না, আসুন না, আনন্দ ক'রবেন আসুন, কা'র' মানা নাই। মহারাজ সকলের আনন্দের জন্য আনন্দ-ভবন প্রস্তুত ক'রেছেন।

৩য় লোক। ভাই, আমি যাব না, আমার কেমন গা ছম্-ছম্ ক'চ্ছে! দেখ্—এ কোন মায়া—এমন কি পুরী হয়! এখন আমার মনে হয়, আমাদের গ্রামে যারা এই পুরী দেখ্‌তে এসেছিল, তারা তো কেউ ফেরে নাই?

১ম লোক। তুমি থাক' থাক'—চম্‌কে ওঠ'। এ আজব সহর, কত সব শোভা দেখে বেড়াচ্ছে। চল না, যাওয়া যাক্।

[লোকগণের পুরী প্রবেশের উপক্রম।

(বেগে ন্যগ্রোধের প্রবেশ)

ন্যগ্রোধ। যেও না. এ মায়াপুরী, গেলে প্রাণবধ হবে। আমায় স্পর্শ ক'রে দেখ—এরা সব মারের কিঙ্কর-কিঙ্করী। দেখ—পুরী রত্ন-নির্ম্মিত নয়, নারকী-মায়ায় নির্ম্মিত। ওরা সুন্দরী নয়, নরকের পিশাচিনী।

লোকগণ। (ন্যগ্রোধকে স্পর্শ করিয়া) ওরে বাপ্‌রে!

[লোকগণের পলায়ন।

১ম রক্ষক। (জনান্তিকে ২য় রক্ষকের প্রতি) দেখ্—ছোঁড়া কি সব মন্ত্রণা দিয়ে ওদের সব তাড়ালে! বেটাকে তপ্ত তেলে ভাজ্‌তে হবে। (প্রকাশ্যে) আসুন, আসুন—

ন্যগ্রোধ। চল, তোমাদের আমি চিনি।

২য় রক্ষক। (জনান্তিকে) ওরে ছোঁড়া কি বলে রে?

১ম রক্ষক। (নর্ত্তকীগণের প্রতি) গাও, গাও, থাম্‌লে কেন?

নর্ত্তকীগণ। না না, আমরা গাইতে পার্‌ব না, আমাদের প্রাণ ছটফট্ ক'চ্ছে! কে এ, কে এল?

১ম রক্ষক। রও, কি মন্ত্র জানে—ওর মন্ত্র বা'র কচ্ছি।

২য় রক্ষক। (নর্ত্তকীগণের প্রতি) গাও না, গাওনা—ওমন ক'চ্ছ কেন?

নর্ত্তকীগণ। না না, গাইতে পার্‌ব না, স্বর বন্ধ হ'য়ে গেছে।

[ন্যগ্রোধের পুরীমধ্যে প্রস্থান এবং পশ্চাৎ পশ্চাৎ সকলের গমন।

পট পরিবর্ত্তন

পুরী-অভ্যন্তর

চণ্ডগিরিক

(ন্যগ্রোধকে লইয়া দ্বার-রক্ষকদ্বয়ের প্রবেশ)

১ম রক্ষক। সর্দ্দার সর্দ্দার, এই ছোঁড়া লোক ভাংগি দিচ্ছিল, কি পরামর্শ দিচ্ছিল, সব পালাল।

চণ্ডগিরিক। দেয়ালের সঙ্গে গেঁথে ফেল্।

(রক্ষকদ্বয়ের তদ্রূপ করিবার চেষ্টা করণ)

১ম রক্ষক। সর্দ্দার, সর্দ্দার, বর্শা ভেঙ্গে গেল!

চণ্ড। কোথাকার ভাঙ্গা বর্শা এনেছিস?

[ন্যগ্রোধকে খড়্গাঘাত করণ ও খড়্গ ভঙ্গ হওন

বটে, বটে ! বুজ্‌রুকি শিখেছ—তোমার বুজ্‌রুকি ভাঙ্‌ছি !
নিয়ে আয় তো, তপ্ত তেলের কড়ায় ফেল্‌তো !

(রক্ষকদ্বয়ের ন্যগ্রোধকে তপ্ত তৈলপূর্ণ কটাহে নিক্ষেপ করণ
তৈল-কটাহ হইতে পদ্ম—তদুপরি ন্যগ্রোধের
শূন্যে উত্থান)

সকলে। ওরে বাপ্‌রে—গা জ্ব'লে গেল রে, গা জ্ব'লে গেল রে—পালা পালা—

[সকলের পলায়ন।

পুনরায় পূর্ব্ব দৃশ্য

(রক্ষকগণের বেগে প্রবেশ)

রক্ষকগণ। ওরে বাপ রে—পুড়ে মলুম রে—
নর্ত্তকীগণ। কি রে—কি রে ?
রক্ষকগণ। পালা—পালা—এখনি পুড়ে ম'র্‌বি !

[সকলের পলায়ন।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

রাজ-প্রাসাদ

অশোক।

অশোক। মিথ্যা স্বপ্ন—উৎসাহিত মস্তিষ্ক-সৃজন—
কলিঙ্গ-সংহার দৃশ্য করি দরশন !
হৃদয়ের দুর্ব্বলতা-বশে
হেরিয়াছি কল্পনা-সৃজিত ছবি !
আত্মত্যাগ শুনি মাত্র ভিক্ষুর বদনে—
আত্মত্যাগী কে আর ধরায় ?
সংসার আঁধার—
নাহি কোন প্রিয় বস্তু যার,
আত্মত্যাগ ভাণ তার উদর-পূরণে।
অলস জীবন—
আয়াস-ব্যতীত চাহে নিজ প্রয়োজন—
চাহে মান—আধিপত্য সবার উপর।
মিথ্যাবাদী—কই তার বচন সফল—
কোথা উপদেষ্টা মম !
আত্মত্যাগ—আত্মত্যাগ—বাক্য আড়ম্বর !
কোথা কেবা আত্মত্যাগী আছে এ সংসারে !
আত্মত্যাগ নাহি হেরি প্রকৃতির রীতি—
পশু-পক্ষী, জলচর, তরু-লতা আদি
আত্মপুষ্টি নিরন্তর করিছে সাধন।
আমি—এই সসাগরা ধরণী-ঈশ্বর—
ত্যজি ভোগ, ত্যজি রাজ্য, আধিপত্য ত্যজি,
পীত-বস্ত্র করিব ধারণ !
প্রতারক ভিক্ষুগণে নিধন উচিত।

(কহ্লাটকের প্রবেশ)

কহ, মন্ত্রি,
গুরুতর রাজকার্য্য কিবা উপস্থিত,
যাহে—বিনাদেশে আসিয়াছ রাজ-দরশনে ?

কহ্লা। বার্দ্ধক্যে হ'য়েছি, প্রভু, আশায় নিরাশ।
হেরি আপনারে সিংহাসনোপরে
কত সাধ উঠেছিল মনে !
ভাবিয়াছিলাম চন্দ্রগুপ্তের আসনে
অধিষ্ঠিত দুষ্টহন্তা শিষ্টের পালক,
রামরাজ্য যথা প্রজা আনন্দে রহিবে !
কিন্তু, নৃপ, তব ব্যবহার—
শেল সম বাজে এই বৃদ্ধের হৃদয়ে।

অশোক। করি বহু মার্জ্জনা তোমায়,
সেই হেতু শুনি বহু অনুচিত বাণী,
কহ, কোন্ কার্য্য অন্যায্য আমার ?
রাজ-কার্য্য—দুষ্টের দমন,
সেই কার্য্যে বার বার বাদী তোমা দোঁহে ;
তুমি আর রাধাগুপ্ত প্রতি কার্য্য মম
অন্যায় বলিয়ে নিত্য কর আলোচনা।

কহ্লা। নাহি, নৃপ, মার্জ্জনা-প্রার্থনা,
কি কার্য্য অন্যায্য হেন তব কার্য্য সম ?
কি জানি, কি পৈশাচিক বলে
নির্ম্মিত হ'য়েছে পুরী রতন-মালায়,
কি জানি, কি পৈশাচিক বলে
শুষ্ক স্থলে হ্রদের উদয়—
নর-হত্যা নিত্য শত সে পিশাচালয়ে !
পুরীর সৌন্দর্য্যে যেবা হয় আকর্ষিত,

প্রবেশিলে ঘাতক সংহারে তার প্রাণ।
একি প্রলোভন—নর-হত্যার কারণ!
নরনাথ,বৃদ্ধ তোমা সাধে করযোড়ে,
কলঙ্ক করহ দূর ভগ্ন করি পুরী।
উচ্চ বংশে জনম তোমার,
উচ্চ কীর্ত্তি করহ প্রচার;
হ'ক ধরা প্রেমের আগার তব।

অশোক। বুঝিলাম উপদেশ তব,
নাশিব সুন্দর পুরী দেবের বাঞ্ছিত!
মম ডরে প্রকম্পিত দেশ-দেশান্তর,
দূর হ'তে উপহার করিছে প্রেরণ।
সিরিয়া, মিশর, গ্রীস্, এপিরাস,
গান্ধার, তাতার, লঙ্কা সদা সশঙ্কিত;
মম পূজার কারণ
প্রতিনিধি করিছে প্রেরণ।
তব বাক্যে আধিপত্য দিয়ে বিসর্জ্জন
প্রেমরাজ্য করিব স্থাপন—
হব যায় ভীরু-জ্ঞানে উপেক্ষা-ভাজন!
ভিক্ষুর নিকট হ'তে আনি উপদেশ
রোধিছ শ্রবণ-পথ মম।
শুন, মন্ত্রি, নর-নারী—অলস যে জন
নিজ কার্য্য করিয়ে বর্জ্জন—
আকর্ষিত হয় পুরী সন্দর্শন হেতু;
সর্ব্ব অনিষ্টের সেতু—
অলস-সংহার উদ্দেশ্য আমার।
নিজ নিজ কার্য্যে রত রহুক সকলে—
প্রাণনাশ কাহার' না হবে।
দুর্ব্বলতা—মানবের আলস্য-প্রভাবে,
মম রাজ্যে দুর্ব্বলতা কভু না রহিবে।
যাও,
নাহি কর বাক্-আড়ম্বর বহু।

(চণ্ডগিরিকের প্রবেশ)

চণ্ড। মহারাজ, মহারাজ—

অশোক। কেন গণ্ড ডরে তোর আভা-বিবর্জ্জিত?
কেন তোর বচন জড়িত,
আপাদমস্তক কম্পবান,
ভীরুতার কিবা হেন উৎকট কারণ?

চণ্ড। মহারাজ, ভিক্ষু এক জন—

অশোক। পশিয়াছে পুরে? বধ' তারে।
প্রের নগরে নগরে দূতগণ—
ভিক্ষুগণে দানি প্রলোভন
আনুক সমীপে তোর বধের কারণ।

চণ্ড। মহারাজ, শত শত ভিক্ষু বধ ক'রেছি, এক বালক ভিক্ষু এল, গায়ে অস্ত্র ভেঙ্গে যায়! তপ্ত তেলে ফেল্‌তে গেলুম—মহারাজ, আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য! তপ্ত তেলে পদ্ম ফুট্‌ল—সেই পদ্মফুলে ব'স্‌ল, ক্রমে শূন্যে উঠ্‌ল, এক অঙ্গ দিয়ে জল প'ড়্‌ছে আর এক অঙ্গ দিয়ে আগুন বেরুচ্ছে। আমার গায়ে যেন অগ্নিবৃষ্টি হ'চ্ছে! রত্নপুরী কম্পমান, যেন ঘোর ভূমিকম্প হ'য়েছে।

অশোক। মিথ্যাবাদী—

চণ্ড। মহারাজ, যদি মিথ্যা হয়, জিহ্বা উৎপাটন ক'রে বধ ক'র্‌বেন।

অশোক। কে সে ভণ্ড, আমি স্বহস্তে তারে বধ ক'র্‌ব।
(হঠাৎ চমকিত হইয়া)
একি দেখি, অকস্মাৎ ঘোর অন্ধকার—
আচ্ছাদিত দিশা—ঘোর প্রলয়ের মেঘে!
ঝলকে প্রলয়ানল ব্যাপি দিগন্তর,
বজ্রপাত মুহুর্মুহুঃ, উৎপাত ভীষণ!
গর্জ্জিছে পবন—যেন কোটী দৈত্যে মিলি
গর্জ্জে ঘোর নাদে উলটিতে বসুন্ধরা!
মহাডরে বাসুকী কম্পিত
পৃথ্বী স্থির রাখিবারে নারে!
পুন সেই স্বপ্ন ভয়ঙ্কর—
পুন কোটী কোটী আকার আমার
তুলিতেছে উচ্চ হাহাকার!
মন্ত্রি, মন্ত্রি, কোথা তুমি, ধর মোরে।

কহ্লাটক। মহারাজ, স্থির হ'ন, স্থির হ'ন! অকস্মাৎ মেঘ-গর্জ্জনে কেন ভীত হ'চ্ছেন?

অশোক। কেন—কেন ভীত হ'চ্ছি? এ. দৃশ্যে অসুর ভীত হয়! দেখ, দেখ, শত-সহস্র কায়ে আমি যন্ত্রণা ভোগ ক'চ্ছি! ঐ দেখ—মস্তক নাই, অঙ্গ নাই, অগ্নি-দগ্ধ,

ক্ষুধায় ক্লান্ত, জলমগ্ন, ব্যাঘ্রের উদরে প্রবেশ ক'চ্ছে—শত শত আকারে অশেষবিধ যন্ত্রণা! মন্ত্রি উপায় কর।

কহ্লাটক। মহারাজ, সেই সাধুর নিকট অপরাধী হ'য়েছেন; তাঁর পায় মার্জ্জনা ভিক্ষা ভিন্ন অপর উপায় দেখি না।

অশোক। চল চল, আমি সাষ্টাঙ্গে প্রণাম ক'রতে ক'রতে যাই।

[উভয়ের প্রস্থান।

সপ্তম গর্ভাঙ্ক

উদ্যানের একাংশ

(মার ও তৃষার প্রবেশ)

মার। হায় হায়, বুঝি, মম হয় পরাজয়!
বৌদ্ধ-ভিক্ষু ছিল যে যথায়,—
ত্যজি পর্ব্বত-গহ্বর,
নির্জ্জন অরণ্যবাস করি পরিহার,
একত্রিত অশোকের কল্যাণ-সাধনে।
আজি, বুঝি, প্রমাদ ঘটায়,
ভুলায় রাজায়;
ভিক্ষুর বচনে সন্তাপিত মনে
নিষ্ঠুরতা অশোক বর্জ্জিবে;
কিন্তু গৃহ শূন্য—নাহিক গৃহিণী।
আদরের তুমি, মা, নন্দিনী—
পাপ-তৃষা-উত্তেজিনী!
কাম-পিপাসায় কর অশোকে অধীন,
নহে আর না দেখি নিস্তার।

তৃষা। কেন ডর', পিতা, অশোকের মন
হ'য়েছিল ক্ষণিক বর্ত্তন,
উত্তপ্ত হৃদয়-সৃষ্ট চিত্র দরশনে—
রক্তময় পুরে নহে হত্যা নিবারণ।

মার। অন্ত হবে সেই পুরী নাশ;
হ'তেছে হুতাশ—
পণ্ডশ্রম হবে মম ন্যগ্রোধ-প্রভাবে।
যাও ত্বরা যথা চিত্তহরা,
বিবিধ মোহিনী-বেশে সাজাও তাহারে—
যে ছবি-দর্শনে রূপ-আকর্ষণে
সাধিয়ে অশোক তারে আনে রাজ-গৃহে।
সঙ্গিনী হইয়ে সাথে সাথে র'য়ে
কর, মাতা, বিধিমতে অনিষ্ট সাধন;
আজ(ই) কর কার্য্যের সূচনা।
মম কার্য্যে বারনারী প্রধান সহায়—
মহা মহা বীর তাহে হয় পরাজয়;
কাঞ্চনে না ভুলে, যশে নাহি টলে—
সেও লুটে কুলটার পায়!
দেখি, যদি প্রতারিতে পারি আকালেরে—
সহায়ে তাহার হয় বহু কার্য্যোদ্ধার,
কথায় তাহার অতি প্রত্যয় রাজার।

[উভয়ের প্রস্থান।

(আকালের প্রবেশ)

আকাল। বুঝে নিলুম, বাবা, ও নেড়া মাথা, হল্‌ কাপড়ের কর্ম্ম নয়! ও গানই ঝাড়' আর বুলিই ঝাড়' রাজা এসে নিজ মূর্ত্তি ধ'রেছে। দানোয় পেয়েছে, সে ছাড়ে! তুই কি ক'র্‌বি, তাই ভাবছিস্, না? রাং শোয়া তোর আর পছন্দ হ'চ্ছে না—ভিক্ষে ক'রতে লাগ্‌ছে না? রাজভোগে আছ, দুগ্ধফেন-শয্যায় শুচ্ছ; ওরে আবাগের বেটা, এ সব তোর সইবে কেন—তা বু নে! রাজার ওপর মমতা হ'চ্ছে? তা কি ক'র্‌বি! ভূত ছাড়াতে তোর বাবাও পার্‌বে না!

(মারের প্রবেশ)

মার। কি, ম'শায়, আপনি হেথায়?

আকাল। কই—না।

মার। আপনি কি রকম লোক? র'য়েছেন ব'ল্‌ছেন—না!

আকাল। আর তুমি কি রকম লোক, দেখ্‌ছ—ত জিজ্ঞাসা ক'চ্ছ?

মার। আপনি রাজপুরী ছেড়ে এখানে, তাই জি ক'চ্ছি।

আকাল। বেশ, বাহাবা দিচ্ছি! পথ্‌ দেখ।

মার। আমার একটী উপকার ক'র্‌তে হবে।

আকাল। সেটা হবে না।

মার। কেন?

আকাল। আমাদের কোন পুরুষে যা কখন' করে নাই, তা কেমন ক'রে ক'র্‌ব বল?

মার। আপনি তো রাজ-পারিষদ?

আকাল। তুমি তো রাজার ঘাড়ের ভূত?

মার। মশা'য়, রাজার মহা বিপদ উপস্থিত, দেখ্‌ছেন না?

আকাল। দেখ্‌ছি তো সাম্‌নেই।

মার। সত্য বল্‌ছি, রাজার মহা বিপদ।

আকাল। আমিও সত্য ব'ল্‌ছি, আমি তা বেশ বুঝেছি।

মার। আপনি জানেন না, রাজার কাছে একজন বুজরুক এসেছে।

আকাল। তোমার বুজরুকিতেই প্রাণ ঠাণ্ডা আছে, আর বুজরুক দেখ্‌তে চাই না।

মার। কি ব'ল্‌ছেন, ম'শায়, ধর্ম্ম নষ্ট হবে।

আকাল। ঐ একটু রেখে ব'ল্‌লে—তোমার প্রভাবে তা' অনেক দিন হ'য়েছে।

মার। আমি কি ক'রেছি, বল'? মহারাজ গর্ব্বিতের গর্ব্ব খর্ব্ব ক'রেছেন, আমি পাপীর দণ্ড-বিধান ক'র্‌তে উপদেশ দিয়েছি।

আকাল। পাপীর দণ্ড-বিধান ক'র্‌তে গেলে তোমাকে তো আগে গিয়ে কুপোর ভেতর সুড়্ সুড়্ ক'রে সেঁধোতে হয়।

মার। ম'শায়, হিন্দুধর্ম্ম নষ্ট ক'রবার জন্য এসেছে। ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব যাবে, আবার যাগ-যজ্ঞ লোপ হবে, নাস্তিকতা প্রবল হবে। বৌদ্ধধর্ম্ম—নাস্তিক ধর্ম্ম, তা কি জানেন না?

আকাল। আহা, তোমার দুঃখে আমার কান্না আস্‌ছে!

মার। আমার দুঃখ কি, রাজাই ধর্ম্মভ্রষ্ট হবেন।

আকাল। তোমার কষ্ট নয়? একে তো রাজার দুঃখে তুমি ভেবে সারা, তার উপর ছাগল, মোষ, মানুষের রক্ত খেতে পাবে না; আহা, এমন কষ্ট কি কার' হয় গা!

মার। আপনি পরিহাস করেন?

আকাল। সহ্য না হয়, স'রে গেলেই যেতে পার।

মার। আমি আপনার কাছে এসোছলুম একটা বিদ্যা দিতে।

আকাল। কি, কেমন ক'রে মানুষের ঘাড়ে চাপ্‌তে হয়?

মার। পরিহাস ক'র্‌বেন না, শুনুন! সে বিদ্যাবলে আপনি যেখানে মনে ক'র্‌বেন, সেখানে যেতে পারবেন।

আকাল। আরে ছ্যাঃ! এ বিদ্যে নিয়ে কি ক'র্‌ব!

মার। তবে কি বিদ্যা চান?

আকাল। এমন বিদ্যে যদি দিতে পার যে উড়্‌ব মনে ক'র্‌লে শুয়ে প'ড়ব, আর শোব মনে ক'র্‌লে উড়ব।

মার। সত্য, আমি এমন বিদ্যা দিতে পারি—যাতে কুবেরের মত ধন হয় আর অপ্সরার মত স্ত্রী পান।

আকাল। কুবেরের ধন, অপ্সরা স্ত্রী, আপনি পুত্র-পৌত্রাদিক্রমে ভোগ-দখল ক'র্‌তে থাকুন, আমি পা'ঠ লিখে দিচ্ছি।

মার। তুমি অবিশ্বাস ক'চ্ছ—আমার শক্তি তো তুমি দেখেছ।

আকাল। তা যাও, ভালয় ভালয় তালগাছে গে ব'সগে।

মার। আমার তোমার প্রতি পুত্রের মত স্নেহ হ'য়েছে।

আকাল। আচ্ছা, দু'বার বাবা ব'ল্‌ছি—শুনে চ'লে যাও।

মার। আমার যদি কথা শোন, তোমার ভাল হবে, নচেৎ তোমার অনিষ্ট ক'র্‌ব।

আকাল। আগে ইষ্ট হ'ক, তারপর তো অনিষ্ট ক'র্‌বে।

মার। আমি কে জান?

আকাল। তোমাদের সঙ্গে তো কুটুম্বিতে নাই, কেমন ক'রে জান্‌বো বল?

মার। তোমার প্রতি আমার বড় স্নেহ হ'য়েছে।

আকাল। ও গায়ের ঝাল গায়ে মার না, বাবা তোমার স্নেহে যে ফেটে ম'র্‌ব—তা' হলে পুত্রশোক পাবে কাজ কি তোমার সে বালা'য়ে!

(বীতশোকের প্রবেশ)

বীতশোক। ওহে আকাল, সর্ব্বনাশ হ'য়েছে, মহারা ক্ষিপ্ত-প্রায়! কে এক বুজরুক এসেছে, সে না কি আগু

পোড়ে না! মহারাজ সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত ক'রতে ক'রতে তাঁর দর্শনে যাচ্ছেন, অবিরল জল-ধারায় তাঁর অঙ্গ ভেসে যাচ্ছে! এ যে ভারি বুজরুকি আরম্ভ হ'ল!

আকাল। কিহে, তোমার চেলা-চামুণ্ড ছেড়েছ না কি?

মার। সত্য কথা বল্লুম, বিশ্বাস তো ক'রলে না—দেখগে, সর্ব্বনাশ হ'চ্চে।

বীতশোক। চল চল, বিলম্ব ক'র না। (মারকে দেখিয়া) কে ও?

আকাল। চিন্‌তে পাচ্ছেন না? চলুন, বল্‌ছি।

[আকাল ও বীতশোকের প্রস্থান।

মার। আমি কি শক্তিহীন হ'য়েছি! এই সামান্য ব্যক্তি ধনের প্রলোভন, নারীর প্রলোভন উপেক্ষা ক'রে চ'লে গেল! একে বশীভূত ক'রতে পারলে অশোক চিরদিনের জন্য আমার হস্তগত হ'ত। এইরূপ লোভ-বর্জ্জিত সামান্য ব্যক্তিই জগতের বেশী উপকার করে। বীতশোক সন্দিগ্ধচিত্ত, রাজার প্রিয় সহোদর—দেখি, যদি ওর দ্বারা কার্য্য হয়।

(কুনালের প্রবেশ)

কুনাল। এতদিনে সুদিন উদয় হ'য়েছে—মহাপুরুষ দর্শন দিয়েছেন। আমি এই ভোগ-ঐশ্বর্য্য-পরিবৃত, স্নেহময়ী জননীর উপদেশে বঞ্চিত, ইন্দ্রিয়ের ছলনায় ভোগ-তৃষায় পীড়িত—আমায় কি তিনি কৃপা ক'রবেন! মা মা, স্নেহময়ী জননি! ভোগ-সাগরে সন্তানকে নিক্ষেপ ক'রে কোথায় গিয়েছ? অকূল সংসার-সাগরে তোমার চরণই আমার তরণী! মা, দুস্তরে কে আমায় নিস্তার ক'রবে! আমার কি সুদিন হবে? সাধুর কৃপা কি পাব? প্রভু, প্রভু, দাসের প্রতি কি দয়া হবে!

(গীত)

বিনা তৃতীয় নয়ন, এ বিফল নয়ন
কিবা প্রয়োজন—
যদি বুদ্ধদেবে নাহি করে দরশন।
সতত শ্রবণ করে চঞ্চল মন,
মধুর মোহিনী স্বরে সদা বিমোহন,
পরম শত্রু দেহে রয়েছে শ্রবণ।
কবে ধন জন মান, দিবে মোরে ত্রাণ,
হবে বুদ্ধদেব-পদে লুণ্ঠিতপ্রাণ;
দীনভাবে কবে ভ্রমিব ভবে,
ঘোর অভিমান নাশ হবে;
তৈলধারাবত, বুদ্ধদেবে চিত
হবে শ্রীপাদপদ্মে লীন জীবন।

[কুনালের প্রস্থান।

মার। আর এই দেখ না—এই এক রাজবংশীয় ভিক্ষু কি আশ্চর্য্য প্রার্থনা ক'চ্ছে! চক্ষু যাক্, কর্ণ যাক্, সম ভোগ-সুখ যাক্।—এর ছায়া স্পর্শ করাও চলে না!

[মারের প্রস্থান।

অষ্টম গর্ভাঙ্ক

মায়াপুরী—শূন্যে ন্যগ্রোধ

অশোক, কহ্লাটক, আকাল ও রাজ-সভাসদগণ।

অশোক। তেজঃপুঞ্জ ওহে মহাজন,
কৃপায় রাখহে পায় এই অভাগায়!
দুর্দ্দান্ত দানব এই মানব-শরীরে—
পতিতপাবন, কর পতিতে উদ্ধার!
মহাভয়ে এসেছি আশ্রয়ে,
বঞ্চনা ক'র না নিজ গুণে।

ন্যগ্রোধ। (শূন্য হইতে অবতরণ পূর্ব্বক)
কি কাজ হইবে করি ভৃত্যে উপাসনা?
কর যদি মার্জ্জনা-কামনা মহাপাপে,
বুদ্ধদেবে কর উপাসনা
অপার করুণা তাঁর—ঘুচিবে যন্ত্রণা,
পাবে ত্রিতাপে নিস্তার।

আকাল। তুমি উড়্‌তেই শেখ আর ধ্যানেই ব আর গা দিয়ে জলই বা'র কর, আর আগুনই বা'র ক কিন্তু তুমি এই ছেলে বয়সেই খুব দম্‌বাজ্।

ন্যগ্রোধ। কেন, বাবা?

আকাল। আর তোমায় 'বাবা' ব'ল্‌তে হবে দোরে-দোরে তোমাদের 'বাবা' বলা অভ্যেস, আমি জানি।

অশোক। কি কর, আকাল!

আকাল। আরে দাঁড়াও, মহারাজ, একটু চান্‌কে নই— না চান্‌কালে বাগ পাবে না।

ন্যগ্রোধ। বাপু, তুমি কি ব'লছ?

আকাল। এই ঝড়-ঝাপ্‌টা তুলতে পার, ভয় দেখাতে পার, আসমানে উড়্‌তে পার—আর কাতর হ'য়ে রাজা বললে 'রক্ষা কর'—তুমি বরাত্তি-চিঠি কাট্‌লে বুদ্ধদেবের উপর। বললে কি না, সাগরে ঝাঁপ দিয়ে মাণিক তোল'। তোমার বুদ্ধদেব কেমন, কোথায় থাকে, সে আসমানে ওড়ে, কি জলে ডুব ফোঁড়ে—তার কে সাত পুরুষের ধার ধারে বল?

ন্যগ্রোধ। শুন, বৎস, অপূর্ব্ব কথন,
কপিলাবস্তুতে ছিল রাজার নন্দন—
সিদ্ধার্থ তাঁহার নাম।
দয়ার আধার, রাজ্য-ধন করি পরিহার,
হরিবারে জরা, মৃত্যু, বার্দ্ধক্যের ভয়—
কঠোর সাধনে বুদ্ধত্ব গ্রহণে
জীবের নিস্তার হেতু করেন প্রচার—
"অহিংসা পরম ধর্ম্ম" সংসার মাঝারে।
যেই লয় তাঁহার আশ্রয়
ভব-ভয় না থাকে তাহার।

আকাল। বাঃ, বেশ বুঝ্‌লুম।

কহ্লাটক। কি বুঝ্‌লি, বর্ব্বর?

আকাল। বুঝ্‌লুম—কার বাগানে কি গাছ আছে, কিসের বড় ওষুধ হয়। (ন্যগ্রোধের প্রতি) বলি, ও ঠাকুর, দিব্যি গপ্প তো শোনালে, এখন তারে কোথায় পাওয়া যায়, বল? না হয় আপনি কিছু বাত্‌লে দিয়ে চ'লে যাও। নইলে আসমানে উড়ে পালাবার চেষ্টা ক'র্‌লে আমি ঠ্যাং ধ'রে ঝুলে প'ড়্‌ব।

অশোক। প্রভু, যদি অজ্ঞানের প্রতি কৃপা ক'রে দর্শন দিয়েছেন, আমায় মহাভয়ে পরিত্রাণ করুন।

ন্যগ্রোধ। নিজ পরিত্রাণ, নৃপ, আছে নিজ স্থানে;
পরিত্রাণ—স্বার্থ-বিসর্জ্জনে।
আমার আমার—পুত্র পরিবার,
রাজ্য-অধিকার, বৈভব আদির অহঙ্কার—
যন্ত্রণার মূলাধার জানিহ, ভূপাল!
ত্যজি "আমি"—বিশ্বে হও লয়,
বিশ্ব-প্রেমে ভুল আপনায়—
প্রেমে পাবে নিস্তার এ ত্রিতাপ-জ্বালায়।
যত দিন 'আমি আমি' রবে
যন্ত্রণা না যাবে—
সার কথা শুন, নৃপমণি!

অশোক। দয়াময়, ব'লে দাও—কিরূপে আত্মত্যাগ ক'র্‌তে হয়?

ন্যগ্রোধ। ভোগ-তৃষা— স্বার্থ বলিদান দেহ, মতিমান,
জনগণ-মঙ্গল-কামনা
একমাত্র স্বার্থ রাখ হৃদে।
জন-সেবা-মহাব্রতে অভিমান যাবে,
জ্ঞান-রত্ন করগত হবে;
জ্ঞানাগ্নিতে ভস্মসাৎ করি সংস্কার
পাপের বন্ধন হ'তে লভহ উদ্ধার।

আকাল। বাঃ সোজা কথাটি বাত্‌লে দিয়েছ! গোটা দুই তিন বলি দেবে, গোটা দুই তিন ছেড়ে দেবে, টপ্‌ ক'রে জ্ঞানটা হাতে ধ'রে নেবে—সিদে রাস্তা বাৎলেছেন—সোজা চ'লে যাও।

ন্যগ্রোধ। সত্য ব'লেছ, অতি কঠিন পন্থা, একমাত্র অভ্যাসে সহজ হয়। দৃঢ়পণে অভ্যাস ব্যতীত অপর উপায় নাই।

অশোক। আজি হ'তে সর্ব্ব-ত্যাগ করি তবে পদে;
আজি হ'তে ধরণী-শয়ন,
অর্দ্ধাশনে অনশনে জীবন-যাপন,
বিলাইব রত্নাগারে আছে যত ধন,
আজি হ'তে দীন-সেবা জীবনের সার।

ন্যগ্রোধ। মহারাজ, সামান্য ধন-রত্ন-বিতরণে মনস্কামনা পূর্ণ হবে না। জ্ঞান-রত্নই প্রকৃত রত্ন—সেই রত্ন-বিতরণে কৃতসংকল্প হ'ন।

অশোক। আমি অজ্ঞান—আমি কিরূপে সে রত্ন বিতরণ ক'রব?

ন্যগ্রোধ। ভিক্ষুগণে করিয়ে সন্ধান
রাজ্যে আনি করহ সম্মান;
প্রেরি দেশে দেশে—
অতি দূর দূরান্তরে যথা নর বসে,
'অহিংসা পরম ধর্ম্ম' করিতে জ্ঞাপন
মহাজনগণে, রাজা, করহ প্রেরণ।

করি ঘোর কঠোর সাধন—
মহাজ্ঞান করিয়া অর্জ্জন,
জগতের কল্যাণ কারণ
ক'রেছেন বুদ্ধদেব যে ধর্ম্ম প্রচার—
"অহিংসা পরম ধর্ম্ম" সর্ব্ব ধর্ম্মসার।

অশোক। মন্ত্রী ম'শায়, এই পাপপুরী এই দণ্ডে ধ্বংস ক'রতে আজ্ঞা দিন।

(সহসা মায়াপুরী অন্তর্হিত হইয়া প্রান্তরে পরিণত হওন)

ন্যগ্রোধ। তব পুণ্য-সঙ্কল্পে, রাজন্?
মায়ায় সৃজিত পুরী হের নাহি আর,
পূর্ব্ববৎ হের, ভূপ, বিস্তৃত প্রান্তর।

অশোক। একি! সত্যই দানবীয় সৃষ্টি! প্রভু, সে দানব কোথায়?

ন্যগ্রোধ। একদিন তার কুৎসিৎ স্বরূপ দর্শন ক'রবেন। জানবেন, বুদ্ধদেবের কৃপাবলে দানবীয় শক্তি হ'তে রক্ষিত হ'য়েছেন। রাজ্যভার পরিত্যাগ ক'রবেন না, নির্লিপ্তভাবে রাজ্য করুন। রাজ-সাহায্য ব্যতীত ধর্ম্মপ্রচার হয় না—সেই প্রচার-কার্য্যের নিমিত্ত রাজমুকুট ধারণ করুন।

অশোক। না না, আমার রাজ্যে প্রয়োজন নাই, আমায় ভিক্ষু-বস্ত্র দিন।

ন্যগ্রোধ। মহারাজ, ত্যাগ নাহি ভিক্ষুর বসনে,
কমণ্ডলু, করঙ্গ, কৌপীনে,
অঙ্গে ভস্ম-বিভূষণে, কিবা
আঁধার গহ্বরে, তুঙ্গ শৃঙ্গ' পরে—
ত্যাগ নাহি বাহ্য-আচরণে।
বিতাড়িত বাসনাবিবেকে,
সুখদুঃখ সমভাব, বৈরাগ্যের বলে—
শোচনা-আকাঙ্ক্ষা-বিবর্জ্জিত—
আত্মজয়—ত্যাগের লক্ষণ।
তরুমূল, সিংহাসন—তুল্য জ্ঞান যাঁর,
বিদূরিত যার অহঙ্কার,
সেই ত্যাগী—
নহে ত্যাগ ভাণ মাত্র—আত্ম-প্রবঞ্চনা।
দেব-কার্য্য করহ উদ্ধার,
হ'ক ধর্ম্ম ধরায় প্রচার,
[illegible]

(দেবী, মহেন্দ্র ও সঙ্ঘমিত্রার প্রবেশ)

দেবী। মহারাজ, দাসীর প্রণাম গ্রহণ করুন। পদানত পুত্র-কন্যাকে আশীর্ব্বাদ করুন।

অশোক। কল্যাণি, তুমি কে?

দেবী। ভুলেছ কি দাসীরে, ভূপাল!
তব পুত্র, তব কন্যা পালনের ভার
আছিল আমার—
যেই পুত্র-কন্যা-কামনায়
ক'রেছিল বরমাল্য প্রদান কিঙ্করী—
করিয়াছে দাসী, প্রভু, সে কার্য্য সাধন,
আজ তব নন্দিনী-নন্দন,
চরণে অর্পিয়া দাসী মাগিছে বিদায়।

অশোক। দেবী—প্রাণেশ্বরি! আমি তোমায় ভুলি নাই। তুমি আমার শত আহ্বান উপেক্ষা ক'রে রাজপুরে এস নাই। তোমার স্থান সিংহাসনে, তুমি তা উপেক্ষা ক'রে দীন-হীনার ন্যায় গোপনে অবস্থান ক'রেছ। আমি তোমায় ভুলেছি ব'লে অপরাধী ক'র না।

দেবী। মহারাজ, যে দিন দাসীকে চরণে স্থান দিয়েছিলেন, সেই দিনই দাসী নিবেদন ক'রেছিল যে, দাসী সিংহাসনের যোগ্যা নয়। দাসী বণিক-কুমারী, ক্ষত্রিয়ের সিংহাসনের অধিকারিণী হ'তে পারে না। পাটলিপুত্রের রাজবংশে কখন' কলঙ্ক-কালিমা পতিত হবে না। আমি দাসী—দাসী হওয়া আমার একমাত্র উচ্চাভিলাষ।

কহ্লা। মা মা, তুমিই একমাত্র রাজরাণী হবার উপযুক্ত। পাটরাণী নিরুদ্দেশ, তুমি শূন্য রাজগৃহ আলো ক'রে ব'স, মা!

দেবী। আপনি পিতৃতুল্য, অযথা প্রলোভনে মুগ্ধ ক'রবেন না।

মহেন্দ্র। পিতা, মাতৃ-উপদেশে আমি বাল্যাবধি অবগত হ'য়েছি, আমি রাজপুরের যোগ্য নই; সেই জন্য মাতার চরণে ভিক্ষুর আশ্রয়-গ্রহণ প্রার্থনা ক'রেছিলেম,—যা'তে বুদ্ধদেবের মহাধর্ম্ম প্রচারের অধিকার প্রাপ্ত হই। সে অনুমতি মাতা মহারাজের আজ্ঞা ব্যতীত দিতে অস্বীকৃত হন। সে কারণে মহারাজের পদে সেই প্রার্থনায় সন্তান দণ্ডায়মান।

সঙ্ঘমিত্রা। মহারাজ, কন্যারও রাজপদে ঐ
দন। পুত্র-কন্যার আবেদন গ্রাহ্য করুন।

অশোক। তোমরা কুল-তিলক, আমি তোমাদের
় মহাপাপে পরিত্রাণ পাব। যাও, বৎস, তোমাদের
কার্য্যে বাধা প্রদান ক'র্‌ব না। কিন্তু হৃদয়-তন্ত্রী ছেদ
র তোমাদের অনুমতি প্রদান ক'চ্ছি; মহাকার্য্যে অভাগা
াকে ভু'ল না। যদি জান্‌তে যে, তোমাদের চন্দ্রবদন
ন আমার হৃদয়ে কি ভাব উপস্থিত, তা'হলে বোধ হয়
ার নিকট বিদায় প্রার্থনা ক'র্‌তে কাতর হ'তে।
মরা নির্লিপ্তা মাতার উপদেশে ভোগ-সুখ-বর্জ্জনে
ারে নির্লিপ্তভাবে পালিত হ'য়েছ। তোমাদের মহাব্রতে
সর্গীকৃত হৃদয়ে আমার এ মনোবেদনা অনুভব কর্‌বার
় নাই। (দেবীর প্রতি) দেবি, তুমি প্রকৃত দেবী—
্য, কিন্তু নিষ্ঠুর জননী!

ন্যগ্রোধ। (মহেন্দ্রের প্রতি) দাদা, দাদা, আমি
ামার জ্যেষ্ঠতাত সুসীমের পুত্র। চল, চল, আমরা
জনে বুদ্ধদেবের কৃপায় বুদ্ধদেবের কার্য্যে দেশে দেশে
ণ করি।

অশোক। কি, তুমি আমার ভ্রাতুষ্পুত্র! কি ভ্রম—
অজ্ঞানতা! আমি তোমায় গর্ভাবস্থায় বধ ক'র্‌তে
রি নাই, এ জন্য ক্ষুব্ধ হ'য়েছিলেম! হায় হায়, তুমি
মার ত্রাতা! আমি নরাধম, তখন জানি নে, কি
ত্ম-সর্ব্বনাশে প্রবৃত্ত হ'য়েছিলেম! তোমার জননী কোথায়,
। আমি নিজ স্কন্ধে চতুর্দ্দোল বহন ক'রে তাঁরে রাজ-
র ল'য়ে আসি। আমি অনেক মহাপাপ ক'রেছি। কিন্তু
ব-জননীকে সংহার ক'র্‌তে প্রবৃত্ত হ'য়ে রাজ্য হ'তে
তাড়িত ক'রেছি—এ স্মৃতি জন্ম-জন্মান্তরে লুপ্ত হবে না।
ৎস, এ মহাপাপের কি আমার মার্জ্জনা আছে? তোমার
ননী কোথায়, বল, যদি সম্ভব হয়, কথঞ্চিৎ মহাপাপের
ায়শ্চিত্ত নিমিত্ত তাঁর চরণে শরণাপন্ন হই!

ন্যগ্রোধ। মাতা আমার বুদ্ধদেবের চরণ-সেবার নিমিত্ত
ার নিকট উপস্থিত। অনুতাপই পরম প্রায়শ্চিত্ত। সমস্ত
ংবাদ আমার গুরুদেবের নিকট প্রাপ্ত হবেন। তিনিই
াপনার প্রকৃত আশ্রয়। সন্তানের প্রতি পিতার যেরূপ
য়া; আপনার প্রতি গুরুদেবের সেইরূপ।

অশোক। কে তোমার গুরুদেব?

ন্যগ্রোধ। মহানুভব উপগুপ্ত। তাঁরই কৃপায় বুদ্ধদেবের
দর্শনলাভ ক'র্‌বেন।

কহ্লাটক। বাবা, আমিই তোমার জননীকে হত্যা
ক'র্‌তে মহারাজকে উপদেশ দিই, আমার উপায় কি?

ন্যগ্রোধ। আপনি রাজ-কার্য্যে কর্ত্তব্য বোধে উপদেশ
দিয়েছিলেন—আপনি নির্ম্মলাত্মা।

কহ্লাটক। ধন্য মার্জ্জনা, ধন্য মার্জ্জনা!

ন্যগ্রোধ। (মহেন্দ্রের প্রতি) চল, ভাই, হেথায় কার্য্য
অবসান।

মহেন্দ্র ও সঙ্ঘমিত্রা। মহারাজ, বিদায় দিন।

অশোক। কি ব'ল্‌ব, আমি অজ্ঞান, তোমাদের মহিমা
কি জান্‌ব!

দেবী। আমিও রাজ-চরণে বিদায় প্রার্থী।

আকাল। বাবা, কখন' আমার তাক্ লাগে নাই, আজ
তোমরা তিনজনে তাক্ লাগালে! তুমি আকাশে ঝুলেও
আমায় তাক্ লাগাতে পার নাই, কিন্তু আজ, বাবা, অবাক্
হ'য়েছি! লাউ-কুমড়োর মতন আগে ফল ধ'রে যে ফুল
ধরে—দুনিয়া ঘুরে এ আমার জানা ছিল না। সে বেটা
মায়া ক'রে সোণার বাড়ী ক'রেছিল কি সাম্‌নে মায়ার খেলা
দেখ্‌ছি, তা আমি কিছু বুঝ্‌তে পাচ্ছি নে! তোমাদের
আমি ছাড়্‌ছি নি! তোমাদের বুদ্ধদেব কোন্ বেটা—
আমাকে চিন্‌তে হ'চ্ছে।

ন্যগ্রোধ। নিশ্চয় চিন্‌বেন! হৃদয়ের ব্যাকুলতাই
বুদ্ধদেবের কৃপালাভের একমাত্র মূল্য।

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

পাটলিপুত্র—রাজবাটীর সম্মুখ

বীতশোক, আকাল ও ব্রাহ্মণগণ।

১ম ব্রাহ্মণ। ছোট রাজা, হ'ল কি! নাস্তিকগুলো এসে দেশ ভরিয়ে ফেল্‌লে। "অহিংসা, অহিংসা" এক ঢেউ উঠেছে! যজ্ঞে পশু-বধকে কি হিংসা ব'লে? শাস্ত্র-জ্ঞান নাই, ঋষি-বাক্য অমান্য! মুর্খেরা জানেনা যে, শাস্ত্রে ব'ল্‌ছে—সদ্য মাংস ভক্ষণ প্রধান হবিষ্যান্ন।

আকাল। খুড়ো আমার খুব শাস্ত্র মানে—দাঁত নাই, তবু ভক্তি ক'রে পাটার হাড়খানি চোষেন!

১ম ব্রাহ্মণ। কি, তোমায়ও ভূতে ধ'রেছে না কি?

আকাল। এতদিন ধরে নাই, এবার ব্রহ্মদত্যি ধ'র্‌ব ধ'র্‌ব ক'চ্চে।

১ম ব্রাহ্মণ। আরে যাও যাও, এখন মস্‌করা রাখ! (বীতশোকের প্রতি) ছোটরাজা, তোমায় এর উপায় ক'র্‌তেই হবে, নইলে আমরা কি অন্নাভাবে মারা যাব? মহারাজকে তো উপগুপ্ত না উপদেবতা পেয়ে ব'সেছে। সঙ্গে ক'রে নে সমস্ত ভারতবর্ষটা তো ঘোরালে। সমস্ত হিন্দু-তীর্থ গেল, মহারাজের সে সব তীর্থ-দর্শন হ'ল না। কোথায় ওঁর বুদ্ধদেব ব'সেছিল, কোথায় পোষাক ছেড়েছিল, কোথায় ধ্যান ক'রেছিল, কোথায় বেড়িয়েছিল, কোথায় যমের বাড়ী গিয়েছিল, সেই সব জায়গা খুঁজে খুঁজে বেড়ান হ'য়েছে। মাটি খুঁড়ে সব অস্থি বা'র করা হ'য়েছে, সেই সব অস্থির উপর স্তূপ নির্ম্মাণ হবে। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর যে সব চেলা-চামুণ্ড ছিলেন, তাঁদেরও অস্থির সব স্তূপ হবে।

২য় ব্রাহ্মণ। এ সব কি সত্যি সব বুদ্ধদেবের অস্থি না কি?

১ম ব্রাহ্মণ। তুমিও যেমন, এতদিন সে সব অস্থি আছে! কোত্থেকে সব ভাগাড় খুঁড়ে অস্থি বা'র ক'চ্ছে। ঐ উপগুপ্তটা কি ঝানু কম!

১ম ব্রাহ্মণ। তুমিও যেমন ছোটরাজা! ঐ উপগুপ্ত বেটা চ্যালাদের দিয়ে পোঁড়া-বন্দী ক'রে রাখিয়েছিল।

বীতশোক। না না, পুরাতন স্তম্ভের গর্ভে সুবর্ণ-পেটিকায় সে সব অস্থি রক্ষিত হ'য়েছিল।

১ম ব্রাহ্মণ। শোনেন কেন! তবে আর নূতন ক'রে স্তূপ হ'চ্ছে কেন?

বীতশোক। সেই অস্থি বিভাগ ক'রে ভারতবর্ষব্যাপী সব স্তূপ হবে।

১ম ব্রাহ্মণ। আর সঙ্গে সঙ্গে বিহার নির্ম্মাণ। হাড়ি, শুঁড়ি, ম্যাথর, মুদ্দফরাস সব মাথা কামিয়ে হল্‌দে কাপড় প'রে পায়ের উপর পা দিয়ে খাবে, আর বামুনগুলো ভেসে যাবে!

বীতশোক। আচ্ছা, আপনারা তো বলেন, বুদ্ধদেব অবতার?

১ম ব্রাহ্মণ। নাস্তিক অবতার, নাস্তিক অবতার—কলির লোককে নরকগ্রস্ত ক'র্‌তে এসেছেন!

বীতশোক। তবে না শুন্‌তে পাই, অবতার ধর্ম্ম রক্ষা ক'র্‌তে আসেন?

২য় ব্রাহ্মণ। শোন কেন! কেউ বলে অবতার, কেউ বলে নয়।

১ম ব্রাহ্মণ। মহারাজ তো সব বড় বড় বিহার নির্ম্মাণ ক'রে দিয়েছেন, পালে পালে সব বৌদ্ধ ভিক্ষু—নাস্তিকের দল এসে হল্‌দে কাপড় প'রে মাথা কিনে ব'সেছেন। হাঁড়া হাঁড়া ঘি যাচ্ছে, কাঁথার মত সর, ভার ভার দুধ, মাখমের পর্ব্বত—এই সব বিহারে চ'লেছে। ব্যাটারা দিব্যি মজা মেরে পায়ের উপর পা দিয়ে খাচ্ছে। রাত্রে দোর দিয়ে থাকেন—বোধ হয়, নিরিবিলি ভিক্ষুণীদের সেবা নেন।

বীতশোক। ভিক্ষুণীরা না আলাদা থাকে?

১ম ব্রাহ্মণ। তুমিও যেমন ছোটরাজা! ও মাণিক-জোড়ের পাতা—

আকাল। আহা, খুড়োকে তো সমস্ত রাত এ সব তদ্‌বির ক'রে বেড়াতে হয়! খুড়ো, ঘুমোও কখন?

১ম ব্রাহ্মণ। আরে নে নে, বেল্লিকপনা রাখ্‌! ছোট রাজা, তুমি থাক্‌তে এ সব কি হ'তে ব'স্‌ল? মহারাজকে

দবাজী দেখালে। তা যদি গেল, এখন দমবাজীতে ছেন। আকাল, ব'লতে পার, খামকা ছেলে-মেয়ে, াইপো কোত্থেকে আমদানী হ'ল ?

আকাল। গাছে ফলেছিল।

৩য় ব্রাহ্মণ। আর যে'টা ভাইপো ব'লে এসেছে, আমি ছি, ওটা চাঁড়াল ছিল।

বীতশোক। চাঁড়াল কি দোষ ক'রেছে বলুন ? যে র ছায় অস্পৃশ্য, তিনি রাজমহিষী আর তাঁর গর্ভে ুত্র—রাজকন্যা! তবে মা মানা ক'রে গিয়েছেন, দাদার া কোন কথা কব না।

আকাল। আহা, ছোটরাজার ভ্রাতৃভক্তিটুকু খুব! টিপেই আছেন, দাদার একটী কথাও কন না।

বীতশোক। কি বল! ন্যায্য-অন্যায্য ব'লতে হবে না ?

আকাল। হবেই তো! নইলে ভ্রাতৃভক্তি জাহির হবে া ?

১ম ব্রাহ্মণ। যেতে দিন, যেতে দিন, ও বর্ব্বরের কথা! নি ঐ হলদে কাপড়-পরা ব্যাটাদের একটু দাবিয়ে ন।

বীতশোক। আমার কাছে যে ঘেঁসে না! জানে শক্ত , দম্‌বাজী চ'লবে না। ব্যাটারা কি ভক্তবিটেল! র খোলা ভাণ্ডার পেয়েছেন, দিনে চর্ব্ব-চোষ্য-লেহ্য- সব মারেন, আর রাত্রে দোর বন্ধ ক'রে সব ধ্যানে া! আপনি ঠিক ব'লেছেন, ওই ভিক্ষুণীদের সঙ্গে রাত্রে -সাক্ষাৎ হয় বই কি!

১ম ব্রাহ্মণ। হয় না ত কি! না হয় তো জিব কেটে ব!

আকাল। দোহাই ম'শায়! নাক কাটুন—কাণ কাটুন, িবটী কাটবেন না—পরচর্চ্চার ফোয়ারা এমন আর া জিবে বেরুবে না। জিব কেটে কেন আপনার বাক্য- া বঞ্চিত ক'রবেন ?

১ম ব্রাহ্মণ। যথা কথা তোর না সয়, তুই স'রে যা।

আকাল। সয় না কি ব'লছ, খুড়ো, মধুর স্রোত ঢালছ! নার সুখ্যাতি আর পরচর্চ্চার চেয়ে এমন কিছু আর মষ্টি আছে, খুড়ো—যেন টাটকা চাকের মধু!

সভায় আর ব্রাহ্মণ-সজ্জনের জায়গা নাই।

বীতশোক। এ কথা ব'লছেন কেন ? নিত্য ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের বাড়ী তো নিয়মমত সিধে যায়। আপনাদের তো মহারাজা অযত্ন করেন না।

১ম ব্রাহ্মণ। করেন না কেমন ক'রে আর ? ওদের কথাই ষোল কাহণ।

আকাল। তা কি ক'রবেন বলুন, আপনারা তো ঠোঁটই খোলেন না,—পাছে দু'চারটী কেলে ছাগল বেরিয়ে পড়ে!

১ম ব্রাহ্মণ। আরে নাও, কে ঐ বেল্লিকদের সঙ্গে তর্ক করে!

আকাল। আহা, খুড়োর ক্ষমা গুণটী বড়!

[ব্রাহ্মণগণের প্রস্থান।

(অশোক, কহ্লাটক এবং কয়েকজন বৌদ্ধভিক্ষুর প্রবেশ)

অশোক। বীতশোক, তুমি সভায় যাও না কেন ?

বীতশোক। মহারাজ, ওঁরাই সভা আলো ক'রে আছেন।

অশোক। তুমি ব্যঙ্গ ক'চ্ছ! সত্যই এঁদের পদার্পণে আমার সভা উজ্জ্বল!

বীতশোক। আজ্ঞে, দিব্য আহারাদি করেন—চেহারা খুব জলুষ!

কহ্লাটক। কুমার, নিষ্পাপ দেহ—যে জ্যোতিঃপূর্ণ, এ তো আপনার অজ্ঞাত নয়।

বীতশোক। তা তো নয়ই—তা তো নয়ই! খুব সংযম আছে, কাম-ক্রোধাদি রিপু সব দমন ক'রেছেন। কি আজ্ঞা হয় সব ভিক্ষুঠাকুরেরা ?

.ম ভিক্ষু। কুমার, রিপুজয়ী এক বুদ্ধদেব। আমরা রিপুজয়ী ব'লে স্পর্দ্ধা ক'রতে সক্ষম নই।

বীতশোক। হাঁ, হাঁ সত্য ব'লেছেন! বিশ্বামিত্র, পরাশর প্রভৃতি বাতাম্বু গলিতপত্র ভক্ষণ ক'রে রিপু জয় ক'রতে পারেন নাই—রমণীর ললিত মুখদর্শনে মুগ্ধ হ'য়েছিলেন।

অশোক। (ভিক্ষুগণের প্রতি) মহাশয়, আমার মিনতি—এ স্থানে এ সকল কথা আন্দোলনের প্রয়োজন নাই। আপনারা নিজ নিজ স্থানে গমন করুন।

অশোক। বীতশোক, এ কি তোমার আচরণ?

বীতশোক। কেন, মহারাজ, সত্য কথা বলায় তো আপনার নিষেধ নাই। যদি নিষেধ করেন, বারান্তরে এরূপ ক'রব না।

অশোক। ওঁরা পরম যোগী, ওঁদের প্রতি এরূপ সন্দেহ?

বীতশোক। মহারাজ, মার্জ্জনা ক'রবেন—ভোগী ব্যক্তি যে ইন্দ্রিয় দমন ক'রতে পারেন, এ আমার ধারণা নাই।

অশোক। ভাল, তুমি এস, আমার অপর কার্য্য আছে। একদিন তোমায় বুঝিয়ে দেব যে, তৃষাবর্জ্জিত ভোগ সম্ভব। বহু তীর্থ ভ্রমণ ক'রে ও বহু পরীক্ষায় এ ধারণা আমার দৃঢ়ীভূত হ'য়েছে; ক্রমে তুমিও বুঝবে।

বীতশোক। মহারাজ, বুঝ্‌লে অবশ্য স্বীকার ক'রব।

[বীতশোকের প্রস্থান।

অশোক। মন্ত্রী ম'শায়, সাধু-নিন্দায় বীতশোকের যে মহা অকল্যাণ হয়!

কহ্লাটক। মহারাজ, আমি বিস্তর তর্ক ক'রে দেখেছি, উনি কোনমতেই স্বীকার করেন না যে, এঁরা সাধু। বলেন, বিজ্ঞান-বলে কতকটা ভেল্কী দেখিয়ে মহারাজকে ভুলিয়েছেন।

অশোক। আচ্ছা, দেখা যাক! সংবাদ পেয়েছেন যে, যারা আচারভ্রষ্ট ব্রাহ্মণ, তারা রটনা ক'রেছে যে, আমি হিন্দুধর্ম্মদ্বেষী! এতে নিষ্ঠাচার শত শত ব্রাহ্মণ ধর্ম্ম-রক্ষার্থে সভয়ে নির্জ্জন স্থানে বাস ক'চ্ছেন। আপনি অদ্য প্রতি প্রদেশে, প্রতি নগরে, প্রতি পল্লীতে, প্রতি গৃহে প্রচার করুন যে— হিন্দু হ'ক, জৈন হ'ক, যে ধর্ম্ম উপাসক হ'ন্—যিনি এ রাজ্যে বাস করেন, যিনি নিষ্ঠাচার, স্বধর্ম্মের প্রতি যাঁর অনুরাগ, তিনি বৌদ্ধ-ভিক্ষুর ন্যায় আমার সম্মানভাজন, বৌদ্ধের ন্যায় তাঁরাও রাজ-সাহায্য প্রাপ্ত হবেন।

কহ্লাটক। মহারাজ, কিরূপ আজ্ঞা ক'চ্ছেন? হিংসা-বর্জ্জিত সনাতন বৌদ্ধধর্ম্ম ব্যতীত সকল ধর্ম্মই কুসংস্কারাবৃত। এরূপ সমদৃষ্টি রাজাদেশে কুসংস্কার প্রশ্রয় পাবে। তাতে এই মহান্ ধর্ম্মপ্রচারে হানি হওয়া সম্ভব।

অশোক। না মন্ত্রীবর, প্রকৃত ধর্ম্মনিষ্ঠ স্বধর্ম্ম-পালক কদাচ কুসংস্কার-জড়িত হয় না—গুরুদেব বার বার আমায় সদাচারের অপার মহিমা—তাতে মালিন্য স্পর্শ করে না। জ্ঞানার্জ্জনে নিষ্ঠাব্রত একমাত্র অবলম্বন। সত্বর যা'তে এ আদেশ প্রচার হয়, যত্নবান্ হ'ন।

কহ্লাটক। যে আজ্ঞা, মহারাজ! (প্রস্থানোদ্যোগ)

অশোক। আর এক কথা—রাজ্যে যা'তে অনাথ, রুগ্ন ব্যক্তির শুশ্রূষা হয়, যথায় চিকিৎসাশালা আবশ্যক, কিছুমাত্র ব্যয়কুণ্ঠ না হ'য়ে, তাহা যেন স্থাপিত হয়। পশুপক্ষীরাও মনুষ্যের ন্যায় শারীরিক নিয়মাধীন, তাদের রোগ-তাড়না দূরীকরণের নিমিত্ত ঐরূপ চিকিৎসাগার নির্ম্মিত হ'ক। যে সকল ওষধি দুষ্প্রাপ্য, তার বীজ আনয়ন ক'রে যত্নে রোপিত হ'ক। তীর্থ ভ্রমণ ক'রে দেখ্‌লেম, গমনাগমনের বিস্তৃত পথের অভাব—রাজ্যময় বিস্তৃত পথ নির্ম্মিত হ'ক। পথিকের জল-কষ্ট নিবারণার্থে বহু কূপ খননের আদেশ দিন। যান, বহু কার্য্য—রাত্রি-দিবা কার্য্য। রাজ্য—ভার, ভোগ নয়।

কহ্লাটক। মহারাজের জয় হ'ক!

[কহ্লাটকের প্রস্থান।

অশোক। আকাল, একটি কাজ ক'রতে পারবে?

আকাল। আজ্ঞা ক'র্‌লেই ক'রতে যাব, পারব কি না, জানি না।

অশোক। যদি উড়তে বলি?

আকাল। লাফ মারব।

অশোক। যদি ডুবতে বলি?

আকাল। ডুব ফুড়্‌ব।

অশোক। যদি আগুনে ঝাঁপ দিতে বলি?

আকাল। বোঁ ক'রে চম্পট দেব।

অশোক। শোন্, তুই বীতশোককে কোনরূপে রাজ-সজ্জায় আমার সিংহাসনে বসাতে পারিস্?

আকাল। আমায় নিজে ব'সতে বল্‌লে যতটা সোজা হ'ত, ততটা সোজা নয়—তবে দেখি।

অশোক। আচ্ছা দেখ্ দেখি, যদি পারিস্। আমি রাজ-পরিচ্ছদ পরিত্যাগ ক'রে, স্নান-আহারাদি-অন্তে বিরাম করি, জানিস্ তো? সেই সময়ে বীতশোককে রাজমুকুট পরিয়ে সিংহাসনে বসাতে পারবি? দেখিস্ যেন কেউ টের পায় না।

অশোক। আচ্ছা আচ্ছা, বুঝেছিস বুঝেছিস, দেখি তোর বাহাদুরি।

[আকালের প্রস্থান।

(উপগুপ্তের প্রবেশ)

শ্রীচরণে সাষ্টাঙ্গ দাসের !
কোন্ ভাগ্যোদয়ে আজ পবিত্র এ পুরী ?

উপগুপ্ত। তীর্থস্থান যথা যথা ক'রেছ ভ্রমণ—
যথা প্রভুর জনম,
যেই যেই স্থানে পর্য্যটন,
তপস্যা যথায়,
বোধিসত্ত্ব লাভ যে আসনে—
সে সকল পুণ্যস্থলে
স্তম্ভ, স্তূপ বিহার নির্ম্মাণ—
নিরন্তর বাসনা তোমার।
চোরাশি সহস্র স্তূপ নির্ম্মাণ-কল্পনা
নিরন্তর জাগিছে অন্তরে।
পূর্ণ যাহে হয় তব সাধু মনস্কাম,
সেই হেতু আগমন মম।

অশোক। পরম কৃতার্থ দাস অপার কৃপায় !
কিন্তু, দেব, ল'য়ে তবাশ্রয়
তবু দ্বন্দ্ব মনে হয়—
প্রতি তীর্থে স্তম্ভ, স্তূপ, বিহার সকল
কেমনে উঠিবে ?
শিল্প-নিপুণতা হেন আছে রাজ্যে কার,
যাহার সাহায্যে হবে এ কার্য্য উদ্ধার ?

উপগুপ্ত। এস, আছ প্রতিশ্রুত বুদ্ধদেব-স্থানে,
রাজাদেশ-পালনে করহ অঙ্গীকার।

(মারের প্রবেশ)

মার। আমি তো রাজ-কিঙ্কর, আমি তো রাজ-কিঙ্কর চিরদিনই আছি।

অশোক। প্রভু, এ তো মায়াধর—মায়াপুরী নির্ম্মাণ ক'রেছিল। কে জানে, কি শক্তি-প্রভাবে এ অমানুষিক কার্য্যে সক্ষম। এ মহা পাপাচার, একে কি নিমিত্ত

উপগুপ্ত। না, মহারাজ, এই পাপাচার-নির্ম্মিত স্তূপ চিরদিনের নিমিত্ত ভারতে মহারাজের মহিমা প্রচার ক'রবে। আজ্ঞা প্রদান করুন, যে দিন যে তীর্থে অনুমতি ক'রবেন, তথায় যেন অচিরে স্তূপ নির্ম্মিত হয়। কুণ্ঠিত হবেন না, যেমন বলবান পশু আরোহণে অনায়াসে ভ্রমণ-কার্য্য সম্পন্ন হয়, সেইরূপ পাশব প্রবৃত্তির সারভূত শক্তির আশ্রয় গ্রহণে সঙ্কুচিত হবেন না।

অশোক। প্রভু, ভারতের শিল্পীর পরিচয় কি এ স্তূপ নির্ম্মাণে ধরাবাসী প্রাপ্ত হবে না !

উপগুপ্ত। বৎস, সমস্তই শিল্পীর কৌশলে নির্ম্মিত হবে। ভারতের শিল্পনৈপুণ্য জগতে অবিদিত থাকবে না। কেবলমাত্র এর বিঘ্ন-উৎপাদন-শক্তি হরণ করা প্রয়োজন। (মারের প্রতি) যাও—দূর হও, সময়ে আজ্ঞা পালন ক'র।

[মারের প্রস্থান।

অশোক। প্রভু, কে এ ব্যক্তি ?—ভূত, প্রেত, পিশাচ বা দানব ? আকার মানুষের ন্যায় দেখ্‌লেম !

উপগুপ্ত। এর স্বরূপ আকার এখনই তোমার দৃষ্টি-গোচর হবে। দর্শন কর—(অশোককে স্পর্শ করণ)

পট পরিবর্ত্তন

দৃশ্য—কুঞ্জবন

[কুঞ্জবন-মধ্যে সুন্দর বেশভুষায় সহচর ও সহচরীগণবেষ্টিত মারের বিহার। সহসা জ্যোতিঃ প্রকাশ ; জ্যোতিঃ-স্পর্শে কুঞ্জবন নরকে পরিণত হওন এবং সহচর ও সহ-চরীগণ সহ মারের কদাকার ও কুৎসিৎ মূর্ত্তিতে পরিবর্ত্তিত হওন]

অশোক। মরি মরি, কি পুষ্পরাজি-বিকসিত কুঞ্জসারি—যেন দেব-দেবী আনন্দে বিহার ক'চ্ছেন ! ওই কি অমরা-বতী ? গোধূলি-ছায়াচ্ছন্ন কেন ? এ কি ! মহান্ জ্যোতিঃ-প্রবাহ কোথা হ'তে আস্‌ছে ! জ্যোতিঃ স্পর্শে সমস্ত শ্রীভ্রষ্ট হ'য়েছে ! দেখুন—পূতি-মাংস-অস্থি-বিকীর্ণ মলমূত্র-বেষ্টিত কি কুৎসিত স্থান ! কোথায় সেই দেব-দেবী মূর্ত্তি—আলোক-প্রভাবে সকলই বিনষ্ট ! ক্ষতপূর্ণ কদাকার দেহী—মূর্ত্তিমান ঘৃণার আকার ! গুরুদেব, এ সকল কি ?

হের—হিংসা, তৃষা, সংশয় প্রভৃতি
যত মার-পরিবার, কুরূপ অন্তর
আচ্ছাদিত মায়ার মোহিনী-বেশে।
মহান্ এ পরম আলোকে
দগ্ধ আরোপিত কায়া—
হের, বৎস, স্বরূপ আকার সবাকার।

পুনরায় পূর্ব্ব দৃশ্য

অশোক। কোথায় মিশিল সবে আবাস সহিত?
কহ, প্রভু
কোথা করে অবস্থান স্বগণে দুর্জ্জন?
কেন ধরে সুন্দর মূরতি?
কিবা ওই মহা জ্যোতিঃ,
স্পর্শে যাহা—
স্বরূপ কুৎসিত তনু প্রকাশ পাইয়ে
আবাস সহিত মিলিল অনিলে যেন।
উপগুপ্ত। মানব-হৃদয়ে স্থান জেন ও সবার।
মোহাচ্ছন্ন মানবে সঞ্চালি
নিত্য করে জীবলোকে কেলি,
মুগ্ধ করি' মোহিনী-আকার ধরি'!
কভু বার-বিলাসিনী,
কভু চাটুকার
কহে মৃদু সুমধুর বাণী;
কভু দুষ্ট উপদেষ্টা রূপে
ন্যায়-পরিচ্ছদে সাজাইয়া রোষে
নরে আনে বশে,
প্রেম-ছায়া কামে করে দান;
পরনিন্দা, পরচর্চ্চা করে সত্য ভাণে।
বসি হৃদে হেন মতে মোহি জনে জনে
পাপের সংসার তার করে সুবিস্তার।
কিন্তু ওই মহান্ আলোকে
দীপ্ত যদি হয় হৃদিস্থল,
হৃদ্‌পদ্ম হয় সুপ্রকাশ—
পদ্মাসনে বুদ্ধদেব বসেন তাহায়।

অশোক। প্রভু, প্রভু—সংশয় দূর করুন! যদি অন্তরে ওদের স্থান, তবে বহির্দৃষ্টিতে কি আকার দেখ্‌লেম?

উপগুপ্ত। জেন, বৎস, বহির্দ্দেশে অন্তরের ছবি।
শূন্য—শূন্য—শূন্য সমুদয়
কিছু নাই, কিছু আর নয়,
আত্ম-অভিমান করিয়া আশ্রয়
সহে নর অশেষ যন্ত্রণা।
কেহ ভোগের আশায়
অন্তরের পাপবৃত্তি করে উত্তেজনা;
বর্দ্ধিত আকারে
মার কলেবরে দেখা দেয় তারে
তার অন্তরের ছবি।
অতি তুষ্ট যাহার সাধনে
কুক্রিয়ার শক্তি তারে দানে,
স্বার্থের কারণে ইন্দ্রিয় চালনে
উৎপাত ঘটায় এ সংসারে—
মায়া-শক্তি পায় সে দুর্জ্জন।
বাসনার প্ররোচনে
দুষ্টা শক্তি-আরাধনে
পূর্ণকাম সিদ্ধিলাভ করি।
কিন্তু ওই মহা জ্যোতিঃ নিহিত হৃদয়ে
ধ্যানযোগে হয় দীপ্তমান,
বোধিসত্ব লভে সেই বুদ্ধদেবে হেরি।

অশোক। প্রভু প্রভু, আমার হৃদয় কম্পিত হ'চ্ছে! আমার হৃদয়েও কি ওদের বাস?

উপগুপ্ত। বৎস, চিন্তা ক'র না, শীঘ্র বিতাড়িত হবে। কোনরূপ আত্মপ্রতারণায় ক্রোধযুক্ত হ'য়ো না। কামের নিকট সতর্ক থেক'। কাম বহুরূপধারী।—দয়া, মায়া, প্রেম—বিশেষ ধর্ম্মের আকারে তার ছলনা। কদাচ তারে প্রশ্রয় দিও না। রাজ-কার্য্যে গমন কর, আমি স্বস্থানে যাই।

অশোক। প্রভু, প্রণাম গ্রহণ করুন।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

রাজসভা

ক্রন্দনরত আকাল।

(বীতশোকের প্রবেশ)

বীতশোক। কিহে, আকাল, কাঁদ্‌ছ কেন ?

আকাল। আর যাও, ছোটরাজা, আমার মনের দুঃখ মনেই রাখ্‌ব, কারেও ব'ল্‌ব না।

বীতশোক। কি বলই না, শুনি ?

আকাল। হাঁ বলি, আর মহারাজকে ব'লে তুমি গর্দ্দানা নেওয়াও।

বীতশোক। না না, বল না ?

আকাল। আমি এমন বোকা রাজার দেশে থাক্‌ব না। তা নয় তো কি! ঐ উল্লুক-ভাল্লুক ব্যাটাদের কথায় মাটিতে শোবে, একবার খাবে, মৃগয়ায় যাবে না, দুটো আমোদ ক'রবে না, রাত-দিন কাজ—কাজ—কাজ! আমিও হয়রাণ হয়েছি! দিবারাত্র ফরমাস্—ঐ ঘিয়ের মটকি ক'টা নিয়ে আশ্রমে দিয়ে এস, ঐ ঘন দুধের সরের থান বৈকালিক পাঠাও, ঐ ফলের পর্ব্বত, ছানার ঢিপি, সব চালান দাও—আমি আজ চম্পট দিচ্ছি। তবে একটা মনের সাধ মনে রইল।

বীতশোক। কি সাধ হে ?

আকাল। সে আবার আপ্‌নি তামাসা ক'রে উড়িয়ে দেবেন।

বীতশোক। না না, তামাসা ক'র্‌ব না, বল না ?

আকাল। আপনাকে একবার মুকুট মাথায় দিয়ে রাজ-সিংহাসনে দেখ্‌বার আমার বড় সাধ।

বীতশোক। আজ তোমার এ কি ভিট্‌কিলেমি ?

আকাল। ঐ জন্যেই বলি নাই, মনের সাধ মনে মেরেছি। আচ্ছা, চল্লুম্—নমস্কার!

বীতশোক। কিহে, আজ ব্যাপারখানা কি ?

আকাল। সে অনেক কথা। মাথায় মুকুট দিন। আপনি যেন রাজা, আর আমি যেন ঐ হাড়গিল্লে মন্ত্রীটে,—এই যেন আপনি ব'সেছেন, আর এই যেন আমি দাঁড়িয়ে আছি। দিন, দিন—মুকুট মাথায় দিন।

(বীতশোকের সিংহাসনে উপবেশন এবং আকালের বীতশোকের মস্তকে মুকুট প্রদান)

দিয়েছেন তো ? আর এই আমি দাঁড়িয়ে আছি,—দাঁড়িয়ে আছি তো—আছি।

বীতশোক। দাঁড়িয়ে তো আছ, তারপর ?

আকাল। এই—এ দিকে দাঁড়িয়ে আছি, এই ও দিকে দাঁড়িয়েছি; আবার—এ দিকে দাঁড়াচ্ছি তো ও দিকে দাঁড়াচ্ছি। ঐ মহারাজ আস্‌ছেন, বাপরে—পালাই—

[আকালের পলায়ন।

(অশোকের প্রবেশ)

অশোক। বীতশোক, তোর এত বড় স্পর্দ্ধা, আমার মুকুট ধারণ করিস্—আমার সিংহাসনে উপবেশন করিস্ ?

বীতশোক। মহারাজ, আকাল পরিহাস ক'রে—

অশোক। পাটলিপুত্রের সিংহাসনে উপবেশন—পরিহাস ? রাজমুকুট ধারণ—পরিহাস! তুই বিদ্রোহী।

বীতশোক। মহারাজ, আকালকে জিজ্ঞাসা করুন।

অশোক। বুঝেছি—বুঝেছি—আকালের সঙ্গে তোর পরামর্শ, তাই পলায়ন ক'র্‌লে।

(রাধাগুপ্ত ও রাজপারিষদগণের প্রবেশ)

দেখুন, বীতশোকের ব্যবহার দেখুন! ইনি আমার সিংহাসনে —আমার মুকুট ধারণ ক'রে উপবেশন ক'রেছেন। রাজ্যে বিদ্রোহ উপস্থিত, আপনারা সতর্ক হ'ন।

বীতশোক। মহারাজ, দাসের কোনও অপরাধ নাই।

অশোক। আবার নিরপরাধ ভাণ!

বীতশোক। মহারাজ, যদি অপরাধ হ'য়ে থাকে, মার্জ্জনা করুন।

অশোক। বিদ্রোহীর অপরাধ অমার্জ্জনীয়। তবে তুমি

সপ্তাহ ভোগান্তে তোমার শিরশ্ছেদ হবে। মন্ত্রি, সাতদিন আমার প্রতিনিধি-স্বরূপ ইনি সিংহাসনে উপবেশন ক'র্‌বেন। যেরূপ রাজভোগ ওঁর অভিলাষ, যে সুন্দরী রমণীর প্রতি ওঁর দৃষ্টি, ওঁর বাসনা-তৃপ্তির জন্য যেন ওঁর অভাব হয় না। ওঁর যেরূপ অভিপ্রায়, সেইরূপ ওঁর ভোগের আয়োজন ক'র্‌বেন। নগরে সাতদিন উৎসব হ'ক, উনি উৎসব-আনন্দ করুন।

[অশোকের প্রস্থান।

রাধাগুপ্ত। মহারাজের কি আজ্ঞা প্রকাশ করুন?

বীতশোক। আজ্ঞায় আর কাজ নাই, অজ্ঞান হই নাই—এই ঢের!

রাধাগুপ্ত। মহারাজ, গাত্রোত্থান করুন, বিরামের সময় উপস্থিত।

বীতশোক। আর বিরাম কাজ নাই! আজই নাইয়ে এনে কপালে সিঁন্দুরের টিপ দিয়ে যা কর্‌বার করুন।

[বীতশোক ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

(তৃষা ও নর্ত্তকীগণের প্রবেশ)

(নৃত্য-গীত)

হয় যদি হবে মরণ, আজ কেন ভেবে
মিছে মজা হারাবে।
ফোটে ফুল লোটায় মধু ঝ'র্‌বে কি ভাবে।
ম'র্‌বে তো সবাই মরে, নিত্য কেবা ভেবে মরে,
মরণ হ'লে ফুরিয়ে যাবে, নাও আমোদ ক'রে;
এসো হে সোহাগ ভরে, সোহাগীরে হৃদে ধ'রে
পিয়ে অধর-সুধা থাক বিভোরে;
আসুক মরণ, থাক্‌লে বিভোরে—কি এসে যাবে॥

তৃষা। আসুন, মহারাজ, উপবনে বিহার ক'র্‌বেন।

বীতশোক। আর বিহার ক'র্‌ব কি! উপদেবতা ঘাড়ে চেপে যে হাড়ে হাড়ে বিহার করাচ্ছে!

তৃষা। আসুন, আসুন, সময় ব'য়ে যায়।

বীতশোক। গেলে আর ক'চ্ছি কি বল?

তৃষা। তোরা যা লো যা, আমি রাজাকে নিয়ে যাচ্ছি।

[নর্ত্তকীগণের প্রস্থান।

বীতশোক। সুন্দরি, জানি না তুমি কে? কিন্তু তোমার পাপ-ছায়া আমার অন্তরে ফেল্‌বার বৃথা চেষ্টা ক'চ্ছ। তোমার অভিপ্রায়, আমি রাজাকে বধ ক'র্‌বার উদ্যোগ করি। কিন্তু শোন, যদি আমার দেহে হিংসা থাকৃত, অগ্রে তোমার শিরশ্ছেদ ক'র্‌তেম। যাও, কে তোমায় প্রেরণ ক'রেছে জানি না। তারে ব'ল, মহারাজ আমার ইষ্টদেব। আমি পরিহাস-পরবশ হ'য়ে রাজ-সিংহাসনে উপবেশন ক'রেছি,—পিতা-পিতামহ-জ্যেষ্ঠভ্রাতার সিংহাসন উপেক্ষা। তবে প্রাণের মমতা এখন' বর্জ্জিত হই নাই, তাই আমায় বিষণ্ণ দেখ্‌ছ। আমি নির্ব্বোধ, কিন্তু বংশের কলঙ্ক নই।

[বীতশোকের প্রস্থান।

(অশোক ও রাধাগুপ্তের পরস্পর বিপরীত দিক হইতে প্রবেশ

অশোক। কোথায় গেল, নর্ত্তকীদের সঙ্গে গেল কি?

রাধাগুপ্ত। না, মহারাজ, বিষণ্ণভাবে নিজ মন্দিরে গমন ক'র্‌লেন।

অশোক। কে তুমি?

তৃষা। আমি মহারাজের নিকট পত্র ল'য়ে এসেছিলুম।

অশোক। কে পত্র দিয়েছে?

তৃষা। গোপনে মহারাজকে নিবেদন ক'র্‌ব।

রাধাগুপ্ত। মহারাজ, রাজাজ্ঞা হ'লে কার্য্যে গমন করি।

অশোক। আসুন। [রাধাগুপ্তের প্রস্থান।

তৃষা। এই পত্রে সমস্ত অবগত হবেন। যদি ইচ্ছা হয়, দাসীর দ্বারা উত্তর প্রেরণ ক'র্‌বেন।

অশোক। (পত্র পাঠ করিয়া) কি, তিনি বৌদ্ধধর্ম্ম জান্‌তে ইচ্ছুক? বৌদ্ধ-ভিক্ষু বা ভিক্ষুণী দ্বারা জান্‌তে পারেন।

তৃষা। জেনেছেন,—কিন্তু তা'তে তাঁর তৃপ্তি হয় নাই। তাঁর মনে সংশয় যে, ভিক্ষু-ভিক্ষুণী সামান্য অবস্থার ব্যক্তি, হয় তো কোন দীন-দরিদ্র-ভিক্ষু বা ভিক্ষুণী হ'য়ে ভিক্ষা দ্বারা সম্মানের সহিত প্রয়োজনীয় বস্তু প্রাপ্ত হয়। কিন্তু মহারাজ যদি ভোগ বর্জ্জন ক'রে থাকেন, সে আশ্চর্য্য! আপনি কি রাজ্য প্রাপ্ত হ'য়ে কঠোর [illegible]

অশোক। আমি প্রতিশ্রুত হ'তে পারি না। তুমি সময়ান্তরে এস, আমি উত্তর দেব।

তৃষা। যে আজ্ঞে।

[অসাবধানতার ভাণে একখানি চিত্রপট নিক্ষেপ করিয়া তৃষার প্রস্থান।

অশোক। কে এ পত্রলেখিকা! কোন উচ্চবংশীয়া হবে। অবশ্য এরূপ সন্দেহ হওয়া সম্ভব; ভোগ-ইচ্ছা সহজেই দমন করা যায় না। একি, পত্রবাহিকা ফেলে গেল না কি? (ভূপতিত চিত্রপট তুলিয়া লইয়া) সুন্দর—ধ্যানস্থ নারী-মূর্ত্তি! নিম্নে "তিষ্যরক্ষিতা" লিখিত; সুন্দরীর নাম কি তিষ্যরক্ষিতা?

(আকালের প্রবেশ)

আকাল। মহারাজ, কি ও!

অশোক। কিছু না। কি সংবাদ?

আকাল। মহারাজ, আমি গুন্‌তে শিখেছি।

অশোক। বটে!

আকাল। পরীক্ষা ক'রে দেখুন! ওখানা কোন' স্ত্রীলোকের ছবি।

অশোক। কিসে?

আকাল। আপনার গোপন করায়, আর শিউরে ওঠায়।

অশোক। যাও, বীতশোক কি ক'চ্ছে, সন্ধান নাও।

আকাল। তা নিচ্ছি। কিন্তু মহারাজা ভূঁয়েই শোন আর এক সন্ধ্যেই খান, আমি রাস্তায় গড়িয়ে উপোস ক'রে দেখেছি, ও মেয়েমানুষের ফাঁড়া কাটে না। মহারাজের ও ফাঁড়া কাটে নাই, বোধ হয়।

অশোক। যাও যাও! এ কুল-কামিনীর ছবি, তাই গোপন ক'র্‌লেম।

আকাল। মহারাজ রুষ্ট হ'ন হবেন! যিনি আপনার ছবি আঁকিয়ে বিলোন, তিনি কুল-কামিনী নন, কুলের ধ্বজা!

[আকালের প্রস্থান।

দেওয়া না হয়; কিন্তু রাজ-আজ্ঞা অলঙ্ঘনীয়। মহারাজের আজ্ঞামত প্রচারিত হ'য়েছে যে, সকল ধর্ম্মাবলম্বী অবাধে নিজ নিজ ধর্ম্মানুষ্ঠান করুক, মহারাজ সকলকেই আশ্রয় প্রদান ক'র্‌বেন। তার ফল দেখুন,—গর্ব্বিত নাস্তিক জৈন, তাদের উপাস্য মহাবীরের মূর্ত্তির পদতলে—ব'ল্‌তে জিহ্বা জড়িত হ'চ্ছে—

অশোক। কি কি?

কহ্লাটক। বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি অঙ্কিত ক'রেছে।

অশোক। কি, এত বড় স্পর্দ্ধা! রাজাজ্ঞা প্রচার করুন যে, প্রতি জৈনের মস্তকের মূল্য দশ স্বর্ণ মুদ্রা। রাজ-কর্ম্মচারীর নিকট মুণ্ড আনয়ন মাত্র প্রাপ্ত হবে। আজ হ'তে জৈন-নিধন আমার সঙ্কল্প।

কহ্লাটক। যে আজ্ঞা মাহারাজ, দাসও সেই প্রার্থনা ক'রেছে।

[উভয়ের প্রস্থান।

——

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

অলিন্দ

বীতশোক।

বীতশোক। এত দিনে জন্মেছে প্রত্যয়,
মৃত্যু মহাভয়—মৃত্যু মহাশিক্ষাদাতা।
বুঝিয়াছি—বুঝেছি এখন,
কি কারণে নৃপতি-নন্দন
ব্যাধি, জরা, মৃত্যু, ভিক্ষু করি দরশন
হইলেন তপাচারী!
বিনা মৃত্যু-জয়
নাহি আর শান্তির উপায়।
ক'রেছেন বুদ্ধদেব পথ-প্রদর্শন—
করিবারে মৃত্যু পরাজয়,
একমাত্র উপায় সে পন্থাবলম্বন।

এই চক্ষু সুন্দর এ ধরা না হেরিবে,
শ্রবণ না শুনিবে পাখীর গান,
পুষ্পঘ্রাণ নাসিকায় না স্পর্শিবে,
রসাস্বাদ বর্জ্জিত হইবে জিহ্বা ;
কমনীয় কান্তি পরশনে
আর কায়া প্রফুল্ল না হবে—
ফুরাইবে ফুরাবে সকলি !

(দূতের প্রবেশ)

দূত। মহারাজ, একদিন গত, ছয়দিন অবশিষ্ট। চলুন, সুন্দরীরা সুধাপাত্র ল'য়ে আপনার অপেক্ষায় র'য়েছে।

[দূতের প্রস্থান।

বীতশোক। আর আঁখি নিদ্রা না করিবে আকর্ষণ !
মস্তিষ্ক উত্তপ্ত দিবানিশি,
স্বপ্নাচ্ছন্ন ব'য়ে যায় দিন !

[বীতশোকের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

চিত্তহরার কক্ষ

"তিষ্যরক্ষিতা"-রূপী চিত্তহরা।

চিত্তহরা। মা গো, কি ঘেন্না—কি ঘেন্না ! ঐ তো রূপ ! মর পোড়ারমুখো, তার উপর একটু সুগন্ধ মাখ্—গায়ের বোট্‌কা গন্ধ ঘুচুক ! মাগো, কাছে এলে গা ঘিন্ ঘিন্ করে ! এখন' খেল্‌ছেন—মনে ক'চ্ছেন, গাঁথা পড়েন নাই ! টেনে তুল্‌লেই হয়, ঘৃণায় তুলি নাই, যদ্দিন যায়—যাক্। কি চমৎকার বেশ ক'রে দিয়েছে ! কি চমৎকার চুলের রং ক'রেছে, যেন চাঁদের আলো—চুলে বাঁধা ! কি চমৎকার রং !

(অশোকের প্রবেশ)

অশোক। (স্বগত) কি সুন্দর ! ধ্যানমগ্না—যেন ধ্যানে গঠিতা মূর্ত্তি ! কি কঠিন পণ—রূপ-যৌবন বিসর্জ্জন দিয়ে ইষ্টলাভের জন্য কুমারীব্রত অবলম্বন ক'রেছে ; (প্রকাশ্যে) আমি এসেছি। (স্বগত) গভীর ধ্যানমগ্না ! (উচ্চ-কণ্ঠে) আমি এসেছি।

চিত্তহরা। (দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করণ)

অশোক। (স্বগত) এ দীর্ঘনিশ্বাস কেন ?

চিত্তহরা। কই—কই—কোথা গেল ? (বাহু প্রসারণ করিয়া উত্থান)

অশোক। কি, কি, কার অনুসন্ধান ক'চ্ছ ?

চিত্তহরা। না মহারাজ—না মহারাজ—কিছু না—আমি পাগল, আমার মনের ঠিক নাই !

অশোক। সুন্দরি, কার ধ্যানে নিমগ্না ছিলে ? কা[...] হারা হ'য়ে ওরূপ বাহু প্রসারণে আলিঙ্গনে উন্মত্ত হ'য়েছিলে !

চিত্তহরা। মহারাজ, মার্জ্জনা করুন ! জিজ্ঞাসা ক'রবে[...] না, রমণীকে লজ্জা দেবেন না। আমি আত্মহারা, আমা[...] বামন হ'য়ে চন্দ্র-আকিঞ্চন।

অশোক। কি—কি ব'ল্‌ছ ?

চিত্তহরা। মহারাজ, কেন উপদেশ দিতে আসেন আমি কার ধ্যান ক'র্‌ব ? আমি অষ্টপ্রহর এক ধ্যা[...] মগ্ন ! আমার হৃদয় হৃদয়-দেবতায় পূর্ণ—সেথায় অন্য দেবতা[...] স্থান নাই।

অশোক। কে সে ভাগ্যবান্ ?

চিত্তহরা। মহারাজ, কেন লজ্জা দেন ? আমি দা[...] পদাশ্রিতা, আমায় লজ্জা দেবেন না।

অশোক। কি ব'ল্‌ছ ?

চিত্তহরা। মহারাজ, আপনি রাজা, আপনার অজ্ঞা[...] কি আছে ? আপনি কি সত্যই জানেন না, আমি কার ধ্যা[...] মগ্ন ? কে আমার অন্তর অধিকার ক'রেছে, তা কি আপন[...] অজানিত ? এতদিনে যদি বুঝে না থাকেন, তা'হ[...] রাজদর্শন-সাধ আমার ফুরুল ! আর মহারাজকে কষ্ট

অশোক। বল বল! যদি সত্য হয়, কেন আমায় স্বর্গ-সুখে বঞ্চিত কর? আমার গৃহ শূন্য, আমার গৃহ আলো ক'রে, আনন্দদায়িনি, আনন্দ বিস্তার কর!

চিত্তহরা। মহারাজ, বিবেচনা করুন—অজানিতা, অপরিচিতাকে গ্রহণ ক'রে তো রাজপুরী অপবিত্র হবে না?

অশোক। না, তুমি আমার সহধর্ম্মিণী—সাধনের সহায়। আমি অদ্যই চতুর্দ্দোল প্রেরণ ক'রে তোমায় ল'য়ে যাব। এস হৃদয়েশ্বরি—হৃদয়ে।

চিত্তহরা। না না, মহারাজ, সময় দিন—বিবেচনা করুন, উতলা হবেন না। না না, আমায় স্পর্শ ক'রবেন না। [চিত্তহরার প্রস্থান।

অশোক। তিষ্যরক্ষিতা—তিষ্যরক্ষিতা—

[অশোকের পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

কাল—রাত্রি। স্তূপ-নির্ম্মাণ-রত শিল্পীগণ

দেবী।

(সহচরীগণসহ বোধিবৃক্ষের শাখা-হস্তে সঙ্ঘমিত্রার প্রবেশ)

সঙ্ঘমিত্রা। সারিপুত্র মহোদয় বুদ্ধ-পারিষদ
অস্থি তাঁর প্রতিষ্ঠা করিবে স্তম্ভ মাঝে—
মহাকার্য্য-ভার তুমি ল'য়েছ, জননি,
পতিভক্তি হৃদে ধরি সাহায্যে পতির।
দেহ তনয়ায় ভার,
সাধ্যমত দেবকার্য্যে জীবন-যাপনে।
দিবসরজনী প্রভেদ না মানি
অন্নপানি করিয়ে বর্জ্জন
নিয়োজিত আছ মহাকার্য্য-অনুষ্ঠানে!

দেব বৎসে,
রাজার সাহার্য্যে কার্য্য করিব সাধন—
নহি হেন ভাগ্যবতী;
হইয়াছি পিতার সম্পত্তি-অধিকারী,
কিবা কার্য্যে তুমি উৎসাহিতা—
যামিনীতে আগমন তব যে কারণ?
চাঁদমুখ নিরখিয়ে পরিতৃপ্ত হৃদি।

সঙ্ঘমিত্রা। মাতা, আশ্চর্য্য প্রভাব মম মহেন্দ্র ভ্রাতার-
লঙ্কাধামে বুদ্ধদেবে পূজে ঘরে ঘরে।
নরপতি তথা উৎসাহিত আদর্শে পিতার,
ব্যস্ত সদা বৌদ্ধসঙ্ঘ নির্ম্মাণ কারণ,
হইয়াছে শত শত স্তম্ভ উত্তোলিত।
রাজরাণী উন্মাদের প্রায়
সুনির্ম্মল বৌদ্ধধর্ম্ম-দীক্ষা-পিপাসায়।
কিন্তু,
সে দীক্ষা-প্রদানে অসম্মত ভ্রাতা মম—
নারী-সঙ্গ ভিক্ষুর নিষেধ।
সে কারণে ভিক্ষুণী প্রেরণে
ক'রেছেন পত্রে ব্যক্ত নিজ অভিলাষ।
পত্র-পাঠে উৎসাহিত হৃদয় আমার;
তাই আসিয়াছি শ্রীচরণ বন্দিতে, জননি!
পতিসনে, ভিক্ষুণী-বেষ্টিত,
উপনীত হব লঙ্কাধামে।
পিতৃ-আজ্ঞা ক'রেছি গ্রহণ—
প্রস্তুত অর্ণবতরী ল'য়ে যেতে তথা—
নন্দিনীরে বিদাও, জননি!

দেবী। কোন্ বৃক্ষশাখা এই হেরি তোর করে,
প্রয়োজন সিদ্ধ কিবা হবে এ শাখায়?

সঙ্ঘমিত্রা। চিনিতে কি হেতু শাখা নার গো জননি?
পবিত্র বৃক্ষের শাখা লঙ্কাধামে ল'য়ে.
রোপণ করিব তথা অতি যতনে,
হবে তায় বুদ্ধগয়া সম তীর্থস্থান—
বৃক্ষে পূজি পবিত্র হইবে জনগণ।
যেই বৃক্ষতরুমূলে বসি ভগবান
লভিলেন বোধিসত্ত্ব ধরার কল্যাণে—
তাহারি পবিত্র শাখা নেহার, জননি।

কার্য্যে তার পিতৃলোক পুলকিত।
ব'ল রাজ-মহিষীরে
পুত্র-কন্যা স'পি তাঁর করে
নিশ্চিন্ত জননী সে দোঁহার।
যথাযোগ্য সম্ভাষণে তুষিও রাজায়,
জামাতারে জানাইও কল্যাণ বচন—

(সঙ্ঘমিত্রা ও সহচরীগণের গীত)

যাঁর পদে স'পেছি জীবন,
তাঁরই কাজে যাই চলে।
চরণ—ধ্যানে ধ'রে হৃদয়-কমলে ॥
কৃপাময় তাঁহার (ই) কৃপায়—
চিনেছি তো তাঁয়,
প্রাণ স'পেছি তাইতে রাঙ্গা পায়;
কায়মনে যাঁর শরণ নিলে
চতুর্ব্বর্গ ফল ফলে;
যাই সকলে গগনভেদী রোল তুলে।
জয় জয় জয় বুদ্ধদেবের জয় বলে।

[সঙ্ঘমিত্রা ও তৎসহচরীগণের প্রস্থান।

দেবী। আমি কি কঠিনা জননী, পুত্র-কন্যা বিদায় দিয়ে আমার প্রাণ আনন্দে পূর্ণ হ'চ্ছে, আমি আপনাকে শত ধন্য জ্ঞান ক'চ্ছি! যাই, যতক্ষণ দেখা পাই, দেখি।

[দেবীর প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

রাজসভা

রাধাগুপ্ত ও সভাসদ্‌গণ।

(কুনালের প্রবেশ)

কুনাল। মন্ত্রীবর, শুনছি না কি রাজকোপে কাকার আজ প্রাণদণ্ড হবে। আপনি আমার মিনতি রক্ষা করুন, আসুন, মহারাজের চরণে সকলে মিলে মার্জ্জনা-প্রার্থনা করি।

রাধাগুপ্ত। আমরা অনেক প্রার্থনা ক'রেছি, মহারাজ মার্জ্জনা ক'রবেন না।

(অশোকের প্রবেশ)

অশোক। কি কুনাল, তোমার খুল্লতাতের প্রতি যে তোমার বড় স্নেহ!

কুনাল। মহারাজ, কাকা স্বর্গীয়া রাজমাতার বড় আদরের ধন, ওঁর প্রাণবধে তিনি স্বর্গে চঞ্চলা হবেন। পিতা, পিতা, বাল্যকালে কাকার কোলে লালিত হ'য়েছি, জননীর অদর্শনে কাকা আমার জননীর মত তাঁহার স্নেহভরা হৃদয়ে স্থান দিয়েছেন। পিতা, সন্তানের প্রার্থনা রক্ষা করুন।

অশোক। কুনাল, তোমার কি ধারণা যে, তোমার পিতা তাঁর স্বর্গীয়া জননীকে বিস্মৃত হ'য়েছেন? তোমার কি ধারণা, জননীর শেষ বাক্য তিনি রক্ষা ক'র্‌বেন না? তিনি হাতে হাতে সমর্পণ ক'রেছেন—তা তোমার পিতা ভুলেছে? তুমি কি জান না, বীতশোক আমার প্রাণের প্রাণ, আমার রাজ্যের দোসর! শান্ত হও!

কুনাল। পিতা, পিতা, মার্জ্জনা করুন, সন্তান অজ্ঞান।

(প্রহরিগণ-বেষ্টিত বীতশোকের প্রবেশ)

অশোক। বীতশোক, সাত দিন রাজ্যভোগ কিরূপ ক'র্‌লে?

বীতশোক। মহারাজ, দিবা-রাত্র মৃত্যু-মুখ দর্শন ক'রেছি। চতুর্দ্দিকে মৃত্যুচ্ছায়া—স্বপ্নবৎ দিন গত হ'য়েছে। ভোজ্যবস্তু, মহোৎসব, নৃত্য-গীত কিছুই আমার ইন্দ্রিয়-গোচর হয় নাই।

অশোক। তোমার কি বোধ হয়, তৃষা-বর্জ্জিত ভোগ সম্ভব?

বীতশোক। মহারাজ, মৃত্যু যার সম্মুখে, তার তৃষা কোথায়?

অশোক। জেন, ঐ যে ভিক্ষু—সপ্তাহ পূর্ব্বে যাদের ব্যঙ্গচ্ছলে ব'লেছিলে যে, বিশ্বামিত্র, পরাশর প্রভৃতি 'বাতাম্বুপর্ণাশী' হ'য়েও নারীর ললিত মুখদর্শনে মুগ্ধ হ'য়েছিলেন, অতএব ভোগীর কাম-জয় অসম্ভব। সেই ভিক্ষুরা কি অবস্থায় কালযাপন করেন অবগত ছিলে না, সেই নিমিত্ত ঐরূপ বাক্য প্রয়োগ ক'রেছিলে! যে মৃত্যু-

চ্ছায়া তোমায় রাজ্যভোগে বঞ্চিত ক'রেছিল, সেই মৃত্যু সুখে রেখে তাঁরা দিবা-নিশি দেবকার্য্যে কালহরণ করেন। এসো আমায় আলিঙ্গন প্রদান কর। তুমি স্বর্গীয়া মাতার আদরের ধন—কনিষ্ঠ সহোদর; দোসর হ'য়ে সিংহাসনে উপবেশন কর।

বীতশোক। গুরু, জ্ঞানচক্ষু-উন্মীলনকারী, পিতৃস্থানীয় জ্যেষ্ঠ সহোদর—আর আমায় মোহে জড়িত ক'র্‌বেন না! আপনার কৃপায় আমার জ্ঞান-চক্ষু উন্মীলিত—আমি বুদ্ধদেবের জ্যোতি দর্শন ক'রেছি—সেই জ্যোতি আমায় মহাভয়ে আশ্বাস প্রদান ক'রেছে। মহারাজ, গুরু, আর ভোগ-বাসনায় আমায় জড়িত ক'র্‌বেন না।

অশোক। কি কি, তুমি ভিক্ষু-ধর্ম্ম গ্রহণ ক'র্‌বে?

বীতশোক। আপনার আজ্ঞা-অপেক্ষা।

অশোক। বীতশোক, তোমার নিদারুণ বাক্যে আজ আমার সকল কথা মনে প'ড়্‌ছে! শৈশবকালে তোমায় মাতার ক্রোড়ে যেরূপ দেখেছিলেম, আজ মানস-নেত্রে সেইরূপ দেখ্‌ছি! চলৎশক্তি প্রাপ্ত হ'য়ে ছায়ার ন্যায় আমার পাছে পাছে ভ্রমণ ক'রেছ—সে দৃশ্য উদয় হ'চ্ছে! যখন পিতৃবর্জ্জিত, স্বজনঘৃণিত, তোমার সান্ত্বনাবচনে অন্তর-তাপ শীতল হ'য়েছে। আমায় সিংহাসনে উপবিষ্ট দর্শনে তোমার সেই হর্ষোৎফুল্ল বদন আমার চিত্ত আলোড়িত ক'চ্ছে! বীতশোক, আমায় পরিত্যাগ ক'রে যেও না।

বীতশোক। মহারাজ, যে দিন বৌদ্ধধর্ম্ম আপনি গ্রহণ করেন, সেই দিন তো আপনি ভিক্ষু-আশ্রম প্রার্থনা ক'রেছিলেন—কেবল মহাপুরুষের আদেশে দেবকার্য্যে রাজ-ভিক্ষুরূপে রাজ-গৃহে বাস করেন। যে আশ্রম আপনার বাঞ্ছিত, সেই পরমাশ্রমে নিজ-দাসকে কেন বঞ্চিত করেন? অনুমতি করুন, আমি সজ্জিত হ'য়ে আসি।

[বীতশোকের প্রস্থান।

অশোক। কুনাল, কুনাল, তোমার কাকাকে ফেরাও! আমি কঠোর ভ্রাতা—আমার কথা উপেক্ষা ক'রেছে, তোমার স্নেহ উপেক্ষা ক'র্‌তে পার্‌বে না। যাও, কুনাল, যাও, তোমার কাকাকে নিবারণ কর, যেন আমার হৃদয়-তন্ত্রী ছিঁড়ে রাজ্য শূন্য ক'রে চ'লে যায় না!

কুনাল। কেন, পিতা, মহানন্দে কেন নিরানন্দ হ'চ্ছেন? ভঙ্গুর সংসারে মায়া বর্জ্জন করুন! আপনি জ্ঞানী, অসারকে সার বিবেচনা ক'র্‌বেন না। আমার জ্ঞান হ'চ্ছে, পিতৃদেবগণ আনন্দে নৃত্য ক'চ্ছেন—রাজ-বংশে আবার ভিক্ষু-সন্তান! যেন চতুর্দ্দিকে জয়ধ্বনি আমার কর্ণে প্রবেশ ক'চ্ছে! যেন দেব-দেবীগণ মহামহোৎসবে নৃত্য ক'চ্ছেন! যেন বসুমতী আনন্দময়ী, আনন্দ-স্রোত স্থলে-জলে, পবনে-গগনে-তপনে—মহা আনন্দ! আশীর্ব্বাদ করুন, আপনার সন্তান যেন খুল্লতাতের পথাবলম্বী হয়।

(কুনালের গীত)

নিদারুণ বন্ধন কত দিন সহিব,
ত্রিতাপ-দহনে কত দিন দহিব,
পান্থবাসে কত রহিব।
কবে পীতবসন হবে দেহের (ই) ছাদন,
ভ্রমিব স্বাধীন চিতে বিহগ যেমন,
নিতি শমন-শাসন, পীড়ার তাড়ন,
কবে হইবে মোচন;
একে মাটীর কায়া, আছে বেড়িয়ে মায়া,
ভৃত্য পাবে কবে চরণ-ছায়া,
শান্তি-বারি প্রাণ ভরি পিয়িব।

(ভিক্ষুবেশে বীতশোকের পুনঃ প্রবেশ)

বীতশোক। গুরু, জ্ঞানদাতা, বিদায় দিন!

অশোক। (সিংহাসন হইতে অবতরণ পূর্ব্বক বীতশোককে আলিঙ্গন করিয়া) বীতশোক, বীতশোক, কি ব'লে বিদায় দেব! তোমার জননী জীবিতা থাক্‌লে কি এমন নিষ্ঠুর হ'তে পার্‌তে?

বীতশোক। দাদা, আর কেন পথ প্রদর্শন ক'রে বাধা দেন? মৃত্যুসঙ্কুল সংসারে মমতায় আর আবদ্ধ ক'র্‌বেন না।

কুনাল। কাকা, বিদায়ের সময় মহারাজের নিকট জৈন-বধ ভিক্ষা নেন।

অশোক। কুনাল, ও কথা মুখে উচ্চারণ করিস্‌নে। নাস্তিক জিন মহাবীরের পদতলে বুদ্ধদেবের শ্রীমূর্ত্তি অঙ্কিত করে! জৈনকুল নির্ম্মূল ব্যতীত এর প্রতিশোধ হবে না।

বীতশোক। দাদা, বিদায় হলুম। যদি মৃত্যুঞ্জয় হ'তে পারি, কথঞ্চিৎ গুরুদক্ষিণার নিমিত্ত গুরুর সমীপে উপস্থিত হব।

অশোক। চল চল, কোথায় যাবে চল, আমিও তোমার সঙ্গে যাব। [সকলের প্রস্থান।

সপ্তম গর্ভাঙ্ক

চণ্ডাল-কুটীর

পদ্মাবতী ও চণ্ডাল বালক-বালিকাগণ।

১ম বালক। দেখ্ মায়ি, আমরা পাখ্ মারি না, হরিণকে খিলাই। তোর বাতটা লিয়ে লিছু।

১ম বালিকা। হামি-লোক চিঁউটী ভি মারিনা। ধান দিই—পুছ।

পদ্মাবতী। কেন মার না?

১ম বালক। হামরা ভুলি না, ভুলি না, হামি ব'লবে, হামি ব'লবে—

২য় বালক। তুই চুপ! হামি ব'লবে।

পদ্মাবতী। (দ্বিতীয় বালকের প্রতি) আচ্ছা, তুমি বল?

২য় বালক। পাখ-পাখালির দরদ লাগে যে, তুই বল্লি!

১ম বালক। তুই ঠিক বল্লি না। হামি-লোককে যদি কেউ মারে, হামিলোকের যেমন ব্যথা লাগে, পাখভি জানোয়ারভি সবকোইকো তেমনি ব্যথা লাগে। তাদের বুলি নাই, ব'লতে শেখে না, তারা আপনার বুলিতে কাঁদে, তাদের মার্‌লে হামাদের পাপ হবে—হামরা ভি জানোয়ার হ'য়ে যাব, হামাদের ভি মার্‌বে।

পদ্মাবতী। আচ্ছা, তোমরা পিঁপড়ে মার না কেন? তারা তো চেঁচায় না?

২য় বালক। তারা খুদে খুদে, তাদের বুলি শোনা যায় না, লেকেন পুরা ব্যথা লাগে। টিপে দিলে আদ্‌মি লোক যেমন হাত্ত-পা ছুড়ে মরে, তেমনি হাত-পা ছোড়ে।

পদ্মাবতী। তাদের ধান দাও কেন?

১ম বালিকা। হাঁ হাঁ, ওদেরভি ভুখ্ লাগে—হামরা সমঝ্ ক'রেছি, ওরা মাটী খুদে ঘর বানায়। সর্দ্দার যেমন আনাজ জমা করে, ওরা ভি তেমনি শীতের মরসুমে বাহির হয় না, বৈঠে বৈঠে খায়।

পদ্মাবতী। আচ্ছা, তোমাদের যে গানটী শিখিয়েছি, গাও।

(চণ্ডাল বালক-বালিকাগণের গীত)

বুদ্ধ্ বুদ্ধ্ ফুকারনা।
বুদ্ধ্ ক্ষেপা হবে, খেল্‌না খেলাবে,
চিঁউটী ভি কভি না মার না।
দেখ চিড়িয়া চলে, মিঠি বুলি বোলে
উসিকো আপনা সমঝ্ না।
কিসিকো বুরাই না মান্‌না, কোহি নেহি বেগানা,
সবকোই কো আপনা বিচার না।

পদ্মাবতী। বাছা, বুদ্ধদেব তোমাদের খুব কৃপা ক'রবেন।

২য় বালক। সেটা কে মায়ি? তোর বেটাটার মত হামাদের সাথে নাচ্‌বে—কুঁদ্‌বে—খেল্‌বে?

পদ্মাবতী। তাঁকে তোম্‌রা ডেক'—তিনি তোমাদের চরণে স্থান দেবেন।

২য় বালিকা। চল্ চল্—ডাকি চল্।

সকলে। এ বে বুদ্ধ্, এ বে বুদ্ধ্!

২য় বালক। হামিলোক রোজ ফুকারি—আস্‌বে তো?

১ম বালক। যে দিন আস্‌বে, গউ চরাব না—খেল্‌বো। আজ যাই, গউ চরাই। তোরা-গুলোন আজভি মালা বানাস, হামি-লোক্‌কে দিবি, মায়ীকে ভি দিবি।

২য় বালক। আয় আয়, মাঠে ভি আয়, ধান কুড়াবি।

[বালক-বালিকাগণের প্রস্থান।

(উপগুপ্তের প্রবেশ)

উপগুপ্ত। মা, এ স্থানে তোমার কার্য্য অবসান; তোমার শিক্ষায় আবাল-বৃদ্ধবনিতা চণ্ডাল, হিংসা-দ্বেষ বর্জ্জন ক'রেছে। বন হিংসা-বর্জ্জিত। এখন রাজপুরে চল, কিন্তু এই চণ্ডালিনীর বেশে তথায় অবস্থান ক'রতে হবে। পিশাচিনীর ছলনায় তোমার স্বামীর প্রাণ-বিনাশ হওয়ার সম্ভাবনা। তুমি রাজ-গৃহে থেকে তা নিবারণ ক'রবে।

পদ্মাবতী। প্রভু, আপনি ইচ্ছাময়—ইচ্ছা ক'র্‌লে তো স্বামীকে পিশাচিনীর নিকট হ'তে মুক্ত ক'রতে পারেন।

উপগুপ্ত। মা, প্রারব্ধ বলবান—ভোগ ব্যতীত তার ক্ষয় হয় না। পূর্ব্ব জন্মে যে সময় মধু প্রদান ক'রেছিলেন, স্বয়ং ভ্রাতৃদ্বয় অপেক্ষা জ্ঞানবান ব'লে সে সময় যে গর্ব্ব করেন, সেই গর্ব্ব খর্ব্ব হবে। যদি আমি নিবারণ করি, মহারাজা আমার কথায় সে পাপিনীকে পরিত্যাগ ক'র্‌বেন, কিন্তু চিরদিনের জন্য সে পাপ-ছবি তাঁর হৃদয়ে অঙ্কিত থাক্‌বে।

পদ্মাবতী। প্রভু, আপনার কথায় তো তাঁর সম্পূর্ণ বিশ্বাস।

উপগুপ্ত। বিশ্বাস—সত্য! কিন্তু, মা, তুমি নির্ম্মলা—রূপমোহ যে কিরূপ বলবান্, তা জান না। তার চরিত্রের প্রতি দারুণ বিদ্বেষ ব্যতীত রূপ-মোহ দূর হবে না। বিশেষতঃ, সে মার-সহচরী, ধর্ম্ম-ভাণে মহারাজকে প্রতারিত ক'রেছে। তার প্রতারণা প্রত্যক্ষ না ক'রে সে মোহ দূর হবে না। তোমার সাহায্য নিতান্ত প্রয়োজন। স্বার্থত্যাগিনি, তোমার আত্ম-বঞ্চনা এখন' অবসান হয় নাই—ক্ষুব্ধা হ'য়ো না।

পদ্মাবতী। প্রভু, আমি সে নিমিত্ত ক্ষুব্ধা নই। আমি পরম আহ্লাদে রাজ-সমীপে চণ্ডালিনী-বেশে অবস্থান ক'র্‌ব। রাজার গলায় মাল্য দিয়ে আমি রাণী, নচেৎ আমি কে? কিন্তু, প্রভু, ভাবি—কি উপাদানে মানব-হৃদয় নির্ম্মিত যে, আপনার শ্রীচরণ-স্পর্শেও মোহ দূর হয় নাই!

উপগুপ্ত। মা, এ ঘোর পরীক্ষার স্থল। প্রবল ইন্দ্রিয়াদিকে সামান্য প্রশ্রয় দানে দানবের ন্যায় বলবান হয়। রাজা কিরূপ মোহ-জড়িত, তুমি রাজপুরে অবস্থান ক'রে উপলব্ধি ক'র্‌তে পারবে। মহারাজের জীবন-রক্ষার তুমিই একমাত্র উপায়। জগতে সাধ্বীর আদর্শ প্রদান তোমারই কার্য্য—তোমার পূর্ব্ব-জন্মের বুদ্ধ-দর্শনের ফল। সত্বর প্রস্তুত হও।

পদ্মাবতী। প্রভু, কবে দাসী বুদ্ধদেবের দর্শন পাবে?

উপগুপ্ত। স্বামীর সহিত একত্র দর্শন ক'রবে। সেই দিন তোমার কার্য্য অবসান।

(চণ্ডাল-সর্দ্দার ও তৎপত্নীর প্রবেশ)

চণ্ডাল। আরে বেটী, তুই টুক্‌রাগুলাকে কি বল্‌লিরে? "বুদ্ধু বুদ্ধু" ব'লে হল্লা তুলছে। বাপ্‌রে, আমার ডর লাগে! তোর বুদ্ধুটা তো খাপা হবে না?

উপগুপ্ত। না, বাবা, তাঁর তোমাদের প্রতি পরম প্রীতি।

চণ্ডাল। ঠিক তো? তবে বেশ! হামি-লোক আর কারে যাই না, পুছ কর।

উপগুপ্ত। তোমরা পরম মঙ্গল লাভ ক'র্‌বে।

পদ্মাবতী। (চণ্ডাল ও তৎপত্নীর প্রতি) বাবা, মা, এতদিন তোমরা আমায় কন্যার ন্যায় রেখেছিলে। আজ আমি স্বামী-গৃহে যাব, বিদায় দাও।

চণ্ডাল। না, মা, সেটী হবে না! পরাণ ধ'রে পার্‌বে না। তুই যে ক'বরষ আলি—কাঁড়ি কাঁড়ি ধান হ'ল, যই হ'ল, গম হ'ল, বুট হ'ল। গউকে আনাজ খাওয়াই, তবু কম্‌তি হয় না—গোলা ভ'রে ভ'রে আছে।

চণ্ডাল-পত্নী। তুই বনের লছমী, তোকে ছাড়বে না। মিন্সে-মাগী বুকের ভেতর ধ'রে রাখ্‌ব।

পদ্মাবতী। মা, আমি পতি-সেবায় যাব, তাতে তুমি কেন বাধা দেবে? হাস্যমুখে কন্যাকে স্বামীর ঘরে যেতে বিদায় দাও।

চণ্ডাল। হ্যাঁ মা, হামাদের মায়া কাট্‌বি তো কেমন ক'রে থাক্‌বো গো? পরাণটা যে ধক্‌ধক্ ক'র্‌বে! মাগী মুঙে ভাত তুল্‌বে না। তুই রাঁধাবাড়া ক'রে না খেলে মাগী খায় না। তুই খা'লি দেখ্‌লে তবে খাবে। ও দানা-পানি ছোড়্‌বে।

চণ্ডাল-পত্নী। না না, মিন্সে, আমি কাঁদ্‌বে না। আয়, বেটী আয়, তোর ঝুঁটি বাঁধি, ফুলের মালা জড়াই। পলাশফুলের মত রাঙ্গা ক'রে সিন্দুর দিই, আয়, বেটী আয়। জামাই-ঘর যাবে না? যাবে—হামি ভি কাঁদ্‌বো না, তুই ভি কাঁদিস্ নে।

চণ্ডাল। স্থাখ্ স্থাখ্, মাগী কাঁদ্‌চে, আর হামায় মানা দিচ্ছে, ব'ল্‌ছে—কাঁদিস্ না।

চণ্ডাল-পত্নী। ও মিন্সে, ও মিন্সে, কাপ্‌ড়া বুন্‌লি—কোথায় রাখ্‌লি? বেটীকে নয়া কাপড়া পিনিয়ে দামাদ-ঘর ভেজব না? আদ্‌মি লোক যে নিন্দা ক'র্‌বে, বুরা ব'ল্‌বে।

উপগুপ্ত। মা মা, কি প্রেমের সংসার স্থাপন ক'রেছিস্!

[সকলের প্রস্থান।

অষ্টম গর্ভাঙ্ক

পথ

দেবী ও বীতশোক।

বীতশোক। কহ ঠকুরাণি, কেন হেন বিষাদিনী!
শত শত শুদ্ধ-আত্মা প্রচারকশ্রেণী
দেশ-দেশান্তরে, সাগরের পারে,
তুঙ্গ শৃঙ্গ করি উল্লঙ্ঘন
'অহিংসা পরম ধর্ম্ম' করেন বিস্তার

আরোপিত যে ধর্ম্ম-প্রভাবে
য়ুরোপ, এসিয়া, মিসর, সিরিয়া,
অবনত নৃপ শত শত বুদ্ধের চরণতলে।
মহান্ প্রতাপশালী রাজ্যেশ্বরগণ
ধর্ম্মতত্ত্ব সংগ্রহ কারণ
প্রেরিছেন যোগ্য দূত ভারতের দ্বারে।
মুক্তদ্বার রাজার ভাণ্ডার—
পথ, ঘাট, কূপের খনন, নির্ম্মাণ চিকিৎসাগার—
নর, পশু, পক্ষীর পীড়ার শান্তি হেতু।
নন্দিনী নন্দন তব—জন্ম শুভক্ষণে—
লঙ্কাধাম আলোকিত তাদের প্রভায়,
বোধিবৃক্ষ-পূত-শাখা রোপিত তথায়
ক'রেছেন নন্দিনী জামাতা তব—
তবে কেন দুঃখ ভাব, গুণবতি?

দেবী। ধ্যানমগ্ন আছ নিরন্তর—
সংসারের রোল নাহি পশে কর্ণে তব,
সে হেতু না জান অনর্থ রাজ্যেতে কত।
অষ্টাদশ সহস্র জৈনের শিরশ্ছেদ
হইয়াছে একদিনে।
ক্ষিপ্ত প্রজাগণে
নৃপতির প্রসাদ—সুবর্ণ প্রলোভনে
করে অন্বেষণ কোথা কোন জৈন বসে।
নির্জ্জন অরণ্যে কিম্বা পর্ব্বত-কন্দরে।
যারে দেখে তার নাহি ত্রাণ,
মুণ্ড আনে নৃপ বিদ্যমান
মহাহিংসা প্রবল ভারতে।
নিষ্ঠুর আদেশে হেন, কহ, উচ্চাশয়,
জনগণে কেমনে অহিংসা-শিক্ষা পাবে?
উচ্ছেদ পরম ধর্ম্ম হয় বা বপনে!

বীতশোক। মহারাজের ক্রোধ শান্ত হয় নাই?

দেবী। বরং অধিক উত্তেজিত হ'য়েছেন। আজ সংবাদ পেয়েছেন যে, পুনর্ব্বার জৈনেরা প্রভুর মূর্ত্তি তাদের উপাস্য দেবতার পদতলে অঙ্কিত ক'রেছে। তিনি স্বয়ং পর্য্যবেক্ষণে বহির্গত হ'য়েছেন যে, হত্যাকাণ্ড কঠোররূপে চালিত হয় কি না? অদ্য রাজাজ্ঞা—যে জৈনের প্রতি দয়া প্রকাশ ক'র্‌বে বা যে গোপনে রক্ষা ক'র্‌বে, যে কেহ জৈনকে এক মুষ্টি অন্ন বা এক গণ্ডূষ জল প্রদান ক'র্‌বে, সে সপ[illegible] বারে বিনষ্ট হবে। ঐ দেখ, বধার্থে ধ'রে নিয়ে যা[illegible] ঐ দেখ, রাজ-প্রসাদলাভার্থে ছিন্নমুণ্ড ল'য়ে যাচ্ছে!

(জনৈক জৈনকে লইয়া দুইজন সৈনিকের প্রবেশ)

জৈন। বাপ, এইখানেই বধ কর।

১ম সৈনিক। না, তুমি এক জন সর্দ্দার—তো[illegible] রাজার সম্মুখে কাট্‌ব।

দেবী। বাবা, তুমি বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ ক'রে কেন জী[illegible] রক্ষা কর না?

জৈন। মা, কেন এমন আজ্ঞা ক'চ্ছেন? আমি পা[illegible] জৈন-ধর্ম্ম ত্যাগ ক'রে কুসংস্কার ও নিষ্ঠুরতাপূর্ণ বৌ[illegible] গ্রহণ ক'র্‌ব? আমায় তুষানলে দগ্ধ ক'র্‌লে নয়, [illegible] উৎপাটন ক'রে বধ ক'র্‌লে নয়, মৃত্তিকা-গর্ভে আবদ্ধ ক[illegible] প্রাণনাশ ক'র্‌লে নয়। আমি কোন মহাপাপ ক'রেছি[illegible] সেই জন্য—"বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ কর" এরূপ বাক্য আমার ক[illegible] কুহরে প্রবেশ ক'র্‌লে!

দেবী। (সৈনিকদ্বয়ের প্রতি) তোম্‌রা আমায় চেন[illegible]

১ম সৈনিক। কে, মা রাজরাণী? আপনি এ ভিক্ষু[illegible] বেশে কেন? আমরা তক্ষশিলা-বাসী, আমাদের সম্মু[illegible] রাজ-গলে রত্নহার দিয়েছিলেন।

দেবী। তবে আমার এক অনুরোধ, এরে পরিত্যা[illegible] কর।

১ম সৈনিক। মা, তা'হলে রাজ-রোষে আ[illegible] প্রাণবধ হবে।

বীতশোক। শোন সৈনিক, মহারাজকে ব'ল যে, আ[illegible] অদ্য রাজ-দর্শনে যাব। যতক্ষণ না রাজ-সমীপে উপ[illegible] হই, ততক্ষণ এ ব্যক্তির প্রাণবধ না হয়। আমার ন[illegible] বীতশোক।

জৈন। আপনারা কি জৈন? তবে এ বৌদ্ধ ভি[illegible] ভিক্ষুণীর বেশে কেন? প্রাণের ভয় ক'র্‌বেন না, ধ[illegible] জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত হ'ন। এক দেহ যাবে, অপর [illegible] দেহ প্রাপ্ত হবেন।

[জৈনকে লইয়া সৈনিকদ্বয়ের প্রস্থা[illegible]

বীতশোক। ভগবতি, আপনি স্বস্থানে যান, [illegible] এ হত্যাকাণ্ড নিবারিত হবে। আমি রাজ-সমীপে প্রতি[illegible]

[ভিক্ষুর] কার্য্যান্তে রাজার নিকট উপস্থিত হব। অদ্য আমার [ইচ্ছা] পূর্ণ হবে।

দেবী। মৃত্যুঞ্জয় হও।

বীতশোক। দেবি, আপনার আশীর্ব্বাদ বিফল হবে না।

[দেবীর প্রস্থান।

(পথিপার্শ্বস্থ কুটীর-দ্বারে বীতশোকের আঘাত এবং কুটীর হইতে জনৈক আভির-পত্নীর বাহিরে আগমন)

বীতশোক। মা, আজ আমায় স্থান দিতে পার?

আভীর-পত্নী। আমার মানুষ সর্দ্দার-বাড়ী দুধ দুইতে [গেছে]। সে ফিরে আসুক, তুমি এই দোরে ব'স। আমরা বড় [গরীব]—আমার মানুষ দিন খেটে খায়। দু'পা এগিয়ে যাও, [ওখানে] তোমার মত ঢের সন্ন্যাসী আছে। বেশ খাবে-দাবে সুখে থাক্‌বে।

বীতশোক। মা, আমায় স্থান দাও, তোমাদের দুঃখ-[মো]চন হবে। আমার মুণ্ড দেখ্‌ছ—কত ওজনের? এর [যত ও]জন, তত ওজনের সোণা পাবে।

(আভীরের প্রবেশ)

আভীর-পত্নী। আমায় ভোলাচ্ছ! (আভীরকে দেখিয়া) [ও]গো দেখ, এই সন্ন্যাসী আমায় ভোগা দিচ্ছে। ব'ল্‌ছে—"আমার মাথার যতটা ওজন, রাজার কাছে ততটা সোণা [পা]বে, আমায় থাক্‌তে দাও।"

আভীর। কি আবল-তাবল ব'ক্‌ছ ঠাকুর? যাও, [এ]খানে হবে না।

বীতশোক। শোন, আমি মিথ্যাবাদী নই। তোমায় [চু]পায় বলি, শোন—

(অন্তরালে পরস্পরের কথোপকথন)

আভীর। (বীতশোকের প্রতি) যাও, তুমি বাড়ীর [ভি]তর যাও।

[বীতশোকের কুটীর মধ্যে প্রবেশ)

[(পত্নী]র প্রতি) যা আছে, এক মুঠো খেতে দে।

আভীর-পত্নী। ও কি ব'ল্‌লে! চুপি চুপি?

আভীর। ও একটা পাগল—ব'ল্‌লে, আমার মাথাটা [কে]টে রাজার কাছে নিয়ে চল।

আভীর-পত্নী। হ্যাঁরে হাঁ, ঢ্যাঁট্‌রা দিয়ে গেছে বটে! [মা]থাটা কেটে নিয়ে গেলে রাজা টাকা দেয়!

আভীর। আহা, ও আমাদের মত কাঙ্গাল! বুঝি, দল থেকে তাড়িয়ে দেছে। খেতে পায় না, তাই পেটের দায়ে মনে ক'চ্ছে—ম'লেই বাঁচি। দুঃখের জ্বালায় আমারও একদিন মনে হ'য়েছিল। যা যা, দু'টি খেতে দি গে।

[আভীর-পত্নীর কুটীর-মধ্যে প্রস্থান।

ও দিকে ভারি হল্লা হ'চ্ছে!

(আভীর-পত্নীর পুনঃ প্রবেশ)

আভীর-পত্নী। ওগো, ওগো, পাগল বটে! বুক চিরে রক্ত দিয়ে একটা শুক্‌নো পাতায় নখ দিয়ে কি লিখ্‌ছে।

(বীতশোকের পুনঃ প্রবেশ)

বীতশোক। বাবা, এস! আমার শিরশ্ছেদ ক'রে এই পত্র আর মুণ্ড নিয়ে রাজার কাছে উপস্থিত হও। এই মুণ্ডের ওজনে সোণা পাবে। আমি সত্য ব'ল্‌ছি, আমি ভিক্ষু—আমার কথা মিথ্যা হবে না।

আভীর। হাঁ হাঁ, যাও যাও! দুটি খেয়ে নাও—তারপর কাট্‌ব এখন।

বীতশোক। তবে শীঘ্র এস, বাবা!

[বীতশোকের পুনরায় কুটীর মধ্যে প্রস্থান।

আভীর-পত্নী। কাটি আয়! ও পাগল—ওর মরাই ভাল! ও মিছে নয়—সৃষ্টির লোক সোণা আন্‌ছে, আর আমাদের ক'রলেই দোষ।

(রাজাজ্ঞা-ঘোষণাকারীর প্রবেশ)

ঘোষণাকারী। যে আশ্রয় দেবে, সবংশে কাটা যাবে। কেউ আশ্রয় দিও না। দেখ্‌বামাত্র প্রাণ-বিনাশ করো। মুণ্ড ল'য়ে গেলে, মহারাজ সুবর্ণমুদ্রা পুরস্কার দেবেন।

[ঘোষণাকারীর প্রস্থান।

আভীর-পত্নী। এখন দেখ রাজার হাতে মর্‌বি না কাট্‌বি?

আভীর। আয় তবে কাটি।

[উভয়ের প্রস্থান।

(অশোক, রাধাগুপ্ত এবং পশ্চাতে জৈনকে লইয়া সৈনিকদ্বয়ের প্রবেশ)

অশোক। কই, বীতশোক কোথায়? তার অনুরোধে এই পাষাণ্ডকে এখন' জীবিত রেখেছি।

১ম সৈনিক। মহারাজ, এইখানে ছিলেন।

(কুটীর হইতে পত্র হস্তে আভীরের বহিরাগমন)

আভীর। কেটেছি, মহারাজ, কেটেছি! এই লেখা দেখুন।

অশোক। (পত্র পাঠ করিয়া) কি সর্ব্বনাশ!

(বীতশোকের মুণ্ড লইয়া আভীর-পত্নীর কুটীর হইতে বহিরাগমন)

আভীর-পত্নী। এই দেখ, মুণ্ড দেখ! সোণার তাল দাও, রাজা!

অশোক। বীতশোক—বীতশোক— (মূর্চ্ছা)

(উপগুপ্তের প্রবেশ)

উপগুপ্ত। মহারাজ, প্রকৃতিস্থ হ'ন।

অশোক। প্রভু, সর্ব্বনাশ হ'য়েছে! বীতশোক ছেড়ে গিয়েছে—আমার বুকে দারুণ শেলাঘাত! আমার রাজ্য যাক্, ধন যাক্, সকল যাক্! পৃথিবী আমায় গ্রাস করুক! মা আমায় স্বর্গ হ'তে অভিশাপ দিচ্ছেন! আমার হাতে হাতে স'পে দিয়েছিলেন, তারই ছিন্নমুণ্ড আমি দেখ্‌লেম!

(কুনালের প্রবেশ)

কুনাল, দেখ, আমি ভ্রাতৃঘাতী!

উপগুপ্ত। মহারাজ, ধৈর্য্য অবলম্বন করুন।

অশোক। প্রভু, আমি আমার ভ্রাতার মৃত্যুর কারণ হ'লেম! যখন আমি পিতৃ-স্নেহ-বর্জ্জিত, ভ্রাতৃগণের ঘৃণিত, জনসমাজ-ত্যক্ত, বীতশোক ছায়ার ন্যায় আমার সাথী ছিল। আমি রুষ্টভাষা প্রয়োগ ক'র্‌লে কখন' অসন্তোষ প্রকাশ করে নাই। যে দিন আমি পিতৃ-আজ্ঞা পালনে তক্ষশিলা যাত্রা করি, বীতশোক আমার সাথী হ'বার জন্য কাতরভাবে আমার নিকট প্রার্থনা ক'রেছিল। আমি নিবারণ করায় প্রতিজ্ঞা করে যে, একদিন আমার কার্য্যে তার দেহ অর্পণ ক'রে ভ্রাতৃবাৎসল্যের পরাকাষ্ঠার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন ক'রবে। মহাপুরুষ প্রতিজ্ঞা রক্ষা ক'রেছে। যে দিন ভিক্ষুবেশে বিদায় গ্রহণ করে, সে দিন 'মৃত্যুঞ্জয় হ'য়ে পুনরাগমন ক'রব'—এই প্রবোধ আমায় দেয়। সে মৃত্যুঞ্জয়—মৃত্যু উপেক্ষা ক'রেছে, কিন্তু আমার মনে আমি কি প্রবোধ দেব। প্রভু! আমি কি ক'র্‌লেম! কেন তারে বিদায় দিয়েছিলেম! এই কি আমার ভ্রাতৃস্নেহ! (পত্রপ্রদান)

কুনাল। পিতা, এ দারুণ শোক কথঞ্চিৎ [illegible] একমাত্র উপায়—এই মহাপুরুষের আদর্শ গ্রহণ, নিজদেহ উৎসর্গীকৃত করণ—সম্পূর্ণ আত্মত্যাগ! পাতিয়া বীতশোকের উদ্দেশ্যে) মহাপুরুষ, সন্তান[illegible] কর—তোমার আদর্শ গ্রহণে বল দাও।

উপগুপ্ত। মহারাজ, মহাপুরুষের দেহত্যাগে করা অনুচিত। সাধু ভ্রাতার অনুরোধ পালন করুন। আপনার শোণিতে লিখেছেন—রাজ্যে হত্যাকাণ্ড হ'ক, দীন-দরিদ্র রাজ্যে না থাকে, আর এই হত[illegible] মহাপুরুষের মস্তকের তুলায় স্বর্ণ প্রদান করেন। ম[illegible] আজ্ঞা-পালন আপনার প্রায়শ্চিত্ত। ক্রোধরূপে আপনার হৃদয় অধিকার ক'রেছিল, মহাপুরুষে[illegible] আজ সেই পরম রিপু বহির্গত হ'ল। ধন্য বী[illegible] বুদ্ধদেবের কৃপায় তুমি সত্যই মৃত্যুঞ্জয়!

অশোক। বৎস বীতশোক, তোমার অনুরো[illegible] উপেক্ষা ক'রেছিলেম—রোষান্ধ হ'য়ে জৈন-হত্যায় হই নাই। তুমি নিজ শোণিতদানে শোণিত-প্রবাহ ক'রেছ, জগতে তুমিই ধন্য! মন্ত্রীবর, দ্রুতগামী দ্বারা রাজ্যময় প্রচার করুন—হত্যাকাণ্ড নিবারি[illegible] রাজ্যে কোথাও কুটীর না থাকে, কোথাও অন্নাভাব ভাণ্ডার হ'তে অকাতরে অর্থ বিতরিত হ'ক। এ দীনতা দূর করুন।

জৈন। মহারাজ, আমায় উপদেশ দেন, আ[illegible] আমি জৈন নই, আমি বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ ক'রলেম। এরূপ আত্মত্যাগ, সে-ই সনাতন ধর্ম্ম।

উপগুপ্ত। মহারাজ, মহাপুরুষের প্রভাব দেখুন

নিবার
জনা

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

স্তূপ-সম্মুখস্থ বিস্তৃত প্রান্তরমধ্যে রাজসভা।
অশোক, রাধাগুপ্ত, বৌদ্ধগণ, সভাসদগণ ও
বিদেশীয় রাজদূতগণ।

১ম বৌদ্ধ। মহারাজ যে বিরাট সভা সংযোজন ক'রে
[র্দ্ধ]-সংস্কারপূর্ব্বক বৌদ্ধ-ত্রিপিটক স্থাপন ক'রেছিলেন, এতে
[চি]রদিনের জন্য আপনি বৌদ্ধগণের কৃতজ্ঞতাভাজন। বৌদ্ধগণ
[আ]জ হ'তে মহারাজকে সঙ্ঘাধিপতি ব'লে সম্ভাষণ ক'চ্ছে।
[মহ]ারাজ, বিদায় হ'লেম। আশীর্ব্বাদ করি, সদনুষ্ঠান আপনার
[সফ]রসঙ্কল্প হ'ক।

অশোক। আপনাদের আশীর্ব্বাদই শ্রেয়ঃ কার্য্য-সাধনের
[মূ]লভিত্তি।

[বৌদ্ধগণের প্রস্থান।

রাধাগুপ্ত। মহারাজ! মিসর, গ্রীস, সিরিয়া, সিংহল,
[ত]াতার প্রভৃতি সুদূর জনপদ হ'তে ও অন্যান্য বহু প্রদেশের
[র]াজদূত নিজ নিজ প্রভুর অনুরোধ মহারাজকে জ্ঞাপন ক'রবার
[নি]মিত্ত উপস্থিত। সমস্ত রাজেন্দ্রবর্গেরই বাসনা—
[ম]হারাজের সহিত যে বন্ধুত্ব-সূত্রে তাঁরা আবদ্ধ, তা
[পু]রুষানুক্রমে স্থায়ী হ'ক এবং বৌদ্ধধর্ম্মপ্রচারার্থ যে বৌদ্ধ-
[ভি]ক্ষু তথায় প্রেরিত হ'য়েছেন, তাঁরা অল্পসংখ্যক—বিস্তৃত
[র]াজ্যে সকল স্থানে তাঁদের প্রচার-কার্য্য সুসম্পন্ন হয় না;
[এ]বং সেই সকল রাজেন্দ্রবর্গ বন্ধুতার চিহ্নস্বরূপ নানাবিধ
[উপ]ঢৌকন মহারাজের নিকট প্রেরণ ক'রেছেন।

অশোক। সম্ভ্রান্ত দূতমণ্ডলী, আপনাদিগের মহারাজ-
[গ]ণের বদান্যে আমি পরম আপ্যায়িত! তাঁদের প্রেরিত
উপঢৌকন সকল তাঁদের মঙ্গলার্থে বৌদ্ধ-সঙ্ঘের কার্য্যের
নিমিত্ত প্রেরিত হবে, এ অপেক্ষা এই সকল উপঢৌকনের
[সদ্]ব্যবহার অসম্ভব। তাঁদের সদিচ্ছা-সংপূরণের নিমিত্ত অচিরে
[ব]হুসংখ্যক প্রচারক প্রেরিত হবে।

মিশর-রাজদূত। মহারাজের যশঃ-সৌরভ অধিক বা
সৌজন্য অধিক, আমি দাস মাত্র—তা প্রকাশ ক'র্‌তে অক্ষম!

গ্রীক্-দূত। মহারাজ, মিশরাধিপতির দূত মহাশয়
আমাদিগের মনোভাব সম্পূর্ণ ব্যক্ত ক'রেছেন।

অন্যান্য দূতগণ। সত্য সত্য!

অশোক। মন্ত্রীবর, রাজদূতগণের আতিথ্য-সংকারের
প্রতি আপনি পূর্ণ লক্ষ্য স্থাপন ক'রেছেন, সন্দেহ নাই।

মিশর-দূত। হ্যাঁ মহারাজ, আমি দূতবর্গের মুখপাত্র
হ'য়ে নিবেদন ক'চ্ছি যে, রাজবদান্যে আমরা সকলেই
পরিতৃপ্ত। পরিশেষে আমাদের সমবেত নিবেদন যে, আমরা
সমস্ত রাজ্য পর্য্যটন ক'রে বিস্মিত হ'য়েছি—পাটলিপুত্র হ'তে
শতমুখে বিস্তৃত পথ সকল সমস্ত রাজ্য এক বন্ধনে স্থাপন
ক'রেছে! রাজ্যের এক প্রান্ত হ'তে অপর প্রান্তে গমন,
পল্লী হ'তে পল্লী-অন্তরে গমনের ন্যায় সুগম। শত শত
কূপ পথিকগণকে শীতল বারি প্রদান ক'চ্ছে। বৃক্ষশ্রেণী
ছায়া দান ক'রে স্নিগ্ধ ক'চ্ছে। চিকিৎসালয় প্রতি স্থানে
জন-দুঃখ মোচনার্থ মুক্তদ্বার এবং যাহা উপন্যাসেও কল্পিত
হয় না—পশুপক্ষী এবং ক্ষুদ্র জীবগণের জন্যও সুশিক্ষিত
চিকিৎসকসকল নিয়োজিত। দুষ্প্রাপ্য ঔষধ প্রত্যেক স্থানেই
সুলভ। নানাস্থান হ'তে আহরিত বীজোৎপন্ন বৃক্ষলতা
প্রতি চিকিৎসালয়ের পার্শ্বে উপবনের শোভা ধারণ ক'রেছে।
রাজ্যের চতুঃসীমান্ত বন্য প্রদেশেও জীবহিংসা রহিত। পল্লীতে
পল্লীতে বিদ্যালয়। বনবাসীরাও ধর্ম্মনীতি-দীক্ষিত। সহস্র
সহস্র স্তূপ, বিহার ও উচ্চশির স্তম্ভ সকল ধর্ম্ম-প্রচারের জন্য
যেন স্বর্গবাসী কোন দেবশিল্পী-নির্ম্মিত। রাজাদেশ-প্রচারের
উপায়ও অতি অদ্ভুত মস্তিষ্কে আবিষ্কৃত—পর্ব্বতগাত্রে, স্তম্ভ-গাত্রে
যেন রাজাদেশ অক্ষয় কীর্ত্তি-স্বরূপ সুন্দর অক্ষরে খোদিত
এতদ্দ্বারা প্রত্যেক প্রজা রাজাদেশ অবগত—সমস্ত রাজ্যে এক
ভাষায় কথোপকথন ও ভাব প্রকাশ। কি অদ্ভুত কৌশলে
এই বিরাট রাজ্য একভাষী হ'য়েছে, তাহা নির্ণয় ক'র্‌তে
বুদ্ধি পরাজিত। এ সকল যদি স্বচক্ষে না দৃষ্টি ক'র্‌তেম
অতি সত্যবাদীর বর্ণনায়ও বিশ্বাস স্থাপন হ'ত না। আমরা
সকলে একবাক্যে উচ্চ ধ্বনিতে বলি—মহারাজের জয় হ'ক
মহারাজ দীর্ঘজীবী হ'ন।

অশোক। দূতবর, আমি অকপটচিত্তে আপনাদের
নিকট প্রকাশ ক'চ্ছি, এ সমস্তই ভগবানের কার্য্য। আমার
নয়—ভগবানের কৃপায় সাধিত হ'য়েছে এবং সেই ভগবৎ-কৃপা
অচিরে সমস্ত পৃথিবীমণ্ডলে ব্যাপ্ত হবে। আপনারা নিজ
নিজ ভূপালকে আমার ভ্রাতৃ-সম্বোধন জ্ঞাপন ক'রবেন।
ভ্রাতৃভাব ভগবানের করুণায় স্থাপিত হ'য়ে জননী মেদি

বিদ্বেষশূন্য হ'ন ও মানবমণ্ডলী এক পরিবারের ন্যায় বাস করুক। সভা ভঙ্গ হ'ক, আপনারা বিশ্রাম করুন।

[প্রণামপূর্ব্বক দূতগণের প্রস্থান।

মন্ত্রীবর, আপনাদেরও বিশ্রামের সময়, আমিও বিশ্রামের অবকাশ গ্রহণ করি। (ভূতলে উপবেশন)

রাধাগুপ্ত। কি করেন, মহারাজ!

অশোক। কার্য্যান্তে বিশ্রামের প্রয়োজন হ'য়েছে।

আকাল। মহারাজ তো শিষ্টের পালন, দুষ্টের দমনের নিয়ম ক'রেছেন। কিন্তু একবার আমার রাজবুদ্ধির পরীক্ষা ক'রবার ইচ্ছা হ'চ্ছে—দেখি কতদূর দৌড়। বলুন, যদি এক ব্যক্তি সমস্ত রাজ-নিয়ম ভঙ্গ করে, তারে কি সাজা দেবেন?

অশোক। আমার তোমার মত বুদ্ধি নাই। তোমার নিকট শিখি, তোমার বুদ্ধিতে কি হয়, বল দেখি?

আকাল। রাজা ক'রে দেওয়া।

রাধাগুপ্ত। তাহ'লে তো বড় কঠোর দণ্ড হ'ল, আকাল?

আকাল। মন্ত্রীম'শায় কি বুঝ্‌বেন বলুন? কি পাকা বুদ্ধি দিয়েছি, তা মহারাজকে জিজ্ঞাসা করুন।

রাধাগুপ্ত। তুমিই ব্যাখ্যা ক'রে বুঝিয়ে দাও না?

আকাল। শুনুন! কারাবদ্ধ ক'র্‌লেন, আগুনে পোড়ালেন, জলে ডোবালেন, বিষ খাওয়ালেন, ছাল খুল্‌লেন—খানিক ধড়ফড় ক'রে ফুরিয়ে গেল, আর তো নয়? আর মহারাজের মত রাজা হ'তে গেলে—প্রথম বাপে খ্যাদাবে, ভাই প্রাণবধের চেষ্টা ক'র্‌বে, মা আগুন খেয়ে যাবেন; এক স্ত্রী নিরুদ্দেশ হবেন, আর এক স্ত্রী হলদে কাপড় প'রে দেশে দেশে ঘুর্‌বেন; এক ছেলে এক মেয়ে যাবেন কি না বিভীষণের দেশে—লঙ্কায়! আর এক পুত্র—রাজা হ'তে গিয়ে দোরে দোরে সস্ত্রীক গান ক'রে বেড়াবেন আর ভিক্ষান্নে উদর পূরণ ক'র্‌বেন। আর স্বয়ং আহার-নিদ্রার সাবকাশ নাই—কোথায় থাম তুল্‌বেন, কোথায় বাটালি দে' হরফ বসাবেন, আর দেশে-দেশে, গ্রামে-গ্রামে, পল্লীতে-পল্লীতে ঘুরে ঘুরে দেখ্‌বেন কে কোথায় কি খাচ্ছে, কোথায় শুচ্ছে! এতেও নিস্তার নাই—ঝড়ে কোন্ পাখীটার ডানা ভেঙ্গেছে, কোন্ গরুটার পা ফুলেছে, এই আজীবন তদারক ক'র্‌বেন! বাবা, কি ঘুরুনি! যদি জুতো পায়ে না থাকৃত, এতদিন হাঁটুতে চ'ল্‌তেম।

অশোক। কেন তুই আমার সঙ্গে ঘুরেছিস?

আকাল। গেয়ো কি এক রকম থাকে, মহারাজ, তা'হলে কি রাজভৃত্য হই!

অশোক। ইচ্ছা ক'র্‌লেই তো চ'লে যেতে পার।

আকাল। ঐ হলদে কাপড় আর নেড়া মাথা নির্ব্বংশ না হ'লে পার্‌ব না। ঐ যে ছোঁড়া আস্‌মানে ঝুলে সেদিন কি বলে দিলে, সে দিন থেকে আমিও বিগ্‌ড়ে গেছি।

(দেবীর প্রবেশ)

দেবী। মহারাজ, দাসীকে আশীর্ব্বাদ করুন।

অশোক। শুভে, এখন তো আমি সিংহাসনে নাই, এখন আমার পার্শ্বে উপবেশন কর।

দেবী। মহারাজ, আপনার পার্শ্বে উপবেশন ক'র্‌বার উপযুক্ত হ'লে অবশ্যই ব'স্‌তেম।

অশোক। ভাল, তোমার যেরূপ অভিরুচি! তোমার পুত্র-কন্যার সংবাদ কি?

দেবী। সেই সংবাদই দাসী রাজ-চরণে নিবেদন ক'র্‌তে উপস্থিত। মহেন্দ্র যে আপনার ঔরসজাত পুত্র, সিংহলে সে তা প্রকাশ ক'র্‌তে সক্ষম হ'য়েছে। তারই উপদেশে সিংহলরাজ তিষ্য মহারাজের আদর্শে সমস্ত সিংহলে ধর্ম্ম-প্রচার, স্তূপ, স্তম্ভ ও বিহার নির্ম্মাণ ক'রে সিংহলদ্বীপ জম্বুদ্বীপের ন্যায় ধর্ম্মক্ষেত্ররূপে পরিণত ক'রেছেন। মহারাজের কন্যা সঙ্ঘমিত্রা পাটরাণী অনুলাকে দীক্ষিতা ক'রেছে। প্রতি অন্তঃপুরে বুদ্ধদেবের অর্চ্চনায় অন্তঃপুর-বাসিনীগণ নিযুক্তা।

অশোক। দেবি, আনন্দ সংবাদ! তোমার গর্ভের উপযুক্ত সন্তান! তুমি ভাগ্যবতী, নচেৎ পরম ভাগবত-ভক্ত সারিপুত্রের অস্থির উপর স্তূপাবরণ প্রদানে যশস্বী হ'য়েছ? চন্দ্র-সূর্য্য সে স্তূপ চিরদিন দেখ্‌বে। এখন কোন্ দেব-কার্য্যে নিযুক্তা আছ?

দেবী। দাসী মহারাজের সহধর্ম্মিণী, মহারাজের কার্য্যে সামান্য সহায় মাত্র। আমি আমার সেই ইষ্টদেবের কার্য্যে নিযুক্ত আছি। আমি দেশে দেশে ভ্রমণ করি। সর্ব্বস্থানে মহারাজের কার্য্য সুসম্পাদিত দর্শনে আত্মশ্লাঘায় বিভোর হই। ভাবি যে, এই কীর্ত্তিমান পুরুষের পাদস্পর্শে আমার অধিকার আছে।

অশোক। ধন্য তুমি!

দেবী। যদি প্রসন্ন হ'য়ে থাকেন, দাসীর একটী দান গ্রহণ করুন।

অশোক। এ আবার কি রহস্য! তুমি ভিক্ষুণী, তুমি আমায় কি দেবে?

দেবী। কোন এক উচ্চমনা রমণীর উচ্চ আশা—মহারাজের কার্য্যে নিযুক্তা হয়। সে অতি হীনকুলে প্রতিপালিতা। তার উচ্চ আশা—মহারাজের আবর্জ্জনা পরিষ্কার করা, পরিধেয় বস্ত্র ধৌত করা, ভোজন-পাত্রমার্জ্জন করা। যদিচ অভাগিনীর শ্রবণ-শক্তি আছে, কিন্তু, কি জানি গুরুদেব কেন অভাগিনীকে বাক্‌শক্তি-বর্জ্জিতা ক'রেছেন। কথা বোঝে, উত্তর প্রদানে অক্ষম।

অশোক। কোথায় সে রমণী?

(অবগুণ্ঠনাবৃতা পদ্মাবতীর প্রবেশ ও অশোককে প্রণাম করণ)

মন্ত্রীবর, কি আশ্চর্য্য সৌসাদৃশ্য দেখুন! যদি বর্ণ মলিন না হ'ত, আমার পদ্মাবতী ব'লে ধারণা হ'ত।

আকাল। (স্বগত) আমার পাকা ধারণা হ'য়েছে।

অশোক। তুমি আমার সেবা-প্রার্থী?

পদ্মাবতী। (প্রণাম করণ)

অশোক। এমন নীচ কার্য্যের প্রার্থী কেন?

পদ্মাবতী। (দুই হস্ত উর্দ্ধে উত্তোলন পূর্ব্বক পুনরায় বক্ষে স্থাপন)

দেবী। মহারাজ, ও ইঙ্গিত ক'রে জানাচ্ছে—দেবকৃপায়।

অশোক। মন্ত্রীবর, বোধ হয় কাঙ্গাল—ভোগ-বাঞ্ছা অতৃপ্ত, উচ্ছিষ্ট রাজ-খাদ্য প্রয়াস করে! (রাধাগুপ্তের প্রতি) চলুন। (আকালের প্রতি) আকাল, এঁর স্থান নির্দ্দিষ্ট ক'রে দিও তো।

রাধাগুপ্ত। মহারাজ, রাজপুরে চণ্ডাল-কন্যার কোথায় স্থান হবে?

দেবী। মন্ত্রীবর, মহারাজ বৌদ্ধভিক্ষু—মহারাজের জাতিবিচার কি? আপনি তো অবগত আছেন, স্বয়ং বুদ্ধদেব চণ্ডাল-গৃহে আতিথ্য স্বীকার ক'রেছিলেন।

অশোক। দেবি, আমার আহার হয় নাই, এস, একত্রে ভোজন ক'রব।

দেবী। আমি প্রসাদ-প্রার্থী হ'য়েই এসেছি।

[আকাল ও পদ্মাবতী ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

আকাল। দাঁড়া বেটী দাঁড়া, আমার কথায় চ'লতে হবে—রাজার হুকুম তো শুনলি? দেখ্ বেটী, সব তফাতে গিয়েছে, কেউ শুনতে পাবে না। ছেলের কাছে মা লুকুতে পারে না, অন্ধকারে গায়ে হাত দিয়েই ঠাওর পায়, মা কি না। বল্ দেখি, ব্যাপারখানা কি?

পদ্মাবতী। বাবা, আমি জানি নে। গুরুদেব ব'লেছেন, কোন এক দুশ্চরিত্রা রাজার অমঙ্গল-সাধনের নিমিত্ত রাজপুরে অবস্থান ক'চ্ছে। আমা দ্বারা সে অমঙ্গল নিবারিত হবে—এ নিমিত্ত তাঁর আজ্ঞায় এসেছি।

আকাল। মা, মন অন্তর্য্যামী! ঐ আশঙ্কাই আমার দিবা-রাত্র। আমার ধারণা, ঐ দুশ্চারিণী সুসীমের উপপত্নী ছিল, মহারাজকে প্রতারণা ক'রে রাজমহিষী হ'য়েছে। কিন্তু কিরূপে মূর্ত্তি পরিবর্ত্তন ক'রেছে, আমি বুঝ্‌তে পারি নে। মায়ে-বেটায় নিত্য কি ক'রে দেখা হবে, আমি সংবাদ পাব কি ক'রে?

পদ্মাবতী। আমি উচ্ছিষ্ট দ্রব্য নিয়ে অন্তঃপুর হ'তে বহির্গত হব, তুমি সে সময় উপস্থিত থেক'।

আকাল। (উচ্চৈঃস্বরে) কোথাকার আবাগের বেটীকে নিয়ে এল গো, ভাল যন্ত্রণা—এ চাঁড়ালের মেয়েকে কোথায় রাখি! (নিম্নকণ্ঠে) এস মা—

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

স্তূপ সম্মুখস্থ পথ

মার ও তৃষা।

মার। ডরে হায় অন্তর শুখায়,
বুঝি, মম অধিকার যায়—
দুরন্ত অশোক—অসম্ভব তার পরাভব!
করিলাম প্রতারণা যত,
সবই হত, অজানিত কি মহা প্রভাবে!
বার বার পাপ-পঙ্কে করি নিমগন,
কিন্তু, হায়, বিফল যতন!
পুনঃ পুনঃ হইল উত্থান
শতগুণে নির্ম্মলতা লভি—
অগ্নিতাপে কাঞ্চন যেমতি।
অহো, মর্ম্মঘাতী কি দারুণ ব্যথা—
শত শত ধর্ম্মস্তূপ বিহার নির্ম্মিত!
হের যেই স্তম্ভ সম্মুখে উত্থিত,
এইমত অভ্রভেদী স্তম্ভসারি কত—

যেন বক্ষোপরি স্থাপিত আমার!
বিপুল ধরায় আর নাহি হিংসা-দ্বেষ—
হেরি, হিংস্রজন্তুগণ
জীবহিংসা ক'রেছে বর্জ্জন—
অশোকের দুরন্ত শাসনে!

তৃষা। পিতা, চিন্তা কর দূর,
চিত্তহরা আছে রাজপুরে।
মায়াজাল করিয়া বিস্তার
সে মজাবে অশোকে নিশ্চয়।

মার। নীলাম্বরে ক্ষুদ্র মেঘ মাত্র চিত্তহরা!
কিন্তু,
মলয় মারুত সম অহিংসা বহিছে—
কেমনে সে ক্ষুদ্র মেঘে গগন ব্যাপিবে?
কিন্তু সাগরে নিমগ্নজন ধরে ক্ষুদ্র তৃণ।
নিয়োজিত কর কোন অনিষ্ট সাধনে—
কোপে যাহে বিনাশি তাহায়
লিপ্ত হয় নারী-হত্যা-পাতকে অশোক,
মহা ইষ্ট হইবে সাধন।

তৃষা। চিত্তহরা আশ্রিতা তোমার—
চাহ তার জীবন সংহার?

মার। আশ্রিত আমার!
ভেবেছ কি মনে তুমি বন্ধু আমি কার?
তুই দ্বিচারিণী—
কভু তুষ্ট রুষ্ট কার প্রতি—
পাপাচারে সহায় যেমন,
পুণ্যকার্য্যে উত্তেজনা দানিস্ তেমন!
নহে তোর মত আমার প্রকৃতি!
নর-নারী শত্রু মম, মিত্র কেহ নয়।
যারে প্রয়োজন
করি তার সাহায্য গ্রহণ,
পরিশেষে দানি স্থান নরক দুস্তরে।
যাও ত্বরা যথা চিত্তহরা;
কুনালের অনিষ্ট সাধনে
ক'র প্রবর্ত্তিত তারে।
দেখি, যদি মনস্কাম পূর্ণ হয় তায়।

[উভয়ের প্রস্থান।

—

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

পাটলিপুত্র—রাজ-অন্তঃপুর

শয্যায় উপবিষ্ট অশোক—সম্মুখে উপগুপ্ত।

অশোক। প্রভু, এই তো আমার দেহ দিন দিন রোগে জীর্ণ। আর কতদিনে আমার হৃদয়ে সেই মহাজ্ঞানারুণ-জ্যোতি-প্রভাবে হৃদ্‌পদ্ম প্রস্ফুটিত হ'য়ে বুদ্ধদেবের আসনের উপযুক্ত হবে?

উপগুপ্ত। বৎস, সমস্তই সময় সাপেক্ষ। যেদিন তোমার দেহে মার সমূলে নির্ম্মূল হবে, সেই দিন সেই মহাজ্যোতি দর্শন পাবে।

অশোক। প্রভু, এক্ষণে মার কিরূপে আমার দেহে অবস্থান ক'চ্ছে?

উপগুপ্ত। বৎস, মোহবীজ এখন' নির্ম্মূল হয় নাই। সেই বীজে বহুশাখাবিশিষ্ট মহাপাপবৃক্ষ উৎপন্ন হয়। কাম, ক্রোধ, মাৎসর্য্য, দেহাভিমান প্রভৃতি মোহবীজোৎপন্ন রিপুর প্রতি সাবধানে লক্ষ্য রাখ্‌বে।

অশোক। প্রভু, বীতশোকের মৃত্যুতেও কি ক্রোধের শান্তি হয় নাই।

উপগুপ্ত। এক রিপু বহু রিপুর জনক। অবশ্যই ক্রোধ শান্ত হ'য়েছে।

অশোক। প্রভু, আপনি উদ্ধার করুন, আমি নিজ চেষ্টায় অক্ষম।

উপগুপ্ত। বৎস, অদ্ভুত এ নর-শরীর, এর চেষ্টায় সকলই সম্পন্ন হয়। মনুষ্য স্বয়ং আপনার উদ্ধারকর্ত্তা। বারবার নিষ্ফল হ'লেও চেষ্টায় বিরত হ'য়ো না। মঙ্গলদাতা অচিরে তোমার মঙ্গলবিধান ক'র্‌বেন।

(পদ্মাবতীর প্রবেশ ও উপগুপ্তকে প্রণাম করণ)

সাধ্বি, তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হ'ক!

অশোক। প্রভু, দেখ্‌ছি এ চণ্ডালিনীর আপনার পাদস্পর্শের অধিকার আছে।

উপগুপ্ত। মহারাজ, এর ন্যায় পুণ্যবতী রমণী ভারতে দুর্লভ।

অশোক। প্রভু, আমারও এর প্রতি এরূপ ধারণা। আমি এর নিকট চিরঋণে আবদ্ধ। দিবা-রাত্র আমার সেবায় নিযুক্ত। যদিচ এরূপ লজ্জাশীলা যে, আমি এর মুখম

থন' দেখি নাই, কিন্তু আমার কোন প্রকার সেবায় এ কুণ্ঠিতা য়। অন্য দাস-দাসীকে আমার বস্ত্রাদি স্পর্শ ক'রতে দেয় া, পাছে আমার গ্রহণীরোগে তাদের ঘৃণার উদ্রেক হয়। বাধ হয়, এর সেবা ব্যতীত এতদিনে আমি মৃত্যুমুখে পতিত ?'তেম। দিবসে সেবা, সমস্ত রাত্রি আমার পরিচর্য্যার নিমিত্ত জাগরিত থাকে। প্রভু, সত্যই অদ্ভুত রমণী!

(তিষ্যরক্ষিতাবেশী চিত্তহরার প্রবেশ)

চিত্তহরা। মহারাজ, এই ঔষধ নিন। আমি কয় দিন অনুপস্থিত ছিলেম, মহারাজের মনে কি উদয় হ'য়েছে জানি না। কিন্তু কঠোর দেবসেবার ফলে এই দণ্ডেই আরোগ্য লাভ ক'রবেন। ঔষধ সেবন করুন।

অশোক। (ঔষধ গ্রহণ করিয়া) এ কি—এ যে পলাণ্ডু!

উপগুপ্ত। মহারাজ, পলাণ্ডু জ্ঞান ক'রবেন না; এ ঔষধ—সেবন করুন।

(অশোকের ঔষধ সেবন করণ)

চিত্তহরা। মহারাজ, এ ঔষধ দেব-প্রদত্ত, এখনই ঔষধের গুণ উপলব্ধি ক'রবেন।

উপগুপ্ত। মহারাজ, বিশ্রাম করুন, আমি আসি।

[উপগুপ্তের প্রস্থান।

চিত্তহরা। দাসীকেও মার্জ্জনা আজ্ঞা হয়, দেব-পূজায় গমন ক'রব।

অশোক। যাও সাধ্বি, আমার নিদ্রাকর্ষণ হ'চ্ছে, আমার শরীরের যন্ত্রণার অনেক উপশম বোধ হ'চ্ছে।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

চিত্তহরার (তিষ্যরক্ষিতা) কক্ষ

চিত্তহরা ও তৃষা।

চিত্তহরা। ওষুধ খেয়েছে—খেয়েছে। চাঁড়াল মাগী রইল, আমি পালিয়ে এলুম। তুমি ব'লেছিলে, ওষুধের গুণে কৃমি নির্গত হবে, আমার মনে হ'য়েই ঘৃণা বোধ হ'তে লাগ্‌লো। শুভক্ষণে মাগীকে পাওয়া গিয়েছে! না হ'লে এই কুৎসিত কুরূপ, গ্রহণীরোগগ্রস্তের কাছে থেকে দাসী দ্বারা সেবা করাতে হ'তো। এক একবার ঘরে যাই, তা না স্নান ক'রে আমার গা ঘিন্ ঘিন্ যায় না! আর ঐ মাগী ছু'হাতে সেবা করে। মাগো—চণ্ডালগুলোর কি ঘৃণা নাই! এখন কি ক'রব, বল? কি ক'রে কুনালকে পাব? তাকে না পেলে আমার সকলই বিফল!

তৃষা। তুমি যদি তার নিমিত্ত এত ব্যাকুলা, তাকে তক্ষশিলায় যেতে দিলে কেন?

চিত্তহরা। আমি যেতে দিয়েছি? সে আমার নিকট থেকে দূরে থাক্‌বার জন্য তক্ষশিলার অধিকার নিয়েছে। বল বল—কি উপায়ে তাকে পাব? যার জন্য এই কুৎসিত রাজার আলিঙ্গন সহ্য ক'রেছি, তারে না পেলে তোমাদের আর কোন কথা শুন্‌ব না। তোমার বাপকে আমি মিথ্যাবাদী জান্‌ব। তার জন্য আমার শিরায় শিরায় শত-অগ্নি-স্রোত! একবার ক্রোধ হয়, আবার তার মুখ মনে পড়ে—প্রাণ গ'লে যায়! মনে হয়, তক্ষশিলায় গিয়ে আবার তার পায়ে ধ'রে বলি যে, আমার প্রাণ রাখ, অবলাকে বধ ক'র না। কিন্তু ভয় হয়, সে নিষ্ঠুর, তার দয়া নাই। যে দিন রাজা তাকে তক্ষশিলায় পাঠায়, আমি কি না ক'রেছি! নারীর লজ্জা-মান সব বিসর্জ্জন দিয়ে তার পায়ে ধ'রেছি।

তৃষা। তবে তার মমতা ত্যাগ কর। তুমি তার কুনালের মত চক্ষু দেখে মুগ্ধ—সেই চক্ষু যা'তে উৎপাটিত হয়, সেইরূপ যত্ন কর। তাহ'লে আর তোমার তা'র প্রতি আসক্তি থাক্‌বে না। তোমার অন্তর্দাহ নিবারিত হবে।

চিত্তহরা। অ্যাঁ—চক্ষু! ঠিক ব'লেছ—ঠিক ব'লেছ! তার চক্ষু দুটী উৎপাটন ক'রব। তার চক্ষুই আমার শত্রু, সে চক্ষু কাকের উদরে যাবে। ঠিক ব'লেছ! ঠিক ব'লেছ! কিন্তু কি ক'রে ক'রব—রাজার প্রিয় পুত্র।

তৃষা। তুমি রাজার প্রতি ঘৃণায় তার মন ভোলাবার জন্য সেরূপ যত্ন কর না! তুমি মায়াজাল বিস্তার ক'রে তারে মুগ্ধ কর, অনায়াসেই পারবে।

চিত্তহরা। এখন আর হয় না! ও "বুদ্ধদেব, বুদ্ধদেব" ক'রেই উন্মত্ত।

তৃষা। কেন চিন্তা ক'চ্ছ? তোমার ঔষধে রাজা আরাম হবেন। তুমি পুরস্কার স্বরূপ সাত দিন রাজ্যভার গ্রহণ কর।

চিত্তহরা। তার পর?

তৃষা। তুমি রাজার নামাঙ্কিত মোহর দিয়ে তক্ষশিলায়

দু'খানি পত্র লিখ্‌বে—একখানি রাজকর্ম্মচারীদের আর একখানি তাঁ'রে। কি লিখ্‌তে হবে, আমি ব'লে দেব। তুমি আগে রাজার নিকট রাজ্যভার গ্রহণ করো।

চিত্তহরা। কিন্তু তোমায় তো বল্লুম, রাজার আর আমার প্রতি সে ভাব নাই। আমি যে ধর্ম্ম-পিপাসু হ'য়ে রাজার নিকট এসেছিলুম—এ কথা বোধ হয় আর বিশ্বাস করে না।

তৃষা। তারও উপায় আমি ক'চ্ছি—যা'তে রাজার নিশ্চয় ধারণা জন্মে যে, তুমি দেবপ্রিয়।

চিত্তহরা। কি ক'রে?

তৃষা। গয়ায় বোধিবৃক্ষ আছে। প্রবাদ—সেই বৃক্ষের মূলে বুদ্ধ সিদ্ধিলাভ ক'রেছে। সেইজন্য রাজাদেশে প্রত্যহ সহস্র কলসী দুগ্ধ তার মূলে ঢালা হয়, প্রত্যহ সমারোহে পুষ্পচন্দন-নৈবেদ্য দিয়ে পূজা হয়। আমি সেই বৃক্ষে মন্ত্রপূত ক'রে একটা সুতা বেষ্টন ক'রে দেব। তা'তে সেই বৃক্ষ দিন দিন শুষ্ক হবে। কিন্তু সেই সুতাটা কেটে দিলেই আবার সেই বৃক্ষ পূর্ব্বের ন্যায় সজীব হবে। তুমি সেই সূত্র ছেদন ক'রে গাছটা পুনর্জ্জীবিত ক'র্‌লেই রাজা তোমায় পরম ধার্ম্মিকা বিবেচনা ক'র্‌বেন, আর পূর্ব্বের অধিক তুমি আদরণীয়া হবে। যাও, অগ্রে রাজ্যভার গ্রহণ কর। পরের কথা পরে।

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

রাজ-অন্তঃপুর

অশোক ও পদ্মাবতী।

অশোক। তুমি কি কোন দেবী! চণ্ডালিনী-বেশে কৃপা ক'র্‌বার নিমিত্ত উপস্থিত হ'য়েছ? তোমার ঋণ আমার ইহজীবনে পরিশোধ হবে না।

পদ্মাবতী। (ইঙ্গিতে মনোভাব প্রকাশ করিয়া পদতলে পতিতা হওন)

অশোক। না না, তুমি দাসী নও, তুমি গুরুদেবের কৃপাপাত্রী—আমার মস্তকের মণি! সত্যই তোমার ন্যায় রমণী জম্বুদ্বীপে বিরল। তোমায় দেখে আমার নানাভাবের উদয় হয়। এক একবার ভ্রম হয়—বুঝি অভাগিনী পদ্মাবতী আমার পাপাচার দৃষ্টে নির্জ্জনে কোন কুটীরবাসিনী ছিল, দুঃখতাপে এরূপ মলিনা হ'য়েছে। তুমি চণ্ডাল-গৃহে পালিতা হ'তে পার, কিন্তু কদাচ চণ্ডাল-ঔরসে তোমার জন্ম নয়।

(চিত্তহরার প্রবেশ)

চিত্তহরা। মহারাজ, কেমন?

অশোক। আশ্চর্য্য ঔষধ! অগণ্য কৃমি নির্গত হ'য়েছে। আমার রোগের যন্ত্রণা মাত্র নাই, তবে কিঞ্চিৎ দুর্ব্বল।

চিত্তহরা। (পদ্মাবতীর প্রতি) তুমি এখন যাও। ক'দিন দিবারাত্র পরিশ্রম ক'রেছ, একটু বিশ্রাম করগে। আমি রাজার কাছে আছি। [পদ্মাবতীর প্রস্থান।

মহারাজ, যদি আরোগ্য লাভ ক'রে থাকেন, দাসীকে পুরস্কৃত করুন।

অশোক। আমিই তোমার নিকট বিক্রীত, আর কি পুরস্কার তুমি প্রার্থী? তোমায় অদেয় আমার কিছুই নাই।

চিত্তহরা। আমি সপ্তাহ মহারাজের নিকট রাজ্যভার প্রার্থনা ক'চ্ছি।

অশোক। তিষ্যরক্ষিতা, তোমার ব্যবহারে দিন দিন আমি বিস্মিত হ'চ্ছি! আমার ধারণা ছিল যে, তুমি ধর্ম্ম-পিপাসায় আমায় বরণ ক'রেছ। ভেবেছিলুম, সস্ত্রীক বুদ্ধদেবের কার্য্যে দিবারাত্র নিযুক্ত থাক্‌ব। আমি রাজভিক্ষু, তুমি রাজভিক্ষুণী হবে। কিন্তু সে ধারণা আমার দিন দিন অপসৃত হ'চ্ছে। যে দিন তুমি আমার সঙ্গে রাজ্য-পরিদর্শনে যেতে অসম্মতা হও—ব'লেছিলে, অন্তঃপুরবাসিনীর অন্তঃপুরেই কার্য্য, পর্য্যটন কার্য্য নয়—আমার তখনই মনে সন্দেহ হ'য়েছিল। আমার এখন মনে হয়, তোমার ভোগ-বাসনা অতৃপ্ত। ভোগের নিমিত্ত রাজ-গৃহে আগমন ক'রেছ।

চিত্তহরা। মহারাজের তিরস্কার—আমার শিক্ষা। অবশ্যই আমার ত্রুটি আছে, নচেৎ মহারাজ কেন তিরস্কার ক'র্‌বেন। কিন্তু যে নিমিত্ত দেবসেবা পরিত্যাগ ক'রে রাজ-কার্য্যভার-গ্রহণ বাসনা ক'রেছি, অনুমতি হ'লে শ্রীচরণে নিবেদন করি।

অশোক। কি বল?

চিত্তহরা। মহারাজ, আপনি রাজভিক্ষু। ভিক্ষুর কর্ত্তব্য ও রাজার কর্ত্তব্য—উভয় কর্ত্তব্যই আপনার। আপনার পিতামহ-স্থাপিত ও আপনার বাহুবলে বর্দ্ধিত এই বিশাল সাম্রাজ্য যা'তে স্থায়ী হয়, যা'তে ভিন্নদেশে ভিন্ন রাজ্যেশ্বর হ'য়ে পরস্পর দ্বন্দ্ব না হয়, যা'তে এক পরিবারের ন্যায় সমস্ত জম্বুদ্বীপ পাটলিপুত্রের অধিকার স্বীকারপূর্ব্বক শান্তিলাভ করে, এই বৃহৎ কার্য্য যদি মহারাজের কর্ত্তব্য-কার্য্য হয়, তাহ'লে—দাসীকে মার্জ্জনা ক'র্‌বেন—সে কার্য্যে মহারাজের ত্রুটি হ'চ্ছে।

অশোক। কেন?

চিত্তহরা। মহারাজ, দেহ চিরস্থায়ী নয়। আপনার অবর্ত্তমানে এ বিপুল রাজ্যভার কার উপর ন্যস্ত ক'র্‌বেন? পাটরাণীর একমাত্র পুত্র ভাবী সিংহাসন-অধিকারী কুনাল দূর-তক্ষশিলায় থেকে কিরূপে রাজকার্য্যে দীক্ষিত হবে? মহারাজ যখন কুনালকে তক্ষশিলায় প্রেরণ করেন, দাসী নিষেধ ক'রেছিল, মহারাজ তা গ্রাহ্য করেন নাই। বলেন—তক্ষশিলায় রাজকার্য্য শিক্ষা করুক। কিন্তু সে শিক্ষার পরিচয় মহারাজ নিজমুখে দিয়েছেন। কুনাল সপত্নীক ভিক্ষার নিমিত্ত দ্বারে দ্বারে গান করে।

অশোক। কিন্তু তুমি সে ভিক্ষুকের প্রেমের রাজ্য স্থাপন দেখ্‌লে কদাচ এ কথা ব'ল্‌তে। তথায় রাজ-দণ্ডের প্রয়োজন নাই। শান্তি-রক্ষকের প্রয়োজন নাই। কুনালের শিক্ষায় তক্ষশিলাবাসী পরস্পর পরস্পরের প্রতি ভ্রাতৃভাবে অবস্থান ক'চ্ছে।

চিত্তহরা। মহারাজ, আমার সন্দিগ্ধ চিত্ত। আমার মনে হয়, তক্ষশিলাবাসীরা জানে যে, কুনাল মহারাজ অশোকের বাহুবল-রক্ষিত, সেই ভয়ে কুনালের বশীভূত। কিন্তু যেদিন সে ভয় দূর হবে, প্রেমের বশ্যতাও বর্জ্জন ক'র্‌বে। সাধারণ মানব-চরিত্রে এইরূপ আমার ধারণা। শাসন ও প্রেম রাজকার্য্যে উভয়ই প্রয়োজন।

অশোক। তোমার মন্তব্য কি?

চিত্তহরা। আমার মন্তব্য কতদূর আমার মুখে শোভা পাবে জানি না। পদ্মাবতী জীবিতা থাক্‌লে তাঁর শোভা পেত। আমি বিমাতা, আমার পুত্র নাই, আমার কুনালের জন্য প্রাণ বড় ব্যাকুল। আমি রাজ্যভার পেলে যেরূপে হয়, তারে গৃহে আন্‌ব।

অশোক। ভাল, তোমার যেরূপ অভিরুচি! আমি রাজ্যভার তোমায় সপ্তাহের জন্য প্রদান ক'চ্ছি। কল্য আমি গয়াধামে গমন ক'র্‌ব, বহুদিন বোধিবৃক্ষ দর্শন করি নাই, আমার প্রাণ বড় ব্যাকুল হ'য়েছে।

[অশোকের প্রস্থান।

(তৃষার প্রবেশ)

তৃষা। এই পত্র শোন'—"কুনাল, তুমি রাজমহিষীর সহিত দুর্ব্ব্যবহার ক'রেছ; হয় মার্জ্জনা প্রার্থনা ক'রে তাঁর কৃপালাভ কর, নচেৎ নিজহস্তে চক্ষু উৎপাটনপূর্ব্বক তক্ষশিলা হ'তে দূর পর্ব্বতশৃঙ্গে বাস কর।" আর এই পত্র তক্ষশিলার কর্ম্মচারীদের উপর—"পাষণ্ড কুনালের চক্ষুদ্বয় উৎপাটন-পূর্ব্বক রাজ-সমীপে প্রেরণ ক'র, আর দুষ্টকে তক্ষশিলা হ'তে বহিষ্কৃত ক'রে দূর পর্ব্বত-শৃঙ্গে স্থান দিও।" এস, রাজার নামাঙ্কিত মোহর দিয়ে পত্র প্রেরণ কর।

চিত্তহরা। যদি সে চক্ষু উৎপাটন করে, এ কথা গোপন থাক্‌বে না। তাহ'লে আমার নিশ্চয় প্রাণবধ হবে।

তৃষা। চিন্তা ক'র না, রাজা স্বয়ংই ম'র্‌বে।

[উভয়ের প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

তক্ষশিলা—রাজকক্ষ

কুনাল ও কাঞ্চনমালা।

কাঞ্চন। কুসুম সুন্দর যদি নয়,
কেন তায় পূজে দেবতায়?
ভোজ্য বস্তু সুস্বাদু সকল
দেবতার পদতলে কি হেতু অর্পিত?
দেবমূর্ত্তি সুন্দর গঠন কোন্ প্রয়োজন—
নর-দৃষ্টি যদি নাথ, প্রয়োজনহীন?
আমি তো তোমায়
কুসুমমালায় সাজায়ে জুড়াই প্রাণ!
অঙ্গের সৌরভে গরবে উথলে হৃদি!
শ্রবণবিবর মধুস্বরে তৃপ্ত মম!
প্রসাদ অমৃত হয় জ্ঞান,

স্পর্শে হয় স্বর্গ অনুভব !
হয় হ'ক নশ্বর এ সব,
তোমা ছাড়া নিত্য সুখ নহি অভিলাষী।

কুনাল। অন্তরের ফুলরাজি দেখ নাই ধ্যানে,
তাই তব নশ্বর কুসুমে অনুরাগ।
প্রকৃতির শোভা যা নেহার—
অস্ফুট অন্তর-ছবি মাত্র সে সুষমা ;
নয়ন, শ্রবণ, নাসিকা, রসনা
কিম্বা স্পর্শেন্দ্রিয়—
অংশে অংশে করে মাত্র সুখ অনুভব।
পঞ্চসুখ একত্র মিলিত—
বৰ্দ্ধিত সহস্রগুণে—
সমাধিস্থ পুরুষের হয় উপভোগ।
সে সুখ-আশায়, নশ্বর ইন্দ্রিয়-লালসায়,
মুগ্ধ নহে চিত্ত মম।
নশ্বর এ দেহে তব কেন অনুরাগ ?
এস, বসি দোঁহে ধ্যানে—
ধ্যান সংমিলনে
উভয়ে অনন্তে যাই মিলি।

কাঞ্চন। নিয়ত অনন্ত ভাবে তুমি মোর হৃদে,
সান্ত নহে—অনন্ত সে ভাব !
অন্তরে বাহিরে সমভাবে সে ভাব বিহরে—
ধ্যানে বা নয়নে পার্থক্য না হেরি নাথ,
প্রত্যক্ষ দেবতা তুমি হৃদয়-ঈশ্বর।

(দূতের প্রবেশ)

কুনাল। কে তুমি ?

দূত। পাটলিপুত্র হ'তে মহারাজের পত্র এনেছি।

কুনাল। (পত্র মস্তকে স্পর্শ করিয়া পাঠ পূর্ব্বক) এতদিনে মহারাজের কৃপায় আমার মমতা দূর হ'লো।

কাঞ্চন। কি পত্র ?

কুনাল। এই দেখ। (পত্র প্রদান)

কাঞ্চন। (পত্র পাঠ করিয়া) নাথ, নাথ, তুমি তো কারো নিকট দোষী নও। তবে কেন মহারাজ লিখেছেন, তুমি মহারাণীর নিকট অপরাধী ?

কুনাল। মহারাণী আমার শিক্ষার জন্য মহারাজকে এইরূপ ব'লেছেন। সকলে বলে—আমার নয়নদুটী সুন্দর। সেইজন্য বোধ হয় আমার চক্ষের উপর মমতা আছে। রাজরাণীর কৃপায় সে মমতা আমার দূর হবে।

দূত। কুমার, মহারাজের আদেশে আপনাকে জিজ্ঞসা ক'চ্ছি, আপনি পাটলিপুত্র যেতে প্রস্তুত ?

কুনাল। না। (প্রণামান্তর দূতের প্রস্থানোদ্যোগ) যাবেন না। আপনি রাজদূত—আমার পূজ্য। আমার আতিথ্য গ্রহণ করুন।

দূত। আমার বহুকার্য্য, মার্জ্জনা ক'র্‌বেন।

কুনাল। আপনি কি উত্তর ল'য়ে পাটলিপুত্র গমন ক'র্‌বেন ? তবে যদি কৃপা ক'রে আমার নিকট পুনর্ব্বার আসেন, আমি কোন উপঢৌকন রাজরাণীর নিকট প্রেরণ ক'রব।

দূত। যে আজ্ঞা।

(দূতের প্রস্থান।

কাঞ্চন। নাথ নাথ, তুমি কি তোমার চক্ষু উৎপাটন ক'র্‌বে ?

কুনাল। তুমি আমার প্রাণেশ্বরী, সহধর্ম্মিণী, কর্ত্তব্যে বাধা দিও না।

কাঞ্চন। প্রভু, প্রভু, এ ছল! কদাচ এ মহারাজের পত্র নয়। কে ও দূত—এমন বিকট আকৃতি তো আমি কখন' দেখি নাই! আস্‌বা মাত্র আমার অন্তরাত্মা শিউরে উঠেছে।

কুনাল। দূত যেই হ'ক, এ মহারাজের নামাঙ্কিত পত্র, আমি কদাচ রাজাদেশ লঙ্ঘন ক'র্‌ব না।

কাঞ্চন। চল, আমরা পাটলিপুত্রে যাই। মহারাজকে বলি, তুমি নিরপরাধ।

কুনাল। এ তো আমার অপরাধের দণ্ড নয়, এ আমার শিক্ষা। পাটলিপুত্র যাওয়া নিষ্প্রয়োজন।

কাঞ্চন। নাথ নাথ, কি ব'লছ! কি সর্ব্বনাশ ক'র্‌বে ?

কুনাল। সর্ব্বনাশ নয়। বার বার গর্ভযন্ত্রণা, মৃত্যু-যন্ত্রণা হ'তে মুক্তিলাভ ক'রব।

কাঞ্চন। নাথ, দাসীর বুকে কেন শেলাঘাত করেন ?

কুনাল। প্রিয়ে, মন বাঁধ। উচ্চ কার্য্যের সহায় হও। আমার আদেশ, আমার মিনতি।

কাঞ্চন। তবে আমার চক্ষু উৎপাটন করো।

কুনাল। প্রিয়ে, তুমি আমার সেবা ক'র্‌তে ভালবাস,

জন্মের তোমায় সম্পূর্ণ সেবার সুযোগ দিচ্ছেন। তুমি ক্ষোভ বশতঃ অন্ধ হ'লে এ অন্ধের সেবা তো হবে না। শান্ত হও।

কাঞ্চন। (নীরবে রোদন)

কুনাল। প্রিয়ে, রোদন ক'র না। কারা আস্‌ছেন।

[অঞ্চলে চক্ষু আবৃত করিয়া কাঞ্চনমালার প্রস্থান।

(মন্ত্রী ও রাজকর্ম্মচারিগণের প্রবেশ)

কি মন্ত্রীমহাশয়, আপনারা বিষণ্ণ কেন?

মন্ত্রী। কুমার, দেখুন, এ কঠোর আজ্ঞা কে প্রতিপালন ক'র্‌বে? এ নিশ্চিত কোন শত্রুর প্ররোচনায়—নতুবা রাজা ক্ষিপ্ত। (কুনালের হস্তে আদেশ-লিপি প্রদান)

কুনাল। (লিপি পাঠ করিয়া) পত্র তো মহারাজের নামাঙ্কিত।

মন্ত্রী। হ'ক নামাঙ্কিত! রাজা স্বয়ং এসে আদেশ দিলেও আমরা এ কঠোর কার্য্যে প্রস্তুত নই।

কুনাল। রাজ্য-পরিচালনায় অনেক কঠোর কার্য্যের প্রয়োজন হয়, এ তো মন্ত্রীম'শায় অবগত আছেন।

মন্ত্রী। না, এরূপ কঠোর কার্য্যের প্রয়োজন হয় না। এ রাজকার্য্য নয়—এ বাতুলতা।

কুনাল। ছিঃ ছিঃ, ওরূপ ব'ল্‌বেন না।

মন্ত্রী। ব'লব না কি? আমরা বিদ্রোহী হ'তে প্রস্তুত। এ কার্য্য ক'র্‌বার আগে নিজের চক্ষু উৎপাটন ক'র্‌ব, স্ত্রীর চক্ষু উৎপাটন ক'র্‌ব, পুত্রের চক্ষু উৎপাটন ক'র্‌ব, বাহু ছেদন ক'র্‌ব। এই প্রেমিক পরমপুরুষের চক্ষু উৎপাটন—এ কথা শ্রবণেও পাতক আছে! আমরা একমতে দৃঢ়বাক্যে ব'ল্‌ছি, আমরা এ পত্রের আদেশ পালন ক'র্‌ব না।

কুনাল। মন্ত্রীবর, আপনাদের বিদ্রোহাচরণের প্রয়োজন হবে না, নিশ্চিন্ত হ'য়ে গৃহে যান।

মন্ত্রী। হ্যাঁ হ্যাঁ, মহারাজ—আপনার উপর আমাদের কিরূপ শ্রদ্ধা—তা পরীক্ষা ক'র্‌বার জন্য পত্র দিয়েছেন। বোধহয়, আপনার নিকট অপর পত্রে মনোভাব ব্যক্ত ক'রেছেন যে, তিনি পরীক্ষার নিমিত্ত পত্র প্রেরণ ক'রেছেন।

কুনাল। যদিচ পত্রের মর্ম্ম ওরূপ নয়—আপনারা নিশ্চিন্ত হ'য়ে আবাসে যান।

সকলে। জয় কুমার কুনালের জয়! জয় ধর্ম্মপ্রচারক কুনালের জয়! জয় প্রজাপালক কুনালের জয়! জয়-মানববন্ধু কুনালের জয়! জয় পরম শিক্ষাদাতা কুনালের জয়!

[মন্ত্রী ও রাজকর্ম্মচারিগণের প্রস্থান।

(দূতের প্রবেশ)

দূত। আমি অদ্যই প্রত্যাগমন ক'রব। কি উপঢৌকন আছে, দিন।

কুনাল। আমি আন্‌ছি—অপেক্ষা করুন।

[কুনালের প্রস্থান।

দূত। উঃ, বুদ্ধ এরে দিবারাত্র কোলে ল'য়ে অবস্থান ক'চ্ছে! এ কি উচ্চ মানব-প্রকৃতি! এ কি দেহের মমতা-বিসর্জ্জন! এর নরকেও তো শাস্তি ভঙ্গ হবে না। বুদ্ধ নির্ব্বাণ-লাভ ক'রে একেই কি বোধিসত্ত্ব প্রদান ক'র্‌বে!

(উৎপাটিত চক্ষুদ্বয় কৌটায় লইয়া অন্ধ কুনালের প্রবেশ)

কুনাল। মহাশয়, গ্রহণ করুন।

[কৌটা লইয়া দূতের প্রস্থান।

(কাঞ্চনমালার পুনঃ প্রবেশ)

কেমন, তুমি প্রস্তুত?

কাঞ্চন। আমি দাসী। তোমার যা আজ্ঞা তাই হবে। কিন্তু কোথায় যাবে?

কুনাল। প্রিয়ে, অন্ততঃ ছদ্মবেশে এ পুরী পরিত্যাগ করা বিশেষ প্রয়োজন। আমি রাজাদেশে চক্ষু উৎপাটিত ক'রেছি। আমায় এ অবস্থায় দেখে সকলে রাজদ্রোহী হবে। আজ গভীর রাত্রে আমরা ভিক্ষু-ভিক্ষুণীর বেশে নগর হ'তে বহির্গত হব। জেন, প্রিয়ে, সে বেশ ছদ্মবেশ নয়, আজ হ'তে ভিক্ষা আমাদের জীবিকা।

[উভয়ের প্রস্থান।

সপ্তম গর্ভাঙ্ক

পাটলিপুত্র—রাজ-অন্তঃপুর

চিত্তহরা ও তৃষা।

চিত্তহরা। তোমাদের কথায় আর আমার বিশ্বাস নাই। তোমরা আমার সর্ব্বনাশ ক'র্‌বে। আমি পত্র প্রেরণ ক'রে ছদ্মবেশে স্বয়ং তত্ত্ব নিতে গিয়েছিলুম। কুনাল চক্ষু উৎপাটন

ক'রে গভীর নিশীথে সস্ত্রীক তক্ষশিলা পরিত্যাগ ক'রে কোথা চ'লে গিয়েছে। রাজ-কর্ম্মচারীরা চতুর্দ্দিকে তার অনুসন্ধান ক'চ্ছে। আমার পত্র ল'য়ে রাজার নিকট উপস্থিত হবার পরামর্শ ক'রেছে। তাদের মনে দৃঢ় ধারণা যে, পত্র জাল। সংবাদ পেলেই রাজা আমার প্রাণবধ ক'রবে। কুনালকেও পেলুম না—আমার প্রাণবধও হবে।

তৃষা। তুমি রাজার প্রাণবধ ক'রে সুখে রাজ্যভোগ কর।

চিত্ত। মুখের কথা তো ব'ল্‌লে! আমি রাজপুরী ছিলেম না, এ সংবাদ পেয়ে রাজা আমার প্রতি বড়ই অসন্তুষ্ট।

তৃষা। শোন'! আমি গয়ায় মন্ত্রপূত সূত্র দ্বারা বোধিবৃক্ষ বেষ্টন ক'রে এসেছি, বৃক্ষ শুষ্ক হ'চ্ছে। সে সূত্র অপর হস্তে ছেদিত হবে না। তুমি এই অস্ত্র নাও। এই অস্ত্র দ্বারা সূত্র ছেদিত হ'লেই বৃক্ষ হ'তে বহুশাখা নির্গত হ'য়ে বৃক্ষ পুনর্জ্জীবিত হবে। তখন তুমি রাজাকে যা ব'লবে, রাজা শুনবে। তুমি ব'লবে—"আপনার রোগের শেষ আছে, এই ঔষধ সেবন করুন—তাহ'লে সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ ক'রবেন ও দীর্ঘজীবী হবেন।" রাজা ম'লে তুমিই রাজরাণী, আমরা তোমায় সাহায্য ক'রব। আর তোমায় বাধা দেয় কে! এই অস্ত্র নাও, আর এই বিষ নাও। তুমি আমাদের অবিশ্বাস কর! অচিরে বুঝ্‌বে, তুমি আমাদের আপনার লোক। আর ভাণ্ডার তো তোমার হাতে—ভাণ্ডারে ধন বিতরণ ক'রে সেনাদের বশীভূত কর। আর রাজার বিরোধী লোক অনেক আছে, নানাপ্রকার উৎসব ক'রে তাদেরও বশে আন', তাহ'লেই রাজ্য তোমার। এক অশোককে ভয়, সে ম'লে কে আর তোমায় বাধা দেবে?

[তৃষার প্রস্থান।

চিত্তহরা। আমার ভয়ে প্রাণ কাঁপ্‌ছে! এর মুখের ভাব দেখে বোধ হয়, যেন আমার সঙ্গে ব্যঙ্গ ক'চ্ছে। আমি ওদের আপনার লোক! ওরা তো দানব-দানবী—ভূত-প্রেতিনী! কি ব'লে গেল! অদৃষ্টে যা থাকে হবে, তক্ষশিলার সংবাদ না আসতে আস্‌তে রাজাকে বিষ দেব।

[চিত্তহরার প্রস্থান।

(পদ্মাবতীর প্রবেশ)

পদ্মাবতী। কি হবে, কি ক'রবে! কুনাল সম্বন্ধে কি ব'ল্‌লে বুঝ্‌তে পারলুম না। নিশ্চয় বাছার কোন অনিষ্ট সাধন ক'রেছে। রাজাকে বিষ দেবার কথা কি ব'ল্‌লে! আমি আকালকে সমস্ত কথা বলি, সে যদি কোন উপায় ক'রতে পারে।

[প্রস্থান।

অষ্টম গর্ভাঙ্ক

পর্ব্বত-সম্মুখস্থ পথ

পর্ব্বতগাত্রে অশোকের 'আদেশ' খোদিত।
কয়েকজন পথিকের প্রবেশ ও 'আদেশ' পাঠকরণ।

(দেবীর প্রবেশ)

দেবী। (স্বগত) আমার প্রাণ কেন আজ এত ব্যাকুল হ'চ্ছে! আমার প্রাণের ভিতর যেন হাকাকার-ধ্বনি উঠ্‌ছে! যেন "কুনাল কুনাল"—ব'লে আমার প্রাণ কাঁদছে! বাছার কি কোন অমঙ্গল হ'ল! আমি তো স্থির থাকতে পাচ্ছি নে!

১ম পথিক। ওরে ওরে! এঁকে জিজ্ঞাসা করি আয়—

২য় পথিক। ও মেয়েমানুষ—ভিক্ষুণী। ও কি ব'লবে!

১ম পথিক। আরে, না না, উনি সর্ব্বস্থানে ঘুরে বেড়ান। লোককে বুঝিয়ে দেন, এর মর্ম্ম কি।

২য় পথিক। ইনি কে?

১ম পথিক। জিজ্ঞাসা কচ্ছি, দাঁড়া। (অগ্রসর হইয়া) হ্যাঁ মা, এই পর্ব্বতের গায়ে কি লেখা?

দেবী। মহারাজ পর্ব্বতগাত্রে খোদিত ক'রে প্রজাদের আদেশ দিয়েছেন যে—সকলে দানধর্ম্ম আচরণ ক'রে ইহকাল ও পরকালের কার্য্য কর। উচ্চ-নীচ সকলেই মুক্তির অধিকারী। কঠোর আত্মত্যাগই সাধন। এ সাধন-হীন অপেক্ষা উচ্চ ব্যক্তির কঠিন।

১ম পথিক। মা, আমরা ব্যাপারী, দেশবিদেশে বেড়াই; সকল জায়গাই তোমাকে দেখি। যেখানে যেখানে এম্‌নি স লেখা আছে, তুমি বুঝিয়ে দাও। তুমি কে মা?

দেবী। আমি রাজদাসী, আমার এই কার্য্য।

২য় পথিক। ওঃ, খুব পাকা পাকা কথা সব রাজা লিখে দেয়! আমরা কি সব বুঝতে পারি? তবে এই বুঝি

ক মুঠো থাকে, কেউ খেতে চায়, আধ মুঠো দিয়ে খাব।

দেবী। বাব', ক্রমে সব বুঝ্‌বে।

৩য় পথিক। কি ক'রে লিখ্‌লে?

দেবী। (স্বগত) না, আমি স্থির হ'তে পাচ্ছিনে। ামার আরও প্রাণ আকুল হ'চ্ছে! কোথাও নির্জ্জনে ব'সে ান করি।

[দেবীর প্রস্থান।

(অন্ধ কুনালের হস্ত ধরিয়া কাঞ্চনমালার প্রবেশ)

(উভয়ের গীত)

ুনাল। মানস-সরে চিত-কমল-কলি, জ্ঞানারুণ হেরি হাসে।
াঞ্চন। হৃদয়চাঁদ মম অন্তরে বাহিরে,চিত-কুমুদিনী সনে বিহরে বিলাসে॥
ুনাল। নশ্বর নয়ন নাহি আর কাজ,
াঞ্চন। শত আঁখি পেলে মম হেরি হৃদিরাজ;
ুনাল। পূর্ণ পূর্ণ কিবা নির্ম্মল জ্যোতি,
াঞ্চন। পূর্ণ পূর্ণ প্রাণ—পাশে প্রাণপতি,
ুনাল। মুক্ত মুক্ত—গেল বন্ধন-পাশ,
াঞ্চন। পতি-পদ-আশ,
সোহাগে প্রাণ বাঁধা পতি প্রেম-ফাঁসে।
উভয়ে। মাধুরী-সাগরে অন্তর ভাসে।

(জনৈক বৃদ্ধার প্রবেশ)

বৃদ্ধা। আহা, কার বাছারে! আহা, দুটি চক্ষু নাই! ুঝি খায় নাই—রোদে রোদে ঘুরে ঘুরে বাছাদের মুখ 'খানি শুকিয়ে গিয়েছে। আহা বাছারা, আমাদের বাড়ীতে সে একটু জিরুবি? আয়, খুদকুঁড়ো যা ঘরে আছে, খেয়ে াবি।

কুনাল। চল, মা দয়াময়ি!

১ম পথিক। ওগো ওগো, পয়সা নেবে? আমরা দিচ্ছি—এই নাও।

কাঞ্চন। না বাবা, আমরা ভিক্ষু, আমাদের উদর পূর্ণ 'লেই যথেষ্ট, আর আমাদের প্রয়োজন নাই।

বৃদ্ধা। এস, বাবা, এস!

[বৃদ্ধার পশ্চাৎ কুনালের হস্ত ধরিয়া কাঞ্চনমালার প্রস্থান।

২য় পথিক। দেখ্‌, বড় ঘরের ছেলে—বড় ঘরের মেয়ে! এখন এই সব হ'য়েছে। যে-সে ভিখিরী হ'লে কি পয়সা ছাড়ে!

(দেবীর পুনঃ প্রবেশ)

দেবী। নিশ্চয় কুনালের কণ্ঠস্বর! (পথিকগণের প্রতি) বাবা, এইখানে কে গান ক'চ্ছিল নয়?

১ম পথিক। হ্যাঁ মা! একটী অন্ধ বেটাছেলে আর তার সঙ্গে একটী টুকটুকে মেয়ে। আমরা পয়সা দিতে চাইলুম,—নিলে না। এক বুড়ী তাদের সঙ্গে ক'রে নিয়ে গেছে।

দেবী। তারা কোন দিকে গেল, বাবা, কোন দিকে গেল?

(নেপথ্যে কুনালের সঙ্গীত)

কায়বাক্যমন নহে তো আমারি
সকলই তোমারই—
বারি সনে কবে মিশাইবে বারি!

দেবী। ঐ যে আমার কুনাল—ঐ যে আমার কুনাল!

[বেগে দেবীর প্রস্থান।

২য় পথিক। আহা, এই মাগীর বুঝি কেউ হবে রে! চল চল, দেখিগে।

[সকলের প্রস্থান।

নবম গর্ভাঙ্ক

বুদ্ধগয়া—শুষ্ক বোধিবৃক্ষ-সম্মুখ

অশোক, বৌদ্ধগণ, রাধাগুপ্ত ও পারিষদগণ।

অশোক। আমরা নিষ্ফল তিন দিন অনাহারে প্রার্থনা ক'চ্ছি, বৃক্ষ দিন দিন অধিক শুষ্ক হ'চ্ছে! অবশ্য রাজ্য কোন মহাপাপে কলুষিত। রাজার পাপেই রাজ্য কলুষিত হয়। এর কি প্রায়শ্চিত্ত! আপনারা আজ্ঞা করুন।

১ম বৌদ্ধ। মহারাজ, অকারণ কেন আত্ম-নিন্দা ক'চ্ছেন? আপনি রাজর্ষি, পরম নির্ম্মল—এর কোন গূঢ় তত্ত্ব আছে, গুরুদেব উপগুপ্তের নিকট তাঁর শিষ্যেরা গিয়েছেন, অচিরে তাঁরে ল'য়ে হেথা উপস্থিত হবেন।

অশোক। মন্ত্রীবর, রাজ্যে প্রচার কর, যে এই বোধিবৃক্ষ পুনর্জ্জীবিত ক'রবে, আমি তা'রে রাজ্যেশ্বর ক'রব। জগতে যে যে প্রিয় বস্তু তার প্রার্থনা—সমস্তই তা'রে প্রদত্ত হবে।

(চিত্তহরার প্রবেশ)

এ কি, তুমি হেথায় কেন? সংবাদ পেলেম, তুমি অতি দুর্নীত কার্য্য ক'রেছ। আমার অনুপস্থিতিতে নগরে কুৎসিত উৎসবাদি সম্পন্ন হ'য়েছে। সেনাদের ভাণ্ডার হ'তে ধন বিতরণ ক'রেছ, তারা রাজমন্ত্রীদের উপেক্ষা করে। তুমি গুপ্তবেশে যথায় ইচ্ছা গমন কর, তোমার বিরুদ্ধে এ সকল কি সংবাদ?

চিত্তহরা। মহারাজ, আমার কার্য্য—আমি কার্য্যে পরিচয় প্রদান ক'রব। সমস্ত কার্য্যই দেবাদেশে ক'রেছি—দেবতার প্রসাদে আমি এই জীর্ণ বোধিবৃক্ষ পুনর্জ্জীবিত ক'রব। এই দণ্ডেই বৃক্ষ পূর্ব্বাপেক্ষা বহু নবশাখা বিস্তার ক'রে আমার নিন্দুকের মস্তক অবনত ও আমার প্রতি দেব-কৃপা সপ্রমাণ ক'রবে। এই সূত্ররূপ বৃক্ষনাশক কীট অপর অস্ত্রে ছেদিত হবে না,—যদি কার' ইচ্ছা হয়, পরীক্ষা করুন।

অশোক। না, না, পরীক্ষার প্রয়োজন নাই। তুমি বৃক্ষ সজীব কর, আমারও প্রাণদান কর।

(চিত্তহরার সূত্র কর্ত্তন এবং বৃক্ষের পুনর্জ্জীবিত হওন)

সকলে। ধন্য রাজরাণী ধন্য!

চিত্তহরা। মহারাজ, দেবাদেশে আমি অর্থ ব্যয় ক'রেছি—নিন্দুকেরা অপবাদ দিয়েছে। দেব-কৃপায় আমি আর এক পরম রত্ন প্রাপ্ত হ'য়েছি। মহারাজের এখনও পীড়া উপশম হয় নাই, পীড়ার শেষ আছে। এই ঔষধ-সেবনে রোগ হ'তে সম্পূর্ণ মুক্তিলাভ ক'রবেন আর প্রজার সুখবর্দ্ধনের নিমিত্ত দীর্ঘজীবী হবেন। কার্য্যান্তে দাসী রাজ-চরণে বিদায় গ্রহণ ক'রবে।

(নেপথ্যে কুনালের গীত)

শ্বাস-বায়ু, তুমি জীবন প্রাণ,
নাথ, হয় অহমিতি অভিমান;
ধায় ধায় চিত উধাও ধায়ে,
চাহে চাহে—যায় বিশ্বে মিলাইয়ে;

অশোক। এ কে গান ক'চ্ছে—যেন কুনালের কণ্ঠ-স্বর অনুমান হ'চ্ছে। মন্ত্রীবর, দেখ—গায়ককে সত্বর হেথায় ল'য়ে এস!

[রাধাগুপ্তের প্রস্থান।

চিত্তহরা। (স্বগত) আর বিলম্ব নয়, কুনাল এসেছে। (প্রকাশ্যে) মহারাজ, মহারাজ, ঔষধ সেবন করুন।

অশোক। প্রিয়ে, বোধ হয় তোমার কুনাল আস্‌ছে।

চিত্তহরা। মহারাজ, মহারাজ, শুভক্ষণ ব'য়ে যায়, আর এক মুহূর্ত্ত গত হ'লে ঔষধের ফল হবে না।

(ঔষধ প্রদানোদ্যতা)

(বেগে আকালের প্রবেশ)

আকাল। দুষ্টা, বারবিলাসিনি! (চিত্তহরার হস্ত হইতে ঔষধ কাড়িয়া লওন)

অশোক। আকাল, আকাল, তুমি কি ক্ষিপ্ত? রাজ্ঞীকে কি ব'ল্‌ছ?

আকাল। মহারাজ, এ বারবিলাসিনী, আপনার ভ্রাতা সুসীমের উপপত্নী ছিল। এ বিষ। মহারাজকে বিষ দিয়ে মহারাজের প্রাণ নষ্ট ক'র্‌তে এসেছে।

চিত্তহরা। মহারাজ, এত অপকলঙ্ক আমার অদৃষ্টে ছিল! আমাকে বিদায় দিন, আমি চ'ল্‌লুম।

আকাল। মহারাজ, যেতে দেবেন না, দুষ্টার প্রাণদণ্ড করুন।

চিত্তহরা। মহারাজ, কত অপমান সহ্য ক'র্‌ব?

অশোক। প্রিয়ে, স্থির হও! দোষীর সমুচিত দণ্ড এখনই বিধান হবে। (আকালের প্রতি) তুমি কিরূপে জান্‌লে—এ বিষ?

আকাল। মহারাজ, এ দুষ্টা—পিশাচিনীর সখী, পৈশাচিক কুহকে বোধিবৃক্ষ শুষ্ক হ'য়েছিল, পৈশাচিক শক্তিতে পুনর্জ্জীবিত হ'য়েছে।

অশোক। এ সংবাদ তুমি কিরূপে অবগত?

আকাল। যে চণ্ডালিনী আপনার পরিচর্য্যা ক'রেছিল, সে সমস্ত পরামর্শ শুনেছে, তার নিকট আমি শ্রবণ ক'রেছি।

চিত্তহরা। মহারাজ, বিচার করুন, বাক্‌শক্তি নাই, আমি চ'ল্‌লুম।

(গমনোদ্যতা)

আকাল। মহারাজ, ধরুন, আমি প্রমাণ দিচ্ছি। আপনি আমার জীবন দান ক'রেছিলেন, সেই জীবন আপনাকে পুনরর্পণ ক'চ্ছি। আমার মৃত্যুতে আপনি পিশাচিনীর হস্ত হ'তে মুক্তিলাভ করুন।

(বিষ পান)

অশোক। আকাল, আকাল, বিষ যদি তো কেন পান ক'র্‌লে?

আকাল। নচেৎ, মহারাজ, এ পাপিনীকে অবিশ্বাস ক'র্‌তেন না। আমার কণ্ঠস্বর রোধ হ'চ্ছে ; মহারাজ —বিদায়— (আকালের পতন)

চিত্তহরা। মহারাজ, এ আমার শত্রুর ছল। আমার সঙ্গে এত শত্রুতা, এ স্থলে আমি আর থাক্‌ব না।

(গমনোদ্যতা)

অশোক। কদাচ যেতে পাবে না। বিষ বা আকালের কপটতা—পরীক্ষিত হোক্।

(রাধাগুপ্ত ও পশ্চাৎ কুনালকে লইয়া কাঞ্চনমালার প্রবেশ)

(কুনালের গীত)

কায়-বাক্য-মন নহে'তো আমারি
সকলই তোমারই—
বারি সনে কবে মিশাইবে বারি !
শ্বাস-বায়ু তুমি জীবন প্রাণ,
নাথ, হর অহমিতি অভিমান ;
ধায় ধায় চিত উধাও ধায়ে,
চাহে চাহে– যায় বিশ্বে মিলাইয়ে ;
বিস্মৃত জীবন, বিস্মৃত প্রাণ-মন,
ভুবনবিহারী, শুদ্ধ বোধোদয় মোহ-তমোহারী
মাগে ভিখারী !

(দেবীর প্রবেশ)

দেবী। মহারাজ, আপনার পুত্র, পুত্র-বধূকে গ্রহণ করুন। বাছারা পথে পথে ভিক্ষা ক'রে উদর পূরণ ক'রেছে। হা অদৃষ্ট !

অশোক। এ কি দেবি ! আমার কুনালের এ দশা কেন ? (কুনালের প্রতি) বাবা কুনাল, তোমার এ দুর্দ্দশা কে ক'রেছে ?

(তক্ষশিলা হইতে প্রেরিত দূতের প্রবেশ)

দূত। কঠিন পিতৃ-আজ্ঞায় ! (পত্র প্রদান)

অশোক। (পত্র পাঠ করিয়া) কি সর্ব্বনাশ ! দুশ্চারিণী, এ তোরই কার্য্য।

(পদ্মাবতীর প্রবেশ)

পদ্মাবতী। বাবা, বাবা—কুনাল, তোমার এ দশা হ'লো ! আমি কেমন ক'রে প্রাণ ধ'রবো ! আমি তোমায় পরিত্যাগ ক'রে গিয়েছিলুম, সেই জন্য কি আমার আর মুখ দর্শন ক'রবে না ! বাবা, বনবাসে তোমার ওই অলোক-সুন্দর মুখ-মণ্ডল মনে ক'রে জীবন ধারণ ক'রেছি। তোমায় রাজ্যেশ্বর দেখ্‌ব—যেদিন তোমায় প্রসব ক'রেছি—সেই দিন থেকে আমার সাধ—সে সাধে কেন বজ্রাঘাত হ'লো ! বাবা, তোমায় অন্ধ দেখে এখনও আমার চক্ষু উৎপাটিত হ'লো না ! বাবা, বাবা, কুনাল, আমার অঞ্চলের নিধি, এ কি হ'লো !

অশোক। এ কি, পদ্মাবতী ! আমি এতদিন তোমায় চিনেও চিন্‌তে পারি নাই !

কুনাল। মহারাজ, বনে চণ্ডালগৃহে বাস ক'রে জননী আমার জ্যেষ্ঠতাতপুত্রকে ধাত্রীরূপে পালন ক'রেছিলেন। সেই পালনের নিমিত্তই অজ্ঞাতবাস ক'রেছেন। ইনি আমার গর্ভধারিণী, তদপেক্ষা মহাত্মা ন্যগ্রোধের ধাত্রী-জননী !

অশোক। দেবি, তোমার আত্মত্যাগের তুলনা হয় না ! তুমি চণ্ডালিনীবেশে এই পাপিনীর কিঙ্করী হ'য়ে রাজগৃহে বাস ক'রেছ ! (কুনালের প্রতি) বাবা কুনাল, তোমার স্ত্রৈণ পিতার কি প্রায়শ্চিত্ত, বল ?

কুনাল। পিতা, আমি জড়চক্ষুহীন, কিন্তু বুদ্ধদেবের কৃপায় আমার দিব্যচক্ষু প্রস্ফুটিত ! অলীক দৃষ্টির পরিবর্ত্তে দেবদৃষ্টি লাভ ক'রেছি। সমস্তই বিধাতার কৃপায় !

অশোক। মন্ত্রি, এই পাপিনীর কি শাস্তি বিধান কর ? কিরূপে এর প্রাণদণ্ড করা উচিত ?

কুনাল। মহারাজ, দাসকে ভিক্ষা দিন, প্রাণদণ্ড হ'লে পরম-প্রায়শ্চিত্ত অনুতাপে বঞ্চিত হবে। অভাগিনীকে অনুতাপের সময় দিন !

অশোক। না, বৎস, তোমার ন্যায় দেবত্ব আমার লাভ হয় নাই।

চিত্ত। (বিষের মোড়ক বাহির পূর্ব্বক সেবন করিয়া) কুৎসিত রাজা, তুই আমায় কি দণ্ড প্রদান ক'র্‌বি ? আমার নিকট এখনও ঐ তীব্র বিষ ছিল—আমার যন্ত্রণার এখনই অবসান হবে। তুই যাবজ্জীবন যন্ত্রণা ভোগ কর। (কুনালের প্রতি , কুনাল, তোর দয়া আমার পক্ষে মৃত্যু-যন্ত্রণা অপেক্ষা অধিক যন্ত্রণা ! তুই আমায় উপেক্ষা ক'রে-ছিলি, তোর চক্ষু-উৎপাটন ক'রে শাস্তি দিয়েছি। কিন্তু দেখ্‌ছি, সে তোর শাস্তি নয়। মৃত্যুর পর যদি আস্‌বার উপায় থাকে, আমি তোর পশ্চাৎ পশ্চাৎ ফিরে দেখ্‌ব—কিসে তোর শাস্তি হয়। (পতন ও মৃত্যু)

দেবী। মহারাজ, সাধ্বী রাজ-কুল-বধূকে আশীর্ব্বাদ করুন। কি যত্নে তোমার অন্ধপুত্রের সেবা ক'রেছে—আমার কণ্ঠে বাগ্‌দেবী এলেও বর্ণনা ক'র্‌তে অক্ষম হব।

অশোক। দেবি, আমি এই সাধ্বী জননীর কি পুরস্কার দেব—মা'র আমার চিত্ত-প্রসাদ পুরস্কার! মাগো, তোমার স্বামী অন্ধ, তুমি রাজরাণী হবে না—এই খেদে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হ'চ্ছে!

কাঞ্চন। পিতা, আক্ষেপ ক'রবেন না! পতিপ্রেমে আমি ইন্দ্রাণী অপেক্ষা বৈভবশালিনী। আমি পরম সম্পদ পতি-সেবার অধিকার প্রাপ্ত হ'য়েছি, আমি অন্য সম্পদ প্রার্থী নই।

পদ্মাবতী। (কাঞ্চনমালাকে আলিঙ্গন করিয়া) মা, মা আমার!

(উপগুপ্তের প্রবেশ)

অশোক। গুরুদেব, গুরুদেব! দেখুন, কত দিনে আমার শাস্তির অবসান হবে! ধিক্ রাজা, অশোক নামে ধিক্! বীতশোকের ছিন্ন মস্তক দেখেছি, রাজরাণীকে বনবাসিনী ক'রেছি, আজ আমার বংশধর কুনাল চক্ষুহীন! পরমসুহৃদ্ প্রভুভক্ত আকাল বিষপানে মৃত! প্রভু, আমি কি ক'রে জীবন ধারণ ক'র্‌ব!

উপগুপ্ত। মহারাজ, দেহীর ধৈর্য্যাবলম্বনই শান্তির একমাত্র উপায়। সংসার যদি কণ্টক-শয্যা না হ'ত, কে নির্ব্বাণ-কামনা ক'রত? মহারাজ, প্রভুর পরম কৃপায় সংসার বিষবৎ জ্ঞান হয়। আকাল, ওঠ'! তোমার রাজ-ভক্তির আদর্শ-প্রদান সম্পূর্ণ হয় নাই।

আকাল। (ধীরে ধীরে গাত্রোত্থান করিয়া) প্রভু, আবার ফেরালেন! আস্তে আস্তে দিব্বি আলো দেখ্‌তে দেখ্‌তে যাচ্ছিলুম!

উপগুপ্ত। বৎস, অচিরে নর-চক্ষে দিব্যজ্যোতি দর্শন ক'র্‌বে! বৎস কুনাল, বুদ্ধদেব তোমার যেরূপ অন্তরে দর্শন দিচ্ছেন, জড়-দৃষ্টিতেও সেইরূপ দর্শন দেবেন, সেই জন্য তোমার কুনাল-চক্ষু পুনরায় প্রাপ্ত হও।

পদ্মাবতী। কৃপাময়, নিরানন্দ হৃদয়ে আনন্দদাতা!

অশোক। প্রভু, প্রভু, যদি কৃপা ক'রেছেন, আর আমায় রাজ কার্য্যে লিপ্ত রাখ্‌বেন না। কুনালকে সিংহাসন প্রদান ক'রে দাসকে আপনার পদ-সেবায় নিযুক্ত করুন।

কুনাল। মহারাজ, মার্জ্জনা করুন, আমি ভিক্ষুব্রত অবলম্বন ক'রেছি, সে ব্রত ভঙ্গ ক'র্‌বেন না।

উপগুপ্ত। মহারাজ, পাটলিপুত্রে চলুন।

অশোক। প্রভু, আর আমার সিংহাসনে ইচ্ছা নাই।

উপগুপ্ত। কুনালের পুত্র সম্প্রীতিকে সিংহাসনে অভিষেক ক'রে যেরূপ ইচ্ছা ক'র্‌বেন। (চিত্তহরাকে নির্দ্দেশ করিয়া) এ হতভাগিনী রাজ-গলে মাল্য প্রদান ক'রেছিল, এর সৎকারের আজ্ঞা দিন।

আকাল। প্রভু, কৃপা ক'রে একবার বাঁচিয়ে দিন—বেটীর চক্ষু-লজ্জা হয় কিনা, দেখি।

উপগুপ্ত। বৎস, এ পাষাণীকে মার নরকে ল'য়ে স্থান দিয়েছে। পাপিনীর প্রাণ আর দেহে নাই।

আকাল। বেটীকে নিয়ে মার বেটাও ত্রাহি ত্রাহি ডাক্‌বে! ভাল, প্রভু, ও তো মারের সহচরী, মার কেন ওকে নরকে দিলে?

উপগুপ্ত। নরক মারের রাজ্য—মার স্বয়ং নরকবাসী—সমস্ত পাপীর উপর তার অধিকার। প্রজাবৃদ্ধির জন্য মানবকে প্রতারিত করে। চলুন, মহারাজ, বিলম্বের প্রয়োজন নাই।

[রাধাগুপ্ত ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

(দুইজন মার-অনুচরের প্রবেশ)

১ম চর। মন্ত্রীমহাশয়, আমরা সৎকার ক'র্‌ব।

রাধাগুপ্ত। কি পুরস্কার প্রার্থনা কর?

২য় চর। কার্য্য শেষ ক'রে পুরস্কার গ্রহণ ক'র্‌ব—আপনি যান।

রাধাগুপ্ত। (স্বগত) ও বাবা, এরা কে! যে হ'ক, আমি নিশ্চিন্ত।

[রাধাগুপ্তের প্রস্থান।

(মারের প্রবেশ)

মার। ল'য়ে যাও, রাখ অস্থি নরকের দ্বারে।

[শব লইয়া মার-অনুচরদ্বয়ের প্রস্থান।

বোধিবৃক্ষ,
তব মূল কলুষিত করিব নিশ্চয়—
রহ রহ, সময়সাপেক্ষ মাত্র তাহা।
তব মূল শান্তিময় স্থান না রহিবে—
হিন্দুসনে মহা দ্বন্দ্ব বৌদ্ধের বাধিবে।

কিন্তু এই নিদারুণ খেদ,
নির্ম্মূল না হবে কোন কালে—
লঙ্কাদ্বীপে শাখা তব যত্নে আরোপিত।
যাক্, যা হবার হবে!
উপস্থিত উপায় কি করি?
পরাভব নেহারি শিহরি,
তবু নাহি ক্ষমা দিব রণে।
দৃঢ় দুর্গ আছে মম অশোক-হৃদয়ে—
অহঙ্কার—রাজ্য-অহঙ্কার তার মনে!
তবে কি হেতু নিরাশ—
অহঙ্কার কে পারে ত্যজিতে?
করে যদি সসাগরা ধরণী প্রদান,
শতগুণে অহঙ্কার হবে বলবান,
পাবে তায় কিরূপে নিস্তার?
না না, ভয় হয়,
অলক্ষিত কি আছে আশ্রয়—
যাহে পদে পদে পরাজয় মম।
থাকে যেবা থাকুক আশ্রয়—
অহঙ্কার দুর্ম্মদ সহায় মম।
কি হেতু সংশয়,
কি হেতু আশঙ্কা আর?
রণজয় নিশ্চয় হইবে।

[প্রস্থান।

দশম গর্ভাঙ্ক

পাটলিপুত্র—অশোকের কক্ষ

(রাধাগুপ্ত ও আকালের প্রবেশ)

রাধাগুপ্ত। আকাল, সর্ব্বনাশ হ'চ্ছে, দেখ্‌ছ না?

আকাল। ম'শায়, আমার সর্ব্বও কখন ছিল না, নাশও কার নাম জানি না।

রাধাগুপ্ত। ব্যঙ্গ ক'র না, মহারাজ স্বর্ণ-পাত্রে ভোজন ক'র্‌তেন। প্রতিদিন সে স্বর্ণ-পাত্র সঙ্ঘকে পাঠিয়েছেন।

আকাল। আজ্ঞে হ্যাঁ! তারপর বুদ্ধি ক'রে মহারাজকে রৌপ্য-পাত্রে আহার ক'র্‌তে দিয়েছিলেন। তাও বন্ধ ক'রে লৌহ-পাত্রে দিয়েছিলেন। তারপর মৃত্তিকাপাত্র দিয়েছেন।

রাধাগুপ্ত। তোমার মতন তো দায়িত্বহীন আমরা নই। মহারাজ পৌত্রকে রাজ্য অর্পণ ক'রেছেন। ভাণ্ডারের সমস্ত অর্থ যদি বৌদ্ধ-সঙ্ঘের জন্য ব্যয় ক'র্‌বেন, রাজকোষ শূন্য হ'লে রাজ্য চ'ল্‌বে কি প্রকারে?

আকাল। যা ক'র্‌বার তা তো ক'রেছেন, এখন আমায় ব'ল্‌ছেন কি?

রাধাগুপ্ত। এখন' রাজাকে ক্ষান্ত কর।

আকাল। আর কি ক্ষান্ত ক'রব, আজ্ঞা করুন! ভূমি-শয্যা, মৃত্তিকা-পাত্রে আহার, পীতবস্ত্র পরিধান, আর কি বাসনা আছে বলুন?

রাধাগুপ্ত। চুপ কর!

(অশোকের প্রবেশ)

অশোক। আকাল, যদি কেউ আমার আজ্ঞাবাহী থাকে—এই আমার হস্তস্থিত অর্দ্ধ আমলকী যেন সঙ্ঘকে প্রদান করে। তুমি জান', আর আমার কিছুই নাই। এই অর্দ্ধ আমলকী আমার সম্বল। যদি আজ্ঞাবাহী কাকেও না পাও, তুমি স্বয়ং এ কার্য্য ক'র।

আকাল। মহারাজ, এ কাজের লোকের ভাবনা কি? মন্ত্রী ম'শায় মাথায় ক'রে দিয়ে আস্‌বেন। ভিক্ষুরাও বুঝ্‌বে যে, রাজার কাছে আর পাওনা-থোওনা কিছু নাই।

রাধাগুপ্ত। মহারাজ, কেন এরূপ আজ্ঞা ক'চ্ছেন? আমরা আপনার আজ্ঞাবাহী র'য়েছি।

আকাল। দিন, মহারাজ, মন্ত্রীম'শায়ের আর ক্লেশের আবশ্যক নাই, আমিই পাঠিয়ে দিচ্ছি।

অশোক। ব'ল', সঙ্ঘের যেন সকলে এর এক এক অংশ গ্রহণ করেন—আমার আর কিছুই নাই।

আকাল। (স্বগত) দশহাজার ভিক্ষু—বখ্‌রা ক'রতে বড় প্যাঁচ প'ড়্‌বে।

[আকালের প্রস্থান।

(উপগুপ্তের প্রবেশ)

অশোক। প্রভু, আজও কি মারের অধিকার আমার অন্তরে আছে? এত যন্ত্রণাতেও কি আমার ভোগের অবসান হয় নাই?

উপগুপ্ত। মহারাজ, যন্ত্রণায় ক্ষুব্ধ হবেন না। বটবৃক্ষের

মূলের ন্যায় পাপবৃক্ষ হৃদয় অধিকার করে। স্থান-খনন ব্যতীত যেমন সেই দৃঢ়মূল বট নির্ম্মূল হয় না, অন্তরে আঘাত ব্যতীত পাপের মূলও নির্ম্মূল হয় না।

অশোক। রাধাগুপ্ত এখন তোমাদের মহারাজা কে?

রাধাগুপ্ত। মহারাজ বিদ্যমান র'য়েছেন।

অশোক। সত্য ব'ল্‌ছ?

রাধাগুপ্ত। দাস তো কখন' মিথ্যা বলে না।

অশোক। এখন' আমি রাজা?

(আকালের পুনঃ প্রবেশ)

রাধাগুপ্ত। হ্যাঁ, মহারাজ!

অশোক। তবে আমি তোমার সম্মুখে বৌদ্ধ-সঙ্ঘকে সসাগরা পৃথিবী দান ক'র্‌লেম।

রাধাগুপ্ত। প্রভু, প্রভু, আপনারাই রাজ্য স্থাপন ক'রেছিলেন, আপনারাই রাজ্য নষ্ট ক'র্‌লেন।

উপগুপ্ত। মন্ত্রীবর, বৌদ্ধসঙ্ঘ লোভী নয়। আমি সেই সঙ্ঘের প্রতিনিধি স্বরূপ যুবরাজ সম্প্রীতিকে চারি কোটি স্বর্ণ মুদ্রায় রাজ্য বিক্রয় ক'চ্ছি। এর কারণ শুনুন! মহারাজ শতকোটি স্বর্ণমুদ্রা সঙ্ঘে প্রদান ক'রতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ আছেন। তন্মধ্যে ছিয়ানব্বই কোটি প্রদান ক'রেছেন, অবশিষ্ট মুদ্রা প্রদানে প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হ'ক। আকাল, পদ্মাবতী প্রভৃতিকে ল'য়ে এস।

[আকালের প্রস্থান।

রাধাগুপ্ত। ভাণ্ডার শূন্য—এত স্বর্ণমুদ্রা কিরূপে প্রদান করি! কোন বন্ধু রাজার সাহায্য ভিন্ন সম্ভব নয়। দেখি কিরূপ হয়।

[রাধাগুপ্তের প্রস্থান।

(পদ্মাবতী, দেবী, কুনাল, কাঞ্চনমালা
প্রভৃতিকে লইয়া আকালের প্রবেশ)

উপগুপ্ত। মহারাজ, স্বর্ণমুদ্রা দেবার আজ্ঞা মন্ত্রীর প্রতি প্রদান ক'র্‌লেন না?

অশোক। প্রভু, আপনার কৃপায় আমার দিব্যচক্ষু প্রস্ফুটিত। আমি বুঝেছি—রাজ্য, ধন, কীর্ত্তিকলাপ কিছুই আমার নয়, সকলই বুদ্ধদেবের—আমি নিমিত্তমাত্র ছিলেম।

উপগুপ্ত। মহারাজ, আপনার অন্তর হ'তে কাম-ক্রোধাদি রিপু দারুণ পরীক্ষায় ইতিপূর্ব্বে বহির্গত হ'য়েছিল; যখন রাজ্যদান ক'র্‌লেন, তখনও দান-গৌরব আপনার অন্তঃকরণে ছিল। সে গৌরবের অধিকারী 'মার'। সে গৌরব পরিত্যাগ ক'রেছেন, বুঝেছেন—আপনি নিমিত্তমাত্র। এক্ষণে বুদ্ধদেবকে দর্শন ক'র্‌বার দৃষ্টি আপনার সম্পূর্ণ উন্মুক্ত—জ্যোতির্ম্ময়কে দর্শন করুন! মা পদ্মাবতী, মা দেবি, তোমাদের কার্য্য পূর্ণ, তোমাদের যশোগাথায় ধরণী ব্যাপ্ত হবে। পতির সঙ্গে একত্রে দর্শন করো। বৎস কুনাল, তুমি দিব্যচক্ষে সস্ত্রীক দিবারাত্র প্রভুকে দর্শন ক'চ্ছ, তথাপি নর-চক্ষে দর্শন কর, এ নিমিত্ত চক্ষু প্রাপ্ত হ'য়েছ। আকাল, তুমি প্রভুর দর্শনে ত্রিকালজ্ঞ হ'য়ে প্রভুর ধর্ম্ম প্রচার কর। তোমার আত্মত্যাগী-সাধনের তুলনা হয় না। মন্ত্রীকে ব'ল যে, বৌদ্ধ-সঙ্ঘ লোভী নয়। অংশে অংশে ক্রমে ক্রমে অর্থ প্রেরণ ক'র্‌বেন। সঙ্ঘের অর্থের নিমিত্ত চিন্তিত হবার প্রয়োজন নাই। মহারাজকে প্রতিজ্ঞা হ'তে মুক্ত ক'র্‌বার জন্য সঙ্ঘ মুদ্রা গ্রহণ ক'র্‌বেন। সকলে জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি দর্শন করো।—

পটপরিবর্ত্তন

শূন্যে বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি প্রকাশ

সম্মুখে মার করজোড়ে দণ্ডায়মান।

উপগুপ্ত। মার, এইবার আমি তোমার উপদেশ গ্রহণ ক'র্‌ব। প্রভুর ইচ্ছায় কার্য্য বর্জ্জন ক'রে নির্ব্বাণ-কামনায় ধ্যানস্থ থাক্‌ব।

মার। তিরস্কার ক'র্‌বেন না, আমি পরাজিত। নির্ম্মল হৃদয়ে আমার অধিকার নাই। জয় বুদ্ধদেবের জয়!

সকলে। জয় বুদ্ধদেবের জয়! জয় ধর্ম্মের জয়!! জয় সঙ্ঘের জয়!!!

(সমবেত সঙ্গীত)

মরি ভুবনমোহন মূরতি—
হরে ভ্রান্তি-তিমির চরণ-মিহির-জ্যোতি!
বিমল বদনমণ্ডলে করুণার্ণব উথলে,
হেরি পরশে পুলক মানব-হৃদয়-কমলে;
দীন-শরণ গতি, স্মরণে অমল মতি,
অবনী, তপন, ব্যোম, সমীরণ, নিয়ত করিছে আরতি!

যবনিকা

ভ্রান্তি

(ভ্রান্তিমূলক বৈচিত্র্যপূর্ণ নাটক)

"ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাং ॥"

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

৩রা শ্রাবণ, ১৩০৯ সাল, ক্লাসিক থিয়েটারে প্রথম অভিনীত।

চরিত্র

পুরুষ

মুরশিদকুলিখাঁ	...	বাঙ্গালার নবাব।
সরফরাজখাঁ	...	মুরশিদকুলিখাঁর দৌহিত্র।
উদয়নারায়ণ	...	রাজসাহীর জমীদার।
শালিগ্রাম রায়	...	রাজমহলের জমীদার।
নিরঞ্জন	...	শালিগ্রামের পুত্র।
পুরঞ্জন	...	মালদহের জমীদারপুত্র।
রঙ্গলাল	...	নিরঞ্জন ও পুরঞ্জনের বন্ধু।
গোলাম মহম্মদ	...	উদয়নারায়ণের সেনানায়ক।
গয়ারাম	...	পুরঞ্জনের ভৃত্য।

জমীদারগণ, পারিষদ্‌গণ, প্রহরিগণ, দূতগণ ইত্যাদি।

স্ত্রী

অন্নদা	...	উদয়নারায়ণের গোপনে বিবাহিতা স্ত্রী।
মাধুরী	...	অন্নদার কন্যা।
ললিতা	..	উদয়নারায়ণের প্রতিপালিতা বন্ধুকন্যা।
গঙ্গা	...	নর্ত্তকী (বাই)।

সখিগণ, যোগবালাগণ, নর্ত্তকীগণ ইত্যাদি।

প্রথম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

বন

ললিতা ও নিরঞ্জন।

ললিতা। মার্‌বেন না—মার্‌বেন না—আপনাদের ন্যায় বীরপুরুষের অস্ত্র সিংহ-ব্যাঘ্রের জন্য, সামান্য শশকের জন্য নয়।

নিরঞ্জন। সুন্দরি, মার্জ্জনা করুন, অপরাধ ক'রেছি।

ললিতা। দেখুন—প্রাণভয়ে ব্যাকুল হ'য়েছে দেখুন!

নিরঞ্জন। আর ওর এখন ভয় কি? আপনি যখন ওকে বুকে নিয়ে রক্ষা ক'র্‌ছেন, ওর মত ভাগ্যবান্ কে? আপনি কে? অকস্মাৎ বনদেবীর মত এ বনমধ্যে উদয় হ'য়েছেন!

ললিতা। আমরা পূজা দিতে এসেছি, সুন্দর ফুল ফুটে র'য়েছে, ফুল পাড়্‌তে এদিকে এসেছিলুম।

নিরঞ্জন। যদি অনুমতি করেন, আমি পেড়ে দি!

ললিতা। পেড়ে দেন, দেব-পূজায় লাগ্‌বে। উঁচু ডালে দিব্য ফুলগুলি ফুটে র'য়েছে।

নিরঞ্জন। আচ্ছা, আমি ধনুক দিয়ে ডাল নুইয়ে ধর্‌ছি; দেব-পূজার ফুল—আমি আমার অপবিত্র হস্তে পাড়্‌বো না, আপনি তুলে নেন।

(পুষ্প-চয়ন,—একটী ফুল ভূমে পতিত হওন)

ছুঁয়ে প'ড়ে গেল, এটি তো আপনি নেবেন না, পূজায় লাগ্‌বে না।

ললিতা। না।

নিরঞ্জন। তবে আপনার হাতের পাড়া ফুল আমি নিই।

ললিতা। ও'দিকে বিস্তর ফুল র'য়েছে, আমি পাড়ি গে।

নিরঞ্জন। চলুন, আমি ডাল নুইয়ে ধরি গে।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

বনের অপর পার্শ্ব

মাধুরী ও পুরঞ্জন।

মাধুরী। আহা, সুন্দর পাখী!

পুরঞ্জন। আমি ধ'রে দেব?

মাধুরী। না, না—ধরো না। বনের পাখী বনে বনে গেয়ে বেড়াচ্চে।

পুরঞ্জন। তুমি পাখী পোষ না?

মাধুরী। না—পিঞ্জরে রেখে পুষি না। কিন্তু আমাদের উপবনে নিত্য কত পাখী আসে, আমার হাত থেকে তণ্ডুল-কণা খেয়ে যায়। আমি যখন উপবনে আসি, তখন তারা উড়ে উড়ে গান করে।

পুরঞ্জন। তুমি কি কর?

মাধুরী। আমিও তাঁদের সঙ্গে গান করি। আহা, দেখেছো, দেবীর উপবনে কি সুন্দর ফুল ফোটে;—আহা, মরি মরি! কি সুন্দর রক্তোৎপলগুলি ফুটে র'য়েছে, যেন দেবীর চরণ!

পুরঞ্জন। আমি তুলে এনে দিচ্ছি।

মাধুরী। (হাত ধরিয়া) না, না,—যেও না, ওখানে বড় সাপ।

পুরঞ্জন। আমি এই বর্শা দিয়ে দল টেনে আন্‌বো।

মাধুরী। না, না, ও মায়ের ফুল, মায়ের পূজায় যাবে। তুমি অস্ত্র এনেছ কেন?

পুরঞ্জন। আমি শীকার ক'রতে এসেছি।

মাধুরী। শীকার কর!—তোমার মায়া হয় না? আমার বড় মায়া হয়, তুমি শীকার ক'রো না।

পুরঞ্জন। না, আমি আর কখনও শীকার কর্‌বো না।

মাধুরী। আমি তবে আসি।

পুরঞ্জন। তুমি হেথায় কি কর্‌তে এসেছিলে?

মাধুরী। বাবা দেবীপূজা কর্‌তে এসেছেন, আমাদের সঙ্গে নিয়ে এসেছেন।

পুরঞ্জন। তোমার পিতা কে?

মাধুরী। মহারাজ আমার পিতা।

পুরঞ্জন। কে?—রাজা উদয়নারায়ণ?

মাধুরী। হ্যাঁ।

পুরঞ্জন। আপনার নাম কি?

মাধুরী। মাধুরী। আবার যদি কখন আসি, আপনিও যদি আসেন, তবে আবার দেখা হবে। [প্রস্থান।

পুরঞ্জন। স্বপ্নের ন্যায় চ'লে গেল। এমন অলৌকিক সৌন্দর্য্য, এমন সরলতা আমি কখনো দেখি নাই।

(নিরঞ্জনের প্রবেশ)

নিরঞ্জন। হাঁ ক'রে চেয়ে র'য়েছ যে?

পুরঞ্জন। বেশ, তোমায় চা'রদিক্ খুঁজ্‌ছি। হ্যাঁ হে! এখানে কি রাজা উদয়নারায়ণ পূজা দিতে এসেছেন?

নিরঞ্জন। হ্যাঁ, সেই এক বিপদ। তাঁর বাড়ীতে 'হোরি'র নিমন্ত্রণ ক'রেছেন।

পুরঞ্জন। তা তোমার জোর বরাত।

নিরঞ্জন। তোমার বরাতও খুব জোর; এই দেখ, এই বিল্বপত্রে রক্তচন্দনে লিখে নিমন্ত্রণ-পত্র দিয়েছেন। যাওয়া উচিত, কি বল?

পুরঞ্জন। না যাওয়া ভাল দেখায় না। রাজা বুঝি পূজা দিতে এসেছেন?—ও'র সঙ্গে কে আছে?

নিরঞ্জন। কে অত ঠাউরে দেখে—অলঙ্কারের শব্দ হ'চ্ছিল বটে, বোধ হয় স্ত্রীলোক সঙ্গে আছে।

পুরঞ্জন। তা তুমি মন্দিরে গিয়েছিলে কি ক'র্‌তে?

নিরঞ্জন। এদিকে এসে প'ড়েছি, একবার দেবী-দর্শন ক'র্‌লেম্।

পুরঞ্জন। অসুরের মত তলোয়ার কোমরে বেঁধে দেবীর সম্মুখে হাজির হ'লে যে,—কোন যুবতীর পেছনে পেছনে যাও নি তো?

নিরঞ্জন। ওঃ! এতক্ষণে বুঝ্‌লেম, কেন হাঁ ক'রে দাঁড়িয়েছিলে! কোন সুন্দরীর সঙ্গে বুঝি প্রেমালাপ হ'চ্ছিল? সুন্দরী চ'লে গেল—তাই পথপানে চেয়েছিলে?

পুরঞ্জন। হাঁ হাঁ, বুঝেছি, বুঝেছি—ঐ যে

মাথায় গায়ে ফুল র'য়েছে, কোন সুন্দরীকে কি ফুল পেড়ে দিচ্ছিলে?

নিরঞ্জন। তা যদি ফুল পেড়ে দিয়ে থাকি, তাতে দোষটা কি?

পুরঞ্জন। তা আমি যদি পথপানে চেয়ে থাকি, তাতে দোষটা কি?

নিরঞ্জন। দোষ আর কি, তা রাজাকে ব'লে তাঁর মেয়ের সঙ্গে তোমার বে' দিয়ে দেব;—দিব্য সুন্দরী, তোমার তারে মনে ধ'র্‌বে।

পুরঞ্জন। তুমি তাকে দেখেছ না কি?

নিরঞ্জন। বোধ হয়, দেখেছি।

পুরঞ্জন। ওঃ! তাই মন্দিরের দিকে ধাওয়া ক'রেছিলে!

নিরঞ্জন। না না, তা নয়, দেবী প্রণাম ক'র্‌তে গিয়েছিলেম্। চল, কাপড়-চোপড় ছেড়ে রাজবাড়ীতে যেতে হবে। [উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

গঙ্গা-তীর

গঙ্গা ও রঙ্গলাল।

গঙ্গা। তুমি কে গা?

রঙ্গলাল। তাই তো, কেউ একজন হ'ব বোধ হয়, না?

গঙ্গা। হ্যাঁ, তা একজন বোধ হ'চ্ছে বটে।

রঙ্গলাল। বাঃ, তোমার বেশ বোধ-সোধ।

গঙ্গা। তা এখানে কেন?

রঙ্গলাল। যতদিন বেঁচে থাকি, এক জায়গায় থাক্‌তে হবে তো চাঁদ!

গঙ্গা। মুখখানি তুলে একবার আমার পানে চাও না!

রঙ্গলাল। চাইলে চোখ দিয়ে প্রাণ বেরিয়ে যাবে।

গঙ্গা। হোক্—চাও, দু'টো কথা কও।

রঙ্গলাল। কথা তো ক'চ্ছি, এই নাও চাইলুম। যায় প্রাণ ভিক্ষে মেগে খাব—কি বল?

গঙ্গা। এখানে কি ক'চ্ছ?

রঙ্গলাল। তোমার কি দরকার, তা বল না?

গঙ্গা। আমি তোমায় দেখে মোহিত হ'য়েছি।

রঙ্গলাল। বেশ, তোমায় বাহ্‌বা দিলুম।

গঙ্গা। তুমিও আমায় দে'খে একটু মোহিত হও না!

রঙ্গলাল। মনে কর—হ'য়েছি।

গঙ্গা। তবে আমাদের বাড়ী এসো।

রঙ্গলাল। দেখ, তাহ'লে বড় পীরিতের যুত হবে না। পীরিতের সুখই হ'ল বিচ্ছেদ। তুমি ঘরে গিয়ে বিরহে হা-হুতাশ কর গে,—আমিও এখানে ব'সে অঝ্‌ঝরে কাঁদি; ব্যস্, প্রেমের তুফান উঠে যাবে।

গঙ্গা। আচ্ছা, তোমার সে বন্ধু দু'টি কোথা?

রঙ্গলাল। তার ভেতর কোন্‌টিকে তোমার দরকার?

গঙ্গা। দরকার আমার তোমায়।

রঙ্গলাল। সে দরকার তো মিট্‌লো, এখন ও দু'টির মধ্যে কোন্‌টিকে দরকার বল না?

গঙ্গা। তোমাদের খুব বন্ধুত্ব বোধ হয়?

রঙ্গলাল। এতদিন তো ছিল, এখন বোধ হয়, দুষমন হ'য়ে দাঁড়াবে।

গঙ্গা। কেন?

রঙ্গলাল। এই তোমায় আমায় যখন পীরিত হ'লো, তখন বন্ধুত্বের গোড়ায় কুড়ুল প'ড়্‌লো।

গঙ্গা। কই পীরিত হ'লো?

রঙ্গলাল। ইস্, এ'তেও পীরিত হ'লো না? তবে তুমি পথ দেখ।

গঙ্গা। আচ্ছা, তুমি কি কর?

রঙ্গলাল। তুমি কি কর?

গঙ্গা। আমি নাচি, গাই, মুজ্‌রো করি।

রঙ্গলাল। আমি দালালী করি

গঙ্গা। কিসের?

রঙ্গলাল। ফপলের।

গঙ্গা। ওঃ! তুমি ফপল-দালাল! আমার মুজ্‌রোর দালালী ক'র্‌তে পার?

রঙ্গলাল। কেন, তোমার ভাঙ্গা দশা হ'য়ে এসেছে না কি? দালাল না হ'লে খদ্দের জোটে না?

গঙ্গা। এখন তোমার মত সব বেরসিক লোক হ'য়েছে, খদ্দের জুট্‌বে কোত্থেকে বল?

রঙ্গলাল। তবে তুমি এক কাজ কর, হয় পীরের দর্‌গায় সিন্নি মান, নয় পৈরাগে মাথা মুড়োও।

গঙ্গা। বালাই, আমি মাথা মুড়োব কেন? আমার দিব্যি চুলগুলি।

রঙ্গলাল। তা বেশ, বাড়ীতে ব'সে বিনুনি ঝোলাও গে।

গঙ্গা। তোমায় আমি বুঝ্‌তে পার্‌লুম্ না।

রঙ্গলাল। দুনিয়ায় সব কথা কে বোঝে বল?

গঙ্গা। পড়াশুনাও কর, বাবুয়ানাও কর, ইয়ারকীও দাও, চিকিৎসাপত্রও ক'রে থাকো, বে'থাও করো নি, খবর রেখেছি,—মেয়ে মানুষের কাছেও যাও না; দান ধ্যানও করো, এদিকে পূজা-আশ্রয়ের ধারও ধার না।

রঙ্গলাল। আমার প্রতি এ শুভদৃষ্টি প'ড়েছে কেন? কামদেবও নই, আর তেমন ট্যাক্‌ও ভারী নয়। কিছু মতলব আছে কি?

গঙ্গা। তুমি আমায় চিনেছ?

রঙ্গলাল। না, ও চাঁদবদন তো আমার মনে প'ড়্‌ছে না।

গঙ্গা। এই তো, আরও গোল বাধাও।

রঙ্গলাল। কেন?

গঙ্গা। আজ ক' বছরের কথা,—আমি ঠাকুরতলায় সর্দ্দিগর্ম্মি হ'য়ে রাস্তায় মূর্চ্ছিত হ'য়ে পড়ি; বেশ্যা ব'লে ঘৃণা ক'রে কেউ মুখে একটু জল দিলে না, তুমি তুলে এনে তোমার বাড়ীতে নিয়ে এলে। আপনি নীচে শুয়ে, নিজের বিছানায় জায়গা দিলে। যে যত্ন ক'র্‌লে, ভালবাসার লোকও সে রকম করে না। আমি তখন মনে ক'রেছিলুম যে, তোমার মনের কথা বুঝি কিছু আছে। অনেক ভদ্র লোকের ছেলে আমাদের গোলামের মত সেবা করে; পা টেপে, গা টেপে, তারা মনে করে—আমাদের পীরিতের লোক হওয়ার চেয়ে দুনিয়ায় আর পুরুষত্ব নাই। ভেবেছিলেম, বুঝি তুমিও সেই একরকম। তার পর যখন ভাল হ'য়ে আমি বাড়ী যাই, তুমি যেন আমায় চেনই না।

রঙ্গলাল। পাঁচ রকমতো লোক থাকে, বুঝে নাও না,—আমি ঐ এক রকম।

গঙ্গা। তুমি কি মেয়েমানুষের সঙ্গে ভাব কর না?

রঙ্গলাল। কেন চাঁদবদনি! এই যে তোমার সঙ্গে খুব প্রণয় ক'র্‌ছি।

গঙ্গা। দেখ, আমরা বেশ্যা;—ভাল কিছু বুঝি না বুঝি, মন্দটা আগে বুঝি। ঢং-ঢাঙে যে আমাদের বড় কেউ ফাঁকি দেবেন, সে বড় সোজা নয়, তবে ফাঁকে যদি আপনি পড়ি তো পড়ি। তুমি কথা ক'চ্চ, ইয়ারকী দিচ্চ, কিন্তু তোমার মুখ-চোকের ভাবে বোধ হয়, বরং ঐ গাছটার পানে দরদ ক'রে চাইচ, তবু আমার পানে চাইচ না। অনেক রাজা-রাজড়ার মজলিস্ বেড়িয়েছি—আমি হেসে কথা কইলে মন টলে নি, এমন লোক্ আমি দেখি নি।

রঙ্গলাল। দেখ বিবিজান্, একটু আধটু যার নেশা হয়, তার মন টল-বেটল ক'র্‌তে থাকে, কিন্তু আমি তোমার রূপের নেশায় ভরপূর হ'য়ে গেছি, যতদূর নাকাল হ'বার তা হ'য়েছি, এখন তুমি কৃপা ক'রে স'রে পড়।

গঙ্গা। না, আমি যাব না, তুমি কি মতলবে এখানে ব'সে আছ, আমি দেখ্‌বো।

রঙ্গলাল। আচ্ছা, আমি যদি স্বীকার পাই, তোমার বাড়ী যাব,—তা হ'লে তুমি সর?

গঙ্গা। না, তা হ'লে তো স'র্‌বই না।

রঙ্গলাল। আচ্ছা থাক,—তুমি আমার একটা কাজ ক'র্‌বে?

গঙ্গা। কি?

রঙ্গলাল। খুব সোজা কাজ, এক ব্যাটাকে পীরিতে ফেলার চেয়েও সোজা কাজ।

গঙ্গা। পীরিতে ফেলা যদি সোজা হ'তো, তা হ'লে তোমায় তো পীরিতে ফেল্‌তুম।

রঙ্গলাল। দেখ, ঐ অনুগ্রহটি আমায় ক'রো না। আমি একটা বোকারাম, আমায় পীরিতে ফে'লে মজা পাবে না। আমার বাবার বাবা ইস্তক পীরিতে প'ড়েছে। একটা পাট্টা ছোঁড়া দেখে পীরিতে ফেল যে, আরাম পাবে, গা-পা টিপে দেবে।

গঙ্গা। আরাম ছিল—তোমায় পীরিতে ফেল্‌তে পার্‌লে।

রঙ্গলাল। তা একটা অ্যারাটে ফ্যারাটে দেখে ক্ষেমাঘেন্না ক'র্‌লেই বা!

গঙ্গা। তোমার খুব ঢং আছে, আমি বুঝেছি। এখন তোমার কি কাজ বল?

রঙ্গলাল। দেখ, ঐ এক পাগ্‌লী আস্‌ছে। এই খাবারগুলি রইল; তুমি ব'লো যে, সে পাঠিয়ে দিয়েছে তুমি খাও।

গঙ্গা। কে পাঠিয়ে দিয়েছে ব'লবো ?

রঙ্গলাল। ব'লবে, সে পাঠিয়ে দিয়েছে।—ভাবটা এই, যেন ওর কোন ভালবাসার দূতী,—ও যেমন যেমন ব'লবে, তুমি তেমন তেমন ওর কথার জবাব ক'রো ;— যেমন রসাভাষ ক'রে আমার সঙ্গে কথা ক'চ্চো।

গঙ্গা। তুমি স'রে যাচ্ছ কেন ?

রঙ্গলাল। আমি দিনকতক ঘটকালী ক'রেছিলুম। ন আর মাগী আমার ঘটকালীতে বিশ্বাস করে না। , বেটী এদিকে আস্‌বে না না কি ?

গঙ্গা। আচ্ছা ঠাকুর, তুমি বামুন, এই গঙ্গাতীরে য় মিথ্যাকথা কইতে শেখাচ্ছ, আর তুমিও মিথ্যা কও ?

রঙ্গলাল। আমি তো তোমায় বলি নাই যে, আমি পুত্র যুধিষ্ঠির,—মিথ্যাকথা কই না।

গঙ্গা। হোক্, এদিক্ ওদিকে মিথ্যাকথা কও ;—তবে -তীরে দাঁড়িয়ে !

রঙ্গলাল। বিবি, কথাটা পাড়্‌লে তো শোন। মা গঙ্গা দ জগদীশ্বরী হন, তা হ'লে সর্ব্বত্রই তিনি আছেন, যেখানে থ্যা কথা ব'লবে, সেইখানেই দোষ। অন্য জায়গায় মিথ্যা- থা কওয়াও যা, এখানেও মিথ্যাকথা কহাও তাই। আর দ লোক ভোলাতে অন্য জায়গায় মিথ্যাকথা ক'বার দোষ থাকে, এখানেও একজন অনাথাকে আহার দিতে মিথ্যা- থা ক'বার দোষ নাই। ঐ আস্‌চে, তুমি খাইও।

[প্রস্থান।

(অন্নদার প্রবেশ)

গঙ্গা। ওগো, এই খাবার নাও।

অন্নদা। কেন লো মাগী, তোর খাবার নেব ! আঃ ল,—আমি রাজরাণী, তোর খাবার কেন নিতে যাব ?

গঙ্গা। আহা, সে যত্ন ক'রে তোমায় পাঠিয়ে দিয়েছে।

অন্নদা। অ্যাঁ !—সে পাঠিয়ে দিয়েছে ? দেখ, তুমি তারে গে, আমার আমোদে পেট ভোরে আছে, আমি র খেতে পারবো না, আমার মেয়ের বে,— মোদে আমি নেচে বেড়াচ্ছি,—বুঝেছ মা ! ঐটি আমার র্ব্বস্ব। আমি দেখা দিইনি কেন জান, আড়াল থেকে খি,—হিঃ হিঃ, সব খপর রাখি—তার মাথা হেঁট হবে।

গঙ্গা। কেন—মাথা হেঁট হবে কেন ?

অন্নদা। হবে না ?—পোড়া লোককে তুমি জান না,— লোকের জিবে বিষ আছে মা ! আমি সতী, তা কি তারা বিশ্বাস করে ? এই গঙ্গার তীরে, এই এম্‌নি সময়, সূয্যি অস্ত যাচ্চে, মা গঙ্গা সোণা প'রে নাচ্চে, গঙ্গা সাক্ষী ক'রে, সূয্যি সাক্ষী ক'রে, এই ঘাটে মালা প'রেছি। পোড়া লোকে কি তা বিশ্বাস করে ! দেখ, সে বাপের ভয়ে লোককে ব'লতে পারে নি, তার বাপ আমার সঙ্গে বে' দিতে চায় নি, তাই আমরা লুকিয়ে বে' ক'রেছিলুম, বুঝ্‌লে মা ! দেখা দিইনি—দেখা করিনি, মেয়ের মাথা হেঁট হবে !

গঙ্গা। তুমি কে গা ?

অন্নদা। আমি রাজরাণী, আমি কাঙ্গালিনী, আমি পতিসোহাগিনী, আমি অনাথিনী ; আমি বেঁচেছিলুম,— ম'রেছি, আবার বাঁচ্‌বো ; বুড়ো হ'য়েছি, আবার যৌবন ফিরবে, আবার সোহাগ ক'রে তার গলা ধ'রবো। আমি কে, তুই চিনিস্ নে ? আমি ছাওয়া, আমি হাওয়া, আমি সর্ব্বত্রে ঘুরি, কি করি, তা জানিনে ; আমায় কেউ দেখে না, আমি সবাইকে দেখি ; আমি একলা, আমার কেউ নাই ; বালাই !—আমার সব আছে, আমার সোণার চাঁদ মেয়ে আছে। দেখ,—তুমি নাচ্‌তে পার ? তোমার মত অনেকে আমাদের বাড়ী নাচ্‌তে আস্‌তো ; আমার বিয়েতে নেচেছে, আমার মেয়ে হ'লে নেচেছে, তুমি নাচ্‌তে পার ?

গঙ্গা। পারি।

অন্নদা। আচ্ছা, তুমি মহলা দাও ; আমার মেয়ের বে'তে তোমাকে নাচ্‌তে নিয়ে যাব ; যা চাও, তাই দেব।

গঙ্গা। না, আমি মহলা দেব না। তুমি খাও যদি ত মহলা দিই। আমি দিব্যি গাইতে পারি ;—যার মেয়ের বে'তে গাই, তার ঝি-জামাইতে বড় ভাব হয়। তুমি যদি খাও, তা হ'লে মহলা দিই।

অন্নদা। সত্যি না কি—সত্যি ?

গঙ্গা। এই দেখ না, কেমন গাই।

(গীত)

সাধ করে, সে ডাকে আদরে, তারে আদর করি।
সে তো মনেরি মতন, কেন নহে সে আপন,
হ'লো বিফল যতন, তবু ভুলিতে নারি,—
তবু ভুলিতে ডরি!

তুলি আকাশ-কুসুম, ভরি সাধের ডালা,
মন ভুলিয়ে হেলা, গাঁথে সোহাগে মালা,
মালা ধরি হৃদয়ে, মালা হৃদয় দহে,
ভাসি বিষাদে, নারি ত্যজিতে সাধে —
দিন অবশে হরি !

অন্নদা। আর বাছা খাওয়া হবে না! মনের ভেতর সমুদ্র উথলে উঠ্‌লো, সব কথা মনে পড়্‌লো! আমার কিসের খাওয়া—কিসের খাওয়া !—লোকভয়ে সে আমায় ত্যাগ ক'রেছে, আমার কিসের খাওয়া,—কিসের খাওয়া! তার খাবার তারে ফিরিয়ে দিও। (প্রস্থানোদ্যত)

গঙ্গা। ওগো, দাঁড়াও, দাঁড়াও! তোমার মেয়ের বিয়েতে আমায় নিয়ে যাবে না ?

অন্নদা। হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিয়ে যাব, নিয়ে যাব। এস, এস।

গঙ্গা। দেখি, যদি ভুলিয়ে বাড়ী নিয়ে যেতে পারি।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

উপবন

(হোরির গান গাহিতে গাহিতে ললিতা ও স্ত্রীগণের প্রবেশ)

লাল বৃন্দাবন নিধুবন লালি ।
লাল ব্রজাঙ্গনা, লাল কালিয়া বনমালী ॥
যৌবন মাতুয়ারী, সমরি ব্রজনারী,
ভরি ভরি পিচকারী,
হোরিকা মেলা, আবির খেলা,
রসরঙ্গ তরঙ্গ উথালি ॥
ফাগুন আগুন, সোহাগ দ্বিগুণ,
মদন ব্যাকুল, কুন্তল আকুল,
অঞ্চল নেহি সামারে,—
কুঙ্কুম মারে, খেল শ্যাম ফুকারে,
ধাওত দেওত ঘন করতালি ॥

[ললিতা ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

ললিতা। কি ভাব্‌চি, কত কি ভাব্‌চি,—ভেবে কি হবে ? পরের মন পর কি বোঝে! আমি তার মন কি ক'রে বুঝ্‌বো ? আমার মুখপানে চেয়ে রইল ;—অমন ত চায়,—ফুলটি বুকে তুলে রাখ্‌লে, এতে কি বুঝ্‌বো ? কিন্তু বুঝেছি, আমি জন্মের মত ম'জেছি! সে উড়ো পাখী এলো, চ'লে যাবে, বোধ হয় আর দেখা হবে না। মনের কথা কারেও জানাবো না, উপহাস ক'র্‌বে। আমিই কত লোকের সঙ্গে উপহাস ক'রেছি! মনের আগুনে পুড়ে খাক হবো। আমায় সে কেন চাইবে ?—কত শত সুন্দরী আছে। আমি মেয়েমানুষ, মান রেখে দুটো মিষ্টি কথা ক'য়েছে ;—পুরুষের স্বভাব।

(নিরঞ্জনের প্রবেশ)

নিরঞ্জন। এই যে, আমার প্রাণপ্রতিমা এইখানে ব'সে। আহা মরি মরি, রূপের লহরী যেন খেল্‌চে!

ললিতা। এ কি! এখানে কেন ? আমার জন্য কি এসেছে, না বেড়াতে বেড়াতে এদিকে এসে প'ড়েছে? হোরির দিন প্রহরীরা কিছু বলে নাই।

নিরঞ্জন। দেবি ! আজ হোরির দিন, গায়ে ফাগ দিতে আছে, কিছু মনে ক'রো না। (ফাগ দেওন)

ললিতা। তোমার গায়ে ফাগ দিই, কিছু মনে ক'রো না। (ফাগ দেওন)

নিরঞ্জন। মনে ক'র্‌বো না!—চেয়ে দেখ, সেই ফুলটি আমি বুকে রেখেছি!

ললিতা। শুকিয়ে গেলে ফেলে দিও।

নিরঞ্জন। তোমার হাতের ফুল কখনো শুকোবে না, তবে যদি আমার বুকের তাপে শুকোয়।

ললিতা। ইস্‌,—তোমার বুকে কি বড় তাপ!

নিরঞ্জন। তুমি কি বুঝতে পার্‌ছ না ?

ললিতা। আমি তো তোমার বুকে হাত দিই নাই,—কেমন ক'রে বুঝ্‌বো ?

(নেপথ্যে) মাধুরি! মাধুরি! কোথা গেল ?

ললিতা। ঐ সখীরা খুজ্‌চে।

(নেপথ্যে) মাধুরি—মাধুরি!

ললিতা। আমি চ'ল্‌লুম।

নিরঞ্জন। শোন শোন—যতদিন থাকি, একবার দেখা দিও। আমি প্রতিদিন বৈকালে এই উপবনের বাহিরে বেড়াব, তুমি কৃপা ক'রে এক একবার এইখানে এসে দাঁড়িও।

[ললিতার প্রস্থান।

নিরঞ্জন। নাম শুনলুম মাধুরী,—রাজা উদয়নারায়ণের

নাম শুনেছি মাধুরী,—তবে এই সেই মাধুরী। আমি পিতাকে পত্র লিখ্‌বো। যদি এই মাধুরীর বিবাহ দেন, তবেই বিবাহ ক'র্‌বো, নচেৎ আর বিবাহ রা না। পুরঞ্জনকে এ কথা জানাবো না, সে ব্যঙ্গ । মরি মরি, কি মাধুরীময়ী নাম! মুহুর্মুহু নব অঙ্গে বিকশিত! মাধুরীর মাধুরীতে ভুবন মাধুরীময়, মাধুরীপ্রবাহে পরিপূর্ণ! মাধুরীর ধ্যানে মাধুরী, মাধুরী, নয়নে মাধুরী, মাধুরীর সকলই মাধুরীময়! কি পাবো?—নিত্য ভ্রমণচ্ছলে আস্‌বো—দেখা কি না?

[নিরঞ্জনের প্রস্থান।

(অন্নদার প্রবেশ)

অন্নদা। এদেরও ভালবাসাবাসি হ'য়েছে; লুকিয়ে বাসা—লুকিয়ে ভালবাসা ভাল নয়; কি জানি, শেষে । খুব ভালবাসাবাসি, খুব ভালবাসাবাসি! আমারও হ'য়েছিল। লুকিয়ে ভালবাসা ভাল নয়,—দুঃখ পেতে দুঃখ পেতে হয়—পথে পথে ঘুর্‌তে হয়,—ভালবাসা না।

[প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

মাধুরীর কক্ষ

গঙ্গা ও মাধুরী।

গঙ্গা। কেন গা কুমারি, আজ অমন দেখ্‌ছি কেন? অসুখ হ'য়েছে কি?

মাধুরী। কে জানে গঙ্গা, আজ আমার মন কেমন গেছে, আমার কেবল কান্না পাচ্ছে,—আচ্ছা, বাবা র নিমন্ত্রণ ক'রে এনেছেন, তারা কে, তুমি জান?

গঙ্গা। ওঃ, বুঝেছি! তা কারে দে'খে মন কেমন ছে?

মাধুরী। না, তা নয়, আমার মন কেমন হ'য়ে গেছে, তার হাত ধ'রেছিলুম, যেন আমার পা হ'তে মাথা পর্য্যন্ত বিদ্যুৎ খে'লে গেল! আমি তার কথা শুনেছিলুম, এমন কথা আমি কখনো শুনি নাই। এ কি হ'লো, আমার ইচ্ছা হ'চ্ছে, বনে গিয়ে আবার তার সঙ্গে কথা কই।

গঙ্গা। কুমারি! তোমার বে'র ফুল ফুটেছে, তাই মন অমন হ'য়েছে।

মাধুরী। বে'র ফুল ফোটা কি? তুমি বুঝ্‌তে পাচ্চ না, আমি ব'ল্লুম যে, জীবজন্তু মার্‌লে আমার মন কেমন করে, সে বল্লে, "আর আমি শীকার ক'র্‌বো না," সত্যি শীকার ক'র্‌বে না,—সে আমার কথা শুন্‌লে কেন?

গঙ্গা। সে তোমায় দে'খে ভালবেসেছে।

মাধুরী। ভালবেসেছে?—সে তো আমার কেউ নয়,—আমায় ভালবাস্‌লে কেন?

গঙ্গা। তুমি তারে ভালবাস্‌লে কেন?

মাধুরী। আমি তারে ভালবেসেছি?—কই, কেমন ক'রে?

গঙ্গা। ঐ অমনি ক'রে।

মাধুরী। না—না, তুমি বুঝ্‌তে পাচ্চ না,—আমার মন হু হু ক'র্‌ছে! বাবাকে ভালবাসি, তাতে তো আমার মন হু হু করে না; ললিতাকে ভালবাসি, তাতে তো আমার মন হু হু করে না!

গঙ্গা। কুমারি, একটি গান শুন্‌বে?

মাধুরী। না না, আমার গান শুন্‌তে ইচ্ছা ক'র্‌ছে না, গান গাইতে ইচ্ছা ক'র্‌ছে না, কিছু ক'র্‌তে ইচ্ছা ক'র্‌ছে না।

গঙ্গা। তারে দেখ্‌তে ইচ্ছা ক'র্‌ছে?

মাধুরী। হ্যাঁ! তাতে দোষ আছে কি? না, আমি দেখা ক'র্‌বো না, আমার লজ্জা ক'র্‌বে। দেখ, এতদিন আমি লজ্জা ক'র্‌তে পার্‌তুম না, আজ আমার লজ্জা হ'চ্ছে! ছিঃ ছিঃ, আমি হাত ধ'র্‌লুম, সে কি মনে ক'র্‌লে! বাবাকে যদি ব'লে দেয়, তা হ'লে আর আমি বাবার সাম্‌নে বেরুতে পার্‌বো না। আমি ভুলে হাত ধ'রেছি,—সে আমার জন্য রক্তকমল তুল্‌তে জলে নাম্‌তে যাচ্ছিল, সেখানে বড় সাপের ভয় জান তো, তাই ভয়ে হাত ধ'রে মানা ক'রেছি।

গঙ্গা। সে কি ক'র্‌লে?

মাধুরী। আমার মুখপানে চেয়ে রইলো;—আর পদ্ম তুল্‌তে গেল না।

গঙ্গা।— (গীত)

কে জানে কেমন—
যেন হারিয়ে গেছি, বিলিয়ে দিছি, নই তো আর তেমন!
কে জানে কি যেন চাই, কি যেন হারাই হারাই,
কি হয় কি হয় মনে হয় সদাই,
মনের কথা মনে বলে না, সরমে করে বারণ॥
কেন মন উদাস হ'য়ে ধায়,
জানে না কি কথা কয়, কারে কি সুধায়,
বুকের ভিতর উথ্‌লে উঠে আঁখি ব'য়ে যায়,
সাধের সনে বিষাদ মিলে চ'লেছে সোণার স্বপন!

মাধুরী। দেখ, তোমার গান শুনে আরও আমার কান্না পাচ্চে,—আরও যেন কি মনে হ'চ্ছে!—মনে হ'চ্ছে, সে যেন আমার আপনার লোক, কোথায় যেন তারে দেখেছি, কোথায় যেন তার সঙ্গে কথা ক'য়েছি—ব'ল্‌তে পার, কোথাও কি দেখেছি?

গঙ্গা।— (গীত)

এ কি দায়, মন কেন তায় চায়?
পায় কি না পায় ভাবে না হায় উধাও হ'য়ে ধায়!
অঘোরে সোহাগ ভরে, আপ্‌নি বিকোয় কিন্‌তে পরে,
আশা ধ'রে আকুল অন্তরে, কাঁপে আশা প্রাণ কাঁপায়।
মনে মনে উঠাপড়া, মনে মনে ভাঙ্গাগড়া,
অকূল সাগরে, ভাসে সাধ ক'রে,
কাঁদে প্রাণ ফির্‌তে কূলে, সাধের তরী ব'য়ে যায়!

মাধুরী। ঠিক ব'লেছ গঙ্গা!—তুমি এত জান্‌লে কি ক'রে, তোমার কি অম্‌নি আপনার লোক আছে?

গঙ্গা। না।

মাধুরী। তবে তুমি দীর্ঘনিশ্বাস ফেল্‌লে কেন?— আমার কথা শুনে কি তোমার ব্যথা লাগ্‌লো?

গঙ্গা। কুমারি, আমরা এমন আপনার লোক কোথা পাব?

মাধুরী। কেন, আর কি কেউ এমন পায়না! তুমি ওর সঙ্গে কথা ক'য়েছ?

গঙ্গা। না, আমার সঙ্গে উনি কথা কইবেন কেন?

মাধুরী। কথা কইবে;—তুমি কথা ক'য়ে দেখো দেখি!—কথা শুন্‌লে মনে হবে, তোমার আপনার লোক,— সত্যি আপনার লোক—পর ব'ল্‌তে প্রাণ কেঁদে উঠ্‌বে! তুমি তারে জিজ্ঞাসা ক'র্‌তে পার, সে কি আমায় আপনার ভাবে?—ভাবে, নইলে আমি কেন তারে আপনার মনে ক'র্‌বো?

গঙ্গা। কুমারি! তুমিই তারে এই কথা জিজ্ঞাসা ক[র] না কেন?

মাধুরী। কোথা দেখা পাব, কি ক'রে জিজ্ঞাসা ক'র্‌বো?

গঙ্গা। আচ্ছা, যদি আমি তোমার মহলে তারে নিয়ে আসি?

মাধুরী। কি ক'রে, কেউ যে টের পাবে, সকলে যে বলে, পুরুষ মানুষকে মহলে আন্‌তে নাই?

গঙ্গা। পর-পুরুষকে আন্‌তে নাই, যে আপনার, তারে আন্‌তে দোষ কি?

মাধুরী। না না, তুমি লুকিয়ে আন্‌তে পার তো এনো। না না,—এনো না, কিছু যদি মনে করে!

গঙ্গা। কি মনে ক'র্‌বে?

মাধুরী। কি জানি, আমার ভয় হয়—আমি যেন আর এক রকম হ'য়েছি,—আমার এ সব ছিল না। আমার ভয় ছিল না, লজ্জা ছিল না, কিছু গোপন ক'র্‌তে পার্‌তুম না। লোকে চুপি চুপি পরামর্শ ক'র্‌তো, আমি হাস্‌তুম,—ভাব্‌তুম, লুকোনো কথা আবার কি? কিন্তু লুকোনো কথা আছে— সে কথা ব'ল্‌তে নাই—বলা যায় না।

গঙ্গা। তুমি দেখা ক'র্‌বে?

মাধুরী। ক'র্‌বো, না না, কি ক'র্‌বো বল দেখি?

গঙ্গা। যদি দেখা কর তো আজকের মত সুযোগ আর হবেনা। আজ হোরির দিনে দোষ নাই, সকলের সঙ্গে হোরি খেল্‌তে হয়। আমি রাত্রে তোমার কাছে আন্‌বো, দু'জনে হোরি খেলো।

মাধুরী। চুপি চুপি এনো, কেউ যেন টের না পায়। আমি কি সেজে গুজে দেখা ক'র্‌বো? আচ্ছা—কি প'র্‌লে আমায় ভাল দেখায়? তুমি আমায় সাজিয়ে দেবে?—না, এই সাজেই দেখা ক'র্‌বো।

গঙ্গা। হোরির দিনে বেশ ফুলের গয়না প'রো।

মাধুরী। গঙ্গা, তুমি ঠিক ব'লেছ। কিন্তু যদি ভাল না দেখায়, সে গয়না আর প'র্‌বো না,—আমি ঠাকুরবাড়ী যে গয়না প'রে গিয়েছিলুম, তাই প'র্‌বো। আমি তফাৎ থেকে তার গায়ে ফাগ দেবো, ছোঁবনা—ছুঁলে কেমন হ'য়ে যাব, কা

তে পার্‌বো না। ছুঁয়েছিলুম, সে কথা মনে হ'লে
ন হ'য়ে যায়। দেখ গঙ্গা, কি ক'র্‌বো, আমি তা বুঝ্‌তে
চ্ছি না!

গঙ্গা। কুমারি, ঠিক বুঝ্‌তে পারবে, মনের কথা মনই
ল দেবে। আমি চল্লুম।

মাধুরী। তুমি যাচ্ছ ?—তোমায় ছেড়ে দিতে ইচ্ছা
চ্ছ না, এই কথাই তোমার সঙ্গে কইতে ইচ্ছে হ'চ্ছে, তবে
, আমি কোথায় থাক্‌বো ?—এইখানেই থাক্‌বো, না না—
, কুঞ্জের মধ্যে দেখা ক'র্‌বো। আমার ইচ্ছা হ'চ্চে, সেই
ীর উপবনে দেখা করি। তুমি এসো। আমি যাই—
লা গিয়ে ভাবি।

[উভয়ের প্রস্থান।

—

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

বিলাস-কক্ষ

উদয়নারায়ণ।

উদয়। কন্যা—কন্যা—কেন জন্মে হিন্দুর আলয়ে ?
যেতে হ'ল পরবাসে কন্যাদান হেতু!
কি কুক্ষণে দেখা মম অন্নদার সনে,
পিতৃবাক্য করি অবহেলা
সহি এই মনস্তাপ।
ক্ষুদ্র শালিগ্রাম, তার এত মান,
অসম্মত কন্যা মম নিতে ঘরে!
তাই করে এত ছল।
কি করিব—কলঙ্ক রটেছে।
সুপাত্র,—তনয়ারে বাসে ভাল,
কুঠার মেরেছি আমি আপনার পায়—
বেশ্যা বলি পরিচয় দিয়াছি সতীরে।

(মাধুরী ও ললিতার প্রবেশ)

এতদিনে আমি এক দায়ে নিশ্চিন্ত হ'লেম। যে দু'টি
আমাদের বাড়ীতে নিমন্ত্রণে এসেছে, ওর একটির নাম
ন,—

ললিতা। নিরঞ্জন কে ?

উদয়। রূপে গুণে দুটিই সমান বটে, আমারই ভ্রম হয়,
তা তোমরা তো তফাৎ হ'তে দেখেছ। শুনেছি নাকি, সে
মাধুরীকে দেখেছে, তার মন—মাধুরীকে বিবাহ করে।

ললিতা। কে, নিরঞ্জন ?

উদয়। হ্যাঁ, হ্যাঁ, শোন্ না—আমিও তার বাপ
শালিগ্রামকে পত্র লিখেছিলেম, তিনি বিবাহে সম্মত। কিন্তু
অপমান স্বীকার ক'র্‌তে হবে ;—কি ক'র্‌বো, তাদের
কুলপ্রথামত মেয়ে সেইখানে নিয়ে গিয়ে বিবাহ দিতে
হবে।

মাধুরী। বাবা, বাবা! এতে তোমার অপমান
হবে, আমি বিবাহ ক'র্‌বো না।

উদয়। আরে ছাই, আমি কি সম্মত হ'তেম, বড় দায়ে
প'ড়েই সম্মত হ'য়েছি। কুলোকে কু-কথা কয়,—বিশেষ
ললিতাকে নিয়ে আমি আরও বিপদে প'ড়েছি।

ললিতা। কেন—কেন—মহারাজ, আমায় নিয়ে বিপদ্
কি ?

উদয়। মা, তুমি আমার বন্ধুর মেয়ে নও, আমার
আপনার কন্যার অধিক। তোমারও বিবাহ দিতে পার্‌ছি
নে। নিরঞ্জনের সঙ্গে মাধুরীর বিবাহ দিতে পার্‌লে তোমার
বিবাহ নিয়ে আর আমায় দায়ে ঠেক্‌তে হবে না।

ললিতা। নিরঞ্জন ?

উদয়। আরে, এই দুটো নাম আর মনে রাখ্‌তে
পারিস্ নে ?—পুরঞ্জন আর নিরঞ্জন—শালিগ্রামের ছেলের
নাম নিরঞ্জন। মাধুরি, তোর কি অসুখ হ'য়েছে ?

মাধুরী। বাবা, তোমার এতে বড় অপমান হবে।

উদয়। আমার তোদের নিয়ে মান-অপমান। সুপাত্র
পাওয়া গিয়েছে, কি বলিস্ ললিতা ?

ললিতা। নিরঞ্জন কি বাড়ী গেছে ?

উদয়। যাবে না! বে' নিয়ে একটা কথা উঠেছে,
এখানে থাক্‌লে তার বাপ কি ব'ল্‌বে ? পুরঞ্জনও আজ তার
দেশে যেতো, তা যাত্রা ক'র্‌বার সময় হাঁচি পড়েছে, না কি
হ'য়েছে, তাই আজ গেল না। এঃ—হোরিতে ক'দিন
দু'জনে রাত জেগে খুব অসুখ ক'রেছিস্ দেখ্‌ছি।

ললিতা। হ্যাঁ মহারাজ! আমার শরীর কেমন হ'য়েছে,
আমি দাঁড়াতে পাচ্ছিনে, আমার মাথা ঘুর্‌চে।

উদয়। সে কি রে ? কাল যে আমাদের যেতে হবে ;
তবে যা, শুগে যা।

ললিতা। না না—বলুন না, শুনে যাই ;—নিরঞ্জন কি বলে—সে মাধুরীকে দেখেছে, মাধুরীকে ভালবাসে ?

উদয়। তুই যে অন্যমনা হ'চ্ছিস্;—সে বে' ক'র্‌তে চাইতো না, মাধুরীকে দে'খে বাড়ীতে পত্র লিখেছে যে, "ঐ মেয়ে হয় তো বে' ক'র্‌বো।" বড় সুখের কথা, কি বলিস্ ?

ললিতা। তা বই কি! (মাধুরীর প্রতি) কেমন লা—না ?

উদয়। নে নে, তোরা দু'জনে পরিহাস করিস্ এখন, কথা শোন। (ললিতার প্রতি) এখন তোমার মা একটী সুপাত্র দে'খে দিতে পার্‌লে আমি নিশ্চিন্ত হই।

ললিতা। তা নিরঞ্জন কি বলে ?

উদয়। দ্যাখ্, এ কথা প্রকাশ করিস্ নে। সে যে ক'দিন আমার বাড়ী ছিল, সে উপবনের বাইরে এসে ছাদের উপর চেয়ে থাক্‌তো, যদি একবার মাধুরীকে দেখ্‌তে পায়। আমি সেই জন্যই অপমান স্বীকার ক'র্‌লেম।

ললিতা। হ্যাঁ হ্যাঁ, তাই মাধুরী ছাদে উঠ্‌তো বটে।

মাধুরী। নে, মিছে কথা ব'লিস্ নে। বাবা, আমা হ'তে তোমার অপমান হ'লো।

উদয়। তা হোক, আমার সহস্র অপমান হোক, তুই সুখে থাক্‌লেই আমার হ'লো।

মাধুরী। না বাবা, আমি বড় অসুখী হব।

উদয়। তা যা হয়, তা হবে, নে। (স্বগত) মেয়েটা ভালমন্দ কিছুই জানে না ; বে'র কথা ব'ল্‌ছি—তা একটু লজ্জা হ'চ্চে না ! (প্রকাশ্যে) ললিতা, কি বল্‌তে এসেছি, শোন্। মাধুরি, মনোযোগ দাও। শ্বশুর-বাড়ীতে পাঁচ জনে পাঁচ কথা কইবে, তাতে মনে কিছু ক'রো না। তোমার মা পরম পবিত্রা, কিন্তু লোকে কলঙ্ক দেয়। তার কারণ, আমি পিতার অমতে বিবাহ ক'রেছিলুম, সেই জন্য সে বিবাহ প্রকাশ ক'র্‌তে পারি নাই। আমার দ্বিতীয়া স্ত্রী, যাকে তুমি মা ব'লতে, সে নিঃসন্তান ; তোমায় মানুষ ক'রেছিল। কিন্তু আমার পিতার পরলোকের পরও লোকনিন্দার ভয়ে তোমার মাকে ঘরে আন্‌তে পারি নাই। অভিমানিনী চ'লে গিয়ে শুনি না কি কাশীধামে প্রাণত্যাগ ক'রেছে, সে দাগ আজও আমার প্রাণ হ'তে উঠে নাই, কি ক'র্‌বো ফের্‌বার নয়। আহা! মাধুরীর বে' সে দেখ্‌তে পেলে না, এই আমার পরম দুঃখ !

ললিতা। আহা! ছোট মা থাক্‌লে এ বে'তে খুব আনন্দ ক'র্‌তেন !

উদয়। আর বাছা, সে সব ভেবে কি ক'র্‌বো! এখন এক দায়ে নিশ্চিন্ত হ'লেম; তোমার বিবাহটি দিতে পার্‌লেই তোমার স্বামীকে তোমার বিষয়-আশয় দিয়ে আমি জুড়ুই। লোকে কি বলে জান মা, আমি বিষয়ের লোভে তোমাকে এনে গৃহে পালন ক'রেছিলুম। তোমার বাপের সঙ্গে আমার যে কি বন্ধুত্ব ছিল, তা হীনবুদ্ধি লোকে কি বুঝ্‌বে বল ? মা, তুমি কাঁদ্‌চো কেন ?

ললিতা। এতদিনে মাধুরী আমায় ছেড়ে যাবে !

উদয়। তা মা, চিরদিন কি তোমাদের আইবুড়ো রাখ্‌বো ? পুরঞ্জনও অতি সুপাত্র, ভেবেছি, তোমার বিয়ে আমি তার সঙ্গে দেব।

মাধুরী। পুরঞ্জন !—সে কি ললিতাকে ভালবাসে ?

উদয়। তা কই কিছু শুনি নাই। তা ভালবাস্‌বেই না বা কেন ? মা আমার জগদ্ধাত্রী !

ললিতা। রাজমহলে কি আমায়ও যেতে হবে ? আমার শরীর বড় অসুখ।

উদয়। ঘুমুলেই সেরে যাবে। কি ক'র্‌বো, অপমান স্বীকার ক'র্‌তে হ'লো। দুর্জ্জনেরা বলে কি জানিস্, যে, মাধুরীর গর্ভধারিণীর কাশীপ্রাপ্তি হয় নাই,—আরও কত কলঙ্ক দেয়, তা উচ্চারণ ক'র্‌তে জিহ্বা দগ্ধ হয়। আমি চ'ল্লেম, তোরা শুগে যা।

মাধুরী। বাবা বাবা, পুরঞ্জন কি ললিতাকে বিবাহ ক'র্‌বে ? আপনাকে কিছু জানিয়েছে ?

উদয়। সে পরের কথা পরে।

[প্রস্থান।

ললিতা। তুই মনের মতন রতন পেয়েছিস !

[প্রস্থান।

মাধুরী। প্রাণ বিসর্জ্জন ভিন্ন উপায় নাই! যে দিন পুরঞ্জনকে দেখেছি, সেদিন ম'জেছি, তার পায়ে বিকিয়েছি, তারেও মজিয়েছি। কলঙ্কের কথা কেমন ক'রে পিতাকে জানাব ? অন্যের গলায় কেমন ক'রে মালা দেব ? এ কি, এ কি, কি হ'লো! কার কাছে যাব!—কি হ'লো, কেন গে

লো—পাখী ধ'রে দেবে—রক্তোৎপল তুল্‌বে—সে নয়, বে কে?—কি হবে, কি হ'লো—কোথায় যাব'—এই যে এই যে!—কই—কি!—আর তো দেখা হবে না, আর তা দেখা হবে না!

(পুরঞ্জনের প্রবেশ)

পুরঞ্জন। এ কি, এ কি? মাধুরি, মাধুরি!

মাধুরী। তুমি এসেছ, আমায় নিয়ে যাও, আমায় ফেলে যেও না। আমি বুঝ্‌তে পেরেছি, আমি তোমায় ভালবাসি। তুমি আমায় ভালবাস কি?

পুরঞ্জন। কি ব'ল্‌ছো—তুমি আমার জীবনসর্ব্বস্ব। আমি তোমার কাছে বিদায় নিতে এসেছি, আবার শীঘ্রই আস্‌বো। আমার পিতা পত্র লিখেছেন তাই যাচ্ছি।

মাধুরী। তুমি চ'ল্লে—যাও—যাও।

পুরঞ্জন। তুমি না বল, আমি যাব না।

মাধুরী। না, না, যাও—যাও, আর বোধ হয় তোমার সঙ্গে আমার দেখা হবে না, আমায় মনে রেখো।

পুরঞ্জন। সে কি,—তুমি অমন ক'চ্ছ কেন?

মাধুরী। তুমি শুনো না—তোমায় ব'ল্‌বো না—শুন্‌লে তুমি যেতে পার্‌বে না! আমিও তোমায় ব'ল্‌বো না। তোমার সঙ্গে আমার সঙ্গে দেখা হ'য়েছে, তুমি কারেও ব'লো না;—আমিও কারে ব'ল্‌বো না। তোমায় আমি ভালবাসি, এ কথা কারে জানিও না।

পুরঞ্জন। কেন—কেন? কি হ'য়েছে?

মাধুরী। এখন নয়, এখন নয়, যদি কখনো দেখা হয় তবে ব'ল্‌বো। তোমায় না ব'লে কারে ব'ল্‌বো! এখন যাও।—পার যদি যাবার সময় আর একবার দেখা ক'রো। এখানে আর এসো না—এলে তোমায় লোকে নিন্দা ক'র্‌বে, আমায় লোকে নিন্দা ক'র্‌বে। পার যদি আর একবার দেখা দিও। তুমি রাস্তায় দাঁড়িও, আমি জানালা হ'তে তোমায় দেখ্‌বো। আমি চ'ল্লুম, তোমার কাছে আর আমি থাক্‌বো না।

পুরঞ্জন। মাধুরি, যদি তুমি আমায় ভালবাস, তবে কেন যেতে ব'ল্‌ছো? নিন্দা হয় হবে।

মাধুরী। না, না, তোমায় ভালবাস্‌তে নাই,—আমিও তোমায় ভালবাস্‌বো না, তুমিও আমায় ভালবেসো না। তুমিও আমায় ভুলে যাও, আমিও তোমায় ভুলে যাব।

পুরঞ্জন। কেন মাধুরি, তুমি ত আমায় ভালবাস!

মাধুরী। না, না, তুমি বিশ্বাস ক'রো না।—আমি কেন ভালবাসি ব'লেছি, জানি নে। তুমিও আমায় ভালবেসো না, দুঃখ পাবে, দুঃখ পাবে। যাও, যাও। আমি চ'ল্লুম, তুমিও হেথায় থেকো না।

[মাধুরীর প্রস্থান।

পুরঞ্জন। এ কি? সহসা উন্মাদিনী হ'লো না কি? আমি যাব ব'লে কি অভিমান ক'রেছে? কোন কি বিপদ্ হ'য়েছে? কারে জিজ্ঞাসা করবো? আমায় ভালবাসে! কি ক'র্‌বো? যাব না। না, না,—যাই। পিতার কাছে বিবাহের অনুমতি লব।

[প্রস্থান।

সপ্তম গর্ভাঙ্ক

কক্ষ

ললিতা।

ললিতা। প্রতারণা—সকলই প্রতারণা,—মেদিনী প্রতারণাপূর্ণ! মাধুরীও আমার কাছে মনের কথা বলে নাই। এখনও ভাণ ক'র্‌লে, যেন সে নিরঞ্জনকে চায় না। যে দিন নিরঞ্জনের সঙ্গে দেখা হয়,—ধিক্ মন, এখনো তার আকিঞ্চন!—সে আমার নয়, সে মাধুরীকে ভালবাসে। সয় স'ক, আমারই প্রাণে স'ক্! পুরুষ এত কপট, তা আমি স্বপ্নেও জান্‌তেম না। বনে ফুলের ডাল নুইয়ে ধ'র্‌লে—আমার মনে হ'লো—যেন ফুল পেড়ে আমায় পূজা ক'র্‌বে। একটী ফুল আমার হাত থেকে প'ড়ে গেল, সেই ফুলটি তুলে বুকে রাখ্‌লে। আমার সঙ্গে দেখা হ'লে, ভাবভঙ্গীতে জানাতো, যেন আমার জন্য উন্মত্ত। কিন্তু কি অদ্ভুত ছল! মাধুরীর জন্য আস্‌তো, তা আমি স্বপ্নেও জানিনে।—কিম্বা তার সকলেরই সঙ্গে প্রতারণা করা স্বভাব;—না, মাধুরীকে ভালবাসে, নচেৎ বিবাহ ক'র্‌তে চাইবে কেন?

(গঙ্গার প্রবেশ)

গঙ্গা। আপনি আমায় ডেকেছেন?

ললিতা। কেন, ডাক্‌তে নাই?

গঙ্গা। না, আপ্‌নি তো বড় ডাকেন না! আর আমিই বা কি গান শোনাব, আপনার কাছে বড় বড় গায়িকা এসে শিখে যেতে পারে।

ললিতা। তুমি কত দিন মুজরো ক'চ্চ?

গঙ্গা। ষোল বছর বয়স হ'তে এই কাজ ক'চ্চি।

ললিতা। অনেক পুরুষ দেখেছ?

গঙ্গা। কি ক'র্‌বো দেবি! যে ডাকে, সেইখানেই যেতে হয়; পাঁচ দোরের ভিকিরী। আর জাত-জন্ম যখন ভাসিয়ে দিয়েছি, তখন আমাদের আর কি!

ললিতা। আচ্ছা,—পুরুষ তোমার কি রকম মনে হয়? বিশ্বাসী কি অবিশ্বাসী?

গঙ্গা। এ কথার উত্তর কি দেব দেবি! আমাদের কাছে যারা আসে, আমাদের সঙ্গে যারা আলাপ করে, কেউ ভালবেসে আসে না, চোখের নেশায় দুটো মিষ্টি কথা বলে। জানে কুকর্ম্ম ক'চ্চি, তবু স্বভাবের দোষে আসে। কিন্তু যে পুরুষমাত্রেই অবিশ্বাসী, এ কথা আমি ব'ল্‌তে পারি নে।

ললিতা। আচ্ছা,—তুমি ত অনেককেই দেখেছ,—তোমার কাউকে বিশ্বাস হয়?

গঙ্গা। বিশ্বাস ক'র্‌লে আমাদের ব্যবসা চলে না। বিশ্বাসে ভালবাসা জন্মায়, ভালবাস্‌লেই আমাদের সর্ব্বনাশ। ভালবাসা আর রোজগার একত্রে দুই হয় না। দেবি, আমরা বড় অসুখী! লোকের মন ভোলাবার জন্য বেশভূষা করি, হেসে হেসে প্রেমকথা কই, কিন্তু সদাই সতর্ক থাকি, পাছে কারো ভালবাসাতে পড়ি। যতদিন যৌবন আছে—তত দিন, তারপর সকলেরই ঘৃণ্য;—আমাদের আপনার লোক নাই।

ললিতা। আপনার লোক কেউ নাই! আপনার লোক হয় না! ভালবাস না, তাই সুখে আছ। ভালবাস্‌লে যন্ত্রণা পেতে, কেউ ফিরিয়ে ভালবাস্‌তো না! পুরুষ স্ত্রীলোককে অবিশ্বাসী বলে, কিন্তু পুরুষের চেয়ে অবিশ্বাসী কেউ নাই।

গঙ্গা। অমন কথা ব'ল্‌বেন না, আমি দেবতার মত পুরুষ দেখেছি। কি ক'র্‌বো, সে আমার হ'বার নয়! সে যদি আমার হ'তো, তা'হলে পৃথিবীতে স্বর্গ পেতেম!

ললিতা। চমৎকার বটে!—কে বলে মেয়েমানুষের মন কুটিল?—সে আমাদের মন জানে না! তুমি বেশ্যা, তুমিও ভালবাস্‌তে চাও, কিন্তু পুরুষের মনে ভালবাসা নাই,—ভালবাসার ভাণ জানে।

গঙ্গা। দেবি, যদি মার্জ্জনা কর তো একটী কথা জিজ্ঞাসা করি। আপনি কুলবালা, কখনও পর-পুরুষের সঙ্গে দেখা করেন নাই, পুরুষের কথা কি ক'রে জান্‌লেন?

ললিতা। আমি একটী গল্প প'ড়েছি; চমৎকার গল্প! একটী নায়িকার সঙ্গে একটী নায়কের দেবমন্দিরে দেখা হয়। নিত্য সেই যুবা সেই যুবতীর সহিত দেখা ক'র্‌তে আস্‌তো। যুবতী মনে ক'র্‌তো, তারে কত ভালবাসে, কিন্তু তা নয়, তার দেখা ক'র্‌তে আসা ভাণ মাত্র। হঠাৎ সেই যুবতীর সখীকে সে বিবাহ ক'র্‌লে। যার সঙ্গে দেখা ক'র্‌তে আস্‌তো, তার আর কোনও সংবাদ নিলে না!

গঙ্গা। তারপর সে যুবতী কি ক'র্‌লে?

ললিতা। তারপর যুবতী এ সংবাদ পেয়ে, মনে ক'র্‌লে আত্মহত্যা ক'র্‌বো। প'ড়্‌তে প'ড়্‌তে আমার মন কেমন হ'য়ে উঠ্‌লো।

গঙ্গা। তারপর সে ম'লো?

ললিতা। ম'র্‌বে কি না ম'র্‌বে, মনের ভেতর তোলা-পাড়া ক'র্‌ছে;—তারপর আর আমি প'ড়্‌তে পার্‌লুম না।

গঙ্গা। আমার সঙ্গে যদি সে যুবতীর আলাপ থাক্‌তো, তা হ'লে আমি তারে ম'র্‌তে দিতেম না।

ললিতা। কেন? তার বেঁচে সুখ? আজীবন দুঃখ পাওয়ার চেয়ে মরাই ভাল!

গঙ্গা। কেন, মরা কেন? ম'লেই ত সকল আশা ভরসা ফুরিয়ে গেল।

ললিতা। আশা-ভরসা তো তার সব ফুরিয়েছে!

গঙ্গা। কেন, কি ফুরিয়েছে? সে তো তারে ভাল-বাসে, মনে ক'র্‌লে তো তার সঙ্গে দেখা ক'র্‌তে পারে, তার সেবা ক'র্‌তে পারে, তার দাসী হ'তে পারে। পৃথিবীতে আপনার সুখই যে সুখ, তা নয়! যদি সে নায়িকা যথার্থ তারে ভালবাসে, তারে সুখী দে'খে সুখী হ'তে পারে।

ললিতা। তা কি হয়?

গঙ্গা। সবই হয়;—মন নিয়ে কথা। ভালবাসার সুখই তো—যারে ভালবাসি, তারই সুখে সুখ। নইলে আমাদের বেশ্যার ভালবাসা! যতদিন দিলে থুলে, মিষ্টি কথা ব'ল্‌লে, ভালবাসলুম, তারপর ফুরুলো। আমাদেরও ভালবাসার লোকের জন্য কি খাওয়া-খাওয়ি হয়। কিন্তু

হ্যাঁচড়া ভালবাসা, তারে আমি ভালবাসা বলি নে।
় চ'ল্লুম।

ললিতা। আচ্ছা,—তোমার কেউ ছিল না ব'ল্‌চো, ষোল বৎসর বয়স, তখন বেরিয়েছ, তোমার ভাবনা । না?

গঙ্গা। অনেক ভেবেছি। তারপর দেখ্‌লুম, পৃথিবী ় র'য়েছে, ভগবান্ দু'টি খেতে দেন।

ললিতা। একলা বেড়িয়ে বেড়াও, তোমার ভয় হয়

গঙ্গা। প্রথম প্রথম ভয় হ'তো, তারপর স'য়ে গেছে।

ললিতা। আচ্ছা,—কত লোক এমন তোমার মত একা চ্চে?

গঙ্গা। কত শত!

ললিতা। তবে ভগবান্ সকলকেই দেখেন, সকলকেই করেন। আচ্ছা, তুমি এসো।

[গঙ্গার প্রস্থান।

ললিতা। আর কেন? শত শত লোক একলা চ্চে, আমিও বেড়াব। কি ভয়? মৃত্যুর উপায় তো র কাছে। পোড়া মন, এখনো নিরঞ্জনকে দেখ্‌তে ? মাধুরীকে বামে নিয়ে তোর সঙ্গে কথা ক'বে, তাই বি? তোরে উপহাস ক'র্‌বে, তাই শুন্‌বি? যাই। প্রহরীরা যে ধ'র্‌বে! নর্ত্তকীর বেশে যাই। গঙ্গা ক'রে ছেড়ে দেবে। ছিঃ ছিঃ, এত অদৃষ্টে ছিল! সাধ মনে উঠেছিল, কত কথা মনে হ'তো, আজ লো!

(অন্নদার প্রবেশ)

অন্নদা। তুই কি ভাব্‌চিস্? চ'লে যাবি! আমি ছি, তোর আমার দশা হ'য়েছে! ত্থাখ্, আমি পাগ্‌লী যদি কেউ অকুল পাথার ভাবে, তার মুখ দে'খে আমি তে পারি। আমিও অকুলে ভেসেছি, অকুলে কেন স, তা জানি। আমি বুঝ্‌তে পারি, বুঝ্‌তে ি।

ললিতা। তুমি কে?

অন্নদা। আমি যে হই না,—তোর তো অকুল পাথার, র আর ভয় কি? ঘেন্নায় বড় ব্যথা লাগে! যারে আপনার ভাবি, সে আপনার না হ'লে বড় ব্যথা লাগে! আমি জানি—আমি জানি! তুই আস্‌বি? আমার সঙ্গে আয়।

ললিতা। কোথায় যাব?

অন্নদা। ঠিকানা ক'রে কি যেতে পার্‌বি? ঠিকানা ক'রে যেতে চাস্‌তো ঘরে থাক্; সইতে পারিস্ তো ঘরে থাক্। কিন্তু সইবে না—সইবে না,—বড় জ্বালা—বড় জ্বালা!

ললিতা। মা, তুমি কে? আমার ব্যথায় ব্যথী কেন?

অন্নদা। মা বলিস্ নি, মা বলিস্ নি! আমায় মা ব'ল্লে তোর কলঙ্ক হবে, তোর মাথা হেঁট হবে, তোরে ঘেন্না ক'র্‌বে,—আমায় মা বলিস্‌নে!

ললিতা। কেন, কেন? তুমি কে?

অন্নদা। আমি কে, তা কি জানি!—তবে লোকে পাগ্‌লী ব'ল্‌বে কেন? স্রোতে পাঁচটা কুটো ভাসে না?—আমিও তেম্‌নি ভাস্‌চি। তুই যাবি? চ,—তুই যারে ভালবাসিস্, জানি। তার সঙ্গে দেখা করিয়ে দেব। চল্—চল্।

ললিতা। আমি কারে ভালবাসি?

অন্নদা। আমি কি জানি নি!—আমি সব জানি। সে তোর গায়ে ফাগ দিয়েছিল জানি, তুই তার গায়ে ফাগ দিয়েছিলি জানি। সে তোর—সে তোর। দেখা হ'লে বুঝ্‌তে পার্‌বি। মিছি মিছি মন খারাপ করিস্ নে। তারে দেখ্‌বি আয়—দেখ্‌বি আয়।

ললিতা। আর সে যদি আমায় না চায়?

অন্নদা। না চায়, ভেসে বেড়াবি। কিন্তু ভুল্‌তে পার্‌বি নি, ভুল্‌তে পারবি নি,—ভোলা যায় না—ভোলা যায় না—সে দাগ উঠে না! এই ত্থাখ্ না, আমি পাগল হ'য়েছি, তবু ভুল্‌তে পারি নে। আয়, আয়, আর দেরী করিস নে। এখনি সকলে জাগ্‌বে, রাজমহলে যাবার জন্য ত'য়ের হবে।—তুই চল্—তুই চল্, তুই তারে পাবি!—আমি মিলিয়ে দেব। আমি মিছে কথা কই নে, মিছে কথা জানিনে, আমার বড় সরল প্রাণ! তুই আমার সঙ্গে থাক্‌লেই বুঝ্‌তে পার্‌বি।

ললিতা। কোথায় যাব?

অন্নদা। চল্ না, চল্ না, সব দিক্ বজায় থাক্‌বে।

যার যে—সে তার হবে। তোর ধন আমি তোরে দিইয়ে দেব। যার ধন, সেই পাবে,—আমিও পাব! তারপর তার চিতেয় শুয়ে কুলের কলঙ্ক ঘোচাব। কারো মুখ হেঁট হবে না, কারো কলঙ্ক রবে না, প্রাণ দিয়ে কলঙ্ক দূর ক'র্‌বো, চিতেয় শুয়ে জুড়ুবো। সব দিক্‌ বজায় ক'র্‌বো!—নইলে এত দিন বাঁচ্‌তেম না! আয়, আয়—শীগ্‌গির আয়—ভাবিস্‌ নে।

ললিতা। চল মা, তোমার কথায় অকূল সমুদ্রে ঝাঁপ দেব।

অন্নদা। কি ভাব্‌ছিস্‌—কি ভাব্‌ছিস্‌?—আমি লুকিয়ে রাখ্‌বো, কেউ খুঁজে পাবে না। ওরা সব বজ্‌রায় গিয়েছে, তোদের বজ্‌রা পেছিয়ে আছে। রাজা এগিয়ে গিয়েছে, মাধুরী তার সঙ্গে গেছে, তোর আর খোঁজ ক'র্‌বে কে?—তোর তো আর কেউ নেই।

ললিতা। না মা, ত্রিভুবনে আমার কেউ নাই।

অন্নদা। আছে, সব আছে—সব পাবি। বিধাতার বাঁধন—জন্মের আগে বাঁধন, দিনকতক বিচ্ছেদ—এখানে না দেখা হয়, সেখানে দেখা হবে, চিতেয় দেখা হবে। চল্‌, চল্‌, কেন ভাবছিস্‌? কালীবাড়ীর দোর খুলে রেখেছি, প্রহরীরা টের পাবে না, কেউ জেগে নেই, আর দেরী করিস্‌ নে, চল্‌—চল্‌—চল্‌।

ললিতা। মিছে কেন ভাবি, ঘরে ব'সে কেন জ্ব'ল্‌বো, সে পরের—আমি দেখ্‌তে পার্‌বো না। না না—আত্মহত্যা ক'র্‌বো না, চ'লে যাই।

অন্নদা। আয় আয়, কথা ক'স্‌নে, পেছনে পেছনে আয়।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

উপবনস্থ বহিঃপ্রকোষ্ঠ

পুরঞ্জন ও নিরঞ্জন।

নিরঞ্জন। কি হে, তুমি আমার পত্র না পেয়েই বেরিয়ে প'ড়েছ নাকি?

পুরঞ্জন। কই, তোমার পত্র তো পাই নাই, আমি অম্‌নিই বেরিয়ে এসেছি। কেন, খবর কি?

নিরঞ্জন। এই তুমি যাতে শীগ্‌গির শীগ্‌গির এসো, তাই। আমার ব'ল্‌তে লজ্জা হ'চ্ছে।

পুরঞ্জন। কি, কথাটা কি?

নিরঞ্জন। যদি আমার বে' হয় তো কি বল?

পুরঞ্জন। ব'ল্‌বো আর কি, আইবুড়ো নাম ঘুচে গেল।

নিরঞ্জন। সত্যি আমার বে।

পুরঞ্জন। এর আর সত্যি মিথ্যে কি,—তোমার যদি বে' হয়, কোন্‌ না আমারও বে' হবে।

নিরঞ্জন। উপহাস ক'চ্চ, আমিও কোন্‌ না উপহাস ক'ত্তেম, কিন্তু যে দিন আমার মত ঠেক্‌বে, সে দিন বুঝতে পার্‌বে। এতদিন মনে ক'র্‌তেম, ভালবাসা একটা কথার কথা—প্রণয় একটা দুর্ব্বলতা। কিন্তু ভাই, রাজসাহী গিয়ে আমার চৈতন্য হ'য়েছে। প্রেমই মানব-জীবনে সর্ব্বস্ব। এতদিন জীবনে লক্ষ্যহীন বেড়িয়েছি, ভেবেছিলেম, স্বাধীনভাবে কাটাবো, কিন্তু সে সব ব'দ্‌লে গিয়েছে।

পুরঞ্জন। তা বেশ তো, তুমিও ব'দ্‌লেছ, আমিও বদ্‌লাব। ব্যস্‌, শোধ-বোধ যাবে।

নিরঞ্জন। যথার্থ ভাই, আমি ম'জেছি। আমার দিবারাত্রি এক ধ্যান, এক জ্ঞান। যতদিন না তার সঙ্গে মিলন হয়, আমার একদিন যুগ মনে হ'চ্ছে। যে নূতন চক্ষু পেয়েছি, নূতন সংসার দেখ্‌ছি।

পুরঞ্জন। তা বেশ ক'চ্ছ, আমিও দেখ্‌বো, তার আর ভাবনাটা কি!

নিরঞ্জন। শোন, তারপর বাক্‌চাতুরী ঝেড়ো।

পুরঞ্জন। শুন্‌তে নারাজ কিসে বুঝ্‌ছো বল? তোমার পালা তুমি গেয়ে নাও, তারপর আমার পালা আমি গাহি

এক সাট বেঁধে এনেছি, মনে ক'র্‌ছ কি, তুমি
ই আসর মাতাবে?

রঞ্জন। তুমি রাজা উদয়নারায়ণের মেয়ে মাধুরীকে
?

রঞ্জন। কেন? কে জানে? দেখেছি বোধ হয়।

রঞ্জন। না, তুমি নিশ্চয় দেখ নাই, যদি দেখ্‌তে,
াজার পাষাণ হও, কখন ভুল্‌তে না। মানবীতে
নও এমন রূপ সম্ভব, তা কেউ কল্পনাতেও জানে না।

রঞ্জন। হ'তে পারে,—তা কি,—তুমি তারে দেখেছ
? কোথায় দেখ্‌লে? তোমার সঙ্গে কি তার
। হ'য়েছে? কি, কোথায় আলাপ হ'লো? কেমন
হ'লো?

রঞ্জন। ইস্‌, তুমি যে প্রশ্নের ঝাঁক ছেড়ে দিলে!
কটার উত্তর ক'র্‌বো বল? সব ব'ল্‌ছি, শোন না।

রঞ্জন। বল না, বল না, তোমার সুখের কথা
া, তাই মনটায় আগ্রহ হ'য়েছে।

রঞ্জন। সে ফুল তুল্‌তে এসেছিল। মৃগয়া ক'র্‌তে
প্রথমে আমার সঙ্গে দেখা হয়।

রঞ্জন। তোমার সঙ্গে প্রণয় হ'লো না কি? তোমাকে
নিয়ে যেত? তাই কি তুমি রাজবাড়ী হ'তে
তে চাইতে না? সে তোমায় ভালবাসে?

নিরঞ্জন। তা ব'ল্‌তে পারি নে। নিত্য উপবনের
র আমি থাকতেম, সে নিত্য উপবনে আসতো,—
। হ'তো।

পুরঞ্জন। না, তুমি ব'ল্‌ছো না, তোমায় তার মহলে
। যেতো। হ্যাঁ, হ্যাঁ, তুমি গোধূলির সময়টা বড় উতলা
—দেখেছি। তার পর, তার পর কি হ'লো?

নিরঞ্জন। তুমি কি সিদ্ধি খেয়েছ না কি? অমন
। হ'য়েছ কেন? শোন না, সব ব'ল্‌ছি।

পুরঞ্জন। হ্যাঁ! হ্যাঁ, একটু খেয়েছি,—বল বল, শুনি।

নিরঞ্জন। তার সঙ্গে আমার বিবাহ স্থির হ'য়েছে।

পুরঞ্জন। কি, তোমার বাপ রাজী হ'য়েছেন? উদয়-
য়ণের কুলে যে একটা কলঙ্ক আছে! তোমার বাপ
ী হ'য়েছেন?

নিরঞ্জন। সে মিথ্যা কলঙ্ক। মাধুরী উদয়নারায়ণের
র গর্ভের কন্যা।

পুরঞ্জন। তবে বিবাহের সব ঠিক হ'য়েছে? উপবনে
নিত্য দেখা হ'তো? কারেও বিশ্বাস নাই, স্ত্রীলোককে
বিশ্বাস নাই, ওরা অদ্ভুত সরলতার ভাণ জানে, কে শিখালে
জানি নি! আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য!

নিরঞ্জন। ভাই, আমিও ঐরূপ মনে ক'রতেম। কিন্তু
না, সে সরলতার প্রতিমূর্ত্তি দেখ্‌লে, তোমার মনেও সন্দেহ
থাকতো না।

পুরঞ্জন। হ'তে পারে,—না, কখনো না, তুমি জান না,
বড় কুটিল, স্ত্রীলোক অতি কপট, কি নাম ব'ল্লে—মাধুরী?
উদয়নারায়ণের কন্যা মাধুরী? যার বাড়ীতে অতিথি
হ'য়েছিলেম, তার কন্যা?

নিরঞ্জন। কি হে, তুমি কি ব'ক্‌চো?

পুরঞ্জন। কে জানে, আমার নেশা হ'য়েছে, আমার শরীর
কেমন হ'য়েছে। আমার বড় অসুখ,—এসে ভাল করিনি।
আমি কালই বাড়ী চ'লে যাব। তুমি এখন যাও ভাই,
আমি দাঁড়াতে পাচ্চি নি। সকালে এসো—সব শুন্‌বো।
এখন আমার মাথা ঠিক নাই, কে জানে ভাই, কি রকম
হ'য়ে গেছে। প্রাণ কেমন ক'চ্ছে—প্রাণ কেমন ক'চ্ছে!

নিরঞ্জন। ইস্‌! তুমি বেজায় নেশা ক'রেছ দেখ্‌ছি।
চল, তুমি শোবে, তোমার মাথায় জল দি গে।

পুরঞ্জন। না না, কিছু ক'র্‌তে হবে না। আমি ঘুমুলেই
সুস্থ হব। তুমি এসো, তুমি থাকলে ব'ক্‌বো, ব'ক্‌লেই
নেশা বাড়্‌বে।

নিরঞ্জন। আচ্ছা, তবে তুমি স্থির হ'য়ে শোও গে,
আমি আসি।

পুরঞ্জন। হ্যাঁ হ্যাঁ, এসো এসো! স্থির হব—স্থির হওয়া
ভিন্ন উপায় কি! এসো এসো, দেরি ক'রো না, আমার
নেশা বাড়্‌বে।

নিরঞ্জন। আচ্ছা, আমি তোমার চাকরকে ডেকে দিয়ে
যাই, তোমার মাথায় জল দিক্‌। তুমি স্থির হ'য়ে শোও গে।
[নিরঞ্জনের প্রস্থান।

পুরঞ্জন। বুঝেছি, বুঝেছি, সব বুঝেছি। আমাকে যেমন
গোপনে ঘরে নিয়ে যেতো, ওকেও তেমনি নিয়ে যেতো।
না না, তা কি হয়! তা হ'লে যে মারা যাব, কি ক'রে প্রাণ
ধ'র্‌বো, বুক ফেটে যাবে। না না, মাধুরী নয়, আ'র কে!

(গঙ্গার প্রবেশ)

গঙ্গা। সর্ব্বনাশ হ'য়েছে, আপনি না উপায় ক'র্‌লে আর উপায় নাই!

পুরঞ্জন। আমি কি উপায় ক'র্‌বো! তার এত ছল, তার এত কপটতা! না না, আমা হ'তে কি উপায় হবে! উপায় তারে ক'র্‌তে বল। নিজের উপায় নিজে করুক, আমা হ'তে হবে না, আমি কি ক'র্‌বো!

গঙ্গা। সে বালিকা, সে কি উপায় ক'র্‌বে? সে সব কথা তার পিতাকে কেমন ক'রে ব'ল্‌বে? অনর্থ ঘট্‌বে। আপনি নিবারণ করুন, সে আপনা ভিন্ন কারেও জানে না। সে উন্মাদিনীর মত হ'য়েছে, দিবারাত্রি কাঁদ্‌ছে। আপনি সব কথা আপনার বন্ধুকে খুলে বলুন। তিনি সদাশয়, এ সব কথা জান্‌লে তিনি কদাচ বিবাহ ক'র্‌বেন না।

পুরঞ্জন। তুমি কি আমার বন্ধুকে দেখেছ? সে আনন্দে উন্মত্ত হ'য়েছে, পল গুণ্‌ছে, জগৎ মাধুরীময় দেখ্‌ছে! সে আমার বাল্যবন্ধু, এ আনন্দে তারে নিরানন্দ ক'র্‌বো? তার সরল বুকে ছুরি মার্‌বো? এ কাজ আমা হ'তে হবে না। তুমি জান না, পুরুষের প্রাণ তোমাদের মত নয়। লোকের প্রাণ নিয়ে খেলা করা তোমাদের কাজ, আমাদের প্রাণ সেরূপ নয়।

গঙ্গা। প্রাণের গরব ক'চ্ছেন? এই কি উচ্চ প্রাণের পরিচয়? যে সরলা বালিকা জীবন-যৌবন অর্পণ ক'রেছে, তারে অকূলে ভাসিয়ে দেবেন? তারে কলঙ্কিনী ক'র্‌বেন? তার জীবন শ্মশান ক'র্‌বেন? ভাল, খুব উচ্চ প্রাণের পরিচয় দিচ্চেন বটে! কঠিনতার আর এক নাম পুরুষ! নচেৎ এ কমল-কলি চরণে দলিত ক'র্‌তে পার্‌তেন না।

পুরঞ্জন। কেন, কি ব'ল্‌চো, দোষ কি? আমার বন্ধুর মত জগতে রূপ-গুণ কার? আমার বন্ধুর মত কে আদর জানে? অমন ভাল মাধুরীকে আর কে বাস্‌বে? আমার সঙ্গে বিবাহ হয় নাই, চোখের দেখা দেখেছি, দুটো কথা ক'য়েছি। আমার বন্ধুর আদরে দু'দিন পরে ভুলে যাবে। তাকে জিজ্ঞাসা ক'রো, বিদায়ের দিন সে আমায় ব'লেছে, সে আমায় ভালবাসে না।

গঙ্গা। যদি বুঝে না বোঝেন, তা হ'লে কি ক'রে বোঝাব বলুন? একবার তারে মনে করুন, বিদায়ের চক্ষুজল মনে করুন, দীর্ঘনিশ্বাস মনে করুন, তার সরলতা মনে করুন। প্রফুল্ল কমলবনে আগুন ধরিয়ে দেবেন না। আপনা ভিন্ন সে কিছু জানে না,—আপনি তার ধ্যান-জ্ঞান—জীবন-সর্ব্বস্ব—হৃদয়েশ্বর।

পুরঞ্জন। কেন কেন, আর কেন জ্বালা দাও, আর কেন হৃদয়ে অস্ত্রাঘাত কর? সত্য বলেছ, আমি বড় কঠিন, এখন জীবিত র'য়েছি! কঠিন না হ'লে এতক্ষণে ফেটে যেতেম। পুড়ে খাক হ'চ্ছি, তবু দারুণ অনল চেপে রেখেছি।

গঙ্গা। মহাশয়, অনর্থক কেন এ জ্বালা সহ্য ক'রছেন। কেন আর একজনকে জ্বালাচ্ছেন? কেন বালিকার সর্ব্বনাশ, আপনার সর্ব্বনাশ ক'র্‌ছেন? সব দিক্ বজায় থাক্‌বে, আপনি সমস্ত কথা বন্ধুকে ভেঙ্গে বলুন। দেখুন—বালিকা আপন প্রাণ-মন সর্ব্বস্ব আপনাকে অর্পণ ক'রেছে। তার সঙ্গে অন্যের বিবাহ হবে, এতে তার সর্ব্বনাশ হবে, আপনার অধর্ম্ম হবে। আপনার বন্ধুকে বলুন, বালিকার মিনতি রাখুন। আপনার বন্ধুর অতি উচ্চ প্রাণ, জান্‌লে কখনো এ অনিষ্ট ঘট্‌তে দেবেন না।

পুরঞ্জন। নিরঞ্জনের উচ্চ প্রাণ, তা তুমি আমার কাছে পরিচয় দিচ্ছ? এ কথা আমি জানি না? আমার জন্য সে সব পারে, সে আপনাকে বিসর্জ্জন দিতে পারে, সে সর্ব্বত্যাগী হ'তে পারে। আমি ব'ল্লে—সে সমুদ্রে ভেসে যেতে প্রস্তুত। তুমি জান না, আমি তার প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়। আমার মলিন মুখ দেখ্‌লে সে দশদিক্ অন্ধকার দেখে, ছায়ার মত আমার সঙ্গে সঙ্গে ফেরে, ক্রীতদাসে যেমন মন যোগায়, সেইরূপ আমার শুশ্রূষা করে;—এই বন্ধুর প্রাণে আমি আঘাত দেব?—একজন স্ত্রীলোকের জন্য এই বন্ধুকে আমি পর ক'র্‌বো?—কখনো না—কখনো না—প্রাণ থাক্‌তে না! আমি মরি মলুম, মাধুরী মরে মরুক্, ধর্ম্ম নষ্ট হয় হোক্, সংসার ভেসে যায় যাক্, নিরঞ্জন সুখে থাকুক্।

গঙ্গা। বুঝ্‌লেম—অবলা অকূলে ভাস্‌লো!

পুরঞ্জন। তুমি যাও, আর সে কথা তুলো না। মাধুরীকে মনে হ'লে আমি স্থির থাক্‌তে পার্‌বো না, আমি কর্ত্তব্য ভুলে যাব, বন্ধুকে ভুলে যাব, আমি কাপুরুষের ন্যায় ব্যবহার ক'র্‌বো, আমি নিরঞ্জনের সর্ব্বনাশ ক'র্‌বো। যাও—যাও।

গঙ্গা। এর অধিক আর কাপুরুষত্ব কি ক'র্‌বেন?

[নিরঞ্জ]ন। তিরস্কার কর, যত পার তিরস্কার কর, তারে তিরস্কার ক'র্‌তে ব'লো। ভেব না—ভেব না—আর এ পৃথিবীতে আমার স্থান নাই। আমি প্রাণত্যাগ ক'রে তার হৃদয়ের কণ্টক দূর ক'র্‌বো। আমি ম'লে সব কণ্টক দূর হবে, দু'দিন বাদে সকল স্মৃতি লোপ হবে, নিরঞ্জনকে নিয়ে সে সুখে থাক্‌বে।

[পুরঞ্জনের প্রস্থান।

[র]ঙ্গা। আমিই সর্ব্বনাশের মূল! কি উপায় ক'র্‌বো?—কেন দু'জনের মিলন ক'রে দিয়েছিলেম! আমি রাজা উদয়নারায়ণকে কি জানাব? কি ফল হবে—আমারই প্রাণবধ হবে। জান্‌লেও এ বিবাহ রদ হবে না। পুরঞ্জন এর না উপায় ক'র্‌লে উপায় হবে না।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

পুষ্প-বাটিকা

রঙ্গলাল ও নিরঞ্জন।

রঙ্গলাল। তোমার কিছু গাঢ় প্রণয়,—প্রেম হ'তে না হ'তে বিরহ-যন্ত্রণা! এই তো তোমার বাপও বিবাহ দিতে রাজী হ'য়েছেন, আর উদয়নারায়ণ তো—"খ্যাপা, ভাত খাবি, না হাত ধোব কোথা?" তোমার বাপের কথা বজায় রেখে, তোমাদের কুলপ্রথা-মতে অত বড় একটা মানী লোক হ'য়ে, ক'নে ঘাড়ে ক'রে তোমাদের দেশে বিবাহ দিতে আস্‌ছে, এখন আর দুর্ভাবনা কেন?

নিরঞ্জন। দুর্ভাবনা কিসের?

রঙ্গলাল। দুর্ভাবনা কিসের? নাগাড় দুর্ভাবনা চ'লেছে! এতেও যদি তোমার না ভরপুর হ'য়ে থাকে, তোমার পীরিতকে দু'শো ছেলাম!

নিরঞ্জন। আমার মনে বড় দুঃখ হ'য়েছে।

রঙ্গলাল। সুখ-দুঃখ, কান্না-হাসি, লম্ফ-ঝম্প—প্রেমের অঙ্গ, এ সব ত আছেই,—এ সব তো আর নূতন নয়।

নিরঞ্জন। দেখ, পুরঞ্জনের মনে কি হ'য়েছে,—আমি কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্ছিনে। যে বাল্যাবধি আমার জন্ত প্রাণ দিতে প্রস্তুত ছিল, সে যেন ইচ্ছা ক'রে আমার সঙ্গ ত্যাগ করে। সদাই অন্তমনস্ক, সদাই মলিন বদন, ঘন ঘন দীর্ঘ নিশ্বাস, আমাদের সঙ্গ ছেড়ে নির্জ্জনে নদীর ধারে গিয়ে ব'সে থাকে।

রঙ্গলাল। ওর বাড়ীর কোন দুর্ঘটনা হয় নাই তো?

নিরঞ্জন। এই তো আমোদ ক'রে বাড়ী থেকে এলো।

রঙ্গলাল। হ'য়েছে, রোগের লক্ষণ আমি বুঝেছি। এখন মনে প'ড়্‌লো—তোমার সঙ্গে রাজসাহী বরা শীকার কর'তে গিয়েছিল।

নিরঞ্জন। তাতে কি?

রঙ্গলাল। পীরিতে প'ড়েছে আর কি!

নিরঞ্জন। কিসে জান্‌লে?

রঙ্গলাল। ও একলষেঁড়ে চাল প্রায়ই পীরিতের লক্ষণ।

নিরঞ্জন। না না,—পীরিতে প'ড়্‌বে কেন?—বরাবরই তো জানিস্‌, তার বিবাহ ক'র্‌তে ইচ্ছা নাই, আর কিছু হ'য়েছে।

রঙ্গলাল। কেন, তোমারও তো বিবাহ ক'র্‌বার ইচ্ছা ছিল না। তারপর রাজসাহী হ'তে এসে পীরিতে একেবারে লাট্টু হ'য়ে গেছ। উনিও রাজসাহী গিয়েছেন, শীকারেও ফিরেছেন, তোমার মত দৈববিপাকবশতঃ কোন কামিনীর কুঞ্জে গিয়ে প'ড়্‌বার আপত্তিটে কি? তারপর শীকার ক'র্‌তে গিয়ে, তোমারই মতন শীকার হ'য়ে এসেচেন।

নিরঞ্জন। দ্যাখ্‌, তোর কথাটা আমার এক রকম লাগ্‌ছে। আমি যখন রোজ সন্ধ্যাবেলা গোপনে মাধুরীর সঙ্গে দেখা ক'র্‌তে যেতেম, ও-ও কোথা যেতো। আমি আগে ফিরে আস্‌তুম, কোন কোন দিন সে আগে ফিরে আস্‌তো।

রঙ্গলাল। তার পর তোমার জিজ্ঞাসা ক'র্‌লে ব'ল্‌তে,—"এই এদিকে একটু বেড়িয়ে এলেম", সেও ব'ল্‌তো, "এই ওদিকে একটু বেড়িয়ে এলেম।" পরস্পর কেউ কারে কিছু ভাঙ্‌তে না।

নিরঞ্জন। তুই খুব বিদ্বান্‌, আমি শুনেছি,—কিন্তু তোর এমন যে হাতগোণা বিদ্যা আছে, তা আমি জান্‌তেম না। দ্যাখ্‌, এখন আমার মনে প'ড়্‌ছে, আমিও যেমন কখন বেরুই কখন বেরুই ক'র্‌তেম, ও-ও তেম্‌নি কখন্‌ বেরুই কখন্‌ বেরুই ক'র্‌তো। আর আমিও যেখানে মাধুরীর

সঙ্গে দেখা ক'র্‌ত্তে যেতেম, ও-ও বোধ হয়, তার কাছাকাছি কোথায় যেতো। হুঁ—ঠিক!—বোধহয়, সেই বাড়ীতেই কার সঙ্গে দেখা ক'র্‌তো;—হ্যাঁ হ্যাঁ মনে হ'চ্ছে—ঐ-ই বটে। একদিন গুপ্তদ্বার দিয়ে বেরুতে দেখেছি,—অন্ধকারে আমি ভাল ক'রে ঠাওরাতে পারি নাই। আর মাঝে মাঝে ঐ পথে দেখা হ'তো। আমি ওরে দেখেও দেখ্‌তেম না, পাশ কাটিয়ে চ'লে যেতেম।

রঙ্গলাল। তুমি একা পাশ কাটাতে না, ও-ও পাশ কাটিয়ে স'র্‌তো। তুমিও যেমন দেখেও দেখ্‌তে না, ও-ও তেম্‌নি দেখেও দেখ্‌তো না। এবার ঠিক ধ'রেছি, পীরিতে প'ড়েছে।

নিরঞ্জন। আচ্ছা, তুইও কেন পীরিতে পড়্‌ না,—তুই একা কেন ফাঁকে পড়িস্‌?

রঙ্গলাল। রসো, প্রেমতীর্থ রাজসাহী একবার ভ্রমণ ক'রে আসি। রাজসাহী তো নয়—বোধহয় ঐখানে প্রমীলার পুরী ছিল; দেখ্‌ছি—প্রেমের বাগান; দু-দুটো বয়ারকে প্রেমে জর-জর ক'রে ছেড়ে দিয়েছে।

নিরঞ্জন। নে, তুই-ও একটা দে'খে শুনে পীরিতে পড়্‌।

রঙ্গলাল। ও দে'খে শুনে কি আর পড়ে? প'ড়্‌বো যখন—হুম্‌ড়ি খেয়ে প'ড়্‌বো।

নিরঞ্জন। আচ্ছা, তুই বে' ক'র্‌বি নে?

রঙ্গলাল। বে' ক'র্‌বো না ব'ল্‌বো, যখন মেয়েমানুষ-বংশ নির্ব্বংশ হবে, কিম্বা যখন কণ্ঠশ্বাস হবে। নইলে তোমাদের মতন তাল ঠুকে পালোয়ানী ক'রে বেড়াতে বেড়াতে কার কুঞ্জে গিয়ে সেঁধুবো, হা-হুতাশ দীর্ঘশ্বাস ফেল্‌তে থাক্‌বো, আর সরল প্রাণে তিন পাক দে গাঁট দেবো।

নিরঞ্জন। সে কি, প্রেমে নূতন জীবন হয়, তা জানিস্‌? সে দিন গান গাইলে শুন্‌লি নি,—"পীরিতে গজায় নূতন প্রাণ।"

রঙ্গলাল। পুরণো প্রাণে এখনও একটু দরদ আছে, প্রেমের শুট্‌কো চারা সখের হৃদ্‌বাগানে পুর্‌তে চাই নি।

নিরঞ্জন। প্রেম শুট্‌কো? কে তোরে বিদ্বান্‌ বলে? তুই মূর্খ। প্রেমে প্রাণ উদার করে, তা জানিস্‌?

রঙ্গলাল। এই যেমন উদার প্রাণ তোমরা দু'জনে হ'য়েছ। বাবা, আমি ঢের দেখেছি, যেই একটা মাগী জুট্‌লো, অমনি লুকোচুরী আরম্ভ হ'লো, বন্ধুত্বের গয়ায় অম্‌নি পিণ্ডি প'ড়্‌লো, মনের দ্বারে অম্‌নি বিধুমুখী চাবী দিলেন! আপনা হ'তেই বোঝ, না। এক আত্মা, এক প্রাণ—দুই বন্ধুতে শীকারে গেলে, তার পর বিধুমুখীদের পাল্লায় প'ড়ে মনের দোরে আগড় দিয়ে জুদো হ'য়ে এলে, প্রেমের কথা কেউ কারেও ভাঙ্গ্‌লে না।

নিরঞ্জন। আমি যে ভাই, কুটেগিরি ক'রে ভাঙ্গিনি, তা নয়, আমি ওরে ভয় ক'র্‌তুম্‌। ওর বড় পট্‌পটানি, জানিস্‌ তো, মেয়েমানুষের মুখ দেখ্‌তে নাই ব'ল্‌তো; কি জানি, উপদেশের লম্বা এক ছড়া আউড়ে দেবে, তাই বলি নাই।

রঙ্গলাল। ও-ও, উপদেশের ভয়ে তোমায় ভাঙ্গে নাই, তা জেনো। তুমিও কি কম পালোয়ানী ক'র্‌তে, তুমিও যে কতবার ব'ল্‌তে, "মেয়েমানুষের ছায়া মাড়াতে নাই!" তোমারই মুখে শুনেছি, "মেয়েমানুষের পাল্লায় প'ড়ে দশরথ রামকে বনে দিলেন, কৃষ্ণ গয়লার ভাত খেয়ে বাঁশী বাজালেন —তার পর বিধুবদনীদের পায়ে ধ'রে আমানী ঝোঁমানী কাঁদ্‌লেন!"

নিরঞ্জন। স্থাখ্‌ স্থাখ্‌, পুরঞ্জন আমাদের দে'খে স'রে যাচ্ছে, আজ ওরে চাপাচাপি ক'রে ধ'র্‌তে হবে। দেখ্‌তে পেয়েছি হে—দেখ্‌তে পেয়েছি, পালাচ্ছ কোথায়?

(পুরঞ্জনের প্রবেশ)

পুরঞ্জন। এঁ্যা—তোমরা হেথায়?

রঙ্গলাল। আমি ভাই পালাবো পালাবো ক'র্‌ছিলুম, ভাব্‌ছিলুম,—কোন নদীর ধারে গিয়ে দীর্ঘনিশ্বাস ফেল্‌বো, কিন্তু নিরঞ্জন ছাড়ে না, ও ওর প্রেমের কথা ব'ল্‌ছে।

পুরঞ্জন। কেন, নদীর ধারে দীর্ঘনিশ্বাস ফেল্‌বে কেন?

রঙ্গলাল। কেন? রাজসাহী যে তোমাদের একচেটে ইজারা তা তো নয়, আমিও শীকার ক'র্‌তে গিয়েছিলেম। তোমাদের মতন আমারও এক জমীদারের বাড়ীতে হোরির নিমন্ত্রণ হয়। সেইখানে হোরি খেল্‌তে খেল্‌তে বাগানে তোমাদেরই মতন এক নাগরীর সঙ্গে দেখা; তার কি রূপ! কি গুণ! চকোর খেতে মুখে চাঁদ এসে নাব্‌ছে, মৃণালের মত সরু সরু কাঁটাওয়ালা দুই ভুজ, হাত দু'খানি সহস্রদল পদ্ম ফুটে র'য়েছে, আর পদ্মপাতার মতন ঘোরালো দুই চক্ষু —তাতে আরক্ত আভা, সদ্য যেন ছাগল কেটে রক্ত দিয়েছে! কম্বুকণ্ঠী বাবা পোঁ পোঁ মধুর ধ্বনিতে যেন

রতি ক'র্‌তে লাগ্‌লেন। আমি অম্‌নি অনিমিষ-নয়নে ল দুই তেলাকুচা অধরে কোকিলের মত শাঁস খাবার জন্যে ধীর হ'লেম;—এখন সেই তেলাকুচা অধর শাঁসের বিরহে আমার কোকিল-প্রাণ নিরিবিলি কোন্ নির্জ্জন কুঞ্জে কু-কু ক'র্‌বে—ভাব্‌ছে।

পুরঞ্জন। তুই নেহাত বেল্লিক, কে বলে তুই লেখা-পড়া শিখেছিস্?—কবিরা মৃণাল-ভুজ, কম্বুকণ্ঠী, বিম্বাধর, করকমল, মুখচন্দ্র ব'লে বর্ণনা করে, তাই তোর ঠাট্টা হ'চ্ছে, তুই নেহাত বেরসিক।

রঙ্গলাল। বাস্—রাজসাহী বেড়িয়ে এলেম, আবার বেরসিক! প্রাণে কবিতার লহরী খেল্‌ছে!—

ভ্রমণ করিনু সখা রাজসাহী বিমল আকাশে,
পুরাতন কেশজাল তার ছিল জাগিয়া বসিয়ে,
লম্ফ দিয়া ধরিল আমায়—সুপ্রবীণা সে নাগরী,
মরি, হৃদয়ে কৈল বিদ্যুৎগর্জ্জন।

নিরঞ্জন। আঃ, চুপ কর। পুরঞ্জন, তোমার কি হ'য়েছে?

পুরঞ্জন। সে কি হে, কি হবে?

নিরঞ্জন। কেন ভাই, আমাদের কাছে গোপন কর কেন? তুমি বল, আমার মনে বড় কষ্ট হ'য়েছে। এই জিজ্ঞাসা কর, রঙ্গলালকে আমি এই কথা ব'ল্‌ছিলুম। দু'দিন বাড়ীতে থাকৃতে পার্‌লে না, আমার কাছে ছুটে এলে। কিন্তু আমি যখন পরিচয় দিলেম যে, রাজা উদয়নারায়ণের কন্যার সঙ্গে আমার সম্বন্ধ হ'য়েছে, তুমি যেন কি রকম হ'য়ে গেলে। এ বিবাহে কি তোমার অমত?

পুরঞ্জন। না না, তুমি তারে ভালবাস, সে যদি তোমায় ভালবাসে, তা হ'লে আমার অমত ঠাওরাও কেন?

নিরঞ্জন। তোমায় তো ব'লেছি, সে ভালবাসে কি না জানিনে, কিন্তু আমি তারে যেদিন অবধি দেখেছি, সেদিন হ'তে তারে আমি ভুলি নাই। কিন্তু বল, যদি তোমার অমত হয়, আমি প্রাণ ছিঁড়ে ফেলে দেব, তোমার অমতে আমি কোন কার্য্যই ক'র্‌বো না, এ তুমি নিশ্চয় জেনো। পুরঞ্জন, আমি ভুলি নাই, যে জিনিষ তোমার মিষ্ট লাগ্‌তো, সেই জিনিষ তুমি আমায় দেবার জন্য তুলে রাখ্‌তে; আমি পড়া বুঝ্‌তে পার্‌তেম না, তুমি আমায় শিক্ষা দিতে; তোমার শিক্ষায় আমি অস্ত্রবিদ্যায় দেশবিখ্যাত। বাল্যকালে আমার প্রায়ই উৎকট পীড়া হ'তো, তুমি জীবন উপেক্ষা ক'রে আমার শুশ্রূষা ক'রতে। তুমি তোমার বাবাকে ছেড়ে বিদেশে আমার কাছে থাকৃতে ভালবাস। তুমি বল, এ বিবাহে কি তুমি অসম্মত?

পুরঞ্জন। না না, কেন তুমি এ কথা মনে ক'চ্ছ? তুমি আবার কি ভাব্‌বে—আমার শরীর বড় অসুস্থ—কে জানে, কেন এমন হ'য়েছে;—আমার অমত নয়—আমার অমত নয়!—আমি ভাই চ'ল্লুম, কতকগুলা পত্রের জবাব দিই নাই, জবাবগুলো দিতে হবে, আমি চ'ল্লুম।

[পুরঞ্জনের প্রস্থান।

নিরঞ্জন। কেমন হ'য়েছে দেখ্‌লি?

রঙ্গলাল। আচ্ছা ব'ল্‌ছি। তোমরা দু'জন রাজসাহী গেলে, তুমি ডাল নুইয়ে ধ'র্‌লে, রূপসী ফুল পেড়ে নিলেন, তার পর উদয়নারায়ণ তোমাদের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ ক'রে নিয়ে গেল, সেদিন হোরি, তোমরা দু'জন রইলে, তারপর?—

নিরঞ্জন। তার পর তো ব'লেছি ভাঙ খেয়ে গায়ে ফাগ দেওয়া-দেয়ি ক'র্‌লেম, তার পর নেশার ঝোঁকে অন্দরমহলের উপবনে গিয়ে পড়ি, দেখ্‌লেম, ওড়নাতে ফাগ নিয়ে, ফাগে সর্ব্ব-শরীর লাল, একটী যুবতী দাঁড়িয়ে।

রঙ্গলাল। তিনি সেই রূপসী, যিনি—তুমি ডাল নুইয়ে ধ'রেছিলে, তিনি ফুল পেড়ে নিয়েছিলেন। তার পর?—

নিরঞ্জন। আমি সম্মানের সহিত তার গায়ে ফাগ দিলেম যুবতীও হেসে আমার গায়ে ফাগ দিলে। এমন সময় কে একজন 'মাধুরী' 'মাধুরী' ব'লে ডাকৃলে, সে অমনি চ'লে গেল।

রঙ্গলাল। তাইতে বুঝ্‌লে, যুবতীর নাম মাধুরী?

নিরঞ্জন। হ্যাঁ, তার পর অনুসন্ধানে জান্‌লেম, মাধুরী উদয়নারায়ণের একমাত্র কন্যা।

রঙ্গলাল। মাধুরী উদয়নারায়ণের একমাত্র কন্যা হ'তে পারে, কিন্তু তুমি যারে দেখেছ, তার নাম মাধুরী কিনা, ঠিক জান? সে যুবতী মাধুরীর কোন সখীও তো হ'তে পারে?

নিরঞ্জন। না না, আমি যারে দেখেছি, সেই মাধুরী। তার পরিচ্ছদ, চাল-চলন সব রাজকুমারীর ন্যায়। উদয়নারায়ণের একটী বই কন্যা নয়। তবে সে যদি মাধুরী না হয়, তবে অমন সুন্দরী, সুবেশা রমণী উদয়নারায়ণের অন্তঃপুরে আর কে হবে?

রঙ্গলাল। বুঝ্‌লেম, তোমার রোগ এইখানে ধ'র্‌লো। তার পর একটু স্মরণ করো,—তুমি যখন নেশায় মেতে হোরি

খেল্‌তে লেগে গেলে, তখন বোধ হয়, বুদ্ধিমান্ পুরঞ্জনও হোরি যুদ্ধে মেতেছিলেন ?

নিরঞ্জন। না, সেদিন যে ও কোথায় ছিল, তা আমি জানি নে। সে রাত্রে দেখাও হয় নাই। পরদিন প্রাতে শুন্‌লেম, বড় নেশা হ'য়েছিল, রাজবাড়ীতেই ছিল।

রঙ্গলাল। দেখ, তুমি ঠিক জেনো, ঐ বাড়ীতে তিনিও কোথায় হোরি খেলেছেন।

নিরঞ্জন। তার পর ?

রঙ্গলাল। কালসাপ বুকে কাম্‌ড়ে দিয়েছে আর কি।

নিরঞ্জন। তোর সাক্ষাতে কোন কথা ভেঙ্গেছে না কি ?

রঙ্গলাল। ও ভাঙ্গ্‌বার কথা নয়। এমন হৃদবন্ধু অতি বিরল, যিনি প্রেমের কথা ভাঙ্গেন !

নিরঞ্জন। তোর কি ঠিক বোধ হয়, কারও প্রেমে প'ড়েছে ? তা যদি হয়, আমি সে কথা বার ক'রে নিচ্চি।

রঙ্গলাল। সে ব'ল্‌বে না।

নিরঞ্জন। কি, আমায় ব'ল্‌বে না ? আমার সঙ্গে কপটতা ক'র্‌লে তার সাম্‌নে আমি বুকে ছুরি দেব না ? আমায় বিমর্ষ দেখ্‌লে সে অধীর হয়, তা তো তুই জানিস্ !

রঙ্গলাল। আচ্ছা, মনে কর, যদি সেই মাধুরীই ওর গায়ে ফাগ দিয়ে থাকে, অম্‌নি ক'রে হেসে চ'লে গিয়ে থাকে ?—

নিরঞ্জন। সে কি ? তাও কি হয় ?

রঙ্গলাল। হবার তো বিশেষ আপত্তি দেখ্‌ছি নে। বোঝ, আমোদ ক'রে দেশ থেকে তোর বাড়ী এলো, বে'র কথা শুনে আমোদ ক'র্‌লে—তার পর যেই শুন্‌লে, উদয়-নারায়ণের মেয়ের সঙ্গে তোর বিয়ে হবে, অম্‌নি মাথা ধ'র্‌লো, ফাঁকে ফাঁকে বেড়ায়, তোর সঙ্গে দেখা করে না। এদিকে রাজসাহীতে তুমিও যেদিকে মাধুরীকে খুঁজ্‌তে, সে দিকে তার দেখা পেতে, আর চক্ষের উপর দেখ্‌লেম, কথা শুন্‌তে পার্‌লে না, মুখ কেমন হয়ে গেল, শরীর অসুখ, বাড়ীতে চিঠি লেখার ধুম প'ড়্‌লো, এদিকে যাচ্ছিলেন নদীর ধারে।

নিরঞ্জন। অ্যাঁ অ্যাঁ! তোর কথা আমার সত্যি বোধ হ'চ্ছে। তা হ'লে কি হ'বে ?

রঙ্গলাল। হবে আর কি, যখন এক সর্ব্বনাশী এসে মাঝ্‌খানে জুটেছেন, তখন বন্ধুবিচ্ছেদ, মনঃকষ্ট, এই আর কি! শেষ তুমি ঘরের ছেলে ঘরে থাক্‌বে, ও ঘরের ছেলে ঘরে চ'লে যাবে। মুখ-দেখা-দেখিটি পর্য্যন্তও থাক্‌বে না,—আর ছুরি-ছোরাও যদি চ'লে যায়, তাতেও আমি আশ্চর্য্য হব না। ইস্, তোমার ভাব ঘোরাল হ'য়ে আস্‌ছে দেখ্‌ছি। একটা কিছু কেলেঙ্কার বাধাবে !

নিরঞ্জন। তুমি ওকে একটা কথা জিজ্ঞাসা ক'র্‌তে পার ?

রঙ্গলাল। ধর'—ক'র্‌লুম। আর ধ'রে নাও, সে সব মনের কথা খুলে ব'ল্‌লে। জানা গেল যে, ঐ মাধুরীই তার বুকে ছুরি মেরেছে।

নিরঞ্জন। তা যদি সত্য হয়, আমি মাধুরীকে চাইনে, ওর সঙ্গেই বে' দেবার চেষ্টা পাব। মাধুরী যেমন সুন্দরী, তার যোগ্য আমি নই, পুরঞ্জনই তার যোগ্য।

রঙ্গলাল। বিবাহ ত দেবে—তার পর বনগমন ক'র্‌কে বাসনা ক'চ্ছ ? তোমার উঁচু প্রাণ, লম্বা-চওড়া ঝাড়্‌ছো বটে, আর যে ক'র্‌বে, তাও আমি বিশ্বাস করি, কিন্তু তার পর ঘরে টেঁক্‌তে পার্‌বে না চাঁদ, প্রাণ হু হু ক'র্‌বে! আর যদি সত্যি পীরিতে প'ড়ে থাক, সে ছিনে জোঁক—ছাড়বে না। ভুল্‌বো মনে ক'র্‌লেই মানুষ যদি ভুল্‌তে পারতো, তা হ'লে দুনিয়ায় মেয়েমানুষের গোলামত্ব কেউ ক'র্‌তো না, এই তোরে পাকা ব'ল্‌লুম। ও প্রেম—কাঁটালের আটা, এখনও এমন তেল বেরোয় নি, যাতে ও আটা ছাড়ায়।

নিরঞ্জন। হুঁ !

রঙ্গলাল। এই দেখ না, এখন হ'তেই "হুম-হাম" আরম্ভ। একটা কথা শুন্‌বে ?

নিরঞ্জন। কি ?

রঙ্গলাল। যদি এক রূপসী উভয়ের প্রাণ হ'রে থাকেন, তবে উভয়েই প্রেমে ইস্তোফা দাও। অমন দোনাড়া ধনী কেউ ঘরে এন না।

নিরঞ্জন। তুমি ঠিক বল, জীবন সমস্যাপূর্ণ !—আমার জীবনে এই প্রথম সমস্যা।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

উদ্যানসংলগ্ন নদীতীরস্থ পথ

পুরঞ্জন ও নিরঞ্জন।

নিরঞ্জন। হেরিয়ে তোমায় মম উদ্বাহ-সময়,
হ'য়েছিল কি আনন্দে পূর্ণিত হৃদয়—
কথায় কি কব—
বুঝ তুমি আপনার মনে।
কিন্তু হরিষে বিষাদ,
বিবাহের সাধ
আর মম নাহি পুরঞ্জন!
হেরি তব দিবানিশি মলিন বদন,
দীর্ঘশ্বাস ঘন ঘন;
তব প্রফুল্ল নয়নে
নাহি সে আনন্দ-ছবি।
প্রাণ সম মাধুরী আমার।
কিন্তু হেরি তোমার এ দশা,
প্রেমের পিপাসা নহে আর বলবতী।
যারে করি ধ্যান, ধরা মম স্বর্গ হ'তো জ্ঞান,
সে ছবি বিষাদপূর্ণ আজি।
বিষণ্ণ তোমারে সখা হেরি
মাধুরীর নাহি সে মাধুরী,
বল ভাই, এ ভাব কি হেতু তব?
এ জীবনে প্রিয় বস্তু যা আছে আমার,
সকলি অসার,
এ দশা তোমার আর সহিতে না পারি।
মনোভাব কি হেতু গোপন কর?
জান তুমি, যদি তব হয় প্রয়োজন,
এ জীবন বিসর্জ্জন দিব অনায়াসে।
বল বল, কেন তব হেন দশা?

পুরঞ্জন। তুমি চির-আনন্দ আমার,
দুই দেহ, তুমি আমি এক প্রাণ।

নিরঞ্জন। তবে কেন দীর্ঘশ্বাস প্রকাশে হতাশ?
তবে কেন সজল নয়ন,
অবিশ্বাস কি হেতু আমায়,
মনের কপাট নাহি খোল?
যেবা প্রয়োজন,
বিষাদের যে হয় কারণ,
করি জীবন অর্পণ
মোচন করিব তাহা।
কপটতা ক'রো না আমার সনে!

পুরঞ্জন। কেন হে বিষাদপূর্ণ করিব তোমায়?
যে পীড়ার নাহিক উপায়,
শুনি তব বেদনা বাড়িবে,
উপায় না হবে;
জানালে বাড়িবে জ্বালা না হবে নির্ব্বাণ।

নিরঞ্জন। সন্দেহ কি জন্মেছে হে বন্ধুত্বে আমার,
যেই হেতু যত্নে কর হৃদয় গোপন?
পর কি হ'য়েছি এতদিনে?
খেলিতাম বালক যখন,
হ'লে কোন বিষাদ-কারণ,
ছুটিয়া আসিয়ে,
গলা ধ'রে কহিতে আমারে;—
তবে কি হেতু এ কপটতা আজি?
ভেবেছ কি মনে,
বাল্যবন্ধু তব ভুলিয়াছে পূর্ব্ব ভালবাসা?
বাল্যক্রীড়া, আমোদ-প্রমোদ,
জীবন উৎসর্গ পরস্পরে,
আজি কি হে তার ভাবান্তর?
প্রাণান্তরে সম্ভব তো নয়!
হেন কুটিলতা কি হেতু জন্মিল তব মনে?
দেখেছ কি কভু মম কুটিল আচার?
কুটিলতা করি—হেন হয় যদি মনে,
তীক্ষ্ণ ছুরিকায়
অন্তরের অভ্যন্তর দেখাব তোমায়!
বিচ্ছেদ-আশঙ্কা মম বাজ সম বাজে।
তোমা বিনা কে আছে আমার?

পুরঞ্জন। হ'য়েছে হৃদয়ে তব প্রেমের সঞ্চার।
মাধুরী তোমার করিয়াছে
প্রেমে প্রতিদান।
কেন প্রাণ করিবে শ্মশান

শুনিয়ে হৃদয়-ব্যথা মম ?
নিরঞ্জন। বল, নহে বুঝে যাই
বন্ধুত্ব-বিচ্ছেদ এতদিনে।
ভাই ভাই, আত্মঘাতী করিবে আমায় ?
পুরঞ্জন। না জান না জান সখা,
কিবা অস্ত্র ধরি এ জিহ্বায়,
ছিন্ন প্রাণ হবে এক ঘায়।
কর সংবরণ,—জেনো না কারণ,
উদ্গারিতে দারুণ অনল
ক'রো না হে অনুরোধ।
ভস্ম হবে,
ভস্ম হবে দুর্জ্জয় গরলে।
নিরঞ্জন। চাহ যদি দেখিতে মরণ—
করহ গোপন,
নহে জানাও বেদনা তব !
পুরঞ্জন। ভাই, বিষম সঙ্কট !
নিরঞ্জন। হা রঙ্গলাল, সত্য তব অনুমান !
নিদারুণ প্রেমের' মমতা,
বুঝেও না বুঝে মন !
খুলিয়াছে মমতার আবরণ।
পুরঞ্জন। কি—কি ?
নিরঞ্জন। পুরঞ্জন, প্রবঞ্চনা ক'রো না আমার সনে,
বুঝিয়াছি কি পীড়া তোমার।
করো না গোপন,
বান্ধব তোমার আমি,
মুগ্ধ তুমি মাধুরীর প্রেমে—
সে তোমার প্রেমে বাঁধা।
দিও না হে মনে স্থান
হেন হীন প্রাণ বন্ধুর তোমার—
বিচ্ছেদ ঘটিবে তোমা সনে
সামান্যা নারীর তরে !
শপথ তোমার,
তব প্রণয়িনী আজি হ'তে আমার ভগিনী,
বান্ধব-রমণী আদরিণী।
তুমি যোগ্য তার !—
মিলন হেরিয়ে আমি জুড়াব জীবন।
পুরঞ্জন। এ কি এ কি, নিরঞ্জন !
কেন দাও আত্ম-বিসর্জ্জন ?
ভালবাস তুমি তারে,
সে বিনা হইবে তব জীবন শ্মশান।
বন্ধু হ'য়ে বুকে ছুরি হানিব তোমার !
ছি ছি, ব্যথা আর দিও না আমায়।
সত্য ভালবাসি তারে,
ভুলে যাব দিন দুই পরে।
কিন্তু যদি ভুলিতে না পারি,
এলো গেলো কিবা তাহে।
তোমা হেতু জীবন অর্পণ
ভার নহে জান তুমি !
ভাল বাস তারে,—
যদি না হয় মিলন,
তিক্ত হবে সংসার তোমার।
নিরঞ্জন। রূপ-মোহে মুগ্ধ মন ;
প্রণয়ে আবদ্ধ নহি তোমা সম !
পুরঞ্জন। ভাল নাহি বাসি তারে ?
উদ্বাহের কথা মোরে কহিলে যখন,
অন্তরের প্রেম তব দেখেছি নয়নে,
শুনিয়াছি বচনে সে প্রেমের উচ্ছ্বাস,
ছিলে তুমি আনন্দে বিভোর।
আজি হের দর্পণে বদন,
নাহি সে আনন্দ-ভাব—
অন্তর-মালিন্য দেয় পরিচয় মুখে।
করি তারে ত্যজিবারে পণ,
রসহীন করো না জীবন।
তব সুখের জীবনে দুঃখের কারণ
কি হেতু করিতে চাহ সুহৃদে তোমার ?
দেহ বিদায় আমায়,
দেশে যাই চলে,—
দিন দু'য়ে যাব সব ভুলে।
নিরঞ্জন। দ্বিচারিণী পত্নী কি করিবে মোরে দান ?
এই কি হে বন্ধুত্ব তোমার ?
তোমার রতন করিব গ্রহণ,
বন্ধুর কি এই উপহার ?

পুরঞ্জন। কেন, কিসে দ্বিচারিণী ?
হয় নাই উদ্বাহ আমার সনে।

নিরঞ্জন। কহ সত্য,
লুকায়ে রেখ না কথা,
দোঁহে দোঁহা প্রেমে বাঁধা বুঝেছি নিশ্চিত।

পুরঞ্জন। শুন তবে স্বরূপ ঘটনা।
হোরি-খেলা হয় যেই দিন,
নর্ত্তকী জনেক,
ল'য়ে গেল মাধুরী-সদন।
সেথা পরস্পর হ'লো বাক্যালাপ।
কিন্তু বাসে বা না বাসে ভাল,
স্থির আমি না জানি অদ্যাপি।
ব'লেছিল বাসি ভাল,
কিন্তু বিদায়ের দিনে
দৃঢ়পণে কহিল আমায়—
তোমারে বাসি না ভাল।
শপথ তোমার—
সন্দেহের ছায়া প'ড়ে র'য়েছে হৃদয়ে।

নিরঞ্জন। যাইতে কি নিত্য তার পাশে ?
বিদায়ের কালে—
পুন আসিবারে অনুরোধ করিত রূপসী ?

পুরঞ্জন। হাঁ, কিন্তু কে বোঝে নারীর মন!

নিরঞ্জন। কারে কহ ভালবাসা ?
পূর্ব্বরাগে হয় সত্য সন্দেহ-সঞ্চার,
মনে হয় বাসে বা না বাসে ভাল।
কিন্তু তুমি বুঝহ লক্ষণ,
অবহেলি কলঙ্কের ডর,
গোপনে আনিত নিত্য নির্জ্জন আলয়।
কেন ? কিবা অভিপ্রায় ?
নহে কি এ প্রেমের লক্ষণ ?

পুরঞ্জন। তুমি কিন্তু ব'লেছ আমায়,
দাঁড়াইত তব প্রতীক্ষায়।

নিরঞ্জন। ভ্রম মম,
প্রতীক্ষায় থাকিত তোমার।
কর অঙ্গীকার গ্রহণ করিবে তারে।
নহে শুন স্বরূপবচন,
শেষ দেখা তোমায় আমায় আজি।

পুরঞ্জন। কহ যাহা সম্ভব কিরূপে ?
তব কুল-প্রথামত,
কন্যা ল'য়ে আসে রাজা উদয়নারা'ণ।
সম্বন্ধ তোমার সনে,
মোরে কেন করিবে অর্পণ ?
লোকে কিবা কবে,
দেশে দশে কুরব রটিবে,
এ ঘটনা কিরূপে সম্ভব ?
বিশেষত জানিনি নিশ্চয়,
নহে তব প্রেম-পিপাসিনী।
ক্রীড়াচ্ছলে হয় তো বা ডাকিত আমায়,
অসম্ভব নয়, বালিকা সে নির্ম্মল-হৃদয়,
বোঝে নাই পরিণাম।

নিরঞ্জন। বিশ্বাস যদ্যপি তব থাকে মম ভাষে,
যন্ত্রণা সয়ো না আর।
প্রেমাধিনী সে রমণী তব।
মনে মনে বুঝ নিজ মন,
সরল অন্তর নাহি করে কপটতা।

পুরঞ্জন। কহ ভাই, কিরূপে প্রবোধ দিব মনে,
ছিন্ন করি তোমার হৃদয় ?

নিরঞ্জন। মম মমতায় কর্ত্তব্যে না হও পরাঙ্মুখ,
ভাসায়ো না অকূলে বালায়।
মন-প্রাণ অর্পেছে তোমায়,
বরি মোরে হবে দ্বিচারিণী।
আমিও বা কিরূপে তাহারে লব গৃহে ?
তুমি যদি কর পরিহার,
কি উপায় আছে তার আর!
হিন্দু-নারী অকূলে ভাসিবে,
নহে ধর্ম্ম নষ্ট হবে।
জেনে শুনে হেন আচরণ
উপযুক্ত নহে তব।

পুরঞ্জন। সত্য যদি হয় এসকল,
ভাল যদি বাসে সে আমায়,
সম্মত কথায় তব আমি।

কিন্তু মম সনে বিবাহ তাহার
কেমনে হইবে ?

নিরঞ্জন। আমি তার করিব উপায়।

পুরঞ্জন। কি উপায় ?
পিতারে তোমার কহিবে এ বিবরণ ?

নিরঞ্জন। ক্ষতি কিবা ?

পুরঞ্জন। না না—
কলঙ্ক রটিবে তার ভুবন ভরিয়ে।
গোপনে সে ল'য়ে যেত নির্জ্জন আবাসে,
লোকে শুনে কি বলিবে ?
একে আছে কলঙ্ক মাতার তার,
তার পর এ ঘটনা হইলে প্রচার,
বেশ্যাসুতা—বেশ্যাধিক কহিবে সকলে।
সে যদি না জানাত বারতা,
তনুত্যাগে একথা না কহিতাম কারে।
মিনতি তোমায়,
জানাইও না জনকে তোমার।

নিরঞ্জন। মাধুরীর কলঙ্কে তোমার ডর !
আশঙ্কায় প্রকাশে হৃদয়-অনুরাগ,
ভালবেসে বুঝিয়াছি আতঙ্ক প্রেমের।
রহ নিশ্চিন্ত হৃদয়,
আমি করিব উপায়,
এস ভাই,
সখারে করহ আলিঙ্গন।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

শিবিরাভ্যন্তর

মাধুরী।

(মাধুরীর গীত)

কের হে দিনমণি,—
যেও না কলঙ্ক ঘোরে ফেলিয়ে দীনা রমণী!
সহ তম-সহচরী, আসে নিশা নিশাচরী,
যেও না তিমির-অরি, আঁধার করি ধরণী!
ছায়া হেরি ধরা'পরে, ছায়া ঢাকিবে অন্তরে,
হরি জনমের তরে সতীত্ব হৃদয়মণি!
পরি পুন হেমভূষা, প্রকৃতি হাসাবে উষা,
রহিবে অন্তরে নিশা সহ অনুতাপ-ফণী!

মাধুরী। এই তো সূর্য্য অস্ত যাচ্ছে, রাত্রি এলো, আমারও বলিদানের সময় হ'ল। যে দিন গেল, আর ফিরবে না, সে ছেলে-খেলা ফির্‌বে না, সে চঞ্চলতা ফির্‌বে না, সে মনের সরলতা ফির্‌বে না! দিনদেব, আজ তোমার সঙ্গে সব অস্ত গেল! আজ নির্ম্মলা দেখ্‌ছো, কাল প্রাতে যে যখন উদয় হবে, দেখ্‌বে—আমি আর সে নির্ম্মলা বালিকা নাই,—পরে স্পর্শ ক'রেছে, পরের গলায় মালা দিয়েছি, আর সে সরল অপকট হৃদয় ফিরে পাব না, আর মনের কথা কেউ জান্‌বে না। সন্ধ্যার ছায়া যেমন তোমায় ঢাক্‌ছে, কলঙ্কের ছায়া আমার অন্তঃকরণ আবরণ ক'চ্চে। আত্মহত্যা মহাপাপ কেন ? কোথায় যাব ? পিঞ্জরের পাখী কোথায় পালাব! দিনদেব! শুনেছি, তুমি রূপের আকর, আমায় কুরূপা কর ঘৃণা ক'রে যেন কেউ আমায় স্পর্শ না করে। কি হবে ? কে আমায় রক্ষা ক'র্‌বে ? শেষে কি দ্বিচারিণী হ'লেম !

(উদয়নারায়ণের প্রবেশ)

উদয়। হ্যাঁরে, ললিতার অসুখ হ'য়েছে শুনে, তা জন্যে বজরা রেখে এসেছিলেম। তার প্রাতে আস্‌বা কথা, কিন্তু পরিচারিকারা তারে খুঁজে পায় নাই। শুন্‌ছি ঠাকুরবাড়ীর দোর্ খুলে কোথায় চ'লে গেছে।

মাধুরী। চ'লে গেছে, কোথায় চ'লে যাবে ?—চ'লে যাবার স্থান কোথায় আছে, আমি তাই ভাব্‌চি কোথায় লুকিয়ে আছে। বোধ হয়, অপমানের ভ রাজমহলে এলো না।

উদয়। তোরে কি কিছু ব'লেছে ?

মাধুরী। না, কিছু তো বলে নাই।

উদয়। যা হবার হ'য়েছে, আজকের কথা নয় ভাবিস্‌নে, সে কোথায় লুকিয়ে আছে। (সখিগণের প্রতি ওগো বাছারা, কি সব ক'র্‌তে হয়—কর ; ক'নে সাজি গুজিয়ে সব ঠিক ক'রে রাখ।

[উদয়নারায়ণের প্রস্থা

মাধুরী। চ'লে গেছে ? চ'লে যাবার স্থান আছে ? রা

গেলো, সব ছায়াময় দেখ্‌ছি—ছায়ার সংসার দেখ্‌ছি—বিপুল ছায়া আমার হৃদয়ে প'ড়েছে।

(সখিগণের প্রবেশ)

সখিগণ।— (গীত)

নাই তো তেমন বনে কুসুম মনে যেমন ফোটে ফুল!
মধুভরে থরে থরে আপনি মুকুল হয় আকুল।
সোহাগের চাঁদের কিরণ খেলে এ ফুলে,
ফুলে ফুলে অজানা তান হাসি মুখ তুলে,
মধু উছলে যবে, মাতে ফুল আপন সৌরভে,
আলোক-লতায় মালা গাঁথা বিকিয়ে গিয়ে চায় না মূল।

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

বন্যস্থান—অদূরে শিবির

নিরঞ্জন ও ললিতা।

নিরঞ্জন। ওই দূরে নেহারি শিবির;
এসেছে মাধুরী,
মরি ব্যাকুলা সুন্দরী,
কত ব্যথা অবলার মনে!
পিতৃপণে মিলন-আশঙ্কা মম সনে;
কিরাতের জালে বিহঙ্গিনী!
কিন্তু যবে আদরে তাহারে
হৃদয়-পিঞ্জরে
পুরঞ্জন করিবে স্থাপন,
সাধ হয় দেখিতে সে সুখের বয়ান।
নয়নে নয়নে প্রতিদান,
পুলক ঝলক সলাজ রক্তিম আভা!
যাই দূরে—
নহে দূতগণে পাবে অন্বেষণ,
ল'য়ে যাবে পিতার সদন।
বাক্যদত্তা,—অনুরোধ না মানিবে পিতা,—
মাধুরীর সনে বদ্ধ হব উদ্বাহবন্ধনে।
শুকাবে কুসুম!
স্বর্ণকান্তি মৈনাক যেমন—
বিষাদসাগরে নিমগন হবে পুরঞ্জন।
নির্জ্জন এ স্থান,
অদ্য রাত্রি রহি লুকাইয়ে,
ফিরি প্রাতে বন্ধুরে করিব আলিঙ্গন।

ললিতা। অনন্ত অনন্ত এই স্থান—
অনন্ত আকাশে ফোটে কত ক্ষুদ্র তারা।
অনন্ত, অনন্ত সময়—
আদি অন্ত নাহি তার।
বহিতেছে অনন্ত প্রবাহ।
অনন্ত প্রবাহে, অনন্ত এ স্থানে—
বুদ্‌বুদের মত কত শত ফুটেছে ললিতা,
কেবা রাখে সমাচার,
মিশে গেছে অনন্ত-সময়ে!
দিন দুই জীবন-উত্তাপ,
ফুরায় সকলি, চিহ্ন তার নাহি রহে।
সময়-প্রবাহে কতশত ললিতা-হৃদয়ে
জ্বলিয়াছে কত তাপ,
নিভে গেছে ক্ষুদ্র হৃদাগারে,
স্মৃতি মাত্র নাহি আর তার।
নিভিবে এ জ্বালা,
ধরা রবে, র'য়েছে যেমন।
নিরঞ্জন! মরণে কি হয় স্মৃতিলোপ!
না হয় না হবে,—
জ্বলে যদি জ্বলুক অনল,
জ্বলে কত শত হৃদিমাঝে।
সহেছে সকলে—সহিবে আমার;—
না না, আত্মহত্যা মহাপাপ।

নিরঞ্জন। থাকি লুকাইয়ে—
যতক্ষণ বিবাহ না হয় সমাধান।
পিতা সনে এসেছে মাধুরী,
পুরঞ্জন সনে রাত্রে মিলন হইবে।
কালি গিয়া করিব দম্পতি-সম্ভাষণ।
(সহসা ললিতাকে দেখিয়া) এ কি,
তুমি হেথা একাকিনী?

ললিতা। নিরঞ্জন!

আরো কিছু আছে কি তোমার মনে ?
বল—কি হ'লে সম্পূর্ণ হয় মনের কামনা ?

নিরঞ্জন। কেন কেন ? পেয়েছ ত মনের মতন !
দিয়েছি তো আত্মবিসর্জ্জন,
নহি আমি পিয়াসী তোমার !

ললিতা। কতদিন সত্য অনুরাগী !

নিরঞ্জন। কেন ? কি বিষাদে এসেছ এখানে ?
করিয়ে যতন, মিলায়েছি তব প্রাণধনে ;
তবে কেন লো বিষণ্ণ মনে
ব'সেছ বিজনে ?

ললিতা। কেন তাই ভাবিয়া না পাই।
বুঝি দেখিতে তোমায়,
কি জানি, না বুঝি আপন মন।
বুঝি তোমার কারণে, এসেছি এখানে,
কে জানে—
কেন এসেছি হেথায় !
বুঝিয়াছি, কেন জান ?—
যেন এ জীবনে
আর নাহি দেখা হয়
তোমা সনে,
নিরঞ্জন নাম, শ্রবণে না শুনি আর,
যেন স্মৃতিলোপ হয়,
যেন ভস্ম হয় নারীর হৃদয়।

নিরঞ্জন। কি কি, কেন কর অপরাধী ?

ললিতা। অপরাধী ! অপরাধী নহ তুমি।
কুক্ষণে কাননে করিলাম কুসুম-চয়ন,
কুক্ষণে তোমার সনে দেখা,
কুক্ষণে জনম,
কুক্ষণে এ জীবন-ধারণ,—
রমণীর কুক্ষণে সকলি।

নিরঞ্জন। কি, কি বল,—ভালবাস তুমি কি আমায় ?

ললিতা। কে ব'লেছে ভালবাসি ?
ভালবাসা নারীর লাঞ্ছনা !—
ভালবেসে কিবা ফল।
ভালবাসা। কারে বল ভালবাসা ?
ভালবাসা আছে কি ধরায় ?
হয় কভু চোখে চোখে দেখা,
ভালবাসা সে তো নয়।
জান তো সকলি,—
ভালবাসা—কথা অতি মধুময়।
তবে প্রতারণাময় এ ধরায়,
কথা মাত্র ভাসে, হৃদে না পরশে,
ভালবাসা—শুনিতে বলিতে সুমধুর।

নিরঞ্জন। ধন্য নারী, ধন্য লো চাতুরী,
নারী হ'তে সকলি সম্ভব !
হৃদয়-গঠন কুটিল যেমন,
তেমতি কুটিল ভাষা।
ছিঃ ছিঃ ! সুখ-আশা ক'রে—
চাহে নারীর প্রণয়।
প্রবঞ্চনা ! ভুলায়েছ মজায়েছ মোরে,—
পেয়েছ যাহারে মনে নাহি ধরে,
আর কার তরে ব'সে আছ এ নির্জ্জনে ?—
ফুল্ল উপবনে ভ্রমিতে যেমন—
মম দরশন-আশে।

ললিতা। আরো কিছু করিবে লাঞ্ছনা ?
তব কল্পনা প্রসর,
কথা তব অতি মনোহর,
শ্রবণ জুড়ায়, হৃদয় জ্বালায় ;—
শোন শোন নিরঞ্জন,
তুমি ভুলিবার নয় !
বহু যত্ন করি,
ভুলিতে তোমারে নারি !
কিন্তু যদি আর কভু তোমারে নেহারি,
তীক্ষ্ণ ছুরিকায় উপাড়িব দু'নয়ন ;
কথা তব শুনি যদি কভু—
হলাহল ঢালিব শ্রবণে।
কিন্তু মন কেমনে করিব নিবারণ,
কি ঔষধে হয় স্মৃতি-লোপ !

(প্রস্থানোদ্যোগ)

নিরঞ্জন। কোথা যাও—কোথা যাও ?

ললিতা। যাব, যাব ! কোথা যাব ?
নাহি হেন নির্জ্জন গহ্বর,

যথা স্মৃতি নাহি রহে সাথে!
অনন্ত আকাশব্যাপী ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডলে,
যেতে যদি পারি কোনমতে,
স্মৃতি রবে সাথে;
হ'লে মন আত্মবিস্মরণ,
তথাপি জাগিবে স্মৃতি;
স্মৃতিলোপ স্বপ্নে নাহি হয়!
নিরঞ্জন, এই শেষ দেখা—
যাই আমি যথায় দিয়েছ স্থান।

[ললিতার প্রস্থান।

নিরঞ্জন। কোথা গেল?
এসেছিল ভ্রমণ কারণ,
ফিরিল শিবিরে।
যাই দূরে—
আমারে কি ভালবাসে?
ছল মাত্র।
দেখা যেই দিন,
সেই দিন হ'তে,
মম প্রাণ ল'য়ে করে খেলা!

[প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

সুসজ্জিত প্রাঙ্গন

উদয়নারায়ণ, সরফ্‌রাজ খাঁ ও পারিষদ্‌গণ।

উদয়। (স্বগত) চ'লে গেছে? না রাজমহলে
[র]বে না ব'লে কোথায় লুকিয়ে আছে। চ'লে
[গে]ল কি? তা হ'লে তো অপমানের উপর অপমান।
[এ]টি মেয়ে নিয়ে আমি বড় বিব্রত হ'লেম। কন্যা নয়—
[কা]লসর্প।

সরফ্‌রাজ খাঁ। আপনার মনে কিছু রনজ্ দেখ্‌ছি।

উদয়। না—না।

সরফ্‌রাজ খাঁ। এই যে দুই তস্‌বীর দেখ্‌লেম, [আ]মার দেল তব্ হ'য়ে গেছে। কোন্‌টি আপনার লেড়কী, [আ]র কোন্‌টি আপনার দোস্তের লেড়্‌কী?

উদয়। এইটি আমার কন্যার,—আর এইটি বন্ধু-কন্যার।

সরফ্‌রাজ খাঁ। বাঃ বাঃ, দুনো বরাবর! দুনিয়া ঢুঁড়ে নবাবের ঘরে সুন্দরী নিয়ে আসে, পদ্মিনীর কেচ্ছা শুনা, ও বহুত খুবসুরৎ ছিল, কিন্তু এ দোনোকার বরাবর নেই! বাঃ বাঃ বহুত খুবসুরৎ!

উদয়। দেখুন, আমার প্রতি নবাবের বড় কৃপা, আমার কন্যার বিবাহে নবাব আপনাকে পাঠিয়েছেন। এ কৃতজ্ঞতার কিছু উপহার আমি নবাবকে ছেলাম দিয়ে জানাব।

সরফ্‌রাজ খাঁ। (হস্তস্থিত ছবি দুইখানি দেখিতে দেখিতে) বাঃ বাঃ, দোনই খুবসুরৎ!

(শালিগ্রামের প্রবেশ)

শালিগ্রাম। মহারাজ, আপনারও সর্ব্বনাশ ক'রেছি, আমারও সর্ব্বনাশ উপস্থিত।

উদয়। কি বেয়াই?—কি হ'য়েছে?

শালিগ্রাম। বৈবাহিক ব'লে আর আমায় সম্বোধন ক'রবেন না।

উদয়। কেন-কেন, কি হ'য়েছে? কোন অমঙ্গল তো হয় নাই?

শালিগ্রাম। সম্পূর্ণ অমঙ্গল। আমার পুত্র কোথা চ'লে গেছে, আমি উদ্দেশ পাচ্ছিনে। অকস্মাৎ সে তার বন্ধুর সঙ্গে আপনার কন্যার বিবাহ দিতে অনুরোধ করে। আমি অসম্মত হই। সে আমায় ভয় দেখায়, সে কোথায় চ'লে যাবে। আমি তারে বন্দী ক'রে রেখেছিলেম, কিন্তু সে কিরূপে পলায়ন ক'রেছে, আমি জানিনে।

উদয়। শালিগ্রাম! ঢের হ'য়েছে, আর ভাল দেখায় না! বোধ হয়, তোমার আত্মীয়-স্বজনেরা এ বিবাহে অসম্মত হ'চ্ছে, তাই তুমি এ কৌশল ক'রছো। তুমি সকল বৃত্তান্ত জান। আমার বিবাহিতা পত্নীর কন্যা। যে কারণে তারে গ্রহণ ক'রতে পারি নাই, তাও তুমি জান। শালিগ্রাম, আমি তোমার দেশে বিবাহ দিতে এসেছি, এই যথেষ্ট হ'য়েছে, আর অপমান ক'রো না। অপমান দূরে থাক্, কুল-গৌরব দূরে থাক্, কন্যার গাত্রহরিদ্রা হ'য়েছে। আজ না বিবাহ হ'লে, পূর্ব্বপুরুষ নরকস্থ হবে।

শালিগ্রাম! তোমায় মিনতি ক'রছি, যোড়হস্ত ক'রছি,

আমার সর্ব্বস্ব তোমার পুত্রের নামে লিখে দিচ্ছি, আমার পিতৃপুরুষ নরকস্থ ক'রো না। তোমার পুত্র আন, আমি কন্যা সম্প্রদান করি। আমার কন্যাকে ঘরে নিও না, তোমার পুত্রের আবার বিবাহ দিও। আমায় রক্ষা কর! শালিগ্রাম, আমার সর্ব্বনাশ ক'রো না! তুমি আমার বাল্যবন্ধু, কথার ছলে তোমার সঙ্গে কখনো বিবাদ হয় নাই।

শালিগ্রাম। মহারাজ, বিশ্বাস করুন, আমি ছলনা ক'র্‌ছি নে। আমার পুত্র যে কোথায় চ'লে গেছে, তা আমি জানিনে। দেখুন, আপনার কন্যাকে দেখ্‌তে এসে আমি মাতৃ-সম্বোধন ক'রেছি, নচেৎ আমি গ্রহণ ক'র্‌তেম। আপনার জাতিপাত হবে না। পুরঞ্জন নামে আমার পুত্রের এক বন্ধু আছে,—গুণবান্‌, সদ্বংশজাত, তারে আপনি কন্যা সম্প্রদান করুন।

উদয়। তুমি তোমার পুত্রের বিবাহ দেবে না?

শালিগ্রাম। মহারাজ, ধর্ম্মসাক্ষী ক'রে ব'ল্‌ছি, আমার কোন দোষ নাই। অবাধ্য সন্তান, সহসা আমায় বল্লে,—"আমি বিবাহ কর্‌'বো না।"

উদয়। রায়সাহেব, তুমি পত্র লিখেছিলে যে, "আমার কন্যা ব্যতীত তোমার পুত্র অপর কাহারও পাণিগ্রহণ ক'র্‌বে না।" তুমিই পত্র লিখেছিলে,—যদি আমার কন্যার বিবাহ না দিই, তা হ'লে তুমি পুত্রহারা হবে। তুমিই পত্র লিখেছিলে,—তোমার পুত্রে আর আমার কন্যায় হোরি-খেলা হ'য়েছে। তুমিই পত্র লিখেছিলে যে,—নানাপ্রকার প্রবোধ দিয়ে তোমার পুত্রকে বোঝাতে পার নাই—সে আমার কন্যার একান্ত অনুরাগী। এখন ব'ল্‌ছ, সে বিবাহ ক'র্‌তে অসম্মত, তুমি সৌজন্যবশতঃ তাকে আবদ্ধ ক'রেছিলে, তথাপি সে কোথায় চ'লে গেল। রায় সাহেব, আমি যদি তোমায় এই সব কথা ব'ল্‌তেম, তুমি কি প্রত্যয় ক'র্‌তে?

শালিগ্রাম। মহারাজ, আমি স্বীকার ক'র্‌ছি 'না'—কিন্তু আমি স্বরূপ নিবেদন ক'রেছি।

উদয়। ভাল! তোমার পুত্রের বন্ধু কে?

শালিগ্রাম। সেও আপনার অতিথি হ'য়েছিল, রাজা গোপীনাথের পুত্র। আমা অপেক্ষা সম্মানে রাজা গোপীনাথ উচ্চ।

উদয়। লোককে কি ব'ল্‌বো যে, তুমি তোমার পুত্রের বিবাহ দিতে অসম্মত হ'লে, দায়ে প'ড়ে যাবে হয়—আমি বিবাহ দিয়েছি?

শালিগ্রাম। মহারাজ, কি উত্তর ক'র্‌বো!

উদয়। লোককে জানাব, আমার জারজ দুহিতা, তোমার দ্বারস্থ হ'য়ে তোমার পুত্রের সহিত বিবাহ দিতে পার্‌লেম না। রায় সাহেব, এতটা অপমান করা তোমার কি কর্ত্তব্য? রায় সাহেব, আমি ধর্ম্মনিষ্ঠ। আমি ধর্ম্ম সাক্ষী ক'রে শপথ ক'র্‌ছি, আমার বিবাহিতা পত্নীর গর্ভে এই তনয়ার জন্ম। আমার স্ত্রী পবিত্রা। আমি লোক-লজ্জায় তারে গ্রহণ করি নাই, সেই অভিমানে সে চ'লে গেছে। তোমার কুলে কোন কলঙ্ক হবে না। তুমিও পূর্ব্ববিবরণ জান। নিন্দুকের কথায় আমায় হীনের হীন করো না! আমি তোমার চরণ ধ'রে মিনিতি ক'র্‌ছি।

শালিগ্রাম। মহারাজ, কেন আমায় অপরাধী করেন! আমি নিরুপায়! আমি পুনঃ পুনঃ ব'ল্‌ছি, আমি নিরুপায়, আমি কোন প্রকারে পুত্রের সন্ধান পাচ্ছিনে। আমি সভায় প্রকাশ ক'র্‌ছি, আমার পুত্রের সহিত আপনার কন্যার বিবাহ হ'চ্ছে। আপনি পুরঞ্জনকে কন্যা দান করুন, আপনার কন্যা সুখী হবে। রাজা গোপীনাথের পুত্রকে কন্যা দান ক'র্‌লে আপনার অসম্মান হবে না।

উদয়। নিতান্তই আমার কন্যা গ্রহণ ক'র্‌বেন না। তবে আর বিলম্ব নয়, আপনার পুত্রের বন্ধু কোথায় তারে ল'য়ে আসুন, এখনি মাল্য বদল ক'রে বিবাহ হোক।

শালিগ্রাম। কে আছিস্‌?

(প্রহরীর প্রবেশ)

প্রহরী। মহারাজ!

শালিগ্রাম। পুরঞ্জনকে ডাক।

উদয়। (জনৈক ভৃত্যের প্রতি) ধাত্রীকে ব... আমার কন্যাকে ল'য়ে আসে। রায়সাহেব, আপনার পুত্র খুঁজে পাওয়া যাবে না? বড় অপমানিত হব, হিতাহি... জ্ঞানশূন্য হব, আমার সর্ব্বনাশ হবে!

শালিগ্রাম। মহারাজ, কেন আর অধিক অপ... করেন?

উদয়। অপরাধ তোমার নয়, আমার। কেন...

...তার অবাধ্য হ'য়েছিলেম, কেন আমি কন্যাকে ঘরে এনে ...ন ক'রেছিলেম, কেন আমি বিষদানে তার প্রাণ নষ্ট ...র নাই; কেন সমরক্ষেত্রে প্রাণ দিই নাই, কেন রাজ-...ান গ্রহণ ক'রেছিলেম, কেন আমার দুরন্ত কন্যা জন্ম ...ণ ক'রেছিল? আহা, বাছার কি দোষ অবলা—...ণময়ী—প্রেমময়ী দুহিতা! মা গো, তোর অদৃষ্টে এই ...ল, স্বপ্নেও জানিনে!

(এক দিক্ হইতে পুরঞ্জন ও অপর দিক্ হইতে মাধুরীর প্রবেশ)

...রঞ্জন—বাবা, বাবা, তুমি আমার জাত রক্ষা ক'র্‌বে?

পুরঞ্জন। মহারাজ, আমি আপনার সন্তান।

উদয়। মা, এই যুবা তোমার ধর্ম্মরক্ষা ক'র্‌বে। ...রঞ্জনকে ভুলে যাও, ওরা চণ্ডাল। গলার হার তুমি ...র গলায় দাও। (মাধুরী কর্ত্তৃক পুরঞ্জনের গলে মাল্য ...দান) বাবা, আজ হ'তে এর সকল ভার তোমার উপর। ...আমি নিশ্চিন্ত হ'লেম।

সরফ্‌রাজ খাঁ। বাঃ বাঃ, কিয়া খুবসুরৎ! ইস্কি ওয়াস্তে ...ান দেনে সেকে!

উদয়। শালিগ্রাম, আমার দুর্ভাগ্য তো বটেই, হয় তা তোমারও দুর্দ্দিন নিকট। ভেবেছিলেম, বৈবাহিক ...'লে আলিঙ্গন ক'র্‌বো, বোধ হয়, অস্ত্রমুখে আবার ...ম্ভাষণ হবে; কিম্বা তুমি আমার অস্ত্রেরও উপযুক্ত নও। ...ুমি হীন, তুমি হিন্দু নও, হিন্দু হ'লে হিন্দুর ধর্ম্মনাশের প্রয়াস পেতে না।

শালিগ্রাম। মহারাজ, আমি সত্য ব'লেছি।

পুরঞ্জন। পিতঃ! সত্যই আমার বন্ধু নিরুদ্দেশ।

উদয়। বাবা, তুমি যেরূপ উচ্চবংশজাত, তোমার সৌজন্যও সেইরূপ। তুমি এই চণ্ডালকে আবরণ ক'র্‌বার চেষ্টা ক'র্‌ছ, এ হিন্দুকুলাধমের অপরাধ হরণের চেষ্টা পাচ্ছ। কিন্তু কি ক'র্‌বো; সহের সীমা অতিক্রম ক'রেছে।

সরফ্‌রাজ খাঁ। ওয়া ওয়া ক্যা খুবসুরৎ!

শালিগ্রাম। মহারাজ, আমি অপরাধী নই, মার্জ্জনা করুন।

উদয়। শালিগ্রাম, সাধ্যহীন কার্য্য কিরূপে ক'র্‌বো? যে হিন্দুর মর্য্যাদা জানে না, যে পিতৃপুরুষের মর্য্যাদা জানে না, যে অবলার মান জানে না, তারে মার্জ্জনা করাও অপরাধ।

শালিগ্রাম। কি উদয়নারায়ণ, তোমার বড়ই স্পর্দ্ধা! আমি হিন্দু নই? আমি পিতৃপুরুষকে সম্মান করি না? আমি অবলার মান জানি না? তা নয় উদয়নারায়ণ, তোমার অনুমানই সত্য—আমি বেশ্যা-কন্যার সহিত কেন পুত্রের বিবাহ দিব? আমি পিতৃপুরুষের সম্মানের জন্য, হিন্দু-ধর্ম্মরক্ষার জন্য—বেশ্যাসক্ত চণ্ডালের বেশ্যা-কন্যার সহিত পুত্রের বিবাহ দিই নাই! তোমার কত দম্ভ, এখনি বুঝ্‌তেম। কিন্তু আমার অধিকারে এসেছ, অতিথি ব'লে এনেছি,—কথার প্রয়োজন নাই—তুমি অতিথি।

সরফ্‌রাজ খাঁ। বাহবা– ক্যা খুবসুরৎ।

উদয়। দেখ, যথেষ্ট হ'য়েছে। আবার তোমার চরণে ধ'র্‌ছি, স্থির হও। আমার কন্যা-জামাতার কর্ণ তোমার কুৎসিত ভাষায় কলুষিত ক'রো না। জেনে শুনে পবিত্রা সতী স্ত্রীর উপর কলঙ্ক-আরোপ ক'রো না। তোমার অধিকার? তুমি জান না, সহস্র নবাব-সৈন্য আমার আজ্ঞানুবর্ত্তী, এ স্থানে উপস্থিত আছে। কিন্তু আজিকার এ কথা নয়।

সরফ্‌রাজ খাঁ। বাঃ বাঃ, ক্যা খুবসুরৎ!

(অন্নদার প্রবেশ)

অন্নদা। রাজা, রাজা, লুকিয়ে মেয়ের বে' দেবে? আমায় জামাই দেখাবে না? বাঃ বাঃ! আমার চাঁদপানা জামাই—আমার চাঁদপানা মেয়ে!

শালিগ্রাম। রাজা, এই যে তোমার পত্নী উপস্থিত, পত্নীর সহিত আলাপ করুন।

সরফ্‌রাজ খাঁ। ইয়া আল্লা—ক্যা খুবসুরৎ!

অন্নদা। না না, আমি ওর উপপত্নী, আমি ওর পত্নী নই। কে বলে– আমি ওর পত্নী? আমার ও মেয়ে নয়। কি ক'র্‌লুম—মেয়ের মুখ হেঁট ক'র্‌লুম! কেন এলুম—কেন এলুম? আমি যাই, আমি যাই! উদয়নারায়ণ আমার পতি নয়—আমার উপপতি।

[প্রস্থান।

শালিগ্রাম। রাজা, ধর্ম্মের ঢাক দেশে দশে বাজে!

আমার পিতৃপুরুষের পুণ্য, আমার কুল কেন কলুষিত হ'বে!

উদয়। মেদিনি! দ্বিধা হও! (পতনোন্মুখ ও পুরঞ্জন কর্ত্তৃক ধৃত হওন।)

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

দণ্ড-ভূমি

শালিগ্রাম ও উদয়নারায়ণ।

শালিগ্রাম। উদয় নারায়ণ! আমার সর্ব্বনাশ ক'রেছ, আমায় উদ্‌বাস্ত ক'রেছ, আমায় কারাগারে দেবার অনুমতি নবাবের নিকট ল'য়েছ, এতে কি তোমার তৃপ্তিসাধন হয় নাই? আমার পুত্রের কেন আর অনুসন্ধান ক'চ্ছ? আমায় কারাগারে দিয়ে নিশ্চিন্ত হও। সে বালক—তোমার পুত্রের সদৃশ—তারে এ নিদারুণ যন্ত্রণা দিও না।

উদয়। না না, রায়সাহেব! তুমি না আমায় দণ্ড দেবে? তোমার অধিকারে অতিথি হ'য়েছিলেম, তাই ক্ষমা ক'রেছ! আমার উচ্চ মাথা হেঁট ক'রেছ! আমার কন্যার হৃদয়গ্রন্থি ছেদ ক'রেছ তোমার পুত্রের সন্ধান না পেলে এর সমস্ত পরিশোধ হবে না। আমি কারো ঋণ রাখি নাই, তোমারও ঋণ রাখ্‌বো না।

শালিগ্রাম। উদয়নারায়ণ, যে অপরাধ ক'রে থাকি, তার সমুচিত দণ্ড দিয়েছ। সামান্য অপরাধীর ন্যায় আমায় বিবস্ত্র ক'রে রৌদ্রে হিমে দাঁড করিয়ে রেখেছ। আবর্জ্জনা-পূর্ণ স্থান—মুসলমানেরা উপহাস ক'রে যার নাম "বৈকুণ্ঠ" দিয়েছে, সেখানে আমায় আবদ্ধ ক'রেছ!

উদয়। না, আমার হৃদয়ে এখনও শান্তি হয় নাই। তোমার পুত্রই সকল অনিষ্টের মূল; সর্পশিশু সর্প অপেক্ষা খল। তার দণ্ড তুমি স্বচক্ষে দেখ্‌বে, তবে আমি নিশ্চিন্ত হব।

(নিরঞ্জনের প্রবেশ)

নিরঞ্জন। মহারাজ, মহারাজ! আপনি যথার্থ অনুমান ক'রেছেন। আমিই সকল অনিষ্টের মূল,- আমায় দণ্ড দেন, আমার পিতাকে নিষ্কৃতি দেন। পিতা—পিতা, আমি আপনার কুলাঙ্গার সন্তান! হায় হায়, পুত্র হ'য়ে আপনার সর্ব্বনাশ ক'রলেম!

উদয়। না না, তুমি সুসন্তান! পিতার যথেষ্ট সাহায্য ক'রেছ। রক্ষি. এরে বন্ধন কর। দু'দিন রৌদ্র ও হিমে রেখে দাও, এক বিন্দু জল দিও না; তারপর পিতা-পুত্রকে কারাগারে স্থান দিও।

(রক্ষিগণের নিরঞ্জনকে বন্ধনকরণ)

শালিগ্রাম। উদয়নারায়ণ, উদয়নারায়ণ! রক্ষা কর, রক্ষা কর! ও বালক—অতি যত্নে লালিত—নরহত্যা, বালকহত্যা ক'রো না; ক্ষমা কর—ক্ষমা কর, তোমার পদস্পর্শ ক'র্‌তে আমি প্রস্তুত।

উদয়। প্রাচীরকে বলো, প্রস্তরকে বলো, অচল তরুকে তোমার মনের যন্ত্রণা জানাও, আমার ক্ষমা নাই। স্বচক্ষে পুত্রের যন্ত্রণা দেখ', তার পর কারাগারে বাস কর।

শালিগ্রাম। ক্ষমা কর, ক্ষমা কর, বালককে ক্ষমা কর!

উদয়। আমিও ঐরূপ অনুনয়-বিনয় বিস্তর ক'রেছি।

শালিগ্রাম। দেখো - দেখো, নিতান্ত বালক,—দুঃখ-তাপে মলিন, পথের ভিখারী,—ক্ষান্ত হও!

নিরঞ্জন। পিতা, কেন কাতর হ'চ্ছেন? আমি আপনার এই গুরুতর যন্ত্রণার কারণ, আমার কিঞ্চিৎ প্রায়শ্চিত্ত হোক। আপনি কাতর হবেন না। রাজা, আমায় যে যন্ত্রণা দিতে হয় দেন,—ভগবান আমায় বল দেবেন- আমি সহ্য ক'র্‌বো। মহারাজ, অপরাধীর দণ্ড দিয়ে ক্ষান্ত হোন। আমিই আপনার কন্যাকে বিবাহ করি নাই। আমার পিতার কোনও অপরাধ নাই। ইনি আমায় বন্দী ক'রে রেখেছিলেন, আমি রক্ষীদের উৎকোচ দিয়ে পালিয়েছিলেম। যে শাস্তি আপনার অভিপ্রেত, আমায় দেন, আমার পিতার মুক্তি আদেশ করুন।

উদয়। কারাগার তোমাদের উভয়ের উপযুক্ত স্থান; তামাদের অপরাধের অতি সামান্য দণ্ড দিলেম।

[প্রস্থান।

শালিগ্রাম। হা পরমেশ্বর!

নিরঞ্জন। পিতা, কেন শোক করেন? শত্রুর হৃদয় ‍্য প্রফুল্ল হ'চ্ছে। আমি কুসন্তান, আমার মমতা ত্যাগ ন। ভগবান্ কি দিন দেবেন না!

(সরফ্‌রাজ খাঁর প্রবেশ)

সরফ্‌রাজ খাঁ। শুন রায় সাহেব! তুমি আমার একটী ‍া যদি ক'র্‌তে পারো, আমি তোমাদের উভয়কে মুক্তি ‍ত পারি।

শালিগ্রাম। কি, আজ্ঞা করুন? আমি এই দণ্ডে ‍্ত।

সরফ্‌রাজ খাঁ। অবশ্য তুমি বুঝিয়াছ, যে, রাজা উদয়-‍ায়ণ তোমার কিছুই করিতে পারিত না। তোমার ‍না বাকী ছিল না। আমিই নবাবদাদাকে বলিয়া— ‍াব গোল করিয়া—তোমাদের এই দণ্ড দিয়াছি।

শালিগ্রাম। নবাবজাদা, তবে আমাদের মুক্তি দেন, ‍াকে না দেন, আমার পুত্রকে মুক্তি দেন।

সরফ্‌রাজ খাঁ। আচ্ছা, আমি মুক্তি দিব। কিন্তু যদি ‍ার সেই কার্য্য সাত দিনের মধ্যে করিতে না পার, ‍ে তোমার পুত্রের প্রাণদণ্ড হইবে। তুমি কোন সন্ধান ‍িয়া উদয়নারায়ণের কন্যাকে আমায় দিতে পারিবে?

নিরঞ্জন। পিতা, পিতা, এ প্রস্তাবে কর্ণপাত ক'র্‌বেন । উদয়নারায়ণ চণ্ডাল,—আপনি চণ্ডাল নন—ধর্ম্মের ‍ি লক্ষ্য ক'রে সকল সহ্য করুন।

সরফ্‌রাজ খাঁ। শুন রায়সাহেব! (রক্ষিগণের প্রতি) ‍কে আমার পশ্চাৎ লইয়া আইস।

নিরঞ্জন। পিতা, পিতা! আমার মিনতি,—জীবন ‍ভঙ্গুর, দুর্দ্দিন স্থায়ী নয়—পুত্রের অনুরোধে অধর্ম্মকার্য্যে ‍ৃত্ত হবেন না।

শালিগ্রাম। নবাবজাদা, আমার পুত্রকে এই নিদারুণ ‍া হ'তে অব্যাহতি দেন, কারাগারে স্থান দেন।

সরফ্‌রাজ খাঁ। আচ্ছা, ইহাদের পিতা-পুত্রকে কারাগারে লইয়া আইস। যুবার বন্ধন খুলিয়া দাও।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

পুরঞ্জনের বাটীর কক্ষ

পুরঞ্জন ও মাধুরী।

পুরঞ্জন। শুভক্ষণে দেখা তব সনে।
বংশে হ'লো কলঙ্ক-সঞ্চার,
ছারখার বন্ধুর আবাস।
বন্ধু নিরুদ্দেশ,
পিতা তার কারাবাসে।
ঘৃণা হয়,
করি ছার পরিণয়,—
মজায়েছি সুখের সংসার।

মাধুরী। কেন কর অপরাধী!
ভালবাসি, নহি অন্য দোষে দোষী!
দেছ পদাশ্রয়, হ'য়োনা নিদয়,
ভয় হয় কথায় তোমার;—
বিমুখ না হও প্রভু, অধিনীর প্রতি।

পুরঞ্জন। ভালবাস!
বেশ্যাসুতা—বেশ্যার আচার—
ভালবাস কত জনে?
ভালবাসা ভাণ ক'রেছিলে নিরঞ্জন সনে,
ভালবাসা ভাণ দেখালে আমায়;
কেবা জানে, আর কত জন
হবে তব ভালবাসা-অধিকারী।
কলঙ্কিনি! জান অতি সুমধুর বাণী!—
কে জানিত, চিকণ সাপিনী
গরল তোমার এত।
নটীর আচার—
মুখে মাখা সরলতা—
কপটতা আপাদ-মস্তক!
ভালবাস?

দেখ, আছে বহু পুরুষ এ দেশে,—
মম সম, নিরঞ্জন সম,—
প্রতারিত হবে অনায়াসে ;—
যত পার ভালবাসা বিলায়ো তোমার।

মাধুরী। নহি বেশ্যাসুতা,
নিরঞ্জন দেখিনি কেমন,
একমাত্র জানি হে তোমারে।
কটুভাষা ব'লো না ব'লো না,
অকারণ দিও না বেদনা,
আমি পরিণীতা পত্নী তব।

পুরঞ্জন। আপাদমস্তক তব মিথ্যায় গঠন!
ধন্য ধন্য বিধাতার নির্ম্মাণ-কৌশল ;—
ধন্য, ধন্য চাতুরী তোমার!
নাহি হেন সন্দিগ্ধহৃদয়, না করে প্রত্যয়
কথায় তোমার,
নেহারি চাতুরীপূর্ণ বদনের ভাব,—
সরলতা-মাখা যেন!
সুশিক্ষিত ধন্য তব দু'নয়ন,
স্বেচ্ছায় সলিলপূর্ণ হয়!
ভুলিয়াছি—ভুলিব না আর।
রাখিয়াছ পিতার সম্মান।
বেশ্যা-সুতা ক'রেছেন দান ;—
সফল হোরির নিমন্ত্রণ।

মাধুরী। ক্ষমা কর ক্ষমা কর,
অহেতু ক'রো না তিরস্কার!
যদি হ'য়ে থাকি ভার,—
গৃহে স্থান দিও না আমায়,
রাখ কোন নির্জ্জন কুটীরে ;—
দাসী আমি, দিও মাত্র সেবা-অধিকার।

পুরঞ্জন। কেন? কুটীরে কি হেতু রবে?
লাবণ্য শুকাবে,
নাহি রবে বদনে আরক্ত আভা।
তবে কেমনে ভুলাবে আমা সম অন্য জনে?
র'য়েছে যৌবন,
প্রেম-অভিনয় কি হেতু করিবে সমাপন?
যাও ফিরে পিত্রালয়ে।
পুনঃ হবে হোরির সময়,
এনো গৃহে সরল যুবায়।
ক'রো প্রেম সম্ভাষণ বিরল নিকুঞ্জে ব'সে,
করিলাম বর্জ্জন তোমায়।
যেবা ইচ্ছা হয় কর তুমি,
নাহি মম বাধা ;—
কলুষিত ক'রো না আলয়,
এইমাত্র প্রার্থনা আমার।

মাধুরী। কোথা যাব?

পুরঞ্জন। যথা ইচ্ছা তব।
যাও কাশীধামে,
গিয়াছিল জননী তোমার।
কিম্বা যাও পিত্রালয়ে—
ঘটকের শিরোমণি তিনি।
ফুরায়েছে এই অভিনয়,
অন্য নাট্য কর আয়োজন।

মাধুরী। রাখ রাখ, অবলায় দেহ স্থান পদে।

পুরঞ্জন। বেশ্যাসুতা—বেশ্যা কলঙ্কিনী,
এখনো কি প্রতারণা?
জানিহ নিশ্চয়,
গ্রহণ না করিব তোমায়।
খুলেছে নয়ন,
ভুলাইতে না পারিবে আর।

মাধুরী। সাক্ষী হও অলক্ষ্য-শরীরী দেবগণ,
সাক্ষী হও জন্মদে মেদিনী,
সাক্ষী হও স্থল, জল, বন,
সাক্ষী হও পবন, তপন,
স্বামী মোরে করেন বর্জ্জন ;—
কিন্তু আমি দাসী তাঁর চিরদিন।
যদি অন্য জন কভু হৃদে পায় স্থান,
কালসর্প দংশে যেন শিরে,
তনু যেন হয় পরমাণু,
তিন লোকে না পাই আশ্রয়।
করহ বিদায়—
কিন্তু আমি তব দাসী চিরদিন।
তুমি ধ্যান জ্ঞান, তুমি দেহ প্রাণ,

পতি তুমি সর্ব্বস্ব সতীর।

পুরঞ্জন। যাও যাও,—শিবিকা প্রস্তুত,
ল'য়ে যাবে আজ্ঞামত তব।

মাধুরী। প্রভু, প্রনাম চরণে!

[মাধুরীর প্রস্থান।

পুরঞ্জন। এত ভাণ! তবু কাঁদে প্রাণ,
রূপমোহ অতি চমৎকার!
পেয়েছি প্রমাণ,—তবু হয় জ্ঞান,
যেন আমা বিনা নাহি জানে।
মন চায় করিতে প্রত্যয়—
ছিঃ ছিঃ, কলঙ্কিনী পত্নী মোর!
মনে হয় আনি ফিরাইয়ে—
আদরে হৃদয়ে ধরি।
বিষম দংশন—বিষম দংশন,
মরুভূমি ক'রেছে জীবন,
পড়িলাম বেশ্যার প্রণয়ে!
কে আছ রে?

(নেপথ্যে)। মহারাজ!

(জনৈক প্রহরীর প্রবেশ)

পুরঞ্জন। যাও, কর আয়োজন, যাইব ভ্রমণে।
নিরঞ্জন, কোথা আছ ভুলে!
দেখ এসে ত্যজিয়াছি পাপিনীরে;
আর কেন আছ লুকাইয়ে?
দিক্ অন্ত করিয়া ভ্রমণ
করিব তোমার অন্বেষণ,
জীবনসর্ব্বস্ব তুমি মম।

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

সরফরাজখাঁর বিলাস-কক্ষ

সরফ্‌রাজ খাঁ, উদয়নারায়ণ ও বাঁদীগণ।

বাঁদীগণ।— (গীত)

কালো কোকিল-তানে প্রাণে হানে শর!
প্রেমে আকুল ধাইল কত মধুকর,
ঢলে টলে রসে, ভ্রমে চুমে কুসুম-অধর!
অনিল চঞ্চল ধীরে বহিল,
লুটিল পরিমল দিক মোহিল,
বিপিন নবীন মুঞ্জরিল,
চিত মোহিত হেরি শোভা বিরহিণী জর জর!

[বাঁদীগণের প্রস্থান।

সরফ্‌রাজ খাঁ। দেখো, নবাবদাদাকো বোল্‌কে তোম্ যো মাঙ্গা সব কিয়া;—বাপ্ বেটাকো কয়েদ কিয়া, মোকাম লুট কিয়া।

উদয়। নবাবজাদা, আপনার অপার কৃপা।

সরফ্‌রাজ খাঁ। তোম্‌বি জেরা কৃপা কিয়ো।

উদয়। কৃপা! নবাবজাদা, এমন কথা ব'ল্‌বেন না, আমিই আপনার কৃপাপ্রার্থী।

সরফ্‌রাজ খাঁ। নেই, হাম তোমারা দোয়ারমে ফকির হ্যায়, ভিক্ মাঙনেওয়ালা।

উদয়। নবাবজাদা আপনার ঋণ আমি এ জীবনে শোধ ক'র্‌তে পার্‌বো না। আপনি অনুগ্রহ ক'রে হুকুম করুন, গোলাম হুকুম তামিল ক'র্‌বে। নবাবজাদা, আমার হৃদয়ের আগুন নির্ব্বাণ ক'রেছেন! শালিগ্রামকে কয়েদ ক'রে আমার প্রতিহিংসা তৃপ্তি ক'রেছেন।

সরফ্‌রাজ খাঁ। ওস্‌কো জাত লেঙ্গে—মুসলমান করেঙ্গে।

উদয়। না, না, তা ক'র্‌বেন না, ধর্ম্ম নষ্ট ক'র্‌বেন না।

সরফ্‌রাজ খাঁ। নেই? আচ্ছা, নেই করেঙ্গে। দেখো, তোমারা দেল হাম্ ঠাণ্ডা কিয়া,—

উদয়। আমার অপমানের সমুচিত দণ্ড আপনি দিয়েছেন। অধিক কি জানাবো, আপনার শত্রুর তরবারি, আর আপনার মাঝে আমি যদি বুক দিতে পারি, তবে এর

কিঞ্চিৎ প্রতিদান হবে। আমি বড় অপমানিত হ'য়েছিলেম, আপনার কৃপায় তা পরিশোধ হ'য়েছে।

সরফ্‌রাজ খাঁ। দেখো, তোমারা লেড়্‌কী বড় খুবসুরৎ!

উদয়। ত্রিভুবনে অমন আর আছে কি না, জানিনে।

সরফ্‌রাজ খাঁ। হ্যাঁ;—তোমারা দোস্তকা লেড়্‌কী! ওস্‌কা কুছ পাত্তা মিলা?

উদয়। না, কেউ তো কোথাও খুঁজে পেলে ন।

সরফ্‌রাজ খাঁ। হাম্‌বি ঢুঁড়্‌তে হেঁ।

উদয়। আপনার এমনই অনুগ্রহ বটে।

সরফ্‌রাজ খাঁ। তোমারা জান তো ঠাণ্ডা হো গিয়া?—আউর কুছ মাঙ্গো? নবাবকা উজীর হোনে মাঙ্গো?

উদয়। না নবাবজাদা! নবাবের অনুগ্রহে সমস্ত রাজসাহীর খাজনা আদায়ের ভার আমার উপর, আমার আর অধিক প্রার্থনা নাই।

সরফ্‌রাজ খাঁ। তোমারা জিউ তো ঠাণ্ডা হায়?

উদয়। নবাবজাদা, সকলি আপনার কৃপায়।

সরফ্‌রাজ খাঁ। দেখো, নবাবকা শ্বশুর হোনে মাঙ্গো?

উদয়। এ কি!

সরফ্‌রাজ খাঁ। আরে, বাতিকা বাত হাম পুছে।

উদয়। না না, আপনার কৃপায় আমার যা আছে, তাতেই আমি সন্তুষ্ট।

সরফ্‌রাজ খাঁ। তোমারা জিউ তো ঠাণ্ডা হায়?

উদয়। আপনার কৃপায় বহুৎ ঠাণ্ডা।

সরফ্‌রাজ খাঁ। হামারা জিউ ঠাণ্ডা করো।

উদয়। কি ব'ল্‌ছেন?

সরফ্‌রাজ খাঁ। হাম দানা-পানি ছোড় দিয়া।

উদয়। কেন, কেন, আপনার কি অসুখ হ'য়েছে?

সরফ্‌রাজ খাঁ। হ্যাঁ;—ইস্কা মারে, দোস্তিকা মারে। তোমারা লেড়্‌কীকো হাম দেখা।

উদয়। নারায়ণ! কি বলে!

সরফ্‌রাজ খাঁ। দেখো, আকবর শা চলন কিয়া হ্যায়, হিন্দু লোক মুসলমানকা ঘরমে আওরাত দেতাথা দেখো মানসিং কবুল কিয়া।

উদয়। হাঁ হাঁ—নবাবজাদা,—কিন্তু সবাই কি তা করে—সবাই কি তা ক'রে?

সরফ্‌রাজ খাঁ। উস্‌মে গুণা ক্যা, হামারা জান বাঁচাও।

উদয়। নবাবজাদা, আর তো আমার কন্যা নাই।

সরফ্‌রাজ খাঁ। সো তো মালুম হ্যায়, লেকেন একঠো তো হ্যায়।

উদয়। নবাবজাদা, আপনার সাম্‌নে তো সাদি হ'য়েছে।

সরফ্‌রাজ খাঁ। পরোয়া ক্যা—কল্‌মা পড়ায়কে ঘরমে লেঙ্গে।

উদয়। না না, হিন্দুর ঘরে তা হয় না।

সরফ্‌রাজ খাঁ। রাজা সাব, সব কুছ হোতা। পইলে পইলে রাজোয়াড়ামে এ বাত উঠা; লেকেন কোন্ শাজাদা না হিন্দুকা লেড়কী বেগম কিয়া? তোমারা ধরম বড়া সিদা হায়;—সব কুছ সড়ক মিলে,—সব হো সেক্তা। হাম নবাব হোঙ্গে তোমকো উজিরী মিলেগা, উস্কা খসমকো দশহাজারী করেঙ্গে। আচ্ছা সাদি দেলায়ে দেঙ্গে।

উদয়। নবাবজাদা, এ কাজ আমার জীবন থাক্‌তে হবে না।

সরফ্‌রাজ খাঁ। পইলে সবকোই উসিমাফিক বোল্‌তা, লেকেন সম্‌জো, নবাবকা মেহেরবানগি থোড়া নেহি। মেরি বাত্‌সে নবাব উঠে বৈঠে। দেখো, শালিগ্রাম খাজনা দিয়া, নবাবকো বহুৎ সেলাম দিয়া, উস্কা কয়েদ কেস্ ওয়াস্তে হুয়া? হামারা বাত্‌সে। হাম ওজর কিয়া নবাব মান লিয়া। নবাবকা লেড়কা নাই—হাম বেটীকো লেড়কা হামকো নবাবী দেঙ্গে—নেইতো শালিগ্রাম ক্যা কসুর কিয়া, বাপ-বেটা কয়েদ হুয়া। দেখো, বেটীকা মাঙ্গায়কে হামারা পাশ ভেজ দিও। তোমারা দোস্তকা লেড়্‌কীকো হাম ঢুঁড় ঢুঁড় পাকড়াঙ্গে। ও বি বেগমকা লায়েকী। দুনো বরাবর—দুনো খুবসুরৎ।

উদয়। নবাবজাদা, আমার লেড়কী তো আমার কাছে নেই, তার কথা আমি কেমন ক'রে ব'ল্‌বো?

সরফ্‌রাজ খাঁ। আচ্ছা, তোম উস্‌কি সম্‌ঝাও হাম্‌কো দেনেকা তোমারা মতলব নেই হ্যায়, হাম সম্‌জা। তোমারা গোস্বা হুয়া হাম দেখ্‌তে; লেকে

মারা দাদা কো রাজমে রহোগে, কাঁহা যাওগে চাচা! ড়া সমঝকে লেড়কীকো ভেজ দেও। যাও, যাও, ঝকে পিছে কহিও।

[সরফরাজ খাঁর প্রস্থান।

উদয়। বুঝি বা আমার প্রায়শ্চিত্ত হয়! হিন্দু হ'য়ে হন্দুর সর্ব্বনাশ ক'রেছি, এই বুঝি বা আমার দণ্ড।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

কারাগার-দ্বার

জমাদার ও প্রহরীদ্বয়।

জমাদার। দেখো, রায় সাহেব আর উস্‌কা লেড়কা ভি নেহি ভাগে—নবাবজাদা সরফরাজ খাঁকা জোর কুম হ্যায়,—বহুৎ হুঁসিয়ার! বহুৎ হুঁসিয়ার!!

১ম প্রহরী। বহুৎ হুঁসিয়ার হ্যায় খামিন।

[জমাদারের প্রস্থান।

(রঙ্গলালের প্রবেশ)

১ম প্রহরী। কোন্ রে?

রঙ্গলাল। তোম্ তো গোলাম আলী হ্যায়, আর তাম তো নসীবক্স?

১ম প্রহরী। তব কা?

রঙ্গলাল। এই পীরের দরগার সিন্নি নাও, আর দু তাড়া টাকা নাও—একশো একশো আছে—ফকিরসাহেব তামাদের দিয়ে পাঠিয়েছেন।

১ম প্রহরী। ফকির সা'ব?

রঙ্গলাল। আরে, তোমাদের নসীব ফিরে গেছে। একজন হিন্দু যদি পাকড়াতে পার—যারে কোত্তা খাওয়াবার হুকুম হয়—তা হ'লে তোমাদের জায়গীর আর এক এক নবাবজাদী মেলে। নাও নাও টাকাগুলো তোল, আমায় ফকির সাহেবকে খবর দিতে হবে।

২য় প্রহরী। আরে, এ ক্যা বাৎ বোলে?

রঙ্গলাল। শুণবে তো শোণো, রাত হ'য়েছে, আমি চ'লে যাই।

১ম প্রহরী। আরে শুনো তো ভাই—শুনো তো ভাই!

রঙ্গলাল। আর কি শুনবো বল? একটা হিন্দু পাকড়াবার যোগাড় দেখ না, যে এমনই কসুর করে, যাতে কোত্তা খাওয়াবার হুকুম হয়। বলি, পারবে? ফকির সাহেব জিজ্ঞাসা ক'রেছেন। পীরের কোত্তা একটা হিন্দু খাবার জন্যে খেপেছে।

১ম প্রহরী। আরে, এসা হিন্দু কাঁহা মিলে ভাই? গারদমে পাহারা দেতে হেঁ।

রঙ্গলাল। কেন, তার ভাবনা কি? সরফরাজখাঁর তো হুকুম এই যে, রায় সাহেব আর তার ছেলেকে কেউ যদি গারদ হ'তে বা'র ক'রে দেয়, তারে ধ'রতে পারলে কোত্তা খাওয়াবে, এই সহরে সহরে ঢাঁড্‌ড়া দিয়েছে।

২য় প্রহরী। আরে, সো তো দিয়া, সো তো দিয়া!

১ম প্রহরী। আরে, হাম লোক পাহারা দেতা, কোন্ আয়েগা?

রঙ্গলাল। কেন, খুব সোজা—এই ধর, আমি এসেছি। এই কথার কথা ব'লছি, ধর'—আমি এসেছি।—তোমার হাতে চাবী, তুমি চাবী খুলে দু'জনকে বার ক'রে দিলে, তার পর আমায় পাকড়ালে। নবাব সাহেব কোত্তা খাওয়াবার হুকুম দিলে,—তোমরা দু'জন জায়গীর পেলে, নবাবজাদী পেলে।

১ম প্রহরী। আরে, হ্যাঁ হ্যাঁ!—

রঙ্গলাল। আরো মজা শোন। কোন্ না দু'চার ঘা মা'রবে, হাতের সুখ কোন্ না হবে? তোমরা গারদে পাহারা দাও, কাউকে মা'রতে ধ'রতে পাও না,—সে খুব মজা হবে!

২য় প্রহরী। আরে, সো তো ঠিক—আরে সো তো ঠিক—লেকেন এসা হিন্দু মিলে কাঁহা?

রঙ্গলাল। কেন, যে হিন্দুর বরাত ভাল, সেই তোমাদের হাতে ধরা প'ড়বে।

১ম প্রহরী। এ বড়া মজেকা বাত ব'লে! কাহে কাহে, ওস্কা বকৃৎ কাহে আচ্ছা?

রঙ্গলাল। কি জান—তুমি কা'ল সকালে ফকির সাহেবের কাছে যেও না, শুনবে—ঐ পীরের কোত্তা সে হিন্দুকে যত কামড় খাবে, তত লাখ লাখ বরষ সে বেহেস্তে

হাউড়ি নিয়ে থাক্‌বে। কা'ল' ছুটী হ'লে ফকির সাহেবের কাছে গিয়ে শুনো না!

২য় প্রহরী। আরে শুন্‌কে ক্যা করে ভাই! হিন্দুকা বিচ্‌মে ধরম করে, এসা আদমি কাঁহা?

রঙ্গলাল। কেন, অমন কথা ব'লো না; আমার ধরম ক'র্‌তে ভারি মন।

১ম প্রহরী। কেঁও, তোম্ পাকড়া যানে রাজী?

রঙ্গলাল। রাজী হ'য়ে কি ক'র্‌বো বল! তুমি যদি আমায় ধরো, কে বিশ্বাস ক'র্‌বে? আমি একা, হাতে অস্ত্র-শস্ত্র নাই, কে বিশ্বাস ক'র্‌বে বল যে, রায় সাহেব আর তার ছেলেকে আমি গারদ হ'তে বা'র ক'র্‌তে এসেছি। ওঃ হরি! একটী কথা ভুল হ'য়েছে। ফকির সাহেব এক পরামর্শ দিয়েছিল। বেশ হবে, একজন হিন্দুকে কা'ল ভুলিয়ে ভালিয়ে এনো। তার পর চাবী খুলে দিয়ে তাদের তো বিদায় ক'রে দিলে। সে হিন্দু যেন খুব জোয়ান, তোমাদের একজনকে বেঁধে ফেলেছে, আর এক-জন যেন ধ'রে ফেলেছো।

২য় প্রহরী। ক্যা, হাম সম্‌জা নেই।

রঙ্গলাল। এই দেখ, তোমায় সমজে দি। এই যেন তোমার তলোয়ারখানা আমি নিয়েছি,—(তলোয়ার গ্রহণ করিয়া) কেমন, নিলুম বল?—

২য় প্রহরী। হ্যাঁ হ্যাঁ।

রঙ্গলাল। আর এরও এমনি তলোয়ার নিয়েছি। (১ম প্রহরীর তলোয়ার গ্রহণ করিয়া) এই দড়ি দিয়ে দু'জনকে বেঁধেছি, বেশ ক'রে জড়াচ্ছি, (তদ্রূপ করণ) চ্যাঁচালে বুকে দেব। এই চাবী নিয়ে দরজা খুল্‌লুম, চ্যাঁচালেই বুকে দেব। রায় সাহেব, নিরঞ্জন—শীগ্‌গির বেরিয়ে এসো, চ্যাঁচাবারও যো রাখ্‌ছি নে, মুখে কাপড় গুঁজে দিয়েছি। রায় সাহেব, নিরঞ্জন—শীগ্‌গির বেরিয়ে এসো, দোর খুলে দিয়েছি, ঘোড়া তোয়ের আছে, শীগ্‌গির পালাও।

নিরঞ্জন। তুমি?

রঙ্গলাল। শীগ্‌গির পালাও—শীগ্‌গির পালাও—ফাটকের প্রহরী ভাং খেয়ে প'ড়ে আছে। (প্রহরীদ্বয়ের প্রতি) নড়বার চড়বার চেষ্টা ক'রো না। এই বুকে তলোয়ার দেবো।

[শালিগ্রাম ও নিরঞ্জনের প্রস্থান।

(গঙ্গার প্রবেশ)

গঙ্গা। ও কি ক'চ্ছ, খুল্‌ল দিচ্ছ যে?

রঙ্গলাল। কেন, এদের দু'জনকে মারবো আঁচ ক'চ্ছ কি? তুমি পালাও—নইলে তোমায় ধ'র্‌বে আমায় ধ'র্‌বে।

গঙ্গা। কি ক'চ্ছ, ধরা দেবে না কি?

রঙ্গলাল। তা নয় তো কি, এই গরীব দু'জনের সর্ব্বনাশ ক'র্‌বো? পালাও পালাও—তুমি স'রে যাও-নইলে ধরা প'ড়বে।

গঙ্গা। না না, তুমি এসো।

রঙ্গলাল। চল, তোমায় রেখে এসে এদের খুলে দেব।

গঙ্গা। নিশ্চয় আমি যাব না।

রঙ্গলাল। তুমি না আমায় বল, ভালবাস? যদি ভালবাস, তবে কথা শোন। যাও—শীগ্‌গির যাও, নইলে এই দেখ, আমি আত্মঘাতী হব।

গঙ্গা। ভগবান্, এ কি সর্ব্বনাশ ক'ল্লেম! কেন প্রহরীদের ভাং খাওয়ালেম!

রঙ্গলাল। সর্ব্বনাশ করনি, বেশ ক'রেছ। যাবে তো যাও, নইলে এই আমি বুকে মার্‌লুম।

গঙ্গা। ভগবান, কি ক'রলে!

[গঙ্গার প্রস্থান।

রঙ্গলাল। এইবার মিঞাসাহেব! মুখের কাপড় খুলে দিলেম। ব্যস্ত হ'য়ো না, এই বাঁধন কেটে দিচ্ছি। (তথা করণ) চ্যাঁচাবে কেন? এই তো আমি ধরা দিচ্ছি। দেখ, দুটো গরাদে কেটে ফেল এই আমার কাছে উকো আছে। ব'ল্‌বে, তিনজনের সঙ্গে দু'জনে পার নাই। দু'জন বেরিয়ে গেছে, একজনকে ধ'রেছো। কেমন মিঞাসাহেব, আমায় কুকুরে খাবে, খুব মজা হবে! দেখো, আমি বড় কাছড়াই, একটু মারো আর আমি অমনি ধেই ধেই ক'রে নাচ্‌বো।

১ম প্রহরী। তোবা তোবা!—

রঙ্গলাল। তোবা কেন, আমায় পিছমোড়া ক'রে বাঁধো না! তবে জাইগীর আর নবাবজাদী যদি না পাও এই নাও, দু'টুকরো হীরে নাও।

২য় প্রহরী। তোম্ কোন হ্যায় ?

রঙ্গলাল। হাম্ হিন্দু হ্যায়, আর কোন্ হ্যায় ?

১ম প্রহরী। হাম লোক্‌কা জান যাগা।

রঙ্গলাল। কিছু পরোয়া ক'রো না মিঞা সাহেব, দেখ যেন ওদের ঠেঙ্গে উকো ছিল, রেল কেটে রিয়েছে। আমি যেন দোরের প্রহরীদের ভাং খাইয়ে নে এসেছি। ওরা বেরিয়ে গেছে, আমি তোমাদের দাঙ্গা ক'রেছি—ব্যাস্! কত সূক্ষ্মবিচার হয়, তা তোমরা জান; আর আমি এক রকম ক'রে বুঝিয়ে ব, ভেবো না।

২য় প্রহরী। জমাদার কো ক্যা সম্‌জায়েগা, হাম কে চিল্লায় নেই কাহে ?

রঙ্গলাল। এখন চেল্লাও না।

১ম প্রহরী। (উচ্চৈঃস্বরে) জমাদার—জমাদার, কয়েদী গা।

রঙ্গলাল। দেখ, ততক্ষণ তোমরা কানটা-আসট্ না, দু'চার ঘা মারো, খুব আমোদ করো না।

১ম প্রহরী। শালা বেইমান! (প্রহারকরণ)

রঙ্গলাল। ও বাপরে—গেলুম রে! কেমন, আমোদ চ্ছে না ?

২য় প্রহরী। আরে মার মাৎ, শালা দেও হ্যায়!

(জমাদারের প্রবেশ)

জমাদার। ক্যা হুয়া—ক্যা হুয়া ?

১ম প্রহরী। কয়েদী ভাগা!

জমাদার প্রভৃতি সকলে। কয়েদী ভাগা—কয়েদী গা—

[রঙ্গলালকে লইয়া সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

সরফরাজখাঁর কক্ষ

সরফরাজ খাঁ, শালিগ্রাম ও মাধুরী।

সরফরাজ খাঁ। তোম কোন্ ?

শালিগ্রাম। আমি শালিগ্রাম রায়।

সরফরাজ খাঁ। তোম গারদসে কেস তরে নিকালা ?

শালিগ্রাম। তা তোমায় ব'লছি, ফিরে গারদে দিতে হয় দাও কিন্তু এই উদয়নারায়ণের কন্যা এনেছি দেখ। তুমি ব'লেছিলে, কারাগারে মুক্তি দেবে,—যদি আমি উদয়নারায়ণের কন্যাকে এনে দিতে পারি।

সরফরাজ খাঁ। এই তো মেরি জানি!

মাধুরী। অ্যাঁ অ্যাঁ, আমার পিতা কোথায় রায় সাহেব ?

সরফরাজ্ খাঁ। ডরো মাৎ পিয়ারি! এ সহরমে হ্যায়। (শালিগ্রামের প্রতি) তোমকো ক্যায়সে মিলা ? রায় সাহেব, বহুত সেলাম।

শালিগ্রাম। আমি গারদ থেকে পালাচ্ছিলুম, পথে এর সঙ্গে দেখা। উদয়নারায়ণের বাসা খুঁজে পাচ্ছিল না, আমায় বন্ধু বিবেচনা ক'রে জিজ্ঞাসা ক'র্‌লে, আপনার কাছে এনেছি।

সরফরাজ্‌খাঁ। হাঃ হাঃ, রাজা তো চলা গিয়া। দেখো বড় মজা হুয়া! হাম ওসকা লেড়কীকো মাঙ্গে থি, ও গোস্বা হোকে চলা গিয়া। তোম্ বহুৎ কাম কিয়া। আল্লা ক্যা মিলা দিয়া!—তোমারা যাহা খুসী চলা যাও, এই আঙ্গুটি লেও—কোই নেহি রোখে গা।

শালিগ্রাম। একটী অনুগ্রহ ক'র্‌তে হবে।

সরফরাজ খাঁ। ক্যা কহো? হামার দেলখোস হো গিয়া, যো মাঙ্গো, সো দেঙ্গে।

শালিগ্রাম। রঙ্গলাল ব'লে একজন, সে আমাদের মুক্ত ক'রেছে, মুক্ত ক'রে আপনি কয়েদ হ'য়েছে;—তারে আপনি মুক্তি দেন।

সরফরাজ্ খাঁ। কুছ পরোয়া নেই, আবি দেঙ্গে।

মাধুরী। এ কি রায় সাহেব, কোথায় আনলেন ?

সরফরাজ্ খাঁ। বিবি—বিবি, ডরো মাৎ।

মাধুরী। সাহেব—সাহেব! আমায় ছেড়ে দেন!

সরফরাজ্ খাঁ। পরোয়া মাৎ করো বিবি, ঠাণ্ডা হও। (শালিগ্রামের প্রতি) কাঁহা তোমারা রঙ্গ দুলাল ? ঠারো। এসমালি!

এস্‌মালি। (প্রবেশ করিয়া) খামিন্!

সরফরাজখাঁ। এই আঙ্গুটী লেকে যাও, গারদমে যাঁকে কহো—রঙ্গ দুলালকো ছোড়নে হামারা হুকুম হুয়া। (শালি-

গ্রামের প্রতি) তোমারা জমীদারী তোমকো মিলে গা—যাও।

মাধুরী। রায় সাহেব, রায় সাহেব! আপনি কি অনাথিনী, পথের কাঙ্গালিনী কুলকামিনীর সহিত প্রতারণা ক'রেছেন? আপনি কি বাঙ্গালীর অন্তঃপুরের গৌরব — সতীত্ব—যবনের পায়ে ফেলে দিতে এনেছেন? সত্যই কি আপনি রায়সাহেব?—আমি আপনার দুহিতা, আশ্রিতা, আমায় রক্ষা করুন। আমি তো আপনার চরণে অপরাধিনী নই। কেন আমায় কলঙ্কসাগরে ভাসিয়ে দিতে নিয়ে এসেছেন?

শালিগ্রাম। কেন? বেগম হ'য়ে তোমার পিতাকে অন্তঃপুরে ডাকিয়ে জিজ্ঞাসা কর, তিনি আনন্দ ক'রবেন। তিনি আরও নবাবের কৃপাভাজন হবেন। তিনি আরও অনেক জমীদারকে কারাগারে আবদ্ধ ক'রে তাঁদের সর্ব্বনাশ ক'রতে পারবেন। তিনি তোমায় তাঁর কুলের গৌরব মনে ক'রবেন। ভেবোনা ভেবোনা—বেগম হবে! তোমার পিতা নবাবজাদার শ্বশুর হবেন!

মাধুরী। কি ব'লছেন? কি ব'লছেন?—আমি যে আপনার কুলকামিনী, আমি যে আপনার অন্তঃপুরনিবাসিনী! আমার পিতা আপনার শত্রু হ'তে পারেন, আমি নই। তিনি আপনার ঐহিক সর্ব্বনাশ ক'রেছেন, সেই অপরাধে নিরপরাধিনীর ঐহিক পারমার্থিক সর্ব্বনাশ ক'রবেন না। আপনার কথায় আমার বিশ্বাস হচ্ছে না, এত কুটিলতা আপনাতে সম্ভবে না! আপনি হিন্দু—বাঙ্গালী। যে বাঙ্গালী-রমণী পতির সহমৃতা হয়—সেই সতী-বঙ্গরমণীর গর্ভে আপনার জন্ম। আপনি সতীত্বের আদর করুন, হিন্দুরমণীর সতীত্ব রক্ষা করুন। রক্ষা করুন—রক্ষা করুন!

শালিগ্রাম। কে বলে আমি হিন্দু? আমি কারাগারে যবন-অন্নে প্রতিপালিত। আমি নিরপরাধী, নিরপরাধী পুত্রের সহিত কারাগারে বাস ক'রেছি। যবনের দানা-পানিতে আমার দেহ পুষ্ট হ'য়েছে, সে তোমার পিতার প্রসাদাৎ! সে ঋণ কি আমি রাখ্‌তে পারি? তোমার মত আমিও 'রক্ষা কর—রক্ষা কর' ব'লে চীৎকার ক'রেছি, নিরপরাধী পুত্রের প্রতি 'দয়া কর, দয়া কর,' ব'লেছি।—তিনি আমার শিক্ষাদাতা, তাঁর শিক্ষা ভুলবো কেমন ক'রে!

[শালিগ্রামের প্রস্থান।

মাধুরী। কি হ'লো! কি হ'লো!

সরফ্‌রাজ খাঁ। বিবি—বিবি, ডরো মাৎ!

মাধুরী। নবাবজাদা, আমি আপনার প্রজা—দুহিতা—আমায় সতীত্ব ভিক্ষা দেন। আমার ধর্ম্ম রক্ষা করুন, জাতি রক্ষা করুন, রমণীর মর্য্যাদা রক্ষা করুন।

সরফ্‌রাজ খাঁ। পিয়ারি, তোম্ হামারা দেল্‌মে কাটারি মারি!—বহুৎ যতনসে ছাতিপর রাখেঙ্গে। ডরো মাৎ।

মাধুরী। নবাবজাদা, সতীর সতীত্ব নাশ ক'র্‌বেন—সহস্র নবাব একত্র হ'য়ে পা'র্‌বেন না। মা নিস্তারিণী সতীকুলরাণী আমায় লোহার পিঞ্জর ভেঙ্গে নিয়ে যাবেন। যদি আমি কায়মনোবাক্যে সতী হই, সতীত্ব প্রভাবে আমার দেহ অনিলে মিশিয়ে যাবে, আমার প্রাণ মৃত্তিকা-পিঞ্জর ভেঙ্গে পতির পদে লয় হবে! নবাব সাহেব, আমায় রাখ্‌তে পা'র্‌বে না, সতীত্ব নাশ ক'র্‌তে পার্‌বে না। আমার মা স্বর্গ হ'তে ডাক্‌ছেন, আমার প্রাণ দেহ-পিঞ্জর ভেঙ্গে চল্‌লো। (মূর্চ্ছা)

সরফ্‌রাজ খাঁ। এ কিয়া! গুল কেয়া শুখ গেয়ী? বিবি—বিবি! বাঁদী—

(বাঁদীর প্রবেশ)

দেখো,—লে যাও—যতনমে রাখো।

[সকলের প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

দেবী-মন্দির

ললিতা ও যোগবালাগণ।

(সকলের গীত)*

ত্রিকাল-মোহিনী, যোগিনী-সোহিনী,
মুক্তিযোগ-রঙ্গিণী।
মোহিত-বাসনা-বিভূতি-ভূষণা,
জ্ঞানকরুণা সঙ্গিনী॥
সত্বা নিত্য, নিত্য বিত্ত, সত্যচিত্তবাসিনী—
সাধক-শান্তি, বিবেক-কান্তি,
শ্রান্তি-ভ্রান্তিনাশিনী,
উপাধি নগনা, সমাধিমগনা,
ত্রিগুণাতীত অঙ্গিনী॥
কারণার্ণব, (অ) নাদি প্রণব,
ভাবাভাব ভঙ্গিনী॥

[যোগবালাগণের প্রস্থান।

ললিতা। মা গিরিনন্দিনি, শিবরাণি, মা কৌমারী-[illegible]নি, কুমার-জননি, মা যোগিনি, শান্তিদায়িনি, আমার [illegible] হৃদয় শান্ত কর মা! আমি কৌমার-ব্রত গ্রহণ [illegible] তোমার চরণে আশ্রিতা, - আমার চিত্ত স্থির কর [illegible] আমার চঞ্চল মন-প্রবাহ এখনও তার প্রতি ধাবিত। [illegible]তামার ধ্যান করি—তার মুখ মনে পড়ে,—তোমায় [illegible]-ব্যথা জানাতে গেলে, জ্ঞান হয়, তার সঙ্গে কথা [illegible]। মা, তোমার দর্শনে এসে, আগে তারে দেখ্তে [illegible]! এ কি মা, এ আমার কি হ'লো! সদাই মনে হয় [illegible] আস্‌ছে, সে আমার প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে। মা, [illegible]ার পদে আশ্রয় নিয়ে কি শেষে ব্রতভঙ্গ হবে? মা, [illegible]ার হৃদয়-ভাবে কি তোমার মন্দির কলুষিত হবে? [illegible]ার চরণে কি আমার এই কলুষিত বাসনা অঞ্জলি [illegible]? এ কি হ'লো! কি ক'রে তারে ভুল্‌বো?

(নিরঞ্জনের প্রবেশ)

নিরঞ্জন। কে ও, মাধুরী?

ললিতা। না না নিরঞ্জন, আমি মাধুরী নই; যদি মাধুরী হ'তেম, তোমায় পেতেম। মাধুরী হেথায় আস্‌বে কেন?

নিরঞ্জন। মাধুরি—মাধুরি! তুমি বল, তুমি হেথায় কেন?

ললিতা। মাধুরী হেথায় আস্‌বে কেন? স্থির হও, চেয়ে দেখ, আমি মাধুরী নই।

নিরঞ্জন। তোমার কি হ'য়েছে, তোমার এ সন্ন্যাসিনী বেশ কেন? তুমি কি পূজা দিতে এসেছ?

ললিতা। তাতে তোমার কি?

নিরঞ্জন। আমার কিছু নয়, তুমি ভাল আছ তো?

ললিতা। কেন, আমার ভালোয় তোমার কি?

নিরঞ্জন। এখনও তুমি এ কথা ব'ল্‌ছো? দেখ, তোমার জন্যে আমি পথের ভিখারী, পিতার সর্ব্বনাশ হ'য়েছে, কিন্তু তাতে আমার খেদ নাই। তুমি বলো, তুমি সুখে আছ—শুনে আমি চ'লে যাই। তুমি আমার হবে, বড় আশা ছিল, কিন্তু বিধাতা বিমুখ হ'লো। আমার অদৃষ্ট! তোমার ভালই আমার ভালো। বল, তুমি সুখে আছ, তা হ'লে আর বিরক্ত ক'র্‌বো না।

ললিতা। নিরঞ্জন, এখনো প্রতারণা! কেন, আর প্রতারণার প্রয়োজন কি? তুমি তো আমায় ভাসিয়ে দেছ, তবে আর কেন সোহাগ জানাও? চেয়ে দেখ, তোমার মাধুরী নই দেখ, দুখিনী—উদাসিনী—বর্জ্জিতা —ঘৃণিতা।

নিরঞ্জন। কি কি, কি হ'য়েছে?

ললিতা। না, কিছুই নয়। তুমি হেথা আর থেকো না। কেন আমায় পাতকিনী ক'র্‌বে? তোমার কথা শুন্‌লে, তোমায় দেখ্‌লে—আমি ধর্ম্ম রাখ্‌তে পার্‌বো না, তোমায় পাব না, কিন্তু আমি—তাতে তোমার কি এসে যায়, কেন তোমায় বলি?—নিরঞ্জন, আর আমায় পতিতা ক'রো না। যা হবার হ'য়েছে, তুমি চ'লে যাও। এই আশীর্ব্বাদ ক'রো, যেন জন্মজন্মান্তরে তুমি আমার হৃদয়ে স্থান না পাও। অনেক চেষ্টা ক'রেছি, এ জীবনে তোমায় ভুলতে পার্‌বো না। চ'লে যাও, চ'লে যাও, আমায় মহাপাতকিনী ক'রো না।

নিরঞ্জন। চল্লুম, আর তোমার সঙ্গে এ জীবনে দেখা হবে না।

---

* এই গীতের বিশেষত্ব এই,—সাকার ভাবে নিরাকার যোগমায়া হইয়াছে।

ললিতা। সেই ভাল;—সুখে থাক, দেবীর কাছে এই আমার প্রার্থনা।

নিরঞ্জন। সুখ!—সুখে আমি জলাঞ্জলি দিয়েছি।

ললিতা। আবার ঐ কথা! আমি চল্লুম।

[ললিতার প্রস্থান।

নিরঞ্জন। এ কি! পুরঞ্জনের কি অমঙ্গল হ'লো? দুর্দ্দম মনোবেগ কোনমতেই ফেরাতে পারি নে;—দিবা-রাত্র পরস্ত্রীর চিন্তা। ইচ্ছা হচ্ছে, ছুটে গিয়ে পায়ে ধ'রে প্রেম প্রার্থনা করি। পিতার সর্ব্বনাশ ক'রেছি, পরিবার-বর্গ পথে পথে ফিরুছে, নিজে পথের ভিকারী হয়েছি, এ দুরবস্থায়ও মাধুরী! এই কি আত্মত্যাগ, এই কি স্বার্থ-বিসর্জ্জন! ধিক্! আমার আত্মবিসর্জ্জনে ধিক্, আমার বন্ধুত্বে ধিক্! যাই, পুরঞ্জনের সন্ধান নেব; তার পর মাধুরীকে যদি না ভুল্‌তে পারি, মার চরণে কলুষিত বক্ষের শোণিতদানে প্রায়শ্চিত্ত ক'র্‌বো! [প্রস্থান।

(গঙ্গার প্রবেশ)

গঙ্গা। মা! শুনেছি, সকল নারী-দেহে তুমি বিরা-জিতা। আমি পাতকিনী, আমি কলঙ্কিনী, কিন্তু মা, তুমি পতিতপাবনী,—পতিতা দুহিতাকে দয়া কর। মা অন্তর্য্যামিনি, আমার অন্তরের কথা বোঝো,—আমার রঙ্গলাল কারাগারে। আমার মহাপাপের শাস্তি যা তোমার ইচ্ছা দাও, কোটি কোটি জন্ম আমার শরীর নরকের কীটে দংশন করুক্—মা, আমার রঙ্গলালকে মুক্তি দান করো; আমি তারে চাইনে, আমি দেখি, সে মুক্ত হ'য়েছে! মা, মা, বাঞ্ছাকল্পতরু!

(রঙ্গলালের প্রবেশ)

কি, তুমি পালিয়ে এসেছ?

রঙ্গলাল। তোমার কি বোধ হ'চ্ছে, কারাগারে আছি?

গঙ্গা। কি জানি! তোমার ঢংএর কথা তুমিই জানো।

রঙ্গলাল। আ মরি মরি! ঢং-ঢাং যা তোমাতে নাই!

গঙ্গা। হ্যাঁ, ঢং-ঢাং আমাদের আছে বটে, কিন্তু তোমার মত নয়।

রঙ্গলাল। তুমি আমায় ভালবাসোই বাসো,—কি বল?

গঙ্গা। সে আমরা অমন কত লোককে বলি।

রঙ্গলাল। বল না কেন, একটু ভালবাস, না?

গঙ্গা। তোমায় ভালবেসে কি ক'র্‌বো, তোমার কাছে তো এক পয়সার পিত্তেশ নেই।

রঙ্গলাল। কেন বিবি, আমি তো তোমায় টাকা দিতে চেয়েছিলুম। তুমি প্রহরীদের ভাং খাইয়েছ, আমায় কিনে রেখেছ। তুমি যা চাও, আমি তো দিতে রাজী।

গঙ্গা। আমি তোমায় চাই।

রঙ্গলাল। তা আমায় কিনে নিও, আর একটা কাজ ক'রো।

গঙ্গা। কি?

রঙ্গলাল। রাজা উদয়নারায়ণের কন্যাকে সরফ্‌রাজ খাঁ তার বেগমমহলে নিয়ে গেছে;—সতীর ধর্ম্ম নষ্ট হবে, তারে তুমি রক্ষা কর।

গঙ্গা। আচ্ছা, তোমার পরের জন্য অত মাথা ব্যথা কেন? তুমি তো ধর্ম্ম-কর্ম্ম ছাই মানো। এই তো মায়ের সাম্‌নে একবার মাথাটাও নোয়ালে না।

রঙ্গলাল। মার কোলে ছেলে থাকে, ক'বার প্রণাম করে বল? ক'বার স্তবস্তুতি করে? ক'বার বলে,—তুমি হ্যান, তুমি ত্যান? ক্ষিদে পেলে, দরকার হ'লে এসে মার পায়ে যে মাথা খোঁড়ে না, তাতে কি মা বেজার হয়? তবে সৎমা হ'লে নানা কথা কইতে হয় বটে। ব'ল্‌তে হয়,—মা গো, জননী গো, আর মনে হয়, সর্ব্বনাশী গো, কখন্ কি ত্রুটি হবে গো, অমনি ঘাড় ভাঙ্‌বে গো;—তাই মুখে ব'ল্‌তে হয়,—তুমি জননী গো, তুমি কি না পার গো!

গঙ্গা। তবে তুমি মাকে মান?

রঙ্গলাল। অমন পাথুরে মাকে মানি না মানি, তাতে বড় এসে যায় না; দেখ না, এক পোড়ার মুখ নিয়ে প'ড়ে আছেন, না হয়, জিব বার ক'রে দাঁড়িয়ে আছেন। আমি বলি,—থাক মা, বিল্বপত্রের গাদায়, টিকিদার ভট্‌চায্যির মুখে "চিড়িং চাড়াং ফিড়িং ফাড়াং" শোনো।

গঙ্গা। তুমি নাস্তিক নাকি?

রঙ্গলাল। আমি নাস্তিক! যে আমায় নাস্তিক বলে

নাস্তিক। আমি অমন অন্ধকারে তীরন্দাজী করি আমার দেবতা প্রত্যক্ষ! আমার দেবতা কথা আমার দেবতার প্রাণ আছে. আমার দেবতা অমন ভোগ খায় না, সত্যি ভোগ খায়, আমার দেবতা পরম র!

গঙ্গা। কে তোমার দেবতা শুনি?

রঙ্গলাল। মানুষ আমার দেবতা!—যারে হিন্দু, মান, ক্রিশ্চান বলে—ভগবানের অংশ। শাস্ত্র নিয়ে বিতর্ক আছে. এ কথার তর্কবিতর্ক নাই। আমার তা প্রাণময় মানুষ;—যার সেবা ক'র্‌লে প্রাণ ঠাণ্ডা যার সেবা ক'রে মনকে জিজ্ঞাসা ক'র্‌তে হয় না—ভাল ছি কি মন্দ ক'রেছি,—যে দেবতা পূজায় কোন শাস্ত্রে নাই, তর্কবিতর্ক নাই। দেখ বিবিজান, একবার বের সেবা ক'রে দেখ, প্রাণ তর্ হ'য়ে যাবে। এইত ং ক'রে রোজগার ক'রেছ, মনে মনে একবারও যতই মনকে চাপা দাও যে কসব করাটা বড় কাজ হয় নাই। কিন্তু আমার দেবতার পূজা যদি, তা হ'লে মনে ক'র্‌বে, টাকা রোজগার ক'রেছ, ঠিকঠাক্ দেবতার পূজায় লেগেছে।

গঙ্গা। আমি ঠিক ঠাওরেছি, তুমি নাস্তিক।

রঙ্গলাল। কেন বিবি, বোঝ। বড় বড় টিকিদাস াধ্যিকে জিজ্ঞাসা ক'রো,—ব'ল্‌তে হ'বে, সকল বেই মা আছেন; বড় বড় মোল্লা মান্‌বে—খোদার া সবাকার জান; পাদ্‌রীতে ব'লবে—ভগবান্ ফুঁ মানুষ তৈয়ারি ক'রেছেন; তা হ'লে আর আমি ক কি ক'রে বল? 'মা সর্ব্বময়ী—মা সর্ব্বময়ী' পূজা দিয়ে গেল, মুখে ব'লেন, সর্ব্বভূতে মা আছেন, জীবজন্তু দূরে থাকুক, মানুষের বুকেই ছুরী দেন। টাকা ধার দিয়ে পাঁচশো টাকা আদায় ক'রে নিয়ে, পর তারে কয়েদ দিলে; ক্ষিদেয় একটা লোক হা-হা ই, আপনি পেট ঠাণ্ডা ক'রে দরোয়ানকে ব'ল্লে, 'নিকাল। কিন্তু প্রতি হাত বল আছে,—'মা ব্রহ্মময়ী, তুমি তে আছ।' তার মা বলা তাতেই থাক্, অমন মা ব'লতে চাইনে। তিনি কৈলাস প্রাপ্ত হোন, বৈকুণ্ঠ হোন, তাতে আমার হিংসা নাই। মার কাছে র প্রার্থনা, তুমিও আশীর্ব্বাদ কর, আমি যেন দু' একটা ভুকো মানুষকে ভাত দিতে পারি, যে শীতে কাঁপ্‌ছে, তাকে একখান কম্বল দিতে পারি, তা হ'লেই আমি চরিতার্থ হব।

গঙ্গা। ঠাকুর-দেবতা মান না—তুমি নরকে যাবে।

রঙ্গলাল। মানি নে কেন ব'লছো বল?—এই যে তোমায় বুঝিয়ে ব'ল্লুম। আর এতে যদি নরকে যেতে হয়, আমি রাজী আছি। বিবিসাহেব, তোমায় একটা কথা বলি।

গঙ্গা। কি?

রঙ্গলাল। দেখ, একদিন একজনকে—খুব ক্ষিদে পে'য়েছে, চারটি খেতে দিও, খুব তেষ্টা পে'য়েছে, একট জল দিও,—খেয়ে ব্যাটারা 'আঃ' ক'র্‌বে, শুনে যে তোমার সুখ হ'বে, কোন ব্যাটার চোদ্দপুরুষে কল্পনায় স্বর্গ সৃষ্টি ক'রে, এত সুখ সৃষ্টি ক'র্‌তে পারে নাই। জোর স্বর্গসুখ ক'রেছে কি জান?—অপ্সরীর সঙ্গে প্রেমালাপ হ'লো, পারিজাতের মালা গলায় দিলে, খাঁটি না খেয়ে একটু সুধা খেলে। ইন্দ্রিয়তৃপ্তি ফুরোলো, পারিজাতের মালা বাসি হ'লো, আর অমৃতের নেশার খোঁয়ারী এলো। এ গুলো বিবিজান, তুমি তো দেখেছ, এ আমোদ, না ছাই! ব্যাটারা সন্দেশ ফেলে বিষ্ঠে খায়! যাক্, রাত ফুরুলো, সকালেই তোমাকে এ কাজ ক'র্‌তে হ'বে।

গঙ্গা। কি ক'র্‌বো বল?

রঙ্গলাল। মাধুরীকে উদ্ধার ক'র্‌তে হবে।

গঙ্গা। কি ক'রে?

রঙ্গলাল। তা তুমিই জান। যদি পার, স্বর্গ কোথায় বুঝ্‌বে। আমি যাই, আমার কাজ আছে।

[রঙ্গলালের প্রস্থান।

গঙ্গা। রঙ্গলাল, তুমিই আমার স্বর্গ!

[প্রস্থান।

সপ্তম গর্ভাঙ্ক

সরফ্‌রাজ খাঁর কক্ষ

সরফ্‌রাজ খাঁ ও মাধুরী।

সরফ্‌রাজ খাঁ। বিবিজান, মেহেরবাণী করো, নেক্ নজর দাও।

মাধুরী। এ কি! পাপ দেহে এখনও জীবন র'য়েছে, এখনও মুসলমানের গৃহে র'য়েছি!

সরফ্‌রাজ খাঁ। বিবি, গোলামসে জেরা বাৎ করো, তোম্ দেলখোস হ্যায়!

(পরিচারিকার প্রবেশ)

পরিচারিকা। গঙ্গা তয়ফাওয়ালী আয়ি,—

সরফ্‌রাজ খাঁ। হাম নেই বোলায়া, তোম্‌লোক চলা যাও, মাৎ আও। (মাধুরীর প্রতি) বিবিজান, ছাতি পর লুটো, সিনা পর লুটো!—(আক্রমণোদ্যত)

মাধুরী। ভগবান্, রক্ষা ক'র! (মূর্চ্ছা)

(গঙ্গার প্রবেশ)

সরফ্‌রাজ খাঁ। তোম্ কাহে হিঁয়া আয়ি?

গঙ্গা। নবাবজাদা, বুঝ্‌ছো না, কেন জোর্‌জবরদস্তি ক'র্‌চ? তোমার জন্য ও মরে!

সরফ্‌রাজ খাঁ। ক্যা-ক্যা?

গঙ্গা। ওর বে'র দিন তুমি ছিলে?

সরফ্‌রাজ খাঁ। হাঁ্যা হাঁ্যা, উসি ওয়াক্ত জান মে কাটারি লাগা!

গঙ্গা। এই দেখ, ঠিক হ'য়েছে! এই তোমায় চিন্‌তে পাচ্ছে না, তাই এমন ক'চ্চে! তুমি সেই পোষাকটি প'রে এসো দেখি, তা হ'লেই তোমার গলা জড়িয়ে ধ'রে, তোমার মুখ-চুম্বন ক'র্‌বে।

সরফ্‌রাজ খাঁ। সাচ্?

গঙ্গা। নবাবজাদা, তোমায় মিছে ব'ল্‌চি? ওর স্বামীকে ভুলিয়ে শুধু শুধু মুরশিদাবাদে এসেছে? ও বাপকে খুঁজ্‌তে আস্‌বে কেন?—ওর বাপ কি হারিয়েছে, যে খুঁজ্‌তে আস্‌বে?

সরফ্‌রাজ খাঁ। দেখো গঙ্গা, ইস্‌কি ঠাণ্ডা করো, হাম্ ঐ পোষাক পিহিনকে আওয়ে।

গঙ্গা। যাও—যাও সাজাদা, শীগ্‌গির এসো।

[সরফ্‌রাজ খাঁর প্রস্থ

গঙ্গা। দেবি, ওঠো শীগ্‌গির ওঠো, এই ওড়না দিয়ে পালাও।

মাধুরী। মা, মা, কে তুমি?

গঙ্গা। কথার সময় নাই, শীগ্‌গির পালাও,—এখনি জাত যাবে। শোয়ারি ত'য়ের আছে, শীগ্‌গির পালাও!

[মাধুরীর প্র

(গঙ্গা কর্ত্তৃক সরফ্‌রাজ খাঁর অন্য পালঙ্কোপরি উপাধান ওড়না দিয়া আচ্ছাদন)

(সরফ্‌রাজ খাঁর প্রবেশ)

সরফ্‌রাজ খাঁ। গঙ্গা, গঙ্গা,—বিবিকো দে হাম ঐ পোষাক পিহিনা।

গঙ্গা। চুপ, কথা কয়োনা, মান ক'রে ওড়না দিয়ে প'ড়ে আছে, তুমি কিছু ব'লো না। দে তোমার বুকের উপর গিয়ে প'ড়্‌বে। ও যেমন ক'রেছে, তুমিও তেম্‌নি একটু মান ক'রো না।

সরফ্‌রাজ খাঁ। আচ্ছা, আচ্ছা! কই কই তো আয়া?

গঙ্গা। আঃ, তুমি ঠাণ্ডা হও না, মুখে কাপড় শোও না!

সরফ্‌রাজ খাঁ। (শয়ন করিয়া) কই, আবি উঠা গঙ্গা?

গঙ্গা। আরে, আমার সাম্‌নে উঠ্‌বে কি?

সরফ্‌রাজ খাঁ। তোম হট্ যাও—তোম হট্

গঙ্গা। আচ্ছা, আমি যাচ্চি।

[গঙ্গার

সরফ্‌রাজ খাঁ। নেই আতি—আতি আি ছিপায়কে রহে! ওড়না হেল্‌তি—এই আতি এই ছাতি পর লোটেঙ্গি! উঠ্‌তে নেহি, জবর মা হাম ওড়না উখাড় লে! (উত্থান ও পাল উপাধানের ওড়না উত্তোলন) আরে, ওই কাঁহা আরে, পাক্‌ড়ো পাক্‌ড়ো!—

[

অষ্টম গর্ভাঙ্ক

মন্ত্রণা-কক্ষ

উদয় নারায়ণ, গোলাম মহম্মদ ও জমীদারগণ।

উদয়। (স্বগত) সরফরাজ !
তোমার শোণিত-তৃষা হয় বলবতী।
বিমল পদ্মিনী-ঘ্রাণ কুক্কুরের অভিলাষ !
তনয়ারে যাচিল যখন,
পারিতাম সেই দণ্ডে মস্তক করিতে ছেদ !
কিন্তু সহিল সকলি—
নবাব প্রতাপশালী,
জয়-আশা নাহিক বিদ্রোহে।
বিশেষতঃ নবাব উদারচেতা, পক্ষপাতহীন।
সরফরাজ !—
অগ্নিসম দহে তার বাণী—
কিন্তু বিগ্রহে নিশ্চয় পরাজয়।

১ম জমীদার। মহারাজ, কি চিন্তা ক'চ্চেন ? অস্ত্র-ধারণ করুন ;—মুসলমানের অত্যাচারে মাতৃভূমি নিপীড়িত।

উদয়। পরাজয় নিশ্চয়। রাজদ্রোহী হ'য়ে যে জয়লাভ হবে, কিছুতেই আমার বিশ্বাস হয় না। বিশেষতঃ নবাব অতি সদাশয়,—

১ম জমীদার। মহারাজ ! আপনি যদি জমীদারের দুর্গতির দিকে দৃষ্টি না করেন, তা হ'লে আর কে ক'র্বে ? দেখুন, এক কপর্দ্দকও খাজনা বাকী থাক্‌লে, নিদারুণ হিমে, দুরন্ত গ্রীষ্মে বিবস্ত্র ক'রে বেঁধে রাখে ; কুৎসিত আবর্জ্জনা পূর্ণ গহ্বরে আবদ্ধ করে,—উপহাস ক'রে তার নাম দিয়েছে "বৈকুণ্ঠ"।

গোলাম। বেসক্—বেসক !

উদয়। নবাবের কর্ম্মচারীরা এরূপ করে।

২য় জমীদার। একই কথা। নবাবের দিল্লীতে খাজনা পাঠান চাযই, সে খাজনা যেমন ক'রে পারে—আদায় ক'র্বে ! কর্ম্মচারীরা উপলক্ষ্য মাত্র, সমস্ত কার্য্যই নবাবের।

গোলাম। বেসক !

উদয়। আমাদের সৈন্য কই ?

৩য় জমীদার। কেন ? সকল জমীদারেরই সুশিক্ষিত পা'ক আছে। রাজসাহীর খাজনা আদায়ের জন্য নবাবই আপনাকে সৈন্য দিয়েছেন,—তারা আপনার করগত। বিশেষ, এই গোলাম মহম্মদ মহা বীরপুরুষ, এর ইঙ্গিতে সৈন্য সৃজন হবে।

গোলাম। বেসক্ !

উদয়। কিন্তু দেখুন, নবাবের অপরিমিত অর্থ, সুশিক্ষিত সেনা—নব আবিষ্কৃত অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত,—জয়লাভ সুকঠিন।

২য় জমীদার। যুদ্ধবিগ্রহে উৎসাহই প্রধান। মর্ম্ম-পীড়িত সমস্ত জমীদার যুদ্ধ ক'র্বে। নবাবসৈন্য বেতন-ভোগী মাত্র, এতে কেন পরাজয় আশঙ্কা ক'র্‌ছেন ?

গোলাম। বেসক্ !

উদয়। খাঁ সাহেব, তুমি সমস্ত বিবেচনা কর। প্রবলপ্রতাপশালী নবাবের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ ক'রে কতদূর কৃতকার্য্য হ'তে পা'র্‌বো, তা বুঝ্‌তে পার্‌ছিনে। একে প্রজা নিপীড়িত, তার উপর বিদ্রোহানল প্রজ্জ্বলিত ক'ল্লে প্রজার অশেষ দুর্গতি হবে। সকল দিক্ বিবেচনা করুন, সহসা এ গুরুতর কার্য্যে হস্তার্পণ করা কতদূর সঙ্গত ?

গোলাম। ফৌজ আপ্‌কা ওয়াস্তে জান দেগা। তলপ বাকী রহা, আপ্ প্রজাসে আদায় কর্‌নে হুকুম দিয়া, সব্‌কোইকো দুনা তলব মিল্ গিয়া। ডরিয়ে মাৎ—আপ নবাব হোঙ্গে।

উদয়। আপনার অনুরোধে আমি প্রজাদের নিকট হ'তে বেতন আদায়ের হুকুম দিয়েছি। শুন্‌তে পাই, তাতে প্রজাদের উপর ভয়ঙ্কর অত্যাচার করা হ'য়েছে।

গোলাম। নেহি, নেহি মহারাজ !

উদয়। আমি আজ বিবেচনা করি, কাল উত্তর দেব।

১ম জমীদার। বিবেচনা কি ক'র্‌বেন ? কৃতসংকল্প হোন, মুসলমানের অত্যাচার অসহ্য !

গোলাম। বেসক্ !

(মাধুরীর প্রবেশ)

মাধুরী। ঐ আস্‌ছে ! ঐ আস্‌ছে ! আমায় ধ'র্‌বে ! বাবা, রক্ষা করো, আমার জাত যাবে ! আমায় ধ'রে নিয়ে গিয়েছিল ! আবার যদি নিয়ে যায়, আমি বাঁচ্‌বো

না। তারা আস্‌ছে, আমায় ধ'র্‌বে, এবার ধ'র্‌লে আর পালাতে পা'র্‌বো না। বাবা, বাবা, পালাও!

উদয়। এ কি— মাধুরী!

(শালিগ্রামকে লইয়া দুইজন প্রহরীর প্রবেশ)

প্রহরী। মহারাজ, ছিপায়কে সব সল্লা এ আদ্‌মি শুন্‌তা রাহা।

উদয়। কে তুমি?

শালিগ্রাম। আমায় তো চেন, নূতন পরিচয় তো নয়,— আমি শালিগ্রাম।

উদয়। শালিগ্রাম, তুমি আমায় মার্জ্জনা কর। আমি না বুঝে রোষবশতঃ তোমাদের পিতা-পুত্রকে কারাগারে দিয়েছিলেম,— অতি মূঢ়ের কার্য্য ক'রেছি, আমায় মার্জ্জনা কর।

শালিগ্রাম। মার্জ্জনার স্থান আমার হৃদয়ে নাই। বিধর্ম্মী-কারাগারে বাস ক'রেছি, এক মাত্র সন্তানের যন্ত্রণা দেখেছি, আমার প্রতিহিংসা-তৃষা এখনো মেটে নাই,—সেই কারাগারে তোমায় দিলে মিট্‌তো। কিন্তু আর এক প্রতিশোধ আমি পেয়েছি, তাতেই কতকটা শান্ত আছি।

উদয়। যা হবার হ'য়েছে, তুমি মার্জ্জনা কর। আমি অপরাধী, তোমার পায়ে ধ'রে স্বীকার পাচ্ছি। নবাবের দৌহিত্র উপস্থিত ছিল, তার সাম্‌নে তুমি আমার কন্যাকে বেশ্যা-কন্যা ব'লেছ। দেখ, মানুষ সব সময় বুঝ্‌তে পারে না, বুদ্ধি স্থির থাকে না। শালিগ্রাম, আমি বড় অপরাধী।

শালিগ্রাম। সরফ্‌রাজ খাঁর সাম্‌নে তোমার কন্যাকে বেশ্যার কন্যা ব'লেছি, এতেই তোমার বড় অপমান হ'য়েছিল! কিন্তু আজ তোমায় ব'ল্‌ছি, আবার তোমায় ব'ল্‌ছি,—তোমার বেশ্যা-কন্যা আজ সরফ্‌রাজ খাঁর উপপত্নী!

মাধুরী। বাবা—বাবা, রক্ষা কর। এই আমায় নিয়ে গিয়েছিল, এই আমায় ব'লেছিল, তোমার বাপের কাছে নিয়ে যাচ্ছি, এই আমার সর্ব্বনাশ ক'র্‌তে যাচ্ছিল। বাবা, বাবা—পালাও,—ও আবার আমাদের ধরিয়ে দেবে।

শালিগ্রাম। উদয়নারায়ণ, সমস্ত শুন্‌লে? আর তো তোমার অবিশ্বাস নাই? সরফ্‌রাজ খাঁর অন্দরে আমি তোমার কন্যাকে নিয়ে গেছি। বেশ্যাকন্যা ব'লেছিলেম ব'লে বড় অপমান হ'য়েছিল! সমস্ত জমীদার শোন,— সরফ্‌রাজ খাঁর অন্দরে, রাজা উদয়নারায়ণের কন্যা গিয়েছিল। উদয়নারায়ণ, মার্জ্জনা তুমি চেয়ো না, আমি না হয়, মার্জ্জনা একবার চাই! মার্জ্জনাই বা চাইবো কেন?— তুমি নবাবজাদার শ্বশুর!

মাধুরী। বাবা, বাবা! একে তাড়িয়ে দাও। পালাও—পালাও, আবার আমাকে ধ'র্‌বে, আবার আমায় সেখানে নিয়ে যাবে।

উদয়। রায় সাহেব, দেখ্‌ছি তুমি নিরস্ত্র। প্রহরি, দু'খানা অস্ত্র দাও। (প্রহরীর অস্ত্র প্রদান) কোন্ তরবারি তুমি নেবে নাও।

শালিগ্রাম। ভাল, ভাল উদয়নারায়ণ, তোমার উদারতা আছে! তোমার বক্ষের শোণিত যদি দেখ্‌তে পাই—বড় তৃপ্ত হব! এসো, আমি প্রস্তুত। (উভয়ের অস্ত্র গ্রহণ)।

উদয়। সকলে সাক্ষী হও, আমি অন্যায় যুদ্ধ ক'র্‌বো না। (যুদ্ধ করিতে করিতে) হ'য়েছে, ক্ষান্ত হও।

শালিগ্রাম। না—না, ক্ষান্ত কেন হব? (পুনরায় যুদ্ধ)

উদয়। এখনো ক্ষান্ত হও।

শালিগ্রাম। এখনো বল আছে, তোমার বক্ষের রক্ত দেখ্‌তে পারি, ক্ষান্ত হব না।

উদয়। না— না, আর যুদ্ধে প্রয়োজন নাই।

শালিগ্রাম। তোমার কন্যা—বেশ্যা-কন্যা, তোমার কন্যা মুসলমানের উপপত্নী, তুমি হিন্দু নও, তোমার মুখে আমি নিষ্ঠিবন দি।

উদয়। তবে মর মুসলমানের কবর-ভূমিতে তোমায় ফেলে দেব।

(শালিগ্রাম রায়ের পতন)

কে আছিস্?— একে ল'য়ে গিয়ে, মুসলমানের কবর-স্থানে ফেলে দিয়ে আয়।

(শালিগ্রামের দেহ লইয়া প্রস্থান।

খাঁ সাহেব, সমাগত জমীদারবৃন্দ, আমি বিদ্রোহে প্রস্তুত।

সরফ্‌রাজ খাঁর শোণিত যদি দেখ্‌তে পাই, তবে আমার তৃপ্তি হবে! চণ্ডাল আমায় ব'লেছিল,—"তোমার কন্যাকে আমার বেগম কর", এর কি প্রতিশোধ হবে! আমি নরশোণিতসিক্ত অসি ধারণ ক'রে প্রতিজ্ঞা ক'র্‌ছি,—নবাব-বংশ ধ্বংস ক'র্‌বো, নচেৎ প্রাণ আমার তৃণজ্ঞান হ'চ্ছে, তুচ্ছ প্রাণ এখনই ত্যাগ ক'র্‌তে আমি প্রস্তুত। আপনারা সকলে এক্ষণে আসুন। বহু দিনের পর আমার কন্যার দেখা পেয়েছি, দু'টো কথা কব।

[মাধুরী ও উদয়নারায়ণ ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

মাধুরি, তোমার অঙ্গে আমি অস্ত্রাঘাত ক'র্‌তে পা'র্‌বো না, কিন্তু তুমি কিসে ম'র্‌বে? অস্ত্রে, অনলে, সলিলে না বিষপানে? ম'র্‌বার জন্য প্রস্তুত হও।

মাধুরী। বাবা—বাবা, আমায় মেরে ফেলুন। আপনিই আমায় অস্ত্রাঘাত করুন, আমি বুঝেছি,—মরণই আমার পক্ষে মঙ্গলকর। আমি কলঙ্কিনী, আমার জন্য অনেক স'য়েছ, অনেক কষ্ট পেয়েছ, বাবা, আমায় বধ কর।

উদয়। না, বধ ক'র্‌তে পার্‌বো না! তোমার মুখ দেখ্‌লে তার মুখ মনে পড়ে; ঠিক তার মত চক্ষু, ঠিক তার মত অধর, তার মত অবয়ব, তার মত কৃষ্ণ-কুঞ্চিত কেশদাম, আমি স্বহস্তে তোমায় বধ ক'র্‌তে পার্‌বো না!—তুমি আপনি মর; অস্ত্রে, অনলে, গরলে বা গঙ্গাসলিলে প্রাণ পরিত্যাগ ক'র্‌তে প্রস্তুত হও। তুমি আমার কলঙ্কের কারণ, তা বুঝেছ; তবে মরণে প্রস্তুত হও।

মাধুরী। বাবা,—আমি কালসর্পিণী, তা আমি বুঝেছি, আমি কলঙ্কিনী, তা আমি বুঝেছি. আমি পতি-বর্জ্জিতা— তা আমার হৃদয়ে বিঁধে আছে, আমি মুসলমানের ঘরে গিয়েছি, তা আমার স্মৃতিতে জ্ব'ল্‌ছে,— বাবা, আমি মরণে প্রস্তুত।

(অন্নদার প্রবেশ)

অন্নদা। রাজা, ভেবো না— ভেবো না, আমি পাগলিনী নই; কন্যা তোমার নয়— আমার। আমি তোমার চক্ষে নিরুদ্দেশ, সকলের চক্ষে নিরুদ্দেশ, কিন্তু আমি সর্ব্বস্থানে বেড়িয়েছি, সকল দেখেছি, পাখীর মতন আমার বাছাকে ডানা দিয়ে ঢেকে রেখেছি, তোমার মেয়ে নয়, তুমি আর দেখা পাবে না; মৃত্যুকালে দেখ্‌বে, আমি তোমায় দেখাবো। আমি যেমন সতী, আমি যেমন পবিত্রা, আমি যেমন পতি-অনুরাগিনী, আমার কন্যাও সেইরূপ, মৃত্যুকালে বুঝ্‌বে। রাজা, আমি অনেক স'য়েছি, তুমিও কিছু সও। আমার কন্যা আমি নিয়ে যাচ্ছি, তোমায় আর ভার নিতে হবে না।

উদয়। অন্নদা—অন্নদা!—(মূর্চ্ছা)

অন্নদা। আয় আয়, চ'লে আয়, আমার সঙ্গে আয়! আয় আয়, তুই সতীর কন্যা সতী—মনে দুঃখ করিস্‌নে! আয় আয়, হেথা থাকিস্‌ নে—শীগ্‌গির আয়, শীগ্‌গির আয়! তোর পিতা নয়—তোর শত্রু।

[মাধুরীকে লইয়া অন্নদার প্রস্থান।

উদয়। (উত্থিত হইয়া) এ কি, আবার কি দুঃস্বপ্ন দেখ্‌লেম! কে এলো? প্রহরি, প্রহরি,—

প্রহরী। (প্রবেশ করিয়া) মহারাজ, মহারাজ! দেও আয়িথি! আঁখ জ্বল্‌তা রহা, শ্বাসমে আগ্‌ ছুট্‌তা, মহারাজ, আয়ি,— চলা গেয়ি। দেও—দেও—মহারাজ দেও!

উদয়। কোথা গেল—কোথা গেল—

[প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

দেব-মন্দির

গঙ্গা ও ললিতা।

গঙ্গা। দেবি, আপনি হেথায় কেন?

ললিতা। কি গঙ্গা, রাজমহলে বে' দে'খে এলে?

গঙ্গা। না।

ললিতা। কেন? তুমি তো রাজমহলে বে' দেখ্‌তেই গেলে?

গঙ্গা। আমি একজনকে খুঁজ্‌তে গিয়েছিলুম।

ললিতা। কে?—যারে তুমি ভালবাস?

গঙ্গা। আমি তো সর্ব্বত্রই ঘুরি, আপনি এখানে কেন?

ললিতা। তুমি তো ব'লেছ, সংসারে অনেক লোক ঘুরে বেড়াচ্চে।

গঙ্গা। (স্বগত) বুঝি বিষের জ্বালায় বেরিয়ে এসে সংসারে ভেসে বেড়াচ্চে। ছিঃ ছিঃ, আমিই সর্ব্বনাশ ক'র্‌লেম। রঙ্গলালকে খুঁজে যদি পেতেম, উপায় হ'তো। সে দিকে সে জ্ব'ল্‌চে,—এ দিকে এ জ্ব'ল্‌ছে। সংসারে আগুন জ্বাল্‌তেই এসেছিলেম, কত সরল হৃদয়ে আগুন জ্বেলে দিয়েছি,—শেষে কুলবালা মজালুম।

ললিতা। কি গঙ্গা, কি ভাব্‌ছো?

গঙ্গা। আপনি কি উদাসিনী হ'য়েছেন?

ললিতা। না, আমার বেশ দে'খে ভুলে না। যেমন তোমার বেশ দেখে বোধ হয়, তুমি প্রণয়হীনা বার-বিলাসিনী, কিন্তু দেখ্‌ছি তুমি তা নও। নারী নারীই থাকে, আমিও রমণী, মনে করি উদাসিনী, কিন্তু উদাসিনী নই। কই—উদাসিনী তো হওয়া যায় না!

গঙ্গা। আপনি কি গৃহত্যাগ ক'রে এসেছেন?

ললিতা। আমার কোনো গৃহ ছিল না, ত্যাগও করি নাই। আমি চিরদিন সংসারে একাকিনী। তবে গৃহের বাসনা ছিল, আজও যে নাই, তা ব'ল্‌তে পারি নে। অনেক দিনের বাসনা, অনেক দিন যারে যত্ন ক'রেছি, কত সোহাগ ক'রেছি, কত তার মধুময় কথা শুনেছি, তারে ছাড়্‌বো মনে করি, ছাড়্‌তে পারি না। তখন সে আদরিণী ছিল, সোহাগিনী ছিল, এখন সে সাপিনী—দংশন ক'র্‌ছে; তবু তার সেই আদরই আছে, সেই সোহাগই আছে।

গঙ্গা। যা ছাড়া যায় না, তবে তারে ছাড়বার চেষ্টা কেন ক'র্‌ছেন? কেন ফিরে যান না?

ললিতা। ফির্‌বো কোথায়? ফিরে কি ক'র্‌বো? আমার সোহাগই আমায় ফির্‌তে দেয় নাই। আচ্ছা, তুমি কি এখনো ব'ল, যে যারে ভালবাসে, তারে সুখী দে'খে তার সুখ?

গঙ্গা। তারে দে'খে সুখ, তারে ভেবে সুখ, তার কথায় সুখ, তারে নিয়ে দুঃখে সুখ।

ললিতা। কিন্তু আমি একটী গান শুনেছিলেম, শোন—

(গীত)

কেন চাহিব তারে,—যারে দিয়েছি পরে!
কেন ভুলিতে নারি, কেন তারে নেহারি,
কেন নয়ন ঝরে!
সহিয়ে ঘৃণা, কেন মন বোঝে না,
সহি যাতনা, ছিঃ ছিঃ ভাল এতো না;
তবে এ কি লো জ্বালা, গলে শুকাল মালা,
ছিঃ ছিঃ মালা ছেঁড়ে না, ফুল ঝ'রে প'ড়ে না,
নীরস হারে, কেন যতন করে, কেন হৃদয়ে ধরে!

তুমি গানটী বুঝ্‌তে পার?

গঙ্গা। বেশ বুঝ্‌তে পারি। আমার মালাও জ্বালিয়েছে, আমার মালাও শুকিয়েছে, কিন্তু ছেঁড়ে নি, ছিঁড়্‌তে পারি নি; এখনও সে শুকনো ফুল ঝরে নাই। তবু তারে আদর করি, তবু তারে হৃদয়ে ধরি, মনে হয় যেন সেই শুক্‌নো ফুল আবার ফুট্‌বে।

ললিতা।— (গীত)

এত নয়ন-জল ঢালি,
কই সরস হয় কলি?
শুকিয়ে মধু গরল হ'লো,
তাইতো লো জ্বলি!

অযতনে ফোটে এ মুকুল,
হৃদয় আমোদ করা ফুল,
সৌরভে প্রাণ করে আকুল ;
কেন কে জানে, সে ফুল শুকায় যতনে,
শুকায় বুঝি মনের আগুনে ;
এ ভুলের কুসুম ভুলে গাঁথা,
ভুল বুঝে সই কই ভুলি !

গঙ্গা। ভুল্‌লে যদি ভোলা যায় না, তবে ভুল্‌বো ব'লে আবার ভুল ক'র কেন ? যা হয় না, যা হবার নয়, তা মিছে ভেবে কি হবে ?

ললিতা। মিছে ভাব্‌লে যদি মিছে হ'তো, তবে অনেক জিনিস মিছে হ'য়ে যেতো। সকলই মিছে হ'তো, আমিও মিছে হ'য়ে যেতেম, কিন্তু মিছেও নয়—সত্যও নয়, এই এক বড় খেলা !

গঙ্গা। দেবি, কি মিছে ব'ল্‌চেন ? খেলা বটে, কিন্তু মিছে খেলা নয়—প্রাণের খেলা ; এ খেলা মিছে ব'লে শেষ হ'বে না, সত্যি ব'লে শেষ হ'বে না, খেলে শেষ হ'বে না, না খেলে শেষ হ'বে না।

ললিতা। তবে কি হ'বে ?

গঙ্গা। কি হবে জান্‌লে আমি একটা রকম ক'র্‌তুম। কেন খেল্‌চি, জানি নে, কিন্তু খেল্‌চি ; কেন মজ্‌চি, জানি নে, কিন্তু মজেছি ; কেন চাচ্ছি, জানি নে, কিন্তু চা'চ্ছি।

ললিতা। এমন কেন হ'লো !—এ কি ভাল ?

গঙ্গা। ভালমন্দ ছাড়া এ এক নূতন জিনিস। ভালমন্দের ভেতর এরে পাই নি। তবে মনে করি, যদি ভাল ভেবে নিই, তবে বুঝি হয় তো ভাল হয়। আপনি কি সত্য সত্যই সন্ন্যাসিনী হ'বেন ?

ললিতা। এখন তো এই, তার পর কি হ'বে—কে জানে !

গঙ্গা। সন্ন্যাসিনী হ'য়ে আপনিই তো ব'ল্‌চেন, ভুল্‌তে পা'র্‌বেন না ; তবে কেন গৃহে যান না ? আপনার সব আছে—সবই হবে।

ললিতা। গঙ্গা, তুমি ভালবাসো না, মন বোঝ না, মনে ক'রেছ ভালবেসেছ। এখনো ফের, অনায়াসে ফির্‌তে পার্‌বে। এখনো তোমার দাগ পড়ে নি,—মুছে ফেল্‌বার চেষ্টা কর, মুছে ফেল্‌তে পা'র্‌বে। আমার দাগ প'ড়েছে, আর উঠবে না ; মোছ্‌বার যো থাক্‌লে, মুছে ফেলে ঘরে থাক্‌তুম।

গঙ্গা। এখানেও কোন্ মুছে ফেল্‌তে পা'র্‌ছেন ? তবে কেন ঘরে যাবেন না ?

ললিতা। কেন ? তুমি যে রাজমহলে বে' দেখ নি, তা হ'লে বুঝতে কেন ? যদি তাদের দু'জনের একবার আনন্দমুখ দেখ্‌তে, তা হ'লে বুঝতে—কেন ? যদি ছল-ঢাকা সরল আবরণপূর্ণ মুখ দেখ্‌তে, তাহ'লে বুঝ্‌তে—কেন ? যদি সেই চাতুরী-ঢাকা মধুময় কথা শুনে—আশা ধ'রে ভেসে অকূলে ডুব্‌তে, তা হ'লে বুঝ্‌তে কেন ? সে স্থান বিষ, সে কথা বিষ, সে হাসি বিষ, সে চোখের চাহনি বিষ, কিন্তু সে বিষে যে জ্ব'ল্‌ছি—আমি তারে দেখাব না। সে দেখে যেন উপহাস না করে, সে দেখে যেন মুচ্‌কে হেসে চ'লে না যায়, সে যেন মাধুরীর গলা ধ'রে দেখ্‌তে না আসে। গঙ্গা, হ'লো না, তোমার কাছে থাক্‌বো না, তুমি জ্ব'লে যাবে—ভস্ম হ'বে। দেখ, পার যদি একবার দে'খে এসো, তারা কেমন আছে দে'খে এসো, আমার ব'ল্‌তে ইচ্ছা হয়, কেমন আ'ছে—ব'লো,—না—ব'লো না তোমার যা ইচ্ছা হয়—ক'রো।

গঙ্গা। আমি দেখ্‌তে চ'ল্লুম, যদি ফিরে আসি, তবে কোথায় দেখা পাব ?

ললিতা। বোধ হয়, এইখানে।

গঙ্গা। কিন্তু যদি মাধুরী দেবী পুরঞ্জনের অনুরাগিনী হন, তা হ'লে তাঁর জ্বালা আপনার চেয়ে বেশী।

ললিতা। কেন ?

গঙ্গা। দেবি, আমরা বেশ্যা ; অনেকের কুঠো করস্পর্শ আমাদের অনিচ্ছায় সহ্য ক'র্‌তে হয়, সে সহ্য করা আমাদের অভ্যাস। কিন্তু সে যে কি জ্বালা, তা যে জানে,—সেই জানে।

ললিতা। কেন, নিরঞ্জন তো তাঁরে ভালবাসে কিম্বা কে জানে,—সে চাতুরীময়, হয় তো তারে মজিয়েছে ; সে সকলই পারে, চতুরে সকলি সম্ভব।

গঙ্গা। আর মাধুরী যদি তারে না ভালবাসে ?

ললিতা। এঁ্যা ! না, তুমি জান না। নিরঞ্জন নিত্য আস্‌তো, সেও ছাদের উপর প্রতীক্ষায় থাক্‌তো, চোখে চোখে কথা হ'য়েছে। মনের ভাব চোখে চোখে

ব্যক্ত হ'য়েছে, সে আমায় দেখ্‌তে আস্‌তো না; ছলনা —ছলনা; না—না—আর ও কথায় কাজ নাই, আমি চল্লুম।

[ললিতার প্রস্থান।

গঙ্গা। এ কি! তবে কি মাঝে ভুল হ'লো? নিরঞ্জন কি একেই মাধুরী ভেবেছে? মাধুরী তো পুরঞ্জনেরই প্রত্যাশায় থাক্‌তো, নিরঞ্জনের নয়। ইনিই কি নিরঞ্জনের প্রত্যাশায় থাক্‌তেন? রাজসাহীতে যে গল্প ব'লেছিলেন, সে গল্পের ভাবে আগেই আমার সন্দেহ হ'য়েছিল। এখন আমার স্পষ্ট অনুভূত হ'লো, ইনি আপনিই সেই নায়িকা। আত্মহত্যা না ক'রে সন্ন্যাসিনী হ'য়েছেন। তবে তো বড় সর্ব্বনাশ হ'য়েছে! আমি রাজমহলে যাই, এর তত্ত্ব নিই। রঙ্গলাল কোথায় গেল? তারে তো কোথাও খুঁজে পেলেম না। তার দেখা পেলে উপায় হতো; এখনও উপায় হয়, সে সব পারে।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

গ্রাম্য-পথ

নিরঞ্জন।

নিরঞ্জন। আমি কি সর্ব্বনাশ ক'র্‌লেম! মাধুরী কি আমার জন্য উদাসিনী হ'য়েছে? পুরঞ্জন কি তারে ত্যাগ ক'রেছে? কি হ'লো, সকল দিকেই বিভ্রাট হ'লো! পৃথিবীতে আমি একটী কণ্টক জন্মগ্রহণ ক'রেছিলেম; পিতার কণ্টক, বন্ধুর কণ্টক, মাধুরীর সুখের কণ্টক, আমার আপনার হৃদয়ের কণ্টক! হয় তো পুরঞ্জন মাধুরীর বিরহে অতিশয় কাতর। শুনেছি, সে দেশে দেশে পর্য্যটন ক'চ্ছে, মাধুরীকে খুঁজ্‌ছে। যদি দেখা পাই, সংবাদ দেব, পুনর্ম্মিলনের চেষ্টা পাব। ঐ যে পুরঞ্জন! দেখা দেব কি? হ্যাঁ, দেখা দি, মাধুরীর সংবাদ ব'লে দি।

(গয়ারাম ও উদাসভাবে পুরঞ্জনের প্রবেশ)

গয়ারাম। তবে রে ব্যাটা, আবার ঘুর্ ঘুর্ ক'রে ফির্‌চো?

পুরঞ্জন। (অন্যমনস্ক ভাবে) কে ও?

গয়ারাম। আজ্ঞে, ও বদ্‌মাইস, কি দাঁওয়ে ঘুর্‌চে। ব্যাটা ভিকিরী সেজেছে,—ডাকাতীর চেষ্টায় ফির্‌চে। খালি সন্ধান রাখ্‌ছে, আপনি কোথায় যান, কি ক'রেন। ব্যাটা, ফাঁড়ীদার ধরিয়ে দেব ব্যাটা!

পুরঞ্জন। (অন্যমনস্কভাবে) না না, কিছু ব'লো না, কি চায়, জিজ্ঞাসা কর্।

গয়ারাম। কি চাস্ রে ব্যাটা—কি চাস্?

নিরঞ্জন। আমি, আমি,—

গয়ারাম। তুমি, তুমি! ধাড়ী বদ্‌মায়েস ব্যাটা, ডাকাত ব্যাটা!

নিরঞ্জন। তোমার প্রভুর সঙ্গে দেখা ক'র্‌বো।

গয়ারাম। অত রসে কাজ নাই ব্যাটা, দূর হ ব্যাটা! আপনার সঙ্গে দেখা ক'র্‌তে চাচ্ছে ব্যাটা।

পুরঞ্জন। (অন্যমনস্কভাবে) কিছু দিয়ে দাও।

নিরঞ্জন। (স্বগত) এ কি! আমায় চিন্‌তে পাচ্ছে না? আমি তো সহস্র লোকের ভিতর পুরঞ্জনকে চিন্‌তে পারি! না, আমার দৈন্যদশা দে'খে বোধ হয়, ইচ্ছা ক'রে চিন্‌তে পাচ্ছে না; নচেৎ আমায় চিন্‌তে পার্‌বে না, কোনরূপে সম্ভব নয়। কথা কই।

গয়ারাম। এই নে রে ব্যাটা নে, ব্যাটা দেখ্‌ছে দেখ হ্যাঁ ক'রে! না নিস্, ব্যাটা চ'লে যা।

পুরঞ্জন। (অন্যমনস্কভাবে) কি, কি বলে?

গয়ারাম। আজ্ঞে একটা টাকা দিয়েছি, ব্যাটার পছন্দ হ'চ্ছে না।

পুরঞ্জন। দাও, একটা মোহর দাও। বোধ হয়, বেশী আশা ক'রে আমার কাছে এসেছে।

গয়ারাম। (মোহর দিয়া) ব্যাটা খুব দাঁও মার্‌লে!

নিরঞ্জন। তুমি, তুমি—

গয়ারাম। হ্যাঁ হ্যাঁ আমি, তোমার বোনাই আমি, তোমার সম্বন্ধী আমি,—দু'ঘা লাগাতে পা'র্‌লে বুঝ্‌তেম আমি,—ব্যাটার মোহরও মনে ধ'র্‌চে না। সোণা রে ব্যাটা সোণা, মোহর রে ব্যাটা মোহর, তোর বাপ দাদা কখনো দেখে নাই রে ব্যাটা!

পুরঞ্জন। (স্বগত) আর কোথায় দেখা পাব? কোথা যাব, নিশ্চয়ই বেঁচে নাই! নিরঞ্জন, একবার যদি তোমার দেখা পেতেম, তা হ'লে এই দণ্ডে জীবন বিসর্জ্জন

দিতে আমি প্রস্তুত। ভাই, তুমি আমায় ভুলে র'য়েছ!

নিরঞ্জন। (স্বগত), মুখ ফিরিয়ে নিলে, চিনেও চিন্‌লে না, তবে আর কেন, যেখানে ইচ্ছা চ'লে যাই! দেহ ভার ব'লে বোধ হ'চ্ছে।

[নিরঞ্জনের প্রস্থান

গয়ারাম। দেখুন ম'শায়—দেখুন, ব্যাটা মোহর ফেলে ছুট্‌লো! ব্যাটা রাহাজানি ক'র্‌বে ম'শায়, দলে খবর দিতে গেল ম'শায়! আপনি আবার আপনার বন্ধুকে খুঁজ্‌তে বেরিয়েছেন, সন্ধান পেয়েছে ব্যাটা। কোন্‌ দিকে যান, তার তাগ্‌ রাখ্‌ছিলো।

পুরঞ্জন। কি, মোহর নিলে না!—ডাকো, ডাকো।

গয়ারাম। ওরে, ফের রে ব্যাটা—ফের।

পুরঞ্জন। যাও, তুমি ওরে ধরো।

গয়ারাম। আজ্ঞে দেখুন ম'শায়, ব্যাটা উৰ্দ্ধশ্বাসে দৌড়ুচ্ছে ম'শায়! আমি ধ'র্‌তে পা'র্‌বো না ম'শায়, ব্যাটা ছুরী হেনে দেবে ম'শায়! ব্যাটা বদমাইস ম'শায়, রাহাজানীর ফিকিরে আছে ম'শায়!

(রঙ্গলালের প্রবেশ)

রঙ্গলাল। কি হে, নিরঞ্জন তোমার কাছে এসেছে?

পুরঞ্জন। না, সে কোথায়?

রঙ্গলাল। দেখ, কারাগার হ'তে বেরিয়ে যে কোথা চ'লে গেছে, তার আমি কিছু নির্ণয় ক'র্‌তে পাচ্ছি নে। নবাব তার বাপের জমীদারী ফিরিয়ে দিয়েছে, এ সংবাদ সে জানে না।

পুরঞ্জন। আমি তো ভাই, তার দেশে দেশে অনুসন্ধান ক'রেছি। পুরস্কার স্বীকার ক'রে, শত শত লোক চতুর্দ্দিকে পাঠিয়েছি, কিন্তু কোথাও তো তার তত্ত্ব পেলেম না। ভাই রঙ্গলাল, আমার পিতা অতুল সম্পত্তি রেখে গেছেন, সে সমস্ত তুমি লও, তোমার সৎকার্য্যে ব্যয় ক'রো। আমার জীবনে ঘৃণা হ'য়েছে! নিরঞ্জন বোধ হয় বেঁচে নাই, তা হ'লে নিশ্চয়ই সে আমার সঙ্গে দেখা ক'র্‌তো। আমিই সকল সর্ব্বনাশের মূল, আমার মরণই মঙ্গল।

রঙ্গলাল। মরণ যে মঙ্গল, এ তো আজ পর্য্যন্ত কোন শাস্ত্রেও পড়ি নাই, লোকেও বলে না। তবে প্রেমের নূতন বিধি, সে বিধিতে কি লেখে, জানি নে।

পুরঞ্জন। রঙ্গলাল তুমি এখনও পরিহাস ক'চ্ছ?

রঙ্গলাল। মরি মরি, কি তোমার চমৎকার অনুমান! তুমি ম'র্‌তে চা'চ্ছ, আর আমি পরিহাস ক'চ্ছি! আমার তো তোমার মত প্রেমিক প্রাণ নয় যে, মরাটা ন'কড়া ছ'কড়া। ম'রো না এখন, দু'দিন থাকই না। মরণ বড় খুঁজ্‌তে হ'বে না, সেই খুঁজে পেতে নেবে এখন।

পুরঞ্জন। না না, আমার জীবনে ঘৃণা হ'য়েছে!

রঙ্গলাল। তা বেশ তো, ক্ষেমা-ঘেন্না ক'রে দু'দিন টে'কেই যাও না। ম'রে কি বাহাদুরী ক'র্‌বে বল? জ্যান্ত থাক্‌তে থাক্‌তে খুঁজে যদি বন্ধুর দেখা পাও, সে একটা কাজ হবে। যদি সে মরেই থাকে, তার ছেলে পিলে নাই, একটা পিণ্ডিত দিতে পা'র্‌বে। বন্ধুর খাতিরে তার বাপেরও কিছু উপকার ক'র্‌তে পার্‌বে। তা 'অন্তে গঙ্গা নারায়ণ ব্রহ্ম' ব'লে বিশেষ কিছু ত সুবিধা হবে না। সংসারটা চেয়ে দেখ, বড় যে খুব সুখে সবাই আছে, তা নয়। একটা না একটা বেগোড় চ'লেইছে। তোমার জন্য তো আর নূতন সংসার হ'বে না। একরকম গুছিয়েগাছিয়ে নিয়ে, দিনকতক কাটিয়ে দাও।

পুরঞ্জন। আহা, সে কোথায় নিরুদ্দেশ হ'য়ে বেড়াচ্ছে!

রঙ্গলাল। এ কথা তুমিও জান, আমিও জানি। এ কথা তো বিশেষ কোন সংবাদ হ'লো না।

পুরঞ্জন। কি ক'র্‌বো?

রঙ্গলাল। হারালে খুঁজ্‌তে হয়, এ নিয়ে তো বেশী তর্ক-বিতর্কের দরকার নাই।

পুরঞ্জন। নিরঞ্জনের ছবি আমার কাছে ছিল। আমি তার অনুরূপ সহস্র ছবি তয়েরি ক'রে লোক দিয়ে চতুর্দ্দিকে পাঠিয়েছি।

রঙ্গলাল। সে বেশ ক'রেছ।

পুরঞ্জন। তবে এখন কি ক'র্‌বো, কোথায় খুঁজ্‌বো?

রঙ্গলাল। কোথায় খুঁজতে হবে, যদি জান্‌তেম, তা হ'লে তোমার খোঁজ ক'র্‌তেম্‌ না—তোমার কাছে আসতেম না। সেইটুকু না জেনে প্যাঁচ প'ড়েছে। তাই

তোমার কাছে এসেছি। আর এক কথা,—শুন্‌ছি নাকি, তুমি তোমার স্ত্রী ত্যাগ ক'রেছ?

পুরঞ্জন। হ্যাঁ, সেই সর্ব্বনাশের মূল!

রঙ্গলাল। বেশ ঠাউরেছ। প্রেম ক'লে তুমি, নির্জ্জন নিকুঞ্জে গেলে তুমি, আর সর্ব্বনাশ ক'র্‌লে সেই অবলা!

পুরঞ্জন। বেশ্যা-কন্যা—বেশ্যা! সে নিরঞ্জনকে মজিয়েছে, আমায় মজিয়েছে।

রঙ্গলাল। ম'জ্‌তে ম'জেছ সেই। গলা পেতে বরমাল্য না নিলে না নিতে পার্‌তে, সে জুলুম ক'র্‌তো না। ধর,—তুমি যদি মনে কর, দু'দশটা বিয়ে ক'রতে পার। কিন্তু তার দফা গয়া!

পুরঞ্জন। তুমি কি ক'র্‌তে বল? সেই বেশ্যাকে ঘরে রাখ্‌তে বল?

রঙ্গলাল। একটা সমস্যা বটে। আমি বরাবরই তো বলি, জীবন সমস্যাময়। তবে সমস্যার এক কাটান মন্ত্র আছে।

পুরঞ্জন। কি?

রঙ্গলাল। সংসার যে সাগর বলে, এ কথা ঠিক; কূল-কিনারা নাই। তাতে একটী ধ্রুবতারা আছে, দয়া! দয়া যে পথ দেখায়, সে পথে গেলে নবাবও হয় না, বাদসাও হয় না, তবে মনটা কিছু ঠাণ্ডা থাকে। এটি প্রত্যক্ষ, তর্কযুক্তির দরকার নাই।

পুরঞ্জন। কি—দয়া! দুর্জ্জনের শাস্তি দেওয়া উচিত নয়? কপটতার দণ্ড দেওয়া উচিত নয়?

রঙ্গলাল। দেখ, একটা বাড়াবাড়ির কথা তুল্‌ছো। যেন ভট্‌চায্যি হ'য়ে ব্যাখ্যা করা যাচ্ছে। দুর্জ্জনের দণ্ড, কপটতার শাস্তি ব'ল্‌তে কইতে বড় সোজা; কিন্তু মনটা উট্‌কে পাট্‌কে দেখ্‌লে ক'জন যে বুকে হাত দিয়ে ব'ল্‌তে পারে, আমি দুর্জ্জন নই, ক'জন যে ব'ল্‌তে পারে, আমি কপট নই,—তা আমি আমার মন দিয়ে বুঝ্‌তে পারি নাই। যদি কেউ থাকে, তারে দু'শো বাহবা বটে।

পুরঞ্জন। ও কথা যাক্;—চল, দু'জনে দু'দিক দিয়ে বেরুই।

রঙ্গলাল। আচ্ছা, তুমি বেরিয়ে পড়। আমার একটু কাজ আছে।

পুরঞ্জন। কি কাজ?

রঙ্গলাল। মনে ক'চ্ছি, তোমার স্ত্রীর সঙ্গে একবার দেখা ক'র্‌বো।

পুরঞ্জন। সে কোথা?

রঙ্গলাল। বোধ হয়, তার বাপের বাড়ী।

পুরঞ্জন। আমি তো পাল্কী ক'রে পাঠিয়েছি বটে; কি হে, তোমায়ও ম'জিয়েছে না কি?

রঙ্গলাল। তোমার তাতে আপত্তি কি? তুমি যে ব'ল্‌ছো, সে বেশ্যা। আর যদি ম'জেই থাকি, কি এমন গুরুতর অপরাধ ক'রেছি? এমন দশজনে মজে, আমিও না হয় ম'জেছি!

পুরঞ্জন। তবু কথটা কি শুনি?

রঙ্গলাল। দেখ চাঁদ, মনের উপর জুলুম ক'রো না। তারে ত্যাগ ক'রেছ, তবু কথাটা কি শুন্‌তে চাচ্ছ। ভাব্‌ছো, হা-হুতাশ বন্ধুর জন্যই করো! তা নয়, অর্দ্ধেক নিশ্বাস মাধুরীর চরণে। হাতে পেয়ে পালোয়ানী ক'রে তারে ত্যাগ ক'রেছ, কিন্তু ত্যাগ ক'রেই যে তারে ভুলেছ—এ কথা তুমি দিব্বি ক'র্‌লেও আমার বিশ্বাস হবে না। তুমি তোয়ের আছ দেখ্‌ছি, বেরিয়ে পড়।

গয়ারাম। ঠাকুর বড় কথা জানে!

পুরঞ্জন। তবে, ভাই, আসি।

[পুরঞ্জনের প্রস্থান।

রঙ্গলাল। (গয়ারামের প্রতি) ওহে, তুমি সঙ্গে চ'লেছ, মুনিবটা একটু ক্ষেপামত দেখ্‌ছ তো? হা-হুতাশ করেন ক'র্‌বেন, পরম মঙ্গল মরণ যেন না আলিঙ্গন করেন। তুমি একটু হুঁসিয়ার থেকো, উনি সব পারেন।

গয়ারাম। আজ্ঞে ঠাকুর আজ্ঞে ঠাকুর, আপ্‌নি ঠিক ব'লেছেন,—ক'দিন যেন কেমন কেমন হ'য়েছেন।

[গয়ারামের প্রস্থান।

(গঙ্গার প্রবেশ)

রঙ্গলাল। কি বিবি, হেথায়ও যে ধাওয়া ক'রেছ?

গঙ্গা। তোমার গুমোর ক'র্‌তে হবে না, তোমার মুখের উপর এই আমি হাত নেড়ে ব'ল্‌ছি, তোমায় আমি চাইনে।

রঙ্গলাল। অমন ক'রে সরল প্রাণে ব্যথা দিও না, আমি যে তোমায় চাই।

গঙ্গা। মুখপোড়া, তোর কি চোখ আছে যে, তুই আমার পানে চাইবি? তুই কি গানের ধার ধারিস্, তুই কি রূপের ধার ধারিস্, তুই কি গুণের ধার ধারিস্, তুই কি রসিকতার ধার ধারিস্? তোর প্রাণে যদি একটু রস থাক্‌তো, তা হ'লে তুই আমায় চাইতিস্।

রঙ্গলাল। একটু রস আছে বিবিজান!

গঙ্গা। না, সে নিংড়ে পাওয়া যায় না।

রঙ্গলাল। তোমা চেয়ে আমি রসিক।

গঙ্গা। তোর রসের মুখে আমি নুড়ো দিই।

রঙ্গলাল। দেখ তোমার চিটে-গুড়ের রস! কেমন জান?—মুখে মুখে থুতু খাওয়া-খাওয়ি! নির্জ্জনে চোখে চাওয়া-চাওয়ি, 'তোমায় ভালবাসি মণি, তোমায় ভালবাসি প্রাণ!' এই ত তোমার রস? এ চিটেগুড়ের রস,—দুনিয়ায় ছড়াছড়ি! এক জোড়া পায়রা দেখো, দু'টো চড়াই পাখী দেখো, তারাও ঠিক ঐ চিটেগুড়ের রসিক। তোমরা মানুষ হ'য়ে আর কি বড় বাড়াবাড়ি ক'র্‌লে!

গঙ্গা। তোমার রসটা কি শুনি?

রঙ্গলাল। এ রসের তরঙ্গ! দুনিয়া একবার ঠাউরে দেখ, তা হ'লে বুঝ্‌বে, আমার প্রাণে রস আছে কি না। যাকে তুমি রসিক বল, সে তোমায় চাঁদের মতন মুখ ব'ল্‌বে, পদ্মের মত চোখ ব'ল্‌বে, নদীর জলের মত ঢলঢলে অঙ্গ ব'ল্‌বে;—এই ত তোমার রসিক চূড়ামণি কবির বর্ণনা। তা চাঁদ দেখ্‌লেম, পদ্ম দেখ্‌লেম, নদীর ঢেউ দেখ্‌লেম, তা হ'লেই ত ফুরোল। কিন্তু গঙ্গা, একটী ছোট ফুল ফুটে কি কথা কয়, তা কি তুমি শুনেছ? মেঘের মুখে কি প্রেম, তা কি তুমি দেখেছ? চাঁদে তারায় নীরবে কেন ভেসে যায়, তা কি তুমি ভেবেছ? দেবতার প্রত্যক্ষ-মূর্ত্তি মানুষকে কি তুমি ঠাওর ক'রেছ? দেখ, এ দুনিয়া একটা দেখ্‌বার জিনিস। দেখ্‌লে দেখ্‌তে পার। যদি দেখ্‌তে শেখ, তা হ'লে আমার মত একটা ছোট-খাট কীট-পতঙ্গ দেখ্‌বে না। তোমার প্রাণ উদার আকাশে মিশিয়ে যাবে, তুমি আপনাকে খুঁজে পাবে না, দেখ্‌বে যে, রসের তরঙ্গ বইছে!

গঙ্গা। তোমার মত অত রস আমার নেই। আমি একটী ছিটেফোঁটা রসের কথা ব'ল্‌তে এসেছি, শোন।

রঙ্গলাল। কি?

গঙ্গা। একটা ভুলে সর্ব্বনাশ হ'য়েছে। আমি রাজ-মহলে গিয়ে শুন্‌লেম, পুরঞ্জনের সঙ্গে মাধুরীর বিয়ে হ'য়েছে, নিরঞ্জনের সঙ্গে নয়।

রঙ্গলাল। তা বেশ শুনেছ।

গঙ্গা। তোমার সব কথায় ঠাট্টা, কথাটা শোন না।

রঙ্গলাল। তোমার বলাটা আগে, আমার শোনাটা ত আগে নয়; তুমি ব'ল্‌লেই পার সোণার চাঁদ!

গঙ্গা। ললিতা ব'লে রাজা উদয়নারায়ণের বন্ধুর এক কন্যা ছিল। উদয়নারায়ণ তারে ঘরে এনে রেখেছিলেন। নিরঞ্জন মনে ক'রেছে, সেই মাধুরী;—তাইতে এই জঞ্জাল বেধেছে।

রঙ্গলাল। মরি মরি, এটুকু যদি আগে ব'ল্‌তে বিবিজান, তা হ'লে এতটা ওলট-পালট হ'তো না।

গঙ্গা। তুমি আমায় তিরস্কার ক'রো না, তোমার তিরস্কার আমার বাজের মত ঠেকে; তোমার জিবে আগুন আছে, আমায় পুড়িয়ে খাক ক'রে ফেলে।

রঙ্গলাল। দেখ, গল্পে আছে,—এক রকম পাখী বুড়ো হ'লে, আপনি চিতে সাজিয়ে পুড়ে মরে; পুড়ে নবযৌবন পায়। সংসারে এসে যে পুড়্‌তে পারে, সে নবযৌবন পায়। একটু পোড় না, নবযৌবন পাবে।

গঙ্গা। নাও নাও—ন্যাকরা রাখ, এখন কি ক'র্‌বে বল?

রঙ্গলাল। কি ক'র্‌বো ঠাউরে আমি কোন কাজই ক'র্‌তে পারি নে। আমি ঠাউরেছি এক রকম, হ'য়েছে আর এক রকম। কে এক ব্যাটা সয়তান আছে, সে মানুষ নিয়ে খেলা করে। তবে দেখ, তুমিও একটু চেষ্টা কর, আমিও একটু চেষ্টা করি, এই পর্য্যন্ত আমাদের হাত; এই বোঝ না, আর একটু আগে তোমার এই কথা জান্‌লে, ঘটনাস্রোত আর এক রকম চ'ল্‌তো। এখন কোন্ দিক্ দিয়ে কি চ'ল্‌বে, তা তোমারও হাত নাই, আমারও হাত নাই। তবে আসি বিবিজান, তুমিও একটু চেষ্টায় থেকো।

(প্রস্থানোদ্যত,)

গঙ্গা। শোন না, শোন না,—আমি ললিতা কোথা

আছে জানি, কিন্তু নিরঞ্জন কোথা বিবাগী হ'য়ে চ'লে গেছে।

রঙ্গলাল। সেই খবরটী চাও? সেটী আমি জানি নে। খুঁজ্‌তে পার তো দেখ, সেলাম।

[প্রস্থান।

গঙ্গা। মন, সত্যই ভালবাস্‌লি? সত্যই দাসী হ'লি?—রাজরাজড়াও যে পায়ে ফিরিয়েছিস্; এই বাউণ্ডুলেকে নিয়ে ম'জ্‌লি, ওর কথার ঠিক নাই, কাজের ঠিক নাই, ওকে কখনো পাবি নি, কিন্তু ও ম'র্‌তে ব'ল্লে অনায়াসে ম'র্‌তে পারিস্! ছিঃ ছিঃ—এ আমার কি হ'লো!

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

কবর-ভূমি

(শালিগ্রামের মৃতদেহ পতিত)

নিরঞ্জন।

নিরঞ্জন। জীবন স্বপ্নমাত্র! সমস্ত জীবনই একটী ঘোর দুঃস্বপ্ন! পুরঞ্জন কি আমায় চিন্‌তে পা'র্‌লে না? এ কি সম্ভব? আমার দুর্দ্দশা দে'খে ঘৃণা ক'র্‌লে! তা কি সম্ভব? কিছু নয়—কিছু নয়, একটী স্বপ্ন—একটী ঘোর দুঃস্বপ্ন! স্বপ্ন ব্যতীত এ ঘটনা কখনো সত্য হ'তে পারে না! কি ছিলেম, কি হ'লেম, সমস্তই স্বপ্ন! এ কি সমাধিক্ষেত্র? অতি শান্তিময় স্থান! মহানিদ্রায় মহা-শ্মশানে নিমগ্ন! নিশ্চিন্ত-আর জ্বালাযন্ত্রণা নাই—জীবনের তাপ শীতল! আশ্চর্য্য!—ক্ষণিক জীবনে এত তাপ? নিদ্রাই আনন্দ—মহানিদ্রায় মহা আনন্দ! এ কি পিতা!—তোমার এ দশা? কুক্ষণে তোমার সন্তান জন্মেছিলেম! কি হ'লো, কি সর্ব্বনাশ হ'লো! এ কি রাজ-অঙ্গুরী! তবে কি নবাব, তুমি বধ ক'রেছো? পিতা—পিতা! একবার চাও, একবার কথা কও! কে-রে নির্দ্দয়, বধ ক'রেও কি তোর আকাঙ্ক্ষা মিটে নাই! এই কুৎসিৎ স্থানে ফেলে দিয়েছিস!

(দুইজন প্রহরীর প্রবেশ)

১ম প্রহরী। দেখো ভাই, হিঁয়া কোন্? দানা হ্যায়!

২য় প্রহরী। নেই—নেই, কবর উখারকে কাপড়া চোরা নে আয়া।

১ম প্রহরী। ঠিক্, মুর্দ্দা নিকালা। শালাকো পাকড় লে।

২য় প্রহরী। তোম্ কোন্ রে?

নিরঞ্জন। বাবা—বাবা! একবার কথা কও! সন্তান হ'য়ে শেষে কি তোমার এই দশা দেখ্‌লেম!

১ম প্রহরী। হুঁসিয়ারসে পাক্‌ড়ো, শালাকো পাশ হেতিয়ার হ্যায়।

নিরঞ্জন। আমার অদৃষ্টে কি এত যন্ত্রণা ছিল!

(প্রহরীদ্বয়ের ধৃতকরণ)

১ম প্রহরী। এ ক্যা—খুন কিয়া!

নিরঞ্জন। না-না, আমায় বেঁধ না, আমার পিতা!

১ম প্রহরী। আরে যেত্‌না কবরমে যো সব আদমী হ্যায়, সব কৈ তেরা বাপ হ্যায়!

২য় প্রহরী। আরে চলো, বাবাকো পিছে দেখিও

নিরঞ্জন। সিপাই—সিপাই—আমি এঁর সন্তান।

১ম প্রহরী। হাঁ-হাঁ, বেটাকো কাম কিয়া হ্যায়।

নিরঞ্জন। আমায় নিয়ে যেও না, আমায় নিয়ে যেও না। (মূর্চ্ছা)

২য় প্রহরী। শালা সরাপ পিয়া!

১ম প্রহরী। ইধার আয়া, বড়া কাম কিয়া।

২য় প্রহরী। বকসিস্ মিলেগা, খুনী পাক্‌ড়া।

১ম প্রহরী। রাম নাম সত্য হ্যায়।

২য় প্রহরী। তেরা কি চাচা হ্যায়?

১ম প্রহরী। চাচা সে বেহেতর। রাম নাম সত্য!

২য় প্রহরী। রাম নাম সত্য!

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

দেবী-মন্দির

ললিতা ও গঙ্গা।

গঙ্গা। ললিতা দেবি, সর্ব্বনাশ হ'য়েছে! নবাব-সরকারে প্রচার যে, নিরঞ্জন কারে হত্যা ক'রেছে। আমি কারাগারে তাকে দে'খে এলেম।

ললিতা। মিথ্যা কথা!

গঙ্গা। মিথ্যা কথা আমি জানি, কিন্তু বিচারস্থানে তিনি কোন কথা উচ্চারণ করেন নাই; সাব্যস্ত হ'য়েছে, তিনি হত্যা ক'রেছেন। নবাব সাহেবের ধারণা যে, যারে খুন ক'রেছেন, সে নবাবপক্ষীয়। উদয়নারায়ণ বিদ্রোহী। সরফরাজ্ খাঁ ব'লেছে যে, নিরঞ্জন উদয়নারায়ণের লোক, তাই খুন ক'রেছে। কে জানে, কেন তিনি নীরব, কোন উত্তর করেন না।

ললিতা। গঙ্গা, আমি বুঝেছি, কেন তিনি কথার উত্তর করেন নাই। আমি কালসাপিনী, আমি তাঁর হৃদয়ে দংশন ক'রেছি। সে আমা ছাড়া জানে না। আমি তার উপর নির্দ্দয় হ'য়েছি, সে জন্য সে জীবনের মমতা রাখে নাই। গঙ্গা, আমার আনন্দ হ'চ্চে!

গঙ্গা। কি কথা ব'ল্‌ছেন?

ললিতা। সত্য ব'ল্‌চি, আমার আনন্দ হ'চ্চে! আমি তাঁর জীবন রক্ষা ক'র্‌বো। আমি আপনার জীবনদানে তাঁরে দেখাব, যে তাঁর ছবি একদিনের জন্যও আমার হৃদয় হ'তে অন্তর্হিত হয় নাই। আমি তাঁর জন্যে সন্ন্যাসিনী, আমি জীবন আহুতি দিয়ে এই প্রেমব্রত উদ্‌যাপন ক'র্‌বো।

গঙ্গা। কি ব'ল্‌ছেন,—কি উপায় ক'র্‌বেন?

ললিতা। গঙ্গা, তোমার অনেক সুন্দর পরিচ্ছদ আছে, একটী আমায় ভিক্ষা দেবে?

গঙ্গা। যা চান—তাই দেব, কিন্তু আপনি কি উপায় ক'র্‌বেন?

ললিতা। উপায় আছে। এটী কি দেখ্‌ছো,—এ হলাহল; আর দেখ, এই তীক্ষ্ণ ছুরী—কোমল বক্ষে মমতা-শূন্য হ'য়ে প্রবেশ করে। গঙ্গা, তুমি ভেবো না, আমি নিরঞ্জনকে রক্ষা ক'র্‌বো। তোমার একটী সুন্দর পরিচ্ছদ দাও। আমায় সুবেশা ক'রে দাও। তুমি বেশভূষা ক'র্‌তে নিপুণা, তুমি আমায় বেশভূষা ক'রে দাও, এই তোমার কাছে আমার মিনতি।

গঙ্গা। অ্যাঁ!

ললিতা। বুঝ্‌তে পাচ্ছ না? যদি কোন উপায় ক'র্‌তে না পারি, রাজদণ্ডে যদি নিরঞ্জনের প্রাণবধ হয়, তার সঙ্গে সহমরণে আমি যাব। কুরূপা দে'খে সে যেন আমায় ঘৃণা না করে।

গঙ্গা। হায় হায়—কি উপায় হবে! আমি দূতী হ'য়েই এই সর্ব্বনাশ ক'রেছি, আমার কি নরকেও স্থান আছে!

ললিতা। কেন গঙ্গা, তুমি কেন খেদ ক'চ্চ? তুমি তো কিছু কর নি। আমার সে প্রাণপতি, আমি মনে মনে তারে বরণ ক'রেছি।

গঙ্গা। না না, আমিই বিভ্রাট ঘটিয়েছি।

ললিতা। গঙ্গা, তোমায় মিনতি, যতক্ষণ না নিরঞ্জনকে উদ্ধার করি, ততদিন আমায় কিছু ব'লো না। তার পর যদি কখনো নিরঞ্জনের সঙ্গে দেখা হয়, কথার সময় টের পাব।

গঙ্গা। (স্বগত) সত্য, এখন জানিয়ে কি ফল? (প্রকাশ্যে) তুমি অবলা, কি উপায় ক'র্‌বে?

ললিতা। তুমি কেন ভাব্‌ছো, নিশ্চয় উপায় ক'র্‌বো। সতী যদি প্রাণপতির প্রাণ ভিক্ষা চায়, ভগবান্ এত নিষ্ঠুর নন, যে তিনি দেবেন না। না পারি, পরিণাম তো আমার নিকটেই র'য়েছে দেখ্‌লে। যখন অসহায় আমি গৃহ হ'তে বেরিয়ে আসি, তখনই আপনার উপায় আমি ক'রেছি। নিরঞ্জনকে আমি বাঁচাবো, তজ্জন্য তুমি চিন্তা ক'রো না। মা জগদম্বার রাজ্য, সতী পতিনিন্দা শুনে প্রাণত্যাগ ক'রেছিলেন, আমি তাঁর কন্যা, তিনি কি আমায় স্বামীর প্রাণবধ দেখ্‌তে সৃজন ক'রেছিলেন? —কখনই না। ঐ দেখ মা হাস্‌ছেন, অভয় হাত তুলে ব'ল্‌ছেন—ভয় কি! গঙ্গা, তুমি ভেবো না, আমি তাঁরে রক্ষা ক'র্‌বো। তুমি একটু অপেক্ষা কর, আমি স্নান ক'রে আসি, অঙ্গের ভস্ম ধুয়ে আসি।

[প্রস্থান।

গঙ্গা। পোড়ারমুখো কোথায় গেল ? দেখ্‌তে পেলে মুখে হুড়ো জ্বেলে দিই, পোড়ারমুখো কি এক মন্ত্র দিলে, পরের ভাবনা ভাবতে ভাব্‌তেই গেলেম। গাল দিলে গায়ে মাখে না, আমার সর্ব্বনাশ ক'র্‌তে পোড়ারমুখো জন্মেছিল। আমার এত কেন, আমি বেশ্যা, নেচে গেয়ে বেড়াই,—ও মা, কে মরে, কে বাঁচে, আমার এত মাথাব্যথা কিসের গা ? ঐ পোড়ারমুখোর জন্যে! মরে না গা, মরে না ? আমার আপদ্ চোকে না ? দূর ছাই, আর ভাবতে পারি না। ঘা দুই খ্যাংরা মার্‌তে পারি তো গায়ের ঝাল মেটে! পোড়ারমুখো কি জানে, ও অনেককে মজিয়েছে।

(রঙ্গলালের প্রবেশ)

রঙ্গলাল। গঙ্গা—গঙ্গা, তোমার বেশ চেহারা!

গঙ্গা। পোড়ারমুখো, বল না, তোমার কি কথাটা বল না ?

রঙ্গলাল। তোমায় সাজ্‌লে-গুজ্‌লে যা দেখায়, তা তোমায় কি ব'ল্‌বো।

গঙ্গা। হ্যাঁ, তোমার পিণ্ডি দেওয়া হয়।

রঙ্গলাল। গঙ্গা, তুমি বড় চমৎকার দেখ্‌তে!

গঙ্গা। তা বুঝেছি, তোমার কি পিণ্ডিতে লাগ্‌বে বল ?

রঙ্গলাল। আমার তো মন ভুলিয়েছ, আর একজনের মন ভোলাতে পার ?

গঙ্গা। তোমার মতন ঢং-ঢাং আমি অনেক জানি। সোজা কথায় বল—কি চাও ? ওর যেন চোদ্দপুরুষের বাঁদী!

রঙ্গলাল। গঙ্গা, তোমাদের সঙ্গে আলাপ ক'রে যার চৌদ্দপুরুষ না উদ্ধার হ'লো, তার জীবনই বৃথা। তুমি একবার তোমার জেতের বুলি ধ'রে গাল দাও।

গঙ্গা। দেখ, দিন-রাত্রিই দিচ্ছি, তোমার গালে লজ্জা আছে কি ? এমন বেহায়া পুরুষ জন্মে দেখি নি।

রঙ্গলাল। আমি যে তোমার পায়ে ধরা।

গঙ্গা। দেখ্ মুখপোড়া, অমন বক্‌বক্ ক'র্‌বি তো ঝাঁটা খাবি।

রঙ্গলাল। তোমার হাতে তো ঝাঁটা নাই, কেন কষ্ট ক'রে আন্‌তে যাবে ?

গঙ্গা। দেখ মুখপোড়া, কি ব'ল্‌বি বল্, নইলে আমি চ'ল্লেম।

রঙ্গলাল। আমার পীরিতে প'ড়েছ, কোথা আর যাবে বল ?

গঙ্গা। ও মা, আমার কান্না পাচ্ছে, এই পোড়ারমুখোকে গর্দ্দানা দিয়ে কেউ তাড়িয়ে দেয় না গা!

রঙ্গলাল। কেঁদো না, কেঁদো না আমি তোমার মুখ মুছিয়ে দিচ্ছি।

গঙ্গা। আচ্ছা ভাই, আমি রাজী আছি, তুই কি ব'ল্‌বি—বল্ না।

রঙ্গলাল। বেশ ক'রে সেজে-গুজে নবাবের মন ভোলাতে পার ?

গঙ্গা। ও মা, বুড়ো মুরশিদকুলি খাঁ! পোড়ারমুখো বলে কি গো!

রঙ্গলাল। গঙ্গা, আমি সত্য ব'ল্‌ছি, তোমার গানে দেবতা মোহিত হয়।

গঙ্গা। হয় হবে, আমি কি ক'র্‌বো ?

রঙ্গলাল। তুমি সভায় গিয়ে গান কর। যখন তোমায় বক্‌সিস দিতে চাইবে, তখন তুমি ব'ল্‌বে, যে হিন্দুকে জ্যান্তো কুকুর দিয়ে খাওবার হুকুম হ'য়েছে, তার প্রাণভিক্ষা দেন।

গঙ্গা। কে সে ?

রঙ্গলাল। আমি জানি নে, শুন্‌লুম—একজন পাগল।

গঙ্গা। কেন, তুমিও তো নবাবের ব্যামো ভাল ক'রেছিলে, তোমায় তো বখ্‌সিস্ দেবে ব'লেছিল, এখন কেন চাও না ?

রঙ্গলাল। আমি বিস্তর অনুরোধ ক'রেছি, নবাব কোন কথা শোনেন না, তিনি বলেন এ রাজা উদয়নারায়ণের চর।

গঙ্গা। তা আমার কথা শুন্‌বে কেন ?

রঙ্গলাল। তোমার একলার কথা শুন্‌বে না, কামদেব তোমার সহায় হবেন। তুমিও যেমন নয়নবাণ মার্‌বে, তিনিও তেম্‌নি পঞ্চবাণ ছেড়ে দেবেন।

গঙ্গা। তুই দূর হ—তুই দূর হ! নইলে পোড়ামুখো আমি চ'ল্লেম! (স্বগত) থাক্ মুখপোড়া, আমি আর এক বুদ্ধি ক'র্‌চি, তোরই বুদ্ধি আছে, আর আমার

নাই! আমি আর এক ওষুধ ঝাড়বো. মিন্সে তাক্ হ'য়ে যাবে!—দেখ্‌বে, গঙ্গার বুদ্ধি আছে কি না। মিন্সে বোকাকেই মলো—আপনার বুদ্ধির গরবে ফেটে ম'র্‌চে। পোড়ারমুখো জানে না, যে নিরঞ্জন ধরা প'ড়েছে। মনে ক'রেছে আর কে ধরা প'ড়েছে। এখন কিছু ব'ল্‌বো না। আচ্ছা দেখি, তোর কাজ ক'রে দিতে পারি কি না।

[প্রস্থান।

রঙ্গলাল। মা, তুমি কি সত্যি মা, না জিব বার ক'রে অমনি দাঁড়িয়ে আছ? ত্নুনিয়ায় ধর্ম্মকর্ম্ম, দেবতা মানামানি—আমি বুঝে নিয়েছি। সংসারের দুঃখ ভোগ ক'রে মানুষের ভোরপুর হয় না। ম'রে স্বর্গে গিয়ে এম্‌নি যাতে খোয়ার হয়, তার চেষ্টা পান। তোমায় দুটো বিল্বপত্র দিয়ে পূজা ক'রে- তারি ফলে স্বর্গে উর্ব্বশী, রম্ভা প্রভৃতি মেয়েমানুষ চান। পরকালেও মান-অপমান খোঁজেন! সাবাস মানুষের বুদ্ধি! মেয়েমানুষ চান, মান চান, আবার সুখও চান! ভাবেন, মেয়েমানুষ আছে—প্রতারণা নাই; মান খোঁজেন—ভাবেন, সেথা অপমান নাই। শুনেছি, তোমার নাম মহামায়া, তুমি যদি সংসার গড়ে থাকো, তোমায় বাহবা বটে! ছিটে-ফোঁটা কি একটু দিয়েছ, মানুষ মনে করে—এই বুদ্ধি। যদি কেউ নির্ব্বোধ বলে, রেগে টং! সব বোঝেন,—শুধু কোথা হ'তে এসেছেন আর কোথায় যাবেন, তা জানেন না! যদি সত্যি সত্যিই এই কীর্ত্তিটা তোমার হয়, তা হ'লে তোমার দেখা পেলে একবার বলি, তুমি সয়তানের সয়তাননী, এত দুঃখও তোয়ের ক'র্‌তে পেরেছ! শাস্ত্রের মুখে ঝাঁটা, বলে লীলা—লীলা—লীলা, তোমার সাতগুষ্ঠির লীলা. কিন্তু তোমার লীলার চোটে মানুষের প্রাণ হায়রাণ!

[প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

সরফরাজখাঁর বিলাস-কক্ষ

সরফরাজ খাঁ ও নর্ত্তকীগণ।

নর্ত্তকীগণ। - (গীত)

চমকি চমকি রহে বিজুরী।
চলে নচকে দলকে নিশা উজরি।
দমকে দমকে ঘন গরজন গভীর ঘোর,
বাদর থরতর প্রখর;
দুরু দুরু মদন-ডঙ্কা বাজে,
বিরহি-হৃদিমাঝে কঠোর বাজ বাজে;
শ্বাস পবন স্বন—
তর তর ঝর ঝর নয়ন বরিখন,
থর থর কম্পন, মন্মথ শাসন,
কেই সে সামহারি নারী।
পিয়া বিনু কেই সে গুজারি।

[নর্ত্তকীগণের প্রস্থান।

(গঙ্গা ও ললিতার প্রবেশ)

সরফ্‌রাজ খাঁ। তোম্‌কো হাম কুত্তা খিলায়েঙ্গে। উস্কো বাদ মাধুরীকো পাক্‌ড়াঙ্গে। দেখো, তোমারা ক্যা হাল হোয়।

গঙ্গা। নবাবজাদা, আমার অপরাধ কি? সে যাদু জানে! ওড়না মুড়ি দিয়ে শুলো, আপনি উড়ে গেল, আমায়ও উড়িয়ে দিলে! আচ্ছা দেখ, কারে এনেছি দেখ, তার পর কুত্তা খাইয়ো; দেখ—একবার মুখখানি দেখ।

সরফ্‌রাজ খাঁ। বাঃ বাঃ গঙ্গা! তোম্‌কো ইনাম দেঙ্গে—যো মাঙ্গো। হাম ইস্‌কো মাঙ্গা।

গঙ্গা। আমি তোমার জন্য ম'রি, আর তুমি কুত্তা খিলাও!

সরফ্‌রাজ খাঁ। (ললিতার প্রতি) বিবি, বিবি, তোম্ মেরা জানি!

গঙ্গা। তুমি এখন তোমার জানি নিয়ে থাকো, আমি চ'লুম।

[গঙ্গার প্রস্থান।

সরফ্রাজ খাঁ। যাও যাও, কাল ফজিরমে আও। বিবি, বিবি তোমারি এত্তি মেহেরবান গি!

ললিতা। নবাবজাদা, তোমার নিমিত্ত আমি ব্যাকুল হ'য়েছি। কতক্ষণে তোমার দেখা পাব—কতক্ষণে তোমার দেখা পাব. এই আমি ভেবেছি।

সরফ্রাজ খাঁ। কাহে? কাহে নেই পূর্জ্জা ভেজি? হাম তোম্‌কি ঢুঁর ঢুঁরকে হায়রাণ।

ললিতা। সত্যি?

সরফ্রাজ খাঁ। বহুৎ সাচ্ হায়।

ললিতা। আচ্ছা, তার একটা প্রমাণ দাও।

সরফ্রাজ খাঁ। কহো, ক্যা পরখ মাঙ্গো?

ললিতা। কি মাঙ্‌বো, তাইতো ভাব্‌চি। আচ্ছা, কাল একজনের কুত্তা খাওয়াবার হুকুম হ'য়েছে নয়?

সরফ্রাজ খাঁ। হাঁ হাঁ,—সো হুয়া।

ললিতা। আচ্ছা, তারে খালাস দাও। দেখি, কেমন আমায় ভালবাস?

সরফ্রাজ খাঁ। আচ্ছা, ও তোমার কোন হায়?

ললিতা। কেউ নয়, আমি পরখ ক'র্‌ছি, তুমি কত আমায় ভালবাস।

সরফ্রাজ খাঁ। দেখো বিবি, বড়া মুস্কিলকা বাত উঠায়ি! নবাবসাবক শোবা হুয়া, ও দুশমন হ্যায়। নবাবকা বহুৎ দুশমন খাড়া হো গিয়া, প্রজা বেগড় গিয়া—উস্‌কা তো ছোড়েগা নেই।

ললিতা। ওঃ তোমার পীরিতের কথা সব মিছে! তবে তোমার সঙ্গে দোস্তি ক'র্‌বো না।

সরফ্রাজ খাঁ। ক্যা করোগি? হাম তো তোম্‌কি ছোড়েগা নেই।

ললিতা। নবাবজাদা, এই ছুরী দেখ্‌ছো?

সরফ্রাজ খাঁ। বিস্‌মোল্লা!

ললিতা। চেঁচিও না, আমি তোমায় মার্‌বো না, নিজের বুকে বসিয়ে দেব। যারে ভালবাসি, সে যদি না ভালবাসে, তবে এ প্রাণের আবশ্যক কি? এই দেখ, আমি বুকে বসাই।

সরফ্রাজ খাঁ। নেই নেই—সবুর। হামকো দাদাকো পাশ জানে দেও।

ললিতা। তুমি যে মিছামিছি আমায় ব'ল্‌বে, তা আমি শুন্‌বো না। আমি দেখ্‌বো, সে ছাড়ান পেলে।

সরফ্‌রাজ্ খাঁ। কেইসে দেখোগি?

ললিতা। কেন? যখন কোন কাফেরকে কুত্তা খাওয়ান হয়, বেগমেরা তো সব পরদার আড়াল হ'তে দেখে।

সরফ্রাজ খাঁ। আচ্ছা, সোয়ি হোগা। বাঁদী, বাঁদী—

(বাঁদীর প্রবেশ)

মেরা জানিকি খিদ্‌মদ্ করো।

বাঁদী। যো হুকুম নবাবজাদা!

[সকলের প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

রাজপথ

জনতা—রাজকর্ম্মচারিগণ।

রাজ-কর্ম্মচারিগণ। (ঢেঁড্‌রা দেওন) আজ জিতা আদমি কুত্তা খিলায়া যাতা, যো দেখোগে, ময়দান মে চলা। বহুত হুঁসিয়ার, কোই বিগ্‌ড়ো মাৎ। যো বিগ্‌ড়োগে, নবাবকা হুকুমসে কুত্তা খিলায়া যাওগে। বিগড়কে নবাবকা দুষমনি মাৎ করো।

[রাজকর্ম্মচারিগণের প্রস্থান।

(দুই জন মুসলমানের প্রবেশ)

১ম মুসলমান। হ্যাদে মামু, চ' চ'।

২য় মুসলমান। হ্যাদে কনেরে ছাওয়াল?

১ম মুসলমান। শোন্‌চিস নে, ঢাড্‌রা মাত্তিছে! কোত্তা খাওয়া করাবে?

২য় মুসলমান। কেডারে খাওয়া করাবে—কেডারে খাওয়া করাবে?

১ম মুসলমান। একটা হেঁদুরে - হেঁদু!

২য় মুসলমান। এ্যা—কি বল্‌ছিস্‌!—আরে চ' চ'—তোর নানীরে খপর দে; তোর মামীরে খপর দে, তোর দাদারে খপর দে।

১ম মুসলমান। আরে সেটা কবরের মুদ্দর, সেটাকে সাথে নিতে চাস্‌?

২য় মুসলমান। আঃ—দেখ্‌তি' পাবা না? বুড়া হইচে, তামাসা দেখ্‌বা না?

(একজন বৃদ্ধার প্রবেশ)

বৃদ্ধা। হ্যাঁ বাবা, এই যে ঢাঁড্‌রা দিচ্ছে, তা কাঙ্গালী বিদেয় ক'র্‌বে না?

১ম মুসলমান। হ্যাদে মামু, কইচে কি শোন? বলে,—'কাঙ্গালী বিদায় কর্‌বা না?'

বৃদ্ধা। হ্যাঁ বাবা, নবাব সরকারে কি বিদেয় দেবে বাবা?

১ম মুসলমান। এই এক হাতা খিচড়ি, আর এক এক হাতা গোস্ত।

বৃদ্ধা। পয়সা দেবে না বাবা, পয়সা দেবে না? আমরা গোস্ত খাইনি বাবা, দুটি চিঁড়ে-মুড়্‌কি কিনে খাব

(জনৈক হিন্দুর প্রবেশ)

হিন্দু। নারায়ণ—নারায়ণ—হিন্দুকো কুত্তা খিলায়েগা!

১ম মুসলমান। খেলাবে না—দুষমুনি ক'র্‌বার পারে?

[হিন্দুর প্রস্থান।

(জনৈক বৃদ্ধ মুসলমানের প্রবেশ)

বৃদ্ধ মুসলমান। এ বহুৎ তামাসা, এস্‌কা বরাবর তামাসা নেই।

২য় মুসলমান। হ্যাঁ খাঁসাহেব,—এ বড় তামাসা হবে এ্যানে। হ্যাদে, এমন তাম্‌সা তুমি কয়ডা দ্যাখ্‌ছো?

বৃদ্ধ মুসলমান। আরে, এ ক্যা নবাবী জান্‌তা, নবাবী হুয়া এস্‌কা আগাড়ি।

২য় মুসলমান। সে নবাবীটা কি ধারা খাঁসাহেব, কি ধারা?

বৃদ্ধ মুসলমান। আরে শুন্‌ লে, হিন্দু চার পাঁচঠো ঘাড়া কর দিয়া,—ওন লোককা মাথেমে পাট লপেটকে মোশাল বানায়া,—আঃ রোসনাই হো গিয়! দু'চারঠো-কে পিঁজরামে ঘুসাকে দরক্তপর লট্‌কা দিয়া। দান-পানি বেগর চিল্লা চিল্লা মরে।

২য় মুসলমান। ওঃ—তেমন তামাসা এ্যনো হতিছে। আজম খাঁ সাহেব জমীদার ধরি আন্‌তিছে, ল্যাঙ্গা ক'রে রোদি রাখতিছে। সেদিন মুই দে'খে এলাম, একটা জমীদারকে বাঁদ্‌ছে, আর সে পানি পানি কত্তিছে,—আঃ, হেস্তে বাঁচি নে।

১ম মুসলমান। তোমার নবাবী আমলে কি বৈকুণ্ঠ ছ্যালো? এই বৈকুণ্ঠ মদ্দি জমীদারগুলাকে ঘোসাচ্চে, আর তোবা-তাল্লা ডাক্‌তিছে।

বৃদ্ধ মুসলমান। আরে, কুত্তা খিলায়াকা সাম্‌নে বহুৎ থোড়া হ্যায়! টুক্‌রা টুক্‌রা গোস্ত ছিন লে, আউর আদ্‌মি তড়পমে লাগে। আর গিদ্ধারকা মাপিক চিল্লাও এ!

২য় মুসলমান। আরে, তুই ডব্‌কা ছোরা, তুই কি বুঝ্‌বি,—এটা ভারি তাম্‌সা।

১ম মুসলমান। হ্যাদে, তুই চ'না ক্যান, মুই কি মানা কত্তিছি? মুই তো তোরে কলাম।

২য় মুসলমান। আরে চ,' চ'—ঐ ঘণ্টা দিতিছে।

বৃদ্ধা। দান-বাড়ী কোন্‌ দিকে বাবা? তোমাদের সঙ্গে যাব বাবা! আমি বড় কাঙ্গাল বাবা!

১ম মুসলমান। আরে বক্‌ বক্‌ কত্তিছে,—চল মামু, চল।

[বৃদ্ধা ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

বৃদ্ধা। ব'ল্‌বে না, বক্‌রায় কম হবে। দাতায় দান দেবে, কাঙ্গালের বুক ফাটে। মর্‌—অহঙ্কারে মট্‌ মট্‌ ক'র্‌চে। হন্‌ হন্‌ ক'রে চ'ল্‌চে, গতরের গুমর কর্‌চে। ও গুমর থাক্‌বে না, আমারও একদিন ছিল।

[প্রস্থান।

(গয়ারাম ও পুরঞ্জনের উভয় দিক্‌ হইতে প্রবেশ)

পুরঞ্জন। কোথায় ছিলে? চল, প্রস্তুত হও, দেশে যাওযাক্‌। আর কোথায় তার দেখা পাব? সে জীবিত নাই।

গয়ারাম। আজ্ঞে, সেই বদ্‌মাইস ব্যাটা ধরা প'ড়েছে তারে ডালকুত্তোয় খাওয়াবার হুকুম হ'য়েছে।

পুরঞ্জন। কে বদ্‌মাইস ?

গয়ারাম। আজ্ঞে, সেই যে সেই, যেই ব্যাটা মোহর ফেলে পালিয়েছিল। আমি ঠিক ঠাওরেছি, ব্যাটা ডাকাত।

পুরঞ্জন। সে কি ক'রেছে ?

গয়ারাম। আজ্ঞে মশায়, শালিগ্রাম রায় সাহেবকে খুন ক'রেছে।

পুরঞ্জন। কেন ?

গয়ারাম। আজ্ঞে মশায়, সে বোম্বেটে। ব্যাটা ধরা প'ড়ে এখন পাগল সেজেছে। ব্যাটা পাহারাওয়ালাদের ব'লেছিল যে, রায় সাহেব ওর বাবা। এখন ব্যাটার মুখে আর বাক্যি নাই।

পুরঞ্জন। কি কি, রায় সাহেব তার বাবা ?

গয়ারাম। আজ্ঞে না, ব্যাটা দরবারে নবাবের দাব্‌ড়ি খেয়ে চুপ ক'রে রইলো, ব্যাটার মুখে বাক্ হরে গেল।

পুরঞ্জন। সে কোথায় ?

গয়ারাম। আজ্ঞে, ময়দানে তারে ধ'রে ডালকুত্তা খাওয়াতে এনেছে। দেখ্‌ছেন না, তামাসা দেখ্‌তে ময়দানে পালে পালে লোক ছুটেছে ?

[পুরঞ্জনের বেগে প্রস্থান।

ওই ! খেপ্‌লো নাকি ? ভুলো আমায় এই খ্যাপা মুনিবের কাছে জুটিয়ে দিয়ে গেল। কাজে ভর্ত্তি হ'য়ে অবধি ঘুরে ঘুরে সারা হ'লেম। দিলে দিলে—বউটাকেই গর্দ্দানা দিলে, মোহরটা মোহরটাই দিয়ে দিলে। দু'হাতে টাকা খরচ ক'র্‌ছি, তার হিসেবও নাই, কিতেবও নাই। মনিবটা খেপাও বটে, ভালও বটে।

[প্রস্থান।

—

সপ্তম গর্ভাঙ্ক

বধ্য-ভূমি

মুরশিদকুলি খাঁ, সরফরাজ্ খাঁ, অর্দ্ধ-প্রোথিত নিরঞ্জন, জল্লাদ ও প্রহরিগণ ইত্যাদি।

সরফরাজ্ খাঁ। দাদা, তোমারা গোড় পাক্‌ড়ে, আসামী কো ছোড় দেও, ওস্‌কা কসুর নেই।

মুরশিদকুলি খাঁ। ভেইয়া, তোম তোমারা গাহানা-বাজানাকা কাম্ জানো, হামকো রাজকো কাম করনে দেও। তোমারা দেল মোলায়েম হ্যায়। ইসি ওয়াস্তে এন্‌কো ছোড়নে মাঙ্গতে হো। লেকেন সমজো, রাজা উদয়নারায়ণকা নোকর বহুৎ ওমরাওকো মারা,—রায়-সাহেবকা মারা। এক আদমীকো জান মাঙ্গতে হো, রাতমে বেগড় হোনেসে বহুৎ আদমীকো জান যাগা। এস্‌কো সাজা হোনেসে আদমী লোক ডরেগা।

সরফরাজ্ খাঁ। দাদা, মুজপর মেহেরবানি ফরমাইয়ে, এস্‌কো জান লেনা মৌকুব কি জিয়ে।

মুরশিদকুলি খাঁ। লেড়কা, এন্‌সাফ করনে দেও এ আওরাতসে রং-ঢং কি কাম নেই, জুদা কাম। (নিরঞ্জনের প্রতি) তোম কাহে হত্যা করিয়াছ ?

সরফরাজ্ খাঁ। দাদা—

মুরশিদকুলি খাঁ। হুঁসিয়ার, মায় নবাব হোঁ। (নিরঞ্জনের প্রতি) তুমি কি নিমিত্ত আমার বাক্যের জবাব দিতেছ না ? কুক্কুরের দ্বারা তোমায় বধ করিবার হুকুম হইয়াছে, তোমার মৃত্যুকাল উপস্থিত। এখনো কিছু বলিবার থাকে, বল।

নিরঞ্জন। আমি কোথায় ? নরকে কি ? নরক যে ভয়ঙ্কর স্থান বলে, কই, যন্ত্রণা কই ? পিতৃঘাতীর দণ্ড কই ? এ কি সব ?

মুরশিদকুলি খাঁ। আমার বাক্য কি তুমি শ্রবণ করিতে পারিতেছ না ? তুমি কি ভাবিতেছ ? তুমি সমস্ত প্রকাশ কর। কে তোমার দলপতি, আমার নিকট বল ; তাহা হইলে হয় তো তোমায় মাপ করিতে পারি। দেখ, কুক্কুর দেখ—ব্যাঘ্র অপেক্ষা ভয়ঙ্কর, এখনই তোমার গোস্ত খণ্ড খণ্ড করিবে। এখনো সমস্ত প্রকাশ কর।

নিরঞ্জন। কুক্কুর ! নরকের কুক্কুর ! আমা অপেক্ষা

হীন নয়। কুক্কুর পিতৃঘাতী নয়, কুক্কুর পিতার সর্ব্বনাশ করে না,—আমা অপেক্ষা ভাল—আমা অপেক্ষা ভাল।

মুরশিদকুলি খাঁ। কি বলিতে চাহ, বল? কেন উত্তর করিতেছ না? কেন মৃত্যু মাঙ্গো? বিদ্রোহী রাজা উদয়নারায়ণ কি তোমায় এই কার্য্যে প্রবৃত্তি দিয়'-ছে? রায়সাহেব আমার পক্ষীয়, তাই কি তুমি তারে বধ করিয়াছ? তাহাদের মুখ চাহিও না, তাহারা তোমায় রক্ষা করিতে পারিবে না। রাজা উদয়নারায়ণের হুকুম তামিল করিয়াছ কি?

নিরঞ্জন। উদয়নারায়ণ! মাধুরীর পিতা! সে এখানে কেন? মাধুরী এখানে কেন? না, অহো—পিতৃঘাতী, পিতৃঘাতী! কই—কই কুক্কুর? কুক্কুরেও আমায় স্পর্শ ক'র্‌বে না।

মুরশিদকুলি খাঁ। এ কি, তুমি প্রকাশ করিবে না? পাগলের ভাণ করিতেছ? নরকে যাইয়া পাগলাগিরি কর।

নিরঞ্জন। নরক—নরক!

মুরশিদকুলি খাঁ। হাঁ দোজক। জল্লাদ, তৈয়ারী হও।

নেপথ্যে। ছোড় দেও—ছোড় দেও।

(পুরঞ্জনের বেগে প্রবেশ)

পুরঞ্জন। ভাই, ভাই, নিরঞ্জন! তোমার এ দশা? জনাব! আমি খুন ক'রেছি।

মুরশিদকুলি খাঁ। (জল্লাদের প্রতি) সবুর।

নিরঞ্জন। পুরঞ্জন! তুমি এখানে কেন? ছুঁয়ো না, ছুঁয়ো না,—পিতৃঘাতীকে ছুঁলে তুমি অপবিত্র হ'বে।

পুরঞ্জন। জনাব, আমি খুন ক'রেছি, আমার শ্বশুরের শত্রু, তাই খুন ক'রেছি। জাঁহাপনা, এক খুন হ'য়েছে, বিনা অপরাধে আর এক খুনের হুকুম দেবেন না।

মুরশিদকুলি খাঁ। কেঁও, তুমি খুন করিয়াছ?

পুরঞ্জন। হাঁ জনাব, একে ছেড়ে দেন, নির্দ্দোষীকে দণ্ড দেবেন না, আমায় দণ্ড দেন।

মুরশিদকুলি খাঁ। তুমি আপনার উপর কেন গুনা নিতেছ? কুত্তা গোস্ত ছিনাবে, অনেক দুঃখ পাইবে, তথাপি মউত হইবে না; অনেক দুঃখ! তুমি কবুল করিতেছ কেন? তোমার এরূপ আক্কেল কি নিমিত্ত হইল?

পুরঞ্জন। জাঁহাপনা, আমি খুন ক'রেছি।

মুরশিদকুলি খাঁ। সমজাঁও, তুমি তথাপি কবুল করিতেছ?

পুরঞ্জন। হাঁ্যা জাঁহাপনা, আমিই নরহত্যা ক'রেছি।

মুরশিদকুলি খাঁ। কেবল নরহত্যার জন্য ইহার দণ্ড হইতেছে না। রাজদ্রোহীরা গোপনে আমার ওমরাও-দিগকে বধ করিতেছে। রায় সাহেব আমার একজন মোসাহেব, তাহাকে বধ করিয়াছে, এ নিমিত্ত ইহার গুরুতর দণ্ড হইতেছে। এ রাজা উদয়নারায়ণের অনুচর, বেগড় জমীদারদের পক্ষ লোক।

পুরঞ্জন। না জনাব, এ নির্দ্দোষী।

মুরশিদকুলি খাঁ। দেখো, অগ্নিতে দগ্ধ হওয়া সিধা, জিতা কবরে যাওয়া সিধা, কিন্তু এ বড় দুঃখের মউত। অঙ্গের মাংস কুত্তা ছিনাইয়া লইবে, হাড্‌ডি থাকিবে, লেকেন তথাপি মউত হইবে না। সমজ্‌ লেও!

পুরঞ্জন। হাঁ জাঁহাপনা, আমি খুন ক'রেছি। আমার বধের হুকুম দেন, ওকে ছেড়ে দেন। রায় সাহেব এর পিতা, ও কখনো খুন করে নাই।

মুরশিদকুলি খাঁ। রায় সাহেব এর পিতা! এই উল্লু! তোম্‌ কুছ উজর নেই কিয়া কাহে?

পুরঞ্জন। দুঃখে প'ড়ে ওর মেজাজ বিগ্‌ড়ে গেছে। আমি সত্য ব'ল্‌ছি, ও নির্দ্দোষী। হুজুর, নির্দ্দোষীকে বধ ক'র্‌বেন না।

মুরশিদকুলি খাঁ। হুঁ!

পুরঞ্জন। জাঁহাপনা, আমি রাজদ্রোহী, আমায় বধ ক'রে নগরে দৃষ্টান্ত প্রচার করুন যে, রাজদ্রোহীর এই দণ্ড হয়। নিরপরাধীকে মুক্তি দেন।

(চিন্তিতভাবে মুরশিদকুলি খাঁর পরিভ্রমণ)

নিরঞ্জন। এখনো বেঁচে আছি? বাবা, তোমার কাছে এখনো যাই নি? তুমি আমায় মার্জ্জনা কর, আমি অধম সন্তান, শত শত অপরাধে অপরাধী! এখনো জীবিত আছি! বাবা, তুমি বল, নইলে আমি বিশ্বাস ক'র্‌বো না। প্রাণ কি এত কঠিন!

মুরশিদকুলি খাঁ। (সরফরাজখাঁর প্রতি) ভেইয়া, তোমারা বাৎ আধা রাখ্‌খা। আজ খুন মোউকুব রহে। (প্রহরিগণের প্রতি) এ দোনোকো কয়েদ রাখো।

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

কারাগার

নিরঞ্জন ও পুরঞ্জন।

নিরঞ্জন। পুরঞ্জন, কি সর্ব্বনাশ ক'র্‌লে? কেন অকারণ দোষ স্বীকার ক'রে আপনার প্রাণসংশয় ক'র্‌লে? আমার যা হয় হবে। ধিক্ আমায়! শেষে কি তোমারও প্রাণনাশের কারণ হলেম!

পুরঞ্জন। ভাই, তোমার এ সর্ব্বনাশের কারণ কে? কুক্ষণে আমি মাধুরীর সঙ্গে দেখা করেছিলেম! অহো! অনুতাপে আমার প্রাণ দগ্ধ হ'চ্ছে! কি মায়ায় আচ্ছন্ন ছিলেম, তোমায় চিন্‌তে পারি নাই,—ভিখারী ব'লে বিদায় ক'রে দিয়েছিলেম!

নিরঞ্জন। প্রাণদানেও কি তোমার মনে শান্তি হয় নাই? তুমি না আত্মসমর্পণ ক'র্‌লে, এতক্ষণ কুক্কুরের জঠরে আমি থাকতেম। তুমি আদর্শ বন্ধু,—জগতে তোমার তুলনা হয় না! আমার যা হবার হ'য়েছে, কিন্তু কি উপায়ে তোমার প্রাণরক্ষা হবে? তুমি কিরূপে পরিত্রাণ পাবে? আমি এমনি অভাগা, মৃত্যুকালে মনকে প্রবোধ দিতে পার্‌বো না যে, তুমি সুখে আছ! বোধ হয়, রাজদূত আমাদের নিতে আস্‌ছে। এস ভাই, একবার শেষ আলিঙ্গন করি।

(নবাব-দূতের প্রবেশ)

দূত। আপনারা নির্দ্দোষী, নবাব প্রমাণ পেয়েছেন। আপনারা বিনা অপরাধে কারারুদ্ধ হ'য়েছেন, এতে নবাব ক্ষুণ্ণ। আপনাদের পুরস্কার দেবার নিমিত্ত দরবারে যেতে তিনি আহ্বান ক'রেছেন; আপনারা উভয়েই মুক্ত।

পুরঞ্জন। মহাশয়, মহাশয়! নবাব কি প্রমাণ পেয়েছেন?

দূত। এঁর মুক্তির জন্য সরফরাজ খাঁ যথেষ্ট অনুরোধ করেন, আর রঙ্গলাল নামে একজন হকিম, তিনি এক সময় জাঁহাপনাকে উৎকট পীড়া হ'তে আরোগ্য ক'রেছিলেন, এঁদের দু'জনের অনুরোধে নবাব খুন মৌকুফ ক'র্‌বেন ভেবেছিলেন। এমন সময়ে শুন্‌লেন, দুষ্ট বিদ্রোহী জমীদার জাঁহাপনার শরণাপন্ন হ'য়ে নিবেদন ক'রেছে যে, রায় সাহেবের হত্যা তারা স্বচক্ষে দেখেছে রাজা উদয়নারায়ণের বিদ্রোহ-মন্ত্রণাগৃহে সে সময় তারা উপস্থিত ছিল।

নিরঞ্জন। কে—কে? কে হত্যা ক'রেছে?

দূত। বিদ্রোহী-প্রধান স্বয়ং রাজা উদয়নারায়ণ হত্যা ক'রেছে।

নিরঞ্জন। উদয়নারায়ণ—উদয়নারায়ণ? পিতৃঘাতী জীবিত! আমি কারাগারে!—হা পিতঃ, হা পিতঃ! এ কি প্রতিশোধ হ'বে? চণ্ডালের কি দেখা পাব? উদয়নারায়ণ, এততেও তৃপ্ত হও নাই, বধ ক'রেও তৃপ্ত হয় নাই—কবরভূমিতে ফেলে দিয়েছ! পিতা—পিতা ওঃ! আমিই পিতৃঘাতী!

পুরঞ্জন। মাধুরী, তুমিই সর্ব্বনাশের মূল!

দূত। বিনা অপরাধে আপনাদের কারারুদ্ধ ক'রে নবাব দুঃখিত হ'য়েছেন। আপনাদের সসম্মানে পুরস্কার দেবেন, এ নিমিত্ত আহ্বান ক'রেছেন, আপনারা আসুন।

[সকলের প্রস্থান

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

দরবার

মুরশিদকুলিখাঁ, রঙ্গলাল ও অমাত্যগণ।

মুরশিদকুলি খাঁ। অ্যায়সা?

রঙ্গলাল। হাঁ জাঁহাপনা!

মুরশিদকুলি খাঁ। হকিম, বড়া তাজ্জবকি বাৎ!

(পুরঞ্জন ও নিরঞ্জনের প্রবেশ)

তোমাদের বন্ধুত্বের কথা এই হকিম আমার নিকট সমস্ত বলিয়াছে। তোমাদের দোস্তি বড় সাচ্চা। খামকা তুমি দুঃখ পেয়েছ। বেইমান উদয়নারায়ণ তোমার বাপকে খুন ক'রেছে, জমীদার লোককে সব বিগ্‌ড়িয়েছে। হাম তুরান্ত শিখলায়েঙ্গে, কুত্তা বাঙ্গালী লড়াই ক'র্‌বে! বাঙ্গালী এককাট্টা হবে। আধা বেগড় জমীদার লড়াইকা

আগে হামারা তরফ আ গিয়া। উদয়নারায়ণ বাওরা হায়। ইস ওয়াস্তে নবাবসে বেগড় কিয়া। তুমি কিছু মাঙ্গো, আমি বখ্‌সিস্ করিব।

নিরঞ্জন। তরবারি ভিক্ষা করি নবাব-দরবারে,—
যাচি পিতৃ-বৈরি নির্য্যাতন।
জাঁহাপনা, এইমাত্র আকিঞ্চন!

মুরশিদকুলি খাঁ। কি, তুমি লড়াই ক'র্‌বে?

নিরঞ্জন। পিতৃঘাতী পাষণ্ডের বক্ষের শোণিতে,
করিব হে নরনাথ পিতার তর্পণ;—
নহে তুষানলে তনু-ত্যাগ করিব নিশ্চয়।
আমি অধম তনয়,—
জনকের হত্যার কারণ!
জাঁহাপনা,
প্রের এই নফরে সমরে,
পিতৃশত্রু, রাজশত্রু করিব নিধন।

মুরশিদকুলি খাঁ। আচ্ছা লেও, হামারা "শামশের" তোম্‌কো দেতা হায়। এহি এনাম, বাঙ্গ্‌লেমে কোইকো নেহি মিল'। আলি মহম্মদ ফৌজ লেকে যাতা হায়, তোম্‌কো ওস্‌কা সাথ মিলায়েঙ্গে। (পুরঞ্জনের প্রতি) তোম কুছ মাঙ্গো।

পুরঞ্জন। জাঁহাপনা,
তব জয় নিশ্চয় হইবে।
সৈন্যগণ করিবে লুণ্ঠন।
প্রভু, করি নিবেদন,
বৃদ্ধ, নারী, বালক বা নির্ব্বিরোধী প্রজা
কিংবা অস্ত্রাঘাতে মুমূর্ষু যে জন,
তার প্রতি নাহি হয় অত্যাচার,
নাহি হয় নিপীড়িত সৈন্যের তাড়নে;—
সে সবার রক্ষা-ভার করুন অর্পণ।

মুরশিদকুলিখাঁ। আচ্ছা, তোম্‌কো পরোয়ানা মিলেগা, তোমারা বাৎ হামারা ফৌজ মান লেগা। আর দেখো, এই আঙ্গুটি তোম্‌কো দেতা হায়—বাদসাসে হাম্‌কো মিলাথা, তোমার বন্ধুত্বের পুরস্কার। তোমার নিকট দুনিয়া যেন বন্ধুত্ব শিক্ষা করে। (রঙ্গলালের প্রতি) তোম্ কুছ মাঙ্গো।

রঙ্গলাল। হুজুর, যদি লড়াই বাধে—আমি হকিম—শত্রু-মিত্র দু'জনকেই দাওয়াই দেব, এতে যেন কেউ আমায় দুষমন না ঠাওরায়।

মুরশিদকুলিখাঁ। নেহি নেহি, হকিমকো তো ঐ কামই হায়। লেকেন তোম্ হামারা দুষমন নেহি হো!

রঙ্গলাল। না হুজুর, জান্ থাক্‌তে নয়।

মুরশিদকুলিখাঁ। তোম্ সাচ্চা আদমী, হাম জান্‌তা। একদফে হামারা জান্ বাঁচায়া, কোই হকিম নেহি সেখা। হামারা সাথ আও, তোম্‌কো কুছ পুছেঙ্গে।

[মুরশিদকুলিখাঁ ও রঙ্গলালের প্রস্থান।

পুরঞ্জন। একান্ত কি প্রতিহিংসা-পণ?
নাহি কি মার্জ্জনা?

নিরঞ্জন। মার্জ্জনার আছে সীমা।
নরাধম, হত্যা করি জনকে আমার—
তৃপ্ত না হইল,
হিন্দু হ'য়ে হিন্দুর না করিল সৎকার,
যবন-সমাধি-স্থলে
ফেলে দিল ব্রাহ্মণের মৃতদেহ,
যাহে পরকালে গতি নাহি পায়।
মার্জ্জনা তাহায়?
শ্বশুর তোমার,
সেই হেতু হেন কথা কও।
কোন্ দোষে দোষী মম পিতা?
মাধুরীর সনে তব বিবাহ-কারণ,
নিরুদ্দেশ হইলাম আমি,
সংবাদ না জানিতেন তিনি,
কন্যার তাহার, তোমা সম সুপাত্র মিলিল,
মিনতি করিল কত পিতা,
তাহে তার মন না উঠিল—
রুদ্ধ কৈল কারাগারে;
তবু তাহে হ'লো না মার্জ্জনা,
হত্যা করি অগতি করিল।
বধ করি তারে,
মৃত্যুকালে বারি-বিনিময়ে
যবনের নিষ্ঠিবন পারি যদি দিতে,
শান্তি তাহে হয় কথঞ্চিৎ।

পুরঞ্জন। যথোচিত ক্রোধের কারণ তব ;
কিন্তু প্রতিশোধ নাহি জেনো
মার্জ্জনা হইতে।

নিরঞ্জন। হয় নাই পিতৃহত্যা তব,
হয় নাই পিতার অগতি,
মার্জ্জনার ব্যাখ্যা তাই মুখে।
হ'তো যদি অবস্থা বর্ত্তন,
অন্যমত বাক্য নিঃসরণ
হইত জিহ্বায় তব।
যা'ক, তোমায় আমায়
বিতণ্ডার নাহি প্রয়োজন।
হৃদে মোর জ্বলে হুতাশন ;
শত্রুর শোণিতে তাপ হইবে নির্ব্বাণ।

[নিরঞ্জনের প্রস্থান।

পুরঞ্জন। অতিশয় ক্রোধের সময়
তাই রুষ্ট-ভাষা কহিল আমায়।

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

সরফ্‌রাজখাঁর কক্ষ

ললিতা।

ললিতা। নিরঞ্জন মুক্তি পেয়েছে, তবে কেন আর জীবনের মমতা করি! এ সময় যদি তার দেখা পেতেম, তা হ'লে দেখ্‌তে দেখ্‌তে ম'র্‌তেম, ব'লে যেতেম, তারে কত ভালবাসি! কিন্তু বৃথা আশা কেন করি! আর বিলম্ব ক'র্‌বো না, জীবিত থাকৃতে মুসলমান না স্পর্শ করে। বাল্যকাল মনে প'ড়ছে, বাল্য-সঙ্গিনী মনে প'ড়্‌চে, বাল্যক্রীড়া মনে প'ড়্‌চে, যৌবনের আমোদ-প্রমোদ মনে প'ড়্‌চে, পুষ্পচয়ন মনে প'ড়্‌চে, নিরঞ্জনের সঙ্গে দেখা মনে প'ড়্‌চে! এখনও জীবনের মমতা র'য়েছে! ধিক্ আমায়, কি সুখে বাঁচ্‌বার সাধ হ'চ্চে!

(সরফ্‌রাজখাঁর প্রবেশ)

সরফরাজখাঁ। বিবি, তোমারা কাম হুয়া, হাম্‌কো পরখ লিয়া ?

ললিতা। হ্যাঁ নবাবজাদা!

সরফরাজখাঁ। তব্ হাম্‌সে দোস্তি করো!

ললিতা। নবাবজাদা, শোনো, কাছে এসো না।

(ছুরিকা বাহির করণ)

সরফ্‌রাজখাঁ। এ কেয়া! ফের ছুরী নিকালতি কাহে?

ললিতা। নবাবজাদা, তুমি আমায় ভালবাস না,— আমার দেহ ভালবাস।

সরফ্‌রাজ খাঁ। নেই নেই, তোম মেরা জানি, তোম মেরা কলিজাকা কলিজা!

ললিতা। না নবাবজাদা, যদি তুমি আমায় ভাল-বাস্‌তে, তা হ'লে তুমি আমায় নষ্ট ক'র্‌তে চাইতে না। রমণীর সতীত্বরক্ষা পরম ধর্ম্ম, সে ধর্ম্ম ভঙ্গ ক'র্‌তে চাইতে না। আমি মনে-প্রাণে সেই নিরঞ্জনের—যারে তুমি উদ্ধার ক'রেছ। আমি তোমায় দেহ দান ক'র্‌তে আস্‌তেম না, তাতেও আমার মহাপাপ ; অন্যে মৃতদেহ স্পর্শ ক'র্‌লেও মহাপাপ। কিন্তু আমি যারে ভালবাসি, তার জন্য পাপভার মাথায় নিয়ে ভগবানের সম্মুখে দাঁড়াব ; তাঁরে ব'ল্‌বো,—"প্রভু, নারীর প্রাণ, কি ক'র্‌বো, ভালবেসেছি, তাই মহাপাতকে ভয় করি নাই, অন্যকে দেহ স্পর্শ ক'র্‌তে দিয়েছি। তুমি দয়াময়, আমায় মার্জ্জনা কর। কিন্তু যদি এ মহাপাতকের মার্জ্জনা না থাকে,— পিতা! দণ্ড গ্রহণ ক'র্‌তে তোমার কন্যা তোমার সম্মুখে উপস্থিত।"

সরফ্‌রাজ খাঁ। বিবি, হামারা দোস্তি তোম কাহে ছোড়্‌তি? দুনিয়াকা বিচমে তোমারি মাঙ্গ্‌নেকা লায়েক কুছ নেই হ্যায়? আও, তোম মেরা সাথ আও, হাম ছোঁয়েঙ্গে নেই। হামারা মালখানা দেখো, জহরৎ দেখো, সব কুছ তোমারি পায়েরমে ডালেঙ্গে; যেতনি বেগম হ্যায়, তোমারি বাঁদী কর দেঙ্গে। দিল্লীমে যেইসি "নুরজিহান" রহি, বাঙ্গ্‌লেমে তোম ঐসি হুয়েগি। মরো মৎ!

ললিতা। নবাবজাদা, কোথাও কোন ইন্দ্র নাই—

যার শচী হ'বার আমার সাধ আছে, কোথাও কোন স্বর্গ নাই—যা আমার তুচ্ছ নয়! আমি স্বাধীন নই, আমি পরের বাঁদী, আমার স্বর্গভোগেরও অধিকার নাই। সে আমার ধর্ম্ম, কর্ম্ম, জীবন, স্বর্গ;—সে বিনা আমার কিছুই নাই। নবাবজাদা, তোমায় এত কথা ব'ল্‌তেম না। ব'ল্‌চি কেন জান? তুমি দু'দিন 'পরে রাজ্যেশ্বর হবে, হিন্দু রমণী কি, তা জেনে রাখো। কখনো কোন হিন্দু-রমণীর অঙ্গে করস্পর্শ ক'র্‌বার ইচ্ছা ক'রো না। নবাবজাদা, সেলাম! (বক্ষে ছুরিকাঘাতের উদ্‌যোগ)

সরফ্‌রাজ খাঁ। সবুর বিবি, মরো মৎ। তোম চলা যাও—হাম ছোড়্‌ দেতে। হাম তোমারি দোস্ত জান্‌ লিও। যব কুছ্‌ কাম পড়ে, হামকো বাতাইও। সেলাম বিবি! তোম মেরি মায়ী হায়। মায়ি, তোমারি বাৎ হাম সারা জিন্‌দিগি ইয়াদ রাখেঙ্গে। আজতক্‌ হিন্দুকা সব লেড়্‌কী হামারা মায়ী!

ললিতা। নাবাবজাদা, জগদীশ্বর তোমার মঙ্গল করুন।

সরফ্‌রাজ খাঁ। তোমারি বাৎসে হামারা আঁখি খোলা। তোমারি বাৎসে হামারা আল্লা মিলেগা। তোমারি বাৎসে হাম আজসে দোসরা আদ্‌মী। তোমারি ইয়ারসে মিলো, খোস্‌ রহিও।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

মুরশিদকুলিখাঁর-কক্ষ

মুরশিদকুলিখাঁ ও রঙ্গলাল।

মুরশিদকুলি খাঁ। দেখো হকিম, তোম হামারা জান বাঁচায়া, কুছ্‌ হাম্‌সে তোম মাঙ্গো।

রঙ্গলাল। জনাব, আমি যা চেয়েছি, তা তো আপনি দিয়েছেন।

মুরশিদকুলি খাঁ। দেখো হকিম, তুমি দয়ালু ব্যক্তি। তুমি আদ্‌মীর প্রাণরক্ষা ক'র্‌বে, এস্‌মে হাম তোমকো কেয়া দিয়া? তুমি বড় জবর হকিম। তোমায় পুরস্কার দেওয়া নবাবের কাজ; এ কাম হামারে করিতে দাও।

রঙ্গলাল। নবাব সাহেব, সে বাহাদুরী আমি জানি, একটু নাক টিপে ধ'র্‌লেই অক্কা পাই। সামনে দু'টো চোখ আছে, কিন্তু পেছন হ'তে সাপে কাম্‌ড়ালে টের পাই নে। কিছু কি দেবেন বলুন?—টাকা দেবেন? বেশ স্ফূর্ত্তিতে বেড়াচ্ছি, কেন একটা ভাবনা জোটাবেন? যদি আপনাকে আরাম করাতে খুসী হ'য়ে থাকেন, তবে আমাকে হুকুম করুন, আমি স্ফূর্ত্তি ক'রে হাওয়া খেয়ে বেড়াই।

মুরশিদকুলি খাঁ। তুমি কি ফকির? আমার ফকিরকা মাফিক ডৌল হাম দেখ্‌তা।

রঙ্গলাল। নাবাব সাহেব, তবে আপনি কিছু ঠাওরেছেন। কিন্তু আমি তো ঠাওরে পাই না—আমি কি কচ্ছি। যদি ঠাওরাই উত্তরে যাব, কে গলাধাক্কা দিয়ে দক্ষিণে চালান দিয়েছে। নবাব সাহেব, আমি কে যদি বুঝ্‌তে পা'র্‌তেম, তিন তুড়ি লাফ দে'তেম। কিন্তু সে যো কি! খালি ঘুরে বেড়াচ্ছি, কিছুই বুঝি না। তবে বোঝ্‌বার মধ্যে একটা বোঝা যায় যে, ম'র্‌তে হয়, কিন্তু নানারকম ফন্দী ক'র্‌তে হয়, যাতে না মরি—যা হবার যো নাই।

মুরশিদকুলি খাঁ। আচ্ছা, তুমি হিন্দু কি মুসলমান?

রঙ্গলাল। নবাব সাহেব, আপনি কি? হিন্দু না মুসলমান?

মুরশিদকুলি খাঁ। আরে এ ক্যা বাৎ! হামি তো মুসলমান হায়। তোম্‌বি মুসলমান হো গিয়া। হামারা ঘরমে খিচ্‌ড়ী খায়া, তোমারা জাত মার দিয়া। হাম্‌কো দাওয়াই দেনেকা খাতের, হামারা ঘরমে র'গিয়া, হামারা খানা খায়া। লেকেন আমি গৌকা গোস্ত নেই দিয়া; দেনেকো মানা কর দিয়া।

রঙ্গলাল। জনাব, খানা খেয়ে যদি হিন্দু মুসলমান হয়, তা হ'লে আপনি হিন্দু হ'য়েছেন। আপনার অসুখের সময় আমি গাঁদালের ঝোল বেঁধে খাইয়েছি।

মুরশিদকুলিখাঁ। লেকেন তোম্‌ ব্রাহ্মণ হোকে মুসলমানকা খানা খায়া, তোমারা জাত গিয়া।

রঙ্গলাল। একে একে তো সব যাবে নবাব সাহেব, শরীরটাও যাবে, না হয় জাত গেছে।

মুরশিদকুলিখাঁ। আচ্ছা, তোম সাদি নেই কিয়া?

রঙ্গলাল। না হুজুর! তোমার মত গোলামী ক'র্‌বার সখ আমার নেই। খিদে পেলে ছু'টি খেলেম, ঘুম পেলে ঘুমুলেম, তোমার মতন গোলামী আমি চাইনে।

মুরশিদকুলিখাঁ। হাম নবাব হ্যায়! হামকো গোলাম কহো?

রঙ্গলাল। গোলামী আর কারে বল নবাব সাহেব? দিল্লীতে খাজনা পাঠাবার জন্যে রাত্রে তোমার ঘুম হয় না; খাবার দিলে এক জনকে না খাইয়ে খেতে পার না,—মনে করো, কে বিষ দিয়েছে; ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে চ'ম্‌কে উঠ, ভাবো কে ছুরী মার্‌বে। আমার অতশত কিছুই নাই। যেখানে পড়ি, সেইখানেই ঘুমুই, যা পাই, তাই খাই, দিল্লীর খাজনার ভাবনা ভাবি নে! বল দেখি নবাবসাহেব, তুমি নবাব, না আমি নবাব?

মুরশিদকুলি খাঁ। আচ্ছা, তোম ডরতা নেই? হামকো গোলাম ব'ল্‌তে হো, হাম তোমারা জান লেনে সেক্তা হ্যায়।

রঙ্গলাল। আচ্ছা, আমার জান তো নিতে পার। কিন্তু নবাব সাহেব, তোমার মউত এলে একদিনও বাঁচতে পা'র্‌বে?—এক ঘণ্টা—এক পল?

মুরশিদকুলিখাঁ। আচ্ছা—হকিম? তোমারা মনমে এত্তা বল ক্যায়সে? তোমারা এত্তা জোর ক্যায়সে? তোম নবাবকো নেই মানো?

রঙ্গলাল। নবাব সাহেব, ভারি সোজা, আবার ভারি শক্ত। আমি যদি আপনার জন্য বাঁচতেম, তা হ'লে তোমারই মত আমার প্রাণে দরদ হোতো—ম'র্‌তে চাইতেম না। কিন্তু আমার মনে কি হয় জান? যে ম'র্‌বার সময় পর্য্যন্ত যদি হাত উঠে,তা হ'লে একটা পরের কাজ ক'রে যাব; আমি পরের জন্য বেঁচে আছি। এক মরণ-ভয় গেলেই সব ভয় গেল। আপনার জন্যই লোক বেঁচে থাক্‌তে চায়, পরের মাথা কাটা গেলো, তাতে কার কি? আমি ত আমার নই, আমি পরের। তা পর মলো আর রইলে, তাতে আমার কি ব'য়ে গেল।

মুরশিদকুলিখাঁ। হকিম, তোম কেয়া ধরমকা ওয়াস্তে অ্যায়সা কর?

রঙ্গলাল। নবাব সাহেব, যে ধর্ম্মের জন্য পরের কাজ করে, সে আপনাকে বিলোতে পারে নাই। সে ব্যাটার মনে ধোঁকা আছে, ম'র্‌তে ভয় আছে। সে ব্যাটা আগে কি জানেন—পারে যদি ম'রে একটা কিছু আমোদ ক'র্‌বে; 'বেহেস্তে' যাবে, স্বর্গে যাবে, বৈকুণ্ঠে যাবে, খুব আমোদে থাক্‌বে। আমি ও সবের অত তোয়াক্কা রাখিনে। ঐ তো তোমায় ব'ল্‌লেম,—ক্ষিদে পেলে খেলেম, ঘুম পেলে ঘুমুলেম। তবে খেতে শুতে গাঁট দেয় আমি তা দিই না।

মুরশিদকুলিখাঁ। তোম আবি কাঁহা যাওগে?

রঙ্গলাল। তা যদি জান্‌তেম নবাব সাহেব, তা হ'লে আমি আপনাকে মাতব্বর ঠাওরাতেম। এক ব্যাটা সয়তান আছে, কাণ পাক্‌ড়ে ঘোরাচ্ছে। যদি ব্যাটার দেখা পেতেম, ছু'কথা শুনিয়ে দিতেম।

মুরশিদকুলিখাঁ। ক্যা, তোম খোদা নেহি মান্‌তে হো?

রঙ্গলাল। ইচ্ছা হয় মানি, কিন্তু আক্কেলে গাল দিই; বলি, তোমার এত বদ্‌মাইসি? যদি মানুষ তোমার হাতে গড়া জিনিস হয়, তার সঙ্গে এত বদ্‌মাইসি? রক্ত-মাংসের শরীর দিয়ে পাপ-পুণ্যের নানারকম 'বায়নাক্কা' ক'রেছ! নবাব সাহেব, তুমি আমায় কিছু দিতে চাচ্ছিলে। আমি তোমার কাছে মেগে নিচ্ছি, মানুষকে ভালবেসো। মানুষ বড় দুঃখী! আর একটী নিবেদন—

মুরশিদকুলিখাঁ। ক্যা?

রঙ্গলাল। ইচ্ছে হ'চ্ছে, একবার উদয়নারায়ণের সঙ্গে দেখা ক'র্‌বো। যদি আমি তারে ফেরাতে পারি, আমার প্রার্থনা যে, আপনি তারে মার্জ্জনা ক'র্‌বেন।

মুরশিদকুলিখাঁ। আচ্ছা যাও, তোম ফক্কড় হ্যায়।

[উভয়ের প্রস্থান

——

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

বনমধ্যস্থ কুটীর-দ্বার

অন্নদা, মাধুরী ও ললিতা।

অন্নদা। এইখানে থাক—দু'টি বোনে থাক। কে আমার মেয়ে, কে আমার মেয়ে নয়, তা আমি চিন্‌তে প'চ্ছি নে। তোমরা দু'টিই আমার মেয়ে, তোমরা দু'টিই সমান। আমার দু'টি মেয়েরই দু'টি ভাল বর হ'য়েছে; আমার যেমন মনের মতন স্বামী, তোদেরও তেম্‌নি হ'য়েছে। তবে আমি আশীর্ব্বাদ ক'চ্ছি, আমার মত দুঃখ পাস্ নে। ভাবিস্ নে—ভাবিস্ নে, আমি মিলিয়ে দেব; আমি যখন তার সঙ্গে যাব, মিলিয়ে দিয়ে যাব। কলঙ্কের ভয় রাখিস্ নে, আমি কলঙ্ক রাখ্‌বো না। আমি সতী, দেশে-দশে জানিয়ে যাব—রাজ্যময় জানিয়ে যাব। সতীপুরে আমার ঢ্যাড্‌রা বাজিয়ে যাব। ভাবিস্ নে--ভাবিস নে, সতী তার পতি পায়, তোরাও পাবি।

উভয়ে। মা, মা,—

অন্নদা। না এখন না, অনেক কাজ আছে, আমার মা বলা শুন্‌তে সাধ আছে, শুন্‌বো—শুন্‌বো, এখন নয়, এখন নয়।

[অন্নদার প্রস্থান।

ললিতা। (স্বগত)
বুঝি
জগজ্জননী বিপদ্‌সময়,
মা'র বেশে দেখা দেন দুহিতায়।
চ'লে গেল স্বপন সমান;
পূরিল না—মা ব'লে ডাকিতে সাধ।

মাধুরী। (স্বগত) কে এ পাগলিনী!
জীবিতা কি জননী আমার?
কিম্বা স্নেহ তাঁর ভ্রমে ধরামাঝে
জননীর সাজে,
অনাথিনী দুঃখিনী নন্দিনী সাথে!

ললিতা। মাধুরি!

মাধুরী। ললিতা!
সন্ন্যাসিনী তুমি?

ললিতা। নহি সন্ন্যাসিনী,
বেশে মাত্র সন্ন্যাসিনী হের,
নহে বাসনায় পূর্ণ হৃদাগার।
সাধ মম করিবারে বিরাগ-আচার;
কিন্তু কই, সেই ধ্যান—সেই জ্ঞান!
দিছি পরে, তবু তারে ভুলিবারে নারি;
সে আমারে করিয়াছে অধিকার!
সন্ন্যাসিনী? নহি সন্ন্যাসিনী,
দেখ মাত্র সন্ন্যাসিনী-বেশ!

মাধুরী। সখি, ভগ্নী আমি তব,
আমারে না কবে মনোব্যথা?
কহ কার তরে তুমি উদাসিনী,
সে কি হেন নির্দ্দয় তোমার প্রতি?
তব রূপের ছটায়
মুগ্ধ করে দেবতায়;
কেবা হেন কঠিন হৃদয় ধরে,
ত্যজেছে তোমারে,
যার প্রেমে বাসনায় দেছ বিসর্জ্জন?
সন্ন্যাসিনী হ'য়েছ লো ভুবনমোহিনী!

ললিতা। কেন সন্ন্যাসিনী?
কেন লো তোমারে দিব ব্যথা!
কিন্তু ব্যথা পাই হেরিয়ে তোমার দশা।
আদরে যে নিয়েছে তোমারে,
কেন সখি, ত্যজিয়ে তাহারে,
কঠোর কুটীরে
আসিয়াছ আশ্রয়ের তরে?
হেরি সীমন্তে সিন্দূর;
তবে কেন অনাথিনী সম
ভ্রম তুমি পাগলিনী সনে?
প্রাণ কাঁদে তোর এ দশায়!
হায় হায় কপট যে হয়,
কপটতা সকলের সনে তার!

মাধুরী। সখি,
অদৃষ্ট লিখন,
দোষ কেন দিব তারে!

ললিতা। ছিঃ ছিঃ, ধিক্ নারীর জীবন!

ক'রে প্রাণ বিসর্জ্জন
তবু প্রিয় জনে নাহি পায় ;
সাধি কাঁদি, তবু সে নিষ্ঠুর ঠেলে পদে।
কতমত জানায় যতন,
হ'লে বাসনা-পূরণ দেয় বিসর্জ্জন !
পুরুষ পাষাণ ;
ছিঃ ছিঃ, তবু রমণীর প্রাণ চায় তারে !

মাধুরী। সখি,
তুমিও কি প'ড়েছ এ বিষম প্রমাদে ?
তাই কি স্বজনি, সন্ন্যাসিনী তুমি ?
কে হেন কঠিন,
করিয়াছে লাঞ্ছনা তোমায় ?
সত্য সখি, ধিক্ নারী-প্রাণে ;
ভোলা তো না যায়,
সাধ হয় হৃদে রাখি তার পা দু'খানি !
ব্যথা পাই, তবু তারে চাই !
এ কি, এ কি সখি বিড়ম্বনা ?

ললিতা। কঠিন সে হেন হ'য়েছিল অনুমান ;
কিন্তু প্রবোধ দিয়েছি আমি মনে,—
তব অতুল মাধুরী—
হরিবে হৃদয় তার।
ছিঃ ছিঃ, সকলি ছলনা ;—
পুরুষের সবই প্রতারণা !
যন্ত্রণা, যন্ত্রণা,—
যন্ত্রণা সহিতে হায় নারীর জনম !

মাধুরী। সখি, তুমি কি বেসেছ ভাল কারে,
নহে ভালবাসা জানিলে কেমনে ?
কি পিয়াস, কি নৈরাশ,
নহে শুধু নারীর হৃদয়ে ;
ফাটিত পাষাণ !
শত লাঞ্ছনায় রমণী না বুঝে ;
সহে, দহে, জেনে শুনে মজে,
তবু সেই ধ্যান জ্ঞান,
সেই মন-প্রাণ !
সখি, এত অযতনে—
বাঁচিতে তো হয় সাধ ?
মনে হয় একদিন দেখা পাব তার !

ললিতা। মনে মনে কত কথা বলি,
মনে করি যাব তাঁরে ভুলি ;
ভুলিবার নয়—
মিশিয়াছে প্রাণে প্রাণে।
সত্য সখি, বিলায়েছি পরে.
তবু হয় নাই মরণ-কামনা ;
এ কি মন করে প্রবঞ্চনা,
তথাপি বাসনা—ব্যাকুল দেখিতে তারে !
রহ তুমি, যাব দেবী-পূজা হেতু।

[ললিতার প্রস্থান।

মাধুরী।— (গীত)

সাধে কি বিষাদে যতন করি,
তারে ভুলে কিসে জীবন ধরি,
কেঁদে মরি তবু কাঁদিতে চাই !
তারি অযতন অতি সযতনে—
দিবানিশি মনে রেখেছি তাই !
ঘুরে সারা তবু মন না বারি,
ধরি ধরি যেন ধরিতে নারি,
পারি হারি তবু ধরিতে ধাই !
তৃষাতাপে গেছে পুড়িয়ে আশা,
পুড়াইয়ে আশা নিভেছে পিপাসা,
বুক পেতে দিছি নিরাশে বাসা,
ভালবাসা তাই তারে বিলাই !
বুঝেছি ম'জেছি, মজিতে বাসনা,
যত বুঝি তত মজিয়ে যাই !

[মাধুরীর প্রস্থান।

— —

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

মন্ত্রণা-গৃহ

উদয়নারায়ণ ও রঙ্গলাল।

উদয়। নিশ্চয় নবাবচর তুমি ;
নহে গুহ্য-মন্ত্রণার স্থানে
কি কারণে গোপনে এসেছ ?

রঙ্গলাল। নহি নবাবের চর।
ভিক্ষা দেহ ব্রাহ্মণে ভূপাল,
রাজ্যের মঙ্গল যাচি।
সমরে না হবে কভু জয়;
জেনো রাজা নবাব দুর্জ্জয়।
অকারণ রাজ্যময় জ্বলিবে অনল,
প্রজাপুঞ্জ হইবে বিকল,
নরহত্যা হবে শত শত।
নিজ নিজ স্বার্থের কারণ,
জমীদারগণ,
উৎসাহিত করিয়াছে আপনারে।
কিন্তু ফেরে ঘরে ঘরে নবাবের চর,—
করে প্রলোভন দান।
রাজ-প্রলোভনে অনেকে ভুলিবে,
জমীদারী পাবে,
পাবে রাজ-সম্মান সকলে,
তব পক্ষে পাবে কয়জন?
যদি প্রজার কারণে,
জমীদারগণে,
নিঃস্বার্থ হইত এই সমরে উৎসাহী,
হ'ত ফলপ্রদ;
নহে নিঃস্বার্থ এই আয়োজন।
স্বার্থ কভু উচ্চ কার্য্য না করে সাধন।

উদয়। তব উপদেশ নাহি প্রয়োজন,—
ত্যজে যদি সকলে আমারে,
একা আমি করিব সমর।
কিন্তু কর আপনার রক্ষার উপায়।
আসিয়াছ মন্ত্রণা-আলয়,
ছেড়ে দিতে নারিব তোমায়।
অস্ত্র ধর পক্ষে মম,
নহে হও প্রস্তুত মরণে।

রঙ্গলাল। মহারাজ, বামুনের ছেলে, হানাহানি, কাটাকাটি আমি পারবো কেন?

উদয়। করো না ছলনা।
এখনি স্বচক্ষে আমি ক'রেছি দর্শন,
নিরস্ত্র একাকী,
পঞ্চজন অস্ত্রধারী ক'রেছে দমন;
বহুকষ্টে ধ'রেছে তোমায়।
বীর তুমি,
তবে মাতৃভূমি হেতু কেন না হও সজ্জিত?

রঙ্গলাল। মহারাজ, আমার যদি শত প্রাণ থাকতো, জননী জন্মভূমির কার্য্যে আমি তৃণের ন্যায় ত্যাগ করতেম। কিন্তু এ বিদ্রোহের পরিণাম মাতৃভূমির অমঙ্গল। আমায় বধ ক'রতে ইচ্ছা হয় করুন, কিন্তু প্রজাদের মুখ চেয়ে ক্ষান্ত হোন। তাদের সর্ব্বনাশ হবে। নবাব-বিরুদ্ধে জয়লাভ কখনো হবে না।

উদয়। জয় পরাজয় ঈশ্বর নিয়ন্তা তার।
কিন্তু কার্য্যে আছে মানুষের অধিকার;
কাপুরুষ—কার্য্যপরাঙ্মুখ!

রঙ্গলাল। মহারাজ, ঈশ্বরের দোহাইটে দিচ্ছেন বটে, কিন্তু যখন আপনার সৈন্যেরা নিরাশ্রয় প্রজাদের উপর পীড়ন ক'রে বেতন আদায় করে, তখন ঈশ্বরের দোহাই দেন না। মুসলমানেরা অত্যাচারী—বিজাতীয়, রাজ্য অধিকার ক'রেছে; যদি তারা পীড়ন করে, তা কতক মার্জ্জনীয়। কিন্তু আপনারা কি করেন? দীন প্রজাদের কিরূপ পীড়ন ক'রে কর নেন, তা যদি পরমেশ্বর থাকেন, দেখেন; আপনার সৈন্যেরা প্রজার ঘর লুট্ ক'চ্ছে, তা ঈশ্বর দেখেন; নবাবের উপর ক্রোধ হ'য়েছে, নবাব আপনার উপর অত্যাচার ক'রেছেন, তারই প্রতিশোধ দিতে যাচ্ছেন, জন্মভূমির জন্য অস্ত্র ধরেন নাই—ভগবান্ তা বোঝেন। শুনেছি, ভগবান্ অবতার হ'য়ে, প্রজার মঙ্গল জন্য, রাজা যুধিষ্ঠিরকে সিংহাসন দিয়েছিলেন। মুসলমান যদি হিন্দু অপেক্ষা অত্যাচারী হ'তো, তা হ'লে তিনি যবনকে ভারত-অধিকার দিতেন না।

উদয়। দেখ্‌ছি তুমি সম্পূর্ণ নবাবের পক্ষ। তুমি ব্রাহ্মণ, কিন্তু তোমার সম্পূর্ণ বিধর্ম্মীর প্রতি অনুরাগ।

রঙ্গলাল। আপনারও সম্পূর্ণ বিধর্ম্মীর প্রতি অনুরাগ, স্বদেশের প্রতি নয়। আপনার যে অঙ্গের পরিচ্ছদ, এ কার হাতে প্রস্তুত?—বিধর্ম্মীর! দিন দিন যে রাজভোগ প্রস্তুত হয়, তা কার অনুকরণে? বিধর্ম্মীর! কার দোকান হ'তে আসবাব ক্রয় ক'রে—আপনার রাজপ্রাসাদ সজ্জিত?—বিধর্ম্মীর! বিধর্ম্মী পরিত্যাগ ক'রে—কোন্

হিন্দু-শিল্পীকে উৎসাহ দেন? বিধর্ম্মী গোলাম মহম্মদ আপনার বন্ধু, সে হিন্দু নয়। মুসলমানকে আপনি ঘৃণা করেন না। তবে নবাবের প্রতি ক্রোধ হ'য়েছে, তাই বিগ্রহে সজ্জিত হ'চ্ছেন।

উদয়। তুমি প্রাণত্যাগে প্রস্তুত হও।

(দূতের প্রবেশ)

দূত। মহারাজ, নবাব-সৈন্য নিকটবর্ত্তী হ'য়েছে; সংখ্যায় প্রায় দশ সহস্র অনুমিত হ'লো। দুই ভাগে বিভক্ত। এক অংশে আলি মহম্মদ ও রঘুবীর নামক একজন সেনানায়ক চালনা ক'চ্ছে, আর এক অংশের নায়ক শালিগ্রামের পুত্র নিরঞ্জন। গোলাম মহম্মদ মহারাজের দুই সহস্র সৈন্য ল'য়ে অগ্রসর হ'য়েছেন। পঞ্চশত অশ্বারোহী প্রস্তুত আছে। গোলাম মহম্মদ ব'লেছেন, তাদের চালনা ক'রে মহারাজ অগ্রসর হউন।

উদয়। জমীদারদের সেনারা কোথায়? জমীদারেরা কি অগ্রসর হ'য়েছে?

দূত। মহারাজ, সে সংবাদ দাস জানে না।

(২য় দূতের প্রবেশ)

২য় দূত। মহারাজ, বড় কুসংবাদ এনেছি,—রাজপদে নিবেদন ক'র্‌তে আশঙ্কা হ'চ্ছে।

উদয়। কি, কি, পরাজয় হ'য়েছে?

২য় দূত। আজ্ঞে না, এখনো যুদ্ধ শেষ হয় নাই।

উদয়। তবে কি?

২য় দূত। মহারাজ, সমস্ত জমীদারই নবাবপক্ষে মিলিত হ'য়েছে, তারা নিজ দলবলে আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধে অগ্রসর।

উদয়। কি? অসম্ভব—মিথ্যা কথা!

২য় দূত। মহারাজ, গোলাম মহম্মদ এই পত্র দিয়েছেন। আমি বেগবান অশ্বারোহনে এসেছি, পথে অশ্ব হত হ'য়েছে, অধিক কি জানাবো।

উদয়। ব্রাহ্মণ, তুমি মুক্ত, তোমার যথা ইচ্ছা গমন কর। দ্বিজোত্তম, তুমি সত্যবাদী:

রঙ্গলাল। মহারাজ, এখনো নিরস্ত হোন, নবাব দয়াবান্।

উদয়। না।

রঙ্গলাল। বাঃ বাঃ—ঠিক এক ব্যাটা সংসার চালাচ্ছে বটে, দেখা পেলে তারে কুর্ণিশ লাগাই।

[প্রস্থান।

উদয়। হে বাঙ্গালি, বাঙ্গালীই তুলনা তোমার—,
নাহি এ ভুবনে অনুরূপ তব!
সাধু এ ব্রাহ্মণ—সত্যবাদী—
চিনিয়াছে স্বজাতীরে।
সত্য কি সংবাদ?
দেবতায় সাক্ষী করি প্রতিজ্ঞা করিল,
ধর্ম্মে, কর্ম্মে, অভিমানে দিয়ে জলাঞ্জলি—
বঞ্চন করিল মোরে!
হে বাঙ্গালি,
বিন্দুমাত্র মনুষ্যত্ব নাহি কি তোমার!
এ আচার সম্ভব কি নরে!
অশেষ সম্মান দান ক'রেছেন নবাব আমায়,
অত্যাচারী দৌহিত্র তাহার,—
নবাব নহে তো অপরাধী।
পাইয়াছি উপযুক্ত ফল,
কৃতঘ্নের এই পরিণাম!
নিশ্চয় সমরে পরাজয়।
অর্ণব সমান আসে নবাবের সেনা,—
জমীদারবৃন্দ তাহে মিলিত সকলে,
ক্ষুদ্র নদী মিলি যথা ভাগিরথী সনে
প্রবাহ প্রখর করে তার।
পরাজয়!
যা থাকে ললাটে, যুদ্ধে হই অগ্রসর।

[প্রস্থান।

সপ্তম গর্ভাঙ্ক

বন-প্রান্ত

অন্নদা।

অন্নদা। আবার সূয্যি হেসে ডুব্‌ছে,—আবার সন্ধ্যা আস্‌ছে! সন্ধ্যা! তোমায় বড় ভালবাস্‌তেম! তুমি

আমার দূতী ছিলে; তারে আন্‌তে, তারে ঢেকে এনে আমার কাছে দিতে। তোমায় বড় ভালবাস্‌তেম, কখন্ এসো, কখন্ এসো—ভাব্‌তেম, এখন আর ভালবাসি নে, তুমি তারে এনে তো দাও না। না না, এখনো ভালবাসি, তোমায় দে'খে সে ছবি আমার মনে হয়। তুমি জান তো, কত সোহাগ ক'র্‌তেম, মুখে মুখে, বুকে বুকে থাক্‌তেম! তখন বিচ্ছেদ হয় নি, বিচ্ছেদের ভয় তখন ছিল না। সে দিন দেখেছ, আজ দেখ; সে দিন পতিসোহাগিনী দেখেছ, আজ পতিবর্জ্জিতা কাঙ্গালিনী দেখ! সখ্য, তুমি আমার সখী! মনের কথা তোমায় বলি, আর কারে ব'ল্‌বো, কারে জানাবো, কে শুন্‌বে, পরিহাস ক'র্‌বে।

(পুরঞ্জনের প্রবেশ)

পুরঞ্জন। এ কি! তিমির বসনা ছায়া-সহচরীর মত তমাচ্ছন্ন বিজনে বেড়াচ্ছে! যেন কোথাও দেখেছি। ভয়ঙ্করী অথচ স্নেহময়ী মূর্ত্তি!

অন্নদা। এসো এসো, তোমার জন্যই আমি দাঁড়িয়ে আছি। তুমি এ পথে আস্‌বে আমি জানি, কে যেন আমায় ব'লে দেয়, আমি আপনার লোকের কথা সব জানি। আমার মন তোমাদের কাছে প'ড়ে আছে, এক-বারও আমার কাছে থাকে না, তোমাদের সঙ্গে থাকে, যেখানে থাক, সেখানে থাকে।

পুরঞ্জন। এ কি মাধুরীর মা,- এই কি সেই উন্মাদিনী?

অন্নদা। ভাব্‌চো উন্মাদিনী! উন্মাদিনী নই,- এ সময় উন্মাদিনী নই। আমি দিন গুণ্‌চি, আমার সুখের দিন এলো ব'লে। সে দিন আবার নব-বাসর! সে দিন কেউ পাগলিনী ব'ল্‌বে না, সে দিন কেউ ঘেন্না ক'র্‌বে না, সে দিন আমি তারে নিয়ে ডঙ্কা বাজিয়ে চ'লে যাবো!

পুরঞ্জন। কে মা তুমি!

অন্নদা। দেখ চেয়ে—

বেশ্যা আমি, হয় কি প্রত্যয়?
কর আপাদ-মস্তক নিরীক্ষণ.
অন্তর-দর্পণ নেহার নয়ন,
কুটিলতা বেশ্যার কি নেহার বদনে?
আমি পতিপ্রাণা—
পতি-প্রেমে ভিখারিণী—
উন্মাদিনী পতি-প্রেমে আমি;
পতি ধ্যান-জ্ঞান;
আছি এ সংসারে—
পতির হইতে সহগামী।
দেখ দেখ, বুঝহ লক্ষণ,
পতি হেতু করিয়াছি আত্ম-বিসর্জ্জন;
রাখিবারে পতির সম্মান,
ভ্রমি দেশে দেশে, ভিখারিণী বেশে,—
রাজরাণী কেহ নাহি জানে।
নাহি কর অধর্ম্ম সঞ্চয়—
সতীরে অসতী জ্ঞানে।
সুখে থাক করি আশীর্ব্বাদ।

পুরঞ্জন। কে মা তুমি?

অন্নদা। দেখেছ আমায় তব বিবাহের দিনে।
হয় কি স্মরণ - এসেছিল উন্মাদিনী?
সেই আত্মত্যাগী কাঙ্গালিনী।
স্বেচ্ছায় ক'রেছি শিরে কলঙ্ক ধারণ,
করি কুক্কুরের উচ্ছিষ্ট অশন,
শয্যা ধরাতল, আচ্ছাদন নীলাম্বর।
তুমি মম দুহিতার পতি।
সতী সে জননী সম তার;
তোমাগত প্রাণা,
দুঃখের পাথারে—
ভাসে বামা তোমার বিরহে।
এস, এস—
উন্মত্ততা আসিবে আবার,
ভুলে যাব অভিপ্রায়।
এস, এস—
মনে উঠে তার নিষ্ঠুরতা,
মনে উঠে সহিয়াছি যতেক যন্ত্রণা;
অনল—অনলে দহে স্মৃতি,
বিস্মৃতি—বিস্মৃতি!
যাই—যাই গঙ্গাতীরে,—
যথা অস্তাচলগামী পবিত্র তপন,

দেখেছিল সম্মিলন,
যথা পতিত-পাবনী,
সাগর গামিনী— স্বর্ণ আভরণে,
ছুলে ছুলে যেতেছিল পতি দরশনে।
এস, এস—
যাই— যাই— রহিব না আর।

[অন্নদার প্রস্থান।

পুরঞ্জন। মাধুরীর জননী এ অভাগিনী।
অসতী না হয় অনুমান,
নহে মিথ্যাবাদী ;
তবে অকারণে মাধুরীরে ক'রেছি বর্জ্জন !

[প্রস্থান।

অষ্টম গর্ভাঙ্ক

রণস্থল

উদয়নারায়ণ।

উদয়। স্রোতে তৃণের ন্যায় ক্ষুদ্র সৈন্য ভেসে গেল। যুদ্ধে একমাত্র উপায়— জীবন বিসর্জ্জন। ঐ রঘুবীরের পদাতিক সৈন্য আমার পদাতিক সেনা লক্ষ্য ক'রে আস্‌চে ; অসংখ্য অরাতি ঝাঁকে ঝাঁকে গুলিবর্ষণ ক'চ্ছে ; দেখি, যদি কোনরূপে নিবারণ ক'র্‌তে পারি।

[প্রস্থান।

(নিরঞ্জনের প্রবেশ)

নিরঞ্জন। অকারণ নরহত্যা ক'চ্ছি। চণ্ডালকে শত-বার আক্রমণ ক'র্‌লেম, শতবার আমার হস্ত হ'তে নিস্তার পেলে। এ বয়সে আশ্চর্য্য বীর্য্য—একাকী সহস্র হ'য়ে যুদ্ধ ক'চ্ছে ; আশ্চর্য্য পরিচালন শক্তি, ক্ষুদ্র সেনা এখনো দলিত হ'লো না। হা পিতা, হা পিতা ! কতক্ষণে তার বক্ষের শোণিত দর্শন ক'র্‌বো ! দুরাচার কোথায় ? এখনও অসির শোণিত-পিপাসা নিবারণ ক'র্‌তে পার্‌লেম না ? তবে বৃথা পরিশ্রম, বৃথা নরহত্যা, বৃথা ব্রাহ্মণের হস্ত অস্ত্রধারণে কলুষিত ক'রলেম ! কি, পিতৃঋণ পরিশোধ ক'র্‌তে পার্‌বো না ? আমার জীবন বৃথা ! কোথায় গেল, কোথায় গেল ? কোথাও তার সাক্ষাৎ পাচ্ছিনে। ঐ যে—ঐ যে, দুর্জ্জন উচ্চকণ্ঠে সৈন্য উত্তেজিত ক'চ্ছে।

[দ্রুতবেগে প্রস্থান।

(গঙ্গা ও রঙ্গলালের প্রবেশ)

গঙ্গা। ও মুখপোড়া, এই নে, জল নে। তুই মর মর, আমি নিশ্চিন্দি হই। আরে, এখানে গুলি আস্‌চে যে রে মুখপোড়া,—এখনি মর্‌বি যে।

রঙ্গলাল। তুমি সহমরণে যাবে, ভাবনা কি ? আমার সাম্‌নে দাঁড়িও না, স'রে পড়— স'রে পড়, এখানে ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি আস্‌চে ; বিবিজান স'রে পড়, স'রে পড়,— দোহাই বিবিজান, তোমার পায়ে ধরি—স'রে পড়।

গঙ্গা। তুই আগে মর, তা দে'খে তবে আমি যাব। ও মুখপোড়া, এর পর আসিস্ এখন, তার পর জল দিতে হয় দিস্।

রঙ্গলাল। (একটা গুলি কুড়াইয়া লইয়া) আহা গুলিচাঁদ ! মানুষের বুকের রক্ত খেতে পেলে না, তাই অভিমানে ধুলায় লুটছো।

গঙ্গা। ও মুখপোড়া, স'রে আয় ; নইলে তোর সাম্‌নে আমি স্ত্রীহত্যা হবো।

রঙ্গলাল। (একজনের মুখে জল দিতে দিতে) বিবিজান ! সর, এখানে বড় গোলোযোগ, বড় গরমাগরম গুলি আস্‌চে।

(রক্তাক্ত উদয়নারায়ণের প্রবেশ)

উদয়। জল—জল - একটু জল দাও, আবার যুদ্ধে যাব। আমাদের হার হ'য়েছে—জল – জল,—একটু জল দাও,— আবার যুদ্ধে যাব। (পতন)

রঙ্গলাল। (মুখে জল দিয়া) বিবিজান, এখানে কোথাও কুটীর-টুটীর আছে ?

গঙ্গা। আছে—আছে, নে তোল, আমিও ধ'র্‌ছি।

উদয়। ছেড়ে দাও—ছেড়ে দাও, আমি যাব, ছেড়ে দাও।

রঙ্গলাল। চলুন— চলুন, যাবেন চলুন।

উদয়। জল -- জল --

[উভয়ের উদয়নারায়ণকে লইয়া প্রস্থান।

(নিরঞ্জনের প্রবেশ)

নিরঞ্জন। কোথায় গেল, আমার অস্ত্রাঘাতে পরিত্রাণ পেলে, ধরাশায়ী হ'লো না? রুধির দর্শন ক'রেছি, কিন্তু বধ ক'র্‌তে পারি নাই— বধ ক'র্‌তে পারি নাই। কোথায় গেল- কোথায় গেল? নিশ্চয় তোমায় বধ ক'র্‌বো; প্রলয়ের ছায়া তোমায় আবরণ ক'র্‌তে পা'র্‌বে না; তোমার শতজীবন হ'লেও নিস্তার নাই। কোথায় গেল? এ দিক্ দিয়ে নিশ্চিত যেতে দেখেছি। কোথায় গেল? আমার কি ভ্রম হলো? পিতা—পিতা, অদ্যই তোমার তর্পণ ক'র্‌বো।

[প্রস্থান।

(পুরঞ্জনের প্রবেশ)

পুরঞ্জন। এই ত সমর অবসান। প্রজার সর্ব্বনাশ; নবাব-সৈন্য আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা বধ ক'চ্ছে। আমি কত দিক রক্ষা ক'র্‌বো?

(নিরঞ্জনের প্রবেশ)

নিরঞ্জন। পুরঞ্জন – পুরঞ্জন,—উদয়নারায়ণ কোন্ দিকে গেছে দেখেছ? পালিয়েছে—পালিয়েছে, যাদু জানে, নইলে আমার হাত হ'তে নিস্তার পেতো না। কোথায়— কোথায় ব'ল্‌তে পার?

পুরঞ্জন। নিরঞ্জন,
এখনো কি হয় নাই সম্পূর্ণ তোমার?
পরাজিত, নিপীড়িত, মুমূর্ষু অরাতি,
তার প্রতি এখনো আক্রোশ?
তোমায় সাজে না ভাই!

নিরঞ্জন। হাঁ হাঁ, জান তবে কোথা সে দুর্জ্জন;—
বোধ হয় অদূরে কুটীরে।

পুরঞ্জন। প্রতিশ্রুত নই আমি দানিতে সংবাদ।

নিরঞ্জন। না—না, নহ প্রতিশ্রুত,
শ্বশুর তোমার, রক্ষিবে তাহায়!
ভুলিয়াছ মম আত্মত্যাগ;
সর্ব্বনাশ হেতু তুমি মম!
করিতাম যদ্যপি উদ্বাহ,—
অপমৃত্যু হ'তো না পিতার,
পুরী না যাইত ছারেখার;
পুরঞ্জন, ভাল তব প্রতিদান!

পুরঞ্জন। সত্য কহি, নাহি জানি —
কোথা সেই উদয়নারা'ণ।
কেন তার হও অনুগামী,
কর ক্ষমা।

নিরঞ্জন। ক্ষমা, ক্ষমা –
উঠিছে তরঙ্গ তব মুখে।
বুকে ধ'রে মাধুরীরে আছ মহাসুখে!
ভিক্ষুকের সম মোরে করিলে বিদায়;
পরে বধ্যভূমে মাহাত্ম্য দেখালে।
জান, নবাব অতীব সদাশয়,—
পত্নীরে পাঠায়ে দিয়ে যবন-আগারে,
প্রাণরক্ষা-উপায় করিয়ে,
বধ্যভূমে ক'রেছিলে মাহাত্ম্য প্রচার।
মিথ্যাবাদী তুমি!
নাহি জান কোথা সেই উদয়নারা'ণ?
(দূরে কুটীর দেখিয়া)
আমি জানি –আছে ঐ কুটীর- মাঝারে।
বধি তারে—
যবনের করে মৃতদেহ করিব অর্পণ।

পুরঞ্জন। এ সঙ্কল্প তব না পূরিবে—
প্রত্যক্ষে আমার।
হেন অহিন্দু-আচার দেখিতে নারিব,
প্রবেশিতে নারিবে কুটীর-দ্বার।

নিরঞ্জন। ভীরু তুমি! আমায় রোধিবে,
রোধিবারে চাহ পিতৃ-বৎসল তনয়ে?
প্রতিহিংসা বিরোধী হইবে।
ভীরু, মিথ্যাবাদী!
শক্তি হেন নাহি তব ভুজে।
তুমি রাজদ্রোহী,
রাজ-শত্রু কর আবরণ।

পুরঞ্জন। রাজদ্রোহী তুমি।
রাজ-আজ্ঞা আছে মম প্রতি,
রক্ষিবারে আহত অরিরে।

নিরঞ্জন। তবে কর রক্ষা—শক্তি থাকে ভীরু!

পশিব কুটীরে আমি
তুচ্ছ করি তোমা হেন জনে।

পুরঞ্জন। মুখের গর্জ্জন আর কার্য্যে পরিচয়
প্রভেদ উভয়ে বহু।

নিরঞ্জন। রোধ তবে কুটীরের দ্বার।
(পুরঞ্জনের অস্ত্রাঘাত নিবারণের চেষ্টা)
তবে যাও যমঘরে। (পুরঞ্জনের পতন)

পুরঞ্জন। নিরঞ্জন—নিরঞ্জন!
ফিরে এস মৃত্যুর সময়।

(নিরঞ্জনের কুটীরাভিমুখে যাত্রা;—সহসা মাধুরী, ললিতা, রঙ্গলাল ও গঙ্গার বেগে বাহির হওন)

মাধুরী। প্রাণেশ্বর, প্রাণেশ্বর, একবার ফিরে চাও! আমি তোমার দাসী, অসতী নই। চাও—চাও—ফিরে চাও—একটী কথা কও! যদি অপরাধিনী হ'য়ে থাকি, আমায় মার্জ্জনা করো, অনুমতি দাও, আমি সহমরণে যাব; চিতায় আমায় ত্যাগ ক'রো না।

পুরঞ্জন। কে, মাধুরি! তুমি সতী, সতীর কন্যা আমি জেনেছি। আমার অপরাধ মার্জ্জনা কর।

রঙ্গলাল। (স্বগত) বড় শেষাশেষি জান্‌লে, আগে জান্‌লে বড় মন্দ হ'তো না।

ললিতা। মাধুরি—মাধুরি! নিরঞ্জন তোমার স্বামী নয়?

নিরঞ্জন। এ কি! তুমি মাধুরী নও? তবে কি ভ্রমে ঘুরেছি, কি সর্ব্বনাশ ক'রেছি!

পুরঞ্জন। নিরঞ্জন ভাই! মৃত্যুকালে প্রার্থনা ক'চ্ছি, তুমি উদয়নারায়ণকে মার্জ্জনা কর।

নিরঞ্জন। ভাই—ভাই, নিরস্ত্র তোমায় বধ ক'র্‌লেম! তুমি আত্মদানে আমায় কুক্কুরের মুখ হ'তে বাঁচিয়েছ, তার যথেষ্ট প্রতিদান দিলেম! আমি অতি হীন! আমি বন্ধুঘাতী!

পুরঞ্জন। তুমি হীন নও, তুমি পিতৃবৎসল, তুমি বন্ধু-বৎসল,—তুমি আমার জন্য সকল বিসর্জ্জন দিয়েছ, স্বেচ্ছায় নিজের সর্ব্বনাশ ক'রেছ। আমি মৃত্যুকালে মুক্তকণ্ঠে ব'ল্‌ছি, আমি তোমার নিকট ঋণী,—তোমার বন্ধুত্বের প্রতিদান আমি দিতে পারি নাই।

নিরঞ্জন। পুরঞ্জন, নিরস্ত্র আমি তোমায় বধ ক'র্‌লেম, এ কি ক'রে ভুল্‌বো? এ কি,—তোমায় বধ ক'র্‌লেম!

রঙ্গলাল। তা ক'রেছ—ক'রেছ, এখন যদি কোন রকমে বাঁচে, তার চেষ্টা কর না, তাতে তো আর তত আপত্তি নাই। (মাধুরীর প্রতি) মা মা, ভয় নাই, তত সাংঘাতিক লাগে নাই। নিরঞ্জন, একটী কাজ কর, উন্মত্ত সৈন্যদের অত্যাচার নিবারণ কর। পুরঞ্জন আহত, তুমি এ কার্য্যের ভার লও।

নিরঞ্জন। (ললিতার প্রতি) শোন শোন, তুমি আমায় মার্জ্জনা কর! আমার ভ্রান্তিই সকল সর্ব্বনাশের মূল। পিতার হত্যার কারণ হ'য়েছি, তোমায় সন্ন্যাসিনী ক'রেছি, কাঙ্গাল হ'য়ে আপনি পথে পথে বেড়িয়েছি, অনেক যন্ত্রণা দিয়েছি, অবশেষে বন্ধু হত্যা ক'র্‌লেম! এই প্রার্থনা, আর একবার দেখা দিও, সকল কথা শুনো। যদি অপরাধী বোধ কর, আর কখনও অভাগার দেখা পাবে না।

ললিতা। না—না, তুমি অপরাধী নও, আমি অভাগিনী, কেন মনের কথা গোপন ক'রেছিলেম!

রঙ্গলাল। দিন গিয়েছে, আক্ষেপে ফির্‌বে না। যাও ভাই, উন্মত্ত সৈন্যদের নিবারণ ক'রে এদের রক্ষার উপায় কর। তারা এ দিকে এলে কি জানি, কি হয়।

নিরঞ্জন। সত্য রঙ্গলাল, আমি চ'ল্লেম। পুরঞ্জন, ভাই—

রঙ্গলাল। যাও ভাই, সৈন্যদের অত্যাচার নিবারণ ক'রে ভ্রান্তির কতক প্রায়শ্চিত্ত কর। অনুতাপের দিন ঢের পাবে, ইচ্ছা হয়, আজীবন অনুতাপ ক'রো।
[নিরঞ্জনের প্রস্থান।

গঙ্গা। (ললিতার প্রতি) কেমন দেবি! যে যারে ভালবাসে, সে কি তারে পায়?

ললিতা। কি হয় কে জানে।

রঙ্গলাল। (পুরঞ্জনের প্রতি) অত বড় জোয়ানটা, একটা পাঁজরা ভেঙ্গে গেছে,—তাতে অমন ক'চ্ছ কেন? এই লও—এই ঔষধটা খাও।

পুরঞ্জন। রঙ্গলাল, তুমিই সুধী। (ঔষধ সেবন)।

রঙ্গলাল। তা হ'তে পারি, সে প্রশ্ন এখন নয়। এখন তোমার বাঁচ্‌বার কথা, বেঁচে উঠ। (গঙ্গার প্রতি) এই যে বিবি সাহেব র'য়েছ?

গঙ্গা। হ্যাঁরে মুখপোড়া, তোমার মুখে নুড়ো দিতে এসেছি। দেখ দেখি গা, আমি বেশ্যা, আমার অত কেন গা?

রঙ্গলাল। কি ক'র্‌বে ভাই, পিরীতে সইতে হয়, একটু ক্ষেমা-ঘেন্না ক'রে নিতে হয়। এসো তো চাঁদ, ধরাধরি ক'রে একে একবার কুটীরে নিয়ে যাই।

[পুরঞ্জনকে লইয়া সকলের প্রস্থান।

নবম গর্ভাঙ্ক

মুরশিদকুলির্খাঁর শিবির

মুরশিদকুলির্খাঁ, ওমরাওগণ ইত্যাদি।

স্তুতিবাদক।— (গীত)

তব নীতি শাসন স্থল জল কানন মানে।
গগন-ধারা সম তব কৃপা-বরিষণ,
দীন অদীন তব দানে॥
যশরস গান, পূর্ণ বিমান,
বিজয়-ধ্বজ হেরি অরি ম্রিয়মাণ;
বরষে জলধর—শ্যামল প্রান্তর,
ফুল্ল নারী-নর শান্তি-বিধানে॥

(অন্নদা ও তয়ফাওয়ালীগণের প্রবেশ)

তয়ফাওয়ালীগণ।— (গীত)

রসনা কুটিল ফণী মানা মানে না।
জ্বলে নি যার বাসনা, কত জ্বালা সে জানে না॥
ভাবে হায় কথার কথা, বোঝে না কত ব্যথা,
সরল প্রাণে গরল ঢালে হয় না মমতা;
বুক ফেটে কালিমা ছোটে, প্রিয়জনের বুকে ফোটে,
বিষ-দাঁতে কলঙ্ক-রেখা লুকিয়ে টানে না॥

[তয়ফাওয়ালীগণের প্রস্থান।

মুরশিদকুলির্খাঁ। উহারা কোথায় চলিয়া গেল?

অন্নদা। জাঁহাপনা, ওদের আমি সঙ্গে এনেছিলেম, ওদের পুরস্কার দিয়ে বিদায় ক'রেছি।

মুরশিদকুলির্খাঁ। তোম ক্যা মাঙ্গো,—কি চাও? হাম বড়া খোস্ হুয়া।

অন্নদা। জনাব, আমি আমার স্বামী চাই, আমার কন্যার কলঙ্ক মোচন ক'র্‌তে চাই, আমি পতির সহগামিনী হ'তে চাই।

মুরশিদকুলির্খাঁ। তোমার খসম কোন্ ব্যক্তি?

অন্নদা। আপনি অঙ্গীকার করুন, তারে আপনি দেবেন?

মুরশিদকুলির্খাঁ। তোমার খসম তোমায় দেব,—এ কেমন অঙ্গীকার?

অন্নদা। আমার স্বামী আমায় গ্রহণ ক'র্‌বেন, আপনি দেখ্‌বেন, আপনি সাক্ষী হবেন, আর কিছুই নয়।

মুরশিদকুলির্খাঁ। এ ক্যা দেওয়ানা হ্যায়?

অন্নদা। না নবাব সাহেব, আমি পাগলিনী ছিলেম, এখন আর পাগলিনী নই; আমি ভিখারিণী ছিলেম, এখন আর ভিখারিণী নই! আমি কলঙ্কিনী ছিলেম, এখন আর কলঙ্কিনী নই! আমি সতী, রাজরাণী, আমি জগতে এ কথা প্রচার ক'র্‌বো, নবাব-দরবারে এই আমার প্রার্থনা।

মুরশিদকুলির্খাঁ। তোমার কথা আমি বুঝিতে পারিতেছি না, তুমি রাজরাণী—এখানে কি নিমিত্ত আসিয়াছ?

অন্নদা। নবাব সাহেব, আমার সঙ্গে একবার আসুন, এই আমার প্রার্থনা।

মুরশিদকুলির্খাঁ। কাঁহা?

অন্নদা। আমার স্বামী যেখানে ম'র্‌ছে।

মুরশিদকুলির্খাঁ। এ ক্যা বাৎ?

অন্নদা। যদি কৃপা হয়, এই ভিক্ষা দিন।

মুরশিদকুলির্খাঁ। আচ্ছা চল',—কাঁহা লে যানে মাঙ্গো?

অন্নদা। আপনি একা নয়, দরবার শুদ্ধ আসুন।

মুরশিদকুলির্খাঁ। আচ্ছা, হাম যাতে;—আউর কুছ মাঙ্গো?

অন্নদা। উদয়নারায়ণের দু'টি কন্যা আছে; তারা যেন স্বামী নিয়ে সুখে থাকে, তাদের প্রতি কোন অত্যাচার না হয়।

মুরশিদকুলির্খাঁ। আচ্ছা বিবি, কবুল।

অন্নদা। তবে আসুন, দরবার শুদ্ধ হংস-সরোবরে আসুন।

মুরশিদকুলিখাঁ। তোম কাঁহা যাতি ?

অন্নদা। আমি সে তামাসা আরও লোকদের দেখাব।

[প্রস্থান।

মুরশিদকুলিখাঁ। আও তামাসা দেখে, হিন্দুলোগকা বিচ্ মে এ'সা তামাসা বহুৎ হোতা।

[সকলের প্রস্থান।

দশম গর্ভাঙ্ক

হংস সরোবর

উদয়নারায়ণ।

উদয়। আমি কাপুরুষ,—যুদ্ধক্ষেত্র হ'তে চ'লে এসেছি—পরিণাম আত্মহত্যা ভিন্ন কি হ'তে পারে! যে অস্ত্রধারী যুদ্ধক্ষেত্র হ'তে চ'লে আসে, আত্মহত্যাই তার প্রায়শ্চিত্ত! নবাব-সমীপে আত্মসমর্পণে জীবন-রক্ষা হয়; মুসলমান হব' অঙ্গীকার ক'র্‌লে রাজ্য মান পুনঃ প্রাপ্ত হই, কিন্তু ব্রাহ্মণ হ'য়ে সনাতন ধর্ম্ম বিসর্জ্জন দেব? এ অপেক্ষা আত্মহত্যা লঘু পাপ! হলাহল, এ সময়ে তুমিই বন্ধু। তোমার সাহায্যে সকল যন্ত্রণা হ'তে নিষ্কৃতি পাবো;—বিস্মৃতির আবরণে ঘৃণা, উপহাস আর আমায় স্পর্শ ক'র্‌বে না। তীব্র হলাহল, যত্নে তোমায় লুকিয়ে রেখেছিলেম, এসো—তোমায় হৃদয়ের অভ্যন্তরে ধারণ করি। (বিষপান) এ সময়ে অন্নদাকে মনে প'ড়ছে, মাধুরীকে মনে প'ড়্‌ছে, ললিতাকে মনে প'ড়্‌ছে;—তারা কোথায় গেল? হেথা থাক্‌লে ভাল হ'তো,—একবার দেখ্‌তেম! গরলে দেহ অবসন্ন হ'চ্ছে, ক্রমে জগৎ অন্তরিত হ'চ্ছে, এই আসন্ন সময়।

(একদিকে অন্নদা, পুরঞ্জন, নিরঞ্জন, মাধুরী, ললিতা, রঙ্গলাল ও গঙ্গার এবং অন্যদিকে স্বদলে মুরশিদকুলিখাঁর প্রবেশ)

অন্নদা। বিষ খেয়েছ? তোমার মেয়ে এসেছে; ম'র্‌বার সময় ব'লে যাও যে, তোমার মেয়ে তোমার বিবাহিতা পত্নীর গর্ভে।

উদয়। তুমি আমায় ছেড়ে কোথায় ছিলে?

অন্নদা। সে সন্দেহ আমি তোমার সঙ্গে চিতে পুড়ে সকলের মন থেকে দূর ক'র্‌বো। এই দেখ, চেয়ে দেখ, আমি সেই বাসরের সাজে এসেছি। ন্যাক্‌ড়া প'রে বেড়াতেম, মড়ার ন্যাক্‌ড়া প'রে বেড়াতেম—কিন্তু এ বেশ আমি তুলে রেখেছিলেম, বাসরে পরেছিলেম আর আবার পরেছি, এবার আর বিচ্ছেদ হবে না!—চেয়ে দেখ, আমি চিতা প্রস্তুত ক'রে রেখেছি।

উদয়। অন্নদা, অন্নদা—প্রিয়ে! কাছে এসো—একবার তোমায় দেখি।

অন্নদা। (পুরঞ্জন ও মাধুরীকে দেখাইয়া) এই দেখ, তোমার মেয়েকে দেখ, তোমার জামাইকে দেখ, তুমি বড় অসুখী। এতদিন আমি মনে ক'র্‌তেম, আমি বড় দুঃখিনী, কিন্তু তোমার মত দুঃখ আমি পাই নাই। আমি পাগল হ'য়ে প্রাণ ঠাণ্ডা ক'রেছি, কিন্তু তুমি জ্ব'লেছ;—দিন দিন মেয়ের মুখ দেখেছ,—তোমার আগুন দ্বিগুণ হ'য়ে জলেছে। আমি ভুলে থাক্‌তেম,—পাগ্‌লাম ক'রে ভুলে থাক্‌তেম,—কিন্তু তুমি ভোলো নাই, তুমি বড় স'য়েছ, বড় স'য়েছ। আমিও স'য়েছি, পাগল হ'য়েও ভোলা যায় না;-আজ চিতেয় শুয়ে, দু'জনে সব ভুলে যাব। (মুরশিদকুলিখাঁর প্রতি) নবাব সাহেব, তুমি সাক্ষী,—আমি সতী, আমার কন্যার না অপবাদ থাকে।

উদয়। নবাব, এসেছেন? আমার অপরাধ মার্জ্জনা করুন; আমি কৃতঘ্ন,—তার দণ্ড আমি আপনি গ্রহণ ক'রেছি।

মুরশিদকুলিখাঁ। (রঙ্গলালের প্রতি) হকিম—হকিম! এস্‌কা কুছ দাওয়াই হ্যায়?

রঙ্গলাল। না জনাব, কালের ঔষধ নাই।

অন্নদা। নবাব সাহেব, আমায় পুরস্কার দাও—সাক্ষী হও, আমি সতী,—আমার কন্যার কলঙ্কমোচন হোক্।

মুরশিদকুলিখাঁ। তু মেরা মায়ী হ্যায়।

অন্নদা। দেখ দেখ, চেয়ে দেখ—তোমার কন্যা জামাইকে আশীর্ব্বাদ করো।

উদয়। আশীর্ব্বাদ করি, সুখী হও।

অন্নদা। (ললিতা ও নিরঞ্জনকে দেখাইয়া) এ

তোমার কন্যা, এও তোমার জামাতা, এদেরও আশীর্ব্বাদ করো।

উদয়। মা ললিতা, পতি ল'য়ে সুখে থাকো। বেটা নিরঞ্জন, আমায় মার্জ্জনা কর, আমি অনেক অপরাধে অপরাধী! অন্নদা–চ'ল্লেম! (মৃত্যু)

অন্নদা। নবাব সাহেব, সেলাম। আমার মেয়ে দুটিকে দেখো। মা ললিতা, মাধুরি! আমি চ'ল্লেম! তোরা একবার মা ব'লে ডাক্,—আমার 'মা' ব'লে ডাকা শুন্‌তে সাধ আছে! তোরা মা ব'লে ডাক্,—আমি শুন্‌তে শুন্‌তে রাজার সঙ্গে যাই!

ললিতা ও মাধুরী। মা! মা!—

অন্নদা। জগৎ জেনো, আমি অসতী নই। দাঁড়াও—দাঁড়াও—আমি যাচ্চি!

(উদয়নারায়ণকে আলিঙ্গন করিয়া শয়ন)

রঙ্গলাল। বিবিজান, সংসারে এই প্রেমের খেলা। এ খেলায় তোমার আমার কাজ নাই। ভ্রান্তি—ভ্রান্তি—ভ্রান্তি—আগাগোড়া ভ্রান্তি! তবে কাজ ক'র্‌তে এসেছি, কাজ ক'রে বেড়াই এসো। পরের দায় মাথায় নিলে, আপনার দায়ে নিশ্চিন্ত হবো, অতটা ঘোর থাক্‌বে না।

গঙ্গা। ঠিক ব'লেছিস্ বামুন!

মুরশিদকুলিখাঁ। ইঃ ক্যা—হকিম দেখো, আওরাৎ মর গিয়া?

রঙ্গলাল। হাঁ জাঁহাপনা, ও ঠিক ম'রেছে।

মুরশিদকুলিখাঁ। তাজ্জব হ্যায়! তোম লোক আপ্‌নাকা দেওতাকা নাম লেও।

সকলে। হরিবোল! হরিবোল!! হরিবোল!!!

যবনিকা

দক্ষ-যজ্ঞ

(পৌরাণিক নাটক)

[৬ই শ্রাবণ, ১২৯০ সাল, ষ্টার থিয়েটারে প্রথম অভিনীত]

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

পুরুষ

দক্ষ, মন্ত্রী, মহাদেব, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, নারদ, দধীচি, নন্দী, ভৃঙ্গী, প্রহরী, দূতগণ, প্রমথগণ ইত্যাদি।

স্ত্রী

প্রসূতি, ভৃগু-পত্নী, সতী, তপস্বিনী, চেড়ী ইত্যাদি।

প্রথম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

কানন

তপস্বিনী তপে মগ্ন—মহামায়ার আবির্ভাব।

মহামায়া। বর নে রে; পূর্ণ মনস্কাম তোর।

তপস্বিনী। মা, মা আমার!
কোথা ছিলে ভুলে মোরে?

মহামায়া। বর নে—সদয়া তোরে আমি।

তপস্বিনী। মা গো, চিরদিন রব তোর সনে,
অন্য সাধ নাহি, মা আমার;
আর কভু নাহি রহ মোরে ছাড়ি'।

মহামায়া। আজি হ'তে তুমি মম প্রধানা সঙ্গিনী।
শুন তপস্বিনি,
দেহ হ'তে যে হেতু সৃজিনু তোরে;—
আছি মুগ্ধ নিজ মায়া-পাশে;
মায়া-পাশে বাঁধিতে মহেশে
এ বেশে এ লীলা মম।
শিব নাহি বিমুগ্ধ হইলে
জীব নাহি রবে ধরা-মাঝে;
আনন্দ-উৎসব—
বহু রূপে করিব আনন্দ লীলা।
শিব-শক্তি-সঙ্গিনী হইবি তুই।

তপস্বিনী। মা, মা, অপার করুণা তব!

মহামায়া। এবে কার্য্য বাকী তোর।

তপস্বিনী। মা, মা, আর নাহি দেহ কার্য্যভার।

মহামায়া। বৎসে! শিব-পূজা শিখাইবি মোরে
হেন কার্য্য-ভার আমার বাঞ্ছিত সদা।

তপস্বিনী। মা, মা, তোরে পূজা কি শিখাব?

মহামায়া। মুগ্ধ নিজ মায়ার প্রভাবে,

দক্ষালয়ে আছি মহাদেবে ভুলি',
তুমি মোরে করিবে চেতন।

তপস্বিনী। মাতা, কোথা দক্ষ-গৃহ ?

মহামায়া। দেখ, নাহি একার্ণব আর ;
স্তম্ভিত লহর মালা,
শ্যামকান্তি ধরা শোভে তায় ;
মায়ার প্রভাবে
ভৃঙ্গ গুঞ্জে কুসুম-সৌরভে ;
রাজ্য এবে, যথা ছিল একাকার।
দিব্য আঁখি করিনু প্রদান,
উচ্চ তত্ত্ব হও অবগত,
চতুর্মুখ-অগোচর যাহা।
পদ্মা নাম পাইবি কৈলাসে,
পাইবি সুন্দর কান্তি রবি-শশী জিনি'।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

উদ্যান

(দক্ষের প্রবেশ)

দক্ষ। কি মধুর স্নিগ্ধ বায়ু পরশিছে ভালে !
মম করে আদরে অর্পিল তাত
প্রজা-স্থাপনের ভার ;
দক্ষ নাম দক্ষ জানি' দিল।
কি কৌশলে করি ভবে প্রজার স্থাপন ?
বার বার কত প্রজাপতি
কত মত করিল নির্ণয়,
কিন্তু কোন মতে
না হইল প্রজার স্থাপন।
সমাজ-বন্ধনে কেমনে মানব রবে ?

(চেড়ীর প্রবেশ)

চেড়ী। প্রভু, রাজ্ঞী যাচে রাজ-দরশন।

দক্ষ। (স্বগত) একতা বন্ধন ;
কিন্তু কোন সাধারণ প্রয়োজনে
একতা-বন্ধনে রবে জীব ধরাতলে ?
একতার মূল—প্রয়োজন।

চেড়ী। প্রভু, চাহে রাজ্ঞী চরণ-দর্শন।

দক্ষ। (স্বগত) তর্ক অতি চমৎকার,
কিন্তু দোষ মূলে ! --
প্রয়োজন বিনা,
একতা-বন্ধনে কভু না মানব রবে।
কত দিনে উঠে কথা, মায়ার বন্ধন। –
অনুমান, অনুমান—
যুক্তি মাত্র নাহি তাহে ! –
মায়া—মায়া !
কিবা মায়া, কহ, কে বা জানে ?
মায়া বলি' বর্ণনা যাহার,
মায়া নাম দিলে তারে,
এ সংসারে মায়া নয় কিবা ?
তুমি মায়া, আমি মায়া,
মায়া ব্যোম তরুলতাগণে।
তবে মায়ার বন্ধনে
কি হেতু না রহে নর ?

চেড়ী। দেব !

দক্ষ। (স্বগত) অযৌক্তিক কথা –

[চেড়ীর প্রস্থান।

মায়ার বন্ধন,
শিশুকালে ঘুমাইতে উপকথা !—
কিবা সাধারণ নরে,
হিত-চিন্তা সাধারণ সবাকার
নিজ হিত-হেতু—
ডরে নরে রহিতে সংসারে,
যে সংসারে মৃত্যু-ভয়।
অনাচার মৃত্যুর কারণ—

(প্রসূতির প্রবেশ)

প্রসূতি। নাথ, এস ত্বরা, একা আছে সতী।
নাথ,
না জানি গো কেন মম কপাল ভাঙ্গিল !

দক্ষ। রাজ্ঞি,
সতীর বিবাহ ভুলি নাই, প্রাণেশ্বরি !

(সতীর প্রবেশ)

সতী। মা, আর ত শোব না ;
একা রেখে এলে তুমি !
পিতা, পিতা—

দক্ষ। সতি, আমি ছেলে তোর,—
আর ক'টি আছে ছেলে ?

প্রসূতি। নাথ, ধরি পায়,
এ কথা সতীরে পুনঃ না জিজ্ঞাস, প্রভু ;
আয়, মা আমার !

দক্ষ। কি হ'য়েছে, রাণী ?

প্রসূতি। নাথ, আজি গোধূলির বেলা
সতী মোর খেলিতে খেলিতে
মা ব'লে আইল ধেয়ে ;
বদন মুছিনু, চাঁদমুখ চুমিনু যতনে,
কোলে ল'য়ে বসিনু তরুর তলে—

দক্ষ। কি হ'য়েছে মা আমার ?

সতী। শুয়েছিনু মা'র কাছে,
একা রেখে এলেন জননী,
তাই আইনু উপবনে।

প্রসূতি। নাথ, না শুনিলে কেমনে বুঝিবে ?
কোলে ল'য়ে সুধাইনু সতীরে আমার,
"কত পুত্র আছে তোর ?"
উঠি' দ্রুত বিল্বমূলে বসিল সহসা ;
শত রবি-ছবি ফুটিল উদ্যানে অকস্মাৎ ;
নাহি সতী আর,
উজ্জ্বল কিরণময়ী প্রতিমা সুন্দর !
কত শত ব্রহ্মা বিষ্ণু, শিব লোটে পায় ;
করযোড়ে তিনলোকে
"মা" ব'লে ডাকিছে ;
হাস্যময়ী করুণা প্রতিমা,
কৃপাকণা সবারে দানিছে ;
আনন্দে নাচিছে সবে !
"সতী, সতী" বলি উচ্চৈঃস্বরে,
অচেতন হইনু, প্রভু !
"সতী" ব'লে জাগি পুনঃ ;
পাশে শুয়ে মা আমার !
কেন হেন সতীরে হেরিনু, প্রভু ?

দক্ষ। মহিষি, কি অসুস্থ শরীর তব ?

প্রসূতি। নাথ, ব্যাকুল উন্মাদ প্রাণ মোর।
মা হ'য়ে কি দেখিনু নয়নে ?
জীবিত যে'জন,
দেবীরূপে দেখিলে তাহারে,
অকল্যাণ হয় তার।

দক্ষ। তব মন-তৃপ্তি হেতু,
যাগ-যজ্ঞ—
যেবা কার্য্য ইচ্ছা তব কর, রাণি !
রাজমন্ত্রী করিবেক আয়োজন ;
কিন্তু জেনো মাত্র স্বপন কেবল।
(স্বগত) আহা, কি সুন্দর বায়ু !
নিদ্রা মম আসে চ'খে।
কোথা ছিনু ?—
হাঁ, অনাচার-নিবারণ।

প্রসূতি। স্বপ্ন নহে নাথ, করি নিবেদন।

দক্ষ। জেনো স্থির, স্বপ্ন বিনা কিছু নহে আর।
স্বপনের কথা কি কব তোমারে রাণি ?
আজি নিশা-অবসানে হেরি—
স্বর্ণময়ী ঝিয়ারী আমার,
অর্পি ভোলানাথ-করে।

সতী। ভোলানাথ ? কে সে, পিতা ?

দক্ষ। ভুল সৃষ্টি আপাদমস্তক,
আপাদমস্তক ভোলা !

সতী। সকলই কি যায় ভুলে ?
যদি কেহ কহে কটু,—
তাও যায় ভুলে ?

দক্ষ। (স্বগত) অনাচার-নিবারণ—

সতী। পিতা, পিতা, সকলই কি যায় ভুলে ?

দক্ষ। হুঁ।
(স্বগত) কিসে হয় অনাচার-নিবারণ ?

সতী। আমি বড় ভালবাসি তারে।
ভুলে যায় ; কে খাওয়ায় অন্ন-পানি ?

দক্ষ। রাণি ! তব আজ্ঞা পাইলে সচিব,

যাগ-যজ্ঞ আয়োজন,
কিম্বা
সতীর কল্যাণে অন্য যেবা প্রয়োজন,
সাধ্যমত ক'রে দিবে সমাধান।
কিন্তু জেনো স্থির,
স্বপ্ন মাত্র. অন্য কিছু নয়।

সতী। পিতা, কেবা দেয় অন্ন-পানি ?

দক্ষ। ভূতে।
সতি, আসি কার্য্য-গৃহ হ'তে ;
উপকথা ক'বি,
ঘুম পাড়াইবি তুই।
যাও গৃহে।
(স্বগত) মন্ত্রিগণে কি যুক্তি দানিবে ?
বিরলে করিব স্থির।

[প্রস্থান।

সতী। ও মা, ভূত কি, মা ?
ভূতে কেন দেয় অন্ন-পানি ?

প্রসূতি। বল দেখি মা আমার,
কত অন্ন করিলি রন্ধন ?

সতী। কি কব গো কত অন্ন করিনু রন্ধন,
কত জনে দিনু, মাতা !
কিন্তু ভোলানাথে না দেখিনু।

প্রসূতি। আয় কোলে, ঘুমা', মা আমার।

সতী। বল না, মা, কোথা ভোলানাথ ?

(তপস্বিনীকে লইয়া চেড়ীর প্রবেশ)

চেড়ী। রাজরাণি, এই সেই তপস্বিনী,
ভৃগুপত্নী ব'লেছেন যাঁর কথা।

সতী। হাঁ মা, ভোলা কে, মা ?

তপস্বিনী। (স্বগত) মা আমার ব্যাকুলা ভোলার তরে,
শিবপূজা কি শিখাব তোরে !

প্রসূতি। (স্বগত) এ কি অপূর্ব্ব যোগিনী !
নলিনী-নিন্দিত-কায়া,
নবীন বয়সে কেন উদাসিনী বালা !
(প্রকাশ্যে) গোধূলিতে দেখিয়াছি অলক্ষণ।
শুনিলাম ভৃগুপত্নী-মুখে,
তব অঙ্গের সৌরভে
মহারোগী পাইল পরিত্রাণ ;—
তনয়ারে অর্পি তব পায়।
দেবী-মূর্ত্তি দেখিয়াছি দুহিতার !
সতি, নে মা পদধূলি।

(সতী কর্ত্তৃক তপস্বিনীর পদধূলি গ্রহণ)

তপস্বিনী। (স্বগত) শিব, শিব, শিব !
(প্রকাশ্যে) শঙ্কা ত্যজ রাজরাণি ;
কল্যাণী তনয়া তব ;
অকল্যাণ কভু না সম্ভবে।

প্রসূতি। ভগবতি ! তব মধুময় বাণী
অমৃত দানিল প্রাণে।
ক্ষম, মা, আমারে—
কেন, মা গো,
বিভূতি মাখিলি কিশোর-কায় ?

তপস্বিনী। মাতৃমন্ত্রে দীক্ষা মম, রাজরাণি !
প্রসবি জননী,
পলাইল অর্ণবে ভাসায়ে মোরে ;
অভাগিনী, তবু নাহি গেল প্রাণ।
মা'র তরে আমি উদাসিনী,
কোথায় জননী ?
মা ব'লে নিয়ত কাঁদি।
মাতৃমন্ত্র সাধি,
দেব-দেবী নাহি করি উপাসনা।
মুখে মা'র নাম মম অবিরাম,
যে শুনে বাসনা পূরে তার ;
কিন্তু মম জননী কঠিনা,
না পূরায় মনস্কাম মম।

প্রসূতি। (স্বগত) এ কি উন্মাদিনী ?
(প্রকাশ্যে) ভগবতি,
অপূর্ব্ব কাহিনী তব !

তপস্বিনী। ভৃগুর রমণী
প্রেরিলেন মোরে তব পুরে ;
কার্য্য কিবা আদেশ', মহিষি !

প্রসূতি। হেন কার্য্য কর, ভগবতি,
হয় যাহে সতীর কল্যাণ।

যদি তব হয় অভিমত,
পবিত্র করুন পুরী
কয় দিন রহি' এই স্থানে।
তপস্বিনী। রব তব আদেশে, মহিষি!
প্রসূতি। সতি, আয় মা আমার;
ভগবতি, কৃপা করি আসুন সংহতি।
[সকলের প্রস্থান

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

কক্ষ

দক্ষ আসীন।

দক্ষ। এত দিনে পারিনু বুঝিতে
কেন প্রজা না হ'ল স্থাপন—
শিবপূজা সৃষ্টিনাশ হেতু।
বিরিঞ্চির ঘটিয়াছে বুদ্ধি-ভ্রম!
আজ দেখি দক্ষপুরে
স্বপনের অধিকার।
প্রাতে স্বপ্ন অর্পি দুহিতায় হরে,
গোধূলিতে কন্যা দেবী হেরে রাণী,
রজনীতে বিধাতার আকিঞ্চন,
অর্পি কন্যা ভাঙ্গড়ের করে।
অনাচার-নিবারণ, শিবের দমন,
অগ্রে প্রয়োজন;
মৃত্যু-নিবারণ,
সংসারে উচিত আগে;
নহে, ক্ষণস্থায়ী পুরে—
কি সুখে রহিবে জীব?
লয়কর্ত্তা শিব;
লয় নিবারণ না হবে কখন,
অনাচারী শিব-নিবারণ বিনা।
(প্রসূতির প্রবেশ)
প্রসূতি। নাথ!
এখন' কি হয় নাই নিদ্রার সময়?
দক্ষ। ভাবি, প্রাণেশ্বরি, কি উপায় করি,
সতীর না মিলে বর।
হেন হার নন্দিনী আমার,
কার গলে করিব অর্পণ,
নিশি-দিন তাই ভাবি মনে।
পুনঃ ডরি,
বিলায়ে কুমারী,
কেমনে রহিব বল!
সতী মম নয়নের নিধি,
যে অবধি সতী মোর ঘরে,
প্রজাপতি-বরে দক্ষ প্রজাপতি আমি।
সর্ব্বসুলক্ষণা সতী,
বিষ্ণুরে না করিব অর্পণ—
পাবে সতিনীর জ্বালা।
প্রসূতি। প্রভু, না হও উতলা,
যবে জন্মিল তনয়া,
বর তার অবশ্য জন্মেছে।
দক্ষ। কোথা বর?
তিন পুরে কিবা মম অগোচর?
সতী-যোগ্য উপযুক্ত পাত্র কেবা,
যারে কন্যা করি' দান
কুল-মান হইবে উজ্জ্বল,
নন্দিনী রহিবে সুখে!
অকলঙ্ক শশিকলা সম
কন্যা বাড়ে দিন দিন,
ভাবি মনে পাছে হয় জাতি-নাশ।
প্রসূতি। সতীর যে বর, সামান্য সে নয় কভু।
দক্ষ। কর্ত্তব্য আমার—উপযুক্ত পাত্রে দান।
প্রসূতি। প্রভু, কোন্ কন্যা ক'রেছ অপাত্রে দান,
সতীরে অপাত্রে দিবে?
সতী তব সর্ব্বস্ব রতন,
আদরে তোমার না পারি বারিতে তারে।
দক্ষ। শুন প্রিয়ে, রহস্য নূতন,
ব্রহ্মা কন, ভাঙ্গড়ে অর্পিতে;—
যোগাযোগ দেখেছেন সার,

সতী যাবে ভাঙ্গড়ের গৃহে—
তোমারে আমারে নাহি ক'য়ে!

প্রসূতি। ভাঙ্গড় কে, প্রভু?

দক্ষ। পিশাচপতি, পিতামহ মম,
শুভ্রকান্তি বলদ-বাহন!

প্রসূতি। মহাদেব?

দক্ষ। মহাদেব!
চতুর্ম্মুখ শিখায়েছে নাম তবে।

প্রসূতি। প্রভু, রহি অন্তঃপুরে,
কে কেমন পাত্র নাহি জানি;—
লোকে কহে, মহাদেব।

দক্ষ। অনাচারী লোকে কহে।
পড়িলাম বিষম ব্যাপারে—
সভাস্থলে মহা অনুরোধ বিরিঞ্চির,
না দিলেই নয় শিবে সতীরে আমার।
তনয়ায় অধিকার তব;
মতামত সুধাই তোমায়,
পিশাচে কি দিব দুহিতায়?

প্রসূতি। প্রভু, কি হেতু উতলা?
বাড়িল রজনী, শ্রম দূর কর আজি।

দক্ষ। ক'ন বিধি, ঘটনার স্রোতে
কন্যা মম মিলিবে হরের সনে।
না জানি কি
জোটাজোট আছে তাঁর মনে!

প্রসূতি। নাথ, ত্রিকালজ্ঞ তাত!
কি জানি কি ঘটে নাথ,
দৈবের প্রবাহে।

দক্ষ। দৈবের প্রবাহ?
তবে কেন মোরে অনুরোধ?
শুন, দেবি,
কোথায় ঘটনা-স্রোত
ঘটনা না করিলে সৃজন?
আজি যদি অন্য পাত্রে করি আমি দান,
কোন্ দৈব-বলে তাহা হইবে লঙ্ঘন?
দৈব, শুনি, বিধির লিখন;
ছিল উচিত ধাতার
লিখিতে কন্যার ভালে বর অনুমত।
এবে লিপি-পূর্ণ বাসনা তাঁহার,
এই হেতু এত অভিযোগ।

প্রসূতি। ভাল মন্দ বিচার উচিত, প্রভু;
উতলার কার্য্য ইহা নহে।

দক্ষ। শুন, যেবা ক'রেছি মনন,—
স্বয়ম্বরা করিব সতীরে;
যারে অভিরুচি,
তারে মাল করিবে অর্পণ।

প্রসূতি। যদি বলে, মহাদেবে?—
অপূর্ব্ব দৈবের লীলা!

দক্ষ। কি? আমার অঙ্গজা,
কুৎসিত প্রকৃতি কভু তারে না সম্ভবে,—
আছে তার পুরীষ-কুসুম-জ্ঞান।

প্রসূতি। প্রভু, উদ্বিগ্নের নহে এ মন্ত্রণা।

দক্ষ। রাণি, তব মতে নিতান্ত অযোগ্য আমি।
ধরা-মাঝে সম্বন্ধ-স্থাপনা ভার
মোরে দিয়াছেন ধাতা।
ভাব কি, মহিষি,
কন্যার সম্বন্ধে হ'বে মতিভ্রম মোর?
ভাব যদি বিধাতার বাক্য হেতু,
আমি পাত্র নাহি করি স্থির,
রুচিমত কন্যা বাছি' ল'বে বর,
লিপিপূর্ণ হউক আপনি,
নাহি করি প্রতিরোধ;
কিন্তু প্রস্তরে বাঁধিয়ে কর-পদ,
ফেলিব অতল জলে,—
পিতা হ'য়ে না পারিব।
স্বয়ম্বরে কি তব অমত?

প্রসূতি। তব পদ বিনা সংসারে কি জানি প্রভু?
বাস অন্তঃপুরে, কার্য্য মম তব সেবা।
প্রভুর যে মত,
অন্য মত কেমনে করিবে দাসী?
নারী জাতি,—সদা শঙ্কা হয় মনে,
কর নাথ, যে বা ভাল হয়।
স্বয়ম্বরে ধাতার কি মত?

দক্ষ। সুধি রাণি, তব মতামত,
তাঁর মত পশ্চাৎ সুধিব।
কন্যা যদি হয় দুঃখভাগী,
ভালমন্দ তাঁরে না লাগিবে,
কাঁদিবে তোমার প্রাণ।
প্রসূতি। সকলের অধিকারী, নাথ, তুমি মম ;
মম মত অপেক্ষা কি আর ?
দক্ষ। ভাল, তব অভিমত
আজই করি আয়োজন।
[দক্ষের প্রস্থান।
প্রসূতি। মা গো নিস্তারিণি,
না জানি কি আছে তোর মনে।
মম সতীর বিবাহে,
পিতা পুত্রে কেন হয় কথান্তর ?
কেন রাজা সহসা উতলা ?
দেবদেব মহাদেব কহে লোকে,—
বিরিঞ্চির অভিমত বর।
[প্রসূতির প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

উদ্যানস্থ বিল্বমূল

তপস্বিনী আসীনা।

তপস্বিনী। ওরে নবীন নয়ন,
মা'র বরে হও প্রস্ফুটিত ;
হের, বিস্মৃতি-কালের দ্বার
উদ্ঘাটিত সম্মুখে তোমার।
এ কি, একাকার একার্ণব !
মহান্ উদ্ভব কে পুরুষ তিনজন ?
হের, হের,
তব ভাতি সম তরুণ তপন হের,
ফোটে শশী নবীন জীবনে,
ঝিকি ঝিকি ঝকে তারাগণ !
দেখ, দেখ নবীন পবন
দ্বন্দ্ব করে নীর সনে !
হের, তরঙ্গ বিশাল ;
দেখ, দেখ, স্তম্ভিত লহর-মালা।
নাহি আর বিলোল লহরী,
সোপানিত ধবল কৈলাস ;
হৃদাকাশে বিকাশে নবীন ছবি ;
কে রে বামা হর-উরু' পরে ?
ডরে না পবন চলে !
আহা এলোকেশী—
দোলে রাঙা পা দু'খানি !
আহা, রজত মৃণাল-করে
বামারে কে আদরে রে ধ'রে
কায় কায় ? মুখপানে চায়,
না ফিরে নয়ন আর !
ছি ! ছি ! লজ্জাহীন কেমন সন্ন্যাসী ?
উলঙ্গ, কি রঙ্গ—হের !
এ কি, ঘোর আবরণ !
রে নয়ন, আর না দেখিতে পাই !

(সতীর প্রবেশ)

সতী। একাকিনী হেথা তুমি তপস্বিনী ?
শুন গো যোগিনি,
বড় মম অন্তর ব্যাকুল ;
ভোলা কে গো, তাই ভাবি মনে ;
সুধালে, জননী উত্তর না দেন মোরে।
ভগবতি, জান যদি কহ মোরে
ভোলানাথ কে বা ?
তপস্বিনী। ভোলা প্রেতপতি ;
পিশাচ-সংহতি নিয়ত শ্মশানে ভ্রমে ;
ব্যাপ্ত চরাচর—
ভোলা দিগম্বর,
বিভূতি-ভূষিত কায় ;
ফণী আভরণ, ধরণী শয়ন,
বলদ বাহন ভোলা,
তার তরে কি হেতু উতলা, সতি ?
সতী। শুন তপস্বিনি,
দেখাইতে পার কি ভোলারে ?

ভোলা কেন গো সন্ন্যাসী ?
হয় সাধ মনে, আনি তারে,—
করি তারে গৃহবাসী।

তপস্বিনী। নাহি জানি, কি ভাবে সন্ন্যাসী ;
দিবানিশি ভাঙ্গ-পানে নয়ন মুদিত,
কারো সনে কথা নাহি কন,
অনশনে একা রহে বসি।

সতী। আহা তাই ভোলানাথ নাম,
ভুলে থাকে নয়ন মুদিয়ে।
শুন, তপস্বিনি,
তোমা সম পাইলে সঙ্গিনী,
যাইতাম দেখিবারে ভোলানাথে।
কালি যবে দেখিনু তোমারে,
গলা ধ'রে কাঁদিতে হইল সাধ ;
কিন্তু অঙ্গস্পর্শ মানা তব,
আছে মাত্র চরণ ছুঁইতে।

তপস্বিনী। ও গো, তোরই আশে,
যোগিনীর বেশে আছি যুগ-যুগান্তর।
কোল দে গো,
আর তুমি ঠেলো না চরণে।

সতী। তপস্বিনি,
মোর তরে এসেছ এখানে ?
জানিতে কি একাকিনী হেথা আমি ?
রহিবে কি হেথা চিরদিন ?

তপস্বিনী। অন্য আশ নাহি কিছু মনে।

সতী। কভু অপরাধ নাহি ল'বে ?
ভালবাসি যোগিনি, তোমারে।

তপস্বিনী। নাহি রব,
সখী না বলিলে মোরে।

সতী। সখী তুমি হবে মোর ?
সখি, কখন না র'ব আমি—
তোমারে ছাড়িয়ে।
চল যাই দেখি গিয়ে কোথা ভোলানাথ।

তপস্বিনী। ভোলানাথ মহেশ্বর হর,
সর্ব্বত্র বিরাজমান।

সতী। কই তবে, কই ভোলানাথ ?
ভাগ্য মানি, তুমি তপস্বিনী,
কেমনে দেখিলে তাঁরে ?
সখি, আমি কভু না দেখিব।
মহেশ্বর দেখা কি দিবেন মোরে ?
সখি, আর না কাঁদিব,
কেন বা কাঁদিব ?
মহেশ্বরে কোথা দেখা পাব ?
ও গো, মহেশ্বর কেন গো শ্মশানবাসী ?

তপস্বিনী। কোথা আর আছে তাঁর স্থান ?
ব্রহ্মলোক, গোলোক, অমরপুরী,
বিতরি অমরগণে,
ভূত প্রেত সনে শ্মশানে করেন বাস ;
হীন জনে স্নেহ অতি তাঁর ;
ভূতগণে দেন আলিঙ্গন।

সতী। সখি,
আমি ভোলানাথে ভালবাসি,
তিনি ভালবাসিবেন মোরে ?
হীন জনে স্নেহ তাঁর !

তপস্বিনী। এস সখি, বিল্বমূলে বসি দুই জনে,
করি সুখে শিব-গুণ-গান,—
শুনি তোর স্বর কাতর অন্তর,
দিগম্বর হইবে উদয়।
পরাণ ভরিব,—
শিব-দুর্গা একত্রে দেখিব;
ভুলে যাব যত দুখ দেছ আগে।

(উভয়ের জানু পাতিয়া করযোড়ে গীত)

আশা-যোগীয়া—একতালা।

ফিরে চাও, প্রেমিক সন্ন্যাসী।
ঘুচাও ব্যথা, কও না কথা,
কা'র প্রেমে হে উদাসী ?
র'য়েছ মত্ত ধ্যানে,
তত্ত্ব তোমার কেবা জানে ?
অনুরাগী সুধাই যোগী,
প্রাণ দিলে কি লও হে আসি ?

(বিল্বমূলে সতীর মাল্য প্রদান)

(মহাদেবের আবির্ভাব)

তপস্বিনী। সখি !

ওই তোর এলো দিগম্বর,—
নটবর কি মোহন কায়!

তপস্বিনী। (গীত)

সিন্ধু-ভৈরবী—একতালা।

এল তোর খ্যাপা দিগম্বর,
ওলো রাখিস্ ধ'রে।
বড় সেয়ানা খ্যাপা, প্রাণ চুরি ক'রে
যেন যায় না স'রে।
প্রেমে ভোলা, প্রাণ হাতে নে না,
আগে দিও না প্রাণ, তোরে করি মানা;
খ্যাপা বেদনা বোঝে না লো,
মজায় যারে, তারে কাঁদায় এম্‌নি করে।

মহাদেব। সতি, তোর মালা গলে মোর;
মালা নে রে, পতি তোর আমি,
ওরে ভিখারীর অমূল্য রতন!

(মহাদেব কর্ত্তৃক সতীর গলায় মাল্য প্রদান)

সতী। সখি, সখি, কোথা তুমি?

মহাদেব। কথা কও, কর হে করুণা,
যুগে যুগে পিপাসী, প্রেয়সি, আমি;
প্রাণেশ্বরি, চাও ফিরে চাও,
হৃদয় জুড়াও;
দেখ চেয়ে, সন্ন্যাসী রে তোর তরে।

সতী। প্রভু, ভোলা তুমি, ভুল না আমারে।

মহাদেব। ভোলা আমি তোর ধ্যানে সতি!

(মহাদেবের অন্তর্দ্ধান)

সতী। কই সই, কোথা গেল দিগম্বর?

তপস্বিনী। স্বয়ম্বরে পাবে সতি, হরে;
আর কভু না হবে বিচ্ছেদ।

সতী। পদ্মমুখি!
আজি হ'তে পদ্মা তোর নাম।
সখি, স্বয়ম্বর কিবা?

(প্রসূতির প্রবেশ)

প্রসূতি। ভগবতি, প্রণমি চরণে।
সতি, মা আমার,
একাকিনী পলায়ে এসেছ হেথা?
কোথা, তোরে খুঁজিয়ে না পাই।

সতী। মা গো, কারে বলে স্বয়ম্বর?

প্রসূতি। বিয়ে হবে তোর।
(স্বগত) স্বয়ম্বর নাহি জানে,
হেন কন্যা কেমনে হইবে স্বয়ম্বরা;
কি ব'লে বুঝাব নৃপে?

সতী। বিয়ে কি, মা?

প্রসূতি। দেবি,
নাহি জানি কত আছে সতীর কপালে।
উন্মত্ত ভূপতি,
চান স্বয়ম্বরা করিবারে তনয়ারে।
কন্যা, বিয়ে কিবা নাহি জানে!
মা গো, সাধ হয়, যাই মা বসতি ত্যজি'।
আজি স্বয়ম্বর-দিন; আসিতেছে দেবগণে।

তপস্বিনী। নাহি ভাব, রাজরাণি;
দৈবের প্রবাহে কন্যা বাছি লবে বর।
সতি, বর তোর হবে আজি;
সভামাঝে যার গলে দিবি পুষ্পমালা,
সেই তোর হবে বর।

সতী। বর কি গো সখি, দিগম্বর?

তপস্বিনী। যার ঘরে চিরদিন রবি,
আদরে যে রাখিবে তোমারে,
মালা দি'বি তার গলে।

সতী। মালা দিব?
দেখ, দেখ গো জননি,
মহেশ্বরে দিছি মালা;
আর মালা দিব কার গলে?
হর বিনা কার ঘরে রব?

প্রসূতি। সতি, গৃহে যাও, মা আমার;
কথা ক'ব তপস্বিনী সনে।

সতী। মা গো, ভোলা যদি ভুলে থাকে মোরে?

প্রসূতি। দেবি, উপায় না দেখি আর।
শুন, তপস্বিনি,
যে হেতু এ স্বয়ম্বর আয়োজন;—
কালি সভাতলে বিরিঞ্চি আইল,
রাজারে কহিল কন্যা দিতে মহাদেবে।
কি কব মা, অদৃষ্টের গুণ,—

শিবদ্বেষী মহারাজ,
কহে, মহা অনাচারী হর,
স্বয়ম্বর করে আয়োজন
বিধিবাক্য করিতে খণ্ডন,
শিবে নিমন্ত্রণ নাহি দিল দক্ষপতি।
হায়! বিধি-লীলা কে বুঝিতে পারে?
কন্যা মোর উন্মত্ত হরের তরে,
বালিকা ব্যাকুলা পতি-আশে!
মা গো, কাঁপে কায় তনয়ার দশা ভাবি।
রাজা যদি শোনে—হর বর চাহে সতী,
সতী সনে তখনি পাঠাবে বনে!
যদি পতি-পদে থাকে মোর মতি,
মোর গর্ভে সতী—
মহেশ্বর বিনা,
বরমাল্য নাহি দিবে অন্যজনে;
ক্রোধে রাজা সতীরে ত্যজিবে।

(সতীর মূর্চ্ছা)

এ কি! এ কি! সতি! সতি!
তপস্বিনি, দেখ গো কি হ'লো!

তপস্বিনী। (কর্ণমূলে) উঠ সতি, ডাকে তোর দিগম্বর।

সতী। (বিভোর অবস্থায়) কোথা হর? মা গো,
গিয়েছিনু—গিয়েছিনু তনু ত্যজি
ধবল-শিখর, শিব-নিন্দা নাহি তথা।

প্রসূতি। দেবি, কি আছে অদৃষ্টে মোর?

তপস্বিনী। সকলি হইবে শুভ ভেব না মহিষি!
ভেব না কন্যার তরে;
গৃহে চল কন্যা সাজাইতে।

প্রসূতি। দেবি, আশ্বাসে তোমার বাঁধি প্রাণ;
পুণ্যবলে পেয়েছি তোমার দেখা।

তপস্বিনী। এস, সখি, আজি স্বয়ম্বর দিন—
আজি পাবি দিগম্বরে।

[সতী ও তপস্বিনীর প্রস্থান।

প্রসূতি। 'সখি!' কে এ তপস্বিনী?
ভৃগুপত্নী কহিল অশেষ গুণ।
হেরি ছবি স্নিগ্ধ হয় প্রাণ,
কথা সুধা করে বিতরণ।
শুনিয়াছি, সতীর বিবাহে
মায়া আসিবেন ভবে;
এই কি সে মহমায়া তপস্বিনী বেশে।
অকস্মাৎ কোথা হ'তে এলো বামা!
হায়! শুভ হয়, তবে বুঝে মন।

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

স্বয়ম্বর সভা

ব্রহ্মা, নারদ, দক্ষ, মন্ত্রী ও দেবগণ আসীন।

নারদ। সতী নামে রাজার কনিষ্ঠা সুতা,
স্বয়ম্বরা হবে আজি;
বর-মাল্য যার গলে দিবে,
কন্যা তারে অর্পিবেন দক্ষরাজ।
সাক্ষ্য হও, হে দেবসমাজ,
নিজ পতি বাছি লবে সতী।

দক্ষ। শুন, শুন, সভাস্থ সকলে,
কন্যা মম অতুলনা ধরামাঝে,
যার গলে বর-মাল্য দিবে,
জামাতা সে হবে মোর।
হের, হেমাঙ্গিনী চম্পকবরণী,
সভামাঝে নন্দিনী আসিছে।

ব্রহ্মা। দেখ চেয়ে দেখ দেবগণে,
কিরূপে মা ক্ষীরোদবাসিনী
শিব-সীমন্তিনী বিরাজেন দক্ষপুরে!

(সতীর প্রবেশ)

দেখ, দেখ রে নয়ন ভরি,
কৃপাময়ী করুণা বিস্তারি,
আধ হাসি, আদরে সন্তানে!
হের মহামায়া সদয়া আপনি,—
অবনী রাখিতে, শিবে বিমোহিতে,
জীবে দিতে পরিত্রাণ,

দেহ-পাশে বদ্ধ সনাতনী।
স্বয়ম্বরে ডাক রে "মা" ব'লে।

সকলে। জয় জয় জগতজননী!

দক্ষ। আজি দক্ষপুরে স্বপনের অধিকার!
বিরিঞ্চির বুঝহ বিচার।
এ কি, দেবগণ জ্ঞানহত!
দুগ্ধের কুমারী,—
"মা" ব'লে ডাকিছে তিনলোক!
পদ্মযোনি, সত্য মায়া উদয় সংসারে,
নহে,
কি প্রভাবে ভুলাইলে এ দেবমণ্ডলে?
বুঝিয়াছি বাসনা তোমার,—
লিপি পূর্ণ করিবে কৌশলে।
ভুলাইতে ছলে এ দেবমণ্ডলে,
কহ কন্যা 'ক্ষীরোদবাসিনী"।
সত্য মানি তব বাণী—
তিনলোক জননী কহিছে;
কিন্তু তব না পূরিবে মনস্কাম—
নিমন্ত্রণ নাহি দিছি হরে;
জেনো স্থির, শিব হেতু নহে কন্যা মোর।
শুন পুনঃ সভাস্থ সকলে,—
যার গলে তনয়া অর্পিবে হার,
হোক হীন, হোক নীচাচার,
কদাকার কিম্বা হীন জাতি কিবা,
তারে কন্যা করিব অর্পণ।
কে জননী ক্ষীরোদবাসিনী?
দেখ চেয়ে দুহিতা আমার।
বিরিঞ্চির বোলে
মাতৃভাব উদয় যাহার,
স্বয়ম্বরে তার নাহি প্রয়োজন।
সতি, মা আমার, কর মাল্যদান
যারে তোর লয় প্রাণ।
নাহি ভয়, যে হয় সে হয়,
আদরে রাখিব দক্ষপুরে।

সতী। পিতা, কোথা তুমি?
হের, হেরি শূন্য সব—
বিনা ভোলানাথ মোর।
কোথা হর—কোথা দিগম্বর?
বরমাল্য পর গলে,
কৃপা কর প্রমথ-ঈশ্বর,
পুনঃ হার ধর গলে,
বিল্বমূলে দিয়েছি হে একবার,
ধর হার লহ হৃদয় আমার।
কোথা ভুলে আছ, ভোলানাথ?
মালা ধর, হর, প্রাণেশ্বর!
(মালা দান ও মালার শূন্যে অন্তর্দ্ধান)

দক্ষ। নহে দিবা—নিশ্চয় রজনী!
বারিপাত্র দেহ মোরে।
দেখ চেয়ে, দক্ষপুরে পিশাচ নামিছে।

(মহাদেবকে বেষ্টন করিয়া প্রমথগণের গীত গাহিতে গাহিতে প্রবেশ)

(মহাদেবের সতীর পার্শ্বে দণ্ডায়মান)

ঝিঁঝিট—খাম্বাজ

বাবা সঙ্গে খেলে, মা নেবে কোলে।
আয় সবাই মিলে, ডাকি "জয় মা" ব'লে॥
বাবা পাগল ভোলা, মা পাগলী মেয়ে,
কত রাঙ্গা মা, ওরে দেখ রে চেয়ে;
ধেই ধেই ধেই, আয় ধেয়ে ধেয়ে,
মা পেয়েছি রে, আমরা মায়ের ছেলে॥

মহাদেব। সতি, সতি, পর এ ধুতুরা-হার।

ব্রহ্মা। পুলকে দেখ রে তিনলোক,
শিব-শক্তি ধরামাঝে!
হবে ভবে প্রজার রক্ষণ,
হৈমবতী আপনি জননীরূপে।

দক্ষ। লিপি পূর্ণ হইল, ধাতা, তব।
ভাল হ'ল, মিটিল জঞ্জাল;—
প্রজা রক্ষা হবে ভবে
আপনি কহিলে।
এবে দক্ষপুরে কার্য্য বাকী কি বা?

ব্রহ্মা। বৎস,
তব ভাগ্য বর্ণনা না হয়,

আছ তুমি মায়া-বলে,
বিস্মৃত সকলি।
মহামায়া কন্যা-রূপে ঘরে,—
তপ-ফলে পাইলে কুমারী
সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কারিণী,
মায়ার বন্ধন বিনা সৃষ্টি নাহি রয়,
তাই মাতা উদয় তোমার গৃহে।

দক্ষ। হর বর তার শুনিতেছি কয় দিন।

ব্রহ্মা। প্রত্যক্ষ দেখিছ, তাত!

দক্ষ। ধাতা!
সজ্ঘটন সকলি তোমার,
কিন্তু তব কার্য্যে—
মহাকার্য্য ফলিবে আমার।
স্বার্থশূন্য দক্ষ প্রজাপতি,
প্রচার হইবে ভবে,—
ধাতা, আজি হ'তে মমতা করিনু ছেদ।
হে সচিব,
সম্প্রদান-আয়োজন করহ সত্বর,
পণে বদ্ধ সভামাঝে আমি।

[দক্ষের প্রস্থান।

(প্রমথগণের গীত)

খাম্বাজ—কাওয়ালী।

আয়, জবা আনি, নইলে কি দিব পায়?
সোণা সাজে না রে মা'র রাঙ্গা পায়!
দেখ রে বাবার যেমন, তেম্‌নি মায়ের চরণ,
তেমনি রাঙ্গা, তেম্‌নি মনের মতন;
আয় রে "মা" ব'লে চরণে লুটাবি আয়।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

কক্ষ

দক্ষ ও প্রসূতি।

দক্ষ। রাণি,
আজি হ'তে সতী নামে কন্যা নাহি তব;
কৈলাস-শিখরে নাহিক তনয়া আর—
তথা মাত্র শত্রুর আবাস।
হা ধিক্,
হেন অপমান ছার দুহিতার হেতু।

প্রসূতি। মহারাজ, অবলারে করহ মার্জ্জনা,
এ দারুণ শেল হৃদে কেন হান, প্রভু?
সতী মম অন্তরের সার।

দক্ষ। যদি প্রভু তব,
আজ্ঞা মম নাহি কর হেলা,—
দক্ষগৃহে সতী নাম কেহ নাহি করে আর।

প্রসূতি। নাথ, সতী অতি দুখিনী আমার,
কেন তারে হও বাম?

দক্ষ। ইচ্ছা মম।
কেন? কেন বাম?—
জিজ্ঞাসিতে—
কে দিয়েছে অধিকার, রাণি?
আমি—স্বামী, রাজা, মান্য মম।

প্রসূতি। প্রভু, প্রভু, ব'ধ না দাসীরে।

দক্ষ। রাণি, আছে কি স্মরণ,
গর্ভে ধ'রে সতীরে তোমার
ক'রেছিলে কত ভাণ?
নিত্য তুমি দেখিতে স্বপনে,
দেবগণে পূজে তব গর্ভস্থ কুমারী!
পরিচয় তা'রি,
দেবসভামাঝে বিদ্যমান!
ছি, ছি,
ভাঙ্গড়ে করিল অপমান!

[দক্ষের প্রস্থান।

প্রসূতি। হা সতি! হা মা আমার!
মা গো, তুমি জনম-দুখিনী!
ও মা, মা আমার,—
আহা! আহা! কি হ'ল—কি হ'ল?
(মূর্চ্ছা)

(সতী-ছায়ার আবির্ভাব)

সতী-ছায়া। কেন কাঁদ মা আমার?
নহি ত দুখিনী আমি,—
রাজরাজেশ্বরী।
(অদৃশ্য হওন)

প্রসূতি। মা, মা, কোথা যাও?
এ কি স্বপ্ন?
হা দগ্ধ হৃদয়!
হা সতী মা আমার!—
ও মা, মার প্রাণে নাহি সহে আর।
দেখা দে মা জনম দুখিনী।
আহা, মহারাজ,
কেন হেন হইলে নির্দ্দয়?
যাই পুনঃ,
কাঁদিব পতির পদে মিনতি করিয়ে;
ও মা! সতী বিনা কেমনে জীবিত রব!

(তপস্বিনীর প্রবেশ)

দেবি, প্রণমি চরণে তব।
ও গো সর্ব্বনাশ মম,—
রাজা কহে সতীরে ভুলিতে।
ও গো কঠিন নৃপতি।
বিবাহের দিনে বিদায় দিয়েছি মাকে!
গলা ধ'রে কাঁদিতে কাঁদিতে,
গেছে বাছা কৈলাস-শিখরে।
ও গো, আনিব আবার ব'লে বার বার
ভুলায়েছি সতীরে আমার;
সে সতীরে কেমনে গো ভুলে র'ব?

তপস্বিনী। রাণি, ঘটিতেছে মতিভ্রম মম,—
আচম্বিতে কেন জলে নির্ব্বাণ অনল?

প্রসূতি। ওগো,
ভাল মন্দ নাহি জানে ভোলা;—
ভাল মন্দ বলিল কি দক্ষরাজে,
ক্রোধে রাজা চাহে তনয়া করিতে ত্যাগ!
ও মা, মা'র প্রাণে কত সহে?
সতী চিরদুখিনী আমার!
ভগবতি, সাধি গো চরণে তব,—
চল দোঁহে যাই রাজার সদনে;
দোঁহে মিলি বুঝাইব।

তপস্বিনী। রাণি, না হও উতলা,
প্রের চেড়ী কৈলাস-সদনে
আনিতে সতীরে তব।

প্রসূতি। কি কব গো ভগবতি?
দক্ষপতি ত্যজিবে আমারে,
যদি সতী নাম আনি মুখে।
সতীরে কেমনে গো আনি পুরে?

তপস্বিনী। শুন রাণি,
সতী বিনা উপায় না হবে।
কহি শুন, দেখেছি যা ধ্যানযোগে;—
যেন মহাযোগে মত্ত মহেশ্বর;
দেব নর, সভয় অন্তর,
করে স্তুতি চৌদিকে ঘেরিয়ে সবে।
যেন মহাপ্রলয় উদয়;
কোলাহলে বেতাল ভৈরব নাচে;
সতী এলোকেশী,
উন্মাদিনী হাড়মালা গলে,—
'শিব শিব' মহারব মুখে;
ধায় মহাপ্লাবন গর্জ্জিয়ে
ক্ষীরোদ-সাগর হ'তে!
শঙ্কায় শিহরি—
ধ্যান ভঙ্গ হইল মোর!
প্রজাক্ষয় লক্ষণ এ সব।
হের যোগাযোগ,—
প্রজাপতি হইল পুনঃ মহেশ-বিরোধী,
তাই কহি সতীরে আনিতে।

প্রসূতি। ভগবতি!
মুগ্ধপ্রায় বুঝিতে না পারি কিছু।

কি কহিলে ?
উন্মাদিনী সতী মা আমার ?
ওগো মা'র প্রাণে কত সহে ?
তপস্বিনী। রাণি, প্রের শীঘ্র সতীরে আনিতে।
প্রসূতি। দেবি, পতি-আজ্ঞা নাহি মম,
স্বেচ্ছাচারী কেমনে হইব ?
তাই করি মিনতি চরণে,
দোঁহে মিলি বুঝাইব মহারাজে।
তপস্বিনী। সন্দ মনে হয় সবিশেষ,
আছে কোন নিগূঢ় কারণ ;
নহে অকস্মাৎ উদ্দীপন দ্বেষ কিবা হেতু ?

(ভৃগু-পত্নীর প্রবেশ)

ভৃগু-পত্নী। ভাল হ'ল, তপস্বিনী দেবী হেথা !
রাণি, ভেবে মম অন্তর আকুল—
হুলস্থুল হইল আজি যজ্ঞস্থলে,
শিব সনে বিবাদ করিল দক্ষরাজ।
প্রসূতি। কেন, কেন ? কি হইল সখি ?
ভৃগু-পত্নী। মন্ত্রণা করিয়া মুনি বৃহস্পতি সনে,
কৈল যজ্ঞ-আরম্ভন,
দেবগণে আইল মিলি যজ্ঞভাগ-হেতু ;—
প্রজাবৃদ্ধি যজ্ঞের কল্পনা।
হেনকালে আইল দক্ষরাজ,
দেবের সমাজ সম্ভ্রমে নমিল সবে—
মহাদেব প্রণাম না দিল।
প্রসূতি। বুঝি অন্যমনে ছিল বাছা মম ?
ভোলামন ভোলানাথ।
তপস্বিনী। রাণি, অন্যমন নহে ভোলানাথ,
ত্রিভুবনে হেন শক্তি কার
মহারুদ্র নমস্কার সহে ?
প্রসূতি। তার পর ?
ভৃগু-পত্নী। দক্ষরাজ ক্রোধে গালি দিল শিবে ;
শিব গেল-কৈলাস-আলয়ে ;
নন্দী কটু কহিল রাজায়,
রোষে রাজা ত্যজিল সে সভাতল।
প্রসূতি। বুঝিলাম দৈব-বিড়ম্বনা,
হা সতি !
হা মা আমার !
চাঁদমুখ আর কি দেখিব তোর ?
ভৃগু-পত্নী। রাণি, না হও উতলা ;
বুঝাও রাজায়,
বিবাদ না করে শিব সনে।
প্রসূতি। কি বুঝাব আর ?
নাহি জান দক্ষরাজে সখি,
কোন কথা না মানিবে।
হায়, না জানি গো কি আছে কপালে !
ভৃগু-পত্নী। বার্ত্তা দিতে ভয় বাসি, রাণি !
নন্দী দেছে অভিশাপ
ছাগমুণ্ড হবে বলি ;
অলঙ্ঘ্য সে শৈবের বচন—
কহিল আমারে মুনি,
শিবপূজা উপায় কেবল।
প্রসূতি। হা সতি ! হা সতি ! মা আমার !
হা বিধাতা ! এত লিখেছিলে ভালে ?
অবলায় অকূল সলিলে ভাসাইলে !
তপস্বিনী। তাই কহি রাণি,
সতী বিনা উপায় না দেখি।
প্রসূতি। মা গো, আমি দাসী ভূপতির ;
স্বামী-বাক্য কেমনে করিব হেলা ?
যদি তাহে দোষী হই পায় ?
ভৃগু-পত্নী। কন্যারে আনিবে—
তাহে কিবা দোষ রাণি ?
প্রসূতি। সখি, ভেঙ্গেছে কপাল ;—
অভিমানে তনয়ারে ত্যজেছেন রাজা ;
সতী নাম দক্ষালয়ে নিতে মানা !
ভৃগু-পত্নী। ভাল,
চল যাই তিনজনে বুঝাই রাজায়।
প্রসূতি। একে আর হবে তায় ;
অপমান রাজা না ভুলিবে।
কালি প্রাতে পাঠাইয়া দেহ মুনিবরে ;
পুরোহিত তিনি,—
করিব বিধান উপদেশ মত তাঁর।

ভৃগু-পত্নী। সাধ্যাতীত তাঁর,
ব'লেছেন মুনি মোরে।
প্রসূতি। হায়, দেবি, কি উপায় করি তবে?
তপস্বিনী। শিবপূজা উপায় কেবল;
চল, বিল্বমূলে শিবপূজা করি গিয়ে।
[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

কক্ষ

দক্ষ ও মন্ত্রী।

দক্ষ। হেন অপমান ছার তনয়ার হেতু—
স্বপনে না ছিল জ্ঞান!
করী-পদে অর্পিলাম স্বর্ণচম্পক।
নাহি জানি,
কি মোহিনী জানে সে ভাঙড়—
কন্যা মম বশ তার!
হা ধিক মোরে—
সভামাঝে নন্দী কহে কুবচন!
আহা,
কি সুখ্যাতি মম রটিয়াছে ত্রিভুবনে,
ভূতনাথ জামাতা আমার!
এত অহঙ্কার?
কোন্ গুণে দেবদেব নাম?
ভাল, দিব প্রতিফল।
মন্ত্রী। দক্ষরাজ! শিব সহ দ্বন্দ্বে নাহি ফল!
দক্ষ। যাচি নাই মন্ত্রণা তোমার,
আজ্ঞা মম করহ পালন,—
মহাযজ্ঞ আয়োজন করহ সত্বর;
ত্রিভুবনে হেন প্রথা করিব স্থাপন,
যজ্ঞে নিমন্ত্রণ পুনঃ নাহি পায় শিব,
শিবহীন যজ্ঞ হবে ভবে।

(অদূরে নারদের গীত)
বেহাগ—চৌতাল।

মদনমোহন মুরলীধারী মুরহর রমারঞ্জন।
বঙ্কিম বনমালী শ্যাম, নববারিদগঞ্জন॥
পঙ্কজ-আঁখি পীতাম্বর,
নটবর কিবা চিকুর চাঁচর;
দীনবন্ধু প্রেমসিন্ধু চিন্ময় ভয়ভঞ্জন॥

মন্ত্রী। বুঝি আসিতেছে দেবর্ষি নারদ!
(নারদের প্রবেশ)
নারদ। মহারাজ, কিবা আজ্ঞা তব?
দক্ষ। স্বচক্ষে দেখেছ তুমি ভার্গবের গৃহে
তিনলোক করিল প্রণাম,
অহঙ্কারে শিব না নমিল;
হেয় নন্দী—সেও কটু কহিল আমারে;—
বুঝিতে না পারি, এত দর্প কিসে তার?
মাদক সেবায় ঢুলু ঢুলু আঁখি সদা,
কোন্ কার্য্যে অধিকার তার?
কেন তারে পূজা দেয় লোকে?
নারদ। মহারাজ,
ক্ষমুন সকলি তনয়ার মুখ চাহি।
দক্ষ। তনয়া আমার?
মতিভ্রম হ'তেছে তোমার;—
বিরিঞ্চির ছলে শ্মশানে দিয়েছি ডালি।
শুন যেবা মনন আমার;—
এবে প্রজাপতি আমি ব্রহ্মার কৃপায়,—
যজ্ঞ আরম্ভিব ত্বরা প্রজাবৃদ্ধি হেতু;
যজ্ঞভাগ শিবে নাহি দিব।
মন্ত্রী। ঋষিরাজ, এ কথা কি মন্ত্রণাসঙ্গত?
দক্ষ। মন্ত্রি, ইচ্ছা মম শুনিতে মন্ত্রণা তব,—
যাব কি কুঠার-গলে কৈলাস-আলয়ে
প্রণমিতে জামাতার পায়?
কিম্বা,
নন্দী-পদতলে লুটাইতে যুক্তি তব?
মন্ত্রী। মহারাজ, হিত কথা কহে মন্ত্রিগণে।
দক্ষ। হিতাহিত চিন্তা নহে তব ভার;
প্রজাপতি আমি,—
স্বেচ্ছা মম, মম যজ্ঞে শিবে না কহিব;

যজ্ঞস্থলে পিশাচের সমাগম
যদি নাহি রুচি হয় মোর,
কিবা চিন্তা তাহে তব ?
যদি ঘ'টে থাকে পৈশাচিক মতি,
নাহি সাধি মন্ত্রিবর ;
যাও তুমি কৈলাস-ভবনে,
কিম্বা অন্য যথা অভিরুচি ;
শিব নাম যে আনিবে মুখে,
দক্ষালয়ে নাহি স্থান তার।

মন্ত্রী। প্রভু.
মার্জ্জনা করুন দোষ কিঙ্কর ভাবিয়া।

দক্ষ। এত চিন্তা কেন মন্ত্রি তব ?

মন্ত্রী। মহারাজ, ব্রহ্মা আদি দেবগণে
দেবদেব নাম দিল যার,—
শিব মঙ্গল-আলয়,
প্রচার ভুবনময়।
যজ্ঞ তব প্রজা-স্থাপনের হেতু,
অশিব স্থাপনা নাহি হয়।

দক্ষ। মন্ত্রি, যথা জ্ঞান মন্ত্রণা তোমার ;—
কার্য্যফল কে করে লঙ্ঘন ?
যজ্ঞফলে প্রজাবৃদ্ধি অবশ্য হইবে।
হেন মনে লয় কি তোমার,
শিব আসি হবে বিঘ্নকারী ?
তিনলোকে হেন শক্তি কেবা ধরে
কার্য্যে বিঘ্ন করে মোর ?
মন্ত্রি, শঙ্কা নাহি ভাব মনে,
ব্রহ্মার বচনে প্রজাপতি আমি,
তিনলোক প্রজা মম।
সম্মান-বিভাগ
কে করিবে আমি না করিলে ;
স্বেচ্ছাচার শিবপূজা
নাহি হবে লোকে আর।
হীন—অতি হীন !
চিরদিন উচ্চ পদে না রহিবে।
যাও, আজ্ঞামত কর গিয়া আয়োজন।

[মন্ত্রীর প্রস্থান।

হে দেবর্ষি, পাণ্ডু গণ্ড কেন তব ?

নারদ। ভাবিতেছি, মহাযজ্ঞ সমারোহ।

দক্ষ। মহাকার্য্য বিনা মহা ফল না সম্ভবে।

নারদ। মহারাজ,
যজ্ঞস্থলে মহাদেব কেবা হবে ?

দক্ষ। না রাখিব মহাদেব নাম।
শুন যেবা বাসনা আমার,—
যে নিয়মে চলিছে সংসার,
সে নিয়ম না রাখিব আর ;
অন্য প্রথা করিব প্রচার।
সৃষ্টি, স্থিতি,
সংহারের নাহি প্রয়োজন।
প্রাচীন নিয়ম—সৃষ্টি, স্থিতি, লয়,
লয়কর্ত্তা শিব,
তাই মূঢ় মন্ত্রী এত ডরে তারে।
মম প্রথামতে,
সংহারের নাহি হবে প্রয়োজন,
অনন্ত এ স্থান,—
রহিবে অনন্ত প্রাণী সুখে।
ভার তব দেবর্ষি নারদ,—
ত্রিভুবনে দেহ সমাচার,
আজি হ'তে পক্ষান্তরে যজ্ঞ আরম্ভিব ;
না যাও কৈলাসপুরী।

নারদ। শিবহীন যজ্ঞ কথা কহিব সকলে ?

দক্ষ। অবশ্য কহিবে।
দুর্ম্মতি বশত যেবা যজ্ঞে না আসিবে,
স্থান তার শিবপুরে ;
প্রেতপুরে রবে চিরদিন।

নারদ। আজ্ঞা তব শিরোধার্য্য মম ;
বিদায় এক্ষণে আমি।

[নারদের প্রস্থান।

দক্ষ। ভাল, কি দুর্ম্মতি ঘটিল ধাতার ?
কেন এই সংহার-নিয়ম ?
সংহারের প্রয়োজন,
হেন সংস্কার কি হেতু জন্মিল ?
যেই সংহারের অধিকারী,

শিব নাম তার !
মৃত্যু হ'তে অশিব কি ভবে ?
শিবের শিবত্ব লব ।
হায়—
কন্যার বৈধব্য নাহি সম্ভবে কখন,—
বিষপানে পাইল পরিত্রাণ।
ওহো ! অপমানে দহে প্রাণ ।

(ব্রহ্মা ও নারদের প্রবেশ)

পিতা, কি কার্য্যে পবিত্র দক্ষপুরী ?—
ঋষিবর,
দেখি, ব্রহ্মলোকে দেছ সমাচার,
অন্য কার্য্য আছে বহুতর ;—
কি কারণ পুনঃ আগমন ?

ব্রহ্মা। বৎস, নারদে ফিরাম্নু আমি।
রাখ বাক্য,
শিবসহ দ্বন্দ্বে নাহি প্রয়োজন ।

দক্ষ। পিতা,
যোগ্য যেই, দ্বন্দ্ব করি তার সনে ।
প্রজার শাসন রাজার অবশ্য ক্রিয়া ;
প্রজাপতি মান্য চিরদিন—
প্রাচীন নিয়ম তব ;
সে নিয়ম করিব পালন ।

ব্রহ্মা। বৎস, ধরহ বচন,
ত্যজ অভিমান ;
মহারুদ্রে নাহি কর অবহেলা।
রুদ্রদেব প্রণাম করিলে
মুণ্ড তব না রহিত।

দক্ষ। বুঝিলাম,
প্রজাবৃদ্ধি নহে তব অভিমত ;
কিম্বা, বিধি,
নাহি জান সন্তানের তপোবল ;
হ'লে প্রয়োজন,
অগণন পঞ্চানন সৃজিবারে পারি,
কিন্তু মম মতে সংহারে কি কাজ ?
সৃষ্টি-স্থিতি, অহংজ্ঞানে উন্নতি-সাধন।

ব্রহ্মা। লয় নিবারণ ?
হেন যুক্তি কে দিল তোমারে ?
লয় বিনা উন্নতি না হয় ;
অধোগতি উন্নতি বিহনে,—
অমঙ্গল ফল তার।
শুন পূর্ব্বের কাহিনী,—
ক্ষীরোদবাসিনী প্রসবিল তিন জনে,
আমি, বিষ্ণু, হর ;
"তপ, তপ, তপ" হইল আকাশবাণী ;
তিন জনে
মুদিত-নয়নে বসিলাম ধ্যানে,
মহার্ণবে ভেসে এল শবদেহ —
পূতিগন্ধে বিষ্ণু পলাইল ;
চতুর্ম্মুখ হইল আমার—
চারি দিকে ফিরাতে বদন
গন্ধ-নিবারণ হেতু ;
অবিকার পঞ্চানন ধরিল শবেরে।
মহাশক্তি শব-বেশে,—
করিল আসন তায় ;
অকস্মাৎ শূন্যে হইল মহাদেব নাম।
জগদ্‌গুরু মহাদেব ;
সনাতন পুরুষ-প্রধান,
স্বেচ্ছায় প্রকৃতি যাহে দিল আলিঙ্গন ।

দক্ষ। যোগ্য যদি নহি
পিতা প্রজার বর্দ্ধনে –
কেন দিলে প্রজাপতি নাম ?
এবে প্রজাবৃদ্ধি ভার মম।
শিব সনে দ্বন্দ্ব নাহি করি ;
অন্য যোনি ভেদাভেদ
প্রেতযোনি সনে—
এই মাত্র বাসনা আমার।

ব্রহ্মা। হর, হর, হর ! প্রেতযোনি মহাদেব !

দক্ষ। পিতা, নহে এ নিভৃত স্থান,
শিবপূজা যোগ্য স্থান নয়।

ব্রহ্মা। শিবদ্বেষে হবে সর্ব্বনাশ।
ধর উপদেশ,

বিহিত করহ ত্বরা ;
চিন্ত মনে—মহারুদ্র বৈরী তব,
মহাশক্তি বিরূপ তোমার।
ধ্যানচক্ষে নেহার কারণ-বারি ;—
জ্বলে বহ্নি মহার্ণব মাঝে,
লয়কালে জ্বলে এ বাড়বানল !

দক্ষ। জড় প্রকৃতির উর
তব বিধিমতে, ধাতা !
তব প্রথামতে ভাঙ্গড়ে দেবত্ব দান !
উচ্চ বিধি, আপন সম্মান,
পরীক্ষিতে আছে সাধ,
যাহে সদাচার পাইবে সম্মান,—
স্বেচ্ছাচার রবে হীন।
জড় কারণ-সলিলে বহ্নি জ্বলে,—
ভয় কিবা তাহে, চতুর্ম্মুখ ?
জড় চেতন অধীন চিরদিন।
তপোবলে অনল জ্বালিব,
যাহে হবে লয় কারণ-সলিল !—
কেন মুখ বিবর্ণ তোমার, ঋষি ?
যদি শঙ্কা হয় নিমন্ত্রণ দিতে,
অন্য জনে অর্পিব সে ভার।

নারদ। না, না, ভাবি,—
মহানল প্রজ্জ্বলিত হবে তপোবলে।

ব্রহ্মা। বৎস, রুদ্র-কোপে সর্ব্বনাশ হয়।

দক্ষ। নিশ্চয় সে জ্ঞান না জন্মিবে হৃদে, ধাতা !

ব্রহ্মা। রক্ষা কর বাক্য মম।

দক্ষ। পিতঃ ! সঙ্কল্প না ভঙ্গ হবে মোর।
জামাতা আমার
নমস্কার না করিবে মোরে,—
দণ্ড যদি নাহি দিই তার,
কালি পত্নী নাহি মানিবে বচন।
ভাবিছ হুতাশ, কারণে অনল হেরি ;—
ভেবে দেখ মনে, সৃষ্টি হবে ছারকার,
প্রভূত্ব হারালে স্বামী।
বহ্নি কারণ সলিলে,
বজ্র পুরন্দর-অস্ত্রাগারে ;
চক্র বিষ্ণু-করে,—
তাহে কি ডরায়, পিতা,
অহংজ্ঞানী জনে ?

ব্রহ্মা। অহঙ্কার কর তুমি যেই শক্তি বলে,
সেই শক্তি দুহিতা তোমার ;
তনুত্যাগে মহাশক্তি যাবে তোরে ছাড়ি ;—
শিবনিন্দা শক্তি নাহি সয়।

দক্ষ। মহাশক্তি আমার অঙ্গজা ?

ব্রহ্মা। শুন তত্ত্বকথা ;—
মিলি তিন জনে
কত তপোবলে তুষ্টা হইল মহাদেবী,
তাই সতীরূপে আইল ধরণীতল,
নহে, সৃষ্টি না হ'ত স্থাপন।
দেখিয়াছি বার বার করিয়া কল্পনা,
শিব-শক্তি সম্মিলন বিনা
সৃষ্টি-স্থিতি নাহি হয়।

দক্ষ। ভাল, বিধি, কন্যারে করিব পূজা ?

ব্রহ্মা। সবাকার পূজ্য কন্যা তব।

দক্ষ। প্রভু, অপরাধ করুন মার্জ্জনা ;—
যজ্ঞকার্য্যে র'য়েছি ব্যাপৃত,
কন্যাপূজা বিধি ল'ব পরে !—
যাও, আজ্ঞা পাল, ঋষিরাজ !
ভগবান্,
আমা হ'তে শিবপূজা নাহি হবে ;
ভাঙ্গড়ের অপমান নাহি সব।
ধিক্, প্রমথ কহিল কুবচন !

[দক্ষের প্রস্থান।

ব্রহ্মা। মাতা ক্ষীরোদবাসিনি,
না জানি গো কিবা মনে আছে তোর !
অকৃতি সন্তান,
সৃষ্টিভার সম্ভবে কি তার ?
মা গো, সদয়া হইয়ে
দেহ ধরি আপনি এসেছ সতি !
শক্তিরূপা, হ'তেছি চঞ্চল ;
অশিব লক্ষণ,
হেরি, মাতা, চারিদিকে ;

কি শক্তি আমার—ক্ষুদ্র চতুর্ম্মুখ আমি,
প্রবল ঘটনা-স্রোত করিব বারণ ?
মম বিধি অতিক্রমি' ধায় ;
উপায়, মা, করুণা তোমার।

দৈববাণী। বৎস !
সতীদেহ-ত্যাগ প্রয়োজন
সতীত্ব বিহনে,
ধরাধামে না হবে আনন্দলীলা।
মম তনুত্যাগে সতীত্ব শিখিবে নারী,—
প্রেমডুরি সৃষ্টির বন্ধন।

নারদ। ভগবান্, কিবা আজ্ঞা মম প্রতি ?

ব্রহ্মা। শুনিলে আকাশবাণী.
কারণ-সলিল-স্রোতে ভাসে ;—
দক্ষ-আজ্ঞা করহ পালন।
ধন্য নন্দী, ধন্য শিবদূত,
অলঙ্ঘ্য বচন তব ;—
ছাগমুণ্ড দক্ষের নিশ্চয় !

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

উদ্যান

তপস্বিনী, প্রসূতি ও ভৃগু-পত্নী আসীনা।

প্রসূতি।— (গীত)

সাহানা বাহার—যৎ।

ওহে হর, বাঘাম্বর, কৃপা কর অবলায়।
আকুলা অকূলমাঝে, রাখ ভোলা, রাঙ্গা পায়।
না জানি এ বিসম্বাদে, ফেলিবে কি পরমাদে ;
প্রাণ কাঁদে—
শঙ্কর, সঙ্কটে তার, অজনা আশ্রয় চায়।

তপস্বিনী। রাণি, দু'টি শিবপূজা বাকী আর ;
পূজা-অন্তে,—
সদাশিব অবশ্য উদয় হবে,
বর লবে পতির কল্যাণে ;
একমনে পুনঃ কর পূজা।

প্রসূতি। মা গো, নাচে কেন দক্ষিণ নয়ন !

তপস্বিনী। নাহি ভয়,
শত-অষ্ট শিবপূজা-ফলে—
কোন বিঘ্ন নাহি হবে ;
পূজা কর এক মনে।

(দক্ষের প্রবেশ)

দক্ষ। (স্বগত) দৈব—দৈব !
কাপুরুষ দৈবের অধীন ;
যোগবলে দৈব করি জয় !
সতী মৃতকন্যা মোর ;—
সতী হারাইব,
পদ্মযোনি দেখাইল ভয় ;
সে মমতা ক'রেছি ছেদন !
অপমান অঙ্গজা হইতে,—
অঙ্গক্লেদ সতী মম।
বিরিঞ্চির জন্মিয়াছে মতিভ্রম ;—
আদ্যাশক্তি ভাঙ্গড়ের ঘরে !
পল মম বহে যুগসম,
যতদিন শিব-অপমান নাহি করি।

[দক্ষের প্রস্থান

প্রসূতি।— (গীত)

বেহাগ-বারোঁয়া—একতালা।

নাচে বাহু তুলে, ভোলা ভাবে ভুলে,
বব বম্ বব বম্ গালে বাজে।
রজত ভূধর, নিন্দি কলেবর,
শশাঙ্ক সুন্দর ভালে সাজে।
প্রেমধারে ত্রিনয়ন ছল ছল,
ফণী ফনফণা, জাহ্নবী কলকল
জটা-জলদজালমাঝে।

(দক্ষের পুনঃ প্রবেশ)

দক্ষ। এ কি, শিবপূজা মম গৃহে !
ইন্দ্রিয় কি স্বকর্ম্ম ভুলেছে আজি ?
এ কি রাণি, স্বচক্ষে যা দেখি !

তপস্বিনী। দেবি, সর্ব্বনাশ !—মহারাজ !

দক্ষ। রাণি,
তিনলোকে কোন্ কার্য্য অসাধ্য তোমার ?

তপস্বিনী। মহারাজ!

দক্ষ। তপস্বিনি, রাজগৃহ নহে তব স্থান।
এ কি, পুরোহিত-জায়া!
রাণি, শিব-মন্ত্রে দীক্ষা কত দিন?

প্রসূতি। প্রভু, স্বামীর কল্যাণ
প্রাণপণে নারী যাচে।

দক্ষ। তাই,
প্রাণপণে যাচিতেছ পতি-অপমান!

প্রসূতি। অপরাধ ক্ষমা কর, প্রভু!

দক্ষ। ক্ষমা? সাধ্যাতীত মম।
যজ্ঞকার্য্য সস্ত্রীক উচিত;—
যজ্ঞ-অন্তে কৈলাসে তোমার স্থান।

প্রসূতি। প্রভু, আমি পদাশ্রিতা তব।

দক্ষ। শিবাশ্রিতা, মমাশ্রিতা নহ তুমি।
ভাল, জিজ্ঞাসি তোমায়—
স্বহস্তে পার কি সব
জঞ্জাল করিতে দূর?
অথবা দেখিবে, মম পদে সে কার্য্য সাধন?

সকলে। শিব, শিব,শিব!

দক্ষ। নারীবধ অনুচিত জ্ঞান
সর্ব্বদা না রহে, রাণি!

[শিবলিঙ্গ লইয়া তপস্বিনী ও
তৎপশ্চাৎ ভৃগু-পত্নীর প্রস্থান।

তপস্বিনি, তপস্বিনি, পাবে প্রতিফল।
(রাণীর প্রতি) উঠ, চল নিজস্থানে;
আজি হ'তে বন্দী তুমি,—
রাজ-আজ্ঞা ক'রেছ হেলন।

প্রসূতি। প্রভু, বন্দী পায় চিরদিন।

দক্ষ। রাণি, বুঝাইতে পার মোরে,
অভিমান ত্যজেছ কেমনে?
অতি হীন তুমি,
নহে ভাঙড়-ঘরণী
তব গর্ভে কি হেতু জন্মিল?

প্রসূতি। মান, অহঙ্কার—
সকলি তোমার চরণে অর্পেছি, প্রভু!
তুমি স্বামী, আমি ছায়া মাত্র তব!

দক্ষ। আজি তব অধিক বর্ণনা-ছটা;
বাক্য—যথা কার্য্যের অভাব!

প্রসূতি। প্রভু, ক্ষমা কর অপরাধ।
(চরণ ধারণ)

দক্ষ। প্রসূতি,
রাজ-অঙ্গে কর নাহি কর দান,
আজ্ঞা পাল, চল নিজ গৃহে।
[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

কৈলাস-পুরী

মহাদেব ও সতী।

সতী। কহ, নাথ!
কি হেতু কহিলে "ধন্য ধন্য কলিযুগ"?
ক্ষুদ্র নর, অন্নগত প্রাণ—
রিপুর অধীন সবে;
রোগ-শোক-সন্তাপিত ধরা,
পন্থাহারা মানবমণ্ডল
ভীম ভবার্ণব-মাঝে;—
কেন কহ, বিশ্বনাথ, "ধন্য কলিযুগ"?

মহাদেব। বুঝ, দেবি, কলিযুগে কৃপা তব কত!—
শুনিয়া বর্ণনা, চন্দ্রাননে,
বিকল অন্তর তব;—
নাহি জানি তবে,
যবে 'মা' বলে তোমারে
ডাকিবে কলির নর,
ব্যাকুল অন্তর কত হবে, হৈমবতি!
ধন্য যুগ,

যাহে নাম-বলে মোক্ষধাম,
লভিবে কীটাদি-নরে।
যেবা তব শরণ লইবে,
অমরত্ব পাবে,—
মম সম হবে মৃত্যুঞ্জয় ;
কোলে তুলে লবে তারে, সতি !

সতী। বর তবে দেহ ভোলানাথ,
ত্রিশূল-আঘাত তারে কভু না করিবে,
মা ব'লে যে ডাকিবে আমারে।

মহাদেব। আছে কি জগতে শক্তি, সতি,
মহাশক্তি বিরোধিতে ?

সতী। বিশ্বনাথ,
দীর্ঘশ্বাস কি হেতু ত্যজিলে ?

মহাদেব। সতি, না জানি কি আছে, তব মনে ;
তুরীয় তোমার লীলা !
সতি, তুমি অন্তরে বাহিরে,
হৃদপদ্মে তব রূপ ;—
সে রূপ বিরূপ কেন হেরি ?
কাঁদে প্রাণ অভিমানে,—
হৃদপদ্মে ফিরে নাহি চাহে সতী !
কহ, হৈমবতি,
কোন দোষে দোষী দাস ?
কেন হৃদপদ্ম শূন্য জ্ঞান হয় ?
হের, বক্ষ বাহি বহে ধারা ;
তারা, হারাব কি তোরে আমি ?
কারণবাসিনি, তব মর্ম্ম বুঝিতে অক্ষম।

সতী। বিশ্বনাথ, অত ভাঙ নাহি দিব আর।

মহাদেব। বিষপানে রহিল চেতন—
কৃপায় তোমার, দেবি !
এবে ভাঙে হই অচেতন—
কৃপার অভাব তব।

সতী। দাসী আমি, তব পদাশ্রিতা।
কেন, নাথ, লজ্জা দেহ ?
শিব, শিব, শিব,—
শিব মম দেহ প্রাণ,
শিবময় ত্ৰ'নয়ন ;
শিব মম ধ্যান জ্ঞান ;
প্রভু, তুমি মম হৃদয়-ঈশ্বর !
হেন বুঝি মনে, দাসীরে ঠেলিবে পায় ;
তাই কহ কৃপার অভাব মম।
নাথ, হেন কথা আর নাহি কবে,
ব্যথা বড় পায় তাহে।

মহাদেব। সতি, তুমি সর্ব্বস্ব আমার !

সতী। বল নাথ,
ব্যথা নাহি দিবে মোরে আর ?
হেন কথা আর না কহিবে ?

মহাদেব। সতি,
ব্যথা দিব তোরে ?
ব্যথা পাই এ কথা শুনিলে।
তোমা বিনা অচেতন জড় আমি।

সতী। প্রভু, হ'ল তব যোগের সময় ;
যাই আমি আসন প্রস্তুত হেতু।

মহাদেব। হে যোগাদ্যা,
যোগ-যাগ সকলই আমার তুমি।

[সতীর প্রস্থান।

(নারদের গান করিতে করিতে প্রবেশ)

কাফি কানেড়া—কাওয়ালী।

চাঁচর চিকুর আধ, আধ জটাজাল।
আধ গলে বনমালা দোলে, আধ হাড়-মাল।
আধ ভালে অলকা সাজে,
আধ ভালে চাঁদ বিরাজে,
নবজলধর, আধ কলেবর,
আধ শুভ্র রজত-শিখর,
পীত বসন আধ ছাদন, আধ বাঘছাল।

নারদ। আশুতোষ, আসিয়াছি বন্দিতে চরণ।
মহাযজ্ঞ আয়োজন হয় দক্ষপুরে ;—
মত্তমতি দক্ষ প্রজাপতি,
চিরদ্বেষী তব,—
যজ্ঞের সঙ্কল্প তার শিবত্ব বিনাশ ;
যজ্ঞ-ভাগ তোমারে না দিবে, প্রভু !
অর্পিল আমারে ভার দক্ষ প্রজাপতি

নিমন্ত্রণ দিতে তিনপুরে,
কিন্তু মম প্রাণ কাঁপে ডরে—
অশিব যজ্ঞের কার্য্য করিব কেমনে!
শুনিনু আকাশবাণী,—
ঘটনার ফলে দক্ষ-যজ্ঞ প্রয়োজন;
কিন্তু ত্রিলোচন, তবু নহে সুস্থ প্রাণ,
শিব-অপমান যাহে, কেমনে করিব?

মহাদেব। হে নারদ, পালহ আকাশ-বাণী।
দক্ষ প্রজাপতি, তুমি অধীন তাহার;
উচিত তোমার পালিতে আদেশ তা'র।
চিতা মাখি, নিবাস শ্মশান,—
মান অপমান কিবা মোর?
গরল অশন—ভুজঙ্গ ভূষণ,
যজ্ঞ-ভাগে কিবা কাজ?
নাচি প্রেত সনে,—
যজ্ঞাসনে বসিতে না রাখি সাধ।
প্রেমে মত্ত থাকি মহাধ্যানে;
বিশ্বকার্য্য জঞ্জাল কেবল!
বসি ধ্যানে তিনলোকে করিয়া কল্যাণ,—
শিবত্ব যদ্যপি যায়।

নারদ। হয়, প্রভু, পরাণ আকুল;
হুলস্থূল কি হবে না জানি!
শিবহীন যজ্ঞ কি সম্ভব?

মহাদেব। কি সম্ভব, কিবা অসম্ভব—
জ্ঞানাতীত জেনো সার।
ইচ্ছাময়ী শক্তির প্রভাবে
কি ফল ফলিবে—কে পাইবে তত্ত্ব তার?
ইচ্ছায় সংসার, লয় বার বার,
ইচ্ছাময়ী ইচ্ছার প্রভাবে;
ইচ্ছায় মহেশ, ব্রহ্মা, হৃষীকেশ;—
সে ইচ্ছায় যজ্ঞ আয়োজন।
শুন, তপোধন, হও সেই ইচ্ছাধীন।

নারদ। ভূতনাথ, শিব অপমানে
অশিব ফলিবে ফল।
ভাবি, দেবদেব,
বুঝি সৃষ্টি হ'ল না স্থাপন,—
না পূরিল ধাতার বাসন।
ভাবি মনে, সৃষ্টি-কার্য্যে নাহি রব আর;—
শিব-দ্বেষী সৃষ্টি, দেব, কেমনে রহিবে?

মহাদেব। দ্বেষ নাহি স্পর্শে মোরে, ঋষি!
রহ কার্য্যে, কার্য্য বিনা নাহি পরিত্রাণ।
ইচ্ছায় তাঁহার,
হের কার্য্যে ব্যাপিত সংসার;—
কার্য্য হেতু সৃষ্টি মম;
সত্ত্ব, রজ, তম ত্রিভাগ এ কার্য্য হেতু।
এক শক্তি অনন্ত আধারে—
কার্য্য করে অনন্ত আকার;
অহঙ্কারে ভাবে "আমি করি।"
ত্যজ অহঙ্কার,
নির্ব্বিকার কার্য্যে রহ রত;
ফলাফল দেখি কিবা প্রয়োজন?
ফলে কার্য্য যেই শক্তিবলে,
ফলাফল কর তারে সমর্পণ।

নারদ। ভাবি প্রভু,
শিবহীন-যজ্ঞ আবাহনে
কে আসিবে যজ্ঞভাগ হেতু?
আমিও বা যাইব কেমনে?
কায়মনোবাক্যে কার্য্যে কিম্বা পরিহাসে,
দেব-দ্বেষী যেই জন,
কোথায় নিস্তার তা'র?
না জানি কি মায়া-ঘোরে
ফেলিবে দাসেরে দিগম্বর!
কোন মতে শঙ্কা প্রভু, ঘোচেনা আমার।
আশুতোষ, হে অন্তর্য্যামি,
অন্তর বুঝহ মোর।

মহাদেব। শুন, ঋষি, আমি 'আমি' নই আর,—
মহা মোহে আচ্ছন্ন আমার প্রাণ।
যজ্ঞ-ফল সুধাও আমায়,—
দৃষ্টি নাহি ধায়, শঙ্কায় শুকায় প্রাণ;
নাহি জানি কি আছে সতীর মনে!
শিব নহি, শব আমি সতী বিনা।

নারদ। প্রভু,ক্ষমুন অধীনে—

মতিভ্রম ঘটে মোর।
মহাদেব। কার্য্যে যাও, না জিজ্ঞাস তত্ত্ব মোরে।
কি বুঝিবে মম প্রাণ বিকল কি ভাবে?
যজ্ঞ পূর্ণ হইবে নিশ্চয়,—
সামান্য সে নহে দক্ষপতি;
যার তপে তুষ্টা ভগবতী
জন্মিলা তনয়ারূপে ঘরে!
তিনলোকে হেন শক্তি কা'র—
যজ্ঞে বিঘ্ন করে তার?
আমি শিব যে শক্তি-অধীন,
সে শক্তি-প্রভাবে যজ্ঞ করে দক্ষপতি;
যজ্ঞ হবে—যাবে অহঙ্কার;—
প্রেমে, নহে অহঙ্কারে প্রজা রবে ভবে।
ভ্রমে দক্ষ ভাবে
অহঙ্কারে রবে ভবে জীব,—
সে ভ্রান্তি ঘুচিবে—
প্রেমে রবে ধরা—যজ্ঞে হইবে প্রচার।
নারদ। যাই, প্রভু, দেবীর আদেশ ল'য়ে।
মহাদেব। কোথা, সতীর নিকটে?
নাহি দেহ সমাচার,—
মনে পাবে ব্যথা, সতী সুলোচনা মোর!
সতী যদি যজ্ঞ-কথা শুনে,
যাবে পিতৃস্থানে,—
নামানিবে মানা মোর।
বিনা আবাহনে,
পতি-নিন্দা মহা অপমানে,
না রহিবে পতিপ্রাণা সতী।
শ্মশানে মশানে থাকি ভাঙপানে,
চিতা-ভস্ম গায়ে মাখি—
ছিলাম সন্ন্যাসী—এবে গৃহবাসী;
স্বর্ণরাশি ভিখারীর ঘরে!
শুন, তপোধন,—
হৃদয়ে আনন্দ-মূর্ত্তি নাহি দেখি আর;
হেরি শূন্যাকার,
মম দৃষ্টি অধিক না ধায়,
কি ফল ফলিবে ঘটনায়
দেখিতে না পাই আর,—
আছি সতী-প্রেম-নীরে ডুবে।
চাই সতী,—যায় বিশ্ব যাক্;
নাহি দেয় নাহি দি'ক যজ্ঞভাগ,—
ধুতুরায় উদর পূরা'ব,
ভিক্ষা করি সতীরে খাওয়াব,
বাঘ-ছালে—
আনন্দে শুইব সতীরে হৃদয়ে ধরি';—
মানা করি, সংবাদ দিও না তারে।
নারদ। দেবদেব, পদাশ্রয় দেহ দাসে;—
নির্ব্বিকারে বিকার হেরিয়ে
টুটে মোর দেহের বন্ধন।
মহাদেব। হে নারদ, কি বিকার অন্তরে আমার!
তপ, জপ বিফল সকলই,—
ঠেলিতে না পারি অন্তরের ভার মোর।
হেরি, কোন মতে নারিব ফিরাতে
ঘটনা-প্রবাহরাশি;
তবু প্রাণ চায়—হীন জন প্রায়,
কার্য্যফল বারিবারে!—
সতি, সতি,—
তুই রে সর্ব্বস্ব মোর!

(সতীর প্রবেশ)

সতী। ডাকিলে কি ভূতনাথ?
মহাদেব। না না, হইয়াছে যোগের সময়—
যাব আমি যোগাসনে।
সতী। হে নারদ,
এতদিনে পিতার কি পড়িয়াছে মনে
দুখিনী তনয়া ব'লে?
এসেছি কৈলাসপুরে বিবাহের দিনে,
সে অবধি তত্ত্ব নাহি মোর!
বসি এই বিজন প্রদেশে,
নাহি প্রতিবাসী, নাহি পুরজন—
একাকিনী থাকি সদা;
কাঁদি কত বিরলে বসিয়ে
জনক জননী স্মরি,
হে নারদ, দক্ষপুরে কুশল সকলই?

রদ। মাতা, আসিয়াছি বন্দিতে চরণ।

দেব। সতি, গৃহকার্য্য হ'য়েছে তোমার ?

তী। কহ সত্য, নারদ, আমারে,—
দক্ষপুরে কুশল সকলই ?

রদ। দক্ষপুরে সকলই মঙ্গল।

তী। তবে আসিতেছ পিত্রালয় হ'তে ?—
মার্জ্জনা কি ক'রেছেন পিতা মোরে ?

দেব। সতি, ভুলিবে কি প্রজাপতি—
বরিয়াছ ভিখারী ভাঙড়ে ?

তী। পিতা মম নহে ত তেমন ;
বড় কৃপা তাঁর মম প্রতি।
সুধাই নারদ,—ভুলেছেন অপরাধ ?
এস, ঋষি, অন্তঃপুরে,
শুনিব সকল কথা।

রদ। মাতা, আছে কার্য্য,
অন্যদিন আসিব কৈলাসে।

তী। কি বিশেষ প্রয়োজন হেন ?

রদ। না না, নহে কোন বিশেষ কারণ।

তী। এস তবে অন্তঃপুরে।

রদ। মাতা, যেতে হবে বহুদূর।

তী। সত্য মোরে বল, ঋষিরাজ,—
বুঝি মম পিতার নিষেধ
আসিতে কৈলাসপুরী,—
ব্যস্ত তুমি সে হেতু যাইতে ?
বল সত্য, পিতার কি মানা ?
কন্যাদান অপমান ঘোচে নি কি তাঁর ?

রদ। না, না, এ কি কথা ?

তী। সত্য কহ,—
নহে, দক্ষালয়ে আপনি যাইব,
সুধা'ব পিতায়,
কিবা হেন দোষী তাঁর পায়,—
তনয়ায় দেন জলাঞ্জলি ?
স্বয়ম্বরে বাছিয়া লইনু পতি,—
নহি অন্য অপরাধী।
বল সত্য—
সুখে রবে মম আশীর্ব্বাদে ;
করি মানা, কর না বঞ্চনা।

নারদ। কিবা নাহি জান, মাতা, অন্তর্যামী তুমি !
কহিতে না যুয়ায় বচন মম।
ভোলানাথ, পড়িনু সঙ্কটে !

সতী। এস,
প্রভু কি করেন মানা কহিতে বারতা ?
এস, ঋষি,
অন্যথা না কর বাক্য মোর।

[সতী ও নারদের প্রস্থান।

মহাদেব। কার্য্য-কারণের সূত্র কে করিবে ছেদ ?
কালে—
কত হ'ল, কত গেল দক্ষ প্রজাপতি ;—
সমভাবে সৃষ্টি স্থিতি লয়
চিরদিন হয়,
ভাবান্তর কভু নাহি তাহে।
তপ—তপ—তপ—
কত সৃষ্টি স্থাপন সময়
তপ কৈনু তিন জনে ;
কতই দেখিনু—কতই শিখিনু—
তবু মায়া না টুটিল।
এই শিব এই পুনঃ শব,—
এই সৃষ্টি, সৃষ্টির বিপ্লব !—
এ মায়া বুঝিয়ে কেবা বুঝে ?
কারণে ফলিবে ফল,
জেনে শুনে অন্তর বিকল ;
চাহি কার্য্য করিতে বারণ !
মহাশক্তি-মায়া কেবা করে দূর ?
মৃত্যুঞ্জয়—সহিতে অনন্ত দুখ !—
সতি, সতি,—
বেঁধে ডুরি মজালি আমারে !
সন্ন্যাসীরে কেন রে করিলি গৃহী ?

[প্রস্থান।

(নারদ ও সতীর প্রবেশ)

সতী। দেবদেব, যাব আমি পিত্রালয়ে ;—
কোথা মহাদেব !

নারদ। মা গো,
যজ্ঞের সংবাদ দিতে মানা ছিল মোরে,
ব'লেছি তোমারে ;—
ডরে কাঁপে কায় দেবি,
কি করেন দিগম্বর শুনি '

সতী। নাহি ভয়, কি দোষ তোমার ?
কর উপকার—
নিয়ে যাও পিত্রালয়ে মোরে !—
আসিব প্রভুরে কহি।
কিম্বা যাও, নিমন্ত্রণ দাও তিনলোকে ;
যাব আমি নন্দীরে লইয়ে।

নারদ। মা গো, মানা করি, কর' না বাসনা
পিত্রালয়ে করিতে গমন ;
অহঙ্কারে দক্ষ যদি করে অপমান ?

সতী। হে নারদ, আমি ভিখারীর নারী—
মান অপমান কিবা মম ?
যাঁর মানে মানী আমি,
তাঁর মান টুটিবে ভুবনমাঝে,—
মানে কিবা কার্য্য মোর ?
রহি একা বিজন শিখরে !
নাহি প্রতিবাসী, দাসদাসী, পুরজন,
বল্কল বসন, রুদ্রাক্ষ ভূষণ—
খেদ তাহে নাহি করি,
হেরি ত্রিপুরারি আপনা পাসরি।
পতি-প্রেম অতুল ঐশ্বর্য্য মোর !
তাঁর অপমান,—
রাখিব এ প্রাণ, মনে নাহি দেহ স্থান।
আহা,
অবিরোধী ভূতনাথ—
নাচে গায় প্রমথের সনে,
অভিমান নাহি মনে,
আশুতোষ নাহি জানে রোষ,—
শত দোষ করিলে চরণে।
"হর—হর—হর" যেই বলে মুখে—
মহাসুখে কোল দেয় তারে ;
তুষ্ট তারে রুষ্ট কহে যেই,—
জিজ্ঞাসিব পিতার সদনে,
কোন্ দোষে দোষী দিগম্বর !
স্বয়ম্বরে বরিলাম আমি,
শিবের কি দোষ তাহে ?
হে নারদ, কুক্ষণে জনম মম।
আমা লাগি, পতি সনে পিতার বিরোধ,—
এ বিবাদ না ঘুচিবে জীবিত থাকিতে !
কি সুখে এ জীবন ধরিব ?
জন্মিলাম পতি-অপমান হেতু !

[প্রস্থান।

নারদ। মা গো, রেখো পায় দীন জনে ;—
বহ্নি জলে কারণ-সলিলে !

[নারদের প্রস্থান।

(নন্দী ও ভৃঙ্গীর প্রবেশ)

ভৃঙ্গী। কহ নন্দি, কহ সবিশেষ,
কি ভাবে ভবেশে হেরি ?
রুদ্রমূর্ত্তি নেহারি শিহরি !
হের, স্তম্ভিত কৈলাসপুরী ;
নাহি শিঙ্গা-ডমরু-নিনাদ,
বব বম্ নাহি বলে গালে ভোলা,
রজত-শিখর কুজ্ঝটিকাবৃত যেন !
ডরে শিরে জাহ্নবী-সলিল
নাহি করে কুলু কুলু ধ্বনি ;
ফণিগণে নাহি ত্যজে শ্বাস ;
বিভাবসু ভস্ম-মাঝে লুক্কায়িত !—
শঙ্কায় নারিনু চাহিতে বদন পানে ;
প্রণমি চরণে পলায়ে আইনু ত্রাসে,—
ভাল মন্দ না বলিল ভোলা ;
'ভৃঙ্গী' বলি ডাকিল না মোরে।
ভাই, কাঁদে প্রাণ,—
ভোলা নাহি আদর করিল।

নন্দী। কহি শুন, দেখিনু যা আজি,—
ক্ষুধায় আকুল গেলেম মায়ের কাছে,
দেখিনু কুটীরে,
জনেক যোগিনী সনে কথা কন মাতা।

কহে অপূর্ব্ব যোগিনী,—
শুনি বাণী স্তম্ভিত হইনু !
কহে অপূর্ব্ব যোগিনী,—
"মা, আমারে কত দিনে করিবি সঙ্গিনী ?
দক্ষালয়ে কেন রেখে এলি ?"
ব্যগ্র হ'য়ে বুঝাইলা মাতা,—
"অল্পদিন—অল্পদিন বাছা,
যাব আমি মেনকার ঘরে,—
নিত্য পূজে মেনকা আমায়,
তথা তুই হইবি সঙ্গিনী,
কৈলাসে আনিব তোরে।"
ক্ষিপ্ত প্রায়—
মাতার চরণে কাঁদিয়া লুটিনু,
পা দু'খানি ধরিয়া কহিনু,
"মা, তোমারে যাইতে না দিব।"
হাসি মাতা,
চিবুক ধরিয়ে আদরে কহিল মোরে,
"কেন নন্দি, কোথা যাব আমি ?"
দেখি চেয়ে নাহি সে যোগিনী,
হতবাণী, বার্ত্তা না বুঝিনু কিছু,
কাঁদি নিত্য, তোরে নাহি কহি।
বাবার এ ভাব—মা কহে 'যাইব';
বল ভৃঙ্গি, কেমনে রহিব মোরা ?
ভূতগণে চরণে কে দিবে স্থান ?

ভৃঙ্গী। আয়, দোঁহে মিলি করিব সে
শক্তি গুণ-গান,—
নাচিতে নাচিতে বাবা, আসিবে এখনি।

নন্দী। কণ্ঠে মম স্বর না যুয়ায়,—
হুতাশে শুকায় প্রাণ !—

ভৃঙ্গী। চল্ তবে যাই ভাই, মায়ের সদনে ;
কেঁদে বলি "যেও না জননি" !
চল্, মাকে নিয়ে যাই বাবার নিকটে ;
হাসিমুখ বাবার দেখিব।

নন্দী। দু'কথায় ভুলাবে জননী।
কতবার কত কথা ভাবিলাম মনে ;
মা'র কাছে গেলে ভুলে যাই।

ভৃঙ্গী। ভাঙ খেয়ে যাস্ ভুলে তুই ;
আমি খুব কাঁদিতে পারিব।

[উভয়ের প্রস্থান।

(মহাদেব ও সতীর পুনঃ প্রবেশ)

সতী। পিত্রালয়ে যাব, ভোলানাথ,
দেহ মোরে পাঠাইয়ে।
যজ্ঞ তথা—শুনিনু নারদ-মুখে।
স্বচক্ষে দেখেছ প্রভু, আসিবার দিনে—
গলে ধ'রে কত মোর কেঁদেছে জননী,
আজও শুনি, কত কাঁদে মোর তরে ;
আমারে না হেরে,
দু'নয়নে শত ধারা বহে ;
মা আমারে কত ভালবাসে !
ভাবি দিন, যাব মা'রে দেখিবারে ;
নিত্য ভাবি, বলি হে তোমারে,
ত্রাসে নাহি সরে ভাষ,
দেখ, আশুতোষ,
কত দিন আছি এ কৈলাসে !

মহাদেব। এ কি কথা কহ, সতি ?
পিত্রালয়ে কেমনে যাইবে ?
যজ্ঞ তথা, নিমন্ত্রণ নাহিক কৈলাসে,
আভাষে বুঝিনু,
সমারোহ মম অপমান হেতু,—
শুনি, তপে তুষ্ট হরি—
চক্র ধরি রাখিবেন যজ্ঞ তা'র ;
যজ্ঞাহুতি বিধাতার ভার ;
ত্রিসংসার শিবে যজ্ঞভাগ নাহি দিবে।
আমি হে ভিখারী,
তুমি ভিখারীর নারী,
হেন যজ্ঞে কেন বা যাইবে ?
অপমান হবে ;
নহে—পিত্রালয়ে যেতে নাহি করি মানা।

সতী। প্রভু, ত্রিসংসারে তব অপমান,
যজ্ঞভাগ না দিবে তোমারে,
তবে কেন ভাব মম অপমান হেতু ?

নাথ, তব মানে মানী—
তোমা বিনা এ সংসারে নাহি জানি,
নহি ভিখারিণী—
রাজরাণী কেবা মম সম ?
পতি-প্রেম ঐশ্বর্য্য আমার।
যাব জনকভবন,
পঞ্চানন, তাহে অপমান কিবা ?
বিনা আবাহনে কিবা বাধে ?

মহাদেব। পতিপ্রাণা সতী তুমি সর্ব্বস্ব আমার !
অহঙ্কারে দক্ষরাজ কত কথা ক'বে।
অভিমানী প্রাণে নাহি সবে তোর,
করি মানা, যেও না, যেও না,
কেন হরে কাঁদাইবি ?
তোরই তরে জটা ধরি শিরে,
ভস্ম মাখি তোর প্রেমে !
নাহি যোগ যাগ, নাহি তপ ধ্যান—
ধ্যান জ্ঞান সকলই আমার তুমি,
শূন্য ত্রিসংসার, তুমি হ'লে অদর্শন।

সতী। যজ্ঞ হেরি আসিব ফিরিয়ে,
সুধাব জনকে কিবা তব অপরাধ !
যদি ভিখারিণী, তবু কন্যা তাঁর,
কেন মোরে অনাদর ?
কেন তিনলোক-মাঝে
অপমান করেন তোমার ?
স্নেহে মম জনক ভুলিবে,
যজ্ঞভাগ দিবে,
নিমন্ত্রণ আসিবে কৈলাসে.
যাব,—প্রভু, না কর নিষেধ।

মহাদেব। সতি,
কেবা শক্তি ধরে - অপমান করে মোরে ?
তুমি প্রাণ, তুমি মান অপমান,
ভোলার সর্ব্বস্ব তুই সতি,
ভাল হ'ল ঘুচিল জঞ্জাল,—
না হ'বে যাইতে যজ্ঞভাগ ল'তে আর !
ভাল হ'ল ঘুচিল বিশ্বের ভার,
ভাল হ'ল, গেল ভবে শিবত্ব আমার।
তোরে ল'য়ে নিশ্চিন্ত রহিব,
যোগ যাগ সকলি ছাড়িব,
তোরে ল'য়ে নিশ্চিন্তে করিব কেলি ;
বিশ্ব-হিত-ধ্যানে না রহিতে হ'বে আর।
বিজন কৈলাসে—তুমি রাণী, আমি রাজা,
লীলায় আনন্দে রব।

সতী। তুমি সাধে কি ভিখারী ?
বিশ্বকার্য্যে কেমনে রহিবে,
ভাঙপানে মন তব।
হোক মেনে, বিশ্বনাথ,
কথা শুনিবারে ভালবাসি।
দিবানিশি রবে মম পাশে—
ভূত ল'য়ে কে নাচিবে ?
দেখেছি, দেখেছি,—
র'য়েছি কৈলাসে আমি,
নূতন ত নহে আজি।
যতক্ষণ রহ মোর পাশে,
সদা অন্যমন,
ভাব কতক্ষণে যাইবে ভূতের দলে ;
কুতূহলে নৃত্য হ'বে - হবে ভাঙপান।

মহাদেব। সতি, অন্যমন—নাহি কি কারণ ?
কেন তবে বল তুমি দক্ষালয়ে যাবে ?

সতী। প্রভু, ক্ষতি কিবা নাহি জানি।
চিরদিন আলস্য তোমার,
নারী হ'য়ে দিতে যদি পারি যজ্ঞভাগ,
অমত কি তব তায় ?

মহাদেব। সতি, নিত্য সুধাই তোমায়,
ছাড়িবে না কভু মোরে ?
নিত্য কহ 'ছাড়িব না।'
তবু মন নাহি বুঝে,
আজি ছেড়ে যেতে চাও—
কেন পাগলে কাঁদাও ?
গেলে তুমি আসিবে না আর।

সতী। কেন নাথ !
তোমা ছেড়ে রহিতে কি পারি ?
যজ্ঞ হেরি আসিব ফিরিয়ে ;

অন্য কেন ভাব, প্রভু !
যাই নাথ, ক'র না নিষেধ।

মহাদেব। যাবে যদি, কি হেতু সুধাও মোরে ?
কর যেবা অভিরুচি।

সতী। প্রভু, নাহি কর রোষ,
মানা নাহি কর যজ্ঞে যেতে,
বল, "যাও যজ্ঞালয়ে।"

মহাদেব। কহি তোরে,
অন্তর শিহরে, যজ্ঞ-কথা মনে হ'লে ;
পতি-অপমানে নিশ্চয় ত্যজিবি প্রাণ।

সতী। প্রভু, প্রাণ মম কঠিন পাষাণ হ'তে ;
নহে, ত্রিসংসারে তব অপমান,
ছার প্রাণ এখনও রেখেছি ?
সতী নাম কেন দিল মাতা ?
পতিভক্তি এই কি আমার ?
যজ্ঞে যেতে মানা নাহি কর মোরে ;
যদি তব পদে থাকে মতি,
দেখিব কেমনে—
ত্রিসংসার মিলি হরে করে অপমান।
আজ্ঞা দেহ, যাব দক্ষপুরে।

মহাদেব। সতি, যেতে নাহি দিব তোরে।

সতী। কহি সত্য,
অন্ন-জল ত্যজিব কৈলাসে।

মহাদেব। অন্ন-পানি খাও বা না খাও,
কোন মতে যাইতে না দিব।

সতী। শুন, ভোলানাথ, মহা দ্বন্দ্ব হবে আজি।
যাব, হাসিমুখে করহ বিদায়।

মহাদেব। হাসি মুখ রাখ নাই তুমি।
ইচ্ছা যদি যাও,
আমি নাহি যাইতে কহিব।

সতী। নাথ,
ধরি পায়, ক'র না নিষেধ।

মহাদেব। ইচ্ছা যাও, মোরে না সুধাও।
চ'লে যাই হ'ল আসি ধ্যানের সময়।

(গমনোদ্যত)

(সতীর অন্তর্দ্ধান এবং কালী-মূর্ত্তির আবির্ভাব)

এ কি ভয়ঙ্করী করালবদনা,
লোল-জিহ্বা রুধির-মগনা,
গলিত-রুধির মুণ্ডমালা গলে বিলম্বিত,
মহামুণ্ড করে, রক্ত-স্রোত ঝরে,
খড়্গ ধরে, ভাসে রক্তধারে ;
রক্তোৎপল দ্বিভুজ দক্ষিণে !
বিবসনা বিকট-দশনা ত্রিনয়না,
চন্দ্রখণ্ড শোভে ভালে !
কোথা যাব - কোথায় পলাব ?

(অন্যদিকে পলায়নোদ্যত)

(তারা-মূর্ত্তির আবির্ভাব)

ত্রাহি, ত্রাহি !
কে রে নব-নীরদবরণী ?
উর্দ্ধজটা বিভূষিত ফণী,
লম্বোদরা বাঘাম্বরা ঘোরাননা,
পঞ্চ অর্দ্ধচন্দ্র শোভে ভালে,
অগ্নি ক্ষরে ত্রিনয়নে,
নৃমুণ্ডমালিনী চতুর্ভুজা,
মুণ্ড খড়্গ খর্পর কমল সাজে !
রাখ পায় সভয় মহেশ !
কোথা যাব—কেমনে পলাব ?

(অপরদিকে পলায়নোদ্যত)

(ষোড়শী-মূর্ত্তির আবির্ভাব)

পঞ্চ প্রেত পরে কে বামা বিহরে ?
রক্তবর্ণা ত্রিনয়না, শশিচূড়া,
চতুর্ভুজে পাশাঙ্কুর ধনুঃশর,
এলোকেশী ভয় বাসি হেরি !

(ভিন্নদিকে পলায়নোদ্যত)

(ভুবনেশ্বরী-মূর্ত্তির আবির্ভাব)

অম্বুজ আসনা, ত্রিনয়না,
রত্নরাজী বিভূষণা ;
রক্তবর্ণা,
চতুর্ভুজে পাশাঙ্কুর বরাভয় !

কৃপা কর পাগল ভোলারে।
কোথা যাব—কেমনে পলাব ?

(অন্যদিকে পলায়নোদ্যত)

(ভৈরবী-মূর্ত্তির আবির্ভাব)

অক্ষমালা পুঁথি বরাভয়,
শোভিত মৃণাল চারিভুজে,
রক্তবর্ণ অমল কমলে,
মুণ্ডমালা দল দল দোলে—
মণিময় হার সনে !
এলোকেশী কে গো ভয়ঙ্করী ?
রাখ গো পাগল ভোলা।

(অপরদিকে পলায়নোদ্যত)

(ছিন্নমস্তা-মূর্ত্তির আবির্ভাব)

ছিন্নমস্তা, ত্রিধারে রুধির ক্ষরে ;
দুই ধারে পিইছে যোগিনী,
উলঙ্গিনী ছিন্নমুখে রক্ত খায় ;
চন্দ্র-সূর্য্য বহ্নি ত্রিনয়নে—
শিশুশশী শিহরে কপাল-দেশে !
কে রে ভীমা রক্তোৎপল কায়,
বিপরীত রতি দলি পায়,
হরে ভয় দেখাও আসিয়ে ?

(অন্যদিকে পলায়নোদ্যত)

(ধূমাবতী-মূর্ত্তির আবির্ভাব)

ঘোর ধূম্রবর্ণা বৃদ্ধা কাকধ্বজ রথে,
বিস্তার-বদনা, পতিহীনা,
ক্ষুধায় আকুলা বিভীষণা,
কুলা করে, কাঁপে অন্য কর !
ত্রাহি, ত্রাহি—
রক্ষা কর দিগম্বরে !

(অপরদিকে পলায়নোদ্যত)

(বগলা-মূর্ত্তির আবির্ভাব)

শশাঙ্ক-শেখরী, ত্রিনয়না,
রত্ন-সিংহাসনে,
পীতবস্ত্রা পীতবর্ণা কে রে বামা ?
কে রে ভয়ঙ্করী,
জিহ্বা ধরি অসুরে মুদ্গরে বধ ?
শঙ্কায় আকুল প্রাণ মোর।

(অন্যদিকে পলায়নোদ্যত)

(মাতঙ্গী-মূর্ত্তির আবির্ভাব)

রক্ত-পদ্ম-শ্যামা,
কর-পদ্ম খড়্গ চর্ম্ম পাশাঙ্কুশ শোভে ;
বিধুমৌলী ত্রিনেত্রা,
অনল ক্ষরে তাহে !
রাখ হরে রাঙ্গা পায়।

(অপরদিকে পলায়নোদ্যত)

(মহালক্ষ্মী-মূর্ত্তির আবির্ভাব)

স্বর্ণবর্ণা নলিনী আসনা ;
পদ্মদ্বয় বরাভয়-কর ;
চতুর্দ্দন্ত শ্বেত মত্তকরী,
চারিদিকে রত্ন ঘট ধরি'
অমৃত বরষে শিরে,
হেরি' অন্তর শিহরে,
অপাঙ্গে নেহার বামা !

মহালক্ষ্মী। যার তরে একার্ণবে শক্তির সাধন,
তার কথা করি অযতন—
কোথা যাও মহেশ্বর ?

মহাদেব। সতি, সতি !
কবে তোরে করিয়াছি অযতন ?

(মহালক্ষ্মী-মূর্ত্তির অন্তর্দ্ধান]

এ কি ! কোথা বামা নলিনী-বাসিনী ?

(সতীর প্রবেশ)

সতি, সতি, কোথা ছিলে এতক্ষণ ?
হায়, ফুটিয়ে না ফুটে আঁখি মোর ;
মায়া-ঘোর কেমনে ছেদিব ?
মহামায়া আপনি করিছে ছল !
সতি, নিষেধ না করি আর,
যাও পিত্রালয়ে ;
কিন্তু ভুল' না—ভুল' না ভাঙ্গড়েরে।
তব অদর্শনে,
খ্যাপা তোর আকুল হইবে।

কি কহিব আর,
অন্তরের সার তুমি মম ;
তোমা বিনা শব আমি।

সতী। নাথ, কেন এত মিনতি দাসীরে ?
তব আজ্ঞাকারী,
রহিতে কি পারি তোমা ছাড়ি ?
কেন ভাব, ভোলানাথ !
তব পদাশ্রিতা চিরদিন !

মহাদেব। আর ভুলা'ও না—আর ভুলিব না।
সতি, তোমা বিনা পলকে প্রলয়-জ্ঞান !
সতি, একান্ত কি ছেড়ে যাবি ?

সতী। হাসিমুখে আদেশ, মহেশ !

মহাদেব। এস প্রিয়ে,—মনে রেখ ভিখারীরে।
নন্দি, নন্দি !—

(নন্দীর প্রবেশ)

নন্দী। কি আদেশ, দেবদেব !

মহাদেব। ওরে, সতী যাবে কৈলাস ছাড়িয়ে,—
আন রথ সাজাইয়ে।

নন্দী। বাবা, পায়ে ধরি, যাইতে দিও না ;
মা গেলে, মা ফিরিবে না আর।
ও মা, যাস্ নে গো ভূতগণে ফেলে।

(ভৃঙ্গীর প্রবেশ)

ভৃঙ্গী। নন্দি, পায়ে ধর, ভুলে যাস্ তুই,
মাকে যেতে দিস্ নে কখন' !
ভূতগণে আদরে কে অন্ন দেবে ?

নন্দী। ও মা, কোথা যাবি ?
গেলে তুই আর না ফিরিবি,
ব'লেছিস্ যোগিনীরে,—
স্বকর্ণে শুনেছি আমি।
ও মা,
হ'ও না নিদয়া কুৎসিত তনয়গণে।
ও মা, তোমা বিনা
আঁধার কৈলাসে কে রবে, জননি, বল ?
বাবা আকুল হইবে, কে তারে বুঝাবে ?
কেন গো নিঠুর হ'লি ?

ও মা, "মা" ব'লে ডাকিব কারে বল্ ?
ও গো, কারে ডেকে জুড়াব হৃদয়স্থল ?
ও মা,
ভূতদলে পুত্র ব'লে কেবা মুখ চাবে ?

সতী। কেন নন্দি, কেন ভৃঙ্গি, ভাব অকারণ ?
খাদ্যদ্রব্য কত—
এনে দিব পিত্রালয় হ'তে।

ভৃঙ্গী। মা, ভুলাতে নারিবে ;
ছেড়ে যাবে, তাই কর ছলা।
মা, মা, ক'র না গো কৈলাস আঁধার !

সতী। দেখ নন্দি, দেখ ভৃঙ্গি,
মহাযজ্ঞ হবে, তাই যাই ;
তোরা সব যাবি।
নন্দি, তুই সঙ্গে যাবি,—
কি হেতু কাঁদিস্ আর ?
আন রথ।

[নন্দীর প্রস্থান।

ভৃঙ্গি, বাছা কেঁদ না ক' আর।

ভৃঙ্গী। বাবা যাবে ?

সতী। যাবে।

ভৃঙ্গী। বাবা, মা কি যাবে তবে ?

মহাদেব। ভৃঙ্গি, রাখিতে নারিবি।
সতি, মনে হয়—
বুঝি বিশ্ব লয় এখনি হইবে !
অন্তরে আমার মহা হাহাকার-ধ্বনি !
হৃদ্‌পদ্মে টলেছে আসন তোর ;
বল কোন্ দোষে দোষী ?
কেন ছেড়ে যাবে,
কেন হে ভাসাবে মোরে ?
ভাবি মনে,
ক্ষুদ্র কীট হ'য়ে থাকি তোরে ল'য়ে—
শিবত্বের হেতু দ্বন্দ্ব নাহি বাধে আর।
সতি, তোর আনন্দ-মূরতি
নয়নের ভাতি মোর ;
সে আলো নিভাবে কেন বল ?
আর কি কৈলাসপুরে রব,

আর কি সংসার পানে চাব,
বিশ্বের কল্যাণে আর কি বসিব ধ্যানে ?
জ্ঞানহারা তোমারে হারাই যদি।

(নন্দীর প্রবেশ)

নন্দী। সাজায়ে এনেছি রথ।

ভৃঙ্গী। রহ আগুলিয়া পথ,—
বাবা কাঁদে, মাকে ছেড়ে নাহি দিব।

সতী। নাথ, হাসি মুখে বল "এস"।
তোমা ছেড়ে রহিতে কি পারি ?
ত্রিপুরারি !
আমি আশ্রয়বিহীনা তোমা বিনা।

মহাদেব। নন্দি, যা রে সাবধানে,—
এনে দিস্ ভিখারীর নিধি।
শিবহীন যজ্ঞ দক্ষপুরে ;
সতী মানা না মানিবে,
যজ্ঞস্থলে যাবে,
কত লোকে কত কথা কবে,
সবে কি কোমল প্রাণে ?
যদি কেহ কুভাষে আমায়,
রুষ্ট তুমি নাহি হ'ও তায়,
তুষ্ট ক'রো মিষ্ট ভাষে।
নন্দি, বাক্য ধর, বিবাদ না ক'র,
সতীরে এন রে ঘরে।
দক্ষ কত কবে কুবচন,—
যদি সতী হয় উচাটন,
প্রবোধিয়ে নিয়ে এস রথে ক'রে।
নন্দি, কি বলিব আর,—
সতীরে আমার—
কোন মতে আনিবে কৈলাসে ;
ওরে, রহিলাম পথপানে চেয়ে।
সতি, সতি, এস তবে প্রাণেশ্বরি !
ভুল না ভোলারে। (শিরশ্চুম্বন)

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

কক্ষ

দক্ষ।

দক্ষ। অপমান পূর্ণ মাত্রা হবে প্রতিশোধ !
আরেরে অবোধ, আরেরে ভাঙড়,—
শূল ল'য়ে কর ভারিভূরি !
ভাব—সংহারের ভার তব ?
সে দম্ভ ঘুচিবে,—
সৃষ্টি রবে সংহার বিহনে।
কিন্তু মম চিন্তা নাহি হয় দূর,
বিঘ্ন কে করিবে ?
আপনি আসিবে বিষ্ণু যজ্ঞ-রক্ষা হেতু,
প্রতিশ্রুত মোর ঠাঁই।
তিন লোক পক্ষ মম, যজ্ঞে হবে উপস্থিত,
একা শিব কি বাদ সাধিবে ?
না না, তবু চিন্তা নাহি হয় দূর।
হেয় প্রাণ, এখন' সতীরে পড়ে মনে !
আগে যজ্ঞ হ'ক্ সমাধান,—
কন্যার মমতা যদি না পারি ছেদিতে,
তুষানল প্রায়শ্চিত্ত মোর !
দেখ বুদ্ধি-ভ্রম,
যজ্ঞ করি মৃত্যু-নিবারণ হেতু,
মৃত্যু-চিন্তা করি পুনঃ আপনার !
অনাচার-নিবারণে মৃত্যু না রহিবে,
প্রজাবৃদ্ধি সহজে হইবে ;
যুক্তিতে না হেরি কোন অশুভ ঘটনা ;
কিন্তু তবু না ঘুচে ভাবনা,—
তপোবল অধিক তাহার,
তপোবল নাহি কি আমার !

(দূতের প্রবেশ)

দূত। মহারাজ !
আসিতেছে যজ্ঞ-স্থানে নিমন্ত্রিতগণে।

দক্ষ। কহ মন্ত্রিগণে,

দেয় সবে যথাযোগ্য স্থান।

[দূতের প্রস্থান।

কিন্তু যদি এ যজ্ঞ না হয় সমাধান,

অপমান রাখিতে নাহিক স্থান।

(ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর প্রবেশ)

প্রণাম চরণে তাত,

প্রণমি, হে চক্রপাণি,

কি কহিব কত কৃপা তব,

মহাকার্য্য উদ্ধারিব প্রসাদে তোমার।

বিষ্ণু। দক্ষরাজ, যজ্ঞ-রক্ষা করিব তোমার,—

বাক্য মম হবে না অন্যথা ;

কিন্তু,

প্রজার স্থাপনা যদি উদ্দেশ্য তোমার,

শিবে কেন নাহি দেহ যজ্ঞভাগ ?

শিব বিনা যজ্ঞ পূর্ণ নাহি হবে।

দক্ষ। যজ্ঞ পূর্ণ হয় বা না হয়,

এ কথা নিশ্চয়, শিবে ভাগ নাহি দিব।

আশ্বাস দিয়েছ মোরে, ওহে যজ্ঞেশ্বর !

যজ্ঞ-রক্ষা আপনি করিবে ;

তাহে যদি অমত তোমার,

অঙ্গীকার যদি নাহি পাল,

যজ্ঞে তাহে নাহি দিব ক্ষমা;—

কর, দেব, যথা রুচি তব।

বিষ্ণু। যজ্ঞ-রক্ষা অবশ্য করিব,—

বাক্য মম হবে না খণ্ডন ;

কিন্তু প্রয়োজন বুঝিতে না পারি,—

প্রজার বর্দ্ধন,

কিবা শিব-অপমান মনোগত তব ;

এক যজ্ঞে দুই ফল কভু না সম্ভবে।

দক্ষ। যুক্তির সময় আর কোথা চক্রপাণি ?

হইয়াছি অগ্রসর,

তিন পুর সমাগত নিমন্ত্রণে ;

ফিরিতে না পারি আর।

যজ্ঞ-ফলে প্রজা রক্ষা যদি নাহি হয়,

অনাচার-নিবারণ হইবে নিশ্চয় ;

শিব-ভয় না রহিবে লোকে।

হ'য়েছে সময়,— যেতে হবে যজ্ঞস্থলে।

যদি হয় অভিমত,

আসিবেন যজ্ঞ-অংশ হেতু।

[দক্ষের প্রস্থান।

ব্রহ্মা। কহ হরি, কি উপায় করি ?

দেখিলে ত কোন মতে দক্ষ না বুঝিবে ;

মহাপ্রলয় ঘটিবে,

না হইবে নিবারণ,

চক্রী তুমি, তব চক্র বুঝিতে না পারি।

আসিয়াছ যজ্ঞের রক্ষণে,

হর-হরি-দ্বন্দ্বে বিশ্ব অবশ্য মজিবে।

বিষ্ণু। হে বিরিঞ্চি,

বুঝিয়া না বুঝ কি কারণ ?

দ্বন্দ্ব কার সনে !

হর-হরি এক আত্মা জেন চিরদিন।

দক্ষ-যজ্ঞে ত্রৈলোক্যে দেখাব,—

শিব-দ্বেষী মূঢ় যেই জন,

মম শক্তি নহে কদাচন—

রক্ষিতে সে দুরাচারে ;

তিন লোক করিলে সহায়,

ত্রিপুরারি অরি যদি হয়,

কোন মতে রক্ষা নাহি তার !

ত্রিসংসার এ তত্ত্ব বুঝিবে,

পূজা দিবে মঙ্গল-আলয় শিবে,—

সৃষ্টি হবে মঙ্গল-আলয়।

যজ্ঞ ছারখার,

অমঙ্গল একত্রে সংহার,

অহঙ্কার বিগলিত,

দক্ষ-যজ্ঞে মহা প্রয়োজন।

হবে মহামার ছারখার ত্রিসংসার,—

শিব-দ্বেষী প্রজাপতি।

ধ্বংস বিনা উন্নতি না হয় ;

চল, যজ্ঞে হই অধিষ্ঠান।

ব্রহ্মা। মম সৃষ্টি-ভার, পালন তোমার হরি।

বিষ্ণু। কার ভার পদ্মযোনি!
ভার যার—আসিতেছে সেই।
শুন, রথ-চক্র গভীর গরজে—
আসিছেন মহামায়া।
চল যজ্ঞ-স্থানে,
দেখিব নয়নে কি রূপ মায়ের আজি।
রাঙ্গা পদে রাঙ্গা জবা কিবা সাজে,
ভক্ত নন্দী দেছে উপহার;
ভাণ্ডারের সার অলঙ্কার,
কুবের দিয়েছে স্বহস্তে সাজায়ে মায়ে;
সফল জনম তার।
দেখিনু কৈলাসে,
আহা, কিবা রূপ ধ্যানাতীত!
মায়ের চরণ-তলে যাচিনু অভয়,
আশ্বাস দিলেন মাতা।
অভয়া না অভয় দানিলে,
শিবহীন যজ্ঞে হব কেমনে উদয়!
নাহি ভয়,
মায়ের কৃপায় সকলই হইবে শুভ।

ব্রহ্মা। হবে যেবা জননীর মনে।
আশ্বাসিত আছি আমি দৈববাণী শুনে।
তনু ত্যাগ করিবেন মাতা,
প্রেমে হবে সৃষ্টির বন্ধন।

বিষ্ণু। অকারণ শঙ্কা কিবা তব?

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

অন্তঃপুর

ভৃগু-পত্নী আসীনা, সতীর প্রবেশ।

ভৃগু-পত্নী। এস, এস—দেখ গো প্রসূতি!
সতী তোর সেজে এল।
মরি, মরি, কিবা রূপ হেরি,
কে বলে গো ভিখারীর নারী!
কিবা অলঙ্কার
যেখানে যা সাজে, দিয়েছে জামাই তোর,—
রূপে করে দক্ষপুরী আলো!

(প্রসূতির প্রবেশ)

প্রসূতি। কই সতী, কই সতী মা আমার!
ও গো, স্বর্ণলতা কালি হ'য়ে গেছে,
বুঝি স্বপ্ন ফলে গো আমার!
ও মা, মা আমার!
ও মা, স্বপ্নে তোরে দেখিয়াছি কালি,
কালী হ'য়ে দাঁড়ালি মা এসে;
স্বপ্নে সতী ছেড়ে গেছে মোরে,
ও মা, মায়েরে কি ছেড়ে যাবি?
আমি দুখিনী জননী তোর,
মা ব'লে কি রাখিবি গো মনে?
শুনি চতুর্ম্মুখ-মুখে,
শক্তিরূপা সনাতনী তুমি।
ও মা, তুমি যে হও সে হও,
দশ মাস ধ'রেছি জঠরে তোরে,
মার মনে দিস্ নে মা ব্যথা।

সতী। ও মা, আইনু মা নিমন্ত্রণ বিনা,
তাই ত গো হ'ল দেখা!
ওগো, সাধে কি হ'য়েছি কালি!
ও মা, দুহিতা তোমার,
পতি বিনা নাহি জানে আর;
ত্রিসংসারে অপমান তাঁর,
শুনিনু নারদ-মুখে;
ভেবে কালি হ'য়েছি জননি!
ও মা, অবিরোধী পতি মোর,
সংসার-বৈভব বিলায়ে সবারে,
পতি মোর হ'য়েছে ভিখারী,—
এই কি মা অপরাধ তাঁর?
সমুদ্র-মন্থনে,
সুধা সনে রতন উঠিল কত,
বাঁটি নিল দেবগণে মিলি,
দিগম্বর গরলের ভাগী।
পিতার আদেশে,

যার পানে পরাণ ধাইল—
মালা দিনু তার গলে।
পত্নী হেতু দেবদেব হতমান,
তবু তাহে তিল নাহি গণে ;
কভু মোরে কুবচন নাহি কহে।
আশুতোষ, কভু নাহি রোষ ;
ধিক্ প্রাণ, হেন পতি মানহীন !
ও মা, ধরি পায়, করি গো মিনতি,—
কহ গো জনকে মোর,
তনয়ারে রাখিবারে পায়,
যজ্ঞ ভাগ দিতে বল হরে।

প্রসূতি। হায় সতি, অভাগিনী আমি !
রাজা নাহি শুনিবে বচন,
বিরিঞ্চির বাক্য অবহেলে ;
বধিবে আমায়, যদি কথা আনি মুখে।
ও মা, কি কব গো আর,
মানা মোরে তত্ত্ব নিতে তোর,
নাহি মায়া নৃপতির মনে,
কুবচন সহি কত ;
কি কব গো বন্দী আমি পুরে,
ও মা বড় অভাগিনী আমি !

সতী। তবে আমি যাব পিতার সদনে।

প্রসূতি। মানা করি যাস্‌নে গো সতি,
তোরে হেরে দ্বিগুণ বাড়িবে ক্রোধ ;
কত কটু কবে,
নাহি সবে তোর—বড় অভিমানী তুই।
ও মা,
মমতা ছেদিয়া শ্মশান ক'রেছে প্রাণ !

সতী। কৃপাহীন মম প্রতি পিতা কভু নন ;
শীর্ণকায় দেখিয়া আমায়—
মায়া মনে হবে তাঁর ;
কৈলাসে গো যাবে নিমন্ত্রণ,
পতি সনে মিটিবে বিবাদ।

প্রসূতি। ও মা, একে আর হবে তায় ;
ও গো বড় নিদারুণ,
দ্বিগুণ জ্বলিবে ক্রোধ।

সতী। কেন ভাব মা আমার,—
বড় স্নেহ তাঁর,
ভুলিতে মা, নারিবেন মোরে ;
যাব যজ্ঞে, মানা নাহি কর।

প্রসূতি। ওগো, বুঝেছি বুঝেছি—
ভেঙ্গেছে কপাল মোর !
বজ্রসম বাণী সবে না মা, তোর প্রাণে ;
পতিপ্রাণা পতি-নিন্দা শুনি—
অভাগীরে ফাঁকি দিবি।

সতী। মা গো,
কি ফল এ ছার প্রাণ রাখি ?
যাব যজ্ঞে—কহিব জনকে,
ভিখারীরে করিতে বঞ্চনা
কেন হেন আয়োজন ?
ও মা, ভিখারিণী—যাইতে ত নাহি মানা ?
ভিক্ষা মেগে লব যজ্ঞ-ভাগ,
নহে মাতা পরাণ ত্যজিব ;
অলক্ষণা, স্বামীর কণ্টক আমি।

প্রসূতি। ও মা, ও মা,
আমি ত গো নহি অপরাধী,—
কেন শেল দিয়ে যাবি বুকে ?

সতী। ও মা, কন্যা আমি,
নীতিবাণী সুধাই তোমায়,—
যার তরে পতি লজ্জা পায়,
প্রায়শ্চিত্ত কিবা তার ?
শুনেছি যজ্ঞের ফল প্রজার রক্ষণ।
প্রজাপতি পিতা মোর,
প্রজা রক্ষা কেমনে গো হবে ?
নারী যদি পতি-নিন্দা সবে,
কার তরে গৃহী হবে নর ?
প্রজাপতি-দুহিতা গো আমি,
ও মা, পতি-নিন্দা কেন স'ব ?

প্রসূতি। ও মা, কাঁদিতে কাঁদিতে
দিয়াছিনু বিদায় তোমারে,—
কাঁদিতে গো বুঝি পুনঃ দেখা !
সতি !

চাঁদমুখে আর কি রে মা ব'লে ডাকিবি ?
ক্ষুধা পেলে ধেয়ে কি আসিবি —
অঞ্চল ধরিবি মোর ?
ও মা, প্রসবিনু যে দিন তোমারে,
সেই দিন হ'তে দিন দিন পড়ে মনে !
কি হবে গো—
কি হবে গো, মা আমার !

সতী। বাধা মোরে দিও না, জননি,
পতি-ভক্তি শিখাও মা মোরে,
কে শিখাবে তুমি না শিখালে ?
দে মা, বিদায় আমায়।

প্রসূতি। সতি সতি, মা আমার !
ও মা, তোরে কি ব'লে বিদায় দিব ?
যাবি যদি, জনমের মত—
মা ব'লে মা ডাক মোরে।

সতী। মা, মা, যাই যজ্ঞে মা আমার !

[সতীর প্রস্থান।

প্রসূতি। বল গো কি হবে মোর ?

ভৃগু-পত্নী। বিধাতার মনে যা আছে, তা হবে রাণি,
কি হবে কাঁদিলে আর ?
হায় ! জঞ্জাল বাধিবে—
ব'লেছিল মুনি মোরে।
চল গৃহে,
গবাক্ষ হইতে দেখি যজ্ঞে কিবা হয়।

প্রসূতি। ও মা সতি,
মার প্রতি কেন মা নিদয়া তুই ?

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

যজ্ঞস্থল

ব্রহ্মা, বিষ্ণু ইত্যাদি দেবগণ, নারদ, দধীচি ইত্যাদি ঋষিগণ ও দক্ষ উপস্থিত।

দধীচি। রাজা !
হেন যজ্ঞ সমারোহ দেখি নাই কভু।
সুলভ দুর্লভ সুসাধ্য অসাধ্য যাহা,
আয়োজন হ'য়েছে সকলি।
কিবা সভা, তিন লোক সমাগত,
কিন্তু কোথা পুরুষ-প্রধান ?
মহেশ্বরে কেন নাহি হেরি ?
শিব অধিকার—শিবের সংসার,
যজ্ঞভাগ তাঁর ;
বিশেষতঃ জামাতা তোমার,
অগ্রে তাঁর অধিষ্ঠান ;
কোথা উচ্চাসন দেবদেব হেতু ?
কেমনে বা যজ্ঞ আরম্ভিবে—
সদাশিবে না পূজিলে আগে ?
কে যজ্ঞ রাখিবে,
যজ্ঞে নানা বিঘ্ন হয় প্রজাপতি !

দক্ষ। হের মুনি, যজ্ঞেশ্বর হরি
আপনি উদয় হেথা যজ্ঞ-রক্ষা হেতু।
ভ্রান্তি তব ঘুচে নাই মনে,
শিব-অধিকার কিবা ?
আছে ভূতগণ, আছে বৃদ্ধ বৃষ,
এই ত সম্বল তার ?
সুধাই তোমায়,—
'শিব' নাম কে দিয়েছে তার ?
অমঙ্গল কেতু সে ভাওড়,—
মৃত্যু হ'তে অমঙ্গল কিবা ?
লয়-কর্ত্তা, অনাচার সৃষ্টি তার।
দেবদেব নাম,—
ভ্রান্ত জীব না করে বিচার,
স্বেচ্ছাচার দৃষ্টান্তে তাহার,
কালগ্রাসে পশে অত্যাচারে,—
এই হেতু লয়-কর্ত্তা দেবদেব হর।
শুন মুনি, যজ্ঞের যে প্রয়োজন,—
মহাদেব—ভিখারী ভাওড়,
হেন সংস্কার—
ত্রিসংসারে আর না রাখিব ;
নিষ্ঠাচারে মানব স্থাপিব ভবে।
মৃত্যু হেতু ভয়,

তাই জীব সংসারে না রয় ;
মৃত্যু-ভয় করিব খণ্ডন,
স্বেচ্ছাচার করিব দমন,
পিশাচ না পূজা পাবে।
শুন মুনি, জ্ঞানহীন তুমি,
ক্ষমিলাম অপরাধ,—
শিব-নাম মুখে নাহি আন আর।
শিব-নাম যে আনিবে মুখে,
প্রেতপুরে স্থান তার।

দধীচি। শিব ! শিব ! শিব !
এ কি ! ত্রিসংসার শিব-নিন্দা শোনে
বুঝি প্রলয় নিকট আসি।
শিব ! শিব ! শিব!
শিব-নাম না আনিব মুখে ?
প্রজাপতি, শিবের প্রসাদে,
কোটি প্রজাপতি নাহি গণি,
শিব-নাম করি উচ্চৈঃস্বরে,
নিবার হে মহারাজ !
কিবা শক্তি ধর দক্ষরাজ,
শিব-নাম লইতে নিষেধ কর ?

দক্ষ। শক্তি মম এখনি বুঝিবে ;—
কে আছ রে, দণ্ড দেহ দুরাচারে।

(রক্ষীর প্রবেশ)

দধীচি। এই মাত্র শক্তি তব ?
খণ্ড খণ্ড কর তনু মোর,
দেখ রাজা,
শিব-নাম আনি বা না আনি মুখে।
শিব ! শিব ! শিব !
দেহ আদেশ রক্ষকে,
কিবা দণ্ড দিবে মোরে।

দক্ষ। বহিষ্কৃত কর এ ব্রাহ্মণে।

দধীচি। রক্ষিগণে কেন কষ্ট দিবে ?
শিব-হীন যজ্ঞে কে রহিবে ?
যথা শিব-অপমান
ত্যজে স্থান সাধুজন।
কিন্তু শুন হিতবাণী,
বহু যত্নে করিয়াছ আয়োজন ;
মহাকার্য্য প্রজার স্থাপন,
অগ্রে কর শিব পূজা।
নহে যদি চন্দ্র-সূর্য্য নড়ে,
সাগরে না রহে নীর,
জেন স্থির, যজ্ঞ তব যাবে রসাতল।
অনাদি সে পুরুষপ্রবর,
শক্তি যাঁর প্রেমে বাঁধা,
বাদ নাহি কর তাঁর সনে।

দক্ষ। রক্ষি, ব্রাহ্মণে কর রে দূর।

দধীচি। দূর কর মোরে,
তবু কহি—কর শিব-পূজা ;
যত্ন করি নাহি আন অমঙ্গল।
শিব ! শিব ! শিব !
দিগম্বর ! করহ মার্জ্জনা,
তব নিন্দা শুনিনু এ পাপ কাণে।
শুন শুন, যজ্ঞে যে বা আছ উপস্থিত,
কদাচিৎ না রহ এ স্থানে।
যাও পলাইয়ে,
নহে—রুদ্র-রোষে না পাবে নিস্তার।

[দধীচির প্রস্থান।

দক্ষ। আদেশ' হে, সভাস্থিতগণে,
যজ্ঞারম্ভ করি আমি।
যদি কেহ থাকে এ সভায়,
শিব-নিন্দা ফোটে যার গায়,
সভা ত্যজি যাইতে উচিত তার ;
কিন্তু কেহ নাহি কর' ভয়,
কি করিতে পারে সে ভাঙড় !
আছে সংস্কার,
মহারুদ্র ভূতের প্রধান,—
ভ্রান্তি মাত্র তাহা।
ভিক্ষা যার জীবন-উপায়,
কি সম্ভব তার হ'তে !
দ্বারে যদি আসে সে ভিক্ষুক,
দ্বারপাল করিবে বিদায়।

যজ্ঞে বসি, আদেশ' হে হরি,
আদেশ' বিধাতা !
(সতী ও তৎপশ্চাৎ নন্দীর প্রবেশ)

সতী। পিতা,
ভিখারিণী প্রণমে তোমার পায়।

দক্ষ। সত্য বিস্ময় !—
ওরে, আছে কি রে পতি-অনুমতি তোর
পিতারে প্রণাম দিতে ?
কালামুখি, কেন এলি পোড়াইতে মুখ ?

সতী। পিতা !—
চিরদিন পতি মোর শিখান সুনীতি,
জগৎ-গুরু মহাদেব।
পিতা, কন্যা আসে পিতার সদনে,
কালামুখ তাহে কিবা ?

দক্ষ। কন্যা তুমি নহে আর মম।
ছিল দিন, কন্যা ব'লে ডাকিতাম তোরে ;
কিন্তু নীচ-রুচি, নীচ তুই,—
পিশাচিনী এবে।
কি আস্পর্দ্ধা তোর,
সম্মুখে আমার, কহ জগৎ-গুরু শিব !
যা তুই—হেথা তোর নাহি স্থান।

সতী। পিতা, শিব গুরু শতবার ক'ব।
তুমি প্রজাপতি—
সুনীতি শিখাবে ভবে,
পিতা হ'য়ে পতি-নিন্দা শিখায়ো না মোরে।
পিতা, আমি অপরাধী,
আমি বরিয়াছি হরে,—
দণ্ড দেহ—যেবা তব মনে লয়,
কিন্তু কেন হরে কর অপমান ?

দক্ষ। অপমান—মান আছে যার !
ভিখারীর মান কি রে ভিখারিণী ?
আরে আরে, কুলের কণ্টক তুই,
পৈশাচিক কুটুম্বিতা তোর হেতু।
মান-অপমান-কথা কি তুই জানিবি !
যেই অনাচারী দমিবারে
যত্ন করি চির দিন,
ঠেলিয়াছি ব্রহ্মার বচন,—
তারে তুই স্বয়ম্বরে মালা দিলি।
কন্যা ব'লে পরিচয় দিস্ পুনঃ ?
সেই দিন মমতা ছেদেছি,
যেই দিন কালি দিলি মুখে।
নাহিক সম্ভব—মৃত্যুঞ্জয় সে ভাঙড়,—
যদি কভু বৈধব্য ঘটে রে তোর,
অন্ন-পানি দিব তোরে,—
ততদিন না আস সম্মুখে।

সতী। পিতা, পিতা, কুবচন কহ মোরে,—
নাহি নিন্দ' হরে।
শিব-নিন্দা শুনি মরি প্রাণে,
ধরি গো চরণে, শিব-নিন্দা নাহি কর।

নন্দী। মা, মা !—
ফিরে চল্. চল্ গো কৈলাসে।
বাবা মোরে ব'লে দেছে ;
ও মা, আর না সহিতে পারি,
শিব-আজ্ঞা যাব ভুলে।

সতী। নন্দি, কোন্ মুখে ফিরিব কৈলাসে ?
আসিবার কালে নিষেধ করিল হর ;
মানা না মানিনু,
বড়মুখে আইলাম পিত্রালয়ে।
ছিল সাধ, মিটাব বিবাদ,—
বিবাদ না মিটিবে রে কভু
যতদিন রবে অভাগিনী।
যা রে নন্দি, ফিরে যা কৈলাসে,
কহিস্ মহেশে,
জন্মিলাম অপমান হেতু তাঁর।
ছার প্রাণ আর না রাখিব,
পোড়া মুখ আর না দেখাব,
ছাড়িব এ পাপদেহ।
নিবেদন ক'র রে চরণে,
বংশ-অভিমানে কত তাঁরে কহিয়াছি কটু ;
আমি নারী,
মহিমা কি বুঝিবারে পারি ;
দেবদেব !

নিজ গুণে ক্ষমিবেন অপরাধ।
বলিস্ ভোলারে,
কভু যেন মনে করে মোরে।
অজ্ঞান অবোধ,
সেবা তাঁর করিতে নারিনু;
ছিল বহু সাধ,
সে সাধ রহিল মনে।
যদি পাগল আমার,
আমা বিনা হয় উচাটন,
ক'রো রে যতন,
ভিখারীর কেহ নাহি ত্রিসংসারে।
দিগম্বর, ক্ষমা কর অধীনীরে;
এ অন্তিমে হৃদ্‌পদ্মে দেহ আসি দেখা,—
ভোলা, ভোলা, কোথা তুমি এ সময়!

(তনু ত্যাগ)

নন্দী। ও মা, মা, কি বলিস,
কি হ'ল, কি হ'ল!
ওঠ মা, ওঠ মা,
শূন্য রথ ল'য়ে কি ব'লে কৈলাসে যাব—
শঙ্করে কি কব?
ও মা, নিয়ে যেতে ব'লেছিল বাবা মোরে!
ওঠ গো জননি,
শূলপাণি অধীর হ'বে গো তোর তরে!
ও মা, নন্দী কাঁদে তোর—
আদর কর মা তারে!
হায় হায়, শত ধিক্ প্রাণে,
দেখিনু নয়নে ভগবতী পরাণ ত্যজিল!
কি হ'ল, কি হ'ল,
কোথা গেল মা আমার!
ক'রে অভিমান, ভাসায়ে বয়ান,
কার কাছে দাঁড়াব গো আর!
অভাজনে মা বিনে কে রাখিবে গো পায়!
ও মা কৃপাময়ি,
কেন আজি হ'লি গো নিঠুর?
ডাকে নন্দী তোর,—দে না মা উত্তর,
কাতর কিঙ্কর মা গো!
কাঁপে প্রাণ ত্রাসে,
কোন্ মুখে যাইব কৈলাসে,
কি ব'লে গো বুঝাব বাবারে?
দক্ষালয়ে ত্যজিয়াছ প্রাণ,
কোন্ প্রাণে কব মাত',
ও গো, হর মোরে করে ধ'রে ক'য়েছিল,—
ফিরে এনে দিতে তার সতী।
আমি মূঢ়মতি,
প্রভু-আজ্ঞা নারিনু পালিতে!
আশুতোষ করিবেন রোষ,
কোলে ক'রে লুকাইবি আয়!
চল্ মা গো চল্,
হবে গো চঞ্চল পাগল তোমার ভোলা!
আয় মাগো আয়, বুঝাইবি তায়,
ও মা, কোথা যাব—
মা গেছে গো চ'লে!

দক্ষ। মূঢ় প্রেত, নহে প্রেত-ভূমি,
নিবার' চীৎকার তোর।

নন্দী। মূঢ় দক্ষ, কি কহিব বাবার নিষেধ।
নহে শূল করে র'য়েছি দাঁড়ায়ে,—
শিব-নিন্দা করিলি পামর!
নহে মা আমার ত্যজিয়াছে তনু,
তবু তুই এখন' জীবিত!
নহে কিরে নহে কি অধম,
যজ্ঞ-ধূম উঠিত রে তোর?
শিব-হীন সভা কিরে এখন' রহিত?
ফাটে প্রাণ—বাবার নিষেধ,
মা ত্যজেছে প্রাণ,
আছি রে—আছি রে দক্ষ—দিতে প্রতিফল!
নহে—
আত্মহত্যা বিনা মম প্রায়শ্চিত্ত কি বা!
ধিক্ আমি অধম কিঙ্কর,
শৈব হ'য়ে হেরিলাম শিবহীন সভা।
শোন্ দক্ষ, নাহি তোর ত্রাণ।

[নন্দীর প্রস্থান।

দক্ষ। রক্ষি, বধ ওরে।

রক্ষী। প্রভু, কোথা আর ?
শূন্য-ভরে গেছে চ'লে যোজনেক পথ ;
শূন্য রথ আপনি ফিরিল।

দক্ষ। ভাল হ'ল মিটিল জঞ্জাল ;
সতী গেল ঘুচিল প্রাণের ব্যথা।
ছিল কন্যা—মমতায় তার,
এত দিন ক্ষমেছি শিবেরে,
আর ক্ষমা নাহি মোর !
আগে যজ্ঞ করি সমাধান,
কৈলাস ডুবাব ল'য়ে সাগর-সলিলে।
সতী ম'লো, পুনঃ মুখ হইল উজ্জ্বল,—
না কহিবে শিবের শ্বশুর।
ওহো ! কন্যা হেতু এ হেন যন্ত্রণা,
অপমান পদে পদে।
(সতীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া)
অন্ন নাহি ভাঙড়ের ঘরে,
না খেয়ে হ'য়েছে কালি।
কে দিল এ অলঙ্কার ?
ভিক্ষা ত্যজি—
চুরি বুঝি শিখেছে ভাঙড়।
ধন্য তব যোগাযোগ বিধি !
কিন্তু আর কন্যা নাই,
নবীন জামাই এনে তুমি দিবে ধাতা ;
দেখি এবে যজ্ঞ পূর্ণ হয় বা না হয়।

ব্রহ্মা। দেখ হরি,
থর থরি কাঁপে তিন পুরী,
মহাধূম গগনমণ্ডলে,
ধিকি ধিকি বহ্নি-জিহ্বা জ্বলে,
হেন ধূম প্রলয়ে না হয় কভু !
খসে বুঝি বিশ্বের বন্ধন, টলে ত্রিভুবন,
কোথায় পলাব, কোথা স্থান পাব,
এ প্রলয়ে সকলি কি হবে নাশ ?

বিষ্ণু। শুন ব্রহ্মা, কি বুঝিব শক্তির মহিমা !
কহি শুন,
যে কথা শুনেছি আমি অভয়ার মুখে ;—
নন্দী যবে মৃত্যু-কথা কবে,
ক্রোধে রুদ্র ছিঁড়িবে আপন জটা,
মহাবীর জন্মিবে তাহায়,
মহাকায়, পূর্ণ মহারুদ্র তেজে,
শূল করে ত্রিসংসার পারে বিঁধিবারে ;
সমরে শঙ্কর তারে দিবেন আরতি।
বুঝি জন্মিল সে ভৈরব মূরতি ;
সাবধানে দেব-সেনা হও সুসজ্জিত,
আসে রণে কৈলাসীয় চমূ,
প্রাণপণে যুঝিব সকলে মিলি ;
কোনমতে যজ্ঞ-বিঘ্ন না দিব করিতে।

(বেগে নারদের প্রবেশ)

নারদ। হরি, রক্ষা কর, মজে ত্রিসংসার !
নন্দীর পশ্চাতে গেলাম কৈলাসপুরে,
নন্দী দিল পরিচয় ;—
কাঁপিছে অন্তর মোর,
অকস্মাৎ কি দেখিনু !—
ঊর্দ্ধ জটা, ভালে বহ্নি উঠিল গর্জ্জিয়া !
শশিখণ্ড—রবি-জ্যোতিঃ ধরে,
ত্রিনয়নে কোটি রবি ক্ষরে,
গর্জ্জে ফণী বাসুকীর ত্রাস ;
জটা ছিঁড়ি ফেলিল মহেশ !—
কি কহিব, কহিতে অবশ জিহ্বা,
জটাজুট শিরে, শূল করে উঠিল পুরুষ !
ভীমকায় কহিল মহেশে,—
"কি আদেশ, তাত, মোরে ?
দিক-হস্তী এখনি বধিব, সাগর শুষিব,
চন্দ্র-সূর্য্য চিবাইব দাঁতে।
আজ্ঞা মোরে দেহ শূলপাণি,
খণ্ড খণ্ড করিব মেদিনী,
স্বর্গ 'পরে রসাতল থোব,
চাহ যদি স্বর্গ উপাড়িব।"
দক্ষযজ্ঞ-নাশ হেতু—কহিল শঙ্কর তারে।
নন্দী শিঙ্গা বাজাইল ঘোর,
সাজিল সত্বর ভূতদানা অগণন,
মুক্তকেশ—শূল করে নৃত্য করে সবে।

কহ প্রভু, কি উপায় হবে,
সকলই মজিবে !

বিষ্ণু। সাজ সেনা, সম্মুখীন অরি ;
চল আগুবাড়ি দিব রণ,
যজ্ঞ-বিঘ্ন নাহি ঘটে।

[ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর প্রস্থান।

দক্ষ। কে যুঝিবে বিষ্ণুর সহিত ?
কিন্তু রণে চক্র যদি পায় পরাজয়,
যজ্ঞ হ'তে সেনা পুনঃ করিব সৃজন,
শিব-সেনা ভূতদানা কি করিবে ?
বৃদ্ধ শিব—কত বল তার ?

নেপথ্যে। হর ! হর ! হর !

দক্ষ। শুনি ভীষণ হুঙ্কার !

(প্রথম দূতের প্রবেশ)

১ম দূত। মহারাজ, প্রাণ যদি চাও,
পালাও—পালাও, এল এল এল সবে।
ব্রহ্মদৈত্য ভৈরব বেতাল,
ভূত প্রেত দৈত্য দানা—
না হয় গণনা, আসিতেছে রণে কত।
বিকট বদন, রণোল্লাসে করিছে গর্জ্জন,
জনে জনে সাক্ষাৎ শমন রাজা !
মহাতেজা বীর একজন,
পদ-ভরে কাঁপে ত্রিভুবন,
শূল করে মৃহু মৃহু হাসে,
বায়ুবেগে আসে—
দেব-সেনা আক্রমণে।

দক্ষ। কে আছে রে, বধ ল'য়ে ভীরু দূতে ;
আন কেহ সংগ্রাম-বারতা।

[প্রথম দূতের প্রস্থান।

নেপথ্যে। হর ! হর ! হর !

(দ্বিতীয় দূতের প্রবেশ)

২য় দূত। প্রভু, তুমুল সংগ্রাম,—
অবিরাম বরিষার জল,
অস্ত্র ঝরে, উজ্জ্বল প্রভায় দিশা।
প্রাণপণে—দেব-সেনাগণ করিছে বারণ
কৈলাসায় মহাচমু।
বিষ্ণু যুঝে বীরভদ্র সনে,
শূল-চক্র-মিলিত-গর্জ্জনে—
বিদারিত ব্যোমদেশ !

[দ্বিতীয় দূতের প্রস্থান।

নেপথ্যে। হর ! হর ! হর !

(তৃতীয় দূতের প্রবেশ)

৩য় দূত। বিস্ফুলিঙ্গ ফোটে, ব্রহ্মডিম্ব টোটে,
মহারুদ্র আগত সংগ্রামে।
বজ্র হেরি বিফল সংগ্রামে,
পলায়েছে পুরন্দর।
ম্রিয়মাণ পাশ রণে,
দণ্ড-করে ফিরেছে শমন ;
ধনুহীন পবন পলায় ;
রুদ্রকায় মহাবহ্নি ছোটে,
একা হরি রণমাঝে !

[তৃতীয় দূতের প্রস্থান।

নেপথ্যে। হর ! হর ! হর !

(চতুর্থ দূতের প্রবেশ)

৪র্থ দূত। দেব, পলাও সত্বর,
চক্রধর ত্যজেছেন রণ !
অদ্ভুত কাহিনী, অকস্মাৎ হ'ল দৈববাণী,—
"ফের চক্রপাণি,
মহাশক্তি হরের সহায় ;
অন্য শক্তি লয় হবে সেই মহাতেজে।"
রণে পৃষ্ঠ দিয়াছেন হৃষীকেশ।

দক্ষ। মহামন্ত্রে যজ্ঞাহুতি করহ প্রদান,
সেনা সৃষ্টি কর অগণন।

(যজ্ঞে আহুতি প্রদান

নেপথ্যে। হর ! হর ! হর !

(ভূতদলের প্রবেশ ও যজ্ঞনাশ)

নন্দী। যেই মুখে শিবনিন্দা করিলি বর্ব্বর,
নিজ যজ্ঞে সেই মুণ্ড দেহ রে আহুতি।

সকলে। এই দক্ষ—এই দক্ষ—

[দক্ষকে লইয়া সকলের প্রস্থান।

(মহাদেবের প্রবেশ)

মহাদেব। কে—রে, দে—রে, সতী দে আমার!
সতি, সতি, কোথা সতি!
প্রাণেশ্বরি, এস রে হৃদয়ে!
ছি ছি, ভুলাইয়ে কেন রে করিলি গৃহী?
কোথা গেলে, কি দোষে ত্যজিলে,
প্রাণপ্রিয়ে, কেন কর অভিমান?
শত দোষ করিলে না কহ কথা!
আজি বিনা অপরাধে,
ধরণী-শয়নে কি হেতু শুয়েছ রোষে?
দেহ রে উত্তর,
ওরে, প্রাণে না সহে আমার
ত্রিসংসার হেরি অন্ধকার,
অন্তরের সার তুই সতী!
আহা, মোর নিন্দা শুনে—
সতী ম'লো প্রাণে,
ওহো অযতনে কতই কেঁদেছে!
ওহো, সতী প্রাণ দেছে,
মহেশের মৃত্যু নাই!
আয় সতি, আয় রে হৃদয়ে,
আর প্রিয়ে ছাড়িতে নারিবি মোরে!
আরে রে দুখিনী, আরে অভাগিনী,
ভিখারীরে কেন রে বরিলি,
কেন ওরে পাগলে মজালি?
নেচে গেয়ে ভ্রমিতাম ভূত-সনে।
সতি, প্রাণে সহে না রে আর,
কহ কথা, কহ একবার,
অধরে রে বারেক নিরখি হাসি।
ও রে, হ'য়েছি কাতর, দেহ রে উত্তর,
নিঠুর নহ ত তুমি!
ফিরে আর যাব না কৈলাসে,
অদ্যাবধি কাল যথা নাহি পশে,
বিশ্ব-অন্তে বসিব বিরলে;
নয়নের জলে—
নিত্য ধোব বদন তোমার!
ডাক একবার, ভোলারে ভোলারে সতি,
আহা, সতী মরে ভাঙড়ের তরে।

(সতী-দেহ লইয়া গমনোদ্যত

(প্রসূতি ও তপস্বিনীর প্রবেশ)

প্রসূতি। কোথা যাও, ফিরে চাও আশুতোষ,
অভাগিনী ডাকিছে তোমায়!
হের, হর, করুণানয়নে—
দীন জনে চির কৃপা তব।
আমি দীনা, পতি কন্যা-হীনা,
পশুপতি, আশ্রিতা তোমার।
হই যদি সতী, পশুপতি-পদে মাগি পতি,
দুখিনীরে ক'র না বঞ্চনা।
সদাশিব নাম,
অবলায় হ'ও না হে বাম,
অকলঙ্ক নাম তব কৃপাময়;
করুণায় অবলায় রাখ পায়।
জানি প্রভু, পতি মম দোষী,
ওহে প্রেমময় পরম সন্ন্যাসী,
তবু আমি দাসী তাঁর।
সতী-পতি, পতি দেহ মোরে,
সতীর জননী যাচে।
তুমি প্রভু জগতের পতি,
কুমতি সুমতি সকলই হে সনাতন!
দক্ষ কেবা নিন্দিবে তোমায়?
তোমার ইচ্ছায় শিব-দ্বেষী হ'ল পতি।
ওহে অগতির গতি,
কর দয়া পতিহীনা জনে।
ভোলা দিগম্বর, তুষ্ট হও হর!
দেখ হে অন্তর—অন্তর্যামী ভগবান্—
মার প্রাণে কি আঘাত দেছে সতী।
তাহে পতিহীনা, কর হে করুণা,
শিবময় করুণা-আধার!

তপস্বিনী। বিল্বপত্র দেহ রাঙ্গা পায়।

(প্রসূতির মহাদেবের পদে বিল্বপত্র প্রদান

মহাদেব। কে—রে, বর নে রে, যাব রে সত্বর,
সতী নাই, রব না সংসারে আর।
(প্রসূতিকে দেখিয়া)
পতি তব পাবে প্রাণ,
কিন্তু মুণ্ড তার পুড়েছে অনলে,
অজ-মুণ্ড করিবে ধারণ।
যজ্ঞ পূর্ণ হবে,
মম ভাগ দিতে ব'ল বিল্বমূলে।
সতি, সতি, চল যাই ;
বিশ্বকার্য্যে আর না রহিব,
সতি, সতি, চাহ রে বদন তুলে।
[সতীদেহ লইয়া মহাদেবের প্রস্থান।

প্রসূতি। ওগো তপস্বিনি, আমি অভাগিনী,
এ দুর্দ্দশা হ'ল গো স্বামীর !
আহা, সতী কোথা ছেড়ে গেল মোরে ?
কোথা মা আমার,
মা ব'লে গো ডাক একবার !
ও মা, লীলা হেতু তুই জন্মেছিলি ;
অভাগীরে কেন রে কাঁদালি,—
চ'লে গেলি কেন মা আমার !
শুন তপস্বিনি,
সাধমাত্র রাজারে দেখিব,
গৃহে নাহি রব, চ'লে যাব,
সতীরে করিব ধ্যান।
আহা, জন্ম ল'য়ে অভাগী জঠরে,
কেঁদেছে রে চিরদিন।
ছিল গো কৈলাসে,
কভু তার তত্ত্ব না করিনু !
প্রাণ দিতে কেন সতী এলো !
দেখি বা না দেখি গো নয়নে,
শুনিতাম কাণে,
সতী মোর বেঁচে আছে ;
ওগো, চাঁদমুখ কেমনে ভুলিব !

তপস্বিনী। শুন রাণি, নহ তুমি সামান্যা রমণী,
অভাগিনী নহ কভু।
তুমি ভাগ্যধরী,—
তাই গর্ভে জন্মিলা শঙ্করী।
অন্তে পুনঃ সতীরে পাইবে,
সতী সনে চিরদিন রবে
বাঁধা সতী প্রেমে তোর ;
মন-সাধ মিটিবে তোমার।
নিত্য ঘুমাইলে—
সতী আসি মা ব'লে ডাকিবে ;
যাও রাণি, মিথ্যা নহে বাণী।
[প্রসূতির প্রস্থান

তপস্বিনী। ও মা, ও মা, কত দিন আর—
কার্য্যে বাঁধা রাখিবি মা কত দিন ?
দেখা দে মা,
ব'লে যা গো, প্রাণ নাহি বোঝে।

(সতী-ছায়ার আবির্ভাব)

সতী-ছায়া। যাই হিমালয়,
যতদিন শিব-সনে না হয় মিলন,
ভ্রম তুমি শিব-গুণ করি গান,—
শিব-ধামে ল'য়ে যাব পরে।
শোন্ পদ্মা, রাখিস্ রে মনে,
প্রসূতি-সদনে—
নিত্য আসি 'মা' ব'লে ডাকিবি
মায়া-ঘোরে মেনকা জঠরে
রব আমি যতদিন,
শিব-সনে বিচ্ছেদ আমার।
নাহিক আধার কেমনে আসিব ;
কার্য্যহীন প্রকৃতি পুরুষ বিনা।
জ্ঞান-চক্ষু ফুটেছে তোমার,
বিকাশ তাহার,
এখনো র'য়েছে বাকী,
সখীভাব শিখিবি রে শিব-গুণ-গানে।

যবনিকা

সীতার বিবাহ

(পৌরাণিক নাটক)

[২৮শে ফাল্গুন, ১২৮৮ সাল, ন্যাসান্যাল থিয়েটারে প্রথম অভিনীত]

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

পুরুষগণ

দশরথ	...	অযোধ্যাধিপতি।
সুমন্ত্র	...	ঐ মন্ত্রী।
জনক	...	মিথিলাধিপতি।
পরশুরাম	...	৬ষ্ঠ অবতার।
বশিষ্ঠ	...	দশরথ-পুরোহিত।
বিশ্বামিত্র	...	মুনি।
রাম, লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্ন	...	দশরথের পুত্রগণ।
রাবণ	..	লঙ্কাধিপতি।
কালনেমি	...	ঐ মাতুল।

মহাদেব, ব্রহ্মা, ইন্দ্র, ধন্বন্তরী, অসুরগণ, রাজাগণ, পুরোহিত, নটবেশী চন্দ্র, সভাসদগণ, দেবগণ, ব্রাহ্মণগণ, দূতগণ, নাপিত, কাঠুরিয়াদ্বয়, নাবিক, ভট্টগণ, সৈন্যগণ, প্রমথগণ, ভৃত্যগণ, নিমন্ত্রণভোজী পুরুষগণ ও বালকগণ, পুরবাসিগণ, পণ্ডিতগণ ও তৎশিষ্যগণ দশরথের সহচরগণ, ইত্যাদি।

স্ত্রীগণ

রাণী	...	জনক-পত্নী।
সীতা	...	জনক-কন্যা।

অহল্যা, রতি, নটী, লক্ষ্মী, নাবিকের স্ত্রী, গ্রাম্য রমণীগণ, দাসী, কৌশল্যাব্রাহ্মণী, পুরোহিত-পত্নী, পুরস্ত্রীগণ, নিমন্ত্রণভোজী স্ত্রীগণ ও বালিকাগণ, বেদেনী, হিজ্‌ড়াগণ ইত্যাদি।

সূচনা

কৈলাস পর্ব্বত

মহাদেব ও প্রমথগণ।

(গীত)

পঞ্চম—তেওরা।

মহাদেব।—গাও গাও মিলি প্রমথমণ্ডল :

অচল সচল ঘন ঝড় দল বাদল গাও,

সবে মিলি গাও ;

বববোম্ বববোম্ গাল বাজাও,

নাচত ফিরত পরমানন্দে,

পরমাপ্রকৃতি-গুণ কর ঘন কীর্ত্তন,

ত্রিগুণা সুন্দরী

[illegible]

(ব্রহ্মা ও ইন্দ্রের প্রবেশ)

ব্রহ্মা। হের ত্রিপুরারি,

আসিছেন দেবরাজ পূজিতে তোমায়,

কৃপাময় কর কৃপা বিশ্বপতি,

ভীতজন-ভয়-হর নাম তব ;

কাতর বাসব দুর্জ্জয়-রাবণ-ত্রাসে।

মহাদেব। জানি জানি ওহে পদ্মযোনি,

ব্রহ্ম সনাতন—

জন্মিলা আপনি অযোধ্যায়,

মিথিলায় গোলকবাসিনী রমা,

কিবা ভয় আর ?

(গীত)

বোলো ভোলা ভাবে ভোলা,

রাম নাম বোলো ভোলা।

শিঙ্গা ডমরু বোলো রাম নাম,
শিরোপরে কুলু কুলু,
রাম নাম বোলো সুরধুনী গঙ্গা;
পরম প্রেম-ধাম পূর্ণকাম নাম,
নীলকণ্ঠ বোলো প্রেমে বিভোল,
আনন্দে বোলো আনন্দ মেলা॥

ব্রহ্মা। কহ হে পার্ব্বতী-নাথ,
দশানন নিপাত হইবে কেমনে,
ঘুচিবে দেবের ত্রাস?
কৃত্তিবাস,
রক্ষ-বংশ-ধ্বংস হেতু করহ উপায়।

(গীত)

ইমন-কল্যাণ—ঝাঁপতাল।

গাও গাও সবে জানকী-মিলন।
পতিতজন-তারণ প্রেমে,
ভক্তি মুক্তি গতি রাম রঘুপতি
পরমা-প্রকৃতি সতী জানকী বামে,
পুলক-আলোক নিরখ নিরখ ভবে,
ঘুচিল ত্রাস পীতবাস,
ভয়হারী ধনুধারী,
হরি হরি হরি নাম,
গাও জগ-জন-ভয়-ভঞ্জন।

ব্রহ্মা। কেমনে হইবে দেব জানকী-মিলন,
কহ ভূতপতি?

মহাদেব। রাম-সীতা অবিচ্ছেদ চিরদিন—
নহে অবিদিত তব বিধি!
জনক-সদনে আমি
প্রেরিব ভার্গবে ধনু ল'য়ে,
ধনুর্ভঙ্গে হবে রাম-সীতার মিলন।

প্রথম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

অযোধ্যা— রাজসভা

দশরথ, সুমন্ত্র, বিশ্বামিত্র ও সভাসদ্গণ।

দশরথ। পূর্ব্ব পুণ্য-ফলে—
লভিলাম ঋষি-দরশন অযোধ্যায় আজি!
ঋষিরাজ,
কহ কোন্ প্রয়োজন
সাধিবে তোমার দাস?
রঘুবংশ চিরদিন তব পদাশ্রিত।

বিশ্বামিত্র। হে ভূপাল, ভাগ্যবান্ তুমি ধরাতলে,
পুণ্যবলে পাইয়াছ রাম হেন ধনে।
বহুদিন যাগ-যজ্ঞহীন ঋষিগণে—
রাক্ষসের ডরে;
রাক্ষস-নিধন-হেতু জন্মিলা শ্রীপতি
তব পুত্র-রূপে মহীতলে।
তাড়কা-তাড়নে তাপিত ব্রাহ্মণকুল,
যজ্ঞ বিঘ্নকারী নিশাচরী
করে আসি শোণিত বর্ষণ
যজ্ঞ-ধূম হেরিলে গগনে।
তেঁই যাচি নররাজ,
দুষ্টের দমন তুমি,
তব পুত্র ল'য়ে যেতে সাথে—
রাক্ষস-উৎপাতে রক্ষিবারে মুনিগণে।

দশরথ। এ কি কথা কহ তপোধন!
কে করিবে রাক্ষস-নিধন?
দুগ্ধপোষ্য বালক সন্তান মম,
দাসে দেব, কেন বিড়ম্বনা?

বিশ্বামিত্র। শ্রীরামে বালক বলি না জান রাজন,
পূর্ণ সনাতন আঁধারি গোলকপুরী
অবতীর্ণ অবনী-মাঝারে
ঘুচাতে ধরার ভার;

রাক্ষস-সংহার-হেতু অবতার রাম।
ঘুচাইতে ত্রিভুবন-ত্রাস,
শ্রীনিবাস পুত্ররূপে তব,
সদাশয় না মান বিস্ময় ;
দেহ মোরে শ্রীরাম লক্ষ্মণ,—
করি যজ্ঞ সংপূরণ,
দিব আনি নৃপমণি সন্তান তোমার।

দশরথ। হে তাপস !
কোন্ দোষে দোষী দাস ও পদ-রাজীবে,
কি হেতু ছলনা প্রভু ?
কভু কি সম্ভবে,
রাক্ষস করিবে জয় বালক শ্রীরাম ?
গুণধাম, দিতেছি হে চতুরঙ্গদল,
বলে ইন্দ্র-তুল্য জনে জনে,
অবহেলে পরাজিবে নিশাচরগণে।
আপনি যাইব আমি চাহ যদি মুনিবর !

বিশ্বামিত্র। অজ্ঞানতা—
কি হেতু তোমার আজি হেরি মহারাজ !
কি ছার মিছার তব চতুরঙ্গদল,
কি করিবে রক্ষঃ-রণে সবে ?
ভীষণা তাড়কা !
দেবগণ সহ ইন্দ্র কাঁপে যার ডরে,
না হবে শকতি তব বিমুখিতে তারে।

দশরথ। বাখানিলে আপনি হে রাক্ষসী-বিক্রম,
কেমনে সন্তানে শমনের মুখে দিব ডালি ?
পুত্র-শোকে মৃত্যু আছে ভালে মুনি-শাপে—
দিন পূর্ণ হ'ল বুঝি তার।

বিশ্বামিত্র। পুনঃ পুনঃ নাহি মান বচন আমার,
ছারখার করিব অযোধ্যাপুরী,
দেহ রাম, চাহ যদি রাজ্যের কল্যাণ।
রাখিল সম্মান মম হরিশ্চন্দ্র রাজা
আপনি বিকায়ে মম পায় !
নায় তুমি দানিতে সন্তানে
দেব-কার্য্য হেতু।

দশরথ। মুনিবর, কি আর কহিব,
দেব, লহ রাজ্যধন মম,
লহ প্রাণ যদি ইচ্ছা তব,
দরিদ্রের ধন মম রাম—
শয়নে স্বপনে ক্ষণেক না হেরি,
আপন পাসরি প্রভু,
তিলেক না রহি স্থির রাম-অদর্শনে;
কেমনে বাঁধিব প্রাণ পাঠায়ে দুর্গমে ?
হায় হায় ! কেন হে নিদয় মুনিরাজ,
কর হে করুণা বুঝি' কাতর কিঙ্কর।

বিশ্বামিত্র। রে বর্ব্বর, উপহাস কর মোর সনে !

দশরথ। ক্ষম অপরাধ, ঋষিরাজ,
রামচন্দ্রে দিব দেব,
আতিথ্য স্বীকার আজি কর মম পুরে।
বাড়িল রজনী,
কল্য দিব শ্রীরাম লক্ষ্মণে।

[বিশ্বামিত্রের প্রস্থান।

দশরথ। উপায় কি, কহ মন্ত্রিগণ,
বিপরীত ঋষির ব্যাভার ;
সূর্য্য-বংশ-শনি মুনি,
তাড়কা-নিধনে চাহে ল'য়ে যেতে রামে,
পুত্রশোকে মৃত্যু সত্য কপালে লিখন।

সুমন্ত্র। রাজ্যের মঙ্গল নহে তাপস রুষিলে।

দশরথ। আছে যুক্তি শুন মন্ত্রিবর,
ভরতে অর্পিব আমি রাম-বিনিময়ে।

সুমন্ত্র। কোন মতে কথা যদি হয় হে প্রকাশ,
সর্ব্বনাশ হইবে তাহায়।

দশরথ। সর্ব্বনাশ হবে রাম বিনা,
যা থাকে অদৃষ্টে রামে দিব না কখন।

[সকলের প্রস্থান।

(দুইজন ভৃত্যের প্রবেশ)

১ম ভৃত্য। হ্যাঁ রে ভাই, এ ব্যাটা কি ছেলে-ধরা ?
২য় ভৃত্য। ওরে না রে না, ও একটা বামুন ধরা !
১ম ভৃত্য। দাড়ি দেখেছিস যেন ঝোপ,
২য় ভৃত্য। জটায় বেঁধেছে মাথায় টোপ।
১ম ভৃত্য। ভেড়ের ভেড়ে বড়ই বাঁকড়া।
২য় ভৃত্য। মেজাজ বড় কড়া,

যারে করে তাড়া,
অমনি পালায় পগার পার,
এক ছুটে গাঁ ছাড়ায়।

১ম ভৃত্য। ওর নামটা কি ভাই জানিস্ ?

২য় ভৃত্য। ওর নাম বেশ্যা মিস্ত্রির।

১ম ভৃত্য। ক'ল্লে চিত্তির,
ব্যাটা কেন এল অযোধ্যায় ?

২য় ভৃত্য। যেখানে যায় চোকরাঙি দেয়,
আর যা পায় তা অমনি সাতায়।

১ম ভৃত্য। আর রাখে কোথায়, ঐ ছেঁড়া কাঁথায় ?

২য় ভৃত্য। কাজ নাই ভাই, স'রে যাই আয়,
যদি ফিরে এসে রাজসভায়,
রাজাকে না দেখ্‌তে পেয়ে যদি কিছু চায়।

১ম ভৃত্য। সট্‌কে পড়ি,—
কোন্ শালা ও ভেড়ের ভেড়ের ছাওটা মাড়ায়।

[প্রস্থান।

—

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

বনপথ

বিশ্বামিত্র, ভরত ও শত্রুঘ্ন।

বিশ্বামিত্র। (গীত)

জয় পীতাম্বর মুরহর,
বনফুল ভূষণ—
মোহন রূপ-জন মধুর মুরলীধারী,
বঙ্কিম বনচারী !
বঙ্কিম শিখিপাখা,
নীলাঞ্জন ভুবনপাবন,
বামন মধুসূদন হে !

আছে দুই পথ যাইবারে তপোবনে,
তিন দিনে উত্তরিব এ পথে যাইলে,
তৃতীয় প্রহর মাত্র এ পথে গমনে ;
কিন্তু পথ বড়ই দুর্গম,
ভীষণা তাড়কা বসে কানন-মাঝারে,
নর-ঘাতী—
নরমাংস-আশে ফিরে সদা বনে,
কহ কোন্ পথে করিবে পয়াণ ?

ভরত। তিন দিনে যাব ভালে ভালে,—
কি কাজ জঞ্জালে মুনি,
কিবা কার্য্য রাক্ষসী ঘাঁটায়ে।

বিশ্বামিত্র। হরে মুরারে !—
এই কি সে ব্রহ্ম-সনাতন,
রাক্ষস-নিধন হেতু জনম যাঁহার ?
সত্য কহ কি নাম তোমার ?
[illegible]

ভরত। ভ— রাম মম নাম [illegible] পিতা।

বিশ্বামিত্র। আ রে মাথা খেয়ে ভরতে আনিনু সাথে !
প্রতারণা কৈল দশরথ,—
অধঃপথ যাইবার গঠিয়াছে সেতু।

ভরত। সত্য মুনি, ভর—না—রাম আমি।

বিশ্বামিত্র। ভ রাম ভ রাম ক'রে জ্বালালে আমায়,
চল ফিরে চল।

ভরত। পারিব যাইতে—রোষ নাহি কর মুনি,
ক্রুদ্ধ হইবেন পিতা আমি না যাইলে।

বিশ্বামিত্র। ভাল ফেরে পড়িলাম—
ভ্যাবা গঙ্গারাম ভরতে আনিয়া সাথে,
চল ফিরে চল রে বালাই।

ভরত। দোহাই দোহাই মুনি !—
ক্রুদ্ধ হইবেন পিতা ফিরে গেলে অযোধ্যায়।

বিশ্বামিত্র। থাক তবে বনপথে, ধ'রে খাবে বাঘে।

ভরত। ব্যাঘ্রে মম নাহি ডর,
যাইতে নারিব আমি পিতৃ-সন্নিধানে,
পিতৃ-আজ্ঞা হইবে লঙ্ঘন ;
কি জানি যদ্যপি তাহে রুষ্ট হন পিতা।

[সকলের প্রস্থান।

——

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

রাজা দশরথের সভা

দশরথ, শ্রীরাম ও সভাসদগণ।

(দূতের প্রবেশ)

দূত। সর্ব্বনাশ হ'ল মহারাজ,
রাজ্য হবে ছারখার—
নিস্তার নাহিক আর কার,
ক্রোধে ফিরে আসিতেছে বিশ্বামিত্র মুনি,
ছোটে অগ্নি নয়নের কোণে,
সে অনলে মজিবে নগর।

দশরথ। অ্যাঁ—কি বল—কি বল ?

শ্রীরাম। পিতা, লহ সমাচার,—
কি হেতু করেন কোপ মুনিবর,
বিনা দোষে তাপস না রোষে কভু।
মিনতি করিয়া শান্ত কর তপোধনে,
নহে ক্রোধাগুনে সকলি হইবে ক্ষয়।

দশরথ। বৎস !
অযোধ্যায় আইল মুনি লইতে তোমায়
যজ্ঞরক্ষা হেতু বনে ;
ডরিনু সঙ্কটে বৎস পাঠাইতে তোমা,
শত্রুঘ্ন-ভরতে প্রেরিনু তাঁর সাথে,
না জানি কে কহিল মুনিরে,
ক্রোধে তাই আইল সভাতলে।

শ্রীরাম। আমি শান্ত করিব ঋষিরে।

(ভরত ও শত্রুঘ্ন সহ বিশ্বামিত্রের প্রবেশ)

বিশ্বামিত্র। আরে দুরাচার সূর্য্যবংশাধম,
শমন কি ক'রেছে স্মরণ তোরে,
সেই হেতু দেব-কার্য্যে কর হেলা !

শ্রীরাম। দয়া কর ঋষিরাজ, অবোধ বালকে,
রাম নাম মম, ব্রাহ্মণের দাস আমি,
কহ দেব, কি কর্ম্ম সাধিব তব,
ক্রোধ কার বধো না আপন দাসে,
দেব-কার্য্যে দানিব এ দেহ—
সতত মানস মম ;
জনম সফল মানিব হে তপোধন,
যদি দেব-প্রয়োজন
কোনমতে পারি সাধিবারে।

বিশ্বামিত্র। নবদূর্ব্বাদলশ্যামল কলেবর,
গোলক-আলোক বালক-বেশ !
মহেশ বাঞ্ছিত রমেশ সুন্দর,
কেশব নটবর, করুণা কুরু হৃষীকেশ !
ভীষণা তাড়কা-তাপে তাপিত কানন,
দীননাথ, যজ্ঞহীন ব্রাহ্মণমণ্ডলী ;
যজ্ঞবিঘ্নকারী নিশাচরী,
তেঁই আসিয়াছি লইতে আশ্রয়,
ভীত-জন-আশ্রয় হে তুমি,
রক্ষঃ-ত্রাসে রক্ষ শ্রীনিবাস !

শ্রীরাম। তব কার্য্য অবশ্য সাধিব, হে ব্রাহ্মণ,
মতি গতি চিরদিন ব্রাহ্মণ-চরণে,
পাইলে হে তব আশীর্ব্বাদ,
অবাধে জিনিতে পারি এ তিন ভুবন।
পিতা, এ বংশে মুনির বড় প্রীতি,
তাপসে করুন পূজা।

দশরথ। অজ্ঞানের ক্ষম অপরাধ।

বিশ্বামিত্র। চিন্তা দূর কর মহারাজ,
করি অঙ্গীকার,
নির্ব্বিঘ্নে আনিয়া দিব শ্রীরাম-লক্ষ্মণে।
বড় ভাগ্য তব মহীপাল,
ভগবান্ আপনি সন্তান তব,
মায়ায় না চেন সনাতনে,
অকারণে কেন কর অনিষ্ট-ভাবনা,
জান না শ্রীরামে তুমি।

শ্রীরাম। পিতা,
দেবকার্য্যে উৎসাহী যে জন,
অশুভ ঘটন কভু নাহি হয় তার।
যে ব্রাহ্মণে শুষিল সাগর,
কিবা ডর তার—
যেই ব্রাহ্মণ-আশ্রিত !
অপ্রমিত বিক্রম ভুবনে
ব্রাহ্মণে যে করে সেবা,

যার বরে পিতৃদেব ভগীরথ মহাশয়
আনিলেন গঙ্গা মহীতলে।
দেহ অনুমতি,
যাব আমি যজ্ঞ-রক্ষা হেতু।

লক্ষ্মণ। মুনিবর,
প্রেরিতে শ্রীরামে কাতর জনক মম,
যদি হয় অনুমতি তব,
যাই আমি যজ্ঞ-স্থানে,
এক বাণে বধিব রাক্ষসী যজ্ঞবিঘ্নকারী।

বিশ্বামিত্র। উভয়ে লইব সাথে যজ্ঞের রক্ষণে।

শ্রীরাম। থাকুক অযোধ্যা-পুরে বালক লক্ষ্মণ।

বিশ্বামিত্র। লক্ষ্মণের পরাক্রম না জান রাঘব,
দুই ভাই চল সাথে।

দশরথ। মুনি,
নয়নের মণি আমি অর্পি তব করে,
ফিরে দিও দরিদ্রের ধন।

[শ্রীরাম, লক্ষ্মণ ও বিশ্বামিত্রের প্রস্থান।

হা রাম, হা অযোধ্যার সার,
সূর্য্যবংশে রাহু সম বিশ্বামিত্র মুনি!

ভরত। এত কি রে জানি আগে,—
রামচন্দ্রে ল'য়ে যাবে জানিলে তখন,
যাইতাম তাড়কার বনে।

শত্রুঘ্ন। চল ভাই পাছু পাছু যাই দুই জনে,
কি কাজ করিনু ভাই ফিরে আসি ঘরে;
কেন না লইল মুনি চারিজনে সাথে।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

বন-পথ

বিশ্বামিত্র, শ্রীরাম ও লক্ষ্মণ।

বিশ্বামিত্র। এই বনে বৈসে নিশাচরী,
গিরি সম দুর্জ্জয় শরীর,
বিকটবদনা নর-চর্ম্ম পরিধানা,
ঊর্দ্ধ জটা মিলে ব্যোমদেশে,
করি-শির বিদরিয়া নখে
নিত্য ভুঞ্জে সে রাক্ষসী;
শুকায় শোণিত শুনি সিংহনাদ তার
কহ যেবা লয় তব চিতে,
যাইবে কি বনপথে তাড়কা ভেটিতে?

শ্রীরাম। ঋষিরাজ,
তাড়কা বধিয়ে চল যাই যজ্ঞস্থানে।
দেখ ধনুর্ব্বাণ—
ভরদ্বাজ মুনি কৈল দান,—
অস্ত্রের প্রভাবে,
কোটি নিশাচরী নাহি ডরি,
তাহে মহাতেজা তুমি তপোধন
অলঙ্ঘ্য বচন তব,
পাঠাইব যম-ঘরে ভীষণা রাক্ষসী,
তব পদধূলি ল'য়ে শিরে।

লক্ষ্মণ। এড় দাদা ব্রহ্মশির বাণ,—
ঘুচে যাক্ রাক্ষস-সঞ্চার ধরাতলে।

বিশ্বামিত্র। কিবা যুক্তি কর দুইজন
বুঝিতে না পারি আমি,
যাইতে কি বল মোরে তাড়কা ভবনে!
মম কর্ম্ম নহে হে রাঘব,
হৃৎকম্প হয় মম স্মরিলে তাহারে!

লক্ষ্মণ। কহ দেব, কোন্ স্থলে বৈসে নিশাচরী,
রহ তুমি এই স্থানে।

বিশ্বামিত্র। হেন বুঝি মনে তব—
ব্রাহ্মণেরে দিবে রক্ষঃ-মুখে?
একক রহিব আমি,
কি জানি যত্তপি পাছে আইসে নিশাচরী!

শ্রীরাম। বিশ্বনাশ হয় দেব ইঙ্গিতে তোমার,
কি ছার সে নিশাচরী,
চল তিনজনে যাই বনে;
মধ্যে আইস তপোধন,
আগু পাছু যাব দুইজনে।

বিশ্বামিত্র। শালবৃক্ষ সম হস্ত তার,
শূন্য হ'তে যদি মোরে লয় জটে ধরি,
সর্ব্বনাশী রোষে সে আমার নামে।

লক্ষ্মণ। তবে কিবা তব অভিপ্রায়, কহ ঋষিরাজ?

বিশ্বামিত্র। চল যাই অন্য পথে,
যজ্ঞভঙ্গ হেতু যবে আসিবে রাক্ষসী,
যুঝিও তাহার সনে।

শ্রীরাম। সসজ্জ আসিবে সেই যজ্ঞভঙ্গ হেতু
সঙ্গে ল'য়ে সেনা বহুতর।
এবে নিশ্চিন্ত র'য়েছে নিশাচরী,
বিলম্বে কি কাজ, চল শীঘ্র বধিব তাহারে।
ভাই রে লক্ষ্মণ, অদূরে গহ্বর-মাঝে
লুকাইয়ে রাখ ঋষিরাজে,
রক্ষা হেতু রহ তাঁর পাশে,
খুঁজিয়া যাইব আমি যথা সে রাক্ষসী।

লক্ষ্মণ। দাদা, তব আজ্ঞাকারী আমি,
বড় সাধ ছিল মনে বধিতে রাক্ষসী।

বিশ্বামিত্র। বৎস! সূর্য্যবংশোদ্ভব তোমা দোঁহে,
দেখ যেন নাহি যাই রাক্ষসী-উদরে।

শ্রীরাম। ঋষিরাজ,
এখনি ফিরিব আমি জিনিয়া সমর,
গহ্বর-মাঝারে ল'য়ে রাখ মুনিবরে—
বৃক্ষপত্র আচ্ছাদনে,
কি জানি সংগ্রামে যবে গর্জ্জিবে ভীষণা,
ভয় পাছে পান ঋষিরাজ।

[লক্ষ্মণ ও বিশ্বামিত্রের প্রস্থান।

কেমনে জানিব আমি কোথা সে বিকটা,
ঘন ঘন দিই বনে ধনুক-টঙ্কার;
শব্দ অনুসারি
অবশ্য আসিবে দুষ্টা বধিতে আমায়,
নিষ্কণ্টক করিব কানন,
ঘুচাইব ব্রাহ্মণের ত্রাস।
এত দম্ভ ধরে সে রাক্ষসী,
অযোধ্যার পাশে আসি—
ক'রেছে আশ্রয়!
ভীরু বলি ঘুষিবে সংসারে,
রাক্ষসী যদ্যপি জীয়ে মম বিদ্যমানে।
আয় আয় আয় রে তাড়কা,
শমন ডাকিছে তোরে। [শ্রীরামের প্রস্থান।

—

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

পর্ব্বত-গহ্বর

লক্ষ্মণ ও বিশ্বামিত্র।

বিশ্বামিত্র। বৎস, পত্র আচ্ছাদন দেহ মহীতলে,—
কি জানি যদ্যপি ভীমা উঠে ভূমি ফাটি!
দেখ, না মান ব্রাহ্মণ বলি,
বৈস মম বক্ষঃস্থলে তুমি,
দুই কর্ণে দেহ দু'অঙ্গুলি,
দুই হস্তে করি দুই চক্ষু আচ্ছাদন।

লক্ষ্মণ। কি ভয় তোমার দেব,
আছি আমি রক্ষা হেতু ধনুর্ব্বাণ করে,
সুমেরু বিঁধিতে পারি রাক্ষসী কি ছার!
অগ্রজ আমার গিয়াছেন রক্ষঃ-বনে,
জান না কি মুনিবর রামের বিক্রম,
তিন লোক জিনে রাম অস্ত্রের প্রভাবে।

বিশ্বামিত্র। কিন্তু যদি হেথা আসে সে রাক্ষসী?

লক্ষ্মণ। কি কাজে র'য়েছি দেব, ধনুঃশর করে?

বিশ্বামিত্র। শুন শুন, কিবা নড়ে বনস্থলে?

লক্ষ্মণ। শুষ্ক পত্র খসে বৃক্ষ হ'তে।

বিশ্বামিত্র। ওইরূপ শব্দ তার,
রেখ' দৃষ্টি পশ্চাতে তোমার,—
কাম-রূপী সে রাক্ষসী।

নেপথ্যে তাড়কা। স্বেচ্ছায় আসিয়া কেবা ঘাঁটায় নাগিনী,
প্রস্তর বাঁধিয়া পায় কে পশে সাগরে,
ঝম্প কেবা দেয় বহ্নিমাঝে?

বিশ্বামিত্র। বাপ্, হরিশ্চন্দ্রে আমি না হিংসিনু,
ছিল অন্য বিশ্বামিত্র মুনি!

লক্ষ্মণ। স্থির হও ঋষিরাজ,
শুন ভীম ধনুক-টঙ্কার,
এখনি রাক্ষসী যাবে শমন-সদনে।

বিশ্বামিত্র। কভু না চাহিনু অযোধ্যা পোড়াতে,
ক্ষমা কর লক্ষ্মণ আমায়,
যাগ-যজ্ঞ নষ্ট হোক, মজুক সংসার,
কি কাজ আমার হ'য়ে রাক্ষসী-বিরোধী!

নেপথ্যে শ্রীরাম। আরে রে রাক্ষসি,

বড়ই কঠিন তোর প্রাণ;
কিন্তু রঘুকুলে জন্ম নহে মম
যদি এই বাণে পাও পরিত্রাণ।
(নেপথ্যে তাড়কার বিকট-ধ্বনি)
বিশ্বামিত্র। আমি না—আমি না! (মূর্চ্ছা)
লক্ষ্মণ। ধৈর্য্য ধর হে ব্রাহ্মণ,
শুন আর্ত্তনাদে পড়িল ভীষণা।
বিশ্বামিত্র। অঁ্যা—কি বল কি বল,
নরবলি চায় নিশাচরী!
লক্ষ্মণ। কেন মতিভ্রম হ'তেছে তোমার!—
প'ড়েছে তাড়কা রণে।
(শ্রীরামের প্রবেশ)
শ্রীরাম। দেখ আসি ঋষিরাজ,
ত্রাস দূর তব এত দিনে,
যুড়িয়া যোজন বাট প'ড়েছে রাক্ষসী,
চল, যদি থাকে সাধ দেখিতে তাহারে।
লক্ষ্মণ। ঋষিরাজে কোন মতে—
না পারি করিতে স্থির।
শ্রীরাম। দেখ চেয়ে, রণ জিনি আসিয়াছি ফিরি।
বিশ্বামিত্র। হায় হায়,
মায়া ক'রে আসিয়াছে ভীমা!
শ্রীরাম। ঋষিরাজ,
কি সাধ্য রাক্ষসী পারে—
জিনিতে আমারে!
বিশ্বামিত্র। কে ও রামচন্দ্র,
যাও ফিরে অযোধ্যায় দুটি ভাই,
যথা স্থানে যাই আমি চ'লে।
শ্রীরাম। দেখ দেব, তাড়কা-শোণিত,—
নাহি ডর আর তব;
চল যাই তপোবনে,
মুনিগণে কর মিলি যজ্ঞ-আয়োজন।
বিশ্বামিত্র। সত্য তবে ম'রেছে তাড়কা?
লক্ষ্মণ। সন্দেহ করহ দূর স্বচক্ষে দেখিয়া।
[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

বন-পথ

বিশ্বামিত্র, শ্রীরাম ও লক্ষ্মণ।

বিশ্বামিত্র। ধন্য বীর শ্রীরাম-লক্ষ্মণ,
অনায়াসে বিনাশিলে দুর্জ্জয় তাড়কা,
ঘুচিল ধরার ত্রাস;
যজ্ঞেশ্বর, যজ্ঞবিঘ্ন কর এবে দূর।
তাড়কা-নন্দন নাম মারীচ রাক্ষস,
তিনকোটি নিশাচর সাথে,
যজ্ঞ-বিঘ্ন করে আসি শোণিত-বর্ষণে,
এই পথে চল হে শ্রীরাম।
গৌতম-গৃহিণী—
আছে পাষাণী হইয়া বনে পতি-শাপে,
ধরি গৌতমের বেশ
গুরুপত্নী-ধর্ম্ম নষ্ট কৈল পুরন্দর;
রোষে ঋষি দিল অভিশাপ,
মানবী হইবে তব চরণ-পরশে।
এই সে পাষাণ,
দেহ পদ পাষাণ উপরে।
শ্রীরাম। মুনিবর,
ব্রাহ্মণী পাষাণরূপে আছে বনস্থলে'—
কেমনে তুলিব পদ ব্রাহ্মণী-শরীরে!
বিশ্বামিত্র। নাহি জান ব্রাহ্মণী বলিয়ে,
প্রস্তরে নাহিক দোষ পদ-পরশনে।
(শ্রীরামের পদস্পর্শে পাষাণে জীবন সঞ্চার ও অহল্যার উত্থান)
অহল্যা। দীনবন্ধু, মহিমা-অর্ণব!—
কলঙ্কিনী পাষাণী হইয়ে,
আছিনু বিপিনবাসে,
চরণ-পরশে পবিত্রিলে, পতিতপাবন!
দীন জনে করুণা বিস্তার হেতু

জনম তোমার রঘুমণি !
চিন্তামণি, অচিন্ত্য মহিমা তব।
কেমনে বর্ণিব—অবলা রমণী আমি,
পরাভব বিরিঞ্চি বর্ণিতে যাহা ;
গুণমণি, রহে যেন তব পদে মতি।
অগতির গতি সনাতন,
নিরঞ্জন হে ভয়-ভঞ্জন !
হয় ভয়,
পাছে পদাশ্রয় হারাই হে পুনঃ।
পূর্ণব্রহ্ম পরাৎপর,
ভুল না ভুল না,
অবলা বাসনা কর পূর্ণ পরম-ঈশ্বর।

শ্রীরাম। সুন্দরি, কি ভয় তোমার আর ?
সতী তুমি—কহি মুক্তকণ্ঠে আমি,
স্মরি তব নাম তরিবে মানব ভবে।
যাও নিজ গৃহে গুণবতি,
কর্ম্মফল যা ছিল ঘুচিল,
সুখে থাক সুকেশিনি, মম আশীর্ব্বাদে।

অহল্যা। পদে যেন রহে মতি চিরদিন,
অন্য গতি নাহি চাহি আর।

[সকলের প্রস্থান।

—

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

নদী-তীর

দুই জন কাঠুরিয়া ও নাবিক (নেয়ে)।

১ম কাঠুরিয়া। আরে কথা শোন্ না নেয়ে ভেয়ে,
ও পারে যা নৌকো বেয়ে,
আস্‌ছে দুটো ছোঁড়া ধেয়ে,
বুড়ো বামুন সাথে।

২য় কাঠুরিয়া। ভাল চাস্‌তো শীগ্‌গির সর,
দেশে বা হয় মন্বন্তর,
পাথর ছিল পথে প'ড়ে,
মানুষ হ'ল ছুঁতে।

১ম কাঠুরিয়া। পা দিয়ে ব্যাটা যেটা ছোঁবে,
তখনি তা মানুষ হবে,
দুঃখী লোকের বাঁচ্‌বে কি আর প্রাণ।

২য় কাঠুরিয়া। ঘর-দরজা থাক্‌বে না আর,
মানুষ ক'র্‌বে ক্ষেত খামার,
এই বেলা ফ্যাল্ সরিয়ে নৌকো খান।

নেয়ে। আরে বলিস্ কি রে, ফেল্‌বে ফেরে,
মানুষ করে গাছপাথরে !
একে নদীর জল গেছে ঘেঁটে,
যদি ব্যাটা পেরোয় হেঁটে,—
আরে জল যদি যায় মানুষ হ'য়ে,
তা হ'লেই হবে চর !

১ম কাঠুরিয়া। মানুষ কি ভাই হবে পানি,
ব্যাটার যে ভিরকুটি কি জানি,
ঐ দেড়ে ব্যাটা ছোঁড়া দুটোর গুরু।

নেয়ে। ক'সে কড়া লাগাই ঝিঁকে,
চলুক না এঁকে বেঁকে,
মাঝ দরিয়ায় থাক্‌বো গিয়ে,
ভয় করি না কারু।

২য় কাঠুরিয়া। ঐ এল এল, পালা পালা—

[কাঠুরিয়াদ্বয়ের প্রস্থান।

(শ্রীরাম, লক্ষ্মণ ও বিশ্বামিত্রের প্রবেশ)

নেয়ে। খপরদার উলিস্‌নে জলে,
জলে উল্লে কুমীরে গেলে।

বিশ্বামিত্র। এস বাপু, নৌকা নিয়ে তবে।

নেয়ে। এমন সুখের কথা আর কি কেউ কবে !
থাক্ বামুন তুই থাক্ খাড়া,
যদি জল শুকিয়ে হয় চড়া,
কোন্ ভেড়ের ভেড়ে নৌকা নিয়ে যাবে !

বিশ্বামিত্র। পার কর শ্রীরাম-লক্ষ্মণে,
যাব মোরা মিথিলায়।

নেয়ে। ওঃ—জল যেন ঢেলে দিলে গায় !

বিশ্বামিত্র। এসো ত্বরা হে নাবিক,
পার কর শ্রীরাম-লক্ষ্মণে,
পুণ্যবান তুমি মহীতলে,—
ভব-কর্ণধার করি পার,

অনায়াসে তরিবি রে ভবে ;
বৈকুণ্ঠে করিবি বাস চিরদিন।

নেয়ে। তুমি বামুন তো আচ্ছা সেয়ান!
মানুষ কর্‌বি নৌকাখান,
আমায় কি তুই পেলি কচি খোকা ?
কোন্ শালা তোর কথা শোনে,
মানুষ কর গে পাথর বনে,
জেনে শুনে আমি কি হই বোকা !
তোর কথাতে বৈকুণ্ঠে যাই,
নৌকো সেথা পাই কি না পাই,
নদী আছে কি আছে সেথা নালা।
সাতপুরুষে নৌকো আমার,
কার বাবার বা ধারি ধার,
পার ক'র্‌ব তোদের,—
পেলি এমনি হ্যালা খ্যালা ?

লক্ষ্মণ। অহল্যা মানবী হ'ল চরণ-পরশে,
তাই ডরে অজ্ঞান নাবিক,
পাছে তরী নরদেহ ধরে।
শুন হে নাবিক,
নাহি ভয়—নৌকা তব হবে না মানব, ;
কর পার তিন জনে,
ঘুচিবে সকল দুঃখ তোর।

নেয়ে। তোর ভোজ্‌কানিতে আমি কি রে ভুলি।

লক্ষ্মণ। এস শীঘ্র,
নহে মানব করিব জল চরণ-পরশে।

নেয়ে। অ্যাঁ উল্‌বি জলে,—
ওল্‌না ওল্‌না, এই কুমীরে খেলে—
এই কুমীরে খেলে!

লক্ষ্মণ। এখনি নাবিব জলে।

নেয়ে। ওরে বাপু কাদের ছেলে,
আজ রোজকার-পাতি হয় নি মূলে ;
দাঁড়া, আগে কিছু কামাই,
তার পর যা বলিস্ ক'র্‌ব তাই ;
(স্বগত) কোথা থেকে এল বালাই !

শ্রীরাম। আন তরী, নাহি ডর তব,—
দিব বহু ধনরত্ন, কর যদি পার,
চরণে না স্পর্শিব তরণী,—
করি অঙ্গীকার তব ঠাঁই।

নেয়ে। যদি ছুঁয়ে ফেলিস্ ভাই !

শ্রীরাম। সত্য কহি, ছোঁব না চরণে।

নেয়ে। (স্বগত)
এটা যেন ভালমানুষের ছেলে,
যা থাকে কপালে—পার তো করি,
আচ্ছা, এস চলে,—
পা কিন্তু দিও না জলে।
দাঁড়াও, কাঁধে ক'রে নিচ্চি তোমায় তুলে,
পা দু'টো ঝুলিয়ে দাও,
জল ছোঁও তো মাথা খাও,
ভাল, কোথায় পেলি মানুষ-করা রোগ !
(তিন জনের নৌকারোহণ)
হায় হায় ভাঙ্গ্‌ল কপাল,
নৌকাখান হ'ল বেহাল,
ওরে চক্‌চকাচ্চে এ কি কল্লি ছোঁড়া ?

বিশ্বামিত্র। দেখ, নৌকা তব হ'ল হেমময়
চরণ-পরশে,—
কি ভয় তোমার আর ?

শ্রীরাম। রে নাবিক, রহিলাম ঋণী তোর ঠাঁই।
ভবার্ণবে আপনি হইব কর্ণধার,
তোমারে করিতে পার।
মম আশীর্ব্বাদে,
চিরদিন রহ মহাসুখে,
লক্ষ্মী ঘরে রহিবে অচলা।

নেয়ে। জ্ঞানহীন আমি অভাজন,
ভুবনপাবন, দেহ পদ মম শিরে,
ভাণ্ডাইও না অন্য পদ-দানে,—
চিন্তামণি, চিনেছি তোমায়।
[নাবিকের প্রস্থান।

শ্রীরাম। মুনিবর, কতদূর তপোবন আর,
পথে কোন নাহিক বাহন ?

লক্ষ্মণ। দাদা, বল যদি,
কাঁদে তুলে লই আমি তোমা দুই জনে!
যে মন্ত্র পেয়েছি মুনি, তোমার প্রসাদে.

ক্ষুধা-তৃষ্ণা নাহি জানি আর।
নাহি হয় পথ-শ্রম মম,
মন্ত্রপাঠে বল মম বাড়ে শতগুণ।

শ্রীরাম। চল ভাই, যাই মন্ত্র জপিতে জপিতে!

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

নাবিকের কুটীর

নাবিকের স্ত্রী ও গ্রাম্যস্ত্রীগণ।

১মা স্ত্রী। ওলো রেখে দে তোর জাল বোনা—
মানুষ হ'য়েছে নৌকোখানা,
এসেছে দু'ট মানুষ করা ছেলে;
জল্ আন্‌তে ঘাটে গিয়ে,
দেখলুম লা খানা না মানুষ হ'য়ে,
তোর ভাতারের ধরেছে ক'সে চুলে!
দেখলুম, চুলোচুলি নদীর পারে—
এ মারে তো ও মারে,
আস্‌ছে আবার ধর্‌তে তোরে তেড়ে,
ভাল চাস্ তো পালা গাঁ ছেড়ে।

(দাসীর প্রবেশ)

দাসী। ঠাকুরাণী, হের তব অট্টালিকা দূরে,
আনিয়াছি চতুর্দ্দোল ল'য়ে যেতে তোমা।

নাবিকের-স্ত্রী। গতর-খাকি ঝি,
ঠাট্টা ক'র্‌তে লোক পাও নি কি?
নৌকোখানা মানুষ হ'ল ভাব্‌ছি ব'সে তাই,
দাঁড়া বেটি, ধ'রে ঝুঁটি, ঝাঁটায় বিষ ঝাড়াই।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

জনক রাজার সভা

জনক ও সভাসদগণ।

জনক। পণে বুঝি পড়িল প্রমাদ,
ধর্ম্মনাশ হ'ল এত দিনে,
না মিলিল জানকীর বর।
অঙ্গ, বঙ্গ করি নিমন্ত্রণ,
না পূরিল পণ,—
বিষম হরের ধনু,
পরাজয় ভূপতি-সমাজ যাহে।
ভৃগুরাম আনি ধনু ঘটাইল কাল,
ভীম শরাসনে চালিতে না পারে কেহ,
দেবের দুঃসাধ্য কর্ম্ম সম্ভবে কাহার?
কে ভাঙ্গিবে এ ধনুক—
ভুবন বিমুখ যাহে!
স্বয়ম্বরে করি নিমন্ত্রণ—
মাসাবধি পূজি আজি ভূপতি সমাজ,
কার্য্য না ফলিল তায়।
বিশ্বামিত্র মুনি গেল শ্রীরামে আনিতে,
সেও না আসিল ফিরে।
বনপথে বৈসে রক্ষঃগণ,
পথে বা নাশিল তারা গাধির নন্দনে।

(১ম দূতের প্রবেশ)

১ম দূত। আজি, দেব, পড়িল প্রমাদ,—
তপোবনে যজ্ঞ পুনঃ করে ঋষিগণে;
তিনকোটি নিশাচরে আনিয়া মারীচ,
বিকটা তাড়কা-সুত বরষিছে পাদপ-প্রস্তর,
বুঝিবা আসিবে হেথা যজ্ঞনাশ করি।
শুনিবারে লোক-উপহাস,—
মুনিগণে আনিয়াছে শিশু দুইজনে
নিশাচর-সংহার কারণ;
পালাও সত্বর ঋষিরাজ,
সহে নাহি ব্যাজ,
মরিবে সবংশে রাজা রাক্ষসের কোপে।

(বিশ্বামিত্রের প্রবেশ)

বিশ্বামিত্র। বড় পুণ্য ভূপতি তোমার,
যজ্ঞরক্ষা কৈল আসি শ্রীরাম লক্ষ্মণ,
তিন কোটি নিশাচরে করিল সংহার,
মারীচ সাগর-পার শ্রীরামের বাণে।
এত দিনে পূর্ণ মনোরথ তব,
জানকীর যোগ্যবর রাম রঘুমণি।
শ্রীরাম-লক্ষ্মণে রাখি সুমন্ত্র ব্রাহ্মণ-ঘরে,
বার্ত্তা দিতে আইনু তব পাশে।

জনক। আসিয়াছে শ্রীরাম লক্ষ্মণ,
পবিত্র মিথিলা পুরী;
কিন্তু ভাবি তাই মনে—
কেমনে দুর্জ্জয় ধনু ভাঙ্গিবে রাঘব,
নাড়িতে অশক্ত যাহা এ তিন ভুবন।

বিশ্বামিত্র। কি হেতু এ ভ্রম আজি হেরি রাজ-ঋষি,
চিন্তামণি নার চিনিবারে,
সামান্য মনুষ্য-প্রাণে পারে কি কখন
তিনকোটি রাক্ষস নাশিতে?
যজ্ঞ-ধূম নিরখি গগনে,
কাঁপাইয়া জল-স্থল আইল গর্জ্জিয়া
বিকট রাক্ষসী-ঠাট,
বিবিধ আয়ুধ করে 'মার মার' রবে সবে;
শিলাবৃষ্টি সম ছাইয়া গগন,
বরষিল অস্ত্র রক্ষঃ সমরপণ্ডিত;
কিন্তু অখণ্ডিত শ্রীরামের বাণ,
মতিমান্ ভাই দুই জন,
নিমিষে বারিল অস্ত্র যত;
তমাচ্ছন্ন ছিল দিশপাশ,
রাক্ষসের শরে,
গিরিশির কুজ্ঝটিকাবৃত যথা,
কিন্তু দীপ্তমান্ শ্রীরামের বাণ—
ভস্মি অস্ত্ররাশি দিনমণি সম,
দীপিল বিমানে তেজোময়,
হ'ল ক্ষয় নিশাচরচমূ;
কি ভার রামের ছার ধনুক ভঞ্জন!
কর আয়োজন, আমি আনি রঘুবীরে।

জনক। মিত্র তুমি বিশ্বামিত্র মুনি,
তব গুণ বাখানিতে নারি আমি;
যাই আমি অন্তঃপুরে—
শুভ বার্ত্তা দিতে গৃহিণীরে।
যে হয় কর্ত্তব্য তুমি কর মতিমান;
লহ দিব্য যান, ধন রত্ন আর যেবা হয়।
রাম দরশন করি তোমার প্রসাদে,
তব আশীর্ব্বাদে,
এত দিনে কন্যা মম পাইল যোগ্যবর।

বিশ্বামিত্র। শুভলগ্ন আছে কালি,
শুভকর্ম্মে বিলম্বে কি ফল?

(২য় দূতের প্রবেশ)

২য় দূত। মহারাজ, আসিতেছে বহু রাজাগণে—
ধনু-ভঙ্গ-আশে মিথিলায়;
লঙ্কাপতি—
আপনি আসিছে তব কন্যার প্রয়াসে।

জনক। কহ মন্ত্রিগণে,
যথাযোগ্য সমাদর করিতে সবারে।

[২য় দূতের প্রস্থান।

আইল রাবণ মম কন্যার কারণে,
না জানি কি করে বা ব্যাঘাত।

বিশ্বামিত্র। আসুক রাবণ,
বিঘ্ন বিনাশন আপনি এ মিথিলায়,
নির্ব্বিঘ্নে হইবে তব কার্য্য সমাধান।

[সকলের প্রস্থান।

—

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

অন্তঃপুর

সীতা।

সীতা। লম্বোদর হর দিগম্বর;
রজত-ভূধর বর কলেবর,
ফণি-হার-বিভূষিত গঙ্গাধর,
অক্ষ-মালজাল বক্ষোপর;

আধ চাঁদ কিবা অঙ্কিত ভালে,
ত্রিনেত্র ত্র্যম্বক বববোম্ গালে ;
নীলকণ্ঠ শিব হর ত্রিপুরারি,
শোভিত শঙ্কর নর-শির সারি !
নর-শির কুণ্ডল, বিষাণ করতল,
ঈশান ঈশ্বর উমাপতি,
শ্মশান-নায়ক, শিব শিব গায়ক,
কৃপাকর দেহ হর, যোগ্যপতি।
গঙ্গাজলে বিল্বদলে তুষ্ট দিগম্বর,
জয় জয় জয় পশুপতি ভোলা মহেশ্বর !
তরুণ-অরুণ চরণ-তলে, সদাই বাজায় গাল,
বলদ-চাপা ন্যাংটা খ্যাপা, গলায় হাড়ের মাল ;
ভাঙ খেয়ে শিব ভাবে ভোলা, মাথায় জটা ভার,
ভূতের মেলা নিয়ে খেলা, কণ্ঠে ফণী হার ;
মাথায় বেলপাতা মুটো, ঢালি গঙ্গা-পানি,
দাও হে পতি পশুপতি, প্রভু শূলপাণি !

(জনকরাণী ও কৌশল্যা ব্রাহ্মণীর প্রবেশ)

রাণী। বুড়ো হ'লে হয় মতিভ্রম !
আনিয়াছে শিশু দুইজন
ভাঙ্গিতে হরের ধনু,
তিনলোক নারে যা নাড়িতে !
সর্ব্বনেশে সে ভার্গব ঋষি,
রেখে গেছে বিষম ধনুক ;
কন্যা ল'য়ে হব দেশান্তর,
তবু কভু না দিব তাহারে।

কৌশল্যা। তাই বলি ওগো রাজরাণি,
কাণাকাণি নাহি প্রয়োজন।
যদি ভগবতী মিলাইলা বর,
শুভক্ষণে জানকী অর্পণ কর তারে ;
ও মা, কি দিব রূপের সীমা,
নীলকান্তমণি জিনি কান্তি তার,
কোন্ ভাগ্যমানী ধ'রেছে জঠরে,—
'মা' ব'লে ডাকে মা, যারে,—
হেন পাত্রে কর কন্যা দান,
ছার দিয়ে ভার্গবের পোড়া মুখে !
ছি ছি নাইক মরণ—
বুড়ো হ'য়ে বিয়ে বাই।

রাণী। হোক আগে ধনু-ভাঙ্গা-ভাঙ্গি,
আগে ধনু ছুঁয়ে যাক্ রাজাগুলো।

কৌশল্যা। কিন্তু যদি ভাঙ্গে কেহ ?

রাণী। পোড়া দশা,
ভাগ্য মানি নাড়ে যদি কেহ !
দেখ তবে রাজার কি রীত,
আনিয়াছে নবনী পুত্তলী দুটি—
ভাঙ্গিতে ধনুক।

সীতা। ও মা, আমি পারি নাড়িতে ধনুক।

রাণী। শুন মা কি বলে সীতা,—
আজি কয় দিন কত কথা কয়,
কিবা কহে ঘুমায়ে ঘুমায়ে,
সদা অন্য মন—
ভাবি তাই অশান্ত ঝিয়ারী মম !
যথা তথা ভ্রমে একা,—
কহে শুন, ধনু পারে চালিবারে।

সীতা। ও মা, সত্য কথা কহি আমি।
রাঁধা বাড়া খেলিনু মা সঙ্গিনীর সনে,
প'ড়েছিল ধনু মধ্যস্থলে,
রাখিনু নাড়িয়ে পাশে।

রাণী। শুন পুনঃ, খেলা-পাত্রে অন্ন রাখি
আমন্ত্রণ করে রাজসভা,—
কহে সবাকারে, অন্ন দিব এই পাত্র হ'তে।

সীতা। হ্যাঁ মা, সে দিনে সঙ্গিনীগণে—
আর কত আইল ভিখারী—
দিনু অন্ন সবাকারে।

রাণী। কথার আভাসে
তরাসে কাঁপে মা কায়া !
কহে গো স্বপনে,—
"আনিলে কি গোলক হইতে
ভূলোকে ঠেলিতে পায় !
দয়াময়, দেহ দেখা,
কত দিন রব একা আর।"

কৌশল্যা। জিজ্ঞাসিব ব্রাহ্মণে যাইয়ে,
জ্যোতিষ সে গণে বড়,

চাহ যদি কবচ লইতে,
তাও সে পারিবে দিতে।

[?]ণী। আয় মা জানকী,
করি মানা একেলা রহিতে।

[সকলের প্রস্থান।

——

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

স্বয়ম্বর-সভা

জনক, সমাগত রাজাগণ, সভাসদ্‌গণ, রাবণ, কালনেমি, দূতগণ ইত্যাদি—

[জ]নক। হর-ধনু হের বিদ্যমান,—
এ বীর-মণ্ডলে,
বাহুবলে যে ভাঙ্গিবে শরাসন,
অনুপমা দুহিতা আমার—
অর্পিব তাহার করে ;
নাহি জাতির নির্ণয়—
যে হয় সে হয়,
ধনুর্ভঙ্গে লভিবে জানকী ;
উঠ, কেবা আছ শক্তিধর।

[রা]বণ। (জনান্তিকে) শুন্‌লে তো মামা, কন্যা বড় সুন্দরী !

[কা]লনেমি। (জনান্তিকে) এবার মন্দোদরীর
খাট্‌বে না আর জারিজুরি !
কেমন বাবা, আমি দিছি সন্ধান ব'লে।

[রা]বণ। (জনান্তিকে) তাড়াতাড়ি ধনুকখানা ভেঙ্গে ফেলে—
চল যাই কন্যা ল'য়ে চ'লে।

[জ]নক। লঙ্কাপতি, বীর-কুল-পতি তুমি।

[কা]লনেমি। (জনান্তিকে) বাপ্‌, ওদিকে শুনছ কি,
ধনুক—জুড়ে তিনকাঠা জমি—
প'ড়ে আছে যেন শালগাছ।
বলি ওগো জনকরাজা,
তোমার কি আঁচ,
কন্যা নিয়ে রাখ্‌বে ঘরে !
দেখ্‌ব খানিক,
এ ধনুক কোন্‌ বরের বাবার বাবায় ধরে।

জনক। তেঁই কহি লঙ্কেশ্বরে,
ভাঙ্গিতে ধনুক, বিমুখ এ তিন পুর।

কালনেমি। বাড়াবাড়ি রাখ ঠাকুর,
বুঝে নিছি সুর,
ধনুক দেখেই প্রাণ ক'রেছে গুর্‌ গুর্‌।

রাবণ। মামা, ধনুক তো দেখেছ, কি বল ?

কালনেমি। আমি বলি,
ভালোয় ভালোয় লঙ্কায় চল।

রাবণ। হায় হায় বুঝি লোকটা হাস্‌লো।

কালনেমি। হাসে হাসুক, তবু ত জান্‌টা থাক্‌লো।

রাবণ। মামা, কি করি ?

কালনেমি। যা হয় কর।

রাবণ। একবার ধনুকটা না হয় ধরি।

কালনেমি। না হয় ধর,
কিন্তু যা হয় তা শীঘ্র শীঘ্র কর,
বেলাবেলি সট্‌কাতে হবে সাগর-পার।

রাবণ। বাঁ-হাতে তুলেছি আমি কৈলাস-পর্ব্বত,
ধনুকে কি এত ভার ?

কালনেমি। সাম্‌নেই ত প'ড়ে আছে,
পরক দেখ না তার।

রাবণ। কি বল মামা, তুমি ?

কালনেমি। আমি ততক্ষণ
সারথিকে রথ আন্‌তে বলি।

রাবণ। পার্‌ব না ?

কালনেমি। কোমর বেঁধে দেখ না।

রাবণ। যা থাকে কপালে।

কালনেমি। বেটা আজ ঢলালে।

রাবণ। মামা, এ বিষম ধনুক !

কালনেমি। আমি তখনি ব'লেছিলুম,
এখন দেখ সুখ।

রাবণ। মামা, ইসারা ক'রে রথ আন্‌তে ব'লো।

কালনেমি। দেরি প'ড়বে, লাফিয়ে বাড়ী-মুখো চলো।

রাবণ। মামা, আর একবার দেখ্‌ব কি ?

কালনেমি। আমি একটু এগিয়ে পড়্‌ব কি ?

রাবণ। আর একবার দেখি।

কালনেমি। ঠেকে শিখ্‌বে কি ?
হ'য়ে যাক্ যা থাকে আর বাকী।
রাবণ। মামা, ধনুক নয় যেন পাহাড়।
কালনেমি। বাবা, যার শক্ত হাড়—
সে পাত্‌বে ঘাড়।
জনক। বিলম্বে কি কাজ, তোল ধনু, লঙ্কেশ্বর !
কালনেমি। ও আবাগের বেটা,
প্রথমে নাড়ানাড়ি, টের পাও নি,
ভাল চাস্‌তো এইবেলা সর।
রাবণ। মামা, বড় ভারি ধনুক, সট্‌কে পড়।
কালনেমি। আমি তাতে দড়।
[রাবণ ও কালনেমির প্রস্থান।
সকলে। ছি ছি লঙ্কেশ্বর,
যাও কোথা ত্যজিয়ে ধনুক ?
নেপথ্যে কালনেমি। যদি আক্কেল থাকে,
ওদিকে আর ফিরিও না মুখ।

(শ্রীরাম ও লক্ষ্মণকে লইয়া বিশ্বামিত্রের প্রবেশ)

সকলে। মরি মরি কে দুটি কুমার,
নীলকান্ত চন্দ্রকান্ত এক ঠাঁই !
বিশ্বামিত্র। হে রাজন্, রামচন্দ্রে দেখাও ধনুক,
জানকীর যোগ্য বর রাম।
সকলে। বৃদ্ধ হ'লে হয় মতিভ্রম,—
কেবা তব রাম, মুনিবর ?
কে ভাঙ্গিবে এ ধনুক ?
লক্ষ্মণ। দাদা, উপহাস করে সভাস্থলে,
কি ছার এ শরাসন,—
শীঘ্র ভাঙ্গ, রঘুমণি !
শ্রীরাম। ভাই,
এখনো জনক রাজা বলে নি আমারে।
সভাস্থলে শুনি নাই আবাহন,
বিশেষতঃ শিবদাতা শিবের এ ধনু,
চালিব কেমনে—
হিতাহিত না বিচারি মনে ?
গুরুজন-অনুমতি বিনা—
এ ধনু ভাঙ্গিতে নহে বিধি।

(অলিন্দ-উপরে সীতা, কৌশল্যা ও জনকরাণী)

কৌশল্যা। দেখ গো জনকরাণি,
নীলমণি আসিয়াছে সভাতলে
সূর্য্যকান্তমণি সাথে।
শুন মম বাণী,
এই বর ছেড়না কখন',
পণ করি ক'রো না মা, জাতিনাশ ;
সঙ্গোপনে জানকীরে কর দান।
[কৌশল্যা ও রাণীর প্রস্থান
সীতা। আহা নব-দূর্ব্বাদলশ্যাম—
কে ব'সেছে সভামাঝে !
এ মাধুরী কভু কি দেখেছি আর !
মন আমার ও রাজীব-পদে,
যাচে আত্ম-সমর্পণ।
দিগম্বর, দেহ বর,
দাসী যাচে তব পদে,
আপনি আসিয়া ভাঙ্গ' নিজ শরাসন।
নহে ভূত-পতি, ভূতক্ষয় ধনু তব,
কে করিবে পরাজয়—
সদয় না হ'লে সদাশিব !
উমা, গিরি-সুতা
চাহ মা তনয়া বলি !
ভগবতি, দেহ মনোমত পতি মোরে।
আমি মা ব্যাকুলা বালা তব,
ব্যাকুলা যেমতি—
হ'য়েছিলে সতি গিরি-পুরে,
হর বর বিহনে মা হররাণি,
কাত্যায়নি, কর মা করুণা !
প্রজাপতি, দেবতা তেত্রিশ কোটি,
যে আছ যেখানে শুভদাতা,
কৃপাদৃষ্টি কর দয়া করি,—
পূরাও মনের সাধ ভকত বৎসল !
বিশ্বামিত্র। সভাস্থলে করহ জ্ঞাপন,
কিবা পণ তব ঋষিরাজ।
জনক। জ্ঞাত আছ ভূপতিমণ্ডল,
ভাঙ্গিবে যে হরধনু,

লভিবে দুহিতা মম সীতা ;
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র আদি
চণ্ডাল প্রভৃতি —
শক্তি যার ভাঙ্গিতে এ শরাসন,
বাহুবলে কর পূর্ণ পণ —
কে আছ ধীমান্,
কুল-মান রক্ষা কর মম ;

সকলে। মুনিবর,
কহ তব রামচন্দ্রে ভাঙ্গিতে ধনুক।

বিশ্বামিত্র। উঠ রঘুমণি,
দেব-নরে দেখুক কৌতুক।

শ্রীরাম। ক্ষুদ্র নর আমি মুনিবর,
হর-দত্ত শরাসন ভাঙ্গিব কেমনে ?
শিবদাতা মহাদেবে করিব লঙ্ঘন,
কি নিয়মে দেহ উপদেশ,
কন্যা হেতু ত্রিপুরারি কে করিবে অরি ?

ম-রাজা। মুনিবর, কেন রাম না উঠে তোমার ?

য় রাজা। উপহাস করিবারে এ তিন ভুবনে,
আবাহন করিল জনক।

জনক। এত দিনে জানিলাম বীরহীনা মহী।

লক্ষ্মণ। দাদা, না সহে ক্ষত্রিয়-প্রাণে আর,
উচ্চ-ভাষে সভাস্থলে কহে—
বীরহীনা মহীতল ;
পণে গুরু লঘু নাহি মানি,
নাহি ডরি,
বীরকার্য্যে ত্রিপুরারি যদি হন অরি।

বিশ্বামিত্র। হায় হায় মহিমা বর্ণনা,
কি করিব জ্ঞানহীন আমি।
সতী-বাক্য করিতে পালন,
রাখিতে সতীর মান,
ভগবান আপন-বিস্মৃত।
কহ চক্রধারি,
কেবা তুমি, কেবা শূলধারী,
শিব-রামে ভেদ কিবা ?
প্রেমময় পূর্ণ কর কাম,
প্রেমে হরধনু কর ক্ষয়,
রাম নাম বলে—
যম-জয় হোক ধরাতলে।

শ্রীরাম। কোথা ধনু, ঋষিরাজ ?

জনক। দেখ সম্মুখে তোমার।

শ্রীরাম। রুদ্রেশ্বর, করি নমস্কার,
রুদ্র-তেজ দেহ ভুজে ;
বাড়াও ভক্তের মান,
নিজ ধনু কর দুইখান।
ভাই রে লক্ষ্মণ,
যবে ফেলিব ধনুক ভাঙ্গি,
মেদিনী না রবে স্থির,
রেখ ধরা ধনুকের হুলে।

বিশ্বামিত্র। দেখ চেয়ে যে আছ সভায়,—
ধনুর্ভঙ্গ ভার নহে রাঘবের।

(রামের ধনুর্ভঙ্গ ও জয়ধ্বনি)

(অলিন্দোপরে রাণী ও কৌশল্যার পুনঃ প্রবেশ)

লক্ষ্মণ। কে বলে নির্ব্বীর মহী—
রামচন্দ্র উদয় যথায়।

(সীতার মূর্চ্ছা)

রাণী। ও মা ও মা, কি হ'ল কি হ'ল !
কেন মা জানকী, কেন মা এমন হলি !

সীতা। (স্বগত) ভাল ভাল চিনেছি তোমারে,
এতদিনে মনে হ'ল দাসী বলে,
জানিলে কি আসিতাম ধরা-মাঝে !

কৌশল্যা। নিয়ে চল, কাজ নাই এখানে থাকিয়ে।

বিশ্বামিত্র। হে রাজন, পণ তব হ'ল সম্পূরণ ;
শুভদিন করহ নির্ণয় কন্যাদান হেতু ;
যাই আমি—
শ্রীরাম-লক্ষ্মণ ল'য়ে সুমন্ত্র-আলয়ে।

[শ্রীরাম, লক্ষ্মণ ও বিশ্বামিত্রের প্রস্থান।

জনক। হে ভূপ-সমাজ,
কৃপা করি আসিয়াছ সবে মিথিলায়,
লহ পূজা কয় দিন আর,
কন্যাদান মম কর সংপূরণ,
আমন্ত্রণ করি সবে ;
যথাযোগ্য স্থানে ল'য়ে যাও দূতগণে।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

গ্রাম্যপথ

পুরোহিত ও তৎপত্নী।

পুরোহিত-পত্নী। মিন্‌সেকে আর কখন কিছু ব'ল্‌ব !
এই যে রাজমহলে হ'চ্চে আনাগোনা,
ক দিন বলেছি—
'একটী নথ কিনে এন না।'
তা কৈ ? পোড়া কপাল ! কাজ নাই মেনে —
মানে মানে—
কাটা কাণ চুল দে ঢেকে চ'ল্‌ব।
পোড়া কপাল—
আর কখন কিছু ব'ল্‌ব !

পুরোহিত। আরে কথা শোন্‌,
রোজকারপাতি ত বিলক্ষণ !
দেখ্‌ছি যে লক্ষণ—
বে' তো আর হ'চ্চে না মূলে।
আছে কে ভরত শত্রুঘ্ন,
তাঁরা না আস্‌বে যতক্ষণ,
রাম লক্ষণ ক'র্‌বেন্ না বিয়ে।
যদি রোজকারপাতি হয় ভারি,
নথ কি বলিস্ ? বৈকি দিতে পারি।
আর যজমান তো কেউ
দেয় না কড়া ধুয়ে।
দেখ্‌লুম ছোঁড়াটা খুব চট্‌পটে,
ধনুকখানা ধ'র্‌লে সেঁটে,
ফেল্লে ভেঙ্গে,
ধনুকভাঙ্গা আপদ গেল চুকে।
কোথাকার বেয়াড়া ছেলে,
কথাতে কি সেটা ভোলে,
ক'র্‌বে না বে', আছে দু-ভাই বেঁকে।

পুরোহিত-পত্নী। ভাল, না হয় আর একবার যাওনা,
দু' কথা বুঝাও না,
বে' হ'লে ত দেবে আমায় নথ ?

পুরোহিত। আরে তা' হলে আর কিছু কি চাই,
একেবারে দুঃখ ঘোচাই,—
ভারি ক'রে নথ গড়াব
লিখে দিচ্ছি খত্।
যাই একবার রাজসভায়,
গেছে বিশ্বামিত্র অযোধ্যায়,
দেখি গে এল কি না এল দশরথ,
নিয়ে তার শত্রুঘ্ন আর ভরত।

পুরোহিত পত্নী। আর দেখ,
বড় দেখে মুক্ত কিনে গড়িয়ে দিও নথ।
যাও তুমি রাজসভায়,
আমি জল আন্‌তে যাই।

[প্রস্থান।

পুরোহিত। ঘুচ্‌ল খানিক নথের বালাই,
ঘরের ভিতর ভ্যান্-ভ্যানানি,
তুল্‌তে পাই না হাই।

[পুরোহিতের প্রস্থান।

(ব্রহ্মাদি দেবগণের প্রবেশ)

ব্রহ্মা। শুন পুরন্দর,
শশধরে পাঠাও সত্বর
মিথিলার সভাস্থলে,
নট বলি দেবে পরিচয়।
জনক-আলয়ে শশী,
বিবাহ যে দিনে,
সুরস সঙ্গীতে মোহিয়ে সভাস্থ জনে,
লগ্ন ভ্রষ্ট সুধাংশু করিবে,—
নহে রাবণ না হবে ক্ষয়,
শুভযোগ ক'রেছে নির্ণয়,
বশিষ্ঠ ব্রাহ্মণ—
মহাজ্ঞানী বিপ্রবর।
লগ্নে যদি হয় সম্প্রদান,
না হইবে আন—

রাম-সীতা হবে না বিচ্ছেদ।
জানকী-হরণ, হবে না কখন,
এ কথা জানিও স্থির।

ইন্দ্র। কহ বিধি,
যদি কুলগ্নে হে হয় সম্প্রদান,
কন্যার বয়ান পাত্র যদি নাহি হেরে ?

ব্রহ্মা। সে আশঙ্কা নাহি কর তুমি,
কহি শুন পূর্ব্ব-বিবরণ,—
একদা গোলোক-মাঝে
আনন্দে আনন্দময় ত্যজি বাঁশী,
পীতাম্বর ধনু ধরি করে—
চারি অংশে বিহরিলা হরি ;
দিগম্বর ভাবে হ'য়ে ভোলা—
বানরের বেশে লুটিল আসন-তলে,
আনন্দে রমেশ হাসিল ভোলার ভাবে,
হাসি হৃষীকেশ চাহিল রমার পানে !
জগন্মাতা জগতে আনন্দময়ী,
সাজিলা জানকী,
মুগ্ধ মদনমোহন মাধুরী নেহারি,
যত্ন করি বসাইলা বামে,
প্রেমে প্রশান্ত লোচনে,
প্রেমময় প্রেমময়ী
চাহিলা মহীর পানে,
রুদ্যমানা হেরিলা মেদিনী
রাবণের ডরে সতী ;—
তেঁই ধরা-মাঝে বিরাজেন দোঁহে,
প্রেমময় রাম-সীতারূপে ;
নয়নে নয়ন হইলে মিলন,—
গোলোকের ভাব উদয় হইবে আসি,
প্রেম-ফাঁসি বাঁধিবে দুজনে দৃঢ়-বাঁধে,
তাহে প্রেরিয়াছি আমি—
রতিরে জনক-গৃহে ;
গেছে—
মদনমোহিনী ভুবনমোহিনী রূপে
সাজাইতে জানকীরে,
মোহিবারে মদনমোহন।
শুন সৈন্য-কোলাহল, আসিছে অযোধ্যাপতি,
শীঘ্রগতি করহ মন্ত্রণা,
লগ্ন-ভ্রষ্ট হেতু শশী যাক্ মিথিলায়।

[সকলের প্রস্থান।

(দুই জন সৈনিকের প্রবেশ)

১ম-সৈন্য। যদি জানও যায়,
হত্তুকী কোন্ শালা খায় ;
কোথায় ছাঁচি পান,
না, দিলে হত্তুকী কেটে।

২য় সৈন্য। ও বামুন ভারি দাগাবাজ্ !

১ম সৈন্য। বেটার ভারি ঝাঁজ,
সৃষ্টির হত্তুকী বেটা ক'রেছে একচেটে।

২য়-সৈন্য। আ মলো ! খাওয়ালে কি না কলা-মূলো !

১ম সৈন্য। আরে ভুলো, তুই এগিয়ে এলি কেন ?

২য় সৈন্য। আরে রেখে দে তোর এগোন-পেছন,
হেঁটে হেঁটে পা ক'চ্ছে ঝন্-ঝন্।

১ম-সৈন্য। দেড়ে বেটাকে দেখে নেব—
যদি একলা পাই ;
ব'ল্লে কি না বড় রসাল,
ভাব্লেম—দেবে কাঁঠাল,
তা নয় বুড়ো বার ক'ল্লে পাকা তাল ;
গা শুদ্ধ ছোবড়া তা কি খাওয়া যায় ছাই,
দেখে নেব যদি একলা পাই।

২য় সৈন্য। আবার চ'লেছিস্ জনক রাজার ঘরে,
তারও দাড়ি নেবেছে থরে থরে,
সে না তোফা কচি পেয়ারা খাওয়ায় ?

১ম-সৈন্য। গোড়া থেকে যে লক্ষণ দেখ্‌ছি,
সবই শোভা পায়।

২য় সৈন্য। আরে এত বামুনও থাকে বনে,
নিয়ে যাওয়া আছে কুটীরে টেনে,
এদিকে হাঁড়ি ঠন্ ঠনে।

১ম-সৈন্য। এই বা কোন্ রাজার বেটা রাজা,
সব বুড়ো বামুনের কথা শোনে।

২য়-সৈন্য। তুই খুব ঘ্যান্-ঘেনে,
ঐ সৈন্য চল্লো ঈশান কোণে।

দেখ্ দেখি কত প'ল্লো ফের,
সাধে বলি এগুস্ নে।

১ম-সৈন্য। ঐ বুড়ো মুনিঁ বেটার
পায়ে ধরুক্ ঝিন্‌ঝিনে। [প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

উপবন

ভাবাবিষ্টা সীতা।

(রতির প্রবেশ)

রতি। আহা মরি কি মাধুরী হেরি,
নয়ন ভরিল রূপে!
কমলারে কেমনে সাজাব,
কোথা রত্ন পাব,
রত্নাকর-সার রত্ন রমা।
জিনি কাদম্বিনী মুক্তবেণী,
কেশরাশি চুমিছে চরণতলে,
নখরনিকরে—
সুধাকরে খেলে থরে থরে,
মরি হাসে শশীশ্রেণী—
শ্রীপদ নলিনীদলে,
সাদরে নলিনী ঘেরিতেছে কাদম্বিনী,
মরি অমল কমল, আঁখি ঢল ঢল,
মুখ নিরমল রঞ্জিত ঈষৎ রাগে,
অনুরাগে ভ্রমর ভ্রমিছে দলে
অন্ধ মধু আশে,
কেহ করে কেহ বা অধরে
কেহ বা চরণ-তলে,
নিরুপমা রমেশ-হৃদিবাসিনী,
পদ্মযোনি কেন বা প্রেরিল মোরে?
অন্যমনা রাজীবলোচন বিনা;
যেন স্থল-পদ্ম প্রভাতে অরুণ-আশে।

সীতা। কিবা অপরাধ ক'রেছি রাজীব-পদে,
গুণধাম, কি হেতু হইলে বাম,
দাসীরে কি ভুলিলে ধরায় আসি!
শ্যাম শশী আঁধার অন্তর,
পীতাম্বর ভুল না হে অবলায়,
দিন যায় যুগ মনে হয়,
যুগে যুগে কত বা কাঁদাবে আর।
অতল জলধিতলে ত্যজি অধিনীরে,
পূরে নি কি বাসনা তোমার!

রতি। চেতন বিহীনা,
প্রাণ-পতি ধ্যানে রমা!
দেহ-উপবনে—
রামের চরণে নিপতিত প্রাণ-মন!
অচেতন চৈতন্যরূপিণী,
কেমনে সম্ভাষি তাঁরে,
ধীরে ধীরে গান করি বসি।

(গীত)

কার তরে প্রাণ উধাও উধাও
প্রাণ খুলে বল চাঁদে।
কেন কেন শিহরণ, হিয়া গুরু কম্পন,
উন্মাদিনী কেন কাঁদে।
দিন বহিল, আশা রহিল,
প্রাণ পড়িল ফাঁদে।
দেখিয়া মোহিনু, সহিনু দহিনু,
ভজিনু মজিনু, নিশিদিন পূজিনু,
প্রাণ গলায়ে, সুখ বিলায়ে,
নারিনু বাঁধিতে প্রেম-বাঁধে।

সীতা। কে তুমি রূপসি, বসি একাকিনী,
কর গান—পুন তোল তান?
গীত তব সকরুণ,—
বল কার তরে প্রাণ তব ঝুরে,
কেন গাও বিষাদ-সঙ্গীত?

রতি। চিরদুখিনী কামিনী আমি,
ধনু করে পতি ফিরে
দিগ্বিজয় করি।
একাকিনী রহিবারে নারি,
পতি মাত্র সার,
কেহ নাহিক আমার,
কার কাছে কব মনোব্যথা,
যাই যথা—তথা ব'সে করি গান,—
কে তুমি সুন্দরি, পরিচয় দেহ মোরে।

সীতা। আমি সীতা।
রতি। জনক দুহিতা?
সীতা। হ্যাঁ।
রতি। শুনিয়াছি না কি বিবাহ তোমার?
সীতা। না, ধনু ভাঙ্গি রামচন্দ্র গিয়াছেন চ'লে।
ভাল তব কোথায় বসতি?
যদি গুণবতী—
দয়া করি রহ মিথিলায়,
সুধাব তোমায় কেন পতি তব,
যান সদা তোমা ত্যজি!
আমি রহি একাকিনী,
ভালবাসি শুনিতে কাহিনী,
ভগ্নী সম সদা সেবিব তোমারে।
রতি। কি হেতু মিনতি মোরে,—
বঞ্চি একাকিনী চিরদিন,
রব তব অনুরোধে মিথিলায়,
অমৃতভাষিণী তুমি।
সীতা। ভগ্নী বলি ডাকিব তোমারে।
রতি। না না, সখী ব'লে,
সম্ভাষিব পরস্পরে।
সীতা। ভাল সখি,
জান কি—অযোধ্যা কতদূর?
রতি। বহুদূর।
সীতা। পথে কোন আছে কি বিপদ?
রতি। না, কি হেতু সুধাও সখি,
বাসনা কি মনে তব অযোধ্যা যাইতে?
সীতা। যদি রাম ল'য়ে যান সাথে।
রতি। রাম কে?
সীতা। নাহি জান রামচন্দ্রে সখি!—
অযোধ্যার সমাচার না সুধাব আর।
বল' দেখি, কেন পতি তব ভ্রমে দেশে দেশে?
রতি। দিগ্বিজয় করি ভ্রমে।
সীতা। দেখ, যাইতে নিষেধ ক'র' অযোধ্যানগরে,
যদ্যপি সংগ্রাম বাধে রামচন্দ্র সনে,
তা হ'লে হইবে বিষম—
তাই সখি, করি মানা।
ভাল সখি—কি হেতু না যাও তুমি,
পতি পাছে পাছে?
রতি। সঙ্গে তিনি নাহি লন মোরে।
সীতা। দেখ সখি,
কেঁদ' ধরি পতির চরণে,—
তাহে যদি নাহি লন সাথে,
যেও অলক্ষিতে পশ্চাতে তাঁহার!
যদি ভগবতী করেন করুণা,
পাই যদি রঘুপতি পতি,
তিলেক না রব আমি তাঁহারে ছাড়িয়ে।
আহা! তুমি কত কাঁদ গো স্বজনি,
পতি বিনা একাকিনী।
(জনক-রাণীর প্রবেশ)
রাণী। ও মা, হেথা তুমি?
(রতির প্রতি) কে মা তুমি?
সীতা। মা গো সখী মম,
চল সখি, যাই ঘরে।
[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

তোরণ-সম্মুখ

জনক ও সভাসদ্‌গণ।

(নটবেশী চন্দ্রের প্রবেশ)

চন্দ্র। নট-ব্যবসায়ী আমি
আসিয়াছি মিথিলায়,
অভিনয়ে তুষিবারে সভাজন।
ভ্রমি রাজ-সভাস্থলে,
অভিনয়-বলে সর্ব্বত্র সম্মান মম।
জন-মনোহর নাম, সুধার সাগর,
জন পুলকিত—প্রস্তর-হৃদয় গলে,
দৃশ্য সুবিকাশ, হৃদি তমোনাশ
উদিলে হে রঙ্গস্থলে।
কলঙ্ক আমার ভুবন প্রচার,—

ভ্রমি তারাকারা নারী সাথে,
কলঙ্কে না ডরি, জন-তমো হরি,
সুধী পদধূলি মাথে।
যামিনী কামিনী নিয়ত সঙ্গিনী,
ভুবনমোহিনী নটী;
নিত্য অভিনয়, তার পরিচয়,
নাচি দোঁহে বেড়ি কটি।
দোঁহে ধীরি ধীরি রঙ্গস্থলে ফিরি,
নানা রস-রঙ্গে লীলা,
জন-হৃদি-মাঝে কি ভাব বিরাজে,
কুসুম-মিলিত শিলা।
ন্যায় সহ দয়া, ক্রোধ সহ মায়া,
কামে প্রেমে কত খেলা,
লীলা অবিরাম, নিত্যানন্দ-ধাম,
নিয়ত আনন্দ মেলা।

জনক। বড় ভাগ্যে পাইনু তোমারে মতিমান্,
যোগ্য সমাদর কর নটরায়,
বিশ্রাম করহ ক্ষণ।

[নটবেশীচন্দ্র সহ একজন সভাসদের প্রস্থান।

(একজন ভট্টের প্রবেশ)

ভট্ট। বীর, ধীর সূর্য্যোপম দশরথ রাজা!

(অলিন্দোপরি পুরস্ত্রীগণের গীত)

পিলু বাঁরোয়া—কাশ্মিরী খেম্‌টা।

ঘোর আটকানা লো, না হয় আনা গোনা।
কে আসে কি ভাবে যায় না জানা।
ও মা কুলনারী, ছি ছি লাজে মরি,
ও লো সামনে এল, বল কমনে সরি;
ও লো ছোঁয় না যেন, তোরা কম্‌লো মানা।

(বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র ও সহচরগণের সহিত
রাজা দশরথের প্রবেশ)

জনক। পবিত্র মিথিলাপুরী তব আগমনে।
দশরথ। এ কি কথা রাজর্ষি তোমার,
পবিত্র হইনু আমি তোমা দরশনে।
বিশ্বামিত্র। শিষ্টাচার আড়ম্বরে
নাহি প্রয়োজন আর,
কোলাকুলি কর দুই বৈবাহিক মিলি।
বশিষ্ঠ। বিলম্বে কি কাজ, প্রবেশ করহ পুরে,
শুভলগ্ন ভ্রষ্ট যেন নাহি হয়।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

রাজ-অন্তঃপুর

(জনক-রাণী ও পুরস্ত্রীগণের প্রবেশ)

১ম পুর-স্ত্রী। ও মা এমন কি ঘটা,
আলো বা ক'টা,
আক্কেল নাই মিন্‌সে!
এর নাম কি ক'নে গয়না,
সব টিপ্‌সে টিপ্‌সে।—
২য় পুরস্ত্রী। আর এ গুলো ফঙ্গবেনে,
ফুঁয়ে ফুঁয়ে উড়্‌ছে।
৩য় পুরস্ত্রী। যেমন চাঁপাফুল মেয়ে,
তেমন সোনার চাঁদ বর বটে;
কিন্তু আর কিছু ভাল নয়,
গয়নাগুলো দেখে গা টা যেন পুড়্‌ছে।
৪র্থ পুরস্ত্রী। রাখ মেনে তোর কারিকুরি,
ও মা, এ কি সিঁতির ছিরি!
৩য় পুরস্ত্রী। যদি তোর দেশে না সেক্‌রা ছিল,
কোন্ পাঠিয়ে দিলি হেথা!
গড়িয়ে পাঠিয়ে দিতেম,
আমরা কি নিতে যেতেম,
পোড়া কপাল!
১ম পুরস্ত্রী। আগে শুভদৃষ্টি হ'য়ে যাক্,
তবে শুনিয়ে দেব দু'কথা।
৪র্থ পুরস্ত্রী। ও মা, ওর নাম কি ঝুম্‌কো বলে,
দেখে গা জ্বলে,—
ক'নে-কাণে এম্‌নি ভারী জিনিস সয়!

অসৈরণ সইতে নারি, তাই ব'কে মরি,
অমন হেলার জিনিস না দিলেই নয়!

(পুরোহিতের প্রবেশ)

পুরোহিত। ও গো এই নৈবিদ্দি খানায়
পড়েনি মোণ্ডা।

রাণী। নেও না, ওখানে র'য়েছে গণ্ডা গণ্ডা,
সাধে কি বলি সঙ!

পুরোহিত। আর সেই বাস্তুপূজার কাপড় খান্?

রাণী। ঐখানে কাপড় সাজান থরে থরে,
ও মা এ কি ঢঙ!

পুরোহিত। বলি দক্ষিণেটা কি শেষকালে নেব?

রাণী। বলি দক্ষিণেটা আর কবে না দিয়েছি,
দেব গো দেব।

পুরোহিত। তাই ব'ল্‌চি, হেথা নাই।

রাণী। দূর হোক—পারিনে ছাই।
এই রাজা মিন্‌সে করে যত বালাই।
একলা মানুষ মা ঘুরে ঘুরে মলেম,
এই সীতেকে ডাকতে
পুকুর-ঘাটে গেলেম,
আবার এলেম,—
আবার ডাকাডাকি ক'চ্চে, চ'ল্লেম!
আর চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে গলা ধ'রে গেল মা,
আর পারি নে মা,
তোরা একবার আয় না গা,
বরণ-ডালাখানা ক'র্‌বি।

[সকলের প্রস্থান।

(সীতা ও রতির প্রবেশ)

সীতা। অলঙ্কারে কি কাজ তাহার,
রাম যার কণ্ঠহার,
প্রাণ আমার বিকাইবে তাঁর পায়।
ভাল সখি,
কোথা তুমি শিখিলে সাজাতে?

রতি। শিখেছি পতির কাছে।
শিখিয়াছি রমণী-নয়নে
কজ্জলের ছলে রাখিতে গরল-রাশি,
প্রেম-ফাঁসি রঞ্জিত অধরে,
বেণী বিনাইয়ে ফণিনী সমান,
বাঁধিতে পুরুষ-প্রাণ।
কেবা বলবান খুলিতে বন্ধন,
কাতরে লুটায় পায়।

সীতা। কহ সখি, কি কথা তোমার,—
রামচন্দ্র লুটিবেন পায়!
এলাইয়ে দেহ মোর বেণী,
দেহ সাজাইয়ে,—
যাহে দাসী বলি লন গুণমণি

রতি। সখি, জান না সরলা তুমি,
পুরুষ কঠিন অতি!
ঠেকেছি শিখেছি,
স'পি প্রাণ পতি-পদতলে;
পায়ে ঠেলে দাসী তাঁর,
চ'লে যান যথা তথা,
মনোব্যথা ব'লেছি তোমায়।

সীতা। যদি পতি মোরে ঠেলেন চরণে,
রব তবু পদতলে,
আঁখি-জলে ধোবো পা দু'খানি,
মম গুণমণি কৃপা করিবেন তাহে।
শুনেছি স্বজনি, দয়ার সাগর রাম,
অবলায় বাম নহিবেন তিনি কভু,
দেহ বেণী ঘুচাইয়ে মোর।

রতি। এ বেণী কি ঘুচাব স্বজনি,
কাদম্বিনী-শ্রেণী বিনায়েছি সযতনে,
ফুলমালা বিজলি খেলিছে,
হৃদয়ের চাঁদে অবাধে বাঁধিবে তায়;
প্রাণ বিকাইয়ে পায়,
হৃদয়ে হৃদয়ে রবে সুখে চিরদিন!
রূপ-ফাঁদে না বাঁধিলে সই,
পুরুষ কি রয় স্থির?
মলিনী নলিনী না সম্ভাষে মধুকর,
সুখ-সরোবর কলেবর,
লাবণ্য-সলিল তায়,

যৌবন-কমল হাসে,
মধু-আশে রহে বাঁধা মধুকর।

সীতা। সখি,
হেন মধুকরে আদরে কি ফল বল ?
দিনমণি সম রাম রঘুমণি,
মলিনী নলিনী নাহি করিবেন হেলা,—
স্বামী কি ঠেলেন কভু সতীরে চরণে ?
কুরূপার সতীত্ব ভূষণ।
বেশে মুগ্ধ—ব্যভিচারী যেই !
জিতেন্দ্রিয় রাম গুণধাম,
প্রেম বিনা কে পারে কিনিতে।

(জনক-রাণীর প্রবেশ)

রাণী। আয় মা জানকী তোরা,
অভিনয় হবে সভামাঝে।

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

রাজসভা—সম্মুখে রঙ্গমঞ্চ

জনক, দশরথ, বশিষ্ঠ, রামচন্দ্রাদি ভ্রাতৃগণ, রাজাগণ, সভাসদগণ প্রভৃতি আসীন।

(পণ্ডিত ও ছাত্রগণের প্রবেশ)

১ম পণ্ডিত। ব্রহ্মণ ব্রহ্মণ ব্যাকরণ লক্ষণ,
সবর্ণে নাক দীর্ঘ
অর্থাৎ স বর্ণেন সহ।

২য় পণ্ডিত। আরে রহ রহ রহ।
আরে ভট্‌চাজ্, শাস্ত্রে ব'ল্‌ছে—
আকরে পদ্মরাগানাং।

১ম পণ্ডিত। আরে নেও না ব্রহ্মণ ব্রহ্মণ,
বিদ্যারত্নং মহাধনং।

২য় পণ্ডিত। আরে বিদ্যার জাঁক ক'রো না, যাও।

১ম পণ্ডিত। এ যে দেখ্‌ছি ভারি দুর্জ্জন,
আমি বিদ্যাবাগীশ বাচস্পতি,
আমায় এসে বিদ্যার নাড়া দাও !
শ্লোক না প্রণিধান ক'রে
এক্‌টা কচ্‌কচি তুল্‌ছ ;—
শাস্ত্রে ব'লছে—হস্তী হস্তা।

১ম ছাত্র। ভটচাজ্জি ম'শায়; তর্ক রা'',
বিদেয়ের ব্যবস্থা।

১ম পণ্ডিত। আরে বেল্লিক, শাস্ত্র-আলাপ হোক।

২য় ছাত্র। তবে হস্তী হস্তা ব'লে গিল্‌ছ কেন ঢোক্ !
চূড়ামণি ম'শায়,
ঘড়াটা না হয়, আমি দাঙ্গা ক'রে নেব।

১ম ছাত্র। বিদ্যাবাগীশ খুড়ো, তর্ক তো হ'ল,
এদিকে ব'ল্‌ছে ঘড়াটা নেব।
নেবে—এস—
আমিও কোন্ পেচ্‌পা, গালে চড় লাগিয়ে দেব

২য় ছাত্র। আয়—পাছাড় লাগ্‌বি তো আয়।

১ম ছাত্র। মারবো থোব্‌না সেঁটে কিল,
দেখি শালা কত জোর তোর গায়।

২য় ছাত্র। তুমি আমায় চেন না,
আমি বিদ্যে-মুদ্গর ম'শর চেলা।

১ম ছাত্র। আমি বিদ্যে গজপতির টোলের পোড়ো,
আমায় চেন না শালা !

৩য় পণ্ডিত। আরে স্থিরো ভব—স্থিরো ভব,
কলহে কি প্রয়োজন ?

২য় ছাত্র। আরে রেখে দাও তোমার টিকিনাড়া,
সাত সের ঘড়ার ওজন।

জনক। যথাযোগ্য বিদায় করিব জনে জনে,
না কর বিবাদ কেহ,
স্থির ভাবে দেখ ক্ষণ অভিনয়।

(রঙ্গমঞ্চোপরি চন্দ্র ও নটীর প্রবেশ ও গীত)

আ মরি হাসিছে কিবা সভা মনোহর !
বিরাজে রসিকব্রজ অশেষ গুণ-আকর।
রঞ্জিত রসিক-চিত, নব-রস-বিভূষিত,
হইতেছে বিচলিত সভয় অন্তর।

(সমুদ্রমন্থন অভিনয় আরম্ভ—ধন্বন্তরির উত্থান)

(গীত)

ব্রহ্মরূপা সুধা গরল কি নাম তোমারি ?
মোহিনী মোহিনী মাধুরী নেহারি।

দন্তে ঝম্পে ভূত কম্পে,
পীড়ন পীড়া ভীষণ,
ত্রাহি মে ত্রাহি মে—
মানব-তাপহারী।

ব্রহ্মা। ঔষধ দানিল রত্নাকর
লোক-হিত হেতু,
নরে আমি করিনু প্রদান।

অসুর। বাঁট ব্রহ্মা, সসজ্জ র'য়েছি সবে।

(লক্ষ্মীর উত্থান)

(গীত)

কিবা কমলে গঠিত হেম মাধুরী,
বদন কমল হাসে।
হেম কমলিনী, কমলবাসিনী,
কমলা কমলে ভাসে।
মধুর লহরী আঁখি,
প্রাণ রাখি রাঙ্গা পায়,
মন-প্রাণ মধু-আশে।

ব্রহ্মা। নারায়ণ এঁর অধিকারী।

অসুর। কন্যা রাখ সবাকার আগে,—
উচ্চৈঃশ্রবা, ঐরাবত আদি
কিছু না কহিনু তায়;
ঔষধ দানিলে নরে,
তাহে না কহিনু কথা,
কন্যা না ছাড়িব কভু।

শ্রীরাম। আমার আমার,
কার অধিকার আর—
কে হরে এ হারানিধি,
চক্রে খণ্ড খণ্ড করিব ব্রহ্মাণ্ড,
ফিরে দে রতন মম।

দশরথ। এ কি!
কেন রাম হইল এমন?

বশিষ্ঠ। কহ চক্রি, কোথা চক্র তব,
ধনুর্ধারী রাম তুমি!
(জনকের প্রতি) মহাশয়, লগ্ন ভ্রষ্ট হয়।
(স্বগত) অখণ্ড তোমার বিধি, হে বিধাতা—
ক্ষুদ্র আমি—লঙ্ঘিব কেমনে।

দশরথ। কেন রাম হইল এমন?

বশিষ্ঠ। না হও চঞ্চল রাজা,
আছে তত্ত্ব, কহিব পশ্চাৎ;
রাজঋষি, শীঘ্র কর কন্যা সম্প্রদান।

[ব্রাহ্মণপণ্ডিত ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

২য় ছাত্র। বলি ও বাচস্পতি খুড়ো,
চারচাট্টে মেয়ে ক'ল্লে পার,
কি ঠাওরাচ্চ ঘড়ার?

১ম ছাত্র। এ ঘড়া কে নেয় আর!

২য় ছাত্র। তবে রে শালা,
এ কি নৈবিদ্দির কলা,
যে পেলি পেলি, একটা ছেড়ে দিলেম।

১য় পণ্ডিত। হায় হায় আমি বুড়ো হ'য়েছি,
গায়ে বল নাই,
আমি মারা গেলেম।

[পরস্পরের ঘড়া লইয়া দাঙ্গা, "কোথা যাও—
রেখে দাও, র:" ইত্যাদি বলিতে বলিতে প্রস্থান।

(দুই জন ভৃত্যের প্রবেশ)

১ম ভৃত্য। কেমন হ'চ্ছিল গান,
ছোঁড়াটা ক'ল্লে ভ্যান্ ভ্যান্।

২য় ভৃত্য। আবার সব সরাতে হবে,
এখানে ব'সে বামুন খাবে।

১ম ভৃত্য। রাজার বাড়ী চাকরি,
বড়ই ঝকমারি।

২য় ভৃত্য। তাই কি ছাই রাজার মত রাজা,
বল—'সোনার ডিপেয় আন ছাঁচি পান।'
না বল্লে—'আন কুশাসন খান।'

১ম ভৃত্য। বল—'নে আয় নাচ্‌নাওলী',
ব'সে শুনি গান;
বাজারে বাজারে খানিক ঘুরলুম,
না হুকুম হ'লো—
'কলার পেটো কর্ খান খান'।

২য় ভৃত্য। ওরে শালা, এটা ভেতোর বাগে টান্।

১ম ভৃত্য। ওরে ম্যাড়া, এটা টেনে জড়া।

[উভয়ের প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

প্রাঙ্গন

(দুইজন সৈন্যের প্রবেশ)

১ম সৈন্য। এমন কি গান—
এতই কি তার সরগরম।
২য় সৈন্য। হাতীটে উঠ্‌ল বটে হাতীর মতন।
১ম সৈন্য। আর দেখ্‌লি নি কাজে খতম,
যখন ঘোড়া উঠ্‌ল ঠেলে।
২য় সৈন্য। গানগুলো বড় আচ্ছা নয়,
খ্যাম্‌টাতে লাগাতে হয়।
১ম সৈন্য। যা বল—ঐ উঠ্‌ল ঘোড়া,
আর সব কিছুই নয়,
তুমিও যেমন!
২য় সৈন্য। কিছুই নয়, গেঁজেলি কারখানা।
১ম সৈন্য। ওরে আয়,
তবু খানিক হ'লো প্রাণ ঠাণ্ডা,
মোণ্ডা নে যাচ্ছে গণ্ডা গণ্ডা।
২য় সৈন্য। আর দেখ্‌ছিস্ নে—
বামুনগুলো খুব ষণ্ডা,
মারামারি ক'রে নেছে।
আর আমাদের দফা এবার রফা।
১ম সৈন্য। সত্যি ভাই,
দেখে কলার বাস্‌নার ধুম,
কাল থেকে হয়নি আমার ঘুম।
২য় সৈন্য। বামুনগুলো খুব ষণ্ডা বটে,
আহা খুব লোটে;
বেস্ বেঁটে খেটে,
সিদে এল গেল,
ঘুর্‌লে ফির্‌লে
নাচ্‌লে কাঁদ্‌লে।
১ম সৈন্য। আমাদের নয় ত,
খালি ক্ষিদেয় পেট্টাই কাঁদ্‌লে।
২য় সৈন্য। পা'টাতে ধ'র্‌লো ঝিন্ ঝিনে!
১ম সৈন্য। লড়াই হ'লো জিৎলুম,
লুট্‌বো,—
না রাজার হুকুম, গর্দ্দান ধ'র্‌লে টেনে।
২য় সৈন্য। ঐ লক্ষ্মণ ঠাকুর রাজা হয়,
বেরোয় দিগ্বিজয়—খুব লুটি!
১ম সৈন্য। আর রাখ ভিরকুটি,
দেখেছিস্ লুচির মোট্‌টি!
আয় লুটি যা থাকে কপালে,
যাব গর্দ্দান ফেলে;
জানিস্ তো বন দে যেতে হবে ফিরে,
রাখ্ না কিছু খোলেয় ভোরে।
২য় সৈন্য। কাজ নেই বাবা জমাদারের ঠেলা,
থাক্‌লেই লোভ বাড়্‌বে, চল—পালা।
১ম সৈন্য। তোর যেমন ছাতি নাই,
তোর সঙ্গে থাকে কোন্ শালা।
[উভয়ের প্রস্থান।

(নিমন্ত্রণভোজী পুরুষ, স্ত্রী, বালক ও বালিকাগণের খাবার ইত্যাদি লইয়া প্রবেশ)

১ম স্ত্রী। ও মিন্‌সে, এদিক দে আয় না!
১ম পুরুষ। বলি ক্ষীরের তিজেল সাম্‌লা,
শালী তুল্‌লে বায়না।
১ম স্ত্রী। আমি কেমন ক'রে
দয়ের মাল্‌সা সাম্‌লাচ্ছি,
খোকা কচি।
২য় পুরুষ। খুড়ো, বড় চ'ল্‌চ খর।
৩য় পুরুষ। আরে ভেড়ো ব্যাটা,
তোদের এই খাবার বয়েস,
বিশ গণ্ডা লুচি খেয়েই ক'চ্ছিস্ ধর ধর।
২য় পুরুষ। মোণ্ডার ওড়াও এড়িচি,
ক্ষীর বাইশ কড়া।
৩য় পুরুষ। ছোঁড়া, না খেয়েই ত—
হ'য়ে যাচ্ছিস্ দড়া।
৪র্থ পুরুষ। খুন খারাপস্ত, খুব খাওয়ালে বাবা!
৫ম পুরুষ। ভাব্‌ছি চাট্টে মেয়ে, একেবারে সাল্লে।
১ম ছেলে। বাবা, ভূতি কাপড় খারাপ ক'ল্লে।
৫ম পুরুষ। সাল্লে বেটী—সাল্লে।

ভূতি। বাবা, আমি নয়—দাদা।
১ম পুরুষ। শীগ্‌গির শীগ্‌গির চ'লে আয় গাধা।
১ম স্ত্রী। পোড়ারমুখো ছেলে।
গিল্‌তে হয়—
আর দিতে হয় উগ্‌রে ফেলে,—
আমি ধুয়ে ধুয়ে রাখ্‌তেম:
ভূতি। আর আমি চিং হ'য়ে
বাপ্‌ বাপ্‌ ডাক্‌তেম।

[সকলের প্রস্থান।

সপ্তম গর্ভাঙ্ক

ছাদনাতলা

বর-কন্যা, জনক-রাণী, পুরস্ত্রীগণ,

নাপিত ইত্যাদি।

১ম স্ত্রী। ওলো ঘোর না।
২য় স্ত্রী। আ মর্, সর্ না।
রাণী। একলা কি সব সাম্‌লাতে পারি,
ধর না।

(স্ত্রীগণের বরণকরণ ও নেপথ্যে হিজড়ার গান)

(গীত)

ও মা ন্যাংটা জামাই আমার,
আই আই আই লো,
ভাঙে ঢুলু ঢুলু আঁখি, কপালে ছাই লো।
ওমা লাজের কথা, আমার স্বর্ণ লতা
দিলে খেপা বরে,
ওলো ভাবি তাই,—
একে খেপা মেয়ে তাতে খেপা বর,
কেমনে দু'জনে ক'র্‌বে ঘর;
বর দিগম্বর,
ওলো মর্ মর্ মর্ লো।
আই মা সরমে মরমে তাই,
ঘোম্‌টা টেনে মেনে স'রে যাই।

নাপিত। ভাল মন্দ লোক থাক ত স'রে যাও।
১ম স্ত্রী। পোড়ারমুখ' মিন্‌সে—গলা দেখেছ।
নাপিত। স'রে যাও!
১ম স্ত্রী। গলার মাথা খাও।
নাপিত। ভাল মন্দ লোক থাক্‌'ত স'রে যাও,
নইলে আমার মত হাত হবে।
১ম স্ত্রী। তোর মাগ কবে তোর মাথা খাবে?
নাপিত। ভাতে হাত দিতে ছায়ে হাত দেবে।
১ম স্ত্রী। যমরাজা তোকে শীগ্‌গির নেবে।
রাণী। কড়ি দে কিন্‌লেম, দড়ি দে বাঁধ্‌লেম,
হাতে দিলেম মাকু,
একবার ভ্যা কর তো বাপু।
১ম স্ত্রী। ও মা ছি ছি ভ্যা কর্ত্তে জানে না,
তোমরা অজ রাজার নাতি।
নাপিত। ভ্যা ক'রে ডাক' ফুলিয়ে ছাতি,
এই নেও ভ্যা—

(বর-কন্যার শুভদৃষ্টি)

শ্রীরাম। মরি মাধুরী নেহারি পরাণ পূরিল,
হৃদি বিকাশিল আজি!
আশে হৃদিবাসে প্রাণ ব্যাকুল চাহে,
মন মোহে, সাধ—ধরি পদ হৃদিমাঝে।
সীতা। যেন নীল-কমল আঁখি,
কি বলে কি বলে,—
প্রাণ দেখাইয়া কহ আঁখি,
রেখ' নাথ চরণকমলে!

[সকলের প্রস্থান।

নেপথ্যে।— (গীত)

নাগর গুণমণি কেরে,
মরি বালাই নিয়ে,
হেরি মাধুরী মদনে দহে হিয়ে!
মুখ হাসি হাসি, মরি শ্যামশশী,
প্রাণে লেগে ফাঁসী,
সাধ—সাধে ফিরি পদে বিকাইয়ে,
বনমালী নিয়ে কুলে কালি দিয়ে।

(পুরোহিত তৎপশ্চাৎ তৎপত্নীর প্রবেশ)

পুরোহিত। লগ্ন হ'ল পণ্ড, রাজা নয় কুষ্মাণ্ড,
বের দিন দিলেন ঘোড়ার নাচ—
যা হোক শুভ কর্ম্ম হ'য়ে গেচে।

পুরোহিত-স্ত্রী। ওগো, আমার নথের কথা ত
মনে আছে ?
পুরোহিত। দুপুর রেতে,
মাগী নথ নিয়ে ফেল্লে প্যাচে।
[উভয়ের প্রস্থান।

অষ্টম গর্ভাঙ্ক

বাসর-ঘর

শ্রীরাম, সীতা, রতি ও পুরস্ত্রীগণ।

১ম স্ত্রী। যদি হে রসিক হও তো খুঁজে নাও,
এই ঘরেই আছে ক'নে।
শ্রীরাম। বল গো আঁধারে আমি খুঁজিব কেমনে!
২য় স্ত্রী। আঁধারে হে ডর' তুমি,
সাগরে গহ্বরে রত্ন হেতু যায় লোক ;
সংসারের সার রতন তোমার,
খুঁজে নিতে নার' ভাই ?
সীতা। (জনান্তিকে) ছি ছি আঁধারে যদ্যপি
ছোঁন পায়।
রতি। কেন ডর' তুমি সুলোচনে,
কি হেতু শিহর ?
কুতূহলে সতী-পদতলে দিক্‌বাস,
শ্যামা-রাঙা-পদ আশ তাঁর।
সীতা। (মৃদুস্বরে) ছি ছি! নাথ ছুঁও না—ছুঁও না।
রতি। সখি,
কার্য্য মম হ'ল সম্পূরণ,
বিনায়েছি বেণী গুণবতী,
প্রাণপতি হের পদতলে।
(জনক-রাণীর প্রবেশ)
রাণী। ও মা,
তোরা সব বর-ক'নে নে আয়,
ভোরে ভোরে বর যাবে চ'লে।
এর পর বারবেলা,
বর পাঠাব না বারবেলায়।
[সকলের প্রস্থান।

নবম গর্ভাঙ্ক

তোরণ-সম্মুখ

(দশরথ, জনক, বশিষ্ঠ, সভাসদ্‌গণ, ভাটগণ ও
সমারোহ করিয়া লোকগণের একদিক দিয়া
এবং বরবেশী রাম, লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন ও কন্যাবেশী সীতা,
উর্ম্মিলা, মাণ্ডবী ও শ্রুতকীর্ত্তি, জনকরাণী, পুরস্ত্রীগণ ও
যৌতুক-দ্রব্যাদিসহ বাহকগণের
অন্যদিক দিয়া প্রবেশ।

সকলে। জয় সীতারাম!
১ম ভাট। দাতার ব্যাটা হয় তো দেয়,
ও বশিষ্ঠ,
ওর ঘরে মহা অন্নকষ্ট।
২য় ভাট। আর এই কানা স্কুল।
বশিষ্ঠ। আঃ, তোমরা যে ক'ল্লে হুলস্থুল।
দশরথ। দেহ ঋষিরাজ,
যেবা যাহা চায় ধন,
অকাতরে কর বিতরণ,
আনন্দের দিন মম,
অপুত্রের পুত্রের বিবাহ,
নিরুৎসাহ নাহি রহে কেহ।
জনক। ছিল যা আমার রতনের সার,
সমর্পণ করিলাম চারিজনে,
রেখ' যতনে ঋষির ধন।
রাণী। ও মা,
মা ব'লে কি ভুলিলে মা এতদিনে,
দিয়ে পরে কেমনে গো রব ঘরে ?
সীতা। ও মা!
জনক। নেও, শীগ্‌গির নেও,
বারবেলা প'ড়্‌লো ব'লে।
২য় ভাট। ও রে, বর-ক'নে তো চ'ল্‌লো।
১ম ভাট। আমি অযোধ্যায় যাব।
দশরথ। চল, ছড়াইয়ে রত্নধন পথে,
যেবা পারে লউক কুড়ায়ে।
হে বশিষ্ঠদেব,
দেখ বুঝি আসেন ভার্গব।
আসিছেন সশস্ত্র হেথায়,

শঙ্কা হয় হেরিয়ে বদন,
না জানি কি অপরাধ করেন গ্রহণ!
ক্রোধনস্বভাব অতি,
ক্ষত্রকুলান্তক নাম বিদিত জগতে।
বশিষ্ঠ। মহারাজ,
কর তুষ্ট বিনয় বচনে।

(সশস্ত্র পরশুরামের প্রবেশ)

দশরথ। প্রভু,
বহু কৃপা তব মম প্রতি,—
শুভদিনে পাইলাম চরণ দর্শন।
আজি শুভযাত্রা মম,
সকলি হইবে শুভ ঋষি-দরশনে।
পরশুরাম। শুনিলাম বীর্য্যবান্ তনয় তোমার—
ভাঙ্গিয়াছে হরধনু,
পণে তিনি লভিয়াছে জনকনন্দিনী,
অতি বীর্য্যবান তনয় তোমার,—
নহে কি রেখেছ তুমি রাম নাম তার?
মম নাম ভৃগুরাম বিদিত জগতে,
দাশরথি রাম নামে ঢাকিবে সে নাম।
বশিষ্ঠ। স্বস্তি।
দশরথ। প্রভু,
দেব নামে পুত্র নাম রাখে সর্ব্বজন,
সেই হেতু রাম নাম পুত্রের আমার।
ভৃগুরাম-দাস মম রাম।
পরশুরাম। না না, বলবান তব রাম,
কই রাম— কোন্ জন?
শ্রীরাম। দাস তব সম্মুখে ব্রাহ্মণ,—
আশীর্ব্বাদপ্রার্থী তব পায়।
পরশুরাম। তুমি রাম?
ভাঙ্গিয়াছ শিবদত্ত ধনু মম?
শ্রীরাম। পঙ্গুতে লঙ্ঘায় গিরি ব্রাহ্মণ-প্রসাদে।
পরশুরাম। না না, মহাবল পরাক্রান্ত তুমি,
শিবদত্ত মম ধনু না ভাবিলে মনে,
ভাঙ্গিয়াছ ধনু বাহুবলে!
জীর্ণ ধনু ভাঙ্গিয়াছ নহে বড় কথা,
পার যদি নোয়াইতে এই ধনু মম,
বীর বলি করিব বাখান,
নহে ধনুর্ভঙ্গ-অপরাধে না পাবে নিস্তার,
পুনঃ ক্ষত্র-রক্তস্রোতে তৃপ্ত হবে ধরা!
দশরথ। প্রভু,
অজ্ঞান বালক,
অপরাধ করুন্ মার্জ্জনা।
পরশুরাম। ক্ষত্রিয় অজ্ঞান চিরদিন,
পশুসম হিতাহিত জ্ঞান-বিবর্জ্জিত,
নরহত্যা-পাপ নাহি বধিলে দুর্জ্জনে।
বশিষ্ঠ। ঋষি তুমি,
ক্ষান্ত হও বালক বুঝিয়ে।
পরশুরাম। বৃদ্ধ শিশু নাহি ক্ষত্রিয়ের,
সবে সম অনাচার!
নহি আমি যাজক ব্রাহ্মণ,
প্রত্যাশা না রাখি কার!
শ্রীরাম। মার্জ্জনা-ভিখারী আমি—যদি অপরাধী,
কিন্তু
রুষ্টভাষ কিবা হেতু কন পুরোহিতে?
যাজন বিপ্রের ক্রিয়া, ক্ষত্রিয়ের ধনুক ধারণ,
ব্রাহ্মণের ক্রিয়াভ্রষ্ট নন মুনিবর।
পরশুরাম। পিপীলিকা—উঠিয়াছে পাখা,
দেহ গুণ এ ধনুকে বুঝি তব বল।
লক্ষ্মণ। তুচ্ছ কার্য্য অস্ত্রধারী দ্বিজ!
শ্রীরামের দাস আমি,
দেহ ধনু, অবহেলে করি গুণদান।
পরশুরাম। রাজা দশরথ,
বুঝি এটী পুত্র তব?
দোঁহে বলবান্।
ভরত। আর দুই পুত্র মোরা দোঁহে।
শত্রুঘ্ন। সবে মোরা শ্রীরামের দাস।
দশরথ। এ কি সর্ব্বনাশ!
বশিষ্ঠ। ক্ষান্ত হও, মহারাজ!
পরশুরাম। কার সনে ক'স্ কথা বুঝিস্ কি মূঢ়?
লক্ষ্মণ। অস্ত্রবাহী ব্রাহ্মণের সনে।

প্রণাম চরণে.
নিজ স্থানে করুন গমন।
পরশুরাম। নিঃক্ষত্র ক'রেছি ধরা তিন সাত বার।
লক্ষ্মণ। হয় নাই সেই কালে রামের জনম।
পরশুরাম। ভাল, ভাল—
(শ্রীরামের প্রতি) তুমি রাম ?
অতি বলবান্,
দেহ গুণ ধনুকে আমার।
শ্রীরাম। দিব গুণ,
দেন শর— করিব যোজন।
পরশুরাম। ভাল ভাল, এই লহ বাণ,
গুণ দিয়া কর শীঘ্র ধনুকে সন্ধান।
শ্রীরাম। (ধনুকে শর যোজনা করিয়া)
কহ দ্বিজ, কোন স্থানে এড়িব এ শর ?
বিফল হবে না মম বাণ-সংযোজন,
অমর মরিবে অস্ত্রাঘাতে—
কহ কোথা করিব সন্ধান ?
পরশুরাম। এ কি ! কে এ অদ্ভুত শিশু !
কেবা তুমি বালক-আকারে
দেহ মোরে পরিচয়।
অজ্ঞান অধম
চিনিতে নারিনু আমি।
শ্রীরাম। বিস্মৃত না হও মুনিবর,
আমি মাত্র নিমিত্ত ধরায়,
দেবকার্য্যে শরীর ধারণ ;
কিন্তু বুঝ তত্ত্ব ঋষিরাজ,
জ্ঞানবান্ তুমি,
যেই কালে নিঃক্ষত্র করিলে,
ক্ষত্রগণ ছিল অত্যাচারী।
নিরীহ ব্রাহ্মণগণে করিত পীড়ন।
নারায়ণ দানিলেন বল তব ভুজে,
দীননাথ তিনি,
দীন ব্রাহ্মণ-রক্ষণে—
নারায়ণ-বলে বলী হৈলা সেই কালে,
ক্ষত্রিয় করিলা জয় নারায়ণ-তেজে।
কিন্তু এবে সেই তেজ নাহিক তোমার,
ব্রাহ্মণ-রক্ষক নহ—মানব-পীড়ক।
মিথিলায় পণ শুনি আইলা রাজগণ,
ধনুর্ভঙ্গে হইল উদ্বাহ ;
করি উদ্বাহ সমাধা—
যাইতেছে বালক ফিরিয়ে,
ভাব বলবান্ তুমি,
সেই হেতু আসি মিথিলায়,
চাহ তুমি দমিবারে নির্দ্দোষ বালকে,
নারায়ণ-তেজ আর নাহি তব ভুজে।
এবে তুমি সামান্য ব্রাহ্মণ
ধর্ম্ম নষ্ট হিংসায় তোমার ;
হিংসার প্রভাবে—
বিপ্রতেজ ক্ষুণ্ণ তব দেহে।
কহ, কোথায় ত্যজিব শর ?
পরশুরাম। নহে মম তেজ ক্ষুণ্ণ ওহে নারায়ণ,
পাইয়াছি সাক্ষাৎ দর্শন,
মম সম তেজীয়ান্ কেবা আর ভবে ?
স্বর্গ-পথ রুদ্ধ মম কর তব শরে,
নহি আর স্বর্গের প্রয়াসী,
ব্রহ্মপদ করি তুচ্ছ জ্ঞান,
পেয়েছি পরম পদ আর কিবা চাহি !
দীননাথ তুমি,
তেজোহীন দীন আমি আপনি কহিলে,
দীন জনে ত্যজিতে নারিবে।
কলঙ্ক রটিবে তব দীননাথ নামে,
এ দীন ব্রাহ্মণে যদি ত্যজ দয়াময় !
শ্রীরাম। নহ দীন, হে প্রবীণ, অবতার তুমি,
তব দেহে নারায়ণ করিয়া আশ্রয়
করিলেন ক্ষত্রকুল ক্ষয়,
মহাপুণ্য জগতে রহিবে।
শক্তি সহ মিলি ক্ষমা অতুল শোভিবে,
পরিত্রাণ পাবে নর তব দরশনে ;
যাও, দেব, নিজ স্থানে।
পরশুরাম। পূর্ণ মম কার্য্য এত দিনে—
ইষ্টলাভ মম।
প্রণমিয়ে ইষ্টদাতা শিবে
নির্জ্জনে করিব ধ্যান ইষ্টের চরণ।

[পরশুরামের প্রস্থান।

দশরথ। চল, চল—
বিলম্বে নাহিক প্রয়োজন,
কি জানি কি ঘটে পথে।
সকলে। জয় সীতারাম !

যবনিকা

হীরক জুবিলী

(ভিক্টোরিয়া মহোৎসব)

মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ষাট বৎসর রাজ্যকাল পূর্ণ হওয়ায় 'ডায়মণ্ড জুবিলী' উৎসব উপলক্ষে 'নটের রাজভক্তি উপহার' স্বরূপ এই গীতিনাট্য খানি রচিত হয়।

[৭ই আষাঢ়, ১৩০৪ সাল, ষ্টার থিয়েটারে প্রথম অভিনীত]

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

(পুরুষ)

রাজা, বণিক্, নট, পুরোহিত, কৃষক, বঙ্গবাসী, মাতাল, মুটে, দ্বীপান্তর-প্রত্যাবৃত্ত পুরুষ, নাগরিকগণ, চারণগণ, বন্দিগণ উড়িয়াগণ, সাড়ীওয়ালা, বইওয়ালা, বরফওয়ালা, ছুরিকাঁচিওয়ালা, ঔষধ-বিক্রীওয়ালা, তেলওয়ালা, সাবানওয়ালা, পাহারাওয়ালা, খবরের কাগজওয়ালা ইত্যাদি।

(স্ত্রী)

গ্রাম্য স্ত্রী, নাপ্তিনী, ফুলওয়ালী, চুট্‌কীওয়ালী, মিসিওয়ালী, খিলিওয়ালী, বন্দিনীগণ, নাগরিকাগণ, দ্বীপান্তরপ্রত্যাবৃত্তা স্ত্রী ইত্যাদি।

প্রথম দৃশ্য

বিজয়-তোরণ

(নাগরিক ও নাগরিকাগণের প্রবেশ)

(মঙ্গল-গীতি)

রাণীকুল-রাজরাণী তুমি মা জননী।
করুণা-বিভায় দীপ্ত মুকুটের মণি॥
পুত্তলি খেলার ছলে,
শিখেছ মা বাল্যকালে,
প্রেমময়ী পালিতে গো নন্দন-নন্দিনী।
স্বর্ণাক্ষরে ইতিহাস,
করিতেছে সুপ্রকাশ,
তোমার মার্জ্জনা-গুণ ও মা বরাননী।
ওয়েলিংটন্ লৌহ-হৃদি,
বিগলিত তদবধি,
দণ্ড-আজ্ঞা নিতে যবে আইল সেনানী।
যোদ্ধা বধ-আজ্ঞা চায়,
উথলিত করুণায়,
লিখিল মার্জ্জনা-আজ্ঞা সুবর্ণ-লেখনী॥
পেয়ে মা গো অধিকার,
ব'লেছিলে বার বার
ধরিব ধরার ভার কেমনে রমণী।
দুস্তর সংসার ঘোরে,
প্রজাগণ সকাতরে,
তুলিবে গগনভেদী হাহাকার-ধ্বনি।
বালিকা মুকুট ধরি,
প্রজার মঙ্গল স্মরি,
ঝরিল করুণা-বারি কমলনয়নী॥
মঙ্গল কামনা করি,
মঙ্গলা ভুবনেশ্বরী,
শান্তি-নিকেতন তব সাগর ধরণী।
কভু পিতা করে রোষ,
মাতৃ-পদে নাহি দোষ,
অকৃতি সন্তানে মাতা চির-হাস্যাননী॥

অকৃতি এ বঙ্গবাসী,
তাই চির অভিলাষী,
কাল-স্রোতে রহে মাতৃজীবন-তরণী।
মাতৃ-রাজ্যে সুর্য্য প্রায়,
নাহি যেন অস্ত যায়,
ভিক্টোরিয়া যশঃ-প্রভা জিনি দিনমণি॥
[নাগরিকাগণের প্রস্থান।

(জনৈক মাতালের প্রবেশ)

মাতাল। হ্যাঁ বাবা, তোমাদের দলেরই জিত হ'লো বুঝি ?

১ম নাগরিক। জিত কি ?

মাতাল। তোমরা তো কবির দলের দোয়ার ?

১ম নাগরিক। এ কি বলে !

মাতাল। কেন বাবা আর আমায় ভাঁড়াচ্ছ ? আমার খুড়োরও পাঁচালীর দল ছিল।

২য় নাগরিক। এ একটা মাতাল।

মাতাল। হ্যাঁ বাবা, একটু খেয়ে থাকি ; তা বাবা তোমরা না খেয়ে কিসের ফুর্‌তি ক'চ্ছো ? কবির দলেরও দোয়ার নও, অথচ রাস্তায় চিতেন ধ'রেছ, ব্যাপারটা কি বল দেখি ? আমি তো বলি মেয়ে-কবি।

৩য় নাগরিক। সে কি, তুমি কিছু জান না ! মহারাণী ষাট বৎসর রাজ্যেশ্বরী হ'য়েছেন, তাঁরই উৎসব।

মাতাল। হ্যাঁ বাবা, মনে পড়েছে, একটা নূতন পরব উঠেছে, আজ আপিসে ছুটী দিয়েছে বাবা ; এ হীরামণি পরব না কি বাবা ? বড় খোঙারি হ'য়েছে, মেজাজটা ঠিক ক'রতে পাচ্ছি না।

৩য় নাগরিক। ঐ যে তোমায় ব'ল্লুম, মহারাণীর ষাট বৎসর রাজ্য হ'লো।

মাতাল। আচ্ছা, এ পরব তো বছর বছর চ'ল্‌বে ?

১ম নাগরিক। আর তুমিও যেমন, মাতালের সঙ্গে কি ব'ক্‌ছো ?

৩য় নাগরিক। কেন হে, আজ মহোৎসব, সকলেই আমোদ করুক।

২য় নাগরিক। কিসের মহোৎসব, তা তো বুঝ্‌তে পাচ্ছিনে ; ব'ল্লে চাঁদা দিতে—চাঁদা দিলুম, গাইতে ব'ল্লে—গাচ্ছি।

৩য় নাগরিক। কি হে, তুমি এমন কথা মুখে আন ! ভারত-সন্তান ব'লে পরিচয় দাও, আর মাতৃরাজ্যে বাস ক'র্‌ছো, অতুল সুখ-সম্ভোগ ক'র্‌ছো, তাঁর রাজ্য ষাট বৎসর পূর্ণ হ'লো, এতে ব'ল্‌ছো— কিসের উৎসব !

মাতাল। না, এদের পাঁচালীর দল, এ ছড়া কাটাচ্ছে, বেশ ভাই !

৩য় নাগরিক। চুপ ক'রে রইলে যে, উত্তর ক'র্‌ছো না ?

২য় নাগরিক। ভাই, নগদা-নগদি কিছু পাই তো বুঝি, কিছু খেলায়ৎ পেলুম, বক্‌সিস পেলুম, না হয় একটা ট্যাক্স উঠে গেল, তা নইলে উত্তর কি দেব বল ?

৩য় নাগরিক। ভাই, রাগ করো না, স্বার্থপর হ'য়েই আপনার সর্ব্বনাশ আমরা কচ্ছি, নচেৎ আমরা কি সুখেই না থাক্‌তে পারতুম ; এই ভারতবর্ষে যারা বলিষ্ঠ, তারাই আমাদের বাঙ্গালী ব'লে ঘৃণা ক'রেছে, এখনও ঘৃণা করে ; কিন্তু দুর্ব্বল ব'লে আমরা মাতৃরাজ্যে কি আদর না পেয়েছি ! যখন কোম্পানীর রাজ্য, তখনও মাতৃরাজ্য, তাঁরা মহারাণীর দাস ছিলেন ; কিন্তু তাঁরা মহা যত্নে রাণীর দীন প্রজাদের পালন ক'রেছেন। মনে ক'রে দেখ, বাঙ্গালী ডাক্তার হবে ব'লে যখন মড়া চির্‌তে রাজি হ'লো, তার সম্মানের জন্য কেল্লা থেকে তোপ হ'য়েছিল ; মহাত্মা রাণীর কর্ম্মচারীসকল কত যত্নে শিক্ষা দিয়েছেন, তা স্মরণ ক'রে দেখ ; যখন অবোধ সিপাই ভ্রম বশতঃ বিবি-বালক হত্যা ক'রেছিল, তখন ইংরাজেরা উন্মত্ত হ'য়ে প্রতিশোধ দিয়েছিল, তথাপি বাঙ্গালীর প্রতি অসীম দয়া প্রকাশ ক'রেছিল। কানপুরের নারী-বালক-হত্যা দেখে যখন ক্রোধান্ধ, তখনও যে বাড়ীতে "Calcutta Babus" লেখা ছিল, সে বাড়ীতে ইংরাজ-সৈন্য প্রবেশ করেনি,—অনেক বিদ্রোহী সেই সব বাড়ীতে লুকিয়ে প্রাণ রক্ষা ক'রেছে। মহারাণীর দয়া দেখ,—তিনি ভারতের ভার বিদ্রোহের পর প্রত্যক্ষভাবে গ্রহণ ক'র্‌লেন ; তাঁর অভিপ্রায় যে, স্বয়ং প্রজার ভার গ্রহণ করেন। তিনি ভেবেছিলেন যে, অবশ্যই তাঁর কালো ছেলের প্রতি অত্যাচার হ'য়েছে, এই জন্যই তিনি স্বয়ং ভার গ্রহণ ক'রেছিলেন ; ঘোষণা দেন যে, সাদা কালো প্রভেদ থাক্‌বে না।

২য় নাগরিক। আচ্ছা ভাই, কি ক'রতে হবে, বল ?

মাতাল। ওহে, ছড়া কাটিয়ে, ওহে ছড়া কাটিয়ে, ঠাকুরুণ-বিষয় তো হ'লো, এখন একটা বিরহের ছড়া কাটাও। দেখ বাবা, বড় খোঙারি হ'য়েছে, ব'লতে পার, যদি নেশাটা ভাঙটা করি, রাস্তায় গড়াগড়ি দিই, তা হ'লে পাহারাওয়ালা ধ'রবে. না তো শুনেছি, তা সত্যি কি ?

৩য় নাগরিক। না, তুমি আজ প্রাণ ভ'রে আমোদ কর।

মাতাল। বাহবা বাহবা কি মজা, বছর বছর এই পরব হবে তো বাবা ?

৩য় নাগরিক। বছর বছর কেন ?

মাতাল। কেন বাবা, এ বচ্ছর ষাট বচ্ছর রাজ্য হ'লো, আর বছর ষেটের কোলে একষট্টি বচ্ছর হ'বে, এক বছর বাড়লো, ডেড় দিন পরব হওয়া উচিত, ফিরে বছর দু'দিন, এম্‌নি বছর বছর পরব বেড়ে যা'ক্।

২য় নাগরিক। শোন হে, তোমার ইয়ার কি ব'লছে।

মাতাল। কেন বাব', কি বেঠিক ব'লছি বল ? রাণী বেঁচে থাকুন, আর রাজ্য ক'রতে থাকুন, আর রোজ রোজ পরব হোক ; আর আমি জয় ভিক্টোরিয়ার জয় ব'লে ঢক্ ঢক্ ক'রে তাঁর হেল্‌থো খাই।

৩য় নাগরিক। এস, আমরাও বলি সকলে—জয় ভিক্টোরিয়ার জয় !

সকলে। জয় ভিক্টোরিয়ার জয় !

৩য় নাগরিক। হ্যাঁ হে, তুমি না বল যে সাদা কালো প্রভেদ আছে ? কিন্তু এই উপযুক্ত সময়, আজ এস, আমরা জগতকে দেখাই, যদিচ আমরা বিজিত, কিন্তু রাজভক্তিতে আমরা তাঁর শ্বেত সন্তান অপেক্ষা ন্যূন নই। সমস্ত সভ্য জাতির সম্মুখে প্রকাশ করি যে, আমরা ভারত-সন্তান ; আমরা দিল্লীশ্বরকে 'দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা" ব'লে ডাকৃতেম। যে মানীকে মান দেয়, সে আপনার পরিচয় দেয় যে, সে নিজে মহামানী। মহামানী রাজরাণী, যাঁকে সমস্ত সভ্য স্বাধীন রাজাগণ সম্মান করেন, তাঁকে সম্মান ক'রবার আজ সুযোগ পেয়েছ: এমন সুযোগ আর কখনও হয়নি, এ সুযোগ আর পাবে কি না, তা জানিনে। এস সকলে মিলে মহোৎসব করি, ভারতের উপযুক্ত মহারাণীর মহাপূজা করি।—

চিরদিন গর্ব্ব তব ভারত-সন্তান।
রাজভক্ত নাহি কেহ তোমার সমান ॥
উদয় হে শুভদিন,
রাজা প্রজা ধনী দীন,
একপ্রাণ একতান কর জয় গান।
দেবীপূজা কর, রাখ ভারতের মান ॥

মাতাল। বাবা, একটা টপ্পা ধর।

৩য় নাগরিক।—

প্রাচীন বচন শুনি আছে পূর্ব্বাপর।
বলিবারে দিল্লীশ্বরে জগত-ঈশ্বর ॥
জননী রমণী-মণি,
অতুলনা যাঁরে গণি,
প্রীতি-উপহারে পূজে শ্রেষ্ঠ নরবর।
ভারতে সে মহাপূজা হোক শ্রেষ্ঠতর ॥

মাতাল। বাবা, ছড়া ছাড়, একটা গান ধর।

৩য় নাগরিক।—

সূর্য্য অস্ত নাহি যায় অধিকারে যাঁর।
প্রবল শাসন মানে ভীম পারাবার ॥
নানা দেশে নানা ভাষে,
যাঁর গুণগান ভাষে,
যাঁহার গৌরব সম চন্দ্র পূর্ণিমার।
তাঁরই গানে হোক ধন্য ভাষা বাঙ্গালার ॥

মাতাল। দোহাই বাবা, বিরহ গাও।

৩য় নাগরিক।—

করুণা প্রতিমা বামা শান্তির আধার।
রাণীগুণ নারীগুণ একত্রে বিহার ॥
মঙ্গলা মঙ্গলময়ী,
প্রেমময়ী বিশ্বজয়ী,
অরি-মুখে ন্যায়-গুণ যাঁহার প্রচার।
সসাগরা ধরা ভরে শান্তির আগার ॥

মাতাল। ক্ষমা দাও চাঁদ, ক্ষমা দাও, সুর ফেরাও।

৩য় নাগরিক।—

শ্বেতাঙ্গ সমান হ'তে সাধ যার মনে।
এস হই সমতুল ভক্তি প্রদর্শনে ॥

সাদা কালো ভেদ আর,
নাহি হেরে ত্রিসংসার,
ভ্রাতৃভাবে এস সবে উৎসব-মিলনে।
ভিক্টোরিয়া-জয়-ধ্বনি উঠুক গগনে॥

[নাগরিকগণের প্রস্থান।

মাতাল। ছিঃ ইয়ার, পালিয়ে গেলে? বিরহ গাইলে না বটে, কিন্তু খুব আমোদ ক'রে চ'লেছে। আজ কি পরব ব'লে গেল,—ভ্যালা মোর বাপ রে, মনে প'ড়েছে, আজ ছুটী, নূতন পরবটার নাম মনে আস্‌ছে না, কি হীরে—হীরে——হীরেই বটে বাবা; পরব তো নয়, যেন হীরেবুলবুলী পাখী। আর বল না দুর্গোৎসবের উপর না? দেখ না, পাহারাওয়ালা ধ'র্‌বে না, দেদার খাও। ঐ যে আমোদ ক'র্‌তে ক'র্‌তে একদল মাতাল আস্‌ছে, আসুক বাবা, দলে মিশে যাব।

(গান করিতে করিতে কতকগুলি উড়ের প্রবেশ)

উড়েগণ।— (গীত)

সেমতি আউ কি হেবে, সেমতি আউ কি হেবে।
এমতি হেবে কেবে, এমতি হেবে কেবে।
এ ধেইতা, এ ধেইতা, এ থু।
মজা কিড়ি কিড়ি ভাত খাউচি,
গ্যাস আড়ি কিড়ি টকা পাউচি,
১ম উড়ে।—মু সর্দ্দার বেহাড়া—
২য় উড়ে।—মু চপরাসী—
৩য় উড়ে।—মু বাট খুঁজিছি—
৪র্থ উড়ে।—মু জড় আগুছি—
সকলে।—করুচি মেমো কঁধা, পিন্ধুচি সুপা সদা,
এ ধেইতা, এ ধেইতা, এ থু।
চলুছি বলুছি হ্যাই হ্যাই হ্যাই, ইয়া—
উড়াকা বলবে কেই,
ডকিব পয়্‌ড়াওলা মলীস ঠুসি দেইবে।
এ ধেইতা, এ ধেইতা, এ থু॥

১ম উড়ে। হঃ সর্দ্দাড়, রাণীটা মোচ রাখুচি?

সর্দ্দার উড়ে। মোচ রাখুচি, একি বঙ্গাড়ী? মুখ সফা রাখুচি।

১ম উড়ে। ঝুটী রাখুচি?

সর্দ্দার উড়ে। ঝুটী রাখুবিনি, থরকাটি কিড়ি ঝুটী রাখুচি।

১ম উড়ে। ভাত খাউচি?

সর্দ্দার উড়ে। হ; পকাড়।

১ম উড়ে। মুড় দিউচি?

সর্দ্দার উড়ে। মুড় দিবিনি, ততুড় দিউচি, মুড় দিউচি, সিঙ্গিমাচড় ঝোড় দিউচি।

১ম উড়ে। দুধ খাউচি?

সর্দ্দার উড়ে। দুধ খাউবিনি, ডেড় ছটাক।

১ম উড়ে। তেড় মাখুচি?

সর্দ্দার উড়ে। তেড় মাখিবিনি, হিলিদ্রা পিসি কিড়ি

১ম উড়ে। পনিকি চাপিছি?

সর্দ্দার উড়ে। কঁধা কে করিবে? পনিকি চাপিবাকু এ্যাঠি আসিবে।

১ম উড়ে। হঃ, রাণীটা বড়া ভলা রাণীটা, মু কঁধা করিব।

সকলে। কঁধা করিব কঁধা করিব, জয় রাণী ভিটি-কিড়িয়াকু জয়!

মাতাল। একি বাবা, উড়ে ব্যাটারা মদ ধ'রেছে নাকি, হুঁ মদ ধ'রেছেই বটে; এইবার ব্যাটারা মানুষের মত হবে, আর তো বাবা ইয়ার কারুকে দ্যাখ্‌ছি না, এই ব্যাটাদের সঙ্গেই ইয়ারকি দিই। উড়ে চাঁদ, উড়ে চাঁদ, মদ ধ'রেছ বাবা? বেশ ক'রেছ, বেশ ক'রেছ।

সর্দ্দার উড়ে। কঁড় কৌছুন্তি বাবু? মু কঁধা করিবিনি, আজ পরব, জুজুবাড়ী।

মাতাল। হ্যাঁ তো বাবা, আজ পরবই তো বাবা, তা এস না, এক গেলাস মদ খাই গে।

সকলে। আরে থু থু থু!

মাতাল। আহা, এস না হে এস না, এক গেলাস খাবে এস না।

সর্দ্দার উড়ে। বাবু, মুখ সামার কিড়ি কিড়ি বাত বলিবিন্থু, বাবু অছিতো ঘরকু অছি, মু উড়া অছি তো উড়া অছি, রাণীর হুকুম, তু যেমতি মু তেমতি।

মাতাল। হ্যাঁ বাবা, ঢং রাখ না বাবা, আমি কি আর বুঝতে পাচ্ছিনে, ভোর রাত্তিরে মদ টেনেছ।

সর্দ্দার উড়ে। দেখিব তু আমকো জানিতে নেই হ্যায়, দোই কোম্পনী বাহাদুর, মাতাড় আউছি, মাতাড় আউছি।

মাতাল। ধর শালাদের—ধর শালাদের।

সর্দ্দার উড়ে। বাপ্পল, বাপ্পল, পড়াওলা, পড়াওলা—

[উড়েগণের প্রস্থান।

(জনৈক মুটে ও চুট্‌কীওয়ালীর গান করিতে করিতে প্রবেশ)

(গীত)

মুটে।—অইছে নয়া পরব বিবিজান।
চুট্‌কীওয়ালী।—তাইতে তো মুঞ্চে তুলে, দিইছি তোরে ছাঁচি পান।
উভয়ে।—চল্ চল্ গাঙ্গের ধারে যাই,
চ্যানের খাবা জলে ক্যানে আঁজলা দুই আর খাই ;
মুটে।—কি বল, জিল্‌পি লেবা ?
চুট্‌কীওয়ালী।—তুমি খাবা আমায় দেবা,
উভয়ে।—পানের ঘাটে ঠ্যাস মেরে চল, দিতি থাকি হুকায় টান।

মাতাল। উঃ মুটে ব্যাটা ভারি ইয়ারকি ক'রছে, আমি কাছে ঘেঁস্‌লেই কি জানি বাবা উড়ে ব্যাটাদের মতন স'রে পড়বে, তফাৎ থেকে একটু ইয়ারকি দেখি, চক্ষু জুড়ুক।

চুট্‌কীওয়ালী। হ্যাদে, রাণীটারে দ্যাখ ছিস ?

মুটে। হঃ দ্যাখছিনি, মুই লাটসাহেবের গরে মোট বইতেছি !

চুট্‌কীওয়ালী। তবে যে শুনছি, সে বেলাতে থাহে ?

মুটে। বেলাত আর কোনে, লাট সাহেবের গর দেহেছিস ?

চুট্‌কীওয়ালী। চেতলায় কাঁটা কর্‌তি যাইয়ে একবার দেহেলেম্।

মুটে। ঐ গম্বুজটা দেহেছিস্ ? উরির তলে বেলাত।

চুট্‌কীওয়ালী। হ্যাদে, রাণীটা কি কর্‌তি থাহে ?

মুটে। কি করে শুনবি ? হাঁ করি বসি থাহে, আর মাথার উপর তেলের জালা ঢাল্‌তিছে, আর দু'জন পর্‌মিটের মুটে চ্যানির গাদা মুঞ্চে ঠাস্‌তিছে।

চুট্‌কীওয়ালী। আর খাতিছে ?

মুটে। গঁক গঁক গিল্‌তিছে।

চুট্‌কীওয়ালী। জিল্‌পি খাতিছে ?

মুটে। জিল্‌পি খাবে, তোর মতন ছোট লোক পেয়েছিস্ ? নাকের মধ্যে গুঁজ্‌তিছে, আর সাম্‌নে ভাসা ত্যালে লুচি ভাস্‌তিছে, তাকিয়ে তাকিয়ে দ্যাখ্‌তিছে, আর দু' সম্বুন্ধি বামুন ছাক্‌তিছে, বলতিছে—নগদা মুটেদের দাও ; আর নগদা মুটেরা মোট মোট লুচি গরে আন্‌তিছে।

চুট্‌কীওয়ালী। আহা, এমন রাণীটে মুই দ্যাখ্‌লাম নারে, মনে বড় খ্যাদ রইলো !

মাতাল। আরে বাহবা বাহবা ক্যাবাত হ্যায়, রাস্তায় নইলে ইয়ারকি, পদী বেটীকে বলি, তা শুনবে না।

মুটে। হ্যাদে, চল্ চল্ মাতাল অইয়ে সুমুন্দি সরকার আস্‌তিছে, এহুনি মোট বইতে বল্‌বে, আজ ঝুবিলি পরব, মোট বইবে কেডা ?

[মুটে ও চুট্‌কীওয়ালীর প্রস্থান।

মাতাল। অহে শোন না, শোন না, পালাও কেন ? নেড়ি, যাস্‌নে যাস্‌নে, মাথা খাস্।

[প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

নগরস্থ ভবন—অন্তঃপুর

(নাগরিকাগণ ও গ্রাম্য স্ত্রীর প্রবেশ)

নাগরিকাগণ।— (গীত)

মরি মুকুট পরি মায়ের কোলে তেমনি কুমারী।
কুটীরে কুটীরে ফেরে দুখহারী কে নারী।
ধ'রে পতির গলা প্রেম বিহ্বলা,
ঘরণী ঘরের আলো এ শশিকলা ;
পতিপ্রাণা উপাসনা পতি হৃদি বিহারী।
বুকের ছেলে দেয় পতির কোলে,
প্রেমময়ী জননী ঐ রাণীকে বলে ;
দেখে অবোধ শিশু হয়ার খেলা মায়ের বদন নেহারি।
যে হিন্দুর মেয়ের বিধবা বে দাও,
চাও চাও রাণীকে দেখে যাও,—
দেখ পতির ধ্যানে ধরার রাণী—
বুক বেয়ে বহে বারি।

১ম নাগরিকা। হ্যাঁ দিদি, শুনেছি বাদ্‌শাজাদী যেন হিঁদুর মেয়ে।

২য় নাগরিকা। হিঁদুর মেয়ের বাড়া, তা নইলে কি রাজলক্ষ্মী অচলা থাকেন।

১ম নাগরিকা। তুই তাঁর কথা কিছু বল্ না ভাই।

২য় নাগরিকা। আমি ব'ল্‌ছি, কিন্তু তোরা ভক্তি ক'রে শোন, তাঁর কথা ব'ললেও ফল, শুন্‌লেও ফল। এখনকার মেয়েরা সব মেম হ'তে চান, আরে বেহায়ী,—বাদ্‌শাজাদী কি মেম নন, মেম যদি হবি, তাঁর মতন হ।

১ম নাগরিকা। তিনি বড় ভাল—না?

২য় নাগরিকা। ভাল ব'লে ভাল, লক্ষ্মী-অংশে জন্ম, ছেলেবেলা মা'র মুখে শুনেছিলেম, সত্যি কথা কইতে হয়, সেই অবধি তাঁর মুখ দিয়ে মিথ্যা কথা কখনও বেরোয় নি। তাঁর মা একদিন তাঁর গুরুমাকে জিজ্ঞাসা ক'রেছিলেন, যে, "হ্যাগা, ভিক্টোরিয়া কি আজ দুরন্তপনা করেছে," তা তাঁর গুরুমা ব'ল্লেন যে, 'একবার দুরন্তপণা ক'রেছে;' তিনি ব'ল্লেন, "না গুরুমা, আমি তো দু'বার দুরন্তপনা ক'রেছি।"

গ্রাম্য স্ত্রী। হ্যাগা ব'ল্‌লে গা? তার মা মাগী গালে ঠোনা দিলে না?

২য় নাগরিকা। না,না, শোন না, কত আদর ক'র্‌লে।

গ্রাম্য স্ত্রী। হ্যাগা, তার মা ভাল গিন্নী ছিলেন, না? মায়ের ভয়েই তো ছেলে মিছে শেখে।

২য় নাগরিকা। মিথ্যা নয় তিনি যে রাণী হবেন, তাঁরে কেউ বলেনি, তাঁর যখন বার বচ্ছর বয়েস, তখন তিনি শুন্‌লেন; কিন্তু এমনি ধীর বুদ্ধি নারায়ণ দিয়েছেন, যে, তিনি বুঝ্‌লেন, রাণীর যেমন ঐশ্বর্য্য, তেম্‌নি শক্ত কাজ, সকলের উপর প্রজা-রক্ষার ভার ভারি শক্ত।

গ্রাম্য স্ত্রী। আহা, যা ব'ল্‌লে মা, আমার কোলে ক'র্‌তে সাধ হ'চ্ছে।

১ম নাগরিকা। হ্যাগা, কত বছরে রাণী হ'লেন?

২য় নাগরিকা। উনিশ বছরে,—তিনি ঘুমুচ্ছেন, তাঁকে ডেকে তুল্‌লে। যখন শুনলেন, তিনি রাণী হবেন, তখন তিনি সজল নয়নে তাঁর পুরোহিতকে ব'ল্‌লেন যে, পুরোহিত ম'শাই, আমার জন্য পূজা-অর্চ্চনা করুন, এই মহাভার যেন আমি বইতে পারি। তাঁরা ভগবানকে ডাক্‌লেন, ভগবানও শুনেছেন, নইলে এমন সুখের রাজ্য হয়।

গ্রাম্য স্ত্রী। দেখেছ, ঠেকার হ'লো না, আর আমাদের শ্যামীর মা'র জামাই একটা ডিপটী হ'য়েছে, শ্যামীর আর অহঙ্কারে ভুঁয়ে পা প'ড়ছে না, আর ইনি রাজ্যি পেলেন গা—বল কি!

৩য় নাগরিকা। একা লক্ষ্মীর অংশে কেন ব'লছো দিদি? লক্ষ্মী সরস্বতী—দু'জনেরই অংশে।

গ্রাম্য-স্ত্রী। হ্যাগা, রাণী হ'য়ে দান-ধ্যান কিছুই করেন নি?

২য় নাগরিকা। সামান্য দান তো তিনি চিরদিনই করেন, কুটীরে কুটীরে ফেরেন, রুগীর বিছানায় বসেন, দরিদ্রের চোখের জল মুছান, কিন্তু রাণী হ'য়ে তাঁর প্রথম দান জীবন দান। তাঁর সেনাপতি কোন একজন দোষীর প্রাণদণ্ডাজ্ঞা সই করাতে আসেন। রাণী জিজ্ঞাসা করেন, 'এ কি!' সেনাপতি উত্তর ক'র্‌লেন যে,—"এই দুর্ম্মতির প্রাণদণ্ড হওয়া উচিত, মহারাণী, আজ্ঞা দিন।" রাণী আজ্ঞা ক'ল্লেন, "প্রাণদণ্ড! সে কি! এ ব্যক্তির কি কোনই গুণ নাই?" সেনাপতি ব'ল্লেন, "সামাজিক-সৌজন্য আছে শুন্‌তে পাই, কিন্তু অপর কোন গুণ নাই।" রাণী তাইতে ব'ল্লেন, "সামাজিক-সৌজন্য এ মহৎ গুণ" তৎক্ষণাৎ সুবর্ণ লেখনী সুবর্ণ অক্ষরে দণ্ডাজ্ঞার উপর মার্জ্জনা আজ্ঞা অঙ্কিত ক'ল্লেন। এইরূপ শত শত জীবন-দান, অশিক্ষিত জাতিকে বিদ্যাদান, পৃথিবীকে শান্তিদান, মহারাণীর নিত্য ক্রিয়া।

৩য় নাগরিকা। হ্যাঁ দিদি, তাঁর বে' হ'লো কার সঙ্গে? নামটা কি শুনেছিলুম, ভুলে গেছি।

২য় নাগরিকা। জারমানির একজন রাজপুত্রের সঙ্গে, তাঁর নাম আলবার্ট।

গ্রাম্য স্ত্রী। তা সে রাজপুত্র দেশে নিয়ে গেল?

২য় নাগরিকা। না, না, সে রাজপুত্রই তাঁর দেশে রইলেন। তিনি একজন জমীদারের মতন বই তো নয়, রাণীর মতন তো অত বড় রাজা ছিলেন না।

গ্রাম্য স্ত্রী। বুঝেছি ঘর জামায়ে রইলো, না? হ্যাঁগো, তবে তাঁর স্বামীকে তো হেনস্তা করেন নি?

২য় নাগরিকা। না না, পতিপ্রাণা—স্বামী অন্তপ্রাণ। আর স্বামীও তেমনি রূপে গুণে।

গ্রাম্য স্ত্রী। এখানকার মেয়ে হ'লে স্বামীকে

গোলামের মতন ক'রতো ; অম্‌নিতেই তো বিবিদের মুখে পা পড়ে না, তার পর যিনি বাপের বিষয় আনেন, তিনি তো কাণে ধ'রে ওঠান আর বসান, একলা শুতে পারেন না ব'লে ঘরের ভেতর যায়গা দেন।

১ম নাগরিকা। হ্যাঁ দিদি, তু'জনে খুব ভাব হ'য়েছিল ?

২য় নাগরিকা। যেন হরগৌরী ; একত্রে বেড়াতেন, একত্রে গান ক'রতেন, ছবি আঁকতেন, উনি বই প'ড়ে ওঁকে শুনাতেন, তিনি বই প'ড়ে ওঁকে শুনাতেন।

১ম নাগরিকা। হ্যাঁগা, রাণীর ছেলে মেয়ে ক'টি ?

২য় নাগরিকা। রাণীর ধনে-পুত্রে লক্ষ্মীলাভ ; ছেলেতে মেয়েতে নয়টি, পাঁচটি মেয়ে আর চারটি ছেলে। রাণীর মা যেমন তাঁকে মানুষ ক'রেছিলেন—তেম্‌নি ক'রে তিনি আর তাঁর স্বামী, ছেলে মেয়ে মানুষ ক'রেছিলেন।

গ্রাম্য স্ত্রী। মায়ে—বাপে না দেখ্‌লে কি ছেলে মানুষ হয় ?

১ম নাগরিকা। হ্যাঁগা, এঁর স্বামী আজও বেঁচে আছেন ?

২য় নাগরিকা। না দিদি, ভগবান্ রাজা প্রজা দু'জনের মাথায়ই বজ্রাঘাত করেন ! তিনি বিধবা, কিন্তু তাঁর মত বৈধব্য-আচার কেউ কখনও দেখেনি ; যদিচ তিনি রাজ-কার্য্য ক'রতেন, কিন্তু বহুদিন কোন উৎসবে আস্‌তেন না ; প্রজারা অনেক কেঁদে কেটে আবার তাঁরে সে অবস্থা ত্যাগ করিয়েছে।

গ্রাম্য স্ত্রী। আর এখানকার মিন্‌সেগুলো বলে কি না—হিঁদুর বিধবার বে দাও।

৩য় নাগরিকা। আচ্ছা ভাই, তিনি তো আমাদের দেশে কখনও আসেন নি, তবু না কি শুনেছি, তিনি আমাদের দেশের কথা বেশ জানেন।

২য় নাগরিকা। জানেন বই কি, তাঁর আমাদের প্রতি বড় মায়া, আমাদের হিন্দুস্থানী অস্ত্রধারী তাঁর শরীর-রক্ষক। রাজরাণী হ'য়ে পরিশ্রম ক'রে আমাদের ভাষা শিখেছেন ; তাঁর প্রিয় রাজ-প্রাসাদের একটী মহল ভারতবর্ষের ছবি, ভারতবর্ষের সাজ-সরঞ্জাম দিয়ে সাজান। এই দেশেরই একজন কারিকর গিয়ে সাজিয়ে দিয়েছে, সেখানে একটীও বিলিতি জিনিষ নাই।

গ্রাম্য স্ত্রী। হ্যাঁ গা, সত্যি ? ও মা দেখ, আর আমাদের বাবুদের বৈঠকখানায় সব বিলিতি সাজ-সরঞ্জাম ; ঠাকুর দেবতার ছবি রাখ, ও মা তা নয়, দেখেও দেখেন না গা !

৩য় নাগরিকা। বাদসাজাদী আমাদের সকলের মা। এস ভাই, আমরা সকলে জগৎ-মাতার কাছে প্রার্থনা করি, তিনি অক্ষয় অমর হ'য়ে রাজ্য করুন। মার চেয়ে স্নেহময়ী কেউ নাই, সকলে মা'র রাজ্যে সুখে বাস করি। আমারা হিন্দু, মা'র পূজা বড় ভালবাসি, তাই আমাদের অদৃষ্টে ভগবান্ রাণীর রাজ্য দিয়েছেন।

(পুরোহিত, নাপ্‌তিনী, সাড়ীওয়ালা ও মিসিওয়ালীর প্রবেশ)

(গীত)

পুরোহিত।—নতুনং পরবং চমৎকার নতুনং চং পূজার।
নাপ্‌তিনী।—আয় লো দিবি পরবে আলতার বাহার ॥
সাড়িওয়ালা।—নয়া সাড়ি কাপড়,
মিসিওয়ালী।—নয়া মিসি লেবে গো, মিসি বড়া জবর ;
সকলে।—খুব গুলজার খুব গুলজার ॥
পুরোহিত।—পূজাং কল্লে নতুনং, হবে কল্যাণং, রবে যৌবনং ;
নাপ্‌তিনী।—পরবে আলতা দিলে পায়, সোণা উথ্‌লে প'ড়বে গায় ;
সাড়ীওয়ালা।—নয়া শাড়ি কাপড়ে, মিন্‌সেরে বাঁধ্‌বি ঘরে ;
মিসিওয়ালী।—নিলে নতুন মিসি, ফুটবে মধুর হাসি ;
সকলে।—পরব মজাদার—মজাদার ॥

পুরোহিত। তোম্‌রা কে গো কে গো, গোল ক'রো না, পূজার সময় ব'য়ে গেল, সর সর সর।

নাপ্‌তিনী। কে রে ড্যাক্‌রা বামুন ? এ নতুন আল্‌তা শীগ্‌গির শীগ্‌গির পর।

সাড়ীওয়ালা। দেখেন মা ঠাকরুণ, বঁড় জবর সাড়ী-কাপড় মা ঠাকরুণ।

মিসিওয়ালী। মিসি লে, মিসি লে, মিসিওয়ালী দাঁড়াবে না, চল দেবে।

সকলে। আরে সর সর সর। (সকলে টানাটানি)

পুরোহিত। আরে না কর টানাটানি, না কর টানাটানি।

২য় নাগরিকা। পুরুত ঠাকুর, এস, পূজা ক'রবো।

১ম নাগরিকা। নাপ্‌তিনি, আয়, আল্‌তা প'রবো।

৩য় নাগরিকা। আয়, নূতন সাড়ী নেব।

গ্রাম্য স্ত্রী। আয় লো, মিসি দাঁতে দেবো।

সকলে। জয় জয় ভিক্টোরিয়ার জয়!

[নাগরিকাত্রয় ও গ্রাম্য স্ত্রীর প্রস্থান।

(গীত)

মিসিওয়ালী :—
তুমে দোস্তি মেরি ম্যায় তুঝে পছানি।
সাড়ীওয়ালা।—
নাপ্তিনি কেজিয়া কাজ কি তোর সাথে,
তোর নয়না দুটি সেজেছে আঁতে ;
নাপ্তিনী।—
মুখপোড়া কি ব'লছে শোন,
আমায় এমন বলে কেন,
ওর সাড়ী কি ছুঁই গো আমি নবীন নাপ্তিনী।
পুরোহিত।—হবে জানাজানি,
মিসিওয়ালী।—নাহি কর বেইমানি ;
সাড়ীওয়ালা।—আরে এস কানি,
নাপ্তিনী।—করবে কাণাকাণি,
সকলে।—দেরেন' তা দেরেনা
নাদের দের্ দের্ দানি তোম্ দেরেদানি।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

কলিকাতা—কেরাণী-বারিকের সম্মুখস্থ রাস্তা

(চারণগণের গান করিতে করিতে প্রবেশ)

(গীত)

জয় তরঙ্গিত সাগর, নতশির ভূধর,
প্রবল প্রতাপ বিভাশালিনী গো।
জয় নলিনী-নয়না বামা, করুণা নিরুপমা,
শান্তি-প্রতিমা প্রেম-মালিনী গো॥
জয় উন্নত অবনত, ইঙ্গিতে নৃপ কত,
সত্য-ন্যায়-ব্রত ঈশ্বরী গো।
জয় সুশীলা-সঙ্গিনী, পতিপদ-বন্দিনী,
স্নেহময়ী জননী শুভঙ্করী গো॥
জয় বিদ্যা-বিধায়িনী, অন্ন-প্রদায়িনী,
মঙ্গল-বাদিনী দ্বন্দ্বহরা।
জয় হৃদয়-বিকাশিনী, সুমধুর-ভাষিণী,
মৃদুমৃদু-হাসিনী বিম্বাধরা॥

(বইওয়ালার প্রবেশ)

বইওয়ালা। এক এক পয়সা—এক এক পয়সা,
খাটী গাওয়া নয়কো ভয়সা।
জুবিলীর বই—জুবিলীর বই,
ছড়ায় ছড়ায় ফুট্‌ছে খই।
হীরে জুবিলীর ভারী ধূম,
কলু-বৌয়ের হয়নি ঘুম।
রাণী ক'রলেন রাজ্যিপাট,
গুণ্‌তিতে বছর ষাট।
ভারত-ভরা সুখের হাট,
চাক-চমকে চিকণ ঠাট।
গাদা গাদা সাধ্‌ছে চাঁদা,
দিচ্ছে কালা খাচ্ছে সাদা।
যে জুবিলীর ভূঁইকম্প,
ঘুরিয়ে দিতো লম্ফ-ঝম্প।
বৌ ঠাকরুণরা সব পয়সা ছাড়,
হেঁসেল ছেড়ে শুয়ে শুয়ে পড়।

[প্রস্থান

(বরফওয়ালার প্রবেশ)

বরফওয়ালা। চাই জুবিলীর বরফ,
নাও গরম গরম কর পরব।
আছে পিপড়ের ঠাং, স্যাওলা, পানা,
শুকিয়ে গেছে বাদার খানা ;
এ বরফ দিলে মুখে, টাকরায় ঠেকে,
দেখ চেখে, ব'সো তাল ঠুকে ;
যদি গালে দাও রুকে—
মেজাজ চড়বে, ঝুঁকে প'ড়বে,
কেল্লায় হবে তোপ।
চাই জুবিলীর বরফ, চাই জুবিলীর বরফ

[প্রস্থান

(ছুরি-কাঁচিওয়ালার প্রবেশ)

ছুরি-কাঁচিওয়ালা। চাই জুবিলীর ছুরি-কাঁচি,
ধ'রবে মশা, কাট্‌বে মাছি।
ম'র্‌বে ছারপোকার গুষ্টি,
থাক্‌বে না ভূত-পেত্নীর দৃষ্টি ;
হবে দিল দরিয়া, দু'দিনে হিষ্টিরিয়া ;
দাঁতে ঠেক্‌লে লাগ্‌বে দাঁতি,
ভাঙ্‌বে ঘরের দা আর জাঁতি ;
তবু দাঁতি খোলে কি না খোলে ;
তবে যদি নাকে দিস্ জুবিলীর কাঁচি,
হবে দুটো হাঁচি।
চাই জুবিলীর ছুরি-কাঁচি ॥

[প্রস্থান।

(ফুলওয়ালীর প্রবেশ)

ফুলওয়ালী। চাই জুবিলীর বেলফুল—আদা মূল।
ঘোড়া চ'ড়ে টেনিস্ খেলে—
তাঁবুর ভেতর হুলস্থুল ॥
ভুর্‌ভুরে গন্ধ, ক'র্‌বে পছন্দ, যে ব'লবে মন্দ,
তার দু'টি চোখ হবে অন্ধ ;
এ ফুল খোঁপায় দিয়ে,
দু'জনে থাক মজগুল হ'য়ে ;
কালো হবে সাদা চুল,
থাক্‌বে এ কুল ও কুল,
যে মাগী না নেবে সে ড্যাম ফুল।
চাই জুবিলীর ফুল—আদা মূল ॥

[প্রস্থান।

(ঔষধ-বিক্রীওয়ালার প্রবেশ)

ঔষধ বিক্রীওয়ালা। চাই জুবিলীর জরান্তক বড়ী,
খেলে বুড়ী—হবে ছুঁড়ী।
রুগীর উদ্ধুরি, আমার তেতালা বাড়ী,
ছড়ি ঘড়ি ॥
নে তাড়াতাড়ি, নইলে হবে কাড়াকাড়ি,
আমি যেই তাই এ বড়ী অল্প দরে ছাড়ি ॥
ঘটী বাটী বাঁধা দে, কলের বড়ী নে,
আয় দৌড়াদৌড়ি, নৈলে খাবি হাত ছড়ি।
চাই জুবিলীর জরান্তক-বড়ী ॥

[প্রস্থান।

(তেলওয়ালার প্রবেশ)

তেলওয়ালা। জুবিলীর তেল, জুবিলীর তেল,
মাখ্‌লে পাবি আক্কেল।
ক'রলে খোঁপার চাষ,
ডিগ্‌বাজী দে এমে পাশ ;
মাথা হবে যেন লোহার ভাঁটা,
চুল বেরুবে কাঁটা কাঁটা ;
লাগ্‌লে তেলের কস, নাক ঝ'রবে টস্‌টস্ ;
মরবি ঢোঁক্ কাসে, নয় ঝুল্‌বি ফাঁসে ;
পরক ক'রে দেখে নে, একটু নাকে দে ;
দেখ্‌বি মামীর মার খেল,—
নাও জুবিলীর তেল ॥

[প্রস্থান।

(সাবানওয়ালার প্রবেশ)

সাবানওয়ালা। চাই জুবিলীর সাবান,
যেন এগারো ইঞ্চি থান,—
পঞ্চানন্দের পঞ্চবাণ।
মাখ' চোখ-কাণ বুজে, ডুব দাও ঘাড় গুঁজে ;
খুব সাবধান, যাবে একটা নাক কি কাণ ;
শীগ্‌গির নে, আর পাবিনে ;
যদি বেঁচে যাস্ এ সাবান মেখে,
যমে তোর দেখা পাবে না ডেকে ;
যদি মারে শানে আছাড়,—
শান ফেটে হবে খান খান।
চাই জুবিলীর সাবান ॥

[প্রস্থান।

(কাগজওয়ালার প্রবেশ)

কাগজওয়ালা। বঙ্গ দর্প্প বঙ্গ দর্প্প,—
জুবিলীর বঙ্গ দর্প্প, ফণাধরা ঢোঁড়া সর্প্প।
এক এক আদ্‌লা—এক এক আদ্‌লা,
কি গীরিস্থি কিবে বাদ্‌লা।
আছে জুবিলীর ছবি,
এঁকেছেন উকীল কবি ;
জবর জবর—খুব জরুরি খবর,

টুর্কীতে বিউলো কুত্তি,
ক্যাম্সেপাট্‌কায় মেনির কবর।
আছে জুবিলীর হিন্দু ধর্ম্ম,
বেঙ্গ সাপের গুহ্য মর্ম্ম;
উঁচু মেজাজে থাকি,
এমন ছোট লোক নই যে—
বাঙ্‌লার খবর রাখি।
রাস্তায় কাদা কি ধূলো,
সম্পাদক মুড়ি দিয়ে শুলো;
ওলাউঠোর লেগেছে ধূম,
প্লেগের অষুধ গরম গরম;
দেখ অ্যাডভার্টাইজ্‌ম্যাণ্ট,
বিক্রী হাণ্ড্রেট পার্শেণ্ট;
ভাল ভাল আছে গান,
যে কাগজ না নেয় সামাল সামাল!
রসিকতাটি মুড়ো ঝ্যাঁটা,
আদ্‌লা ছাড় নৈলে বাদ্‌বে ল্যাঠা।

[প্রস্থান।

(খিলিওয়ালীর প্রবেশ ও গীত)

খিলিওয়ালী।—চাই জুবিলীর পানের খিলি।
এ খিলি—পেলি কি মলি।
ঠোঁট দু'টি হবে টুক্‌টুকে,
রাখ্‌বে চোপে চেপে,—
ভাগ্যিস্ তুই এলি, তাই এ খিলি পেলি;
দিইনি কারে, মনের কথা খুলে বলি।
চাই জুবিলীর পানের খিলি।

[প্রস্থান।

(পাহারাওয়ালা ও দ্বীপান্তর প্রত্যাবৃত্ত জনৈক পুরুষ ও স্ত্রীর প্রবেশ)

পাহারাওয়ালা। আরে মিঞা, তোম কব্ আয়া?

পুরুষ। আরে ভাই, তোম্‌তো ও বরষ কেলাপানি চালান দিয়া, আর বক্তের কথা ব'ল্‌বো কি, হুসিয়ার সাহেবডার পায়ে ধরেছি, তবু রেহাই দিয়ে ছারান দিলে!

স্ত্রী। বল্লাম, মোরা যাব না, তা শুনলে না।

পাহারাওয়ালা। আরে এ বিবি কোন্ মিঞা, এ বিবি কোন্?

পুরুষ। আরে পাহারোলা সাহেব, চিন্‌ছো না,— ও মোর এক চালানি, ছিল খুনী আসামী। এক চ্যাংড়ার গলায় ছিল চাঁদির চাকা, ছিনিয়ে নিয়ে দিছি তারে কুয়ায় ধাক্কা। মোর খাজনা লুটের যে দি মাম্‌লা হয়, সে দিন ও জাহাজ চড়বার হুকুম পায়। মোর এক চালানি, এক জাহাজে গিয়েলাম।

পাহারাওয়ালা। তোম্ লোক্‌কো ছোড় দিয়া কাহে?

স্ত্রী। মোরা এক জাহাজে গিয়েলাম, এক চালানি দু'জনে খুব দোস্তি, মুই গিয়েলাম কড়ি কুড়ুতি।

পুরুষ। আর বক্তের কথা বল্‌বো কি,—মুই মছি ধরতি গিয়েলাম, সাহেবডা জালিবোট ওল্‌টালো দেখলাম দু'জনে সেঁতরে গে সাহেবডারে তোল্লাম, এই ছারান পেলাম।

পাহারাওয়ালা। তোম্‌লোক আবি ক্যা করোগে?

স্ত্রী। কারুর লেড়্‌কী উড়কী পাই, গর্দ্দানা টিপে গহনা ছেনাব।

পুরুষ। মুই বাপ-দাদার কাম কর্‌বো, খাজনা লুটবো।

স্ত্রী। পাহারোলা সাহেব, সকলে ফুর্‌তি কর্‌তিছে তোমার ফুর্‌তি ছাখ্‌তিছিনি যে?

পাহারাওয়ালা। আউর ক্যা শুনগে নানী, ঘুম ঘুমকে হায়রাণ হুয়া! চোট্টা লোক বোলে আজ ফুর্‌তিকা রোজ চুরি নেই করেগা; মাতোয়ালা পাকড়নেকো হুকুম নেই, ডাণ্ডা নেই দেনে শেক্তা, সামারকে ঘর পৌছানে হোতা বদবক্ত! বদবক্ত! আউর বখ্‌রা-বখ্‌রি বাবুলোক স বাগিচামে লেগিয়া, কা কাজিহাউস্ লে যাগা ভাই!

পুরুষ। একডা কাম ঠ্যাউরেছি, মোরা দু'জনে চুরি করি, পাহারোলা সাহেব, তোম পাকড়াও।

পাহারাওয়ালা। বহুত আচ্ছা, বহুত আচ্ছা, তোম লোক এলেমদার হো।

(গীত)

পুরুষ। ভাবিস্‌নে এক চালানি, ফিরতি জাহাজ পৌঁছে দেবে।
স্ত্রী। ছাখ্, তুই ঠাউরে ম্যানে, এক সাথে কি মোদের লেবে।
পাহারাওয়ালা। ক্যা পরোয়া, ওহি হোগা, ক্যা পরোয়া।
পুরুষ। মহাতে অ্যাণ্ডামানে, দু'জনে খাটব' ত্যানে,

উভয়ে। রতি কি চাই এহানে, ছাড়ান দিলে করবো কি, ছাখ দেখি ;
ফিরুতি মোদের ছাখ্‌বে যাবে, সাহেবডা খুব জব্দ হবে,
আর কি হবে—আর কি হবে।

পাহারাওয়ালা। তোম্‌লোক এলেমদার হো, আরে বাহোবা বাহোবা,
বেহেতর আচ্ছা হুয়া—ক্যা পরোয়া ॥

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

লণ্ডন্—উইণ্ড্‌সর ক্যাসেলের সম্মুখ

(কল্পনায় লক্ষ্য করিতেছে, অনুভব করিতে হইবে)

(রাজা ও বন্দিগণের প্রবেশ)

বন্দিগণ।— (গীত)

জয় রাজ-রাজেশ্বরী কনক-আসনে।
ভক্তি-উপহারে হের পূজে তোমায় নৃপগণে।
বরাননি, তব বরে, বসি সিংহাসনোপরে,
সাধ সদা অসি করে পূজি জীবন অর্পণে ॥

রাজা। মা! আজ শুভ দিনে সন্তানের কামনা পূর্ণ কর; বর দাও, যেন অরির সম্মুখীন হ'য়ে তোমার কার্য্যে বুকের রক্ত দান ক'র্‌তে পারি। তুমিই মাথায় মুকুট পরিয়েছ, এ মস্তক তোমার; তোমার প্রয়োজনে দিব, এই একমাত্র হৃদয়ে উচ্চ বাসনা; মা, আশা পূর্ণ কর। কেন মা দুর্গ-নির্ম্মাণ? কেন এত বেতনভোগী গোরা সৈন্য? কেন অর্থ ব্যয়? চেয়ে দেখ—বলবান্ রাজভক্ত রাজপুত-সন্তান দণ্ডায়মান, চেয়ে দেখ, রণব্রত রাজবংসল শিখ, মারহাট্টা, মুসলমান, মান্দ্রাজী, পার্শি—অসি করে দণ্ডায়মান। দুর্গের প্রয়োজন নাই, আমরাই তোমার—দৃঢ় প্রাচীর। তোমার শিক্ষা, তোমার নামে রণ-দীক্ষা; ভুবনে কে এমন অস্ত্র-ধারী আছে যে, এ প্রাচীর ভেদ ক'র্‌তে পারে। আমরা একতাহীন, কিন্তু তোমার নাম দৃঢ় একতা-বন্ধন। যদি প্রয়োজন হয়, জগজ্জন দেখ্‌বে যে, ভারতে ভিক্টোরিয়ার অধিকার আক্রমণ বাতুলের স্বপ্ন মাত্র। মা! অস্ত্রধারী সন্তানের কামনা পূর্ণ কর, ভারত-রক্ষার অধিকার দাও, 'জয় ভিক্টোরিয়া' ব'লে প্রাণ দিই।

[সকলের প্রস্থান।

(বন্দিনীগণের প্রবেশ)

বন্দিনীগণ।— (গীত)

তব নন্দন বন্দিনী জননি!
বণিক্ প্রিয় তব, বণিক্ বৈভব,
নেহার উৎসব, নেহার রতননয়নী।
তব অধিকারে, নাহি ডর কারে,
সাগর ভূধরে কেহ নাহি বারে,
যথা তথা বসে বিপণি।

(বণিকের প্রবেশ)

বণিক। বণিক-জননি! বণিকের মনোবাসনা পূর্ণ কর। নানাদেশী নানাভাষী ভারতে বাণিজ্যের মেলা ক'রেছে, ভারত-অর্জ্জিত বাণিজ্য-অর্থে নানাদেশ ধনী,—কিন্তু সে বাণিজ্যের উপস্বত্ব ভারত-সন্তান ভোগী নয়! বড় ভাইয়ের উন্নতি দেখে ছোট ভাইয়ের উচ্চ আশা হয়, সে উচ্চ আশা প্রশংসনীয়। সে মনোবাসনায় চালিত হ'য়ে আমাদের রাজসমীপে আবেদন যে, তোমার শ্বেত সন্তানের ন্যায় আমাদের প্রয়োজনীয় দ্রব্য আমরা প্রস্তুত ক'র্‌তে শিখি। মা, মনের দুঃখ আর কারে জানাব, ভারতে কিছুরই অভাব নাই, কিন্তু সম্পূর্ণ অভাব! লবণ-সমুদ্র-বেষ্টিত ভারত লবণের জন্য লিবারপুলের ভিক্ষুক! যে ভারতে প্রস্তুত কাপড় পূর্ব্বতন জগদ্বিখ্যাত রোমে বিক্রয় হ'য়েছে, সেই ভারত এখন বিদেশের নিকট বস্ত্রের নিমিত্ত অধীন। ভারতেও মা তোমার ধন-ভাণ্ডার হোক; ভারতবর্ষ ও ইংলণ্ড উভয়েই তোমার, তবে ভারত কেন ধনী নয় মা! সভ্যজগৎ দেখুক, যে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার আশ্রয়ে ভারতও সভ্য; সভ্যজগৎ শিখুক, যে কিরূপে তাদের অধিকারের শিক্ষা দিতে হয়। সকলে ঈর্ষ্যায় যেন ভারত-সন্তানের প্রতি দৃষ্টি করে। জয় ভিক্টোরিয়ার জয়! দীন ভারত যেন ধনী অপেক্ষাও ধনী হয়। ভিক্টোরিয়ার ভারত-ভাণ্ডার যেন সসাগরা ধরণীর রত্নে পরিপূর্ণ হয়। মা, শিক্ষা দাও, বিস্তর পথ প্রস্তুত ক'রেছ, নানা স্থানে গিয়ে তোমার গৌরব প্রদর্শন করি। জয় ভিক্টোরিয়ার জয়!

[বণিকের প্রস্থান।

বন্দিনীগণ। (গীত)

লুণ্ঠিত পদতলে শ্যামলা মেদিনী।
প্রতিমা মোহিনী কমলা কামিনী।
চাহ বিমলা, সুজলা সুফলা কর মা ধরণী।
রাখ আনন্দে সন্তানে আমোদিনি।

(কৃষকের প্রবেশ)

কৃষক। মা, হলজীবী দীন প্রজার প্রতি চাও,—আমরা উপায়বিহীন, অর্থহীন; দীন, আমাদের প্রতি করুণা-কটাক্ষ কর! ভারতের শস্য ভারতে রাখ,—দেখ মা, জগতের শস্য-ভাণ্ডার ভারতে আজ দুর্ভিক্ষ! অপর দেশের শস্য ভারতে আস্‌ছে, তবে আমাদের অর্দ্ধাশন হ'চ্ছে! দেখ মা, আমরা অন্নহীন, আমাদের আশ্রয়দাতা ভূম্যধিকারীরাও অর্থহীন, দীন, দৈন্য-দশায় পতিত! যাঁরা আমাদের সন্তানের ন্যায় পালন ক'রতেন, তাঁরা বিব্রত! অন্নহীন, বস্ত্রহীন, বলহীন, উৎসাহহীন! আমাদের ন্যায় দীন-সন্তান আর তোমার অধিকারে নাই। করুণাময়ি! করুণা কর, তোমার কমলা-অংশে জন্ম, অকূল পাথারে ডুবে মরি, কৃপা ক'রে উদ্ধার কর! জয় ভিক্টোরিয়ার জয়!

[কৃষকের প্রস্থান।

বন্দিনীগণ। (গীত)

তোল ধ'রে মা হাতে।
চ'ল্‌তে শিখিনি, চলি তোমার ছায়াতে ॥
নামে তোমার—শৃঙ্খল খসে,
করুণা—হীনে পরশে;
বলহীন চিরদিন, ভরসা রাখি তোমাতে ॥

(বঙ্গবাসীর প্রবেশ)

বঙ্গবাসী। মাগো! তুমি ভাষা শিখিয়েছ, আধ আধ ব'ল্‌তে শিখেছি। তুমি রাজকার্য্য দিয়েছ, তোমার শিক্ষামত চালাচ্ছি; তুমি মা বিস্তর দিয়েছ, উৎসাহ দিয়ে শিখিয়েছ, তুমিই সাহস দিয়ে কার্য্যে বসিয়েছ। করুণাময়ি, করুণা-বচনে প্রকাশ ক'রেছ,—তোমার সাদা কালোয় ভেদ নাই; তাইতে আশা প্রবল হ'য়েছে। তোমার শ্বেত সন্তানের মত হবো, তোমার শ্বেত সন্তানের কার্য্য পাবো, তোমার শ্বেত সন্তানের সহিত মন্ত্রণাগৃহে ব'সে ভারতের উন্নতি সাধন ক'র্‌বো; তোমার শ্বেত সন্তানের পাশে পাশে অস্ত্রধারণ ক'রে রণক্ষেত্রে তোমার অরির সম্মুখীন হবো, হীন হ'য়েও বড় আশায় আশ্বাসিত হ'য়ে আছি। কার্য্যের ভার দিয়ে কার্য্য শিখিয়েছ, সেইরূপ উচ্চ হ'তে উচ্চতর কার্য্যে ভার দিয়ে আমাদের কার্য্য-শিক্ষার পথ খুলে দাও। জগতে জানে—তোমার বাঙ্গালীর প্রতি বড় করুণা; জগৎ দেখুক, যে বাঙ্গালী নব অভ্যুদয়ে কত উন্নত। বালক সন্তান শত অপরাধে অপরাধী হয়, জননী মার্জ্জনা করে; জননী জানেন, যে বালক সন্তান মা ভিন্ন জানে না, বাঙ্গালীর আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা মহারাণী ভিন্ন জানে না সত্য—সত্য—সত্য। বাঙ্গালী পিতা-মাতার পুণ্যময় শ্রাদ্ধক্রিয়া ক'র্‌তে ব'সে আগে ভূস্বামীর নামে রাজভাগ উৎসর্গ করে। মহারাণী বাঙ্গালীর একমাত্র ভরসা; নইলে বাঙ্গালী অতি পীড়িত, বলিষ্ঠ-তাড়িত, স্বল্প জীবী, ঘৃণ্য, লাঞ্ছিত, দীন। করুণাময়ি! করুণা কর, করুণা-ভাষে বড় আশা দিয়েছ,—আশা পূর্ণ কর। জয় ভিক্টোরিয়ার জয়!

[বঙ্গবাসীর প্রস্থান।

পট-পরিবর্ত্তন—জুবিলী-দৃশ্য

রাজ-রাজেশ্বরী-দর্শন।

(নটের প্রবেশ)

নট। মা, তোমার ভারতের নাট্যশালা দেখ। পুরাবৃত্ত পাঠে সংস্কৃত নাটক দৃষ্টে জানা যায় যে, একদিন ভারতে নাটকের মহাগৌরব ও অভিনয়ের বিশেষ আদর ছিল, কিন্তু আজ তোমারই সময়ে তোমারই রাজ্যাধিকারে নাটক ও নাট্যশালা পুনর্জ্জীবিত। আজ এই হীরক জুবিলীতে 'তারা রঙ্গালয়'-বিহারী—দীন নটের আনন্দ উপহার গ্রহণ কর।

বন্দিনীগণ।— (গীত)

সাধ করে মা, করি তোমার গুণ-গান।
ফির নেচে গেয়ে, চেয়ে থাকি করুণা-মাখা বয়ান ॥

থাকি সোণার স্বপনে,
কত আশা উঠে গো মনে,
থাকি গো সদাই মত্ত, ভ্রমি মা স্বর্গ মর্ত্ত্য
হেরি মানব মনের তত্ত্ব, মানস-নয়নে
কেন বিভোর থাকি কে জানে,—
(আজ) জয় ভিক্টোরিয়ার ধ্বনি উঠুক একতান ॥

যবনিকা

যায়সা-কা-ত্যায়সা

(প্রহসন)

সুপ্রসিদ্ধ ফরাসী নাট্যকার মলেয়ারের "*L'Amour Méaecin*" অবলম্বনে রচিত।

[১৭ই পৌষ, ১৩১৩ সাল, মিনার্ভা থিয়েটারে প্রথম অভিনীত]

উৎসর্গ

স্নেহাস্পদ শ্রীমান দেবেন্দ্রনাথ বসু।

ভায়া,

তোমার উদ্যোগ ও সাহায্য ব্যতীত শয্যাশায়ী অবস্থায় এ প্রহসন খানি লিখিতে পারিতাম না। তুমি চিরদিনই আমার সহায়। এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি তোমার নামে উৎসর্গীকৃত করিয়া আমি যে তৃপ্ত, তাহা নহে। তবে তোমারই সাহায্যে এই গ্রন্থখানি রচিত হইয়াছে, এ নিমিত্ত ইহার সহিত তোমার নাম জড়িত থাকে, ইহাই আমার অভিপ্রায়। ইতি—

বাগবাজার, কলিকাতা।
২৭শে পৌষ, ১৩১৩ সাল।

আশীর্ব্বাদক,
শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষ।

প্রহসনোল্লিখিত চরিত্র

পুরুষ

হারাধন ... "ম্যানিয়া" গ্রস্ত বড়লোক।
(পর হইবার আশঙ্কায় কন্যার বিবাহদান-বিরোধী)

রসিকমোহন ... প্রেমোন্মত্ত যুবা।
(রতনমালার অনুরাগী)

সনাতন ... হারাধনের প্রতিবাসী।

মাণিক ... হারাধনের ভৃত্য।
(গরবের অনুরাগী)

মিঃ নন্দী (দ্রুতভাষী) }
মিঃ ঢোল (মন্থরভাষী) } এলোপ্যাথিক ডাক্তারদ্বয়।

জহুরী, এসেন্সওয়ালা, ছবিওয়ালা, পোষাকওয়ালা, হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার, বৈদ্য, হকিম, পশুচিকিৎসক, ড্রেসার, গো-বৈদ্য, বাদ্যকারগণ, পুরোহিত, নাপিত, মালী, বরযাত্রী ও কন্যাযাত্রিগণ ইত্যাদি।

স্ত্রী

রতনমালা ... হারাধনের কন্যা।
(রসিকমোহনের অনুরাগিনী)

গরব ... হারাধনের গৃহে প্রতিপালিতা দাসী।

ধাত্রীদ্বয়, জোঁকওয়ালী, বেদিনী, এয়োগণ, বঙ্গরমণীগণ, পুরস্ত্রীগণ ইত্যাদি।

প্রস্তাবনা

(গীত)

দুনিয়া পুরোনো, হেথা চ'ল্‌বে না কো নয়া ঢং।
হিঁদুয়ানী টপ্‌কে গেলে, কালি মেখে সাজ্‌বে সং ॥
যতটা সয় রয়, তার বেশী ভাল নয়,
চাল-বেচাল কি হিঁদুর ঘরে সয় ?
বেচালে বেজায় নাকাল, দেখিয়ে দেবে রং বেরং ॥
সেয়ানা যে শুনে শেখে, সেও ভাল যে শেখে দেখে,
বেকুবের হাড়ে হাড়ে শিখ্‌তে হয় ঠেকে ;
নাক কাণ আপনি মলে, তালি দে লোক দেখে রং ॥

প্রথম দৃশ্য

হারাধনের বাটী

(হারাধনের প্রবেশ)

হারাধন। বেটাদের বায়না কত—দশ হাজার নগদ, বিশহাজার গয়না, হীরে মাণিক, সোণারূপোর খাট বিছানা, আবার নিজের মেয়েটী ; চোর-দায়ে ধরা প'ড়েছি, —সাদি নেই দেঙ্গা ! আমার মেয়ে বড় হুয়া তো কার বাবার কেয়া হুয়া ! বে কভি নেহি দেঙ্গা ! জাত জাঙ্গা ?—জাঙ্গা জাঙ্গা ! বটে—বে দেবো ! বেটারা লুচি খাবেন ? আর আমার মেয়ের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে নবাবের বেটা-নবাব জামাই বাড়ী নিয়ে যাবেন,—আবার দান সামগ্রী দাও, টাকা দাও,—সে পাত্র আমি নই, সে পাত্র আমি নই।

(মাণিকের প্রবেশ)

মাণিক। আজ্ঞে সে পাত্র আপনি নয়, সে পাত্র আপনি নয় !

হারাধন। দেখ্‌ মানকে, তুই একটু বুঝিস্‌ সুঝিস্‌ –

মাণিক। আজ্ঞে হাঁ।

হারাধন। বল দেখি— মেয়ে আমার কি আর কার ?

মাণিক। আজ্ঞে—আজ্ঞে—

হারাধন। চোপরাও বেটা—বল্‌ মেয়ে আমার কি কার ?

মাণিক। আজ্ঞে কোন্‌ মেয়েটী ?

হারাধন। বল্‌ বেটা, আমার মেয়ে আর কোন্‌ মেয়ে ?

মাণিক। আজ্ঞে আপনকারই মেয়ে, আপনকারই মেয়ে।

হারাধন। তবে আর কে কি বলে !

মাণিক। আজ্ঞে কে কি বলে, কে কি বলে ?

হারাধন। ষোল বছরের মেয়ে হ'য়েছে—হোক।

মাণিক। আজ্ঞে হোক—হোক।

হারাধন। তবে আর কি !

মাণিক। আজ্ঞে তবে আর কি।

হারাধন। খপরদার বেটা, কারুকে বাড়ী ঢুক্‌তে দিবি নি।

মাণিক। আজ্ঞে তা কি হয়—বাড়ী ঢুক্‌বে কে ?

হারাধন। দেখ্‌—ঘটক বেটাকে দেখ্‌বি কি অমনি দোরে খিল দিয়েছিস্‌।

মাণিক। আজ্ঞে হুড়কো দেবো।

হারাধন। শোন্‌ মাণ্‌কে - বেটাদের আস্পর্দ্ধার কথা শোন্‌—

মাণিক। আজ্ঞে শুন্‌বো বই কি—শুন্‌বো বই কি।

হারাধন। এখনি শোন্‌ বেটা।

মাণিক। আজ্ঞে কাণ পেতে খাড়া র'য়েছি।

হারাধন। বেটারা বলে,—ষোল বছরের মেয়ে হ'লো, একটী পাত্র ডেকে এনে বে দাও। আবার বলে,—দান সামগ্রী দিয়ে বে দাও ; আবার বলে,—নগদ কিছু দিতে হবে। শুনেছিস্‌ বেটাদের আস্পর্দ্ধা ?

মাণিক। আজ্ঞে খুবই গরজে কথা বলে—খুবই গরজে কথা বলে।

হারাধন। আবার শোন্‌—বলে, দৌহিত্র হবে।

মাণিক। আজ্ঞে তা কি হয়—তা কি হয় !

হারাধন। বলে—আমার বিষয় ভোগ ক'র্‌বে।

মাণিক। ইঃ—তা আর ক'র্‌তে হয় নি !

হারাধন। তবে আর কি—আমি চল্লুম, তুই হুঁসিয়ার থাকিস্‌।

মাণিক। আজ্ঞে খুব হুঁসিয়ার রইলুম।

হারাধন। দেখিস্‌।—

[হারাধনের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

হারাধনের বাটীর সম্মুখ

বাটীর মধ্যে মাণিক।

(গরবের প্রবেশ)

গরব। (স্বগত) আমারও যেমন পোড়া কপাল, দিদিমণিরও তেম্‌নি। ভাগ্যিস্‌ গিন্নী ঠাঁই দিয়েছিল, তাই পেটের জ্বালায় ভিক্ষে ক'র্‌তে হয় নি। আহা, মাগী যেন মেয়ের মতন ক'রে পেলেছে। আর তার মেয়ের এই পোড়া কপাল! আমার যেন বাবা টাকাকড়ি দিতে পারে নাই, তাই বে হ'লো না। ও মা, বুড়ো মিন্সে, টাকার কাঁড়ির উপর ব'সে আছিস্‌. তুই মেয়ে আইবুড়ো রাখছিস্‌ কি দুঃখে! দিদিমণি যে তেমন নয়, তা নইলে ওই তো রসিক বাবু—ঘুর্‌ ঘুর্‌ ক'রে ঘোরে, দিদিমণিও জানালা দিয়ে চেয়ে থাকে। আমরা হতুম, জানালা দিয়ে উলে গিয়ে বে ক'রে, তবে আর কাজ।

মাণিক। (ভিতর হইতে) এই গরবি বেটী আস্‌ছে, দোর দিই। (দ্বার বন্ধ করণ)।

গরব। (অগ্রসর হইয়া) মাণ্‌কে, দোর দিচ্ছিস্‌ কেন?

মাণিক। কর্ত্তা না তোরে পাড়া বেড়াতে মানা ক'রেছে, আবার পাড়া বেড়াতে গিয়েছ? এই কর্ত্তাকে ডেকে দেখাচ্ছি।

গরব। আহা মাণিক, আমি তোমার জন্যে মরি, আর তুমি আমায় এ রকম কর?

মাণিক। আহা মরো না, ম'রে দানো পাও!

গরব। তোরে কত সোহাগ করি—

মাণিক। সোহাগ তো ভুড়্‌ ভুড়্‌ করে,—"মাণ্‌কে, পোড়া, ঝাঁটাখেকো!" আমি কাকুতি মিনতি করি,—"গরব একবার চাও না!" চাইতে ব'ল্লে মুখে থুত্‌কুড়ি দিয়ে যাও,—আজ তেম্‌নি খেঁত্‌লান খেঁত্‌লাবো।

গরব। তবে আমি বামুনবাড়ীর হীরের কাছে চল্লুম, আমার মনের কথা তাকে ব'লিগে।

মাণিক। কেনে তাকে বল্‌বি কেনে—আমার কি কাণ নাই, আমি কি শুন্‌তে জানি নে?

গরব। তবে শোনো মাণিক শোনো—(ফুস্‌ ফুস্‌ শব্দ করণ)।

মাণিক। একটু গলা হাঁকারে বল—ওমন ফুস্‌ ফুস্‌ ক'র্‌লে শুন্‌বো কেমন ক'রে?

গরব। তুই দোরের আড়াল হ'তে শুন্‌তে পাচ্ছিস্‌ নে।

মাণিক। তুই গলা হাঁকারে বল দেখি—কেমন শুন্‌তে না পাই।

গরব। (স্বগত) ছোঁড়া আমায় ভালবাসে, বলে তো আমাদের জাত। মুখপোড়া যেন পায়ে পায়ে ঘোরে। ওইতে তো আমার রাগ হয়। (অস্পষ্ট শব্দ করণ)

মাণিক। আরে বুঝ্‌তে লার্‌চি।

গরব। দোর দিয়ে কি বোঝা যায়?

মাণিক। বোঝা যায় না!—তুই ঠায়ে ব'ল্লেই বুঝ্‌বো।

গরব। ও মনের কথা—ঠায়ে ব'ল্লেও বোঝা যায় না। কই, তুই বল দেখি, কেমন বুঝ্‌তে পারি?

মাণিক। ও গরব—গরবমণি—

গরব। আমর্‌ মুখপোড়া—কি ফুস্‌ ফুস্‌ ক'চ্চে দেখ্‌।

মাণিক। ফুস্‌ ফুস্‌ ক'র্‌বো কেনে? এই যে গলা হাঁকারে বল্‌ছি,—ও গরব—গরবমণি—তুমি আমায় বে ক'র্‌বে?

গরব। এই দেখ কি তড়্‌বড়্‌ তড়্‌বড় করে, আমি একটীও বুঝ্‌তে পাচ্ছি নে।

মাণিক। বুঝ্‌তে পাচ্ছিস্‌ নে—তবে শোন। (দোর খুলিয়া বাহিরে আসিয়া) ও গরব, গরবমণি—আমি তোমার জন্যে মরি!

গরব। ও মাণিক—মাণিকচাঁদ,—তোমার কাণে কাণে একটা মনের কথা বলি—দাঁড়াও।

মাণিক। আচ্ছা কি ব'ল্‌বি বল?

গরব। তুই চোখ বুজে কাণ পেতে দাঁড়া, আমি আস্তে আস্তে মনের কথা ব'ল্‌বো, নইলে কেউ শুন্‌তে পাবে।

মাণিক। আচ্ছা, আমি চোখ মুদে দাঁড়িয়েছি, তুই বল। (চক্ষু মুদিয়া দণ্ডায়মান)

গরব। আচ্ছা আমি ব'ল্‌ছি, তুই দাঁড়া। (বাটীর ভিতরে প্রবেশ করিয়া দ্বার বন্ধ করণ)

মাণিক। কই, বল্লি নি?

গরব। (ভিতর হইতে) তুই দাঁড়া—কর্ত্তাকে বলি, তুই পাড়া বেড়াতে গিয়েছিলি।

মাণিক। ও গরব—তোমার পায়ে ধরি গরব, দোর খুলে দাও গরব!

গরব। না—তুই দাঁড়া, আগে কর্ত্তাবাবুকে বলি, তুই সনাতন বাবুর কাছে সম্বন্ধ ক'র্‌তে গিয়েছিলি।

মাণিক। দই—গরবের দই—এই নাক রগ্‌ড়ুছি—কাণ মল্‌ছি, ঘাট করেছি—আর অমন কর্‌বো নি।

গরব। আমি যা ব'ল্‌বো—তা শুন্‌বি?

মাণিক। শুন্‌বো—শুন্‌বো—ঘাড় একাশি ক'রে শুন্‌বো, তুই যা বল্‌বি—শুন্‌বো।

গরব। আচ্ছা তবে আয়। (দোর খুলিয়া দেওন)

(উভয়ের গীত)

মাণিক।—নাক কাণ মলালি, এখন পীরিত একটু কর।
গরব।—ওমা ছিঃ ছিঃ তোর পীরিতে ভূতে ক'র্‌বে ভর!
মাণিক।—গরবিনী গরবমণি, কওনা কথা, চাওনা ফিরে,
গরব।—মুখখানা তোর গোম্‌ড়া পানা, আঁতকে উঠি, চাইবো কিরে?
মাণিক। এত তোর গরব কিসে?
গরব। রূপের গরব—মর মিন্‌সে!
মাণিক। তাইতে তো আছি ম'রে,—
গরব। ম'রেছিস্, বলিস্ কিরে? দেখি দাঁড়া নুড়ো ধ'রে;
মাণিক। ইস্, তোর সোহাগ ভারি, এতটা ক'র্‌বি কদর?
গরব। কর্‌বো না কদর? সাত রাজার ধন সোণার মাণিক—
তুই কি আমার পর!

[উভয়ের প্রস্থান।

—

তৃতীয় দৃশ্য

হারাধনের বৈঠকখানা

(হারাধনের প্রবেশ)

হারাধন। ও শাস্ত্র কি মিছে!—গিন্নী যদি ম'লো তো মেয়ে বিইয়ে গেল! তাই তে তো বলে—বিপদ একলা আসে না। মেয়ে যদি বি'য়োলো তো মেয়ে বড় হ'লো,—কোত্থেকে পাড়ার লোকও জুট্‌লো—বলে বে দাও। আচ্ছা মেয়ে হবি হ—বড় হবি হ—তো মুখ গুমড়ে অমন ব'সে থাক্‌বি কেন? কেন—তা আমায় বোঝা! কথাই কইবে না—তো বোঝাবে কি? এই দেখ দেখি, এই এতগুলি বিপদ একেবারে ঘাড়ে চাপ্‌লো! আবার বিপদ—মেয়েটাকে না দেখ্‌লে বাঁচিনে, মেয়েটার হাসি না দেখ্‌লে বাঁচি নে! মনে ক'র্‌লুম, তোমাকে রাখ্‌বো না;—মন খারাপ হবে—টাকা নাড়্‌বো চাড়্‌বো। টাকা নেড়েও সোয়াস্তি পাই নে, মেয়েটাকে মনে পড়ে!—মেয়েটার কি হ'লো—তাই তো—কি হ'লো—

(জহুরী, ছবিওয়ালা, পোষাকওয়ালা ও এসেন্সওয়ালার প্রবেশ)

(স্বগত) এই দেখ, মাণ্‌কে বেটা দোর খুলে দিয়েছে। (প্রকাশ্যে) এখন তোম্‌রা যাও গো—যাও, এখন আমার বড় মন খারাপ।

জহুরী। আজ্ঞে তাই তো আপনার সঙ্গে দেখা ক'র্‌তে এলুম।

সকলে। আজ্ঞে তাইতে তো এলুম—তাইতে তো এলুম।

হারাধন। আমার বিপদ—

সকলে। আহা বিপদ শুনেই এসেছি—বিপদ শুনেই এসেছি।

(সনাতনের প্রবেশ)

হারাধন। আমার মেয়ের ব্যামো—

ছবিওয়ালা। অ্যাঁ মেয়ের ব্যামো!—তবে ব'ল্‌তে হ'লো।

পোষাকওয়ালা। ব্যাওরাটা তো জান্‌তে হ'লো।

এসেন্সওয়ালা। উপায় ক'র্‌তে হ'লো।

হারাধন। আর উপায়!—উপায়ের বা'র।

সকলে। সে কি—সে কি?

হারাধন। তা বই কি—কোন কথা ভাঙ্গে না, দিবা-রাত্রি চুপ ক'রে ভাবে, চোখ ছল্‌ ছল্‌ করে, নিঃশ্বাস ফেলে, হ'লো—হাঁ ক'রে আকাশ পানে চেয়ে থাকে!

জহুরী। এর আর কি, সোজা উপায়। এই স্বদেশী স্যাক্‌রার গড়ন একছড়া হীরের "বঙ্গবাসী নেক্‌লেস" কিনে দেন, এখুনি এক গাল হাঁস্‌বে।

ছবিওয়ালা। ওতে হবে না, ওতে হবে না—এই স্বদেশী "কোকিল-কুজিত-কুঞ্জ-কুটীর" চিত্রখনি দেন এখনি হেসে লুটোপুটী খাবে।

পোষাকওয়ালা। না—না—ওতে হবে না,—এই স্বদেশী সাচ্চা "বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ জ্যাকেটটী" কিনে দেন দেখি, গায়ে দিয়ে আয়নায় মুখ দেখ্‌বে, আর আহ্লাদে আটখানা হবে।

এসেন্সওয়ালা। আঃ ওতে কি হবে,—এই স্বদেশী "বয়কট এসেন্স" দেন, শুঁক্‌বে—আর রোগ-বালাই দেশ ছেড়ে পালাবে ;—প্রাণ ঠাণ্ডা হবে—মন ঠাণ্ডা হবে—ব'লবো কি, এসেন্স শুঁকে পাগল ভাল হ'য়েছে।

হারাধন। আর আমায় বুঝি পাগল ক'র্‌তে এসেছ ?

সনাতন। তাই তো, তাই তো—যে যার মাল বেচ্‌তে এসেছেন। ওঁর স্বদেশী স্যাক্‌রা হ্যামিল্‌টন, ওঁর স্বদেশী ছবি ফরাসী, ওঁর স্বদেশী বডি র‍্যাঙ্কিনের আর ওঁর স্বদেশী এসেন্স জার্ম্মাণীর। কর্ত্তা ওতে ভোলে না হে—কর্ত্তা ওতে ভোলে না। তোমাদের মত স্বদেশী জুটেই স্বদেশী কাজটা মাটী ক'র্‌তে ব'সেছ। আহা, শুভক্ষণে লোকের স্বদেশী জিনিষে ঝোঁক হ'য়েছে, তোমরাও এক দাও পেয়েছ—যত বিদেশী জিনিষ এনে জুচ্চুরি ক'রে স্বদেশী ব'লে ধাপ্পা দিচ্ছ। কর্ত্তা আমাদের সব বোঝে। (হারাধনের প্রতি) আমার কথা শোনো—মেয়ে বড় হ'য়েছে, বের সময় হ'য়েছে,—

হারাধন। হুঁ !

সনাতন। আমি যে 'রসিকমোহন' ব'লে পাত্রটী ঠিক ক'রেছি, রূপে-গুণে, কুলে-শীলে যেমন হ'তে হয়, কিছু খরচ হবে না—

হারাধন। হুঁ !

সনাতন। রসিকমোহনের সঙ্গে মেয়েটীর বিবাহ দাও।

হারাধন। হুঁ!—আর তিনি বে ক'রে, আমার মেয়েটির হাত ধ'রে নে বাড়ী চলে যান! ওরে বাপ্‌রে—মেনে রে—

[দ্রুত প্রস্থান।

সনাতন। এইখানে এসেছ দাঁও বাগাতে ?

জহুরী। আমরা তো বাগিয়েছিলুম, আপনি যে গড়া দিলেন।

সনাতন। নাও নাও—স'রে পড়ি এসো, এখানে শাগ-সাগ্‌ চ'ল্‌বে না, দেখ্‌ছো না—টাকা খরচ হবে ব'লে মেয়ের বে দিচ্ছে না। বলে কি জানো, আমার মেয়ে আমার থাক্‌বে না, পরকে দেবো ?

(মাণিকের প্রবেশ)

মাণিক। ম'শয়েরা ভেতরে থাক্‌বেন কি বাইরে থাক্‌বেন বলুন, আমি দোর দোব।

সনাতন। কেন বাপু, দোর দেবে কেন ?

মাণিক। আজ্ঞে কর্ত্তার হুকুম—দোর দিতেই হবে।

সনাতন। দোর তো দেবে, আবার খুলে দেবে তো ?

মাণিক। আজ্ঞে কাল সকালে,—কর্ত্তার হুকুম।

সনাতন। তবে আমরা চল্লুম।

মাণিক। আজ্ঞে থাকেন থাকুন, কর্ত্তা তা কিছু বলেন নেই ; কিন্তু দোর আমি দেবো।

সনাতন। আচ্ছা বাপু, তুমি দোর দাও, আমরা চ'ল্লুম।

(সকলের গীত)

বিক্রেতাগণ। রুখেছি স্বদেশ-হিতে জীবন দিতে চার জনে।
সনাতন। ভিরকুটীতে চারটি সমান, কম বেশী নাই ওজনে॥
জহুরী। ঠিক স্বদেশী "বঙ্গবাসী নেকলেস্‌" যে পরে,
দেশহিতৈষী ঠিক বলি তারে, দেশের মুখ আলো সে করে ;
ছবিওয়ালা। "কোকিল-কুজিত-কুঞ্জ-কুটির" স্বদেশী তসবীর,
দেখ্‌লে ক্রমে স্বদেশ-প্রেমে ঝ'র্‌বে চোখে নীর ;
পোষাকওয়ালা। আঁট্‌লে জ্যাকেট "বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ,"
আয়না ধ'রে বুকে দেখে স্বদেশ প্রেমের জেদ,
জ্যাকেটে জমাট বাঁধে বঙ্গচ্ছেদের খেদ ;
এসেন্সওয়ালা। সাধের এসেন্স সাধের নাম 'বয়কট',
শুঁক্‌লে পরে স্বদেশ-প্রেমে করে সে ছট্‌ফট,
ঝাড়ে লেক্‌চার চটপট, হয় বীরাঙ্গনা চট্‌ ;
বিক্রেতাগণ। ফিরি দেশের তরে ফিরি ক'রে, অনুরাগ খুব গণ্‌গণে।
সনাতন। এরা মর্‌বে কবে কে জানে, কি আছে যমের মনে॥

(মাণিকের প্রস্থান ও ন্যাদনা লইয়া পুনঃ প্রবেশ)

মাণিক। গুড়ি গুড়ি দাও পাড়ি, যাও বাড়ী,
নইলে এই ন্যাদনা বাড়ি, থাক্‌তে নারবে এখানে।
হেথায় চল্‌বে নি কো গান,
আমি মাণিক, নই পাঁড়ে দরোয়ান,
খুব সেঁটে দেব দোর এঁটে,
কর্ত্তার কড়া হুকুম—নাও শুনে।

[মাণিক ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

মাণিক। আর একটা কি কর্ত্তা বল্লে যে? হ্যাঁ!— এরা গেলো কি রইলো— খবর দিতে হবে। গেল বই কি? যদি বলে কোথায় গেল? দোর খুলে পেছু পেছু দৌড়বো? দেখ্‌বো— কোথায় যায়? না, এখনি দেখ্‌বো না কি?

(দৌড়াইবার উপক্রম)

(হারাধনের পুনঃ প্রবেশ)

হারাধন। মাণ্‌কে, তুই কি ক'চ্ছিস্?

মাণিক। আজ্ঞে, দৌড়ব মনে ক'রে কাপড় গুছুচ্ছি।

হারাধন। কেন রে বেটা?

মাণিক। আজ্ঞে যদি জিজ্ঞোসেন—ওরা কোথায় গেল? তাহ'লে তো ব'ল্‌তে লার্‌বো, তাই পেছু পেছু দৌড়োব ভাব্‌ছি।

হারাধন। নে, তুই রতনকে ডেকে আন্।

মাণিক। আজ্ঞে, গরব যদি সঙ্গে আসে?

হারাধন। আসে আসুক।

মাণিক। আজ্ঞে দেখুন—আমার দায়-দোষ নাই। সে আসবে, সে বড় বাধায়ে, দিদিমণির সঙ্গে সঙ্গেই ফেরে। আজ্ঞে চল্লুম তবে?

হারাধন। জ্বালাতন ক'র্‌লে! নে তো'রে যেতে হবে না, আমিই যাচ্চি।

[হারাধন ও তৎপশ্চাৎ মাণিকের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

রতনমালার কক্ষ

রতনমালা ও গরব।

(হারাধনের প্রবেশ)

হারাধন। শোন্ রতন, আজ আমি একটা হেস্ত-নেস্ত ক'র্‌বো—তবে ছাড়বো। তোর কি হ'য়েছে, ব'ল্‌তেই হবে। ব'ল্‌বিনি?

রতন। কই, কি হ'য়েছে!

হারাধন। কি হ'য়েছে! অমন মুখ গোম্‌ড়া ক'রে থাক কেন? কি চাও, একটা মুখের কথা খসালেই তো হয়। কোন্ জিনিষ তোমায় দিই নাই?— গয়না দিয়েছি, পোষাক দিয়েছি, ছবি দিয়ে ঘর সাজিয়ে দিয়েছি, ঘরের নীচে ফুলবাগান ক'রে দিয়েছি, লেখাপড়া শিখিয়েছি, গান শিখিয়েছি বুন্‌তে শিখিয়েছি, ছবি আঁক্‌তে শিখিয়েছি, ফটোগ্রাফ তুল্‌তে শিখিয়েছি, কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা খরচ ক'রেছি—

গরব। মাথা কিনেছ!—

হারাধন। চুপ মাগী চুপ।—গিন্নীর আস্‌কারাতে খুব বাড়িয়ে তুলেছে। (রতনের প্রতি) হ্যাঁরে, একছড়া হীরের "বঙ্গবাসী নেক্‌লেস' নিবি?

গরব। ধুয়ে খাবে!—ঢের নেক্‌লেস আছে!

হারাধন। রবিবর্ম্মার ছবি নিবি?

গরব। গোল গোল বোম্বাই মুখ দেখে স্বর্গে যাবে।

হারাধন। দ্যাখ,—বলে না,—"বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ জ্যাকেট' নিবি?

গরব। হ্যাঁ—সোল্‌তে পাকাবে।

হারাধন। শিশি কতক 'বয়কট এসেন্স' নিবি?

গরব। একটা রাঙ্গা চুসি নিবি? এসেন্স কি ক'র্‌বে গো— চৌবাচ্ছার জল বাড়াবে না কি? এসেন্সের শিশি যে আর ঘরে ধরে না।

হারাধন। তবে কি চায়—তুই ছাই আমায় বল না?

গরব। চায় একটা বর।

হারাধন। চোপ মাগী চোপ—যত বড় মুখ তত বড় কথা!

গরব। তবে কাতলা মাছের মুড়ো খাবে।

হারাধন। সত্যি নাকি—সত্যি নাকি?

গরব। সত্যি না তো আর কি? সত্যি কথা ব'ল্লে তো আর শুনবে না।

হারাধন। কি সত্যি কথা - বল্ না?

গরব। ঐ যে বল্লুম—বর চায়।

হারাধন। বর চায় - ছেলের হাতে মো! বর চায় — বাঁদর চায়—উল্লুক চায় – ভাল্লুক চায়!—রতন, বল, কি চাস্? বল্—বল্ ব'ল্‌ছি? নইলে আমি আত্মহত্যা ক'র্‌বো, বাড়ী থেকে বেরিয়ে যাবো, বিবাগী হ'য়ে চ'লে যাবো!

রতন। কি ব'লবো!

গরব। (জনান্তিকে) বল্ না কেন—বর চাই।

হারাধন। (স্বগত) আমি স'রে পড়ি,—কি জানি যদি ব'লে ফেলে। কথায় কাণ দেবো না। (প্রকাশ্যে) তুই বল্লি নি, আমি চল্লুম বিবাগী হ'য়ে।

[হারাধনের প্রস্থান।

গরব। হ্যাঁগা দিদিমণি, কলি মুখ ফুটে ব'লতে পার্‌লে না যে বর চাই?

রতন। নে, তুই আর জ্বালার উপর জ্বালাস্ নি, আমার মরণই ভাল।

গরব। হ্যাঁ—সে একরকম মন্দ নয়।

রতন। তুই আমার সঙ্গে ঠাট্টা করিস্?

গরব। ঠাট্টা কি গো—তোমার এত জ্বালা, ম'রে জুড়োবে।

রতন। মরণ ব'ল্লেই তো মরণ হয় না!

গরব। তা হবে না কেন গো, ঠিক মরণ হয়।

রতন। কিসে?

গরব। এই দড়ি, ছুরি, আফিং, গঙ্গায় ডোবা—

রতন। তুই ঠাট্টা ক'চ্ছিস, আমি সত্যি বিষ পেলে খাই।

গরব। তা বেশ তো গো, যদি মন হ'য়ে থাকে, বিষ খেতে চাচ্চ, খাও না। যেখানে আট আনা আফিংএর ভরি, সেখানে বিষের ভাবনা?

রতন। আফিং কে এনে দেবে?

গরব। তার জন্যে ভেবো না, আমি যোগাড় ক'র্‌বো।

রতন। তুই আমায় আফিং কিনে এনে দিবি!

গরব। তা দিদিমণি, তোমাদের এদ্দিন খাচ্চি, পর্‌চি, গিন্নী কত যত্ন ক'রেছে, কর্ত্তা কত আব্দার সয়, তুমি তার এক মেয়ে, সখ ক'রে আফিং খেতে চাচ্চ, একটু আফিং এনে দিতে পার্‌বো না, লোকে যে বেইমান ব'ল্‌বে!

রতন। তুই কি সত্যিই আমায় আফিং এনে দিবি? ঠাট্টা কচ্ছিস্!

গরব। হ্যাঁগা, তোমার এমন খাটো মন, বিশ্বাস করো না, তবে বুঝি তুমি ঠাট্টা ক'চ্চ?

রতন। বুঝেছি বুঝেছি, আমায় বিষ এনে দিয়ে বাবাকে ব'লে দিবি।

গরব। মাইরি না, তোমার গায়ে হাত দিয়ে ব'ল্‌ছি। (গায়ে হাত দিয়া) হ'লো?

রতন। গরব, তোকে মনে ক'র্‌তুম, তুই আমার আপ্‌নার। তুই আমায় হাতে ক'রে বিষ দিবি!

গরব। এ কাজ তো দিদিমণি, আপনার লোকেই করে।

রতন। ছ্যাখ্—আমার দুঃখ কেউ বুঝ্‌ছে না।

গরব। তোমার ঢং কেউ বুঝ্‌ছে না, বল?

রতন। ঢং কিরে?

গরব। ঢং নয় তো কি? আমি কি মেয়ে মানুষ নই, আমি কি কাণা? আমি কি দেখি নি—জান্‌লা খুলে তাকিয়ে থাকো—কখন সে আস্‌বে। সে চ'লে গেলে ওমনি বুক ধড়্ ফড়্ ক'র্‌তে থাকে, চখোচখি হ'লে ওমনি আহ্লাদে আটখানা হ'য়ে যাও।

রতন। জান্‌লা—আমোদ আটখানা, বুক ধড়্‌ফড়্—এ সব কিলো?

গরব। ঐ সব গো—ঐ সব—

রতন। বাঃ, তুই তো বেশ গল্প ক'র্‌তে পারিস।

গরব। আরো গল্প বলি শোনো—এক জনের বাপের এক মেয়ে, মাগ ছেলে আর কেউ নেই, বাপ মিন্সে মেয়ের বে দেবে না, জামাই মেয়েকে বাড়ী থেকে নে যাবে, মেয়ের ছেলে হ'লে বিষয় ভোগ ক'র্‌বে। খুব আঁট ক'রে ব'সে আছে, লোকের কথায় কাণ দেয় না। এদিকে মেয়ে জান্‌লা খুলে এদিক ওদিক দেখে, মনের মতন লোকেরও দেখা পেলে, হাহুতাস করে, হবাপকেও কিছু ব'ল্‌তে পারে না, ভেবে ভেবে সোণার অঙ্গ কালি হ'তে লাগ্‌লো।

রতন। তারপর কি হ'লো?

গরব। দিনরাত আকাশ পানে চেয়ে ব'সে থাকে, চাঁদ দেখে, ফুল শোঁকে, খায় না দায় না, শোয় না ঘুমোয় না, বাপকেও কিছু বলে না, জানে—ব'ল্‌লেও বাপ শুন্‌বে না।

রতন। তারপর কি ক'র্‌লে?

গরব। সে কি ক'র্‌লে জানিনে। আমরা হ'লে উপায় ক'র্‌তুম।

রতন। কি উপায় ক'র্‌তিস?

গরব। উপায়ের ভাবনা? মনের কথা খুল্‌লে, উপায় হয় না?

রতন। কি উপায়—কি উপায় ?

গরব। আমি তো ব'লেছি অম্‌নি উপায় হয় না, মনের কথা ভাঙ্‌লে তবে উপায় হয়।

রতন। সত্যি গরব,– কিছু উপায় আছে ?

গরব কিসের গো ?—

রতন। আচ্ছা, তুই এখনো ঠাট্টা ক'চ্ছিস ? আমার অবস্থাতো সব জেনেছিস, তোর কাছে আর লুকোচুরি কি ! বইয়ে পড়েছি, কিন্তু পরের জন্যে যে এত ক'রে ভাব্‌তে হয়, যার সঙ্গে কেবল চোখের দেখা, কখনো কথা কইনি, কাছে বসিনি, সে যে জীবনের সর্ব্বস্ব হয়, তা আগে বিশ্বাস ক'রতুম না। এখন আর কি ক'রবো, দেখ্‌ছি—এম্‌নি ক'রে জ্ব'ল্‌তে জ্ব'ল্‌তে জীবন যাবে।

গরব। জীবন যাবে! নক্‌ড়া ছক্‌ড়া জীবন কিনা, গেলেই হ'লো! বালাই! তুমি সব কথা খুলে বলো— কবে দেখা হ'লো, কোথায় দেখা হ'লো– এ যে 'দেখ্‌ছি 'চোরে-কামারে দেখা নাই, রাজমহলে সিঁদ!' তুমি একা জ্ব'ল্‌ছ না, সে লোকটাও তোমার জন্যে জ্ব'ল্‌ছে, সব জানা চাই, দমবাজ পুরুষের পাল্লায় না পড়ো।

(গরবের গীত)

পুরুষের নানান্ দম্‌বাজী।
মন বোঝা নয় তো সোজা, সত্যি প্রেম কি কারসাজি।
আগে সে কত কাঁদে, পায়ে ধ'রে কত সাধে,
নারীর প্রাণ বাঁধে প্রেম-ফাঁদে ;
হাতে পেলে পায়ে ঠ্যালে, কাঁদা সাধা ভোজবাজী।
সরলা কুলনারী, চ'ল্‌তে হয় সাম্‌লে ভারি,
অবুঝ হ'য়ে চল্লে নানা লাঞ্ছনা তারি ;
না হাতে পেয়ে, হাতে বেতে কেউ যেন না হয় রাজী।

রতন। তার মনে কি আছে, জানিনে ভাই! আমি আড়াল থেকে শুনেছি, তার সঙ্গে সম্বন্ধের কথা নিয়ে তাদের পাড়ার সনাতন বাবু এসেছিলেন। বাবাতে মাণ্‌কেকে দিয়ে বাড়ীতে লোক আসা বন্ধ ক'রে দিয়েছে।

গরব। তোমার সঙ্গে কি ক'রে দেখা হ'লো ?

রতন। সে অনেক দিনের কথা, একদিন নূতন ঝির সঙ্গে মাসীর বাড়ী হ'তে ভাড়াটে গাড়ী ক'রে আস্‌ছি, আস্‌বার সময় হাবাকালা মাগী, গলির ভেতর দিয়ে আস্‌তে আস্‌তে পথ চিন্‌তে পার্‌লে না ; গাড়োয়ানও বাড়ী চেনে না, আমি তো কেঁদে সারা,—সেই সময় দেখা। ঝি'কে জিজ্ঞাসা ক'রে খবর নিয়ে কোচবাক্সে উঠে আমায় বাড়ী রেখে গেল। আমিও গ্যাসের আলোয় আমার হৃদয়-দেবতাকে দেখ্‌লুম।

গরব। অম্‌নি প্রেমের গ্যাস জ্বেলে বুঝি বাড়ীতে চ'লে এলে ?

রতন। নইলে এত জ্ব'ল্‌ছি কিসে!

গরব। তাইতো—এ গ্যাসের আলোর প্রেম—বড় দব্‌দবে প্রেম! তা কিছু কথাবার্ত্তা হ'লো ?

রতন। না দেখ্‌লুম আমার মুখপানে চেয়ে র'য়েছে, আমি লজ্জায় চোখ ফিরিয়ে নিলুম। তারপর থেকে দেখ্‌তে পাই, রোজ আমার জানালার পানে চেয়ে চেয়ে রাস্তায় বেড়ায়। এখন বল্—কিছু উপায় ক'র্‌তে পার্‌বি ?

গরব। এর উপায় যদি না ক'রতে পারি, তবে গরবের আর গরব কি ? তোমায় কিন্তু যা বলি, তা ক'র্‌তে হবে।

রতন। কি ক'র্‌তে হবে বল্—কি ক'র্‌তে হবে বল্ ?

গরব। বেশী কিছু না – গব্‌ গব্‌ ক'রে খেতে হবে আর বিছানায় শুতে হবে।

রতন। আবার ঠাট্টা ?

গরব। ঠাট্টা নয়, তুমি চুপ ক'রে বিছানা কাম্‌ড়ে প'ড়ে থাকো, আমি কর্ত্তাকে বলিগে, তোমার বড় ব্যামো।

রতন। বাবা যে ডাক্তার ডাক্‌বে ?

গরব। ডাক্‌লেই বা, ডাক্তার রোগই ঠাওর পায়, ভিট্‌কিল্‌মি কি ঠাওর পায় ?

রতন। আর ঢক্ ঢক্ ক'রে ওষধ যে গিলোবে ?

গরব। সে আমি আছি, সব ওষুধ পুকুরসই ক'র্‌বো।

রতন। তাতে কি হবে ?

গরব। তারপর বৈদ্যরাজ এসে, তোমায় আরাম ক'রে বাড়ী নিয়ে যাবেন।

রতন। সে কি লো ?

গরব। সে আছে আছে,—তুমি এখন ঘরে গিয়ে রোগী হ'য়ে পড়। আমি চ'ল্লুম, তোমার বাপকে গিয়ে খবর দিইগে।

রতন। উপায় ক'র্‌তে পার্‌বি তো ?

গরব। না পারি, নিদেন আফিং এনে দেবো। যাও যাও, চুপি চুপি শোওগে, দেখনা গরবের গরবটাই! এখন তুমি রোগী হ'তে পার্‌লে হয়।

রতন। তা খুব পার্‌বো,—বেঁক্‌বো, চুর্‌বো, মাথা চাল্‌বো, হি হি ক'রে হাঁস্‌বো, ফোঁস ফোঁস ক'রে কাঁদবো, কখনো গুম খেয়ে প'ড়ে থাক্‌বো,—তা হ'লে তো হবে?

গরব। বেশ হবে—খুব হবে—খাট আন্‌বার মত হবে।

(উভয়ের গীত)

গরব। ঘাপ্‌টী মেরে ছিল পীরিত, চাগাড় দিলে এইবারে।
না হ'লে হিষ্টিরিয়া হয় না পীরিত বাহারে॥

রতন। এমন কি বরাত আমার, পীরিতে হবে বাহার,
আমি দাঁত ছিরকুটে থাক্‌বো প'ড়ে একধারে॥

গরব। ছিরকুটী দাঁতকপাটী, সেইখানে পীরিত খাঁটি,
এইবারে—তোমারে—কে পারে।

রতন। জানিনে পারি হারি, কুলনারী—
বেঁক্‌বো চুর্‌বো চাল্‌বো মাথা, কইবো না কোন কথা,
ফোঁস্‌ ফোঁস্‌ নিশ্বেস ফেলে ফোঁপাব বারে বারে॥

গরব। মরি মরি এমন পীরিত পায় কি আর যারে তারে,
পীরিত যেমন পেলে তোমারে।

উভয়ে। যে পীরিতে খাট না আসে, পীরিত কি বলি তারে॥

[উভয়ের প্রস্থান।

—

পঞ্চম দৃশ্য

হারাধনের ভিতর বাটী

হারাধন ও মাণিক।

হারাধন। মাণ্‌কে?

মাণিক। আজ্ঞে—

হারাধন। কারুকে আসতে দিস্‌নি তো?

মাণিক। আজ্ঞে, তেমন মাণিকের মাণিক নই।

হারাধন। কেউ এসেছিলো?

মাণিক। অনেক লোক।

হারাধন। ঐ সনাতনে বেটা—ঐ যে সম্বন্ধ করে—সে এসেছিল?

মাণিক। আজ্ঞে না।

হারাধন। তবে কে এসেছিল রে?

মাণিক। বেলগেছে বাগানের মালী ডালা নিয়ে এসেছিল?

হারাধন। সে কোথা গেল?

মাণিক। সে বাড়ী ঢুক্‌তে যায়। আমি ডালাখানা কাছাড়ে ফেলে গৰ্দ্দানা দিলুম, সে ভোঁ ভোঁ ক'রে পালালো।

হারাধন। আমর বেটা—ডালা ফেলে দিলি কেন?

মাণিক। আজ্ঞে—তাইতো—কেন ফেল্লুম?

হারাধন। যা বেটা, কোথা ফেলেছিস্‌—কুড়িয়ে নিয়ে আয়।

(মাণিকের প্রস্থানোদ্যম)

শোন্‌ শোন্‌—রেওতেরা খাজনা দিতে এসেছিল?

মাণিক। ঝাঁকে ঝাঁক! আমি ন্যাদ্‌না নিয়ে সব তাড়া কর্‌লুম।

হারাধন। যা বেটা, সর্ব্বনাশ ক'র্‌লে, যা, এখনি যা—সব ডেকে নিয়ে আয়।

মাণিক। আজ্ঞে এই চল্লুম—এই চল্লুম।

[মাণিকের প্রস্থান।

হারাধন। দেখ' বেটা আহাম্মুক! যাই ডালাখানা কোথায় ফেল্লে দেখি।

(কপট ক্রন্দন করিয়া বেগে গরবের প্রবেশ)

গরব। ওমা, কোথা যাবো—কি সর্ব্বনাশ! বাপ মিন্সে কোথা গেল, শুন্‌লে এখনি গঙ্গায় ঝাঁপ দেবে!

হারাধন। কি কি—কি হ'য়েছে—চেঁচাচ্ছিস্‌ কেন?

গরব। ওরে—কি হ'লোরে—হায় হায়, এমন সর্ব্বনাশ কি কারো হয়! কর্ত্তা গেল কোথা?

হারাধন। ওরে—এই যে আমি! কেন দশবাই চণ্ডী হ'য়ে নাচ্ছিস্‌? কি হ'য়েছে বল না?

গরব। হায় হায়—বাপ শুন্‌লে গলায় দড়ি দেবে! মেয়েতো নয়—যেন জগদ্ধাত্রী! এমন সর্ব্বনাশও হয়!—

হারাধন। ওরে কি হ'য়েছে কি! গরব, ও গরব—

গরব। আমি জলে ঝাঁপ দিইগে—কর্ত্তাকে এ খবর দিতে পার্‌বো না!—

হারাধন। কি সর্ব্বনাশ হ'য়েছে! মাগী ব'ল্‌বেও না—কেবল ধেই ধেই ক'রে নাচ্‌বে।

গরব। ওগো, তোমারা কেউ কর্ত্তাকে ডেকে দাও—

হারাধন। ওরে, এই যে আমি?

গরব। আমি অমন দমবাজীতে ভুলিনি; যাও, কর্ত্তাকে ডেকে দাও!—

হারাধন। আরে এই যে কর্ত্তা—ছাখ্‌না?

গরব। আমি চোখে দেখ্‌তে পাচ্ছিনি, আমার বুকে দম ধ'রেছে! ওরে, কি সর্ব্বনাশ হ'লোরে—

হারাধন। ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে চেয়েই রইলো!—এই যে আমি—দেখ্‌না, আমি কর্ত্তা—আমি কর্ত্তা—

গরব। তুমি কর্ত্তা?—দাঁড়াও—তোমার গোঁফ দেখি ঠাউরে—ওগো আমি চোখে দেখ্‌তে পাচ্ছিনে গো—

হারাধন। ছাখ্‌না বেটী—ছাখ্‌না—(গোঁফ দেখান)

গরব। কর্ত্তা আমাদের লম্বা লম্বা পা ফেলে পায়চারি করে,—

হারাধন। এইরে বেটী—এইরে বেটী—(পায়চারি করণ)

গরব। কর্ত্তা আমাদের ঝাঁকারি মারে—

হারাধন। তবে রে বেটী ন্যাকাপনা—

গরব। অ্যাঁ—তুমিই তো কর্ত্তা—তুমিই তো কর্ত্তা! —ওগো সর্ব্বনাশ হ'য়েছে গো—সর্ব্বনাশ হ'য়েছে!—দিদিমণি গো—

হারাধন। তোর কান্না রাখ—কি হ'য়েছে বল?

গরব। কেমন ক'রে বল্‌বো গো—কর্ত্তার যে এক মেয়ে—

হারাধন। ওরে তোরে ব্যগ্রতা করি, শীগ্‌গির বল?

গরব। কর্ত্তা বাবু, সেই যে তুমি কত মুখনাড়া দিলে, ব'ল্লে,—"বিবাগী হবো।" সেই শুনে দিদিমনি একেবারে ঘরে চ'লে গেলো। তার পর বাগানের দিকে গিয়ে, ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে পুকুর পানে চেয়ে চেয়ে—

হারাধন। তারপর—তারপর—

গরব। তাড়াতাড়ি করোনা কর্ত্তাবাবু, আমাকে দম্ ফেল্‌তে দাও!

হারাধন। তারপর—ও গরব—আর কত দম্ ফেলবি?

গরব। এখনো একটু ফেল্‌বো—

হারাধন। না বাছা—আর দম্ ফেলিস্ নি—বল্ বল্—তারপর—

গরব। তারপর পুকুর পানে চেয়ে ব'ল্‌তে লাগলো, —"বাপই যদি বিবাগী হ'লো, আমার আর তবে থেকে কাজকি, মরণই ভালো!"

হারাধন। ব'লে জলে ঝাঁপ দিলে?

গরব। না,—

হারাধন। তবে কি ক'রলে—তবে কি ক'রলে?

গরব। আস্তে আস্তে বিছানায় গিয়ে শুলো।

হারাধন। আঃ বাঁচ্‌লেম, সর্ব্ব রক্ষে—

গরব। সর্ব্ব রক্ষে কি কর্ত্তাবাবু? শোন আগে—

হারাধন। আবার কি?

গরব। বিছানায় শুয়ে এই ফোঁস্ ফোঁস্ ক'রে কান্না! কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে একেবারে অজ্ঞান, আর নড়েও না চড়েও না।

হারাধন। তারপর—তারপর কি শীগ্‌গির বল্?

গরব। তাড়াতাড়ি ক'রোনা কর্ত্তাবাবু, আমায় সব মনে ক'র্‌তে দাও!

হারাধন। আর মনে করিস্ নি গরব! বল্—বল্—

গরব। হ্যাঁ, এইবার মনে হ'য়েছে—গা মুখ সব পাশ হ'য়ে গেল, যত ডাকি "দিদিমণি—দিদিমণি"—সাড়াও নাই, শব্দও নাই, নাকে হাত দিয়ে দেখি—ওমা নিশ্বেসও নাই।

হারাধন। অ্যাঁ—নিশ্বেস নাই? হায় হায় কেন আমার কুমতি হ'লো কেন বিবাগী হব ব'ল্লুম। হ্যাঁরে, নিশ্বেস নাই?

গরব। ছিল না—অনেকক্ষণ ধ'রে মুখে জলের ঝাপ্‌টা দিতে দিতে—নাড়তে চাড়তে চোখ চাইলে। ছোট্ট ক'রে ব'ল্লে—"বাবা"! আবার অজ্ঞান। সেই থেকে একবার চেতন হ'চ্চে, একবার অজ্ঞান হ'চ্চে। ওরে, কি রাত পুইয়ে ছিল রে—আজকের দিন কাট্‌লে যে বাঁচি!

হারাধন। কি সর্ব্বনাশ হ'লো—কি সর্ব্বনাশ হ'লো—মাণ্‌কে—মাণ্‌কে—

নেপথ্যে।—আজ্ঞে—

(মাণিকের প্রবেশ)

হারাধন। ওরে যা বেটা—শীগ্‌গির যা –

মাণিক। যে আজ্ঞে— [মাণিকের গমনোদ্যোগ।

হারাধন। যাস্ কোথায়?—শোন—কোথা যেতে হবে ব'লে দিই, ছুটে যাবি।

মাণিক। যে আজ্ঞে— [ছুটিয়া গমন।

হারাধন। ওরে আবাগের ব্যাটা—শোন্ শোন্—আমার সর্ব্বনাশ হ'তে ব'সেছে—জ্বালার উপর আর জ্বালাস্ নে।

মাণিক। আজ্ঞে না—আর জ্বালাব নি।

হারাধন। যেখানে যত ডাক্তার বদ্দি পাস, ধ'রে নিয়ে আয়। শীগ্‌গির যা।—

মাণিক। যে আজ্ঞে – [মাণিকের প্রস্থান।

হারাধন। হায় হায়—কি হ'লো—কি হ'লো – কি সর্ব্বনাশ হ'লো!—(গরবের প্রতি) চল্ চল্—দেখে আসি।

[উভয়ের প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য

চিকিৎসকের বাজার

অ্যালোপ্যাথিক ডাক্তার মিঃ নন্দী ও মিঃ ঢোল, হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার, বৈদ্য, হকিম, ধাত্রীদ্বয়, গো-বৈদ্য, পশু-চিকিৎসক, বেদিনী, জোঁকওয়ালী, ড্রেসার ও মাণিক।

(গীত)

চিকিৎসকগণ। এসেছি সকাল সকাল—
এড়িয়ে রোগী যায় পাছে।
ক'রে আন খুদ্দফরাস মুখ চেয়ে আছে।
ওলাউঠো প্লেগ বসন্ত রক্তআমাশা,
আমরা আছি—তাই সহরে ক'রেছে বাসা,
ম্যালেরিয়ার খাসা তামাসা;
আমরা সব লায়েক ভারি, বুঝ দ্বারে বোঝে বাঁচে।
লোকের ভিড় কমাই, তাই সহরে হয় ঠাঁই,
রোগে ক'টা চালান দিত ছাই;
গাড়ী গাড়ী চালান দেবার, টাট্‌কা দাওয়াই সব কাছে॥

অ্যালোঃ ডাক্তার। পিল পাউডার মিক্‌শ্চার—
এড়ান এতে নাই কো কার,
বৈদ্য। তৈল আর বটিকা আমার,
(সদ্য) আন্‌বার পারে ঘোর বিকার,
হকিম। দম্ ফুল যায়, এয়'সা গুণ মেরি হালুয়ার;
হোমিঃ ডাক্তার। আমি গ্লবিউল ঝাড়ি, উল্টে বইয়ের পাত,
ওল্টাতে ওল্টাতে পাতা রোগী কুপোকাত;
ধাত্রী। আমরা সব শিক্ষিত দাই, পরিচয় আর কি চাই?
গো-বৈদ্য। মুই গোদাগা, গরু দাগি,
পশু-চিকিৎসক। কুত্তাকে মলম মাখাই—
ঘোড়াকে খাওয়াই দাওয়াই;
বেদিনী। বাত ভাল করি, দাঁতের পোকা ভাল করি,
বেদিনী বসাই শিঙ্গে রক্ত চুষে খাই,
জোঁকওয়ালী। আমি ধেড়ে ধেড়ে জোঁক লাগাই,
ড্রেসার। আমি ড্রেস করি আর পিচ্‌কিরি বাগাই;
মাণিক। সবাই দেখ্‌ছি পোক্ত, রোগ বড় শক্ত,
এসো গিটুগিটু চ'লে এসো, কর্ত্তার এখন বক্ত;
তোমাদের দিক্ হাতে, হয় যাতে—
এস্‌পার কি ওস্‌পার—মেয়ে মরে আর বাঁচে।
সকলে। মেয়ে মরে আর বাঁচে॥

[মাণিকের পশ্চাতে সকলের ভঙ্গিসহ প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য

হারাধনের বহির্ব্বাটী

হারাধন ও মাণিক।

মাণিক। আর মাণ্‌কেকে আহম্মুক বল্‌তে পাবে নি। এই যে যেখানে ছিল, সব ঝেঁটিয়ে এনেছি।

হারাধন। আরে বেটা, ডাক্তার-বদ্দি আন্‌তে ব'ল্লুম, এ কি ক'রেছিস্?

মাণিক। আজ্ঞে—ডাক্তারে যদি না শানে, হোমাপাখী লাগ্‌বে; তায় না থই পায়, বদ্দি—গুলি ঝাড়্‌বে; তাতে না বাগে, হকিম হালুয়া খাওয়াবে; এতেও না সামাল খায়, ডাক্তার ফাড়্‌বে আর পিচ্‌কিরিওয়ালা পিচ্‌কিরি ঝাড়্‌বে আর ল্যাংড়া জড়াবে, আর জোঁকওয়ালী জোঁক লাগাবে আর বেদিনী বেটী শিঙ্গে বসাবে।

হারাধন। আর সব কা'দের এনেছিস্?

মাণিক। আজ্ঞে গরু দাগ্‌তে জানে, ঘোড়ার বাত ভাল করে, কুকুরের ঘায়ে মলম দেয়।

হারাধন। আরে বেটা, সর্ব্বনাশ ক'রেছিস, সর্ব্বনাশ ক'রেছিস, বিদেয় কর—বিদেয় কর।

মণিক। আজ্ঞে, বিদেয় হবে নি—সবে রুকে এসেছে।

(ডাক্তারগণের প্রবেশ)

সকলে। আমাদের valueable time, ব'সে থাকতে পারি নে।

(বৈদ্যের প্রবেশ)

বৈদ্য। আমিও বৈদ্যরাজ, আমারও সময় খাটো নয়।

(হকিমের প্রবেশ)

হকিম। হাম হকিম, হামার ফুরসৎ কম।

হারাধন। আচ্ছা—আসুন আপনারা, মেয়েটীকে দেখ্‌বেন।

[চিকিৎসকগণকে লইয়া হারাধনের প্রস্থান।

(ধাত্রী, গো-বৈদ্য, পশুচিকিৎসক, বেদিনী, জোঁক-ওয়ালী ও ড্রেসারকে লইয়া গরবের প্রবেশ)

গরব। ও মাণিক—মাণিক আমার—

মাণিক। আরে কিরে গর্‌বি—কিরে গর্‌বি—আজ যে তোর সোহাগ বড়!

গরব। মাণিক, একটু বসো।

মাণিক। হাঃ হাঃ, আমার বরাত খুলেছে। (উপবেশন)

গরব। (জোঁকওয়ালীর প্রতি) নাও, এর কপালে দু'টো জোঁক বসাও। (বেদিনীর প্রতি) তুমি শিঙ্গে বসাও। (গো-বৈদ্যের প্রতি) আর তুমি ছেঁদে দাগোতো গা। (পশুচিকিৎসকের প্রতি) আর তুমি তোমার ঘোড়ার দাওয়াই খাওয়াও।

মাণিক। হাঃ—হাঃ—হাহাঃ—খুব মস্‌করা কচ্ছিস্।

গরব। আরে না না—মস্‌করা নয়—তোর বড় ব্যামো।

মাণিক। বেশ—বেশ—

গরব। নাও গো নাও—তোম্‌রা কাজ করো। (গো-বৈদ্যের প্রতি) নাও—নাও ছাঁদো।

গো-বৈদ্য। (দড়ি লইয়া অগ্রসর হইয়া) কই—গরু কই?

গরব। (মাণিককে দেখাইয়া) এই যে গরু। ও গরু ছিলো, মানুষ হ'য়েছে। ছাঁদো—ছাঁদো।

(গো-বৈদ্যের মাণিককে বাঁধিতে অগ্রসর হওন)

মাণিক। তবেরে বেটা, তুমিও মস্‌করা কচ্চ?

গরব। ছাঁদো গো—ছাঁদো,—এখনি হাম্বা ক'রে খেপে উঠবে।

মাণিক। ওরে বাপ্‌রে,—ছাঁদ্‌বে কিরে?

গরব। ধরো ধরো—নাও, জোঁক লাগাও, শিঙ্গে বসাও, পিচ্‌কিরি দাও—

(সকলের অগ্রসর হওন)

মাণিক। ওরে বাপ্‌রে—সার্‌লেরে—

(পলায়ন)

ড্রেসার। রোগী যে পালালো—পিচ্‌কিরি কাকে দেবো?

গরব। তুমি পিচ্‌কিরি আপ্‌নি নাও।

জোঁক। আমাদের টেকা দাও, টেকা দাও—

বেদিনী। আমরা চ'লে যাই, আমরা না ডাক্‌লে আসি নি।

(ন্যাদনা লইয়া মাণিকের প্রবেশ)

মাণিক। আয়, কোন্ শালা ছাঁদ্‌বি—

বেদিনী প্রভৃতি। আরে দেইয়ারে দেইয়ারে—

[গরব ব্যতীত সকলের গোলযোগ করিয়া প্রস্থান।

(হারাধনের পুনঃ প্রবেশ)

গরব। হ্যাঁ গা, কর্ত্তা বাবু, মেয়েটীর আর কতক্ষণ?

হারাধন। কতক্ষণ কিরে বেটী?

গরব। কেন গো—সব যমদূত ডেকে এনেছ তো? ওরা জনাজুতি বাড়ী ওজড় করে। ক'জন জড়িয়ে একটা খুদে মেয়ে আর সার্‌তে পা'র্‌বে না!

হারাধন। চুপ বেটী চুপ, ওরা সব আস্‌ছে;—শুন্‌লে এখনি সব রাগ ক'রে বেরিয়ে যাবে।

গরব। সে তো ভাল গো, মেয়ে তো গিইয়েছে, তোমার বাঁচ্‌বার উপায় হ'বে।

(বৈদ্য ও হকিমের প্রবেশ)

হারাধন। আসুন—আসুন ক'বরেজ মশায় আসুন হকিম সাহেব.—কি দেখ্‌লেন ?

বৈদ্য। ও ডাক্তারেরা দেখ্‌ছেন দেখুন,-রোগটী ত্রিদোষ পূর্ণ, তৈল ঔষধ ব্যবহার ক'র্‌তে হ'বে।

হকিম। নেই, হালুয়া খিলাও হালুয়া খিলাও, যব্‌ সারা পশিনা নিকাল যায়েগা, তব্‌ বেমারি ছুট্‌ যাগা।

বৈদ্য। আরে হালুয়া খাইলে প্যাট ফুলে ম'র্‌বে। তৈল ঔষধ দিয়ে বায়ুর সাম্য করা চাই।

হকিম। নেই—সর্‌বৎ পিলাও। আউর এই মগজ কদ্দুকা তেল শিরমে মালিশ করো—ঠাণ্ডা হো যাগা।

বৈদ্য। আরে লও-লও—তোমার কর্ম্ম নয়—তোমার কর্ম্ম নয়। তোমার রাজমিস্ত্রীরে যাইয়ে হালুয়া খাওয়াও, সর্‌বৎ পিয়াও,—আর ইসে মালিশ করো।

হকিম। কেয়া বুরা বোল্‌তে হো—

বৈদ্য। হ, হক্ বল্‌তিছি।

হকিম। আও, দেখে—

বৈদ্য। কি, আমি মুসুরির ঝোল খাইয়ে বারুইচি, আমারে কম পাইছ ?

[উভয়ে ঝগড়া করিতে করিতে প্রস্থান।

গরব। কর্ত্তা বাবু—কর্ত্তা বাবু, দুর্গা বলো তোমার রাহু-কেতু কাট্‌লো !

(অ্যালোপ্যাথিক ডাক্তারদ্বয়কে আসিতে দেখিয়া)

এইবার শনি-মঙ্গল আস্‌ছে, এইটে সাম্‌লে যাও তো অনেকদিন টে'ক্‌বে।

(মিঃ নন্দী ও মিঃ ঢোলের প্রবেশ)

ডাক্তার নন্দী। (দ্রুতভাষায়) আপ্‌নি মিছিমিছি কতকগুলো টাকা খরচ ক'রে কতকগুলো আনাড়ি কেবল জড় ক'রেছেন। বদ্দি, হকিম, হোমিওপ্যাথ, ওরা রোগের কি জানে, প্যাথালজি প'ড়েছে ?

হারাধন। আজ্ঞে, যা হয় আপনারা উপায় করুন—আপনারা উপায় করুন, মেয়েটী বাঁচ্‌বে তো ?

ডাক্তার ঢোল। (মন্থর ভাষায়) ব—ড়—শ—ক্ক—ট ! এমিটিক—অর্থাৎ যাতে বমি করে, এমন ঔষধ ব্যবহার ক'র্‌তে হবে

ডাঃ নন্দী। এমিটিক ! by no means—কখনই না, পার্‌গেটিভ—জোলাপ দিতে হবে।

ডাঃ ঢোল। জোলাপ দিলে এখনই রোগী মারা যাবে।

ডাঃ নন্দী। বমন করালে এক মিনিট বাঁচ্‌বে না।

ডাঃ ঢোল। আপনার authority কি ?

ডাঃ নন্দী। আপনার authority কি ?

ডাঃ ঢোল। authority !—জোলাপ দিয়ে সেদিন একটাকে মেরেছ।

ডাঃ নন্দী। নাও নাও, সেদিন বমি করিয়ে তুমিও একটাকে সেরেছ।

হারাধন। ম'শায়, ঝগ্‌ড়া ক'র্‌বেন না—ঝগ্‌ড়া ক'র্‌বেন না, আপনাদের এই ফি নেন, রোগটা কি ঠাওরালেন ?

ডাঃ ঢোল। রোগ—ক্যাক্‌হেক্‌সিয়া।

ডাঃ নন্দী। ক্যাক্‌হেক্‌সিয়া !—কখনো না—কখনো হ'তে পারে না, সম্ভব নয়—অসম্ভব !—It is asphyxia (অ্যাস্‌ফিক্‌সিয়া)।

ডাঃ ঢোল। ম'শায়, উনি অন্যায় ব'লছেন।

ডাঃ নন্দী। অন্যায় ব'ল্‌ছি—একি ছেলের হাতে পিটে, যা তা ব'ল্লেই হ'লো, যে এলুম, ফি নিলুম, চ'লে গেলুম। ঠাওরাতে হবে, ভাব্‌তে হবে, বিবেচনা ক'র্‌তে হবে, বিচার ক'র্‌তে হবে, চিন্তা ক'র্‌তে হবে, তবে একটা কথা ব'ল্‌তে হবে।

হারাধন। (স্বগত) এক শালা সুর ধ'রেছে একেবারে ঢিমে তেতালায়, আর এক শালা চৌদুন।

ডাঃ ঢোল। মহাশয়—বুঝুন, আপনার একমাত্র কন্যা, এদিক ওদিক কিছু হ'লে পাগল হবেন, কেমন কিনা বিবেচনা করুন,—রোগ হ'লো সাংঘাতিক, মৃত্যু হ'তে পারে। ঔষধ দিতে হবে—খুব বিবেচনা ক'রে।

ডাঃ নন্দী। নিশ্চয়, তার জন্যে যা ক'র্‌তে হয়, আমি প্রস্তুত। একি ছেলের হাতে পিটে, যে এলুম, ফি নিলুম, চ'লে গেলুম।

ডাঃ ঢোল। আপনি অন্যায় ব'ল্‌ছেন—অ্যাস্‌ফিক্‌সিয়া কখনই হ'তে পারে না, বরং অ্যাপোপ্লেক্‌সি বলা যেতে পারে।

ডাঃ নন্দী। ননসেন্স্‌, বাজে কথা,—বরং ব'লতে

পারো ধনুষ্টঙ্কার। কারণ—শরীরের রক্ত, মাংসপেশী, শিরা, অস্থি, মজ্জা—সমস্ত বিকৃত হ'য়ে রোগীকে ধনুকের মত ক'রে ফেল্‌বার চেষ্টা ক'চ্চে। এর লক্ষণ—হাঁসফাঁস, এপাশ ওপাশ, ঘন ঘন শ্বাস, হাহুতাশ,—কখনো বা কাসে, কখনো বা হাসে, কখনো বা ঝম্পন, কখনো বা কম্পন, ফুস্‌ফুস্ দাহন, নাড়ী অতি দ্রুতগতি, কখনো বা মৃদুগতি, ঘন ঘন মাথা চালা, সর্ব্বাঙ্গে জ্বালা—আস্‌ফিক্‌সিয়া না বলে কোন্ শালার বেটা শালা—

হারাধন। (স্বগত) বাপ! যেন পাঞ্জাব মেল চালালে। (প্রকাশ্যে) মশায়, হ'য়েছে তো?

ডাঃ নন্দী। এখনো আছে, সব নিঃশেষ হয় নাই।

হারাধন। আপনার থাক্—এবার ঢোল ম'শায় কেমন বাজেন দেখি।

ডাঃ ঢোল। অপমান—Defamation.

ডাঃ নন্দী। Defamation—Damn nation.

ডাঃ ঢোল। Damn nation—Damn fool! (পরস্পর দ্বন্দ্ব)

হারাধন। ম'শায়,—ঠাণ্ডা হোন—ঠাণ্ডা হোন—

ডাঃ নন্দী। কি? ঠাণ্ডা হবো—শালা ঢোল বলে Damn fool, চ'ল্লুম—

ডাঃ ঢোল। চ'ল্লুম— [উভয়ের প্রস্থানোদ্যম।

(মাণিক ও গরবের প্রবেশ)

মাণিক। এজ্ঞে, কেউ যেতে পাবেন নি—কেউ যেতে পাবেন নি।

গরব। আজ্ঞে, এই রেড়ীর তেল আর নুন গুলে এনেছি, কে বমি ক'র্‌বেন—কে জোলাপ নেবেন?

ডাঃ ঢোল। আমি বমি ক'র্‌বোনা—রোগী বমি ক'র্‌বে।

ডাঃ নন্দী। আমি জোলাপ নেব না—আমি জোলাপ নেবো না—রোগী জোলাপ নেবে।

গরব। বদ্দি নারায়ণ, আপনারা খেলেই রুগীর খাওয়া হবে। আপনারা ম'লেই রুগী বাঁচ্‌বে।

মাণিক। খাও ডাক্তার বাবু—খাও,—তোমাদের চারিটী পায়ে পড়ি—খাও—

ডাঃ নন্দী। সত্যি খাওয়াবে নাকি! (লম্ফ দিয়া পলায়ন)

ডাঃ ঢোল। ও বাপু ও বাপু, ওকে ধরো, আমার পায়ে বাত, আমি পালাতে পা'র্‌বো না। [ধীরপদে প্রস্থান।

হারাধন। এদের তো হ'লো—এখন সে ডাক্তার বাবু কি ক'চ্চেন?—

(নেপথ্যাভিমুখে উচ্চৈঃস্বরে) ম'শায়, কি হ'চ্চে আপনার?

নেপথ্যে। সিম্‌টম্ নিচ্চি—সিম্‌টম্ নিচ্চি—

হারাধন। আসুন—আসুন—বেরিয়ে আসুন।

নেপথ্যে। দাঁড়ান—দাঁড়ান—বই খুলে সিম্‌টম্ মিলুচ্চি—

গরব। আসুন—আসুন—

(পুস্তক পড়িতে পড়িতে হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারের প্রবেশ)

হোমিওপ্যাথিক। ব'ল্‌তে পারেন—শুয়ে ক'বার পাশ ফেরে? ভ্রূর উপর মাছি বসে কি না?

গরব। আজ্ঞে উনি ব'ল্‌তে পার্‌বেন না, উনি ব'ল্‌তে পার্‌বেন না, আমি ব'ল্‌ছি।—ঘুমিয়ে পাশ ফেরে, পায়ের উপর ভর দিয়ে দাঁড়ায়, মশা কাম্‌ড়ালে গা চুল্‌কোয়, মাছি ব'স্‌লে তাড়ায়, আর তোমার মত ডাক্তার পেলে—ঝেঁটিয়ে বিষ ঝাড়ায়!—

হোমিওপ্যাথিক। কি—কি, অপমান—অপমান—আমি চ'ল্লুম আমি—চ'ল্লুম।

[প্রস্থান ও তৎপশ্চাৎ মাণিকের ভঙ্গীসহ গমন।

হারাধন। কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা নিলে, ঝুড়ি ঝুড়ি ব'ক্‌লে, তড়্ তড়িয়ে স'র্‌লো!—যাক্, এ বেটাদের কাজ নয়। কোন রকম টোট্‌ক্যা ওষুধ চেষ্টা করা যাক্।

[হারাধনের প্রস্থান।

গরব। এইবার আমার ডাক্তার খুঁজ্‌তে বেরুই—যে এক তুড়িতে রোগ ভাল ক'র্‌বে। যেমন ভরা-রস-যৌবন, তেম্‌নি রসিক বদ্দিও তো চাই। এ রোগে বায়ু-পিত্ত-কফ তিনিই প্রবল, তবে বাইয়ের ভাগটা কিছু বেশী। আমি যে রুগী আর রোজা দুইই হ'য়ে হাড়ে হাড়ে বুঝ্‌ছি। ও বালাই ডাক্‌তে হয় না, খামকা এসে জুলুম করে।

(গরবের গীত)

যৌবন কেন আসে কে জানে।
বাণ ডেকে গাঙ্গ ভ'রে যেন ব'য়ে চলে উজানে ॥
ফিরে বয় মনের ধারা, থাকে না কূল্ কিনারা,
ভেসে গিয়ে কুলশা পেয়ে, হয় দিশেহারা ;
ডোবে ওঠে তুফাণ খেলে, কখন তোলে কখন ফেলে,
পাথারে পাক দে নে যায়, প্রাণ কাঁপে খর টানে।
তবু তরে জো'র বয় কাণে কাণে।

[গরবের প্রস্থান।

অষ্টম দৃশ্য

পথ

(গরবের প্রবেশ)

গরব। ঐ দেখ, আবার মাণ্‌কে ছোঁড়া পেছু পেছু আস্‌ছে। ওকে তাড়াই, না তাড়ালে রসিক বাবুর সঙ্গে দেখা করা হ'বে না। ভয় দেখাই, নইলে সঙ্গ ছাড়্‌বে না। বিস্তর কাকুতি মিনতি ক'রে,—এক একবার ইচ্ছে হয়—ছোঁড়াকে বে' করি। বড় বোকা, তা বোকা ভাতার না হ'লে, নাকে দড়ি দে' বেড়াব কি ক'রে?

(মাণিকের প্রবেশ)

মাণিক। ও গরব—গরব! তুই যা বল্লি, তাই তো কর্‌লুম, ডাক্তারদের তাড়ালুম। তুই বিয়ে ক'র্‌বি ব'লেছিলি, বিয়ে ক'র। বিয়ে ক'র্‌বি তো?

গরব। এসেছিস্—আয়, আমার সঙ্গে চল্।

মাণিক। কোথায় যাচ্ছিস্?

গরব। ও পাড়ার ডানবুড়ী বৈষ্ণবীর কাছে যাচ্ছি, চ'।

মাণিক। ছিঃ—ছিঃ—সেখানে কেনে রে?

গরব। কারুকে বলিস্ নি, তোরে বে ক'র্‌বো, তাই তোরে এখন চুপি চুপি ব'ল্‌ছি। আমি ওর কাছে ডাইনে মন্তরটী শিখেছি,—এখন গাছচালা মন্তরটী শিখ্‌তে যাচ্ছি।

মাণিক। ডাইনে মন্ত্র শিখেছিস্ কিরে?

গরব। নইলে আর তোরে বে' ক'র্‌তে চাচ্ছি কেন? তোর কাছে শুয়ে থাক্‌বো, আর একটু একটু ক'রে তোর বুকের রক্ত খাবো।

মাণিক। নে নে ঠাট করিস্ নে. তোর কথা শুনে ভয় লাগে।

গরব। ভয় কিরে, তোর বুকের রক্ত খাবো, তা কি তুই টের পাবি? এই দ্যাখ, তুই সাম্‌নে দাঁড়া দেখি,— একটু খাই, তুই টেরও পাবি নে।

মাণিক। ওমন করিস্ তো তোরে বে' ক'র্‌বো নি।

গরব। বে' কর্‌বে বইকি!—মাণিকচাঁদ—মাণিক আমার—তোমাকে কি আমি ছাড়বো, বে ক'র্‌বোই ক'র্‌বো। (উচ্চৈঃস্বরে বিভীষিকা দেখাইয়া) ওরে তোর বুকের রক্ত খাবার জন্য আমার জিভ্ শুকিয়ে উঠ্‌ছে!— মাণিক, সাম্‌নে দাঁড়া, সাম্‌নে দাঁড়া—আমি তোরে বে' ক'র্‌বো—আমি তোরে বে কর্‌'বো। হাড়ীঝি চণ্ডীর দোহাই, আয় আয়, বুকের রক্ত মুখে আয়!—

মাণিক। ওরে বাস্‌রে!

[মাণিকের পলায়ন।

গরব। হাঃ হাঃ হাঃ—যাক্—আপদ গেল। এখন রসিক চূড়ামণি কোথায় দেখি। ঐ যে আসছে।

(রসিকের প্রবেশ)

রসিক। পিরীতে খুব আক্কেল দিলে বাবা! পিরীতে যে রাস্তায় রাস্তায় এমন ঘোড়দৌড় করায়, তা জান্‌তেম না,—আবার রাতদুকুরে বুকের উপর ঢেঁকীর পা পড়ে। একবার চোখের দেখা দেখ্‌তেম, তা তো তিন দিন গা ঢাকা! নয়নাবাণ শুনেছিলুম, এমন হাড়ে বেঁধে, তা কে জানে! দোতালা ঘর, বিদ্যাসুন্দরের মত সুড়ঙ্গ কাট্‌তে. পার্‌লেও তো সুবিধা নাই। মাখাল ঠাকুরের বরে যদি একটা সুরাহা লাগে, দোহাই মদন রাজা, একটা পথ দেখাও, তোমায় পাঁচ কড়া সিন্নি দেবো। ঐ যে—ঐ না গরবভরে গরবিনী এদিকে আস্‌ছে? চাউনিটে যেন আমার উপরে একটু নেক্‌নজর বোধ হ'চ্ছে, দেখি কথা ক'য়ে।

গরব। (স্বগত) এই যে দিদিমণির মতন মনে মনে ভাঙ্গ্‌ছে গ'ড়্‌ছে। নেহাত এক হাতে তালি বাজে নাই।

রসিক। ও গরব—গরবমণি—

গরব। ওমা, রাস্তার মাঝখানে কে ডাকে গো?

রসিক। এই যে আমি ডাক্‌ছি, তোমার নাম গরব না?

গরব। না।

রসিক। তুমি হারাধনবাবুর বাড়ী থাকো না?

গরব। ওমা—এ কে গো- পাগল নাকি?

রসিক। কেন গো—পাগল কি দেখ্‌লে?

গরব। আমি পাগল চিনি।

রসিক। পাগল চেনো?

গরব। চিনি বই কি।

রসিক। কি ক'রে চিন্‌লে?

গরব। এই তোমায় দেখে।

রসিক। তোমার খুব জবর ঠাওর, পাগলই ক'রেছ।

গরব। তবে আর কি—পথ দেখ, আমি চ'ল্লুম।

রসিক। কোথায় চ'ল্লে বল না?

গরব। আমার পাগলের সঙ্গে পাগ্‌লামো ক'র্‌বার সময় নাই, সরো—

রসিক। আমি তো পাগল নই।

গরব। এঃ তুমি এমন মিথ্যাবাদী, আপনার মুখে ব'ল্লে পাগল, আবার ব'ল্‌ছো—পাগল নই! আমি চ'ল্লুম, আমার কাজ আছে।

রসিক। কোথায় যাচ্চ?

গরব। রসিক খুঁজ্‌তে।

রসিক। ব্যস্! তবে আর কি,- এই তো থান্‌কে থান্ তোমার সাম্‌নে বর্তায়,—আমি নামে রসিক, কাজে রসিক।

গরব। মিছে কথা।

রসিক। সে কি, আমি এত বড় রসিক, তোমার পছন্দ হ'চ্ছে না?

গরব। না, তোমার রসিকের চেহারাই নয়।

রসিক। তোমার রসিক কিসে হয় শুনি?

গরব। রসিক আঁদাড়ে-পাঁদাড়ে ঘুরে বেড়ায়, গালে-মুখে চড়ায়, দিন রাত বিরহে হা হুতাশ করে, ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়ে, আর গাছ দেখ্‌তে পেলে একেবারে ডালে গিয়ে চড়ে।

রসিক। তবে আর কি—তবে আমিই সেই।

গরব। রসিক হ'লেই হ'লো—রসিক অম্‌নি প্রেমে টুপ-টুপে হবে যেন নুনে ফেলা জারক নেবুটি! যার বদহজমি হবে, একবার গা চাট্‌লেই ভাল হবে!

রসিক। আমিও প্রেমের নুনে টুপ-টুপে হ'য়ে আছি। তোমার বদহজমি হ'লে বুঝ্‌তে পার্‌তে।

গরব। আবার তাতে লঙ্কা দেওয়া।

রসিক। আমিও লঙ্কার ঝোল মাখা।

গরব। তুমি ঠিক ব'ল্‌ছ—প্রেমে টুপ টুপে?

রসিক। ঠিক।

গরব। আচ্ছা দেখি, তুমি চাঁদ দেখ্‌লে কি কর?

রসিক। হাঁ ক'রে চেয়ে থাকি।

গরব। হ'লো না, প্রেমিক চাঁদ দেখ্‌লে চোখে কাপড় দেয়, ঝাঁজ সইতে পারে না। মলয় হাওয়ায় গায়ে ফোস্‌কা পড়ে,ফুলের গন্ধে মাথা ধরে, আর ভোম্‌রা দেখ্‌লে আঁৎকে উঠে দোরে খিল্ দেয়; আর ঘন ঘন ভিরমি যায়।

রসিক। আমার রোগ ধ'রেছ—আমিও ঠিক অম্‌নি করি।

গরব। ওঃ—তবে তোমার কাঁচা প্রেম, পাকা প্রেম হ'লে সে আর একরকম।

রসিক। আমার কাঁচা পাকা দু'রকমই,—

গরব। কই—তোমায় তো প্রেমে তেমন দেখ্‌ছি নে?

(উভয়ের গীত)

গরব। পাক্‌লে প্রেম তখন হয় বেজার।
নিশিদিন করে সে হায় হায়—
থেকে থেকে গালে-মুখে দু'হাতে চড়ায়।

রসিক। হায় হায়—(গালে চপটাঘাত করণ)

গরব। কখন বা হিঃ হিঃ হাসে,
কেঁদে কেঁদে কখন কাসে,
কখনো গুম্ খায়, আকাশ পানে চায়—

রসিক। ওঃ প্রাণ যায়!

(হাস্য, ক্রন্দন, কাসি,—পরে গুম্ খাইয়া আকাশ পানে দৃষ্টিপাত করণ)

গরব। যখন প্রেম বুকে ঝাঁকে, দু'হাতে বুক চেপে থাকে,
খামকা তেওড়ে উঠে, ঘুরপাক সে খায়।

রসিক। বুক যায়, প্রেম গলায় গলায়—

(বুক চাপিয়া বসিয়া হঠাৎ খিঁচিয়া উঠিয়া গরবের চারিদিকে ঘূর্ণন)

গরব। বেশ বেশ দেখ্‌ছি শেষ, থামো থামো—
এমন প্রেমের জমাট হয় না কারু' সোজায়॥

রসিক। সোজা তো নয়, বুঝেছ, এখন তুমি অভয় দাও।

গরব। অভয় দিতেই তো এসেছি, তুমি না ভয় পাও।

রসিক। তবে রতনমালা কি আমার কাছেই তোমায় পাঠিয়েছে?

গরব। ওমা, তোমার কাছে কেন?—ও পাড়ার ভজহরিকে ডাক্‌তে যাচ্ছি।

রসিক। আর নাকানি-চোবানি খাইয়ো না।

গরব। তুমি অবধূত হ'তে পার্‌বে?

রসিক। অবধূতের আবার লক্ষণ কি আওড়াও, শুনে বুঝি।

গরব। ঝাড়িয়ে দিদিমণিকে আরাম ক'র্‌তে পার্‌বে?

রসিক। একটু জবর হেঁয়ালির ধাতে চ'লেছ, একটু সাদা কথায় বুঝিয়ে দাও।

গরব। পিরীতে ধ'র্‌লে কি হয়, তা তো তুমি আপনিই দেখালে, তবে এর উপর একটু রং চড়িয়ে, দিদিমণি আমার বিছানায় শুয়ে পড়েছে। আমি কর্ত্তাকে ব'লেছি, দিদিমণির ভারি অসুখ। কর্ত্তা মিন্‌সে—ডাক্তার, বদ্দি, হকিম, কত কি আন্‌লে, কিন্তু রসিক বদ্দি নইলে তো রোগ ভাল হ'বে না,—তাই রসিক বদ্দি খুঁজ্‌তে এসেছি। এখন বৈদ্যরাজ, চলুন।

রসিক। চলো—চলো—কোথায় যেতে হবে বলো? আমি যমের বাড়ী যেতেও রাজী আছি।

গরব। বালাই! তা হ'লে আমার দিদিমণি কাকে নিয়ে থাক্‌বে?

রসিক। তাইতো, ঠিক ব'লেছ, যমের বাড়ী যাওয়া হ'লো না, তবে কোথায় নে যাবে চলো।

গরব। অত তাড়া ক'রলে চ'ল্‌বে না, তোমায় তো কর্ত্তা চেনেন না?

রসিক। না। আমার নাম জানেন, শুধু আমার সঙ্গে নিয়ে সনাতন খুড়ো আনাগোনা ক'রেছে।

গরব। এখন কর্ত্তা এমন লোক খুঁজ্‌ছেন, যে ঝাড়ান-ঝোড়ান ক'রে ভাল ক'র্‌তে পারে। তুমি অবধূত সেজে আমার সঙ্গে এস।

রসিক। আচ্ছা বাবা,—প্রেমে যোগী সাজাবে সাজাও, রাজী আছি। এখন সাজিয়ে কুঞ্জে নিয়ে চলো।

গরব। শুধু যোগী সাজ্‌লে তো হ'বে না, একটু ঝাড়ান-মন্ত্র শিখ্‌তে হ'বে।

রসিক। আচ্ছা চাঁদ, তোমার পাঠশালের প'ড়ো ক'রে নাও।

গরব। এমন মন্ত্র ঝাড়্‌তে হ'বে যে, একবার ঝাড়-ফুঁকেই তোমাদের দু'জনের রোগ আরাম হয়। পারবে তো?

রসিক। পার্‌বো—খুব পার্‌বো।

গরব। এতে একটু চালাকি চাই, তুমি ছেলে মানুষ, পার্‌বে না, তোমার সনাতন খুড়োর কাছে তালিম নাও।

রসিক। আমায় তালিম নিতে হ'বে না, মদন রাজাই আমায় তালিম দেবেন।

গরব। না না, তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করিগে চলো। বে'র সব জোগাড় ক'র্‌তে হবে,—বরযাত্রী, কন্যাযাত্রী নিমন্ত্রণ ক'র্‌তে হবে।

রসিক। তাতে কি হবে?

গরব। ঐ তো বল্লুম, তুমি ছেলে মানুষ, সব বুঝ্‌তে পার্‌বে না। চলুন, সনাতনবাবুকে সব বলি গে। তিনি যেমন যেমন বলেন, সেই রকম ক'রো।

[উভয়ের প্রস্থান।

(বঙ্গরমণীগণের প্রবেশ)

(গীত)

কাঙ্গালী বাঙ্গালীর মেয়ে, কাজ কি বিবিয়ানা বাই।
বুকে-পিটে সেঁটে ধরে, জ্যাকেট-বডির মুখে ছাই॥
এখন চ'লছে কল্‌তাপেড়ে সাড়ী, শাঁখার আদর বাড়ী বাড়ী,
ভেঙ্গে কাচের বাসন কাচের চুড়ি, ঘুচেছে কাচের বালাই॥
প'রেছে ধুতিচাদর, বেড়েছে তাঁতীর আদর,
কলুকচের কদর এখন, লিবারপুল আমদানি নাই॥
দেখেছে ঠেকে শিখে, সাহেবয়ানা বেবাক ফিকে,
বলে না সাজতে বিবি, সাবান ছেড়ে ব্যাসম তাই॥
সাহেব ব'লে দিতে ধোঁকা, নাম রাখে না আঁকাবাঁকা,
(এখন) ব'ল্‌তে বাঙ্গালীর ছেলে, বাঙ্গালীর আর সরম নাই।
বুঝিলা এতদিনে গরবের দিন এলো ভাই॥

[সকলের প্রস্থান।

নবম দৃশ্য

হারাধনের বহির্বাটীর প্রাঙ্গণ

(হারাধনের প্রবেশ)

হারাধন। কি উপায় হবে? টোটকা ওষুধেও তো কিছু হ'লো না। ক্রমেই বৃদ্ধি—ক্রমেই বৃদ্ধি! আগে কত সন্ন্যাসী-অবধূত আস্‌তো, শুনেছি তারা ফুঁ দিয়ে, ছাই দিয়ে মরা বাঁচাতে পারে। কি ক'র্‌বো, কি হবে?

(মাণিকের প্রবেশ)

মাণিক। কর্ত্তা বাবু—কর্ত্তা বাবু, বড় ফ্যাসাদ বেধেছে গো—

হারাধন। কিরে কি—আবার কি ফ্যাসাদ?

মাণিক। এই গর্‌বি বেটী হজ্জুত ক'রে আমায় বে ক'র্‌তে চায়।

হারাধন। নে নে থাম্—বেল্‌কোপনা রাখ্।

মাণিক। না কর্ত্তা বাবু, তোমার পায়ে ধরি, বেলকোপনা নয় কর্ত্তাবাবু!

হারাধন। বে ক'র্‌তে চায় তো কি?

মাণিক। বড় হাঙ্গামা গো—বুকের রক্ত চুষ্‌বে।

হারাধন। বুকের রক্ত চুষ্‌বে কি?

মাণিক। হেঁগো হেঁ,—এক চুমুক বুকের রক্ত খাবে, তবে ছাড়্‌বে। আমি দেশের মানুষ—দেশে চ'লে যাই।

হারাধন। এই দেখ, গর্‌বি বেটী এ বোকা বেটাকে কি ভয় দেখিয়েছে। নে—তুই ভাবিস্ নে, তোর কে কি করে?

মাণিক। ওই এলো গো— [বেগে প্রস্থান।

হারাধন। কি ক'র্‌বো— কি হবে—আমার বরাতে তেমন একটা সন্নিসি-ফন্নিসি জোটে না!

(গরবের প্রবেশ)

গরব। হাঃ হাঃ—হাঃ——

হারাধন। মাগীর আক্কেল দেখেছ! বেটী সকলের সঙ্গে ঢং ক'রে বেড়াচ্ছে; কারুর সর্ব্বনাশ, কারুর পৌষ মাস!—কি, হ'য়েছে কি?

গরব। হিঃ—হিঃ—হিঃ——

হারাধন। আ মর—তুই খেপ্‌লি নাকি? হেসে ম'র্‌ছিস্ কেন?

গরব। হুঃ হুঃ—হুঃ——

হারাধন। কি কাণ্ডটা বল্ দেখি? তোর আক্কেল কি? বাড়ীতে না ব্যারাম? দাঁড়া বেটী, তোর হাসি বা'র কচ্চি।

গরব। হোঃ হোঃ হোঃ—কর্ত্তাবাবু, হাসো গো হাসো—

হারাধন। তোর ব্যাপার দেখে সত্যি হাসি পাচ্চে,—কি কাণ্ডটা বল্ দেখি?

গরব। হাসো—হাসো—আর দেরি ক'রো না,—আমার মত হোঃ হোঃ ক'রে হাসো।

অন্তরাল হইতে মাণিক। হেসো নি গো—হেসো নি,—বেটী রুকে এসেছে।

হারাধন। খামকা হাস্‌তে যাবো কেন? কি হ'য়েছে বল?

গরব। সে আমায় মাথার দিব্যি দিয়ে ব'লেছে, না হাস্‌লে কিছুতে ব'লবো না, হাঃ হাঃ হাঃ—হাসো কর্ত্তাবাবু হাসো—হিঃ হিঃ হিঃ—

হারাধন। এই নে বেটী—হিঃ হিঃ হিঃ—এমন পাগল দেখি নি,—হ'লো?—এখন কি বল?

গরব। তবে শোনো—এইবার দিদিমণির অসুখ ভাল হবে।

হারাধন। কি বলিস্—কি বলিস্, কেমন ক'রে—কেমন করে?

গরব। আমি সেই তাঁকে পায়ে-হাতে ধ'রে এনেছি।

হারাধন। কাকে রে?

গরব। ও মা!—তুমি কিছু শোননি নাকি? সহর শুদ্ধ লোকে ধন্যি ধন্যি ক'চ্চে!—বলে সাক্ষাৎ পঞ্চানন্দ শিব। সবাই ব'ল্‌ছে, ইনি আর দিনকতক সহরে থাকলে, নিমতলা আর কাশীমিত্রির ঘাট হাওয়া খাবার বাগান হবে। আমি স্বচক্ষে দেখেচি কর্ত্তাবাবু, একজনের মা, মরা ছেলে কোলে ক'রে এনে পায়ের কাছে ফেলে দিলে, তা তিনি কি ছুঁলেন?—একটা তুড়ি দিতেই ছেলেটা ধর্‌মড়িয়ে উঠে, ঢিপ্ ক'রে তাঁর পায়ে একটা গড় ক'রে, মায়ের আঁচল ধ'রে তিড়িং তিড়িং ক'রে নাচ্‌তে নাচ্‌তে ঘরে চ'লে গেল।

আসতে কি চান্—কত ক'রে হাতে-পায়ে ধ'রে, তোমার নাম ক'রে, তবে এনেছি।

হারাধন। কই, কোথায় তিনি?

গরব। এখনি ডেকে আন্‌বো?

হারাধন। আন্‌বি না তো কি?

[গরবের প্রস্থান।

এদ্দিনে বুঝি অদৃষ্ট প্রসন্ন হ'লো।

(অবধূতবেশী রসিকমোহনের সহিত গরবের পুনঃ প্রবেশ)

রসিক। তেরা ভালা হোয়।

গরব। ও ঠাকুর, খোট্টাই বুলি ব'লো না, উনি বুঝ্‌তে পারেন না।

হারাধন। এঁ্যা—ইনি!—এঁর যে এখনো ভাল ক'রে দাড়ী ওঠে নি, ইনি রোগ ভাল ক'র্‌বেন?

গরব। চুপ করো কর্ত্তাবাবু, ও সব কথা বলো না, শুনলে চ'টে চ'লে যাবেন। বড় দাড়ী হ'লেই বুঝি বেশী বিদ্যে হয়? দাড়ীর সঙ্গে বিদ্যের সঙ্গে কি? দাড়ী বড় রাখলেই যদি পণ্ডিত হয়, তা হ'লে বোকা পাটাগুলো এক একটা দিগগজ পণ্ডিত।

মাণিক। (অন্তরাল হইতে) রোস্—দিদিমণি একবার ভাল হোক, একে ধ'রে বেটীর ডাইনে বিত্তি ছাড়াবো।

হারাধন। ম'শায়, শুনিছি আপনি চিকিৎসাশাস্ত্র-বিশারদ।

রসিক। না, চিকিৎসাশাস্ত্র—এমন কিছু নয়, তবে কি জানেন, আমি দৈব-বিদ্যা লাভ ক'রেছি,—মন্ত্র, কবচ, জলপড়া, ঝাড়াঝোড়া, নানারূপ সুকৌশল আমার করগত।

গরব। শুনছ কর্ত্তাবাবু—শুনছ?

হারাধন। (স্বগত) তাইতো—অদ্ভুত লোক! (প্রকাশ্যে) আমি সেই কথা ব'লছি—আমি সেই কথাই ব'লছি।

রসিক। দেখি—আপনার হাত দেখি। (হারাধনের নাড়ী দেখিয়া) আপনার কন্যার দেখ চি—উৎকট পীড়া।

হারাধন। ম'শায়, কেমন ক'রে বুঝ্‌লেন?

রসিক। তাই যদি না বুঝ্‌বো, তবে আর চিকিৎসা করি কি? কি জানেন—"আত্মাবৈজায়তে পুত্রঃ" বাপ্‌কি বেটা—সিপাইকি ঘোড়া। আপনার ও আপনার কন্যার দেহের একই ধরণ। একটী স্ত্রীলোক পাগলের মতন হ'য়েছিল তার বাপকে তিন কিল মার্‌লুম, আর তার পাগ্‌লামি ছেড়ে গেল।

মাণিক। (রসিকমোহনের নিকটে আসিয়া) ওগো, আমাকে গোটা দুই তিন কিলিয়ে, গর্‌বি বেটীর ডাইনে বিত্তি ছাড়াও।

হারাধন। নে নে—চুপ্ কর—স'রে যা। [মাণিকের অন্তরালে গমন।

রসিক। আপনাকে পরীক্ষা ক'রে আপনার কন্যার সব রোগ নির্ণয় ক'র্‌বো। কি জানেন, আমি স্ত্রীলোকের দেহ স্পর্শ করি না। জন্মাবধি আমার স্বভাবতঃ ঘৃণা। বিবাহ তো ক'রবোই না, স্ত্রীলোকের দেহও কখনো স্পর্শ ক'র্‌বো না। এখন দাঁড়ান দেখি, হাঁ করুন। (হারাধনের হাঁ করণ)

মাণিক। (রসিকের প্রায় নিকটে আসিয়া) ওগো, আমিও হাঁ কচ্চি, এই বেটীর রোগটা ঠাওরাও।

হারাধন। দ্যাখ্—দিক্ করিস্ নি। [মাণিকের অন্তরালে গমন।

রসিক। ইস্, তাইতো—রোগ বড় সাংঘাতিক হ'য়ে উঠেছে। আচ্ছা ম'শায়, হাস্থন দেখি। (হারাধনের হাস্যকরণ)

মাণিক। (অন্তরাল হইতে) এই দেখ, আমিও—(হাস্যকরণ)

হারাধন। আবার জ্বালাতন করে!

রসিক। আচ্ছা, জোরে জোরে নিশ্বাস ফেলুন।

(হারাধনের জোরে নিশ্বাস ত্যাগ করণ)

মাণিক। (অন্তরাল হইতে ইঙ্গিত করিয়া জোরে নিশ্বাস ত্যাগ করণ)

রসিক। হুঁ—মানসিক পীড়া। আর কিছু দিন আগে খবর দেওয়া উচিত ছিল। বড় বাড়াবাড়ি হ'য়ে উঠেছে।

হারাধন। হ্যাঁ ঠাকুর, তবে কি—এখন কোন উপায় হবে না?

রসিক। সে আপনার কন্যাকে দেখলে বুঝ্‌তে পারবো।

হারাধন। তবে চলুন।

রসিক। যাব কোথা? আমি স্ত্রীলোকের মন্দিরে কখনো প্রবেশ করি না। আপনার মেয়ে ম'লো কি বাঁচ্‌লো—তাতে আমার কি? আমার চিরকুমার ব্রত ভঙ্গ হবে? বটে—বেশ তো আপনার উপদেশ? কোথায় সে মাগী,—তুই কেন আমায় এখানে আন্‌লি?

মাণিক। (গরবকে দেখাইয়া) ওই যো—ওই যো—

হারাধন। ম'শায়, ঘাট হ'য়েছে, মাপ করুন, কথাটা হটাৎ আমার মুখ থেকে বেরিয়ে গেছে। তবে কি ক'রে রোগী দেখ্‌বেন?

রসিক। হাঃ হাঃ—হাঃ হাঃ—এই, এই ভাবনা? তিন তালিতে তাকে হেতা তুলে আন্‌বো। এক—দুই—তিন (তালি প্রদান)

(রতনমালার বেগে প্রবেশ করিয়া বসিয়া পড়ন)

হারাধন। বাপ্‌ কি কাণ্ড!

মাণিক। বলিহারি রোজা তিন তালিতে দিদিমণিকে চেলে আন্‌লে!

গরব। ঠাকুর, আপনি আসুন, এইখানে বসুন। চলুন কর্ত্তা বাবু, আমরা এ ঘর থেকে যাই।

মাণিক। যাবি কোথা—তুই বেটী ব'স কর না।

হারাধন। সে কি—যাবো কেন?

গরব। সে কি, রোজা দিদিমণিকে সব কথা জিজ্ঞেস্‌ ক'র্‌বে, তবে তো? চলো—চলো—দাঁড়িয়ে কি দেখ্‌ছো? এই বুঝি, আবার চটালে, আর আমি খোসামোদ ক'রে ডেকে আন্‌তে পার্‌বো না।

হারাধন। না—না চ চ।

গরব। মাণকে মুখপোড়া, চ'লে আয়।

মাণিক। তোর পেছু চ'ল্লুম এই যে—

[হারাধন ও গরবের একদিক দিয়া এবং মাণিকের অন্যদিক দিয়া প্রস্থান।

রসিক। (রতনের সম্মুখে হস্ত সঞ্চালনে ঝাড়ানের ভাণ করিয়া) রতন, বেশ মেঘনাদের যুদ্ধ ক'রেছ। জানালার আড়াল থেকে মেঘনাদের নয়নবাণ হেনেছ আর আমি প্রাণের জ্বালায় রাস্তায় ছুটোছুটী ক'রেছি। আর তুমি তোফা নিশ্চিন্ত আছ।

রতন। তা ব'ল্‌বে বই কি, রাস্তা থেকে তোমার তিরন্দাজি কি কম? তুমি তো নিশ্চিন্ত ছিলে, আমি গরবকে দিয়ে ধ'রে এনেছি, তবে তো?

রসিক। তা বেশ সন্ন্যাসী সাজিয়েছ; এখন বাড়ী ডেকে যেন অম্‌নি বিদায় ক'রো না।

রতন। আমার তো আর কিছুই নাই, সম্বলের মধ্যে একটী প্রাণ ছিলো, তা তো জোর ক'রে কেড়ে নিয়েছ।

রসিক। আচ্ছা ভাল, যদি আমার জোর চলে, তবে জোর ক'রে নে তোমায় বুকে রাখি। (বাহু প্রসারণ)

রতন। থামো থামো—বাবা দেখ্‌ছেন। আমাদের ষড় যদি জান্‌তে পারেন, তবে তোমার বুজ্‌রুকি সব বেরিয়ে যাবে।

রসিক। যো কি? আমি তো শুধু তালি দিয়েছি,—তুমি যে রকম বুজ্‌রুকি ক'রে পাগলের মতন ছুটে এসে ব'সে পড়্‌লে, তাতে আমিই ধোঁকা খেয়েছিলুম, যে সত্যি বা কি হ'য়েছে।

রতন। আমার ওস্তাদ কেমন—গরবিণী!

রসিক। আমরা দু'জনেই এক গুরুম'শায়ের প'ড়ো।

হারাধন। (দূর হইতে গরবের প্রতি) এত ফুস্‌ ফুস্‌ ক'রে কি ব'ল্‌ছে?

গরব। ঝাড় ফুক্‌ ক'চ্চে কর্ত্তাবাবু—ঝাড়ফুক্‌ ক'চ্চে। দেখ্‌ছো না, দিদিমণির মুখে হাসি বেরিয়েছে।

রসিক। গরব তোমায় সব ব'লেছে তো?

রতন। সবই ব'লেছে, আমি ঠিক আছি। বাবা আস্‌ছেন, আমি এখন যাই। [রতনের প্রস্থান।

হারাধন। (নিকটে আসিয়া) কেমন দেখ্‌লেন?

রসিক। দেখ্‌বো আর কি,—সমূহ বিপদ উপস্থিত।

হারাধন। কি—কি ঠাকুর, আরোগ্য হবার কোন আশা নাই?

রসিক। আশা আছে, উপায় ক'র্‌তে পার্‌লে হয়।

হারাধন। উপায় আছে?

রসিক। আছেও বটে—নাইও বটে।

হারাধন। ম'শায়, আমরা মুখ্য সুখ্য লোক, আপনি পণ্ডিত, আপনার সব কথা বুঝ্‌তে পাচ্চিনে। যদি কোনরূপ উপায় থাকে, আপনি করুন। আমি বুঝ্‌তে পেরেছি, আপনার দ্বারাই আমার কন্যা আরোগ্য হবে, নয় তো নয়।

রসিক। আপনার কন্যার পীড়া সম্পূর্ণ মানসিক। আমি বিশেষ পরীক্ষা ক'রে দেখ্‌লেম, মস্তিষ্কের বিকার উপস্থিত। সেইজন্য একটী বাতিক সৃষ্টি হ'য়েছে, বিবাহের বাতিক। এর মনে দিন রাত বিবাহের বাসনা প্রবল। ছিঃ ছিঃ কি লজ্জা—কি ঘৃণার কথা! ম'শায়, সমাজ থেকে বিবাহের কুপ্রথা কবে উঠে যাবে?

হারাধন। অতি উচ্চ প্রকৃতি, অতি উচ্চ দরের লোক!

গরব। মানুষ নয় বাবু—মানুষ নয়।

হারাধন। এখন কি উপায় হবে?

রসিক। দেখুন, যে সব লক্ষণ দেখ্‌লুম, তাতে শীঘ্র উপায় না ক'র্‌লে মৃত্যু সন্নিকট।

গরব। দিদিমণি, তোমার কপালে এই ছিল! (কপট ক্রন্দন)

হারাধন। হায় হায়—কি হবে! ম'শায়, আমি আপনার গোলাম হ'য়ে থাক্‌বো, আপনি রক্ষা করুন।

রসিক। ব্যস্ত হবেন না, স্থির হোন। এক্ষণে আপার কন্যার উপায় কি জানেন?—বিবাহের একটা অনুকল্প ক'র্‌তে হবে।

হারাধন। বিবাহের অনুকল্প কি রকম?

রসিক। যেমন মধ্বাভাবে গুড়, ফুলচন্দন দিয়ে পূজা না ক'রে যেমন গঙ্গাজলে ফুলচন্দনের অনুকল্প করে পূজা করা হয়, তেম্‌নি মিছিমিছি একটা বিবাহ ব্যাপার বাধাতে হবে। সবই মিছে, মিছিমিছি বিবাহ হবে।

হারাধন। আজ্ঞে, বে হবে?

(রসিকমোহনের কপট ক্রোধ প্রকাশ পূর্ব্বক গমনোদ্যম)

গরব। (ব্যস্ততার ভাণ করিয়া) যা সর্ব্বনাশ ক'র্‌লে, বাপই শত্রু, মেয়েটাকে খুন ক'র্‌লে।

হারাধন। ম'শায়, চ'লে যাচ্ছেন কেন? শুনুন না।

রসিক। কি শুন্‌বো? আমার বাজে কথা ক'বার সময় নাই। যতক্ষণ আপনাকে নিয়ে বক্‌ছি, ততক্ষণ দশ বারটা লোকের প্রাণদান ক'র্‌তে পার্‌তেম।

হারাধন। (স্বগত) কোথায় যাই—মিছিমিছি কে বে ক'র্‌তে আস্‌বে! যদি অনেক খুঁজে কোন বেটাকে পাই তো সে দাঁও বুঝে একটা কাঁড়ি টাকা নেবে! তা না হয় নিলে, কিন্তু পাত্র পাব কোথা? এঁকেই ব'ল্‌বো—উপায় ক'র্‌তে! সাহস হয় না, যেমন গুণী—তেমনি তিরিক্ষে, মেজাজের ঠিক নাই।

রসিক। কি ঠাওরালেন? আমি যাবো না থাক্‌বো? দেখুন, আমার সময়ের মূল্য আছে।

গরব। কি হবে কর্ত্তাবাবু—কি হবে? তুমি এত জানো আর এর একটা উপায় ক'র্‌তে পাচ্ছ না!

হারাধন। (স্বগত) যা আছে অদৃষ্টে—বলে ফেলি, এস্‌পার কি ওস্‌পার, মেয়ে এম্‌নেও গেছে—ওম্‌নেও গেছে। (প্রকাশ্যে) ঠাকুর, আপনি বে ক'র্‌লে হয় না?

রসিক। বটে!—আমায় ডেকে এনেছিল, সে মাগী কোথায়? আমার হাতে আজ তার মৃত্যু আছে।

গরব। ওরে বাপ্‌রে—এখনি ভস্ম ক'র্‌বে! (গরবের পলায়ন)

হারাধন। দোহাই ঠাকুর, আপনার সাত দোহাই! তুমি আমার ধরম বাপ, আমায় রক্ষা করো।

রসিক। চুপ করো, আমি কারো কাতরতা দেখ্‌তে পারি নে।

হারাধন। দোহাই আপনার—দোহাই আপনার! (ক্রন্দন)

রসিক। থামো থামো, কি চাও বলো? বুঝেছি, মাগীতে যখন ডেকে এনেছে, তখন সমূহ বিপদ।

হারাধন। ঠাকুর, আজই বিবাহের লগ্ন আছে—এই গোধূলিতে। আপনি দয়া করুন, আপনার অক্ষয় পুণ্য হবে,—আপনি মিছিমিছি বর সেজে ব'স্‌বেন, মিছিমিছি সম্প্রদান হবে,—তারপর আমার মেয়ে আমার বাড়ীতে থাক্‌বে, আপনি আপনার আস্তানায় চ'লে যাবেন।

রসিক। শুধু তো সম্প্রদান মিছিমিছি হ'লে হবে না, তোমার কন্যার প্রত্যয়ের জন্য, বিবাহের সমস্ত উৎসব করা চাই।

হারাধন। তাই তো—সময়াভাব—কি করি?

রসিক। তোমায় দেখে দুঃখ হ'চ্চে। আচ্ছা, তুমি স্থির হও, আমি অভয় দিলুম। এক—দুই—তিন তালি—আয় কে কোথায় আছিস্, সব চলে—

(বাদ্যকারগণের প্রবেশ ও বাদ্যকরণ)

মাণিক। ইস্—সব চেলিয়ে আন্‌ছে!

হারাধন। (বাদ্যকারগণের প্রতি) তোরা বেটারা কে? বেরো আমার বাড়ী থেকে, মজা পেয়েছ নয়?

[সভয়ে বাদ্যকারগণের প্রস্থান।

রসিক। ওদের সঙ্গে সঙ্গে আমিও বেরুলুম।

(প্রস্থানোদ্যোগ)

হারাধন। কেন ম'শায় কেন?—আমার কি অপরাধ হ'লো?

রসিক। আমি ওদের ডেকেছি, তুমি বার ক'রে দিচ্ছ।

হারাধন। আজ্ঞে, আপনি কখন ডাক্‌লেন?

রসিক। তিন তালিতে তোমার মেয়েকে তুলে আন্‌লুম, এখনো তা বিশ্বাস করো না? দৈত্য-দানা, ভূত-প্রেত জিন যে যেখানে আছে—আস্‌তে হবে। এক—দুই—তিন তালি—

হারাধন। ও বাবা—এ যে ভূতগত ব্যাপার! মালী বেটা ফুলের মালা আন্‌ছে, নাপিত বেটা এসে হাজির, পুরুত ম'শায় শালগ্রাম হাতে ক'রে!—ও বাবা, থাতায় থাতায় লোক!

[মালী, নাপিত ও পুরোহিতের যথাক্রমে প্রবেশ ও প্রস্থান।

মাণিক। দেখ্‌ছ কি কর্ত্তাবাবু, উড়োন মন্ত্র ঝাড়্‌ছে, দেখো কেন্‌না—গয়লাবাড়ী থেকে বাঁকী শুদ্ধ দই-ক্ষীর চাল্‌ছে, ময়রা-বাড়ী থেকে লুচিমণ্ডা, আর ঘেমো বামুন ছক্কার গাম্‌লা নিয়ে ভাঁড়ার বিগে চলেছে।

হারাধন। (স্বগত) নিশ্চয় এ কোন মহাপুরুষ।

রসিক। দাঁড়িয়ে ভাব্‌ছেন কি, মেয়ে সাজিয়ে আসুন—সব আমি ঠিক ক'রে নিচ্ছি।

[হারাধনের প্রস্থান।

মাণিক। ঠাকুর, এই গরবির ডাইনেগিরিটে ভালো করো।

রসিক। ওর আর কি, তুমি বে ক'রে ফেল্লেই ভাল হ'য়ে যাবে।

গরব। ও মা—সে কি গো—কি লজ্জা!

[হাসিয়া গরবের প্রস্থান।

মাণিক। আজ্ঞে, বে ক'র্‌লেই ডানগিরি ভাল হয়?

রসিক। হয় বই কি, বে ক'র্‌লে মেয়ে মানুষের আর রোগ থাকে না।

মাণিক। তবে আর যায় কোথায়!—

[মাণিকের প্রস্থান।

(সনাতনের প্রবেশ)

সনাতন। (রসিকের প্রতি) বাবাজি, কাণ্ডটা যেন যাদুবিদ্যা হ'য়েছে! আমি ভাব্‌ছিলুম, পাছে তুমি না পারো, ফ'স্‌কে যায়; তোমার এমন পোক্তাই আমি জান্‌তুম না। এ না হ'লে বুড়ো বে দিত না।

রসিক। খুড়ো, এ তোমারই তালিম, এখন চুপ করো, না আঁচালে বিশ্বাস নাই।

সনাতন। আর আঁচানো কি বাবাজি, পান চিবোনো হ'য়ে গেছে।

(নেপথ্যে বাদ্যকারগণের প্রতি) তোরা বাজা—বাজা—

[সনাতনের প্রস্থান।

(একদিক হইতে পুরোহিত, নাপিত প্রভৃতি ও অন্যদিক হইতে সজ্জিতা রতনমালাকে লইয়া হারাধনের প্রবেশ)

পুরোহিত। লগ্ন ব'য়ে যায় কর্ত্তা, কন্যা সম্প্রদান ক'র্‌বেন চলুন।

হারাধন। (রসিকের প্রতি) চলুন ম'শায়, চলুন অনুগ্রহ ক'রে।

রসিক। কোথায় যাবো?

হারাধন। সে কি!—বিবাহ ক'র্‌তে?

রসিক। বিবাহ ক'র্‌তে কি? ওঃ—হাঁ—হাঁ—বটে বটে, চলুন—চলুন।

[সকলের প্রস্থান।

(এয়োগণের প্রবেশ)

(গীত)

দেখিস্‌লো সাম্‌লে থাকিস্, বর গুণিন্ ভারি।
নয় যেমন তেমন বরণ করা, চাই হুঁসিয়ারি॥
বর মুখ পানে চেয়ে, তিন তালি দিয়ে,
কি জানি মজার, কোথায় চেলে নে গিয়ে!
বর যেমন তেমন নয়, ওর তুড়ি কথা কয়,
একে ছাঁদ্‌না তলা, কুলবালা, কি হ'তে কি হয়,—
শুনি, গুণের টানে প্রাণ টেনে নে, মজার এ কুলনারী।
যেন এয়োগিরি—হয় না ঝক্‌মারি॥

[এয়োগণের প্রস্থান।

——

দশম দৃশ্য

হারাধনের বাটী

হারাধন, সনাতন, পুরোহিত, বরযাত্রী ও কন্যাযাত্রিগণ।

(বর কন্যাবেশে রসিকমোহন ও রতনমালার প্রবেশ)

হারাধন। (রসিকের প্রতি) ঠাকুর, এইবার আমার কন্যা সেরেছে তো? আর তো ভয় নাই?

রসিক। আজ্ঞে, নারায়ণ সাক্ষাতে আপনি সম্প্রদান ক'রেছেন, পুরোহিত মন্ত্র প'ড়েছে, এই সব বরযাত্রী কন্যাযাত্রী উপস্থিত ভয়ের কারণ তো কিছুই নাই। এখন আমাদের আশীর্ব্বাদ করুন।

(হারাধনকে উভয়ের প্রণাম করণ)

হারাধন। একি ঠাকুর, কাকে প্রণাম ক'চ্চ?

রসিক। আজ্ঞে, আপনি যখন শ্বশুর হলেন পিতার স্বরূপ, আপনাকে প্রণাম ক'র্‌বো না তো কি?

হারাধন। এ অনুকল্প প্রণাম—এ অনুকল্প প্রণাম। ভাল ভাল, এইবার আমার কন্যা বাড়ীর ভেতরে যাক্?

রসিক। হ্যাঁ, বাসরে আমরা উভয়ে যাব বই কি।

হারাধন। বাসরও অনুকল্প নাকি?

রসিক। আজ্ঞে সম্বন্ধটা অনুকল্পে হ'য়েছিল বিবাহ তো ঠিক্‌ঠাক হ'য়েছে শ্বশুর ম'শায়।

হারাধন। অ্যাঁ -শ্বশুর কি —কার শ্বশুর?

রসিক। আজ্ঞে ম'শায়ের কন্যা, ম'শায়ই আমার শ্বশুর,— এতো জলের দাগ নয়, যে মুছে ফেল্‌তে চান্।

হারাধন। শ্বশুর—কোন্ ভেড়ের ভেড়ে শ্বশুর? তোর চোদ্দপুরুষ শ্বশুর হোক! শ্বশুর কিসের? জুচ্চুরির আর জায়গা পাও নি?

সনাতন। তোমার কন্যাকে বিবাহ ক'রেছে, তুমি শ্বশুর নও?

হারাধন। বিবাহ ক'রেছে! হ্যাঁরে বেটা, বিবাহ কিরে বেটা? তবে রে বেটা, তুই কেরে বেটা?

রসিক। আজ্ঞে, আমি রসিকমোহন।

হারাধন। ও বেটা—তুমি রসকে বেটা! তবেরে বেটা, তোমার চিরকুমার ব্রত বেটা! তুমি স্ত্রীলোকের মন্দিরে যাও না বেটা? তাই বাসরে যেতে ঘুর্‌ঘুর্ ক'র্‌চ বেটা? তবেরে বেটা, বিবাহ-প্রথা উঠিয়ে দেবে বেটা? স্ত্রীলোক স্পর্শ করো না বেটা? তাই আমার মেয়ের হাত ধ'রে র'য়েছ বেটা?

রসিক। আজ্ঞে না, আমারও মন, আপনার কন্যারও মন, এরূপ বিবাহে তো আমার সম্পূর্ণ মত।

হারাধন। মত বই কিরে বেটা, বেরো বেটা। জুচ্চুরি—জুচ্চুরি!—পুলিশ ডাকে',—ও মাণ্‌কে, ও গর্‌বি—আমার মাথায় জল দে। কখনো না—কখনো না —আমি মেয়ে ছাড়্‌বো না।

সনাতন। ভায়া, বয়স্থা মেয়ে ক'রে ঘরে রেখেছিলে, সে আপনার পথ আপনি ক'রে নিয়েছে। তুমি বাধা দিলে কি বিধাতার বিধান খণ্ডন হবে? কেন আর গোল ক'চ্চ? এই পাত্রের কথা তোমায় দু'শো দিন ব'লেছি। এমন সুপাত্র আর কোথাও পেতে না।

হারাধন। ব'লেছ তো আমার মাথা কিনেছ! সুপাত্র নেই মাঙ্‌তা, আমার বাড়ী থেকে সব নিকালো।

রসিক। আজ্ঞে, শালগ্রাম সম্মুখে বিবাহ দিয়াছেন, একি ব'ল্‌ছেন?

হারাধন। শালগ্রাম নেই মাঙ্‌তা, নুড়ি নেই মাঙ্‌তা, আমার খৃষ্টানি মত। বেরো বেটা, পাহারাওয়ালা ডাক্‌বো। (রতনমালার প্রতি) বাড়ীর ভেতর যা বেটী, নইলে চুল ধ'রে নে যাব।

রতন। আজ্ঞে, যাঁর পদে আমায় সমর্পণ ক'রেছেন, তাঁকে ছেড়ে আমি কোথায় যাবো?

হারাধন। সমর্পণ ক'রেছি বেটী? সাধুভাষা কইচ' বেটী? তোর কোন বাবা সমর্পণ ক'রেছে?

গরব। হ্যাঁগা—সে কি গো? তুমি তো বাবা।

হারাধন। তবেরে বেটী—সব্বাই জোটপাট খেয়েছ? বেটী, ব্যামো ভালো ক'র্‌তে রোজ' এনেছ? ঠাকুর রাগ ক'রে চলে যাবে? ওরে বেটী, এখন যে গলাধাক্কা দিলে যায় না! দাঁড়া বেটী, তোর মাথা মুড়িয়ে ঘোল ঢাল্‌বো বেটী!

মাণিক। আজ্ঞে, ও কিছু ক'র্‌বেন নি, আমিই জব্দ ক'রে দিচ্চি।

হারাধন। খুব নাকাল কর্,—সব বেটাবেটীকে নাকাল কর।

সনাতন। ভায়া, আর অমন ক'চ্ছ কেন? বে তো আর ফিরবে না? পাহারাওয়ালা ডেকে কিছু হবে না।

হারাধন। ফিরবে না, ওর বাপ ফিরবে। আমায় তেমন বাপের বাপ পাও নি—এর হেস্তো নেস্তো না ক'রে কি ছাড়বো?

রসিক। ম'শায়, আপনি ক্রুদ্ধ হ'চ্চেন কেন? এই দেখুন, আমার যথাসর্ব্বস্ব আপনার কন্যার নামে লিখে এনেছি। আপনি তার 'ট্রাষ্টি'। আপনার কন্যা আপনারই থাকবে,—তার উপর আজ হ'তে আমি আপনার পুত্র হ'লেম।

(দলিলাদি প্রদান ও হারাধনের পাঠ)

সনাতন। আর ভাবছো কি?—বর-ক'নে আশীর্ব্বাদ ক'রে বাসরে পাঠাও।

হারাধন। (পাঠ করিয়া) অ্যা—সনাতন, এ সব তো তুমি সম্বন্ধের সময় কিছু বলো নি? আমার মেয়ে যদি পর না হয়, আমার বে দিতে আপত্তি নাই, এ তোমারই দোষ।

মাণিক। আজ্ঞে—দোষ এই গরবির।

রসিক। দোষই তো, এইবার তুমি ওকে বে করো।

মাণিক। এজ্ঞে, আর যায় কোথায়! আমি ল্যাকা ছিলুম, বুঝ পেলুম। (গরবকে টানিয়া) এই তোর কপালে সিন্দূর লেপ্‌লুম।

গরব। ও মড়া, কি ক'চ্ছিস্?

মাণিক। আমি কি বে দেখি নি? বের সময়, রসিক বাবু, দিদিমণির মাথায় সিন্দূর লেপ্‌লে, গলায় মালা দিলে।

গরব। দ্যাখ—দ্যাখ্ পোড়ারমুখো, তোর বুকের রক্ত খাবো।

মাণিক। খা, তোর মুয়ে চুম খেয়ে সে রক্ত আদায় করবো। তুই আমায় বে করবি বলেছিস্, আর যাস্ কোথা।

গরব। আমি মিছিমিছি ব'লেছিলুম।

মাণিক। আমিও মিছে বে কচ্চি। এ কর্ত্তাবাবুর বাড়ীটা কেমন,—চোখের উপর তো দেখ্‌লি ছুঁড়ি, মিছে বে সত্যি হ'য়ে যায়।

গরব। তবে নে, আমিও তোর গলায় মিছে মালা দিই।

(উভয়ের গীত)

মাণিক। আর গরবে ফরফরিয়ে লারবি যেতে গুমোরে।
বুকের মাঝে রাখ্‌বো ধ'রে জোর ক'রে তোরে॥
গরব। আমি কি গুমোর করি, মাণিক মাণিক ক'রে মরি,
স'রে যাস্ দোষ তো তোরি, তুই ভারি মিছকতুরে॥
মাণিক। মুয়ে তাই নুড়ো আলো,
গরব। মুখখানি চাই ক'রতে আলো,
মাণিক। পীরিতের তোর রীতটী খুব ভালো,
গরব। এমন পীরিত পাবি কোথা, আম'লো!
মাণিক। থুক্ দে মুয়ে যাও পিছু ফিরে,
গরব। ঠোনাতে চাই এমনি ক'রে, সত্যি বল মাথার কিরে,
গাল পেতে তুই দিস্ ফিরে?
মাণিক। কি সোহাগ তোমার গরবমণিরে!—
উভয়ে। যাবে দিন মজায় মজায়, চ'লবে পীরিত খুব জোরে।

হারাধন। সাবাস্ মাণকে, বেশ ক'রেছিস্—খুব ক'রেছিস্। বেটী ধেই ধেই ক'রে নাচ্‌তো, আমায় বেটী নাচিয়েছে।

মাণিক। এজ্ঞে, এখন আমায় লাচাবে।

হারাধন। তা বেটী পারে। (গরবের প্রতি) বেটী, রোজা খুঁজে পেয়েছ বেটী, রোজা তোর ঘাড়ে চাপ্‌লো বেটী, (সনাতনের প্রতি) ভায়া, রস্‌কে বেটা যখন বে ছাড়বে না, যখন অনুকল্প বে সঙ্কল্প ক'রে নিলে, তখন এই ভদ্রলোক সব এসেছে, খাইয়ে দাইয়ে দাও। গিন্নী থাকলে আমোদ ক'রতো, আর আমি মেয়ে পর হবে ব'লে বেজার হতুম; তা বেজার তো হ'য়েইছি।—এখন একটু আমোদ করি।

সনাতন। যে আজ্ঞে, পরিতোষ ক'রে খাইয়ে দিচ্চি।

হারাধন। আমার আক্কেল হ'য়েছে।' বরযাত্রী, কন্যাযাত্রী সব উপস্থিত আছেন, সকলে শুনুন,—আমাদের প্রাচীন ঋষিবাক্য হেলন ক'রে বিবাহ-প্রথা অন্যমত করা, আপনার মাথায় কলঙ্ক-পসরা নেওয়া। আমার বাপ-মার পুণ্যে ধর্ম্মে ধর্ম্মে অনুকল্প বে'তেই শেষ হ'য়েছে,—মুখে চূণকালি মাখ্‌তে হয় নি। ঋষিদের পায়ে প্রণাম ক'রে সকলকে ব'লছি যে, "বাল্যকালে কন্যার উপর পিতামাতার অধিকার, যৌবনে স্বামী অধিকারী;—সে স্বামীতে বঞ্চিতা

ক'রে যে পিতামাতা কন্যাকে অবিবাহিতা রাখেন, তার ঘর কলঙ্কিত হয় নিশ্চয়।

সনাতন। দেখ্লেন, তো—'ষ্যায়সা-কা-ত্যায়সা' হ'লো, এখন আমার অবিবাহিত ছেলের বাপেদের প্রতি যোড় করে নিবেদন যে, তাঁদের পাওনার দৌরাত্ম্যেই হিন্দুর ঘরে সব ধেড়ে মেয়ে রাখ্‌তে বাধ্য হ'চ্চে। হিন্দুয়ানীর মুখ চেয়ে কামড় একটু কম করুন। তা হ'লে গৌরীদান প্রভৃতি প্রাচীন শুভ বিবাহক্রিয়া আবার স্থাপিত হয়।

হারাধন। (রসিকের প্রতি) বাবাজি, তোম্‌রা খুব একচাল চেলেছ, তোমাদের মেয়ে হ'লে আমিও তোমা চেয়ে মজপুত রোজা এনে দেখে নেবো। (গরবের প্রতি) গর্‌বি, গিন্নী তার স্ত্রীধন হ'তে তোকে কিছু দিয়ে গেছে, আর মাণ্‌কে, তোর যে টাকা আমার কাছে জমা আছে, তার উপর পাঁচশো টাকা আমি তোরে দিচ্চি, তোরা সুখে ঘর-ঘরকন্না করিস্। গরবি, এইবার তোরা বর ক'নে নিয়ে বাসর ঘরে আমোদ ক'রগে যা। মাণ্‌কে, যা।

[বর-কন্যা লইয়া গরব ও মাণিকের প্রস্থান।

(সাধারণের প্রতি) ম'শায়, আমি এমন চটা মেজাজের লোক, তবু আমোদ ক'চ্ছি; বের রাত্রে আপনারা দোষ-গুণ বিচার না ক'রে সবাই আমোদ ক'রে যান।

[সকলের প্রস্থান।

পট পরিবর্ত্তন

বাসর ঘর।

(সমাপ্তি গীত)

দেখে সুখের মিলন বিয়ের ক্ষেতে আমোদ যে করে।
আমোদ উথ্‌লে ওঠে তার ঘরে॥
সুচোখে চায় সুজন যেজন, মুখ পোড়ে তার যার পোড়া মন,
সরলের হাস মুখে, কুটীলের বাঁশ চাপে বুকে,
ভাল বলা স্বভাব যাঁদের—ভাল তার ঘরে পরে।
"ষ্যায়সা-কা-ত্যায়সা" হ'লো, আমোদ ক'রে ঘরে চলো,
সহৃদয়, হও হে সদয়, এই মিনতি যোড় করে।
Happy New year to you all নট-নটীর সাধ অন্তরে॥

যবনিকা।

অশ্রু-ধারা

(রূপক)

মহারাণী ভিক্টোরিয়ার স্বর্গারোহণ উপলক্ষে এই সাময়িক ক্ষুদ্র নাট্যখানি রচিত হয়।

[১৩ই মাঘ, ১৩০৭ সাল, ক্লাসিক থিয়েটারে প্রথম অভিনীত]

চরিত্র

ভারতমাতা
দুর্ভিক্ষ।
প্লেগ।
অরাজকতা।
ভারতসন্তানগণ।
বালকগণ।
মহিলাগণ।
দেবকন্যাগণ।

প্রস্তাবনা

মেঘান্তরাল

দেবকন্যাগণ।

দেবকন্যাগণ।— (গীত)

ত্যজ দেবি, ধরণী ভ্রমণ।—
ধরায় বিতরি শান্তি, মলিন হ'য়েছে কান্তি,
বহুদিন শূন্য তব স্বর্গ নিকেতন॥
দেবদূত করে গান, কার্য্য তব অবসান,
স্থাপিয়াছ দয়ার শাসন,
তোমার দয়ার বলে, নানা জাতি নানা স্থলে,
হৃদে ধরে উচ্চ আশ, এক জাতি এক ভাব,
আনন্দে প'রেছে গলে একতা বন্ধন।
পূর্ণ তব দয়া বিতরণ॥
হরি 'স্থান-পরিমাণ', ছোটে তব বাষ্পযান,
তড়িত কহিয়ে কথা, হরে বিরহীর ব্যথা
স্থিরা সৌদামিনী করে আঁধার বারণ।
খুলিয়ে কুটীর-দ্বার, অজ্ঞানতা অন্ধকার,
বিদ্যা-জ্যোতি করিছে হরণ।
ধন্য তব মুকুট ধারণ।
সসাগরা ধরা, দেবি, করিছে কীর্ত্তন॥

প্রথম দৃশ্য

হিমালয়-শৃঙ্গ

ভারতমাতা।

ভারতমাতা।— (গীত)

কেন দেবি, হ'য়েছ নিদয়া!
কারে স'পে গেলে মোর তনয়-তনয়া ?
আমি দীনা হীনা, তব কৃপা বিনা,
বল না কেমনে, পালিব নন্দনে,
কে দিবে আশ্রয়, কে হরিবে ভয়
বিনা দেবী অভয়া!
সন্তান সকল, দরিদ্র দুর্ব্বল,
তব ছায়াতল, আশ্রয় কেবল,
রাণী-শিরোমণি, তুমিই জননী,
তোমার সবার পালনের ভার॥
শোক-পারাবার, বহে অশ্রুধার,
এস ফিরে এস, সিংহাসনে ব'স,
দুখিনীর প্রতি হও গো সদয়া॥

[ভারতমাতার অন্তর্দ্ধান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

রাজপথ

ভারতসন্তানগণ।

১ম ভা। ভাইরে, আজ আমরা যথার্থই মাতৃহীনা হ'লেম ;—মহারাণী ভিক্টোরিয়া আর নাই !

২য় ভা। অকস্মাৎ এ বজ্রাঘাত কেন হ'লো ভাই ?

১ম ভা। ভাইরে, কাল অতি নির্দ্দয়—রাজা প্রজা কারেও বাছে না। একে মহারাণী বহুদিন রাজ্যভার বহন ক'রে প্রজার মঙ্গল-চিন্তায় সতত বিব্রত থাকৃতেন, ত্রান্স-ভাল যুদ্ধে আত্মীয়ের শোকসন্তাপ-ধ্বনি কর্ণকুহরে প্রবেশ কর্'তো, ধারাবাহী—তাঁর যে সকল আত্মীয় স্বজন নিহত হ'য়েছিল—সে সকল মনে হ'ত। স্বামী, পুত্র, পৌত্র প্রভৃতি দুঃসহ শোকভারে হৃদয় ব্যথিত ছিল,—তার পর প্রিয় মধ্যম পুত্রের মৃত্যুতে ভগ্ন হৃদয় আরও ভঙ্গ হ'ল।

৩য় ভা। কি পীড়া হ'য়েছিল ? শুন্তে পাই—বিলেতে বড় বড় ডাক্তার,—তারা কেউ মহারাণীকে ভাল ক'র্‌তে পার্‌লে না !

১ম ভা। মহারাণীর ন্যায় মহীয়সী—পীড়ায় অভিভূত হন না। কালে যেমন ফুল্ল-নলিনী প্রস্ফুটিত হ'য়ে ঝ'রে যায়,—শুভ্র তুষার যেমন ধূমাকারে ধীরে ধীরে গগন-প্রান্তে উঠে,—শিশির-বিন্দু যেরূপ সূর্য্য আকর্ষণ করে—সেইরূপ তাঁর স্নেহময়ী বিমল আত্মা পরমেশ্বরের বিমল জ্যোতিতে আকর্ষিত হ'য়ে ছিন্না কমলিনীর ন্যায় দেহ ধরাতলে রেখে, আপনার ভাগ্যবতী জীবনের পরিচয় দিতে গিয়েছেন। তিনি ঈশ্বরের প্রিয় দুহিতা, পৃথিবীর মঙ্গলের নিমিত্ত ভগবৎ-প্রেরিতা। বাল্য, যৌবন ও বার্দ্ধক্যে নিয়ত প্রজার হিতসাধনে নিযুক্ত থেকে, জগতে আদর্শ রাজ-দৃষ্টান্ত রেখে, স্বর্গীয় পিতৃচরণে প্রণাম ক'র্‌তে গিয়েছেন।

২য় ভা। আচ্ছা, বাহ্যিক মৃত্যু-লক্ষণ কি হ'য়েছিল ?

১ম ভা। কিছুই নয়। সরকারি তারের খবরে প্রকাশ,—শোকসন্তাপিতা মাতা, প্রজাবৎসলা মহারাণী, দয়াময়ী রমণী মৃত্তিকা-পিঞ্জরে বদ্ধ কত দিন থাকৃবেন ? দেব-লোকে তাঁর উজ্জ্বল সিংহাসন প্রস্তুত। দেবজ্যোতি-বিকসিত-আত্মা মৃত্তিকা-দেহ ভঙ্গ ক'রেছে। তারের খবরে প্রকাশ—মহারাণী আহারনিদ্রা বর্জ্জিতা হন ; রাজ-বৈদ্যেরা সম্পূর্ণরূপ নিশ্চিন্ত হ'য়ে থাকৃতে উপদেশ দেন,—এই উপদেশ পালনে কিঞ্চিৎ সুফলও ফলেছিল। শোনা গেল, মহারাণী আহার ক'রেছেন, নিদ্রা গিয়েছেন ; কিন্তু সে বৈদ্যুতিক সংবাদ বৈদ্যুতিক দীপ্তির ন্যায় ক্ষণস্থায়ী হ'ল। শোনা যেতে লাগ্‌লো—মহারাণীর অবস্থা মন্দ,—রাজপুত্র, রাজপরিবার, রাজদৌহিত্র প্রভৃতি তাঁর মৃত্যুশয্যা বেষ্টন ক'রে র'য়েছেন। প্রধান রাজমন্ত্রী মহারাণীর নিকট উপস্থিত,—প্রজাকুল আকুল,—বার বার রাজপুরীর নিশানের প্রতি দৃষ্টিপাত ক'র্‌তে লাগ্‌লো,—কখন সে নিশান অর্দ্ধ পতিত হয়। সকলেই হতাশ। অশুভক্ষণে ২২এ জানুয়ারী প্রভাত হ'য়েছিল,—সে দিন সন্ধ্যা সাতটা ছয় মিনিটের সময়ে ধীর ঘণ্টানাদ মহারাণীর নিদারুণ মৃত্যু-সংবাদ রাজ্যে প্রচার ক'র্‌লে। কঠোর কণ্ঠে কামানের প্রতিধ্বনি রাজ্যময় উত্থিত হ'ল। সকলেই মলিন—জড়ীভূত—সকলেই স্পন্দহীন। নাই—নাই,—মাতৃস্বরূপা মহারাণী নাই ! মানব-হৃদয় এ কথা ধারণা ক'র্‌তে পারে না, সংসার বজ্রাহত—অভিভূত ! ঐ দেখ, অনাথ বালকেরা কেঁদে কেঁদে আস্‌ছে।

(বালকগণের প্রবেশ)

(গীত)

আমরা কেঁদে বেড়াই পথে পথে
চেয়ে দ্যাখ মা মুখ তুলে,—
অনাথ ব'লে গেছো কি ভুলে !
আবার কি মা জঠরের জ্বালায়,
অন্ন বিনা কেঁদে কেঁদে লুটাব ধুলায়,
দারুণ শীতে বস্ত্রবিহীন কায়,—
কাঁপ্‌বো মাগো ম্যালেরিয়ার ভীষণ তাড়নায়,
তুমি পদ্ম হাতে ধূলো ঝেড়ে পাঠিয়ে দেছ ইস্কুলে,
যেও না চলে,—অনাথে মা ফেলে অকূলে !

[বালকগণের প্রস্থান।

৩য় ভা। উঃ কি নিদারুণ সংবাদ ! আবার কি ভারতবর্ষ নিবিড় তমসাচ্ছন্ন হবে, আবার কি আমরা বলিষ্ঠ জাতির পদানত হব, আবার কি নিত্য সমরানলে ভারতের শ্যামল শস্যক্ষেত্র দগ্ধ হবে, আবার কি বর্গীর দৌরাত্ম্যে সদ্য-প্রসূত সন্তান ল'য়ে প্রসূতী পালাবে,

মুখের অন্ন ত্যাগ করে বৃদ্ধ দেশত্যাগী হবে,—বলাৎকার, ব্যভিচার আবার কি রাজ্যে নৃত্য ক'র্বে,—আবার কি ধনী ধনহীন, মানী মানহীন, উচ্চনীচ-সম্বন্ধ-বিচারহীন অরাজকতা ভারত অধিকার ক'র্বে? আমরা বাঙ্গালী, আমাদের যে আর কেউ নাই ভাই! কে আমাদের আশ্বাস-বাক্যে উত্তেজিত ক'র্বে, কে আমাদের রমণীর গৌরব রক্ষা ক'র্বে, কে আমাদের শিশু সন্তানকে শিক্ষা দিয়ে রাজকার্য্যে নিযুক্ত ক'র্বে? ভারতেশ্বরী ভিক্টোরিয়া নাই! কি দুর্দ্দিন! কি দুর্দ্দিন!

২য় ভা। কি হবে ভাই?

১ম ভা। অকূল পাথার! কিছুই স্থির ক'র্তে পাচ্ছিনে! মহারাণীর মহিমায় ধনী নিঃশঙ্কচিত্তে দস্যু-ভয় উপেক্ষা ক'রে সুখে নিদ্রা যেতে সক্ষম; পথিক পথে দস্যুভয় করে না; বিদ্যার্থীর নিমিত্ত বিশ্ববিদ্যালয়; জেলায় জেলায়—পল্লীতে পল্লীতে রাজ-সাহায্যকৃত বিদ্যালয়; অনাথ রুগ্নের নিমিত্ত হাঁসপাতাল; চিকিৎসাশাস্ত্র প্রচারের নিমিত্ত বিদ্যালয়; ভারতবর্ষের এক অংশ হ'তে অপর অংশ পর্য্যন্ত এক পয়সায় ডাকপত্র বাহক; সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি—বঙ্গীয় সাহিত্যসেবী ও বাঙ্গালার পুস্তক-প্রকাশকের সম্মান; সংবাদপত্রের স্বাধীনতা প্রদান; যোগ্যব্যক্তির রাজসম্মান; স্বায়ত্বশাসন স্থাপনে রাজনৈতিক শিক্ষা প্রদান; দেশীয় শিল্পোন্নতিতে উৎসাহ প্রদান প্রভৃতি মহারাণীর তিরোভাবে কি বিলুপ্ত হবে!

২য় ভা। হায় হায়! কি হ'লো,—সমস্ত সুখে কি আমরা বঞ্চিত হ'লেম।

(ভারতমাতার আবির্ভাব)

ভারতমাতা। না, না—কদাচ নয়। চল—দেখ্‌বে এস, রাজসিংহাসন শূন্য নয়। কাঁদ, শোক কর, কিন্তু মনকে প্রবোধ দাও,—রাজসিংহাসন শূন্য নয়; মহারাণীর কীর্ত্তি-স্তম্ভ কালস্রোতে বিনষ্ট হবে না। করুণাময়ীর করুণামর্য্য প্রকৃতিগঠিত রাজকুমার সিংহাসনে! মাতৃদৃষ্টান্তে দীক্ষিত যুবরাজ মাতার শাসনদণ্ড ধারণ ক'রেছেন—মাতার উজ্জ্বল রাজমুকুট তাঁর শিরে উজ্জ্বল-আভা-প্রদান ক'চ্চে। তবে কাঁদ,—শোক কর। মহারাণী ভারতসন্তানের নিমিত্ত অনেক অশ্রুজল বিসর্জ্জন ক'রেছেন, শ্রদ্ধা-অশ্রু তাঁর স্মৃতি-কুসুমে বর্ষণ কর। এস, দেখ্‌বে এস, যুবরাজ সিংহাসনে দেখ্‌বে এস। মহারাণীর স্নেহময়ী আত্মা যুবরাজে বিরাজিত দেখ্‌তে পাবে। হা ভগ্নি! হা মহারাণী!!

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

পল্লী-প্রান্তর

(দুর্ভিক্ষ, প্লেগ ও অরাজকতার প্রবেশ)

দুর্ভিক্ষ। ভারতমাতা কেঁদে গড়িয়ে প'ড়্‌ছেন! কাঁদ'—কাঁদ'—আর কেঁদে উপায় নাই। বার বার আমায় তাড়িয়েছ, এবার বুকের রক্ত শুষে খাব। আর তোমার ছেলেদের কে কোলে নেবে? আর কে চোখের জল মোছাবে? আর কে খাওয়াবে? যেমন হিমালয়ের চূড়োয় ব'সে থাক, তেম্‌নি তোমার ছেলেদের হাড়ে আমি পাহাড় ক'র্বো! মরুভূমি—মরুভূমি—সাহারার মরুভূমি তিন দিনে তৈরি হবে। আমাকে দেখে, আঁৎকে উঠে ছুটে গিয়ে মহারাণীকে 'দুর্ভিক্ষ এসেছে—দুর্ভিক্ষ এসেছে' ব'ল্‌তে। সে কাণে আর তোমার দুঃখের কথা যাবে না,—তোমার ছেলেদের দুঃখ দেখ্‌তে সে চোখ আর খুল্‌বে না! তুমি কাঁদ—কাঁদ, আমি নেচে নেচে বেড়াই!

প্লেগ। তুই আমোদ ক'চ্চিস বটে, কিন্তু আমার আমোদ হ'চ্চে না। আমি যখন ইয়ুরোপে উঁকি ঝুঁকি মার্‌ছিলুম, একদিন দেবদূতেরা গল্প ক'চ্চে শুন্‌লুম, যে, পৃথিবী হ'তে আমাদের তাড়াবার জন্য দেবলোকে ভগবানের কাছে মহারাণী প্রার্থনা ক'রেছিল, মাগী না কি ভগবানের ভালবাসার পাত্রী ছিল। পৃথিবীর দুঃখে কেঁ'দে ভগবানের নিকট আজ্ঞা পেয়েছিল, 'পৃথিবীতে যাও, তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর'। তাই ইংলণ্ডের রাণী হ'য়ে এসে জন্মেছিল। যা শুন্‌লুম—সে বড় মিথ্যে নয়। দ্যাখ্‌ না কেন, বেটীর তাড়নায় পৃথিবীর কোন্ খানে আড্ডা গাড়্‌তে পেরেছি!—তুই যেখানে যাস্—খাবার পাঠায়, আমি যেখানে যাই—ডাক্তার পাঠায়।

অরাজক। আর আমি যেখানে যাই—গোলাগুলি প্ঠায়।

দুর্ভিক্ষ। আর তো ভিরকুটী চ'ল্‌বে না। আর তো ফিরে সিংহাসনে ব'স্‌বে না!

অরাজক। ঠিক জানিস্ তো—ঠিক জানিস্ তো, খবর তো মিছে নয়?

দুর্ভিক্ষ। আরে দূর, খবরের কাগজ দেখিস্ নি?

অরাজক। আমি খবরের কাগজের কথা বিশ্বাস করি নি। ওরা মরা কাঁটাল গাছে—ফল ফলায়। আগে একবার ছেবেছিল—জানিস্ নি?

প্লেগ। হাঁ হাঁ, শেষ ঢোঁড়া হল। কিন্তু এবার যেন সত্যি সত্যি লাগ্‌চে।

অরাজক। কিসে বুঝ্‌লি?

প্লেগ। আমি তো ভাই, পালাই পালাই ডাক ছাড়্‌ছিলুম। যাবার সময় ভাব্‌লুম, একবার কল্‌কাতাটা ঘুরে যাই; লাট সাহেবের বাড়ী উঁকি মেরে দেখি, লাট সাহেব তার পরিবার—পাথর হ'য়ে গিয়েছে! চাদ্দিকে সেক্রেটারীরে, তারাও সব পাথর! কেউ নড়ে না—চড়ে না—কথা কয় না! বলি ব্যাপারখানা কি? ভাব্‌তে ভাব্‌তে বড়বাজারের বাসায় ফিরে আস্‌ছি, দেখ্‌লুম—সহর যেন ম'রে প'ড়ে র'য়েছে। সাড়া নাই—শব্দ নাই—জোরে কথা নাই, মানুষ যেন কলে চ'ল্‌ছে। ব'ল্‌বো কি বল, মাতাল ব্যাটারা পর্য্যন্ত মদ খাচ্ছে না।

দুর্ভিক্ষ। মদ খাবে, পেটের ভাত আগে জুটুক। উঃ এইবার শোধ তুল্‌বো। কুকুর খাওয়াবো—শ্যাল খাওয়াবো—ইন্দুর খাওয়াবো, বিড়াল খাওয়াবো—গাছের পাতা খাওয়াবো—পারি যদি নধর ছেলে কেটে খাওয়াবো! মজায় ফির্‌বো, মজায় ফির্‌বো! কেউ কিছু ব'লবার নাই—কেউ কিছু ব'ল্‌বার নাই।

অরাজক। দাঁড়া দাঁড়া, আমোদ করিস্ এখন। আচ্ছা, তারপর তোর গল্পটা কি শুনি, দেবদূত কি ব'লছিল, পরমেশ্বরের সে প্রিয়পাত্রী,—পৃথিবীর দুঃখভার বহন ক'র্‌তে ইংলণ্ডের রাণী হ'য়েছিল, তারপর কি শুন্‌লি?

প্লেগ। শুন্‌তে হবে কেন, তারপর প্রত্যক্ষ তো দেখ্‌লুম।

দুর্ভিক্ষ। আরে ভাই, সে দিন গিয়েছে—সে দিন গিয়েছে, আর তো মাগী ফির্‌চে না!

প্লেগ। ফির্‌চে না বটে, কিন্তু তাদের কথা যদি সত্যি হয়, তা হ'লেই সর্ব্বনাশ!

দুর্ভিক্ষ। কেন কেন? সে কি স্বর্গ হ'তে আমাদের শাসিত ক'র্‌বে নাকি?

প্লেগ। তারা যা ব'ল্লে, বড় ভয়ঙ্কর কথা! ভিক্টোরিয়া ফিরে গিয়ে ভগবানের চরণে প্রণাম ক'র্‌বে, ভগবান আদর করে নেবেন, কিন্তু যাবার সময় তার দয়া, তার কোমল প্রকৃতি-গঠিত পুত্রের হৃদয়ে রেখে যাবে।

অরাজক। তাই বটে!—সকালে গুড়ুম্ গুড়ুম্ ক'রে তোপ ছাড়্‌ছিল—আর আমার বুক কাঁপ্‌ছিলো! আমি ঠিক ঠাওরেছি, ইংরেজের কামানগুলো থাক্‌তে আমার ভালাই নাই। এখন দ্যাখ্ ভাই, তোরা ফাঁকতাল্লে যদি কিছু ক'রে নিতে পারিস্, ক'রে নে। আমার বরাত তেমন নয়—আমার বরাত তেমন নয়! ঐ দেখ্ না, যেমন পাহারাওয়ালা সার্জ্জন ফির্‌তো, তেমনি ফির্‌চে। তবে লুকিয়ে চুরিয়ে যেখানে যা করি, তালুক নিয়ে লাঠালাঠি, গ্রাম জ্বালান, খাজনা লোটা, চুরীটে বাটপাড়িটে, কোথাও কখন রাহাজানিটে এই পর্য্যন্ত। বুকের ছাতি ফুলিয়ে যে বেড়াব, তার যো নাই।

দুর্ভিক্ষ। দয়া রেখে যাবে, দয়া রেখে যাবে! তার যে অসীম দয়া, তার পুত্রের হৃদয়ে ধ'র্‌বে?

অরাজক। ধর্‌বে না,—তারই প্রকৃতি-গঠিত রাজকুমার।

প্লেগ। তার দয়ার সাগর তার ইংরেজী ভাষার সঙ্গে পৃথিবী ব্যেপেছে। এই বোঝ্ না কেন ভাই দুর্ভিক্ষ! যারা ইংরেজী ভাষা শিখেছে, রাণীর সঙ্গে যাদের সুবাদ সম্বন্ধ আছে, তারাই তোরে তাড়াবার জন্য চাঁদা দিয়েছে।

অরাজক। আর এই দ্যাখ, তুই ব'ল্‌ছিস ম'রেছে, আর ঐ ছুঁড়িগুলো গান ক'র্‌তে ক'র্‌তে এদিক দে আস্‌ছে।

দুর্ভিক্ষ। তুই যেমন গোঁয়ার, তেমনি হাব্‌লা!—গান ক'চ্চে কি কাঁদ্‌চে, তা বুঝ্‌তে পারিস নে? ঐ দেখ, মেটীরে বুক চাপ্‌ড়াতে চাপ্‌ড়াতে আস্‌চে।

(মহিলাগণের প্রবেশ)

(গীত)

ওমা বঙ্গমহিলার তোমা বিনা কে আছে গো আর !
রোদন-ধ্বনি শুনলে জননি, নয়ন-ধারা মুছাও অমনি,
কোথায় গো রাজকুল-নলিনী !
পতিপুত্র নিয়ে রব, বল্ মা কার দোহাই দিব,
শুন মা মেদিনী জুড়ে উঠে হাহাকার।
মহারাণি ! মেদিনী আজ অনাথিনী,
কৃপাময়ি, এস ফিরে, দেখ ভাসি নয়ন-নীরে,
তুমি তো মনের ব্যথা বুঝ অবলার,
ভিক্টোরিয়া, কোথা মা আমার !

[প্রস্থান।

প্লেগ। যমের বাড়ী—আর কোথায় পাজী বেটীরে ! কাঁদ্‌চ—কাঁদ, এখন কাঁদ্‌বার দিন এল, ভারতে এখন কান্না ফুরোবে না। ঘরে ঘরে সেঁধোবো, তোমাদের পতি-পুত্রের ঘাড় ভেঙ্গে রক্ত খাব। দেখি, আমায় কে তাড়ায়।

দুর্ভিক্ষ। আগে দেখ্, কোথাকার জল কোথা মরে। এখন মাগী নাই, তার দয়াও উপে যাবে। নয় তো ভারতবাসী অত কাঁদ্‌বে কেন ? ঐ শুন্‌ছিস নি, শুধু মাগীরা নয়, চারদিকে কান্নার রোল উঠেছে।

প্লেগ। এবার পাকা ম'রেছে বটে। কান্নার সুর বড় জম্‌কে উঠেছে, (অরাজকের প্রতি) শুন্‌ছিস্ ?

অরাজক। আমার কি তা বল ? শ্বেতবংশ না নির্ব্বংশ হ'লে, আমার আর কোন উপায় নাই।

দুর্ভিক্ষ। আমি জান্‌তুম, তুই খুব গোঁয়ার, ভয়েই মলি ! বেয়ে চেয়ে দ্যাখ্ই না কেন ? বিনা যুদ্ধে ভঙ্গ দিবি ? ডাক তোর যে যেখানে আছে—খুন, দাগাবাজী, বলাৎকার ; তাড়ায়—না হয় তাড়াবে। দেখাই যাক্ না কি হয়। কি সুখের দিন—কি সুখের দিন ! চারদিকে হাহাকার !

অরাজক। হ্যাঁরে, তবে আমিও ফূর্ত্তি ক'র্‌বো না কি ?

দুর্ভিক্ষ। দ্যাখ্, তোর যা খুসী। এমন সুখের দিনে মুখ তুব্‌ড়ে বসে আছিস্, আমার ভাল লাগে না।

অরাজক। তবে আমোদ করি আয় !

(তিনজনের গীত।)

সোণার ভারত শ্মশান হবে, কি আমোদের দিন।
ভয় কি ভাই, ভিক্টোরিয়া নাই,
আয়, নরক থেকে হেঁকে ডেকে, দস্যি দানা জিন।
আছিস্ কে কোথায়—চলে আয়,
আঁদাড়ে পাঁদাড়ে চলে আয়, আছিস্ যে যেথায়,
হিঃ হিঃ হাঃ হাঃ—হাসির হর্‌রা তোল,
আয়রে গণ্ডগোল, বাজারে ঢোল,
হাত তালি দে নাচি সবে ধিনাক্ ধিনাক্ ধিন॥

[প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য

রাজপথ

ভারতমাতা ও স্ত্রীপুরুষগণ।

ভারতমাতা। সসাগরা ধরা যে নারী পূজিত,
জগজ্জন-হিত, যার রাজনীত,
যে নামে সুজন সদা পুলকিত,
যার ধ্বজা হেরি দুর্জ্জন কম্পিত,

(গীত)

সকলে। নীরব মানব তমাচ্ছন্ন সব,
ভিক্টোরিয়া নাই, ভিক্টোরিয়া নাই,
সসাগরা ধরা শোকপূর্ণ তাই।

ভারতমাতা। যার বজ্রনাদী কামান-গর্জ্জনে,
কম্পিত হৃদয় নরপতিগণে,
সাগর ব্যাপিত জলতরী যার,
যার পরাক্রম মানে পারাবার,

(গীত)

সকলে। নীরব মানব তমাচ্ছন্ন সব,
ভিক্টোরিয়া নাই, ভিক্টোরিয়া নাই,
সসাগরা ধরা শোকপূর্ণ তাই।

ভারতমাতা। যাহার পতাকা বিমল উজ্জ্বল,
খ'সে পড়ে হেরি দাসত্ব-শৃঙ্খল,
যে নারীর ভাষে ভিন্ন জাতিগণ,
করে পরস্পরে সখ্য সম্বোধন,

(গীত)

সকলে। নীরব মানব তমাচ্ছন্ন সব
ভিক্টোরিয়া নাই, ভিক্টোরিয়া নাই,
সসাগরা ধরা শোকপূর্ণ তাই।

ভারতমাতা। দেশ দেশান্তর হ'তে রাজকর,
অর্ণব তরণী বহে নিরন্তর,
দূরিত অভাব রাজ্যে সমভাব,
সম উচ্চনীচে ন্যায়ের প্রভাব,

(গীত)

সকলে। নীরব মানব তমাচ্ছন্ন সব
ভিক্‌টোরিয়া নাই, ভিক্‌টোরিয়া নাই,
সসাগরা ধরা শোকপূর্ণ তাই।

১ম পুরুষ। মহারাণি, ভিক্টোরিয়া, জননি!—সন্তানের প্রতি কেন বিমুখ হ'লে? মা, অশ্রু-ধারা গ্রহণ কর,—অশ্রু-ধারা ভিন্ন অন্য সম্বল নাই।

ভারতমাতা। বৎস, বৎস! তোমরা শোক সম্বরণ কর। মহারাণীর অনন্ত কীর্ত্তি—অনন্ত কালে তাঁর মৃত্যু নাই।

পটপরিবর্ত্তন

সিংহাসনোপরি সপ্তম এডওয়ার্ড

(ভূত-পূর্ব্ব প্রিন্স অফ্ ওয়েলস্)

চেয়ে দেখ, মহারাণীর রাজপ্রকৃতি তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র-রূপে সিংহাসনে বিরাজ ক'চ্ছেন। বল, জয় জয় ইংলণ্ডেশ্বরের জয়! জয় ভারতেশ্বরের জয়! ঐ দেখ, কোটি কোটি জাতি তাঁর সিংহাসন বহন ক'চ্ছে।—ভিন্ন বর্ণ, কিন্তু এক আত্মা, একান্তর, এক অন্তর হ'য়ে রাজ্যেশ্বরের সিংহাসন শিরে ধারণ ক'রেছে।

১ম পুরুষ। ভারতসম্রাট, সিংহাসনে তোমায় দর্শনে আমাদের নিরাশ হৃদয়ে আশার সঞ্চার হ'চ্ছে। তুমি ভাগ্যবতী মহারাণীর পুত্র—মহারাণী-দীক্ষিত! জনহিত-সাধনে আজীবন রত, মাতৃকীর্ত্তি-কলাপ-রক্ষার ভার তোমার। আমরা দীন ভারত-সন্তান—কৃপা-কটাক্ষ নিয়ত আমাদের প্রতি রাখ্‌বে,—এই আমাদের ভরসা! তোমার ন্যায় আমরা মাতৃশোকাতুর। রাজা, সম্রাট! আমাদের সন্তাপিত প্রাণে শান্তি প্রদান কর। আমরা দুর্ব্বল, বাক্‌শক্তিহীন, চির পরাধীন, রাজ-কৃপা ব্যতীত আমরা বিনষ্ট হব। মহারাজ, মহাসম্রাট! আমরা যথার্থই তোমার কৃপার পাত্র। অশ্রু-ধারাই আমাদের সম্বল।

(সমবেত সঙ্গীত)

ব্যাপি স্থলজল, অচল সচল,
ইংরাজ-শাসন সদা বিদ্যমান।
জয় রাজ্যেশ্বর, করুণা-আকর,
নরশ্রেষ্ঠ নর, নরের সম্মান॥
চির পরাধীনা ভারত মাতার
সন্তানের তার, তব প্রতি ভার,
রাজ্যেশ্বরী মাতা, ত্যজিলা সংসার,
একমাত্র তুমি উপায় সবার,
দুখ-পারাবার, কর প্রভু পার,
তব পদে নত কায়মন প্রাণ।
জয় রাজ্যেশ্বর! জয় রাজ্যেশ্বর!
অশ্রুধারে গায় ভারত-সন্তান॥

যবনিকা।

নিত্যানন্দ-বিলাস

(প্রেম ও ভক্তিমূলক নাটক)

[বহুকাল পূর্ব্বে মিনার্ভা থিয়েটারের নিমিত্ত এই নাটকখানি রচিত হইয়াছিল, বহু সন্ধানে সংগৃহীত হইয়া 'গ্রন্থাবলী'তে এই প্রথম প্রকাশিত হইল]

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

পুরুষগণ।

নিত্যানন্দ
গৌরাঙ্গ
যম

উদ্ধারণ দত্ত	...	কৃপণ বণিক।
ঘনশ্যাম	...	মাতাল ভক্ত।
অবিনাশ	...	ঘনশ্যামের প্রতিবাসী।
কালাচাঁদ	...	ঐ
রামহরি		ঐ
গোবর্দ্ধন	...	ঐ
হারাধন	...	ঐ ভৃত্য।
হিরণ্য পণ্ডিত	...	অধ্যাপক।
বামাচরণ	...	দস্যু-সর্দ্দার।

যমদূতগণ, ভট্টাচার্য্য, যদুনাথ, রঘো, তেরো, ভীমে, উদো, দয়াল, ভৈরবা, বেহারে প্রভৃতি ডাকাতগণ, প্রতিবেসিগণ ইত্যাদি।

স্ত্রীগণ।

শচীদেবী	...	গৌরাঙ্গের মাতা।
বিষ্ণুপ্রিয়া	...	ঐ স্ত্রী।
বসুধা, জাহ্নবী	...	নিত্যানন্দের স্ত্রী।
কমলা	...	উদ্ধারণের স্ত্রী।
বিমলা	...	ঘনশ্যামের স্ত্রী।

বিদ্যাধরীগণ, গ্রাম্য স্ত্রীগণ, গ্রাম্য বালিকাগণ, হিজ্‌ড়াগণ ইত্যাদি।

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

নীলাচল পর্ব্বত

গৌরাঙ্গ ও নিত্যানন্দ।

(গৌরাঙ্গের গীত)

ঝিঁঝিট মিশ্রিত কীর্ত্তন—লোফা।

নাম বিলাতে যাও হে নিতাই, যাও হে যাও।
এসেছি তোমার আশায়, একবার আমার মুখ পানে চাও ॥
নিতাই করহে সংসার [তোমার কিসের সংসার হে,—
যাও তুমি নদিয়ায় হে] হরি নাম করহে প্রচার,
নিতাই নাম বিলাতে ভয় কি কর—নাম দিয়ে ভুবন মাতাও।
অষ্ট সখীর সুধ্‌তে ঋণের ধার,—দাদা তোমার উপর ভার,
আমার জীবন সাথী তুমি হে আমার,—
এস সাথে বারে বারে, চিরদিন ত ব্যথা নাও ॥

নিত্যানন্দ। গৌর, আমায় কোথায় যেতে ব'ল্‌চিস্‌?

গৌরাঙ্গ। দাদা, সংসারে যাও!—একবার জীবের মুখপানে চাও; জীবের দুঃখ দেখ, জীবের উপায় কর।

(নিত্যানন্দের গীত)

কাফি মিশ্রিত কীর্ত্তন—লোফা

ভাই বেঁধেছিস্ তো প্রেমের ডোরে।
শক্তিশেল ধ'রেছিনু তোর তরে ॥
তোর ঋণ পরিশোধ যদি গৌর হয়,
সয় যেন রে সয়, আমার প্রাণে সয়,

হরি নামে মেতে পথে পথে,
নাম বিলাব ঘরে ঘরে ॥
যার সয় হে প্রাণে স'য়েছে সে কত,
ব'ল হে তোমার মনের মত,
থাক্‌বি রে তুই নীলাচলে,
আমায় দুষ্‌বে ঘরে পরে।

দ্বিতীয় দৃশ্য

পানিহাটির রাস্তা

(যদুনাথ ও ভট্টাচার্য্যের প্রবেশ)

যদুনাথ। দাদাঠাকুর, প্রণাম! কোথায় যাওয়া হ'চ্চে?

ভট্টাচার্য্য। বেঁচে থাক দাদা, এই একবার গঙ্গাতীরে যাচ্ছি, সন্ধ্যেটা সেরে আসি।

যদুনাথ। কেন দাদাঠাকুর, বাড়ীতে চাকরদের ব'ল্লেইত তারা এক ঘটী গঙ্গাজল এনে দিত, এত কষ্ট ক'রে ঘাটে যাবার দরকার কি?

ভট্টাচার্য্য। এতে আর কষ্ট কি? ও কি জান ভাই, আমাদের শাস্ত্রে বলে 'দর্শনে স্পর্শনে মুক্তি'—ঘাটে গেলে এককাজে দু'টো হবে।

যদুনাথ। আচ্ছা দাদাঠাকুর, ক' দিন থেকে আপনার কাছে যাব মনে ক'রেছি, নানান্ কাজের ঝঞ্ঝাটে যেতে পারি নি; আচ্ছা দাদাঠাকুর, এই যে ন'দেতে গৌর নিতাই নিয়ে একটা মহাহুলস্থূল বেধে ছিল, সেটা কি ব'লতে পারেন? সেটা কি আমাদের শাস্ত্র-সঙ্গত?

ভট্টাচার্য্য। ওকি জান ভাই, মনে সন্দেহ রেখে যদি জিজ্ঞাসা কর, তা হ'লে তার উত্তর এখানে দাঁড়িয়ে, তোমাকে এক কথায় কিছু বোঝাতে পারব না; আর যদি বিশ্বাস করে জিজ্ঞাসা কর—সহজে বুঝিয়ে দিচ্ছি।

যদুনাথ। দেখুন দাদাঠাকুর, ও বিশ্বাস অবিশ্বাস কিছু বুঝি না; তবে মনে একটা কেমন সন্দেহ হ'য়েচে, তাই জিজ্ঞাসা কচ্চি।

ভট্টাচার্য্য। তা হ'লে দাদা এখনকার কথা নয়, কাল এক সময় তোমার সাবকাশ মত আমার কাছে যেও, সব বুঝিয়ে দেব। আর দেখ ভাই, আমাদের এই মাকাল ষষ্ঠি থেকে শিব দুর্গা পর্য্যন্ত যিনি যেখানে আছেন, যা কিছু দেখ্‌তে পাও, এ সবেরই বিশ্বাসই মূল জেনো। তবে এখন যাই ভাই, বেলাটাও গেল, কাল তবে এক সময় যেও।

যদুনাথ। যে আজ্ঞে যাব। প্রণাম। [প্রস্থান।

ভট্টাচার্য্য। হরি হে, দিন গেল দীনবন্ধো! [প্রস্থান।

(গ্রাম্য স্ত্রীগণের প্রবেশ)

(গীত)

পীলু পাহাড়ী দাদরা।

চল' চল' প্রাণ স্বজনি, আনগো ত্বরা আনবো বারি।
আয় লো আয় বেলাবেলি, আস্‌বো ফিরে কুলের নারী ॥
ঐ ছাখ্ রাঙা ছবি—ডুবু ডুবু হ'ল রবি,
ননদী ব'লবে কত, কেন লো স'বি;
সন্ধ্যা হ'লে ব'লবে ছলে জানিস্ তো কুটীল ভারী ॥

[প্রস্থান।

(হারাধন ও ঘনশ্যামের প্রবেশ)

হারাধন। ছিঃ, বড় বাবু! ফিরুন, বাড়ী চলুন! এমন অবস্থায় কি বাড়ী থেকে বেরুতে আছে?

ঘনশ্যাম। চোপ্‌রাও শালা! তোর বাবার কি? আমার খুসি। শালা আবার আমায় বোঝাতে এল?

হারাধন। আজ্ঞে না—আমি তা বলি নাই। সন্ধ্যার সময় কোথায় যাবেন! বাড়ী চলুন।

ঘনশ্যাম। হাম্ নেহি যায়েগা, তোর বাবার কিরে শালা? আজ তিন দিনের পর বাড়ী গেলুম, শালারা বলে কিনা আমি মাতাল! আচ্ছা বাবা, এই তুমিই কেন বলনা, না হয় একটু মদ খেয়েছি, তা ব'লে কি শালারা সবাই মিলে আমাকে মাতাল ব'লবে? আমি মদ খেয়েছি খেয়েছি, তোর বাবার কিরে শালা? আমিত আর কারও বাবার পয়সায় খাই নাই? মা আনন্দময়ী আমায় এনে জুটিয়ে দেন—আমি খাই। যে দিন পেলুম—খেলুম; যে দিন না জুটলো, সে দিন 'তারা' ব'লে বুকে হাত দিয়ে গাছতলায় প'ড়ে থাক্‌লুম—ব্যস্। কিন্তু বাবা, অমনি অমনি আমার একটী দিনও যায় নাই—খানিক রাত্রে উঠে দেখি, কে এক মাগী, একটা কেলে হাঁড়ীতে ক'রে এক হাঁড়ী মদ নিয়ে মাথার কাছে ব'সে আমায় ডাকচে, 'ওরে আজ খাস্‌নি, খাবি ওঠ্'—আমিও বাবা আস্তে আস্তে উঠে হাঁড়ীটী সাবাড় করি। সেই মাগীই তো আজ তিন দিন আমাকে মদ খাইয়েছে।

হারাধন। আচ্ছা বড় বাবু, মদ খেয়েছেন—বেশ করেছেন—বাড়ী চলুন, আর কেউ আপনাকে কখন কিছু ব'লবে না।

ঘনশ্যাম। না বাবা, আর আমি তোমাদের বাড়ী ঢুক্‌ছি নি। ব'লেচ বাবা ব'লেচ—খুব ক'রেচ, আমি তাই স'য়ে এলুম, আর কাকেও ব'ল্‌লে টের্‌টা পেতে যাদু!

(অবিনাশের প্রবেশ)

অবিনাশ। কি দাদামশা'য়! দিগম্বর হ'য়ে সন্ধ্যার সময় কোথায় চ'লেছেন?

ঘনশ্যাম। আরে কেও—নাতি! আর দাদা দেখ্‌ছো কি, আমাকে আজ শালারা মাতাল ব'লে তাড়িয়ে দিয়েচে। আর না বাবা, ঢের হ'য়েছে, আর কখন জন্মে মদ খাবনা বাবা। এত দিনের পর আমাকে সবাই মাতাল ব'লেচে।

অবিনাশ। ছি দাদাম'শায়! ও কথায় কি রাগ ক'রতে আছে? চলুন বাড়ী চলুন, আমি আপনাকে বাড়ীতে রেখে আস্‌চি চলুন।

ঘনশ্যাম। কার বাড়ী? কোথায় যাব? আমার বাড়ী হ'লে কি আমাকে শালারা তাড়িয়ে দেয়?

অবিনাশ। কার এমন ক্ষমতা আপনাকে কিছু বলে? চলুন, বাড়ী চলুন।

ঘনশ্যাম। না দাদা, আমি বাড়ী যাবনা আর মদও খাবনা; সে মাগী ব'ল্‌লেও আর মদ খাবনা।

অবিনাশ। এখন এই রাত্রে কোথা যাবেন?

ঘনশ্যাম। যে দিকে দু' চোখ যায়—যাবার কোন ঠিকানা নাই; যাবার অনেক স্থান আছে, যেখানে ইচ্ছে যাব, কিন্তু আর বাড়ী যাচ্চি না দাদা।

(বিমলার প্রবেশ)

বিমলা। দেখ দেখি—মাতালের কাণ্ডই স্বতন্ত্র! মদ খেয়ে আবার লোক ঢলাবার জন্যে রাস্তাতে বের'ন হ'ল কেন?

ঘনশ্যাম। কি বাবা, মারবে নাকি? বাড়ীতে এত গালাগাল দিলে, তাতে বুঝি রাগ ক'মলো না, তাই এখন পর্য্যন্ত তেড়ে মারতে এসেছ? মার'—মার,' কেন আর আপশোষ্‌টা থেকে যায়? মাথা খাও, মরা মুখ দেখ'—দু চার ঘা' হ'য়ে যাক।

বিমলা। আমিত আর তোমার মত মদ খাই নি—মাতালও হই নি, এখন চল, বাড়ী চল!

ঘনশ্যাম। আমিত ব'লেচি বাবা, আর মদ খাবনা,—কিন্তু বাড়ীতেও যাবনা।

বিমলা। নাও নাও, ন্যাকামি রাখ, চল বাড়ী চল।

ঘনশ্যাম। না আর না, অনেক হ'য়েছে, আর না—আর কেন বাবা? এত দিন 'কালী কালী' ব'লে মদ খেয়ে বেড়িয়েছি, এখন একবার 'হরি হরি' বলে দেশে দেশে ফিরব। পেনেটীতে নাকি নিতাই ঠাকুর এসেচেন, আমি তাঁর সঙ্গে সঙ্গে ফিরব'। আমাকে কি তিনি পায়ে স্থান দেবেন না? বাবা, জগা মাধা এত বড় পাপী ছিল—তারা ত'রে গেল; আমি মাতাল ব'লে কি আমায় ঘৃণা ক'রবেন? তিনি ঘৃণা করেন, শেষ ত পতিতপাবনী আছেনই।

বিমলা। তুমি যদি বাড়ী না যাও, তবে আমি আর কার জন্যে বাড়ী যাব? আমারই বা কিসের বাড়ী? চল, আমিও তোমার সঙ্গে সঙ্গে ফিরব'—তোমারও যে গতি, আমারও সেই গতি।

ঘনশ্যাম। আমার সঙ্গে যাবে?—চল, আমি বারণ ক'রব না; কিন্তু দেখ, আমি এখন থেকে তোমাকে সাবধান ক'রে দিচ্চি, আমাকে কিছু ব'লতে পাবে না; আমার যা ইচ্ছা আমি করব', তুমি তাতে কথা কইতে পাবে না।

বিমলা। না, আমি কোন কথা কইব না, তোমার যা ইচ্ছা ক'রো; আমি ছায়ার মত তোমার সঙ্গে সঙ্গে থাকবো, তাতে তো তোমার কোন আপত্তি নাই!

ঘনশ্যাম। না,—তবে আর দেরি কেন, এস; যখন যাব ব'লে বেরিয়েছি, তখন আর রাস্তায় দাঁড়িয়ে কেন?

[ঘনশ্যাম ও বিমলার প্রস্থান।

হারাধন। আচ্ছা ম'শায়, আমিতো এঁদের ভাব কিছু বুঝতে পারলেম্ না। এই এক সামান্য কথায় এঁরা দু'জনে সংসার-ত্যাগী হ'লেন?

অবিনাশ। ও কিছু বলা যায় না,—যাদের হয়, তাদের ঐ রকমই হয়। আর এখানে দাঁড়িয়ে ভেবে কি ক'রবে? চল, বাড়ী চল।

হারাধন। চলুন।

[উভয়ের প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

পানিহাটীর ঘাট

বটবৃক্ষতলে নিতাই উপবিষ্ট

বসুধা ও সঙ্গিনীগণ।

(বসুধার গীত)

মূলতান মিশ্রিত কীর্ত্তন—লোফা।

হরিনাম দিতে,—
কে আমার কাছে এসেছিল কালু ব্রেতে।
হেসে হেসে কয় কত কথা,
সে চ'লে গেল বেজেছে ব্যথা,
আমার যমুনা ত প্রাণ হরি বলি,
গেছে হরিনাম প্রাণে গেঁথে!

(স্বগত) আহা! কে ঐ নবীন পুরুষরতন ব'সে আছে? কার ধ্যানে নিমগ্ন?—কেন প্রাণ উচাটন হ'চ্চে—মরি মরি কি রূপ মাধুরী!

(বসুধার গীত)

মূলতান—দাদ্‌রা।

এসেছে কে জাহ্নবীর ধারে,—
ব'লেছে মন তো আমারে!
মন বলে সে আমারে চায়,
মন বলে—লুটিয়ে পড়' পায়,
মন আমার দেখ্‌তে তারে চায়;
মন যে আমার কেমন করে—
বলনা ব'লব কারে?

১মা সঙ্গিনী। ওলো তোর হ'লো কি, জল নিতে এসেছিস্ না? চল—ঘাটে নামি।

(বসুধার গীত)

পিলু মূল্‌তান—একতালা।

জল আনা সই হ'লো ভার,
আমি যেখানে যাই চেয়ে দেখি—
মুখপানে সে চায় আমার!
বিশ্ব ওঠে আচম্বিতে—
জলে ঢেউ দিতে,
ওঠে প্রাণ তা'তে মেতে,
দেখি চেয়ে ঢেউয়ের গায়ে সে আছে তা'তে;
আমি বুজ্‌লে আঁখি তারে দেখি—
কেউ তো আমার নাইকো আর!

নিতাই। (স্বগত) কে এ বালিকা! (প্রকাশ্যে) তুমি কি কুমারী?

বসুধা। কি জানি!

নিতাই। ইস্! তোমার ত গুমোর ভারি?

বসুধা। কি জানি!

নিতাই। আমি বিদেশী, তোমাদের দেশে এসেছি; কোথায় যাব জানিনা।

বসুধা। কি জানি!

নিতাই। তুমি তো 'কি জানি'ই ব'লছো; আমি বিদেশী, কোথায় থাক্‌বো আমার ঠিক নাই, তুমি জায়গা দেবে?

বসুধা। কি জানি!

নিতাই। তুমি তো বেশ লোক! আমি যত কথা ব'লছি, তুমি ব'ল্‌ছ—'কি জানি'!

বসুধা। তুমি কি আমাকে মিথ্যা কথা ব'ল্‌তে বল?

নিতাই। তুমি এম্‌নিই ন্যাকা! তুমি কি কিছুই জাননা?

বসুধা। তাত তুমি জিজ্ঞাসা করনি, তুমি এ কথা সে কথা জিজ্ঞাসা ক'রেছ, আমি ব'লেচি—কি জানি!

নিতাই। আচ্ছা, ভাল! তুমি শুন্‌লেও বাঁচি। তুমি কি জান,—তুমি কি কিছু জান?

বসুধা। হ্যাঁ জানি, তোমায় জানি।

নিতাই। বাঃ! বাঃ! প্রেমের ঢেউ দেখ!

বসুধা। বাঃ! বাঃ!—তুমি প্রেম ক'রোনা, গাছ-তলায় সুখে থাক।

নিতাই। তুমি কোথায় যাচ্ছ?

বসুধা। কি জানি!

নিতাই। তুমি তো ভারি অভিমানী।

বসুধা। আমি প্রেমের দায়ে প্রাণ দিয়েছি পায়, সঁপেছি তোমায় প্রাণ-মন-কায়!

নিতাই। তুমি মালা পর। (বসুধার গলায় মাল্যদান)

বসুধা। আমি কি ধার রাখ্‌বো?—তুমিও মালা পর।

(সঙ্গিনীগণের গীত)

সিন্ধু-দাদ্‌রা।

হ'য়ে উতলা প'রোনা মালা,—
তাড়াতাড়ি পরোনা মালা—পাবে জ্বালা !
ব্যাকুল হ'য়ে মুখপানে তোর চায়,
চেয়ে দেখ চায় কি না সে চায়,
কথায় কথায় মুখপানে তো চায় ;
কাজ নাই তার তো কথায়,
জেনেছ—চায় সে তোমায়,
সে কেঁদে কেঁদে সদাই বলে—
'প্রাণ দে আমায় সরলা' !

চতুর্থ দৃশ্য

পথ

কালাচাঁদ, রামহরি ও গোবর্দ্ধন।

কালাচাঁদ। ওহে, আর দেখ্‌ছো কি ? জাত-জন্ম আর রইলো না,—ন'দে থেকে পেনিটী এসে নেড়ানেড়ীর ঢেউ লাগ্‌লো।

রামহরি। জ্বালাতন, জ্বালাতন! কাল খোলের চাঁটিতে একবারও চক্ষু বুজিনি ! ন'দেয় ছিল গৌরচাঁদের ঢেউ, এখানে নিতাইচাঁদের হেউ ঢেউ !

কালাচাঁদ। এ সব কি হ'চ্ছে জান ? এ বৃন্দাবন লীলা ! কৃষ্ণচন্দ্র মথুরায় গেলেন, বলাইচাঁদ এসে রাস ক'রলেন।

রামহরি। তা বাবা, এখানে কেন ? বৃন্দাবন তো ন'দেয় প'ড়ে আছে, সেখানে গিয়ে রাসলীলা করুন না ! এখানে যে লোকের ঝি-বৌ বা'র ক'র্‌তে আরম্ভ ক'ল্লে হে ? এই যে, এই যে মোহন চূড়ো বেঁধে বীর বলাই বেরিয়েছেন।

(নিতাইএর প্রবেশ)

কালাচাঁদ। বলাইচাঁদ !—কোন্ তীর্থে জটা মুড়োলে বাপ ! কোন্ কোন্ গোপের বাড়ী রাসলীলা ক'রবে ?

রামহরি। দোহাই বাবা, ভদ্রপাড়া ছেড়ে ডোমপাড়ায় সেঁধোও !—কেউ কিছু ব'লবে না। নাচ', গাও, সিঙ্গে বাজাও,—ফুর্ত্তী কর !—

(নিতাইএর গীত)

মঙ্গল বিভাস—লোফা।

ফিরে এসেছে, নিতাই,—
নাম নিয়ে যা কিশোরীর দোহাই !
ঠেকে ঋণের দায়, পাঠিয়েছে আমায়,
কিশোরীর ঋণের দায়ে বিকিয়ে গোরা যায়,
নইলে ওরে, দ্বারে দ্বারে,—
সাধ ক'রে কি নাম বিলাই !

কালাচাঁদ। দোহাই বাপধন ! তোমার অত দানাইয়ে কাজ নেই বাবা ! তুমি পেনিটী থেকে স'রে প'ড় ! দেশ জজাচ্ছ—লোকের কুল মজাচ্ছ—তোমার একটু হায়া হয় না হ্যা ?

রামহরি। কত রঙ্গই দেখালে বাবা ! জটা পাকিয়ে হুঙ্কার ছাড়লে, এখন টোপর মাথায় দিয়ে বর হ'য়েচো ! মরি, মরি ! হরগুণ, বরগুণ—একত্রে মেশামিশি রে !

[নিতাইএর প্রস্থান।

বুজ্‌রুকি দেখেছ,—সাফ্ চ'লে গেল, কথাটি কইলে না।

কালাচাঁদ। ভাই, আমার প্রাণের ভেতর কেমন ক'চ্চে !

রামহরি। ঐ নাও ! তোকেও রোগে ধ'রলে বুঝি ?

কালাচাঁদ। ভাব্‌ছি, অকুল পাথারে পড়েছি, হরি বলি এস,—নইলে উপায় কি ? হায় হায় !

রামহরি। একটু গড়াগড়ি দাও! একটু প্রেমে লুটোপুটি খাও !—খানিকটে গাঁজ্‌লা তোল !—আর একটী মেয়ে থাকে, তো বীর বলাইয়ের সঙ্গে বে দাও।

কালাচাঁদ। হরি হরি !

রামহরি। হ্যাঁ হে, ভণ্ডাম জুড়্‌লে নাকি ?

কালাচাঁদ। তুমিও হরি বলনা, এতে দোষ কি ?

রামহরি। তোমার সাত পুরুষকে বলাও বাবা ! ও নেড়ানেড়ীর কারখানায় আমি নেই।

কালাচাঁদ। না হে না, হরি ব'লতে আর দোষ কি বল ?

রামহরি। ভ্যালা মোর বাপ্‌রে !—হুঙ্কার দাও !—

খোল বাজাও! খুলি ডাকবো কি? তুমি ছিদেম স্থবোল একটা হবে নাকি? কি টাঁকচো? চাল্ মাগ্‌গি! কানাই বলাই তো স'রে গিয়েচে। এখন তুমি ছিদেম না স্থবোল?

কালাচাঁদ। আচ্ছা ভাই, আমার যা মনে হ'চ্চে আমি করি,—তোমার তা'তে ঠাট্টা কেন?

রামহরি। আবা আবা ধবলী রহ!

কালাচাঁদ। আচ্ছা ভাই, আমি চল্লুম।

রামহরি। কেন ভাই, ব্যাজার কেন? তোমরা কানাই, বলাই, ছিদেম হ'লে, আমি না হয় বাস্‌দেব হ'য়ে 'আবা আবা ধবলী' ক'রেছি।

কালাচাঁদ। আচ্ছা, আবা আবা ধবলী না ক'রে, একবার হরি হরি বল দেখি!

রামহরি। তা হ'লে কি স্থবোল ক'রে দাও নাকি?

কালাচাঁদ। আচ্ছা, তুমি বলই না! বল' বল', হরিবোল – হরিবোল বল'!

রামহরি। না, বাবা! এর ভেতোর কি একটা রকম আছে; বুঝতে পারচি নি! আমারও যে প্রাণটা কেমন কেমন ক'রে উঠচে! এ কি বদ্ হাওয়া এল দেশে!

(দুইজন স্ত্রীলোকের প্রবেশ)

১ম স্ত্রী। আমি আর ঘরে থাকবো না, আমার যেখানে প্রাণ চায়—যাবো! হা নিতাই! কোথায় তুমি?

২য় স্ত্রী। ওলো শোন্‌না, শোন্‌না! ও আবাগের বেটী, শোন্‌না! ওরে, জাতকুল ম'জ্‌বে যে রে?

১ম স্ত্রী। যাক্ জাত, যাক্ কুল, আমি অকূলে ভাসবো!

২য় স্ত্রী। বড় ভাল ঠাউরেছিস্!

১ম স্ত্রী। তুমি এস, এস! আর কেন মিছে মায়ায় ঘোরো? চল', চল'!—নিতাইচাঁদকে দেখ্‌বে চল'!

(গোবর্দ্ধনের প্রবেশ)

রামহরি। কিহে, কিহে! তোমারও ভারি বিভ্রাট দেখ্‌ছি যে? তোমার গিন্নী ছুটে বেরিয়েছেন যে?—

গোবর্দ্ধন। আরে, সর্ব্বনাশ হ'লো ভাই—সর্ব্বনাশ হ'লো!

কালাচাঁদ। সর্ব্বনাশ কেন ভাব্‌চো?—আমি বুঝ্‌তে পেরেচি, নিতাই সামান্য নন! জীবের উদ্ধারের জন্য এসেছেন।

রামহরি। তোমারও গিন্নীকে ডাক্‌বো না কি? পেনিটীতে বুঝি আমরা ব্রজের বালক, আর ঠাক্‌রুণরা সব গোপিনী? ওগো ঠাক্‌রুণ! তুমি ললিতা, না বিশখা?

১ম স্ত্রী। কোথায়, কোথায় তিনি? আমায় ছেড়ে দাও!

গোবর্দ্ধন। তুই কি একটা ঢলাঢলি ক'র্‌বি?

১ম স্ত্রী। আমায় ছেড়ে দাও—ছেড়ে দাও! আমার প্রাণ ব্যাকুল হ'য়েচে, কেন আমায় ধোরে রাখ্‌চো! আমার প্রাণ নিতাইচাঁদের কাছে গিয়েচে! আমার দেহ ধ'রে রেখে কি ক'র্‌বে?

গোবর্দ্ধন। তবে যা, চুলোয় যা!

[স্ত্রীলোকদ্বয়ের প্রস্থান।

ভায়া, হ'লো আর কি? ওরে ও আবেগের বেটী! ফের, ফের!—কোলের ছেলেটার মুখপানে চা'!

১ম স্ত্রী। (নেপথ্যে) হা নিতাই—হা নিতাই!

রামহরি। কেমন চাঁদ! ব'লেছিলুম, লোকের জাত-কুল রাখা ভার হবে,—এখন দেখ্‌লে?

কালাচাঁদ। নিতাই! নিতাই! হরিবোল—হরিবোল!

গোবর্দ্ধন। তোমার ব্যাপারখানা কি? তুমি যে তাই, তাই, তাই, নিতাই নিতাই ক'চ্চ!

রামহরি। খোকার ভাব লেগেছে গো!

কালাচাঁদ। হরি বল! হরি বল! নিতাই! নিতাই!

রামহরি। আহা! বাছা বাঁচ্‌বে না গো, বাঁচ্‌বে না! বাঁচ্‌বার লক্ষণ কই? মুখে জল দাও! অন্তে গঙ্গানারায়ণ ব্রহ্ম!

কালাচাঁদ। নিতাই! নিতাই!

রামহরি। আহা! বাছা কি আমার আবোল তাবোল ব'লছে গা! বাছার কি হ'লো গো! হরি বল'! হরি

বল'! হরি বল'! হরি বল'! একি এ যাদু বাবা, যাদু! এ হরিনাম নয়—যাদু!

গোবর্দ্ধন। কি য়াদু, তোমাকেও যাদু ক'ল্লে নাকি?

রামহরি। হরি বল' বাবা, হরি বল'! এ বাবা, বুঝ্‌তে পাচ্ছিনি! এ কি বুলি বাবা? হরি বল', হরি বল'! এ যে ছাড়ে না হে? হরি বল'—হরি বল'!

গোবর্দ্ধন। না বাবা—স'রে পড়ি; এ বাবা কি ডাইনের মন্তর! ও যে শোনে—সেই বলে! কাজ নেই বাবা—স'রে পড়ি। যাক গিন্নী,—বেঁচে থাক্‌লে অমন গিন্নী অনেক পাব।

[প্রস্থান।

রামহরি। ওহে, ওহে—কি ভাব্‌ছো? কি ভাব্‌ছো? হরি বল', হরি বল'!

কালাচাঁদ। হরি বল, হরি বল

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

গ্রাম্য পথ

নিতাই উপবিষ্ট।

(গ্রাম্য বালিকাগণের প্রবেশ)

(বালিকাগণের গীত)

মল্লার—একতালা।

তুমি কেহে ব'সে,—
মনতো নয় আপন বশে।
কে জানে তোমার কথায় কেন প্রাণ রসে!
তোমায় কিহে প্রেম পরশে,
থাক কিহে আপন বশে,
অবশ মন তো প্রেমের পরশে;—
ছিলেনা কি আপন বশে,
প্রাণ চেলেছ কি অবশে!

(উদ্ধারণ দত্তের প্রবেশ)

উদ্ধারণ। ঠাকুড়, কৃপা ক'ড়ে আমাড় ঘড়ে চড়ণ দেবে কি? ঠাকুড়, আমাড় দোতলাড় রকেড় ওপড় ঘড়! খালি গিন্নী থাকে আড় আমি থাকি, আমাড় ঘড়ে নাইকো পড়; জন, জামাই, ভাগনা—তিন নয়কো আপনা! তাই কাছে এলে বলি—সড়, সড়; একটী গোড় আছে, তাড় জন্যে আমি আপনি কাটি খর। তাই ঘাটে মাঠে, ঘাস ছিঁরি চর্ চর্! তুমি আমায় পড় ভেবোনা, তুমি আমাড় ঘড়ে এস না! গিন্নী ভাড়ি ভালবাস্‌বে! আড় দু তিন দিন ছানা মাখন যা পাড়', খুব ঠাস্‌বে,—তাড়পড় যেও চ'লে! গিন্নী যদি কিছু বলে, তা মনে ক'ড়োনা,—মেয়ে মানুষের কথা গায়ে মেখো না; তোমাড় কোথায় ঘড়? এ পানিহাটী, এখানে সব আঁটি সাঁটি, জেনো হেতায় সবাই পড়।

নিতাই। এই যে তুমি আমার আপনার।

উদ্ধারণ। কি ক'ড়বো আড়! নি একদিন তোমাড় ভাড়। ছিল বাবাড় পড়িবাড়, মাসে টাকা দশেক প'ড়তো তাড়; এখন তো আড় সে নেই, তোমাড় এক সাঁজেড় ভাত দেব; আড় দিন দু'য়েক যদি থাক, এই এই সেও সই! খাবে দাবে, না হয় দুদিন সই।

নিতাই। দেখ, আমি ছানা চিনি খাব'।

উদ্ধারণ। বাপ্‌ড়ে বাপ্! কোথায় পাব'?

নিতাই। আমি ক্ষীর ভালবাসি।

উদ্ধারণ। তোড়ে দেব একটু, গিন্নী দুধ ক'ড়েছে বাসি।

নিতাই। দেখ, তোমাদের টানাটানি, আমি আর যাবনা।

(উদ্ধারণের গীত)

ঝিঁঝিট—দাদ্‌রা।

আমাদেড় চিড়দিন টানাটানি,—
কে জানে মন গ'লেছে হেড়ে তোড় বদন খানি!
কেবল নিড়েনব্ব য়েড় ধাক্কা, জ্ঞান হ'য়েছে অক্কা,
মনে কড়ি সুখ পাব—তায় পেয়েছি ফক্কা;
তুই আয়না ঘড়ে দু'দিন না হয়—
খাওয়াব, তায় কি হানি।

[উভয়ের প্রস্থান এবং পশ্চাৎ পশ্চাৎ বালিকাগণের হরিবোল বলিতে বলিতে প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

উদ্ধারণের বাটী

কমলা আসীনা।

(উদ্ধারণ ও নিতাইএর প্রবেশ)

উদ্ধারণ। আমি খেতে দোবনা, দেখে যাস্‌তো যা! একগাল চিরে মুরকী খা!

নিতাই। আমর্‌ ব্যাটা বেণে!—

কমলা। হ্যাঁগা, তুমি কেমন তারা নোক গা? সেই সকাল ব্যালা থেকে বেরিয়েছ—আর এতক্ষণে বাড়ী ঢুকলে?

উদ্ধারণ। আড়ে ক্ষেপি, ড়াগ কড়িস্‌ কেনে?

কমলা। রাগ কি আর সাধে হয়? তোমার আকেলটা কি, তাই দেখ্‌ছি; ব্যালা আড়াই প্রহর উত্‌রে গেল, এখন পর্য্যন্ত তোমার নাওয়া-খাওয়া হ'লোনা! বাড়ী থেকে একবার বেরুলে ত আর আসতে চাও না!

উদ্ধারণ। ওড়ে তোড় পায়ে পড়ি, ক'ড়েছি ভাড়ি ঝকমাড়ি! এমন কম্মটি আড় হবে না। এখন তুই যা, আড় ছ্যাখ্‌—ছ্যাখ্‌, আমি ভাল হ'য়েচি, ওকে ঘড়ে এনেচি;—ওড়ে পুষ্যি পুত্তুড় ক'ড়বো—ক'ড়েছি মনে। হ্যাঁড়ে, হ্যাঁড়ে—তুই বে ক'ড়বি?

নিতাই। আমি যে অবধূত,—বে কে দেবে?

উদ্ধারণ। দ্যাখ,—দুটো দাম্‌বাল ছুঁরী আছে,—আছে গিন্নীড় কাছে; তোকে তাদেড় ভাড়ি পছন্দ, তুই ক'ড়িস নি সন্দ! বে ক'ড়ে তুই থাক্‌না আমাদেড় ঘড়ে। দ্যাখ্‌—কড়ি দুপাঁচসিকে, কেন খাবে পড়ে?

নিতাই। তুমি আমার বে দেবে?

উদ্ধারণ। তুই বে কড়বি?

নিতাই। তুমি আমার বাবা! বে দাও তো ক'রবো।

উদ্ধারণ। ও গিন্নি, এদিকে আয়, এদিকে আয়! আমোদে আজ মড়বো! আয়, চ'লে আয়! বাজনদাড়েড়া যেন খুব বাজায়! ছেঁড়া শালখানা ফেলে দিস্‌ তাদেড় মাথায়! আড় ছ্যাখ্‌, তুই পাট খুলে, পড় কালাপেরে তুলে; গেড়োম্বাড়ী ছেলেড় মা আজ হ'! স', প্রাণে যত সয়—স'! কড় খড়চ! দেখ্‌ছিস্‌ কড়োচ; এই হাজাড় টাকা এখুনি দেব ঝেরে;—ভেরের ভেরে বাপ ব'লেছে! কেড়ে ব্যাটা তুই কেড়ে? গিন্নি! যাও, শিগ্‌গিড় যাও! তোমাড় মেয়েকে সাজিয়ে-গুজিয়ে নিয়ে এস! ওড়ে! আয়তো আয়তো—আমাড় মনেড় কথা একটা আছে! তোড়ে এমন ভাল দেখায় না! ওড়ে মাগী, তুই যে বলিস—ভাল সাজাতে পাড়িস, কই দেখিদিকি কেমন সাজাস! বেশী খড়চ কড়িস নি, অল্প সল্প খড়চে সাড়িস!

[উদ্ধারণ, কমলা ও নিতাইএর প্রস্থান।

(জাহ্নবী ও সখিগণের প্রবেশ)

(সখিগণের গীত)

খাম্বাজমিশ্র—খেম্‌টা।

প্রাণ না বিকায়, তুই সাম্‌লে থাকিস সই,—
রসময় দাঁড়িয়ে আছে ওই!
পরক্কে দিতে প্রাণ কি বল চায়,
যেন সই ডাক্‌ছে লো আমায়,
প্রাণ তো স'পেছে মন-কায়,
বলি বা না বলি আমার,
আমিতো আর আমার নই!

১ম সখী। দেখ দেখ— ঢং দেখ! দাঁড়িয়ে আছে, আস্‌বে না;—আয়তো ধ'রে আনি!

(সখিগণের প্রস্থান ও নিতাইকে লইয়া পুনঃ প্রবেশ)

(জাহ্নবীর গীত)

দেশ—ঠুংরী।

পর'হে মালা, তুমি ভুলাও অবলা,
অবলায় দিওনা জ্বালা!!
অবধূত কেন সন্ন্যাসী,—
তোমার হেরি মুখে প্রেমময় হাসি,
প্রেমভরা হে তুমি বিলাসী,
যদি ছল থাকে তোমার, কি কাজে কর ছলা?
সন্ন্যাসী প্রয়াসী কি, ভুলাতে কুলবালা!

নিতাই। আমি সন্ন্যাসী, সন্ন্যাসীর গলায় মালা দিয়ে লাভ কি? এই নাও, তোমার মালা তুমি ফিরিয়ে নাও।

(জাহ্নবীর মালার পরিবর্ত্তে নিজের মালা দান)

জাহ্নবী। মালার বদলে মালা দিলে, কিন্তু মালার

সঙ্গে আর একটী জিনিষ নিয়েচে—কই সেটার বদলে কিছু দিলে না ?

নিতাই। তোমাকে দেবার মত আমার আর কি আছে ? আমার যা ছিল, তা'ত তোমাকে দিয়েছি।

জাহ্নবী। আচ্ছা, তোমরা কি সোজা পথে চ'লতে কখনও শেখ নাই ?

নিতাই। আমার আবার বাঁকা পথ কোথায় দেখ লে ? যাদের মন সর্ব্বদা সন্দেহের দোল্‌নায় ঢুল্‌চে, তারা আমাদের সোজা কথা সহজে বুঝ্‌বে কি ক'রে ?

জাহ্নবী। তোমার কথার এত মারপেঁচ কি ক'রে বুঝ্‌ব বল ? স্ত্রীজাতি সহজেই বুদ্ধিহীনা। দয়া ক'রে দাসী ব'লে পায়ে স্থান দিবে কি ?

নিতাই। আমি তোমার ঐ অনুরোধটি রাখ্‌তে সম্পূর্ণ অপারক। যাকে প্রাণে স্থান দিয়েছি, তাকে পায়ে স্থান দিব কি ক'রে ?

জাহ্নবী। দাসী কি প্রাণে স্থান পাবার যোগ্য ?

নিতাই। যোগ্য না হ'লে কি কেউ স্থান দেয় ?

১ম সখী। তোমাদের ত দেনা-পাওনা আপোষে মিটল'। এখন আমাদের পাওনাটা আমাদের দিলেই যে সব গোল মিটে যায়।

নিতাই। তোমাদের পাওনা কি বল ? প্রাণ দিতে রাজি আছি, যদি তোমরা তাতে সুখী হও—নাও।

২য় সখী। না ভাই, আমাদের প্রাণে এখনও অতটুকু সক্ ঢোকে নি। আর ওরকম রোদ-জল-খেকো সন্ন্যাসীর পল্‌কা প্রাণ নিয়ে আমরা কি ক'রব বল'! আর এক কথা,—তুমি কার প্রাণ কাকে দেবে ? তোমার প্রাণে কি এখন আর তোমার কিছু অধিকার আছে, যে তুমি যাকে তাকে প্রাণ দিতে চাচ্চ ?

১ম সখী। তোমার ক'টি প্রাণ ? তোমার কি প্রাণের ব্যবসা আছে না কি ?

জাহ্নবী। দেখ্‌ছ' না, দেশের লোকের প্রাণ নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন।

২য় সখী। ব্যবসা ক'রলেই লাভ-লোক্‌সান হয়, তোমার এ ব্যবসায় লাভ না লোকসান ?

নিতাই। ব্যবসার লাভ-লোকসান খোদ্দেরের হাতে। খোদ্দের যদি দয়া ক'রে না ঠকায়,—তাহ'লেই লাভ।

১ম সখী। আজ পর্য্যন্ত কি কোথাও ঠ'কেছ ?

নিতাই। প্রায় সব জায়গায়।

২য় সখী। এ ব্যবসা কতদিন আরম্ভ ক'রেচ ?

নিতাই। জন্মে থেকে।

১ম সখী। তাহ'লে আপনি একজন পাকা ব্যবসাদার।

জাহ্নবী। বাবা আস্‌চেন, চুপ কর।

(উদ্ধারণ ও কমলার প্রবেশ)

উদ্ধারণ। ওড়ে ছ্যাখ্ ছ্যাখ—দেখে জীবন সাড়্থক কড়।

কমলা। হ্যাঁগা, বে'ত হ'ল,—পাড়া-প্রতিবেশী পাঁচ জনকে নেমন্তন্ন ক'রবে না ?

উদ্ধারণ। ওড়ে মিছে খড়চ ক'ড়ে কি হবে ? চুপি চুপি সেড়ে নে, এখুনি আবাড় বাজনদাড়েড়া আস্‌বে।

কমলা। তোমার যেমন কথা,—এমন সোণারচাঁদ জামাই হ'লো. পাড়ার পাঁচজনকে এনে দেখাব না ? তুমি খরচ না কর—আমি টাকা দেব'; তুমি সব জোগাড় ক'রে দাও।

উদ্ধারণ। তোড় যেমন বুদ্ধি, ওড়ে তোড় টাকা আড় আমাড় টাকা কি আলাদা? ওড়ে চুপ চুপ, ঐ কাড়া আস্‌চে! এখন টাকা বাড় কড় ? কড় খড়চ'—আমাড় ত এক কড়া কড়িও নেই।

কমলা। তুমি চুপ কর, তুমি না দাও—আমি দেব'। টাকাকড়ি কি সঙ্গে যাবে নাকি, যে এত ক'রে না খেয়ে না দিয়ে পুঁজি ক'রে রাখ্‌চ ?

উদ্ধারণ। তোড় যা ইচ্ছে কড়; আমি কিছু জানিনে।

কমলা। না, তোমাকে কিছু জান্‌তে হবে না।

(হিজ্‌ড়াগণের প্রবেশ ও গীত)

পিলু পাহাড়ী—কাহারবা।

এমন মনের মতন কার আছে জামাই লো,—
হ'লে চ'খে চ'খে লাজে বদন ফিরায় লো।
চায় বদন তুলে, প্রাণ যায় লো গ'লে,
সে যে কোলের ছেলে,—কি যেন আমায় ব'লে,
আমি স'রতে নারি, কাছে থাকি তো তাই লো।

১ম হিজ্‌ড়া। কর্ত্তাবাবু, এমন সোণারচাঁদ জামাই পেয়েচ, আজ খুসি ক'রে বিদেয় কর।

২য় হিজ্‌ড়া। আজ একখানা শাল না নিয়ে ছাড়্‌চি নি।

উদ্ধারণ। খড়চ ক'ড়বি যে, কই খড়চ কড়্না? টাকা বাড় কড় না—ওড়া যা চায়, দে না?

কমলা। তা দেব নয়ত কি? তুমি চুপ কর।

উদ্ধারণ। আমি চুপ কড়েচি; এখনও আমাড় কথা শোন্, পয়সা ছ'চাড় আনা দে, দিয়ে বিদেয় কড়। তা না হ'লে শেষে প'রবি ভাড়ি ফেড়ে।

কমলা। (হস্ত হইতে স্বর্ণবালা খুলিয়া হিজড়াদিগকে প্রদান)

উদ্ধারণ। ওড়ে তুই কড়লি কি? সোণাড় বালাটা ওদেড় দিলি? তুই ত ভাড়ি বেকুব। আচ্ছা, দিয়েচিস্ বেশ কড়েছিস্; এখন ঝি-জামাই নিয়ে ঘড়েড় ভেতড় চল্। ঐ ওড় খিদে পেয়েচে—ও ক্ষীড় খাবে ব'লেছিল।

[একদিক দিয়া হিজ্ড়াগণের গান করিতে করিতে ও অন্যদিক দিয়া উদ্ধারণ, কমলা প্রভৃতির প্রস্থান।

—

তৃতীয় দৃশ্য

যমপুরী

যম ও গৌরাঙ্গ।

গৌরাঙ্গ। তুমি আমায় কোথায় নিয়ে এলে? কি চাও?

যম। সিংহাসনে বসুন।

গৌরাঙ্গ। কি চাও? কেন এখানে আমায় আন্লে?

যম। ঠাকুর, তোমার স্বর্গ, মর্ত্ত, রসাতলের ভার সবাইকে দিয়েছ, নরকের ভার আমার উপর। কিন্তু তুমি বারবার অবতার হ'লে আমার অধিকার কোথায় থাকবে? যেখানে তোমার ভক্তের গায়ের হাওয়া চ'লবে, সেখানকার চার ক্রোশের জীব উদ্ধার হবে।

গৌরাঙ্গ। তুমি ভেবোনা, এত সোজা, তবু লোক অবিশ্বাস ক'র্বে। আমার নাম নিয়ে ত'র্বে, তবু লোকে অবিশ্বাস ক'রবে। যম, তুমি জাননা, কলির জীবের ভারি সন্দেহ, তাই বারবার অবতার হবো,—কলির জীবকে বোঝাব,—"ছাখ, তোদের জন্য মরি,—একবার নাম ক'ল্লে ত'রিস, তা কেন না ক'রিস্?"

যম। ঠাকুর, কেন তুমি অবতার হও? তোমার ইচ্ছায় তো সকলি হয়।

গৌরাঙ্গ। কি হ'য়েছে, কি হয়? আমি ব্রহ্মময় লোকে মায়া নিয়ে করে হয়কে নয়।

যম। ঠাকুর, তোমার আবার কিসের মায়া?

গৌরাঙ্গ। মায়া ব'ল্লে মায়া থাকেনা। কর আমার ভজনা,—কিছু জান্তে চেওনা, মায়ার মোহ বুঝেও বোঝনা? আমি তোমার, তুমি হও হে আমার, তোমার তরে নাম নিয়ে ফিরি দ্বারে দ্বার। যম, তুমি নিশ্চিন্ত হও। অবিশ্বাসী কলির জীব সকলেই তোমার শাসনাধীন হবে।

[গৌরাঙ্গের প্রস্থান।

(যমদূতগণের প্রবেশ ও গীত)

মিশ্র—কাহারবা।

আমি চেপে ধ'রবো কার ঘাড়ে,—
ক্যাঁত ক্যাঁত মার্বো লাথি—
লাগ্বে তার হাড়ে হাড়ে।
কোন্ শালা জ্বরে মরেছে,
ওলাউঠোয় কেউ বা এয়েচে,
বসন্তের ছট্‌ফটানি কেউ বা স'লেছে,
জ্বালার চোটে সে তো এসেছে;
আগুনে কেউ পুড়েছে,
জলে ডুবে কেউ ম'রেছে,
কেউ আপ্নার হাতে আপ নি ম'রে—
ভূত হ'য়ে এসে হাঁপ্ ছাড়ে।

[সকলের প্রস্থান।

—

ক্রোড় অঙ্ক

স্বর্গ

বিদ্যাধরীগণ।

(গীত)

সিন্ধু-খাম্বাজ-ঠুংরি।

ধরাতে বলে—পাপের ভার।
যদি মন বুঝে দেখ, বল পাপ র'য়েছে কার?
হই বিদ্যাধরী, ফিরি নন্দনে,
কে আমারে চায় লো নয়নে,
মন হয় বা না হয় চাই তার পানে;
আসে জটাধারী ব্রহ্মচারী—
প্রাণে কি সয় মোরা নারী,
গুমোর করে ব্রহ্মচারী—জারি তার ভারি;
কাছে না এসে দেয় শাপ,
বিদ্যাধরী কি ঝকমারী একি পরিতাপ,
কইতে নারি প্রেমের কথা,
পাপ কি আছে অধিক আর!

———

তৃতীয় অঙ্ক

—০—

প্রথম দৃশ্য

নদীয়া—পার্শ্বস্থিত বন

(রঘো, তেরো ও ভীমে ডাকাতের প্রবেশ)

তেরো। রঘো জ্যাঠা, ধন্যি তোর লাঠির জোর বাপু! লোকটার মাথায় ঠেকাতে না ঠেকাতে মাথাটা দু'ফাঁক হ'য়ে গেল!

ভীমে। রঘো জ্যাঠার লাঠি পড়বার আগে, আমি যে শালার গোছে আড়পাবড়া মেরেছিলুম, তাতেই শালা জখম হ'য়েছিল।

রঘো। লোকটা কিন্তু খুব জোয়ান ব'লতে হবে। বেটাকে কায়দা করবার জন্যে কতবার চেষ্টা ক'রেছি; শালা সব ঘাঁটী এড়িয়ে এসে শেষকালে সাঁকোর ধারে ম'লো।

তেরো। আগে থেকে কিছু টের পেয়েছিল বোধ হয়?

ভীমে। শালার এই পোঁটলাটায় কি আছে খোল্‌না—দেখা যাক; বড্ড ভারি ঠেক্‌চে যে রে?

রঘো। আর রাত নাইকো, পূব্ব দিকে শুক তারা উঠেছে, সদ্দারেরও ফেরবার সময় হ'য়েছে। সদ্দার এলেই সবাইকার কাছে খুল্‌বো এখন। তা না হ'লে তারা আবার কিছু মনে ক'রবে।

ভীমে। সদ্দার আজ নিজে যখন বেরিয়েচে, তখন মোটা গোছ কিছু না নিয়ে ফিরবে না কো।

রঘো। যে জায়গায় গেছে, তাতে ত মোটা গোছ হবারই কথা। শুনেছি খুব শাঁস আছে।

তেরো। সদ্দার আজ কোথা গেল—তুই ব'লবি বল্লি, কই বল্লি নে কো?

রঘো। তারা আজ হেরন্নি পণ্ডিতের বাড়ীতে প'ড়বে ব'লে গেছে।

তেরো। ওরে হেরন্নি পণ্ডিতের আবার কি আছে? তার কি লেবে রে? সদ্দার বেছে বেছে আর নোক পেলেনা বুঝি, তাই ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ ক'রতে গেল? আমি আগে জান্‌লে সদ্দারকে বারণ ক'রতুম।

রঘো। হেরন্নি পণ্ডিতের কিছু নেই সত্যি, কিন্তু তার ঘরে আজ কাল লিতাই ঠাকুর এসেছে,—তার অনেক আছে।

ভীমে। নিতাই ঠাকুর আবার নদেতে কে এল?

রঘো। ওরে সেই যে গৌর লিতাই দুই ভাই, সেই লিতাই।

তেরো। সদ্দার খেপেছে রে খেপেচে! ওরে তার আবার কি ধন-দৌলত দেখ্‌লে যে, তার ওখানে গেল? মিছে কম্মভোগ হবে আর কি!

রঘো। তো' শালারা তো সবই খবর রাখিস, মিছে বকিস নে, যা! ওরে আর সে গেরিমাটী দিয়ে কাপড় ছোবান—খোল-বাজান লিতাই নাই! এখন শালা খুব বাবু হ'য়েচে। গায়ে, নাহ'লে খুব কম তো কম পাঁচ ছয় হাজার টাকার গয়না দিন রাত থাকে।

ভীমে। বেটা ছেলে, গয়না পরে কি রে? তুই যে হাঁসালি!

রঘো। শালা ছেলেবেলা কেত্তন ক'রে—মাল্‌সা ভোগ মেরে ঘুরে বেড়াত', এখন মেয়ে মানুষের মতন গয়না প'রে সক মিটিয়ে লিচ্চে। শালা এখন খুব বাবু রে—খুব বাবু। বড় বড় জমীদার তার কাছে কোথা লাগে? সে মাল্‌সা ভোগ আর নেই; রোজ ঘন দুধের বাটী আর থাবা থাবা চিনি না হ'লে খাওয়া হয় না। গদি না হ'লে ঘুম হয় না। শালার সব ভিট্‌কেল'মি; শালা আবার দু'টো বিয়ে ক'রেচে!

ভীমে। দু'টো বিয়ে ক'রেছে কি রে?

রঘো। আগেকার মাগটা ম'রে গেচে, ফের আর একটা বিয়ে ক'রেচে। ঐ রে, ঐ বুঝি সদ্দার আস্‌চে।

(বামাচরণ সদ্দার, উদো, দয়লা, ভৈরবা, বেহারে প্রভৃতি ডাকাতগণের প্রবেশ)

উদো। তুই শালাই তো ঘুমিয়ে প'ড়ে সব মাটি ক'লি!

দয়লা। তুই শালা তো খুব জেগেছিলি!

বেহারে। আপনার দোষ কোন শালা দেখে না'কো।

ভৈরবা। তোরা ঘুম'বার পরও আমি অনেকক্ষণ জেগেছিলুম; তারপর কখন যে ঘুমিয়ে প'ড়েচি—কিছু ঠিক নেই।

বামাচরণ। তোরা আপ্‌না আপনি ঝগ্‌ড়া ক'রে আর কি ক'রবি? আজ না হয় ফিরেচি—কাল তো আর ঘুমুবি নে। আর আজ ফেবুবার অনেক কারণ আছে। অত বড় একটা কাজে বেরোলুম, মা কালীর পুজো দিয়ে যাওয়া হয় নি। মা জগদম্বাই এই সব করিয়েচেন। আজ দিনের বেলা থেকে সব যোগাড় কর্; রাত্রে জোড়া পাঁঠা আর দু'কলসী মদ দিয়ে মায়ের পুজো ক'রে বেরোন' যাবে।

সকলে। হ্যাঁ হ্যাঁ, সেই কথাই ভাল।

বামাচরণ। কিরে রঘো! তোরা তো আলাদা গেছিলি; তোদের খবর কি?

রঘো। সদ্দার, তুমি এদ্দিন এই কাজটা ক'চ্চ, এখনও তোমার আক্কেল হ'লো না। ও শালাদি'কে দিয়ে কখন কিছু হাঁসিল হ'য়েচে—যে আজ হবে? তবে যা ব'ল্লে, মা কালীর পুজোটা না ক'রে, অত বড় একটা কাজে এগুন' ভাল হয় নি। রেতের বেলা মা কালীর পুজো ক'রে, আমরাও তোমার সঙ্গে যাবো। আমি সঙ্গে থাকলে কোন শালাকে আর ঘুমুতে হবে না। যে শালা ঘুমুবে, সেইখানেই সে শালাকে রেখে আস্‌বো। আচ্ছা সদ্দার, এরা না হয় ঘুমিয়েছিল', তুমিই কেন এদের হুঁস ক'রে দিলে না?

বামাচরণ। রঘো, আমিই কি আর জেগেছিলুম রে? কেমন একটা নিদেটা লেগে গেল, কিছু ঠাওরাতে পাল্লুম না।

রঘো। তুমিও ঘুমিয়েছিলে? তবে আর ওদের দোষ দিলে কি হবে!—এখন আমরা যেটার পেছু নিয়েছিলুম, তার কাছে এই গাঁট্‌রীটে ছিল; যা আছে—আজ ভাগ ক'রবে, কি কাল এক সঙ্গে ভাগ ক'রবে দেখ।

বামাচরণ। সকাল হ'য়ে গেচে, ওটা তবে আজ ঐ বনের ভেতর কোথাও রেখে চল্; কাল এক সঙ্গেই হবে।

[বনের মধ্যে গাঁট্‌রী রাখিয়া সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

নদীয়া

গ্রাম্যপথ—বৃক্ষতল

বিষ্ণুপ্রিয়া, শচী, নিতাই ও প্রতিবেশীগণ।

বিষ্ণুপ্রিয়া। প্রভু! আমার প্রাণ বড় ব্যাকুল হ'য়েছে! তুমি কি জাননা,—তোমার অদর্শন যে এক-তিল আমার যুগ ব'লে বোধ হয়! আমার চক্ষের ধারা কি তুমি দেখ্‌তে পাচ্ছ না? আমি যে দশ দিক শূন্য দেখ্‌ছি; তোমার বিরহ আর আমি কতদিন সহ্য ক'র্‌বো? এলেনা, এলেনা? এখনও এলেনা? তবে প্রবঞ্চনা ক'রে কেন আমায় প্রাণ রাখ্‌তে ব'লেছ?' ছি! ছি! প্রাণ কি কঠিন! মা এসেছেন, ঠাকুর এসেছেন,

আর কেন? আমায় অন্তর্জ্জলি কর! কই প্রভু, তুমি এলে? তুমি যে তারে ছেড়ে একদণ্ড থাক'না! তিনি কোথায়, আমায় দেখাও! নাথ, আর নিঠুর হ'ওনা, দিন ব'য়ে গেল—প্রাণ র'য়ে গেল; ছি ছি! কি লাঞ্ছনা! এই যে, এই যে আমার প্রাণনাথ এসেছেন, এই যে আমার হৃদ্‌পদ্ম বিকাশ হ'চ্ছে, এই যে, এই যে!

(বৃক্ষাভ্যন্তর হইতে গৌরাঙ্গের আবির্ভাব)

(গৌরাঙ্গের গীত)

রামকেলী মিশ্রিত কীর্ত্তন—লোফা।

ডেকোনা আর আমার,—
দীনের দায়ে এসেছি ধরায়।
পাপীর তরে প্রাণ আমার কাঁদে,
পাপী পাপ ক'রে বাঁধে,
পাপীর পায়ে বিকিয়েছি সাধে;
প্রাণ কাঁদে পাপীর তরে,
ঠেকেছি রে ভারি দায়।
নিতাই এসেছে ধরায়—
পাপীর তরে বিকিয়ে নিতাই যায়।

১ম প্রতি। তুমি এম্‌নি দয়াময়ই বটে, তোমার দয়ার তুলনা কে পায়? তুমি যারে চাও, সে তোমারে চায় না;—আবার মজার কথা, যোগী ঋষি খুঁজে তোমায় পায় না।

গৌরাঙ্গ। কি ক'রবো বল! কি ক'রতে চাও বল? সকলে মায়া নিয়ে আসে, তারা জীবন রাখে মায়ার বশে; যখন মনে করি মায়া, মায়া আমার ধরে পা, কি নিয়ে থাক্‌বো বল? এসেছি দয়ায়, পড়েছি দয়ার মায়ায়,—এই মায়াটি আমি রাখ্‌বো। আমি বারে বারে দেখ্‌বো, জীব যেন মায়া কাটায়। কি ব'লবো তোমায়, আপনি বাঁধা গেছি দয়ার মায়ায়। আমি জীবকে ভালবাসি, আমি তাইতো আসি; নইলে সংসারে কেউ আসে? দেখে মায়ার সংসার, প্রাণ কাঁদে আমার, বারবার এসেছি—আবার আস্‌বো! আমি খেল্‌তে খেল্‌তে ভুলেছি,—ফের আবার খেলা ক'রবো। মায়া আমার সঙ্গে টক্কোর দেয়? আর ব'লবো কায়!—আমি দেহ ধ'রেছি দয়ায়, যাতে মায়া ফুরিয়ে যায়; তাই আমার প্রাণ চায়,—যদি হরিনাম কেউ বিলায়, আমি এড়িয়ে যাই ঋণের দায়।

নিতাই। হরিনাম আমি বিলাব, তোমরা আমার সঙ্গে থাকবে?

২য় প্রতি। নিতাই, কি ব'লবো?

নিতাই। ব'লবে—বল' হরি, ভবের তরী, হরি ভবের কাণ্ডারী,—বল' হরি, সে নাম নিয়েছে হরি, বলে জগতের পাপ তাপ হরি, একবার প্রাণভ'রে বল হরি হরি! বিশ্বাস করিস্—তোর পায়ে ধরি, বল' হরি হরি! গোপীর কাছে ছিল ছল, গোপী ভালবাস্‌তো,—ভালবাসায় হরি বশ হ'তো; তবু একটু ক'রে ছল কল, প্রেমে চায় ছল ছুতো; কিন্তু একবার হরি বল, হরি হবে বিকল, সে অতি সরল; কোল দিয়ে তোরে ভবসমুদ্র তরাবে, হরি তরী নিয়ে ফেরে ভব-সাগর ব'য়ে, হরি তোর সকল পাপ নেবে, একবার হরি বল, হরি তোরে হৃদয়-মাঝে ধ'র্‌বে।

সকলে। বল হরি, হরিবোল হরি!

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

হিরণ্য পণ্ডিতের বাটীর সম্মুখ

বামাচরণ সর্দ্দার, রঘো, ভীমে, দয়লা, বেহারে প্রভৃতি ডাকাতগণ।

বামাচরণ। জয় কালি!—খুব হুঁসিয়ার!

রঘো। কই, কোন্ বাড়ী?

বামা। ঐ সাম্‌নের বাড়ী। বাড়ীর সদর দিয়ে যাওয়া হবে না, পেছন দিয়ে ঢুকি চল্। খুব হুঁসিয়ার!

রঘো। সব্বায়ের যাবার দরকার নেই; তোরা আট জন ঘাঁটী আগ্‌লা, আমরা যাই। তেমন তেমন বুঝি, তোদের ডাক্‌বো। মশালগুলো ঠিক আছে তো?

ভীমে। সব ঠিক। মায়ের নাম ক'রে যখন আজ বেরিয়েছি, তখন আর ভয় কি?

রঘো। তো' শালারা আবার সে দিনের মতন এখুনি ঘুমিয়ে প'ড়বি। ঐ মশালের তেল খানিকটে খানিকটে

চোকে দে—ঘুম ছেড়ে যাক। আমাকেও খানিকটে দে। সর্দ্দার, তুমিও খানিকটে তেল চোকে দাও, কি জানি—যদি ঘুমিয়ে পড়'।

বামাচরণ। আজ আর চোকে তেল দিতে হবে না; আজ আর ঘুমুব' না—ভয় নেই।

রঘো। সর্দ্দার, তুমি বোঝ' না; আমার কথাটাই শোন না ছাই! তেল দাও না—ঘুম ছেড়ে যাবে। আর ঘুম না ধ'রে থাকে, চোক থেকে খানিকটে জল কেটে গেলেও ভাল,—চোক সাফ্ হবে এখন।

(সকলের চক্ষে তৈল প্রদান ও অন্ধ হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ)

বামাচরণ। ওরে রঘো, একি হ'লো রে! এ যে চোকে কিছু দেখ্‌তে পাচ্চিনে!—ওরে শালা, জ্ব'লে ম'লুম যে—জ্ব'লে ম'লুম, জ্ব'লে ম'লুম!

রঘো। কোন্ শালা তেল এনেছিলি রে? তেলে লঙ্কাবাঁটা কোন্ শালা মিশিয়েচিস বল? শালারা এই কি মস্করা ক'র্‌বার সময়? ওঃ বড় জ্ব'ল্‌চে যে রে!

বামাচরণ। ওরে কি হ'লো রে! ওরে তোরা কে কোথায় রে! চোকে যে কিছুই দেখ্‌তে পাচ্চি নে। জ্ব'লে ম'লুম—জ্ব'লে ম'লুম—বাপ্ বাপ্—পরাণ বেরিয়ে যায় যে রে? তোরা কেউ একটু জল এনে দিতে পারিস? বড় তেষ্টা পেয়েচে।

ভীমে। সর্দ্দার, তুমি কোথা? আর চুরিতে কাজ নেই, এবারে প্রাণটা বাঁচিয়ে মা কালীর ইচ্ছেয় ঘরে যেতে পাল্লে ভাগ্‌গি ব'লে মানি।

রঘো। সর্দ্দার, ঐ কার পায়ের আওয়াজ পাচ্চি,—সকাল হ'য়ে গেল বুঝি? কারা কথা কইতে কইতে এই দিকেই আস্‌চে। এইবার ধ'ল্লে রে—বাবা রে—গেলুম রে! মলুম রে!

(ভয়ে সকলের ইতস্ততঃ ধাবন)

(হিরণ্য পণ্ডিত ও নিতাইএর প্রবেশ)

হিরণ্য। এরা কারা? একি! এরা যে ডাকাত! এরা এখানে কেন?

নিতাই। ডাকাতি ক'রতে এসেছিল।

হিরণ্য। কোথায় ডাকাতি ক'রতে এসেছিল?

নিতাই। আমার গহনা চুরি ক'রবে ভেবেছিল।

হিরণ্য। সকালবেলা চুরি ক'রবে কি ক'রে?

নিতাই। সকালবেলা নয়, রাত্রি থেকে এসেছিল। কিন্তু সকলেই অন্ধ হ'য়েচে, কেউ কিছু দেখ্‌তে পাচ্ছে না। ঐ ব্রাহ্মণ—এই ডাকাতের দলের সর্দ্দার।

হিরণ্য। যেমন কর্ম্ম তেম্‌নি ফল হ'য়েছে, ঠিক হ'য়েছে।

নিতাই। না—এখনও বাকী আছে।

হিরণ্য। আর এদের কি শাস্তি দেবেন মনে ক'রেছেন?

নিতাই। এদের শাস্তি—এরা জীবনে এ কাজ ক'রবে না। ডাকাতি, নরহত্যা প্রভৃতি ক'রে, আর পাপের মাত্রা অধিক বাড়াবে না। কর্ম্মফল ভোগের জন্য এরা এইখানে এই অবস্থায় প'ড়েছিল। এখন কর্ম্মফল ফুরিয়েছে—এইবার দিব্য জ্ঞান লাভ ক'রবে। (সর্দ্দারের নিকট গিয়া) কে তুমি? এখানে কেন? (হস্ত ধরিয়া উঠাইবা মাত্র বামাচরণ সর্দ্দারের দিব্য জ্ঞান লাভ করণ)

বামাচরণ। প্রভু—আমি—আমি—

নিতাই। ভয় নাই—কি ব'লবে বল?

বামাচরণ। আমি জাতিতে ব্রাহ্মণ, কিন্তু আমার আচরণ চণ্ডাল অপেক্ষাও নীচ। আজীবন চুরি, ডাকাতি, নরহত্যা প্রভৃতি নীচ কার্য্যেই জীবন কাটিয়েচি;—শেষে আপনার গয়নার উপর লোভ হয়। চুরি ক'রবো ব'লে লোকজন নিয়ে দুদিন এসে ফিরে যাই। কাল রাত্রে আবার এসেছিলুম, কিন্তু সকলেই অন্ধ হ'য়ে এইখানে সমস্ত রাত্রি প'ড়ে আছি। এখন আমি সব বুঝ্‌তে পেরেছি,—এখন আমি আর সে নই। আমি আপনাকে এতদিন না চিন্‌তে পেরেই এত কষ্ট পেয়েছি। আজ চিনেছি,—আর আমায় মিছে মায়ায় মুগ্ধ ক'রে রাখ্‌বেন না। আমার অন্তিমের উপায় আমায় ব'লে দিন;—আমি ঘোর নারকী!

হিরণ্য। ব্রাহ্মণ, তোমার উপায় হ'য়েছে,—আর তোমার কোন ভয় নাই। যখন স্বয়ং ভগবান তোমার হাত ধ'রে তুলেছেন,—তখন আর ভয় কি? একবার হরি বল।

বামাচরণ। হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল! এতদিনের পর প্রাণে শান্তি পেলুম। আহা, কি সুধামাখা নাম রে! হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল! প্রভো, একবার দয়া

ক'রে আমার সঙ্গীদের মাথায় পদধূলি দিন, ওদের যেন জীবনের অন্ধকার দূর হয়।

নিতাই। তুমি সকলের কাণে কাণে হরিবোল—হরিবোল বল। একবার হরি ব'ল্‌লে ভব-যন্ত্রণার হাত থেকে এড়িয়ে যাবে।

বামাচরণ। প্রভু, আপ্‌নি একবার দাঁড়ান, আমি সঙ্গীদের নিয়ে আসি। (অন্যান্য দস্যুগণের নিকটে গিয়া তাহাদের কর্ণ-মূলে হরিনাম প্রদান)

সকলে। হরিবোল—হরিবোল! (উন্মত্ত ভাবে নৃত্য করিতে করিতে) হরিবোল—হরিবোল!

(সকলের গীত)

বিভাষ—লোফা।

হরি হরি হরি বল অনুক্ষণ,—
হরি নামে মাত', মাত' আমার মন!
হরি ভবের কাণ্ডারী, ধ'রে চরণ-তরী—
ত'রবে যত অভাজন।
(নেচে নেচে নেচে) আর সবাই মিলে হরি বলি,
(হরিনামে দিয়ে করতালি)
ঘুচে যাবে এ ভব-বন্ধন।

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

উদ্ধারণের বাটী

জাহ্নবী ও সঙ্গিনীগণ।

(সঙ্গিনীগণের গীত)

ভৈরবী—ঠুংরি।

দেখ যার আছে হে নয়ন,—
প্রেমিক হৃদয়-নিধি,
প্রেমে করে আকর্ষণ।
ব্যাকুল কত সে আমার তরে
বসে এসে হৃদয়' পরে,
কত আদর সে করে;
অযতন করি যত,
তত সে করে যতন।

জাহ্নবী। তুমি এস, আমি তো তোমার কাছে যেতে পারবো না! এই দেখ, কাদার ব্যাড়া দিয়ে আমায় ধ'রেছে; এস—এস,—একবার এস,—কাছে ব'স!—তোমার কাছে সকলে যায়, আমার মানা কেন? আমি তোমায় ভুলে আছি, তাইতে কি এত নিঠুর? যদি তোমায় না ভুলে থাক্‌তুম, আমি মনের মতন মন পেয়ে তোমায় দিতুম!

(সঙ্গিনীগণের গীত)

দেশমিশ্র—লোফা।

মন তো আমার নয় মনের মতন,—
যে আমার আপন ভাবে
পর তারে তো করে মন।
আমি পর ক'রেছি, পর ভেবেছি,
কি জানি কি নিয়ে আছি,
তার সনে নাই দেখাদেখি,
মাখামাখি একি একি,—
আমি তো পর করি তার,
আপন হয় সে—এ কেমন!

জাহ্নবী। কই, তুমি এখনও এলে না? শুনেছি, আমার জন্য এসেছ, আমার জন্য দেহ ধ'রেছ,—তবে কেন প্রবঞ্চনা ক'রছো? এত জোর আমার কিসের? তুমি দয়াময়, তাইতে ভয় হয়,—পাছে ভুলে যাও! চ'লে যাও যাবে, আবার আস্‌তে হবে,—আমার চিরদিনই এই রকমে যাবে। যে দিন তুমি পায়ে রাখ্‌বে, সেই দিন আর এক রকম। নইলে প্রাণ মন, এক ধারায় ব'বে। অনেক সহ! তুমি সইতে বল'—আমার ক্ষতি নাই। তুমি দেহ ধ'রেছ, ভাবি তাই,—আমায় কি পায়ে রাখবে না? এস, এস, বস'!

(গীত)

গৌরী—একতালা।

আমার মন বোঝে না দেখতে আসি,
দেখে পাই প্রাণে ব্যথা,—
তোমার সনে ফুরিয়েছে কথা!
বলি বলি মনেতে করি,
তোমার ভাব দেখে হে প্রাণে শিহরি,
তোমার নাই তো সে ভাব—ভাবের অভাব
ব্যথা তো হৃদে গাঁথা!

জাহ্নবী। তুমি এখনও এলে না? এ জীবনে আর তোমায় দেখ্‌তে পাব না—এই দুঃখ থেকে গেল। আমি যাই—ই!

(জাহ্নবীর মৃত্যু)

সঙ্গিনীগণ। কি হ'লো,—কি হ'লো—সখী কোথায় গেল! আমাদের পায়ে ঠেলে কোথায় যাও—আমাদের সঙ্গে নাও! আমরা তো তোমা ছাড়া জানিনি! হা নিঠুর নিতাই! একবার আয়. দেখে যা—দেখে যা! সরলা বালার কি দশা ক'রেছিস! রে নিঠুর,—তোর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হ'য়েছে—দেখে যা!

দ্বিতীয় দৃশ্য

গ্রাম্য পথ

প্রতিবাসীদ্বয়।

১ম প্রতিবাসী। ওরে, গেল গেল,—দেশ ম'জলো! ছুঁড়ী বুড়ী সব উন্মাদ হ'য়ে বেরিয়েছে। কি সর্ব্বনাশ—কি সর্ব্বনাশ!

২য় প্রতিবাসী। এ কি হ'লো? ঘরে চাবী দিয়ে রাখা যায় না যে? ঐ দেখ, ঐ দেখ! উন্মত্ত হ'য়ে, কুলবধূগণ নাচ্‌তে নাচ্‌তে আস্‌ছে।

(প্রতিবেশিনীগণের প্রবেশ)

(প্রতিবেশিনীগণের সঙ্কীর্ত্তন)

সুরট—লোফা।

দেখ্‌লো দেখ্‌ ডাকুছে ঐ নিতাই,—
নয়ন-জলে বুক ভেসে যায়,
ভাব কি মনে ভাবি তাই।
নিতাই কি ছলা জানে, মন তো মানা না মানে,
ভেসে যায় টানে,
কি যেন দেখি দেখি, ধরি ধরি আর ত নাই।

[প্রতিবেশিনীগণের প্রস্থান।

১ম প্রতিবাসী। ভায়া, আর না, এদেশে আর থাকা নয়; এ যে বাবা বড় বেজায় হ'লো হে!

২য় প্রতিবাসী। ভায়া, কাল সকালেই ঘর-দোর ফেলে পালাই চল। এ দেশেও ভদ্রলোকে থাকে? একি বাবা! হিন্দুর মেয়ে, লাজের মাথা খেয়ে এরা সব করে কি? আচ্ছা ভায়া, রাগ ক'রো না,—এর ভেতর তোমার ব্রাহ্মণীকেও দেখলাম না?

১ম প্রতিবাসী। আর ভায়া. দুঃখের কথা আর ব'লো না। মাগী আজ এক মাস বাড়ী যায় নি। আহার-নিদ্রা নাই, কেবল খোল বাজিয়ে ঐ কতকগুলো হাভাতে মাগীর সঙ্গে নেচে নেচে বেড়াচ্ছে। ছোট মেয়েটা এখনও তিন মাসেরও নয়, কেঁদে কেঁদে মারা যাবার যোগাড় হ'য়েচে,—তার দিকে একবার ফিরেও চায় না।

২য় প্রতিবাসী। হ্যাঁ হে, তোমার ব্রাহ্মণী নাকি খুব সতীলক্ষ্মী ছিলেন? লজ্জায় নাকি গঙ্গা নাইতে পর্য্যন্ত বের'তেন না,—তাঁর এই দশা?

১ম প্রতিবাসী। আর লজ্জা দিও না দাদা! এখন ছেলেমেয়েগুলো নিয়ে এ দেশ থেকে কোথাও পালাই চল।

২য় প্রতিবাসী। ওহে, দেখ দেখ, ঘনশ্যাম ঘোষ আস্‌চে না? বেটার বুজ্‌রুকি দেখে বাঁচি নি!—বেটা চিরকালটা মদ খেয়ে পথে ঢলাঢলি ক'রে বেড়িয়েচে, আজ আবার অলকা-তিলকা কেটে গৌর নিতাইয়ের প্রপিতামহ হ'য়ে বেরিয়েচে দেখ!

১ম প্রতিবাসী। ওহে দেখেচ, সঙ্গে সঙ্গে আবার ওর স্ত্রীও ছিটে ফোঁটা কেটে বেরিয়েচে! বেটা কি পাজি!

২য় প্রতি। ঘোর কলি দাদা—ঘোর কলি, দাদা-ম'শায় যে ব'লতেন—কলিতে জাতজন্ম থাক্‌বে না, ব্রাহ্মণ-শূদ্র ভেদ থাক্‌বে না, এখন দেখ্‌চি-সে সব একে একে ঠিক মিল্‌চে।

১ম প্রতি। ব্রাহ্মণ-শূদ্র তো পরের কথা হে,—বেটারা যে ভোল ক'রেচে, তাতে যে হিন্দু-মুসলমান সব এক হবার যোগাড় হ'য়েচে। মাথাটা নেড়া হ'য়ে মাঝখানে চাটি চুল রেখে, গলাতে মোটা মোটা গাছ চারেক কাঠের মালা প'রে গায়ে ছিটেফোঁটা কাট্‌লেই ব্যস্—তখন কে হিন্দু কে মুসলমান, চিন্‌বে কোন শালা!

২য় প্রতি। ভায়া, আর এ দেশে থাকা নয়; এই সময় পালাই চল।

[উভয়ের প্রস্থান।

(ঘনশ্যাম ও বিমলার প্রবেশ)

ঘনশ্যাম। নিতাই কখনই মানুষ নয়, আমি খুব ঠাউরে দেখেছি,—পাতকী উদ্ধার ক'রবার জন্য স্বয়ং ভগবান পুনরায় দেহ ধ'রেচেন। ছেলেবেলা থেকে মদ খেয়েচি, একদিন মাতাল ব'লেছিল ব'লে মনে বড় ধিক্কার হ'য়েছিল; মদ ছেড়ে দিলুম। একদিন গেল—দু'দিন গেল—তিন দিনের দিন মদের জন্য প্রাণে যে কি কষ্ট হ'য়েছিল, তা ব'লতে পারি নে; সেদিন বড়ই বিষম দিন গিয়েচে। মনে হ'লো বুঝি মদ না খেলে সেই মুহূর্ত্তেই মারা যাব। ভাব্লুম, যা থাকে অদৃষ্টে, এখন ত একটু খেয়ে প্রাণ বাঁচাই; আবার ভাবলুম, যখন খাবনা ব'লেচি,—যদি মরেও যাই, তাও স্বীকার, তবু খাব না। এমন সময় নিতাই এসে ব'ল্লে, "কিরে, মদ খাবি? তা এত ভাব্না কেন; তোর ঐ ঘটীতে যে মদ র'য়েচে, খা' না।" শুনে আমার মন কেমন এক রকম হ'য়ে গেল, ভাব্লুম—লোক্টা ব'লচে কি? বড় তেষ্টা পেয়েছিল, তাই গঙ্গা থেকে একঘটী জল এনে খেয়েচি; সেই জলেরই যা কিছু ঘটীতে আছে। ঘটীতে মদ ব'ল্চে কি! খেয়েই দেখি না—কি বলে। ঘটী ধ'রে যেমন খেতে যাব, গন্ধ পেলুম—মদ! ঘটী ছুড়ে ফেলে দিয়ে নিতাইয়ের পায়ে জড়িয়ে ধ'রলুম। নিতাই আমার হাত ধ'রে তুলে—বুকে ক'রে জড়িয়ে ধ'রলেন।

বিমলা। নিতাই নিশ্চয়ই দেবতা। আমারও এক দিনের কথা তোমাকে বলি শোন,—নিতাইকে কত লোকে কত কি দিয়ে সাজায়; আমারও একদিন ইচ্ছে হ'য়েছিল, নিতাইকে ফুলের মালা দেব'। তাই কতকগুলি বকুল ফুল কুড়িয়ে চার গাছি মালা গেঁথেছিলুম। মালাগাঁথা শেষ হ'লে একবার মনে হ'য়েছিল, একগাছি মালা তোমাকে দিই। কিন্তু আবার তখনই মনে হ'লো, নিতাইয়ের জন্যে মালা গেঁথেচি, আগে তোমাকে দেওয়া ভাল নয়। এই রকম ভাব্তে ভাব্তে মালাগুলি হাতে ক'রে তোমার সঙ্গে নিতাইয়ের কাছে গেলুম;—যাবামাত্রেই নিতাই আমার হাত থেকে মালাগুলি নিয়ে, আগে তোমার গলায় এক ছড়া মালা প'রিয়ে দিয়ে, বাকী তিনছড়া নিজের গলায় প'রে, আমার দিকে চেয়ে হাস্তে লাগ্লেন। সেই দিনেই আমি বুঝ্তে পেরেচি, নিতাই মানুষ নয়—দেবতা। তা না হ'লে আমার মনের কথা কি ক'রে টের পেলে!

ঘনশ্যাম। নিতাই!—সবই তোমার ইচ্ছা। চল, আর এখানে দাঁড়িয়ে কি হবে? নিতাইয়ের কাছে যাই চল।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

গঙ্গাতীর

জাহ্নবীর মৃতদেহ শায়িত, উদ্ধারণ দত্ত, ঘনশ্যাম, কমলা, বিমলা, জাহ্নবীর সঙ্গিনীগণ ইত্যাদি।

(সকলের গীত)

ভৈরবী মিশ্র—লোফা।

তুমিরা ফেলে 'নিতাই' ব'লে গিয়েছে চ'লে,
কি ভাবে জ্যান্তে মরা আজীবন সারা হ'লে!
ছিল তার নিতাই-মাখা প্রাণ,
এস'না নিতাই, হ'লো জীবন অবসান,—
(নিতাই একবার এসহে)
নিতাই তোমার এই কি প্রাণের টান,
কঠিন নিতাই, সুধাই হে তাই—
দয়াময় কেন বলে! (তোমার)

(নিতাইয়ের প্রবেশ)

নিতাই। তুমি কোথায় যাচ্ছ? তুমি আমায় ছেড়ে কোথায় যাচ্ছ?—অভিমান ছাড়! আমি জীবের দায়ে ঘুরছি, তা তো জান! এস প্রিয়ে,—ফের'! আর অভিমান করো না!

[পুনর্জ্জীবিতা হইয়া জাহ্নবীর উত্থান]

উদ্ধারণ। এই যে, এই যে, এই যে আমাড় জাহ্নবী বেঁচে উঠেছে! হ্যাঁড়ে, তোড় এত ক'ড়ে কি দুঃখু দিতে হয়? হ্যাঁড়ে, তোড়া লীলে ক'ড়তে হয় কড়! আমড়া যে মড়ি। তোড়া কি নিঠুড় ড়ে!

জাহ্নবী। তুমি আমায় ডাকুলে কেন?—তুমি

আমায় ফেরালে কেন? তুমি কি আমার হবে? তুমি কপট—ছল—আমি তোমায় চিরদিন জানি!

নিতাই। প্রিয়ে, আমায় মার্জ্জনা কর। আর তোমায় ছেড়ে যাব না।

জাহ্নবী। তুমি অনেকবার ও কথা ব'লেছ, তোমার মুখে অনেকবার ও কথা শুনেছি! কিন্তু কই? তুমি তো কখনও কথা রাখ না।

নিতাই। প্রিয়ে, আর তোমায় ফেলে কখনও থাক্‌বো না। এই বার মার্জ্জনা কর।

(সকলের গীত)

ভৈরবী—ঠুংরি।

প্রেমের খেলা বোঝা ভার,—
প্রাণে প্রাণে অন্তঃশীলে,
একটানা বয় প্রেমের ধার!
সাধ ক'রে যে খেলা দেখ্‌তে চায়,
একটানাতে অম্‌নি ভেসে যায়,—
তরঙ্গে খায় হাবুডুবু দেখ্‌তে সে কি পায়!
দুলে যায় ঢেউয়ে ঢেউয়ে—
হুঁস্ কি তখন থাকে তার!

যবনিকা

সম্পাদক

[এই প্রবন্ধটী প্রথমে 'রঙ্গালয়' সাপ্তাহিক পত্রে (২৭ বৈশাখ, ১৩০৮ সাল) প্রথম প্রকাশিত হয়। তৎপরে 'নাট্যমন্দির' মাসিক পত্রিকায় (১ম বর্ষ, অগ্রহায়ণ, ১৩১৭ সাল) পুনর্মুদ্রিত হয়]

পণ্ডিতেরা সংসারে যে কার্য্য যে পরিমাণে কঠিন বিবেচনা করেন, সেই কার্য্য সেই পরিমাণে সাধারণের ধারণা, যে, তাহারা বিশেষ অবগত। সাধারণ অর্থে আমরা বলিতেছি যে, সকল দেশের লোকেরই এইরূপ ধারণা; সেই ধারণা আবার বাঙ্গালা দেশে ভীষণরূপে বলবতী। বাঙ্গালা দেশে প্রায় এমন লোক পাওয়া যায় না যে, ধর্ম্মের জটিল বিষয় লইয়া তর্ক-বিতর্ক না করিয়া থাকেন। রোগ সম্বন্ধে, ঔষধ সম্বন্ধে—আমাদের বন্ধুর মধ্যে অন্ততঃ এক শত জনের ভিতর নিরানব্বই জন উপদেশদাতা। বাড়ীতে ত সমূহ বিপদ, পরামর্শদাতা দ্বারা সে বিপদ শত গুণে বর্দ্ধিত হইয়া উঠে। এ ডাক্তার ডাকুন, ঐ কবিরাজ ডাকুন, অমুক ঔষধ ব্যবহার করুন, এ চিকিৎসা ভাল হইতেছে না, যিনি চিকিৎসা করিতেছেন — তিনি রোগই বুঝিতেছেন না। এইরূপ পরামর্শে বিপন্ন ব্যক্তির মস্তিষ্ক বিকল হইয়া উঠে। মকদ্দমা উপস্থিত হইলে, এইরূপ আইনজ্ঞ বন্ধুর কিছুমাত্র অভাব হয় না। কাব্যের, চিত্রপটের, সঙ্গীতের, অভিনয়ের - বিচারক নন, এমন কাহাকেও খুঁজিয়া পাইবেন না; কিন্তু যদি কোন বিজ্ঞ বন্ধুকে বলেন,—"ভাই এই ঠিক্‌টে দেখ'ত।" দেখ্‌বেন, সে বন্ধুর বড় ঠিক দেওয়া অভ্যাস নাই; লেখা নকল করা সম্বন্ধেও সেইরূপ; অতি সামান্য সামান্য কার্য্য যাহা দশ টাকা বেতনভোগী ব্যক্তি দ্বারা হইয়া থাকে, তাহাতে অনেকেই অপটু।

পাঠক মনে ভাবিতেছেন, যাঁহাদের মস্তিষ্ক উপরোক্ত উচ্চ বিষয় সকলে চালিত, ক্ষুদ্র বিষয় ত তাঁহাদের দ্বারা হওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু পাঠক কি এই সকল পণ্ডিতদের চেনেন না? এঁরা লেখাপড়ার ধার বড় কমই ধারেন, ইহাদের ভিতর অনেকেই দশ পনের টাকা বেতনের চাকরির উমেদার, কেবল তীক্ষ্ণ বুদ্ধির প্রভাবে ঐ সমস্ত উচ্চ বিষয় অধিকার করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে আবার যাঁহারা কিঞ্চিৎ পড়াশুনা করিয়াছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের তৃতীয়শ্রেণীর উপাধিধারী, তাঁহাদের স্পর্দ্ধার সীমায় আকাশ-সীমাও ন্যূন।

আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিন্দা করিতেছি না, আমাদের দেশে গৌরবান্বিত যিনি হন—প্রায়ই তাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী, তাঁহারা আমাদের পরম শ্রদ্ধাভাজন। আমরা যে উপাধিবিশিষ্ট স্পর্দ্ধাবান্ ব্যক্তির উল্লেখ করিতেছি,—ইহারা তাঁহাদের নিকট পরিচিত, অতএব উল্লিখিত সর্ব্বজ্ঞ পরম বিজ্ঞেরা যে আদর্শ স্বদেশ-গৌরব, উদয়োন্মুখী প্রতিভাশালী ব্যক্তি নন—ইহা আমাদের বলা বাহুল্য।

ঐ পরম বিজ্ঞ ব্যক্তিদের সর্ব্বজ্ঞতার পরিচয় দিবার কারণ অনেক। প্রায়ই তাঁহারা সকলে উপজীবিকাহীন বা সামান্য বেতনভোগী। বড়লোকের তোষামোদ ও বড়লোকের প্রতিষ্ঠালাভ তাঁহাদের প্রধান উদ্দেশ্য। অমূলক কতকগুল কথায় ও অনধিকার চর্চ্চায়, অকর্ম্মণ্য জীবনে সময়াতিপাত করাও আর এক উদ্দেশ্য।

বলা হইয়াছে, সকল কঠিন বিষয়েই, ইহাদের সম্পূর্ণ অধিকার। সুতরাং কঠিন রাজনৈতিক বিষয়েও ইহাঁরা বিশেষ পারদর্শী। যদি কোন রকমে একটা ছাপাখানার যোগাড় করিতে পারেন, অমনি একখানি সংবাদপত্র বাহির করিয়া তাহার সম্পাদক হন। পূর্ব্বেই তো সব জানিতেন, পূর্ব্বেই তো সকল বিষয়ের উপদেষ্টা ছিলেন, এখন কালি-কলম ও মুদ্রাযন্ত্র পাইয়া তাঁহাদের উপদেশপ্রদায়িনী শক্তি বড় ভীষণ হইয়া উঠিল

ইংরাজরাজ্যের সংবাদপত্রের অনেকটা স্বাধীনতা আছে, সেই স্বাধীনতা তাঁহাদের হস্তে যথেচ্ছাচারিতারূপে পরিণত হয়। এই যথেচ্ছাচারিতার প্রভাবে রাজপুরুষেরা এই স্বাধীনতাহরণসঙ্কল্প বার বার করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

ঐ সকল সম্পাদকের দৌরাত্ম্যে বার বার রাজনৈতিক সভায় প্রস্তাব হয় যে, মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা হওয়া অনুচিত। অনেক রাজনৈতিক রাজপুরুষের মত এই যে, বিপুল শোণিত ব্যয়ে যে স্বাধীনতা ইংলণ্ড লাভ করিয়াছেন, তাহা অর্দ্ধশিক্ষিত পরাধীন দেশে কলুষিত হইয়া, হীন স্বেচ্ছাচারিতায়, সম্পাদকেরা কুৎসার অবতার হইয়া উঠিবেন—তাহা বিচিত্র নয়। এ স্বাধীনতা সীমাবদ্ধ হওয়া উচিত। কিন্তু হীনচেতা গ্লানি-ব্যবসায়ী সম্পাদকের দমন করিতে, অনেক রাজনৈতিক সম্পাদকের দেশ-মঙ্গলময় কার্য্যে ব্যাঘাত ঘটিবে, এই উদার বিবেচনায় মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা দমিত হয় নাই।

সম্পাদকীয় কার্য্য যে রাজমন্ত্রীর কার্য্য অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নয়, সম্পাদকেরা যে, রাজমন্ত্রীর উপদেষ্টা, রীতি, নীতি ও ধর্ম্মের রক্ষাকর্ত্তা, ইহা ইংলণ্ডের সংবাদপত্রের ইতিহাসে প্রতীয়মান হইবে। আমরা সে সকল লইয়া স্থান পূরণ করিব না, কেবল রুষযুদ্ধের সময় 'টাইমস্' কিরূপে চালিত হইয়াছিল, তাহাই বিবৃত করিব মাত্র।

'টাইম্‌স্' অর্থে সময়, ইংলণ্ডের সংবাদপত্র 'টাইমস্' সেই নামের উপযোগী হইয়াছিল। সময়ে সকল বিষয়ের মতের পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে, আজ যাহা ন্যায্য—কাল তাহা বিশেষ অন্যায্য বলিয়া গণিত। যথা—চিকিৎসাশাস্ত্রে রক্ত মোক্ষণ না করিলে নরহত্যা করা হয়, জানা ছিল, কিন্তু এক্ষণে রক্ত-মোক্ষণে নরহত্যা হয়, ইহাই চিকিৎসা-শাস্ত্রের মত। চোরের প্রাণ দণ্ড হওয়া উচিত—ইহা আইনে বলিত, কিন্তু চোরকে শিক্ষা দিতে হইবে—এখন আইনের মর্ম্ম। সংবাদপত্র টাইম্‌সে'র মতেরও অনৈক্য ছিল। সাধারণের মতই 'টাইম্‌সে'র মত ছিল। আজ 'টাইম্‌স্' এক কথা বলিয়াছে, পক্ষান্তরে তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত বলিবে;—যাহা সাধারণের মত, 'টাইম্‌সে'রও সেই মত।

'টাইম্‌স' কিরূপে সাধারণের মত অবগত হইত, তাহা শুনিলে উপন্যাস মনে হয়। প্রতি রাজ্যে প্রতি রাজসভায়, প্রতি সমাজে 'টাইম্‌সে'র সংবাদদাতা ছিল। গ্রেট-ব্রিটেনের হাটে বাজারে, ক্ষুদ্র পল্লীতে, ইতর সাধারণের মুখে, অট্টালিকায়, পণ্ডিতমণ্ডলীতে রুষসম্বন্ধে কিরূপ আন্দোলন চলিতেছে,—'টাইমস' সম্পাদক, তাঁহার সংবাদ-দাতাদ্বারা সমস্ত অবগত। পদস্থ বা পদচ্যুত রাজমন্ত্রীর মন্তব্য, যুদ্ধবিষয়ে সৈনিকদিগের বিরোধী মতামত, 'টাইম্‌সে'র স্তম্ভে প্রকাশিত হইত। 'টাইম্‌সে'র সম্পাদক সকলেরই বিশ্বাসভাজন; রাজদণ্ডে—অর্থ-প্রলোভনে লেখকের নাম প্রকাশ হইবে না। অতএব 'টাইম্‌স্' সংবাদপত্রে নিজ মতামত প্রকাশ করিতে কেহই সঙ্কুচিত হইতেন না। রাজমন্ত্রী প্রত্যূষে উঠিয়া 'টাইম্‌সে' দেখিতেন যে, 'টাইমস্' কি উপদেশ দিতেছে, তিনি যে 'টাইমসে' মতামত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাই বা সাধারণের কিরূপ মতানুগত। 'টাইম্‌স্' রাজমন্ত্রীর উপদেষ্টা। 'টাইম্‌স্' এতদূর জনপ্রিয় হইয়া উঠিল, এত পরিমাণে তাহার গ্রাহক হইল যে, মুদ্রাযন্ত্র সকল গ্রাহকের নিমিত্ত পত্রপ্রকাশ করিতে অক্ষম হইল। একদিনে বিশ সহস্র মার্কিণ গ্রাহক ত্যাগ করিতে 'টাইম্‌সের' অধ্যক্ষেরা বাধ্য হন, কাগজ মুদ্রাঙ্কিত করিয়া যোগাইতে পারেন না। এই এক সংবাদ পত্র,—এই এক সম্পাদক।

ঐরূপ প্রভাবশালী সংবাদপত্র অনেক আছে। তাহাদের বর্ণনার স্থান আমাদের স্তম্ভে অভাব। এ সম্বন্ধে একটী কথা বলিব মাত্র। 'ট্রুথ' অর্থাৎ সত্য নামক সাপ্তাহিক কাগজে, যদি কোন ভাগ্যবান্ ব্যবসাদার বিজ্ঞাপন দিতে সমর্থ হন, তাহার প্রচুর অর্থাগমের অভাব থাকিবে না। 'ট্রুথের' মতবিরোধী অনেকে হইলে হইতে পারেন, কিন্তু ট্রুথে' যখন "মঙ্কি ব্রাণ্ড" সাবানের বিজ্ঞাপন আছে, তখন "মঙ্কি ব্রাণ্ড" সাবান ব্যতীত অপর সাবান ব্যবহার করা উচিত নয়, তাহা 'ট্রুথ'-সম্পাদকের পরম বিদ্বেষাও বিবেচনা করিবেন। 'ট্রুথে'র স্তম্ভে, সাধারণের মঙ্গলের নিমিত্ত যদি কোন প্রবঞ্চকের ব্যবহার প্রকাশিত হয়, প্রবঞ্চক উকীলের চিঠি না দিলে সাধারণের চক্ষে ঘৃণিত হইবে, অতএব উকীলের চিঠি দেয়, কিন্তু সেই চিঠির সঙ্গে সঙ্গে বিপুল অর্থ লইয়া সম্পাদকের পদানত হইয়া থাকে। অর্থ দ্বারা, মিনতি দ্বারা, দয়ার্দ্রচিত্ত কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির অনুরোধ দ্বারা এই কথা বলাইতে চায় যে, আমরা যে সংবাদ দিয়াছিলাম, তাহা আমাদের

সংবাদদাতার ভ্রমে। কিন্তু অদ্যাবধি অর্থে, অনুরোধে, মিনতিতে সত্যপ্রিয় সম্পাদককে কর্ত্তব্যানুষ্ঠানে বিরত করিতে পারে নাই। এই এক সংবাদপত্র—এই এক সম্পাদক।

বঙ্গদেশেও এরূপ মহান্‌চেতা সম্পাদকের উদ্ভব হইয়াছিল। সম্পাদক ব্যবসায়ী নহে, দেশহিতৈষী ;—সম্পাদক কষ্টার্জ্জিত অর্থব্যয়ে নীলকর-পীড়িত প্রজাদিগের অন্ন যোগাইয়া প্রজাপীড়ন দমন করিয়া "হিন্দু-পেট্রিয়টের" নাম বিশ্বব্যাপী করিয়াছিলেন। আদর্শপুরুষ কৃষ্ণদাস সেই সম্পাদকীয় আসন গ্রহণে ও মহা মহা যোগ্য ব্যক্তির সাহায্যে 'বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন'কে রাজপ্রতিনিধির রাজকার্য্যে উপদেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। "রেজ এণ্ড রায়ৎ" সম্পাদক যাঁহার সম্পাদকীয় ভাষা, ইংরাজ সংবাদপত্রের অনুকরণীয়, অপক্ষপাতিতা-গুণে, রেজ (ভূম্যধিকারী) ও রৈয়ৎ (প্রজা) উভয়েরই পূজ্য হন। রাজপুরুষদিগেরও বিশেষ সম্মানভাজন ছিলেন। সম্পাদকীয় কার্য্য তাঁহার ব্যবসা ছিলনা। শুনা যায়, রাজ-প্রতিনিধি তাঁহাকে উপাধি দিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি রাজ-প্রতিনিধিকে নিবেদন করেন, "আমি টাইটেল গ্রহণ করিলে লোকের নিকট প্রকাশ পাইবে, আমি স্বার্থ-চালিত হইয়া সম্পাদকীয় পদ গ্রহণ করিয়াছি। আমায় মার্জ্জনা করুন। স্বদেশহিতসাধান সম্পাদকের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত, স্বার্থসাধন নয় ;—এই দৃষ্টান্ত স্বদেশে প্রচারিত হয়, এই আমার মিনতি। আমি উপাধি গ্রহণ করিলে তাহা হইবে না। এই জন্য রাজপ্রসাদ গ্রহণে বঞ্চিত হইলাম, তজ্জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করি।" এই এক সংবাদ পত্র—এই এক সম্পাদক!

বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত সংবাদপত্রের সম্পাদকও এইরূপ অব্যবসায়ী হইয়া সম্পাদকীয় কার্য্য করিয়া গিয়াছেন। —নব সাহিত্য স্থাপক বঙ্কিমচন্দ্র এই সম্পাদকীয় কার্য্যের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত; এবং যে সকল তারকামালা বেষ্টিত হইয়া "বঙ্গদর্শনের" অতুল গৌরব, বঙ্গদেশে চিরস্মরণীয় করিয়া গিয়াছেন, সেই সকল উদারচেতা মহানুভবেরাও সম্পাদকীয় উদ্দেশ্যের পরিচয়দাতা। এ দরিদ্র ভারতে যদিচ কেহ বিংশতি সহস্র গ্রাহক ত্যাগ করিবার সুযোগ পান নাই, তথাচ যে তাঁহারা উল্লিখিত ইংলণ্ডের সম্পাদকের ন্যায় মহদাশয়,—তাহার প্রমাণ রাখিয়া গিয়াছেন।

এই সকল সম্পাদক-প্রদর্শিত পথগামী উন্নতচেতা সম্পাদক যাঁহারা আছেন, তাঁহারা আমাদের পরম পূজ্য। এ প্রবন্ধে যাঁহারা আমাদের আলোচ্য সম্পাদক—তাঁহারা উপোরক্ত সর্ব্বজ্ঞস্পর্দ্ধাকারী 'বেকুব'। 'বেকুব' ব্যতীত তাঁহাদের অন্য নাম আর নাই।

এই সম্পাদকেরা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। এক শ্রেণীস্থ সম্পাদকেরা মনে করেন যে, তাঁহাদের মতে চালিত না হওয়ায় পৃথিবীতে এত বিশৃঙ্খলা। সমাজ ডুবিতে বসিয়াছে, একমাত্র রক্ষার উপায়—তাঁহাদের মতাবলম্বী হওয়া। ইঁহারা তাঁহাদের সংবাদ পত্রের প্রথম সংখ্যায় বলেন যে, আমরা বরাবর বলিয়া আসিতেছি, লাট সাহেব ভাল বুঝিতেছেন না। আগাগোড়া পত্রখানি পাঠে বুঝা যায় যে, যেখানে যিনি আছেন, যাঁহার উপরে কোন কার্য্যের ভার আছে, তিনিই ভ্রমে পতিত আর তিনি কোন কার্য্য করিতেছেন না। তাঁহাদের যে নিজের কোন মতামত আছে, এমন তাঁহাদের সংবাদ পত্র পাঠে কিছুই বোধ হয় না। তাঁহাদের ছিদ্রানুসন্ধানীও বলা যায় না। কারণ, আদৌ কোন বিষয়েরই কিছু জানেন না, তবে ছিদ্রানুসন্ধান করিবেন কি? তাঁহাদের উদ্দেশ্যহীন জীবন, সংবাদপত্র লিখিয়া চরমত্ব' প্রাপ্ত হইয়াছে। ইঁহাদের সম্পাদক বলিতে হইবে, তাহা নইলে ইঁহারা বড় বেজার। তাঁহারা সদাসর্ব্বদা এই আক্ষেপ করেন যে দেশ উৎসন্ন গিয়াছে, নচেৎ তাঁহাদের কাগজ ঘরে ঘরে প্রতিষ্ঠিত হইত। ইঁহাদের অভীষ্ট সিদ্ধ হইলে না জানি কি সর্ব্বনাশই ঘটিত!

অপর আর এক শ্রেণী সম্পাদকের উদ্দেশ্য,—লোককে প্রশংসা বা গালাগালি দিয়া কিঞ্চিৎ অর্থ উপার্জ্জন করা। অর্থ লইয়া অত্যাচারী লোকের পক্ষ সমর্থন, সাধুর নিন্দা করিয়া রসিকতার পরিচয় প্রদান, ইঁহারা প্রতারণার অবতার। এই হীন ব্যক্তিগণ, ভীরুস্বভাবে যত প্রকার অপকার সম্ভবে, সেই সমস্ত কর্ম্মে সুনিপুণ। আজ যাঁহার অর্থ পাইয়া বা স্বার্থসিদ্ধি কামনায় প্রশংসা করিয়াছেন,—কাল কিঞ্চিৎ স্বার্থহানি প্রযুক্ত সেই প্রশংসিত ব্যক্তির প্রতি অবাচ্য গালি বর্ষণ করিয়া থাকেন। ইঁহাদের

তাড়নায় রঙ্গভূমির অধ্যক্ষমাত্রেই জ্বালাতন। তাঁহাদের স্ত্রী পুরুষ, সম্পর্কীয়—দূরসম্পর্কীয়—তাঁহাদের গ্রাহক ও গ্রাহকের বন্ধুবান্ধবকে যদি কোন রঙ্গালয়ের কার্য্যাধ্যক্ষ 'ফ্রি পাশ' দিতে অসম্মত হন, তাহা হইলে ঐ কুৎসিত সম্পাদকের সংবাদপত্রের স্তম্ভের পর স্তম্ভ সেই নাট্যালয়ের নিন্দায় পরিপূরিত হইয়া থাকে। এই সকল সম্পাদকেরা প্রায়ই প্রথমে অতি হীন কার্য্যে ব্রতী ছিলেন, পরে নানা উপায়ে কিঞ্চিৎ অর্থ সঞ্চয় করিয়া ছাপাখানা করেন; —সমাজ ইঁহাদিগকে চেনেন, বিশেষ নাম করিয়া পরিচয় দিবার আবশ্যক নাই।

আর এক শ্রেণীর সম্পাদকেরা অতি অল্প বয়সে স্কুল হইতে তাড়িত হইয়াছেন। ইঁহারা ভবঘুরে, যেখানে সেখানে যান। এদিক ও দিক দু'একটা ছোট খাট সমাজে গিয়াও বসেন। জ্যাঠামীতে যাহাতে সম্পূর্ণ দীক্ষা লাভ হয়, সেই সকল কার্য্য দিবারাত্রি করিতে থাকেন। কেহ বা ভাগ্যক্রমে কোথাও দশ টাকা মাহিনার চাকর, কেহ বা টেলার সপ, কেহ বা হাণ্ড-নোটের দালালি দ্বারায় জীবিকানির্ব্বাহ করেন। ইহারা সকল পুস্তকের সমালোচক। এটা ভাল হয় নি, ওটা ভাল হয় নি,—এ কথা অনবরত তাঁহাদের মুখে। রঙ্গালয় সকল উচ্ছন্ন যাইতেছে। ইঁহাদের মধ্যে যদি কেউ রঙ্গালয়ের অধ্যক্ষ হইতে পারিতেন, তাহা হইলে রঙ্গালয় সুচারুরূপে চলে, তাহা তিনি দেখাইতেন। অবৈতনিক নাট্যসমাজে মাঝে মাঝে অধ্যক্ষ হইয়া থাকেন ও প্রকাশ্য রঙ্গালয়-বর্জ্জিত এ্যাক্টার, এ্যাক্‌ট্রেস লইয়া বায়না লন, তাহাতে কোথাও কোথাও সাজ-পোষাক বন্দক দিয়া প্রাণে প্রাণে বাটী ফিরিয়া আসেন। সুযোগক্রমে বা কখনও কোন প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চ ভাড়া লইয়া অভিনয় করেন। এরূপ সুযোগ পাইলে, তাঁহাদের সংবাদপত্রের স্তম্ভ ঐ নাট্য সম্প্রদায়ের প্রশংসায় অষ্টাহ মসীকৃত হয়। ইঁহারা বালক বয়সে গোঁফ কামাইয়া ও মোটা চাদর লইয়া বিজ্ঞ সাজেন। প্রত্যক্ষে কুক্কুরের ন্যায় যাঁহাদের অনুবর্ত্তী হন, পরোক্ষে তাঁহাদের ঘৃণিত পত্রে ঐ সকল মান্য গণ্য ব্যক্তির কুৎসা রচিত হইয়া বিক্রীত হয়। মশক-মক্ষিকার ন্যায় জন বিরক্তিকর জীবন পর-কুৎসায় রত থাকিয়া অবসান হয়।

রাজশাসন নাই, এই সকল অধমাত্মাদের প্রতি সমাজের লক্ষ্য পড়া উচিত। তাঁহারা যে স্থানীয় ব্যক্তি —সেই স্থান তাঁহাদিগকে দেওয়া কর্ত্তব্য। সম্পাদক বলিয়া তাঁহাদের আদর করিলে, জুয়াচোর-পাষণ্ডের আদর করা হয়। তাঁহাদের কুক্কুর প্রকৃতি বলিলে, কুক্কুরকে গালি দেওয়া হয়। কুক্কুরেরও কৃতজ্ঞতা আছে—ইহারা কৃতঘ্ন! ইহাদের তুলনা ইহারাই! কোন জন্তুর সহিত তুলনা করিলে, সেই জন্তুকে অযথা নিন্দা করা হয়।

ধর্ম্ম-স্থাপক ও ধর্ম্মযাজক

['রঙ্গালয়' সাপ্তাহিক পত্র (১৩ই বৈশাখ, ১৩০৮ সাল) হইতে পুনর্ম্মুদ্রিত]

ভারতবর্ষে ও অন্যান্য দেশে ধর্ম্ম-ইতিহাসে শত শত দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় যে যখন ধর্ম্মের কলুষিত অবস্থায় কোন মহাত্মা অবতীর্ণ হইয়া ধর্ম্মের সার-মর্ম্ম ব্যাখ্যা করিয়া সত্য ধর্ম্ম পুনঃ সংস্থাপনের চেষ্টা পান, ধর্ম্মযাজকেরা তাঁহার শত্রু হইয়া থাকে। তাহার কারণ এই যে ধর্ম্মের প্রকৃত মর্ম্ম আচ্ছাদিত না হইলে, ধর্ম্ম-ব্যবসায়ী ধর্ম্মযাজকের স্বার্থের বিশেষ হানি হয়। অর্থ উপার্জ্জন, রমণী-সম্ভোগ, মান-সঞ্চয়,—যাহাদের উদ্দেশ্য, তাহারা কখনও যথার্থ ধর্ম্ম উপদেশ দিতে পারে না। চক্ষের উপর শত শত দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়,—গুরু একবার মন্ত্র দিয়া গিয়াছেন, তারপর যখন তিনি শিষ্যের বাড়ী আসেন, শিষ্যের কতদূর ধর্ম্মোন্নতি হইয়াছে, তাহা একবারও জিজ্ঞাসা করেন না। শিষ্যের সহিত আলাপ হয় এই যে,—"বাপু, এ বৎসর তো বড় দুর্ব্বৎসর যাচ্চে—ঝড়ে বড় ঘরখানির অর্দ্ধেক চালের খড় উড়িয়া গিয়াছে। ধান চা'লেরও সেরূপ সুবিধা নাই। কয় খান জমীতে প্রায় অর্দ্ধেকের কম ফসল হইয়াছে।" এইরূপ নিজের দুঃখের কথা প্রকাশ করে, অভিপ্রায় এই যে, শিষ্য, এবার বেশ ভারি রকম বিদায় দেয়। গুরুর সঙ্গে একজন ব্রাহ্মণ ও একজন ভৃত্য আছে। যে কয়দিন 'শিষ্যে-স্নেহে' শিষ্যের গৃহে অবস্থান করিতে লাগিলেন তিনজনে চর্ব্ব্য-চোষ্য আহার পূর্ব্বক কৃপা করিয়া শিষ্যের নিমিত্ত প্রসাদ রাখেন। জঠরে স্থানাভাব সত্ত্বে শিষ্যের ভাগ্যে প্রসাদ মিলে, অবশ্য উত্তম মৎস্য প্রভৃতি সে প্রসাদে থাকে না। এরূপ অবস্থায়, যদি কোন নির্ম্মল চরিত্র সাধু প্রচার করেন যে, যিনি সদ্‌গুরু,- তিনি তাপ-অপহারক—বৃত্তি-অপহারক নন; উপরোক্ত যাজক-গুরুর যে তিনি শত্রু হন, তাহার আর সন্দেহ নাই। প্রচারকের নির্ম্মল চরিত্র, প্রচারকের ধর্ম্মনিষ্ঠা, প্রচারকের পাপী-তাপীর প্রতি দয়া, প্রচারকের যথার্থ ধর্ম্মোপদেশ,—যাজক-গুরুর [illegible]

ঈশ্বরের অদ্ভুত মাহাত্ম্য এই যে,—অতি নীচ, অতি পাপীরও তাঁহার নাম উচ্চারণে অধিকার আছে। সে নামে তাপ দূর হয়, চিত্ত-শুদ্ধি জন্মে, চণ্ডালকে দেবত্ব প্রদান করে। এই ঈশ্বর-মাহাত্ম্য, প্রচারক সাধনা দ্বারা উপলব্ধি করিয়াছেন এবং জনসন্তাপে হৃদয় দ্রবীভূত হইয়া, জন-হিতার্থ জন-সমাজে ঈশ্বরের মহিমা প্রচার করেন! যাজক গুরুর সর্ব্বনাশ! প্রচারক প্রচার করেন যে, কেহ এমন হীন নাই কেহ এমন নীচ নাই,—যে ঈশ্বর তাহার উপাসনা গ্রহণ করেন না। দয়াময় ঈশ্বর সকলেরই পূজা গ্রহণ করেন। অকপট পূজাই তাঁহার অধিক প্রিয়। অকপট চিত্তে পূজা করিলেই ঈশ্বরের প্রীতিভাজন হওয়া যায়। জাতিতে বাধে না, স্থানে বাধে না, কালে বাধে না, সকল জাতি, সকল সময়ে, সকল অবস্থায় ভগবানের নাম লইবার অধিকারী।—ইহা যে কেবল তিনি মুখে বলেন, তাহা নহে, ইহা তাঁহার উপলব্ধ কথা; অকপট চিত্তে তিনি ঈশ্বরকে ডাকিয়া তাঁহার দর্শন পাইয়াছেন। তিনি জোলা হইয়াও (যথা কবীর) চামার হইয়াও যথা রুইদাস) ঈশ্বরের নামে অধিকারী হইয়াছেন, ও নামের গুণে তাঁহার দর্শন লাভ করিয়াছেন। তাঁহার দৃষ্টান্তে প্রতীয়মান হয় যে, যে অবস্থায় আমরা বাহ্যিক অশুচি জ্ঞান করি, সে অবস্থাতেও বিভোর হইয়া তিনি ঈশ্বরের গুণ গাহিতেছেন। তাঁহার নাম উচ্চারণ করিবার নির্দ্দিষ্ট সময় নাই;- তিনি সদাসর্ব্বদা নাম উচ্চারণ করিয়া থাকেন। এই সকল লোকে দেখে—শেখে। প্রজ্জলিত অগ্নির নিকটস্থ হইলে যেরূপ অঙ্গ উত্তপ্ত হয়, এই ভক্ত প্রজ্জলিত-হৃদয় সাধু-সমীপে সেইরূপ ভক্তি উদ্দীপিত হইয়া উঠে। পুষ্পের সৌরভে যেরূপ মধুমক্ষিকা আকর্ষিত হয়, সেইরূপ নির্ম্মল জীবন-সৌরভে শত শত ধর্ম্ম-মধু-পিপাসু আকর্ষিত হইয়া, তাঁহার নিকট ধর্ম্মোপদেশ গ্রহণ করেন। যাজক-গুরুর শিষ্যের বৃত্তি

অপহরণে বিশেষ ব্যাঘাত পড়ে। প্রচারকের ছিদ্র অনুসন্ধান করিতে থাকে। যে শাস্ত্রের প্রতি জীবনে তাহার একবারও আস্থা জন্মে নাই, সেই শাস্ত্র হইতে বেদ-বিরুদ্ধ প্রক্ষিপ্ত শ্লোক সঞ্চয় করে ও প্রমাণ করিবার চেষ্টা পায় যে, প্রচারক কোন ধর্ম্মবিরোধী অসুর, পাপ-পঙ্কে মানবকে নিমগ্ন করিবার নিমিত্ত, কলির সাহায্যে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছে। চন্দ্রের অঙ্গে নিষ্ঠিবন নিক্ষেপের ন্যায়, শ্রীগৌরাঙ্গচন্দ্রকে অসুর বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া শ্লোক প্রচার করিয়াছে। উপায় নাই,—ব্যবসা যায়,—অলস-জীবনে গুরুগিরি একমাত্র ব্যবসা শিখিয়াছে;—শিষ্যালয়-ভোজী জিহ্বাও রসাস্বাদী,—উপায় কি আছে! প্রচারক ত্বরায় উৎসন্ন না যাইলে, যাজক-গুরুর সর্ব্বনাশ!

এ যাজক গুরু আবার তিন প্রকার,—সকলেই বৃত্তাপহারক। তবে ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ কৃষ্ণের স্বরূপ বা শিবের স্বরূপ,—রমণী মাত্রেই তাঁহার সেবিকা। তাহাকে শিব-ভাবে দেহ অর্পণে সেবা করিলে নারী ভগবতী হইবে ও কৃষ্ণ ভাবে সেবা করিলে রাধা হইবার সম্ভাবনা। মদ্য, মাংস, ননী, ক্ষীর লইয়া এইরূপ গুরুগিরি চলিতেছিল, অকস্মাৎ কামিনী-ত্যাগী, মুখে কিছু না বলিয়া দৃষ্টান্তে সমাজকে বুঝাইল যে, ঐ সকল কার্য্যের নাম ব্যভিচার। কে আর নিজের সুন্দরী স্ত্রীকে অপরকে দিতে চায়? তবে যে শিষ্য তাহার সুন্দরী স্ত্রীকে "শিববৎ" গুরুকে অর্পণ করিয়াছে, সে কেবল প্রক্ষিপ্ত শ্লোকের তাড়নায়। ব্যভিচারীকে যমের ভয়ে মৌখিক শিব বলিয়া স্ত্রীকে অর্পণ করিতে বাধ্য হইয়াছে;—ভ্রম-জড়িত ভয়ার্ত্ত হৃদয় অনন্যোপায় হইয়া স্ত্রীকে অর্পণ করিয়াছে। এখন অব্যভিচারী প্রচারকের দৃষ্টান্তে ভ্রম দূর হইল, সুতরাং যাজক-গুরুর রাস-লীলারও ব্যাঘাত পড়িল। আর এক সাটের যাজক-গুরু—তাহারা "মহা মান্যিত",—তাহারা শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করিয়া নাস্তিক। বেদের মর্ম্ম যাহাতে চাপা থাকে, তাহাই তাহাদের প্রাণপণ চেষ্টা। পণ্ডিতবর দয়ানন্দ সরস্বতী যখন যজুর্ব্বেদ হইতে শ্লোক উদ্ধৃত করিলেন যে, বেদের মঙ্গলসূচক বাক্য শূদ্রকেও বলিবে, তখন তাহাদের মহা বিভ্রাট ঘটিল। মহাপণ্ডিত দয়ানন্দকে তর্কে পারা ভার। নীচজাতি বলিয়াও দোষা যায় না, দয়ানন্দ ব্রাহ্মণ ও বিশুদ্ধ সারস্বত সাম্প্রদায়িক সন্ন্যাসী;—অর্থের বশ নয়—সত্যের বশ। যাজক-গুরুর অতি ভীষণ শত্রু হইল!

এই তিন সাম্প্রদায়িক গুরুই ধর্ম্ম-সংস্থাপক প্রচারকের পরম শত্রু। এই ধর্ম্ম-সংস্থাপকেরা বৃত্তি অপহরণ করিতে দেয় না, সতীত্ব অপহরণের বাধা ও বিদ্যাভিমানীর তীক্ষ্ণ কণ্টক। ধর্ম্ম স্থাপক যাহাতে বিনষ্ট হয়, যাজকের তাহাই পরম চেষ্টা। জাতির খুঁত ধরিতে পারিলেই বড় সহজ হইয়া যায়। রুইদাস চামার—ওর কথা আবার শুনিতে হইবে?

মানব-করে সূর্য্য আচ্ছাদন করা সহজ, তবু সত্য আচ্ছাদন করা যায় না। অগ্নি প্রদীপ্ত হইলে আলোক প্রদান করে, ইহা অনিবার্য্য। চামার রুইদাসের সত্য-প্রভা এই নিমিত্ত নিবারিত হয় নাই। ঘৃণা, কটূক্তি প্রভৃতি চলিয়াছে, কিন্তু অন্য ফল ফলে নাই। যাজকের অভীষ্ট সিদ্ধ হয় নাই।

জোলা, চামার লইয়া যাজক ব্যঙ্গ পর্য্যন্ত করিয়াছে, কিন্তু রামানুজস্বামী ব্রাহ্মণ, তাঁহার আবির্ভাবে সে ব্যঙ্গোক্তি চলিল না। যাজক বিব্রত। নাস্তিক প্রভৃতি নানা অপবাদ পরম বৈষ্ণবের উপর নিক্ষিপ্ত হইল। শিবদ্বেষী বলিয়া তাঁহাকে রাজার বিদ্বেষভাজন করিল। শোনা যায় যে, রামানুজের একজন শিষ্যকে রামানুজ জ্ঞানে যাজকেরা চক্ষু অন্ধ করিয়া দেয়, কিন্তু সেই শিষ্যের এরূপ ক্ষমাবান চরিত্র যে, তিনি ধ্যানের সময় ইষ্টদেবের দর্শন পাইয়া ঐ ভীষণ শত্রুর মঙ্গল-কামনায় বর প্রার্থনা করেন। এরূপ চরিত্রকে সাধারণের ঘৃণাভাজন করা যাজকের সাধ্য হইয়া উঠিল না। লোকে রামানুজকে লক্ষ্মণের অবতার জানিয়া পূজা করিতে লাগিল।

বঙ্গদেশে যখন চৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব হয়, তিনিও ধর্ম্ম-যাজকের বিষদৃষ্টিতে পড়েন। তাঁহাকে লইয়া কতরূপ ব্যঙ্গ করা হইয়াছিল। উল্লেখ করা হইয়াছে যে, তাঁহাকে ত্রিপুরাসুরের অবতার বলিয়া প্রতিপন্ন করা হইয়াছিল। শত শত দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিয়া দেখান যায় যে, এমন ধর্ম্ম-স্থাপক কেহই অবতীর্ণ হন নাই, যাহাকে যাজকেরা ঘৃণা-দৃষ্টিতে দেখেন নাই। কাহাকে বধ করিয়াছে, কাহাকে কারারুদ্ধ করিয়াছে, কাহাকে বা দেশান্তরিত করিয়াছে;—কিন্তু ধর্ম্ম-স্থাপকের ধর্ম্মানুরাগবলে যাজকেরা ধর্ম্ম-স্থাপনের ব্যাঘাত জন্মাইতে পারে নাই।

এ ধর্ম্ম যাজকেরা কে—তাহা অনুসন্ধান করিলে বুঝা ইবে যে, যখন সমাজ শিবদ্বেষী হইয়া ধর্ম্মদ্বেষী হইয়াছে, ন পরম শৈব অবতীর্ণ হইয়া শিবের মাহাত্ম্য স্থাপন রেন। যখন শক্তিদ্বেষী সমাজ হয়, তখন পরম শক্তি বতীর্ণ হইয়া শক্তির গুণ কীর্ত্তন করেন। বিষ্ণুদ্বেষী াজ হইলে বৈষ্ণব আসিয়া বিদ্বেষ-ভাব দূর করতঃ বৈষ্ণব-হাত্ম্য প্রচার করেন। ধর্ম্মস্থাপক ধর্ম্ম স্থাপন করিয়া ন। তাঁহাদের শিষ্যেরা সমাজের মান্যভাজন হন বং সেই সকল শিষ্যের সন্তানেরাও সেই মান্য পাইতে াকেন। কিন্তু তাঁহারা গুরুর ন্যায় গুণসম্পন্ন নন। এ কে দেখিতে পান যে, যে মান তাঁহারা পাইতেছেন, াহা ভাঙ্গাইয়া অনেক সাংসারিক বাসনা পূর্ণ হইতে পারে; -ইহারাই ক্রমে এই বৃত্তাপহারক গুরু। ইহাদের পরস্পরে মল নাই, কেবল কোন' সাধুর আবির্ভাব হইলে ইহাদের মলিত হইতে দেখা যায়। কলুষিত শৈব গুরুরা সমদর্শী রম শাক্তের আবির্ভাব দেখিয়া বৈরী হয়, আবার এই াক্তের শিষ্যেরা যখন কলুষিত হইয়া বিষ্ণুদ্বেষী হয়, তখন ভেদ-জ্ঞানশূন্য বৈষ্ণবের আবির্ভাবে তাহারা ক্রুদ্ধ হইয়া ানা প্রকার শত্রুতা করিতে থাকে। কালে আবার ঐ বৈষ্ণব সম্প্রদায়ও কলুষিত হইয়া যায়। বাঙ্গালা দেশে এই কলুষিত দৃষ্টান্তের অভাব নাই।

বৈষ্ণব সম্প্রদায় বৈষ্ণব শাখা প্রশাখায় যে কিরূপ ব্যভিচার চলে, তাহা অনেকেই অবগত আছেন। কিন্তু একটী আশ্চর্য্য ব্যাপার এই যে, যাজকেরা যে মহাত্মার প্রতি বিদ্বেষ প্রদর্শন ও বিধর্ম্মী বলিয়া ঘৃণা করিয়াছে, কালে সেই সকল ব্যক্তিরা অবতার বলিয়া বাচ্য হইয়াছেন; এবং তাঁহাদের মতামত সনাতন হিন্দু ধর্ম্মের বেদ অনুগত বলিয়া গ্রাহ্য হইয়াছে; এবং যে সকল মত এক সময়ে সনাতন ধর্ম্ম-বিরোধী বলিয়া প্রচারিত হইত, সেই সমস্ত মত লইয়াই আবার কোন ধর্ম্মসংস্কারকের আবির্ভাব হইলে তাহার বিরুদ্ধে ব্যবহার হইয়া থাকে।

আমরা তিন শ্রেণীর ধর্ম্ম-যাজকের কথা উল্লেখ করিয়াছি, আর এক শ্রেণী বর্ত্তমান আছেন, তাঁহারা সকলেই যাজকের পুত্র। পৈতৃক মানে মন্য এবং সেই পৈতৃক মানে চৌর্য্য ব্যভিচারাদি নানা কুৎসিৎ দোষ ঢাকিবার চেষ্টা করেন পৈতৃক মানে মান্য তিনি সমস্ত রাত্রি সেবাদাসীর নিষ্ঠিবন পান করিয়াও প্রণাম গ্রহণ করেন; চুরি করিয়া আক্ষেপ করেন যে, আমি অমুক শুদ্ধবংশজাত, আমি চুরি করিয়াছি—আমায় মার্জ্জনা করুন; অপরাধ-ভয়ে সমাজ মার্জ্জনা করেন। যদি কোন সংস্কারক উঠিয়া বলেন যে, চুরি—চুরিই, তাহার আর অন্য নাম নাই—ব্যভিচার ব্যভিচারই, তাহা অন্য আখ্যাহীন,—তাহাহইলে সেই সংস্কারক নাস্তিক বলিয়া ঘৃণিত হন।

উপস্থিত দেখা যায় যে, চৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাবে যাজকেরা যে ভাষায় চৈতন্য সম্প্রদায়ের প্রতি যে সকল কটূক্তি করিতেন, চৈতন্যসম্প্রদায়ও, চৈতন্যদ্বেষী যাজক সম্প্রদায়ের সহিত মিলিত হইয়া, অবিকল সেইরূপ কটূক্তি রামকৃষ্ণ-সম্প্রদায় সম্বন্ধে করিয়া থাকেন। "দেশ মজালে, দেশ উচ্ছন্ন গেল" এ সকল কথা যেমন চৈতন্য-সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে উঠিয়াছিল, শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস সম্প্রদায় সম্বন্ধে ঠিক সেইরূপ উঠিতেছে। অক্রোধী, নিরভিমানী, কাম-কাঞ্চনত্যাগী, বিশ্ববিজয়ী হিন্দুধর্ম্ম সংস্থাপককে, খৃষ্টান, নাস্তিক প্রভৃতি নাম প্রদত্ত হইতেছে। ইহা স্থানীয় দোষ নয়, বাঙ্গালার দোষ নয়, মানবচিত্তের দোষ। স্বার্থ-চালিত যাজকেরা স্বার্থহানির আশঙ্কায়, সর্ব্বদেশে, সর্ব্বস্থানে এইরূপ গরল উদ্গীরণ করিয়াছে। ঈর্ষ্যাপরবশ গ্লানিপ্রিয় সমাজও, যাহাতে কাহাকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকার করিতে না হয়, সেই জন্য ঐ যাজক-উদ্গারিত গরল, সুধা বলিয়া পান করে। কিন্তু সত্যের শক্তি অনিবার্য্য,—কলুষিত, স্বার্থ-বিজড়িত, ঈর্ষ্যান্বিত, বংশমানে মান্য, কুচরিত্র পাষণ্ডেরা তাহা কিরূপে বুঝিবে! এবং মহাপুরুষেরা ঈশ্বর-প্রেরিত, তাঁহাদের আবির্ভাব নিষ্ফল নয়, তাহা যে অচিরে প্রতীয়মান হইবে, ইহাই বা কিরূপে জানিবে!

পলিসি

['রঙ্গালয়' সাপ্তাহিক পত্র (১৬ই চৈত্র, ১৩০৭ সাল) হইতে পুনর্মুদ্রিত]

ছল ও কৌশল এক নয়, ছল ও কৌশলে অনেক প্রভেদ; মিথ্যা ভাণের নাম ছল, কোন কার্য্যসিদ্ধির সদ্ উপায়ের নাম কৌশল; যথা—বৈদ্যের কৌশলে রোগ আরোগ্য, সেনাপতির কৌশলে যুদ্ধ জয়, রাজমন্ত্রীর কৌশলে রাজ্যে সুনিয়ম স্থাপন, ভাণ্ডারীর কৌশলে শূন্য ধনাগার ধনপূর্ণ। এস্থলে কৌশল অর্থে ছল নয়—আমরা সচরাচর পলিসি অর্থে ছল বুঝিয়া থাকি; কৌশল অর্থে ছল নয়, সুকৌশলের নাম পলিসি। সত্যের সংসার ছলে কখন' চলিত না, ছলের অর্থ মিথ্যা ভাণ। ছলপটুব্যক্তি যতদূর বুদ্ধি সঞ্চালন করিয়া প্রতারণা-জাল বিস্তার করুন, সকল অবস্থা, তাহার বুদ্ধির সীমার ভিতর নয়। তাহার গণনায় কোথাও না কোথাও ছিদ্র থাকিবে; কার্য্য-সিদ্ধি ভবিষ্যতের তমোগর্ভে। কপট ব্যক্তি বুদ্ধির দ্বারা বিবেচনা করিয়া দেখেন যে, এইরূপ কার্য্যে এইরূপ ফল ফলিবার সম্ভাবনা। বিরোধী অবস্থা যাহা তাহার সম্মুখস্থিত, তাহাই তিনি গণনা করিতে পারেন, এবং সেই সকল বিরুদ্ধ-অবস্থার বিপক্ষে কতক মিথ্যা ভাণ করিতেও সক্ষম হন; কিন্তু অজানিত, অগণিত কারণ সম্ভূত, শৃঙ্খলাবদ্ধ কার্য্যশ্রেণী চলিয়া আসিতেছে। সকল ঘটনা মানব-দৃষ্টিতে পতিত হয় না। মনুষ্যের সম্মুখে মাত্র দুই চক্ষু, পশ্চাতে বা দুই পার্শ্বে কি হইতেছে—দেখিতে পায় না, সেইরূপ কোন ঘটনাস্রোত, তাহার পার্শ্ববর্ত্তী বা পশ্চাতে ধাবিত, কখন তাহাকে ভাসাইবে, তাহা মনুষ্য-চক্ষে দুর্নিরীক্ষ্য। অনেক চেষ্টায় সম্পূর্ণ সতর্ক হইয়া চোরে চুরি করে, কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে তাহার দুষ্কর্ম্মের প্রমাণ রাখিয়া যায়, নচেৎ আধুনিক ডিটেক্‌টিভ পুলিস স্থাপিত হইত না। "দুষ্কর্ম্মে ধর্ম্মের ঢাক বাজে" কথাটী প্রমাণসিদ্ধ—বহুকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে, একথা সকলেই জানেন। কিন্তু লোভের প্রতারণায় প্রতারিত হইয়া লোকে ছল উপায় অবলম্বন করে; তাহাতে কখন' কাহারও কার্য্যসিদ্ধি হয় বটে, কিন্তু চিরদিন যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। কারণ প্রকাশ হইবে, প্রকাশ হইলে সে দণ্ডিত হইবে, এই ভয়ে ভয়ে আজীবন কালাতিপাত করিতে হয়। কদাচিৎ যদি কেহ উচ্চ অবস্থায় অবস্থিতি করিয়া, দণ্ডভয় অতিক্রম করিতে পারে বটে, কিন্তু লজ্জাভয় তিরোহিত হয় না। "ভবিষ্যদ্বক্তা কবি সেক্সপিয়ার" "ম্যাক্‌বেথের" মুখে বলাইয়াছেন, পাপের দণ্ড ইহলোকেই হয়, চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই ইহা উপলব্ধি করিয়াছেন। ছলনা যখন এরূপ ঘৃণিত, ছলের দ্বারায় উচ্চকার্য্য সমাধা কখনই হইতে পারে না; পলিসির নাম যদি ছল হয়, তাহা হইলে মানব-জীবনে 'পলিসি' পরিহার করা সম্পূর্ণ উচিত।

ছলনার দ্বারায় যদিও কাহাকে কেহ প্রতারিত করিয়া থাকেন, তাহা হইলেও যিনি প্রতারিত হইয়াছেন, সে ব্যক্তি কর্ত্তব্য-অনুষ্ঠানশীল নয়। সচরাচর শুনিতে পাওয়া যায়, সোণা কিনিতে গিয়া, কেহ দুষ্টের ছলনায় পিতল কিনিয়াছে,—কপট জুয়ায় হারিয়াছে—ভুয়ো সম্পত্তি বাঁধা রাখিয়া টাকা কর্জ্জ দিয়া ঠকিয়াছে, যাহারা ঠকিয়াছে, তাহারা কিন্তু সকলেই লোভী; লোভের দ্বারে ফাঁদ পাতিয়া কপটব্যক্তি তাহাকে প্রতারিত করিয়াছে। যে সোণা কিনিয়া ঠকিয়াছে, সে যদি বুঝিত যে, কম দরে কিরূপে সোণা বেচিতেছে, অবশ্য চোরাই মাল হইবে; আমি ভদ্রলোক, চুরির প্রশ্রয় দিয়া কেন চোরাই মাল কিনিব? এরূপ সদ্‌বুদ্ধি থাকিলে জুয়ায় তাহাকে ঠকাইতে পারিত না। জুয়া খেলিয়া লাভ হইবে, কোন এক বিষয়-জ্ঞানশূন্য ব্যক্তিকে ঠকাইয়া আনিবে, জানিয়া শুনিয়া জুয়া খেলিতে গিয়া কপট ব্যক্তির দ্বারায় প্রতারিত হইয়াছে। জুয়ায় প্রতারিত ব্যক্তি, পরস্ব-অপহরণ-লোলুপ; তাই জুয়াচোর তাহার চক্ষে ধূলা দিতে পারিয়াছিল। দালাল আসিয়া বলিল, একজন

[আ]মা, কুৎসিত আমোদ-প্রিয় হইয়া কর্জ্জ করিতে বাজারে [আ]সিয়াছে, তাহাকে কর্জ্জ দিলে বিপুল লাভ। যে কর্জ্জ দিল, সে যদি বুঝিত যে, বালক ঠকাইয়া অর্থ উপার্জ্জন করিব কেন? তাহার দুষ্প্রবৃত্তিরই বা প্রশ্রয় দিব কেন? এরূপ সুবুদ্ধি থাকিলে কখন' সে প্রতারিত হইত না। অধিকাংশ ব্যক্তি, যাহারা প্রতারিত হইয়াছে,— তাহারা লোভী, তাহার লোভের সাহায্যে প্রতারক, তাহাকে প্রতারণা করিয়াছে। পারমার্থিক মঙ্গল প্রত্যাশায় যে, সদাচারী হইতে হয়, কেবল তাহা নহে; অনেকে,— যাঁহারা পরলোক মানেন না, তাঁহারাও ঐহিক শান্তির নিমিত্ত সদাচারী। তাঁহারা জানেন, যেমন নৌকা হালি ব্যতীত সঞ্চালিত হয় না, সেইরূপ সদাচার-ব্রত না হইলে জীবন-তরী সময়স্রোতে ভাসিতে পারে না। মানবজীবনে বিপদ অবশ্যম্ভাবী। অর্ণব-তরীকে যেমন ঝটিকায় আক্রান্ত হইতে হয়, জীবন-তরী সঞ্চালনেও সেইরূপ বিপদ-ঝটিকা সর্ব্বদাই বিদ্যমান। সে ঘোর বিপদ-ঝটিকায় সদাচার একমাত্র হালি; দৃঢ়রূপে সদাচাররূপ হালি ধৃত করিয়া রাখিলে সে ঘোর ঝটিকা হইতে উত্তীর্ণ হইবার সম্ভাবনা। যে সদাচার-ব্রত নয়, তাহার জীবন-তরী সর্ব্বদাই ঝটিকা-পূর্ণ সংসার সাগরে ভাসমান নৌকা-দণ্ডবিহীন, দিগ্‌বিদিগ্ নির্ণয়-যন্ত্র-বিহীন-(Compass) তরঙ্গ-স্বেচ্ছায় চালিত। কিন্তু যিনি সদাচার, সদাচার-সঙ্কল্পরূপ দৃঢ় নৌকাদণ্ড দৃঢ়রূপে হৃদয়ে ধারণ করিয়াছেন, সততা ধ্রুবতারা, যাহার মানস-নয়নে সর্ব্বদাই দীপ্তিমান, সংসার-অর্ণব-ঝটিকায় তাহার ভয় নাই; বিপদ ঝটিকায় ছিন্নভিন্ন হইয়াও অকূলে চিত্তপ্রসাদরূপ শান্তিকূল পাইবেন। সততাই নিরাপদে জীবনযাত্রার একমাত্র উপায়।

যাহা ব্যক্তিগত সত্য, সমাজগত তাহাই সত্য; দুরাচারী-সমাজ কখন স্থায়ী হয় না। রোম রাজ্যের বিপুল সমাজও স্থায়ী হয় নাই। রাজা যুধিষ্ঠির-স্থাপিত হিন্দুরাজ্য পরাধীন। সত্যাশ্রয়ই একমাত্র কৌশল; পৃথিবীতে যত বৃহৎ কার্য্য হইয়াছে, যত বড় লোক জন্মিয়াছেন, সমস্তই সত্যাশ্রয়ে। যিনি পলিসিকে ছলনা বলিয়া হৃদয়ে স্থান দিয়াছেন, মুক্তকণ্ঠে বলা যায়, তিনি স্বার্থপর, কার্য্যপ্রিয় নন্। উচ্চকার্য্য-ব্রতী, দেশহিতৈষীতা প্রচার, তাহার স্বার্থপরতার আবরণ মাত্র। যিনি উচ্চ-কার্য্যে ব্রতী, স্বার্থত্যাগ তাহার প্রথম শিক্ষা; সত্য তাহার একমাত্র আশ্রয়; সত্যাশ্রয়ী ব্যক্তি যদিও কখন জীবনে বিফলম-নোরথ হইয়া থাকেন, কিন্তু যে সত্যবীজ বপন করিয়া গিয়াছেন, তাহা কালে নিশ্চয়ই অঙ্কুরিত হইয়া গিয়াছে। স্বার্থত্যাগী ও সত্যাশ্রয়ী ব্যক্তির আদর্শে, অনেকে স্বার্থত্যাগী ও সত্যাশ্রয়ী হইয়াছে। সত্যাশ্রয়ীর দুর্দ্দম্য উৎসাহে, স্বার্থত্যাগীর দুর্দ্দম্য উদ্যমে—জগতে অঘটন ঘটিয়াছে। ইতিহাসের ছত্রে ছত্রে তাহার প্রমাণ। উপস্থিত "জাপানের" উন্নতি, স্বার্থত্যাগী মহাপুরুষের উদ্যমে স্থাপিত। একজন স্বার্থত্যাগী পুরুষ, নিজ আদর্শে জাপানের গৃহবিবাদ ভঙ্গ করিয়া জাপানকে রুষের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী করিয়াছে।

আমেরিকায় গৃহবিবাদে, উত্তর আমেরিকার জয়, বেতনভোগী সৈন্যের দ্বারা হয় নাই, কোমলহস্ত স্বার্থত্যাগী (ভলেন্টিয়ার) রণজয় করিয়া ক্রীতদাসকে মুক্তি প্রদান করিয়াছেন।

আমেরিকার স্বাধীনতা স্থাপন, স্বার্থত্যাগী ওয়াসিংটন্-কৃত। অন্যের কথা কেন কহিতেছি, যবন-প্রাবল্য স্বার্থত্যাগী গুরুগোবিন্দের দ্বারায় দমিত। একটী হৃদয়-প্রফুল্লকর কথা, যবন-দ্বন্দ্বে গুরুগোবিন্দ সিংহের সৈন্য সংখ্যা অল্প ছিল। সেনারা গুরুগোবিন্দসিংহকে নিবেদন করিল, 'প্রভো! এই অসংখ্য যবন-সৈন্য, আমরা কয়জনে কিরূপে পরাজয় করিব!' স্বার্থত্যাগী বীর পুরুষ সদন্তে উত্তর দিলেন, "সওয়া লাখ পর এক চড়াহুঁ!" তাহাই হইল। একজন শিখ সওয়া লাখ বিপক্ষ দেখিয়া অদ্যাবধি বিমুখ হয় না কেন? একজন মিথ্যাবাদীর কথায়? একজন কি মিথ্যা ভাণকারীর কথায়? তাহাই হইল কেন? শিখ্ দেখিল, গুরুগোবিন্দ বীর কোটি কোটি বিপক্ষ ভেদ করিয়া তরবারি চালন করেন। তাঁহার সন্তানেরাও সেইরূপ বিপক্ষ অপেক্ষা দৃঢ় অস্ত্রধারী, ভাণে ভোলে নাই। শিখ্ নিঃস্বার্থ আদর্শে মন্ত্রমুগ্ধ হইল। খাল্‌সা সৈন্য গুরু-গোবিন্দের স্বার্থ ত্যাগে সৃজিত, ইংরাজ-বিরুদ্ধে তাহারাই রামনগর, চিলেন্‌ওয়ালা জয়ী,—একজন গুরুগোবিন্দ সাম্প্রদায়িক শিখ্ যদি আপনার গৃহে ভিক্ষুক হয়, ভিক্ষা প্রাপ্তে বিদায় গ্রহণ কালে বলিবে, 'ভিক্‌সা মিলা, আব

পলটন চলে?" গুরুগোবিন্দের কথা মত ভিক্ষুকের ধারণা যে, সওয়া লাখ বিপক্ষের সম্মুখীন সে একা হইতে পারে,— সেই নিমিত্ত আপনাকে একা বলে না, পল্টন বলিয়া পরিচয় দেয়। হায় গুরুগোবিন্দ! যবন জয় করিতে হইবে, তাহাই তোমার সঙ্কল্প ছিল, জানিতে না—যবন অপেক্ষা শতগুণে বলবান কোন্ জাতি ভারত-রাজ্য-পিপাসায় অর্ণব-তরী বাহনে ভারতে উপস্থিত হইবে; তাহা হইলে তুমি কালাপানি যাওয়া নিষেধ করিতে না। তোমার খাল্‌সা সৈন্য কাহারও অধীন হইত না। পঞ্চককার সাধক, শিখই ভারতের অধীশ্বর হইত, কিন্তু 'গতস্য শোচনা নাস্তি।' স্বার্থত্যাগী মহাপুরুষ-প্রভাবে দুর্দ্দান্ত প্রতাপ প্রথম নেপোলিয়ান পরাজিত হন। মাতৃ-ভূমির প্রয়োজনে, প্রত্যেক ব্যক্তি তাহার কর্ত্তব্য সাধন করিবে। ট্রাফেলগার-জয়ী নেল্‌সনের ইহা জপমন্ত্র ছিল, এই মন্ত্রবলে ভারতবর্ষ ইংলণ্ডের করতলগত, নচেৎ ফরাশী ভারত-ঈশ্বর হইতেন।

আমাদের বিরুদ্ধে কেহ কথা তুলিতে পারেন বটে, কিন্তু এ সকল ত কাটাকাটি মারামারি বর্ণনা, রাজনৈতিক বিষয় হইতে স্বতন্ত্র; যদিও নয়—তথাপি তর্কের নিমিত্ত, আমরা স্বীকার করিয়া লইতেছি যে, গুরুগোবিন্দ সিংহের শিখ্ জাতি স্থাপন করা রাজনৈতিক প্রভাবে হয় নাই। রাজনীতি-বিশারদ মন্ত্রীর প্রভাবে ট্রাফেলগার জয় হয় নাই, স্বার্থত্যাগী মন্ত্রী, যাহারা কখনও অস্ত্রস্পর্শ করে নাই, তাহাদের ত্যাগবলে কি অঘটন ঘটিয়াছে, তাহাই বলিব। ইংলণ্ডের ইতিহাস অনেকেই অবগত। সেই ইতিহাসের পত্রেই দেখিবেন, সে সংসার-সুখ-বিরক্ত রাজমন্ত্রী "পিট্ সাহেব" যিনি কর্জ্জ করিয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া-ছিলেন, রাজমন্ত্রী হইয়াও জীবন-ব্যয়োপযোগী উপায় করিতে পারেন নাই, সুকৌশলে ইউরোপীয় রাজগণকে নেপোলিয়ানের আধিপত্য-লালসা বুঝাইয়া দিয়া এক সঙ্কল্পে আবদ্ধ পূর্ব্বক কিরূপে দুর্দ্দম শত্রু জয় করিয়াছিলেন। তাহার কৌশলের সাফল্য তিনি জীবনে দেখেন নাই, না দেখুন; কিন্তু তাঁহারই স্বার্থত্যাগী মন্ত্রণাবলে মহাবীর নেপোলিয়ান সেণ্টহেলনায় আবদ্ধ হইয়াছিলেন। পিট সাহেব কার্য্যপ্রিয় ছিলেন। কার্য্যই তাঁহার সর্ব্বস্ব, স্বার্থ নয়; তাহার প্রমাণ, তাঁহার মৃত্যু। সুকৌশলে সমস্ত রাজবৃন্দকে এক প্রয়োজনে আবদ্ধ করিয়া কার্য্যসিদ্ধি হইবে পিট্ সাহেব ইহা ভাবিয়াছিলেন, কিন্তু অমানুষিক বুদ্ধি ও উদ্যম-বলে নেপোলিয়ান অষ্টার্লিজ্ যুদ্ধ জয় করায় পিট্ সাহেব বিষাদপূর্ণ হন। অষ্টার্লিজ্ মূক-ভাব তিনি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এই বলিয়া ইতিহাসে তাঁহার বর্ণনা। "জিনা যুদ্ধ" পরাজয় শুনিয়া তিনি প্রাণবায়ু ত্যাগ করেন। ইহাতে প্রমাণিত হয়, স্বদেশহিত তাঁহার হৃদয়ের একমাত্র আকাঙ্ক্ষা ছিল। তাঁহার কৌশল স্বার্থের উপর স্থাপিত নয়, স্বার্থশূন্য। রাজমন্ত্রী স্বদেশের অমঙ্গল-আশঙ্কায় প্রাণ ত্যাগ করিলেন। যদি তাঁহার মন্ত্রণা ছলনাপূর্ণ হইত, যে অর্থে পলিসি আমরা গ্রহণ করি, তাহা হইলে তাঁহার পার্লেমেণ্টে প্রতিদ্বন্দ্বী বার্ক, ফক্স প্রভৃতি মহানুভব রাজনীতি-দীক্ষিত পুরুষেরা বক্তৃতা-বলে ইংলণ্ডকে "পিটের" স্বার্থপরতা বুঝাইয়া দিয়া তাঁহাকে মন্ত্রী পদচ্যুত করিতে পারিতেন। আমেরিকা যখন স্বাধীনতার জন্য ইংরাজ বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, রাজা তৃতীয় জর্জ্জ যদি স্বাধীন-চেতা, স্বদেশ-কার্য্যে প্রাণদাতা মন্ত্রীবর "চ্যাথেম" এর নিঃস্বার্থ বাক্য উপেক্ষা না করিয়া আমেরিকা-পীড়নে সৈন্য প্রেরণ না করিতেন,— বোধ হয় ট্রান্সভাল যুদ্ধে কেনেডিয়া ও অষ্ট্রেলিয়ার ন্যায় আমেরিকা, যোদ্ধৃ-সন্তান প্রেরণ করিত। স্বার্থশূন্য রাজমন্ত্রীর বাক্য উপেক্ষাই, আমেরিকা হস্তচ্যুতির কারণ। স্বার্থশূন্য রাজনৈতিক মন্ত্রণাফলে বাঙ্গালা আজ সুন্দরবন নহে। রাজপ্রতিনিধি কর্ণওয়ালিস যদি কালেক্টারীর কর আদায়কারীদিগকে স্থানীয় স্থায়ী অধিকার (Permanent Settlement) না দিতেন, বাঙ্গালা এতদিন বন হইত। কালেক্টরেরা,— যাহারা এখন জমীদার, কর আদায় করিয়াই ক্ষান্ত হইতেন, স্থানীয় শুভাশুভের প্রতি দৃষ্টি রাখিবার কি প্রয়োজন ছিল; কিন্তু স্থানীয় আধিপত্য প্রাপ্তে কালেক্টার অর্থাৎ জমীদার রাজস্ব দিয়া, প্রজার শ্রীবৃদ্ধি সাধনাকাঙ্ক্ষী হইলেন, তাই বাঙ্গালা জঙ্গল না হইয়া, পরগণায় বিভক্ত ও প্রতি পরগণায় নগর সংস্থাপিত।

যদিচ এ প্রবন্ধ-বহির্ভূত কথা,— যাহা বলিতেছি, অপর প্রবন্ধে সমালোচ্য,—যখন বিষয়টা উপস্থিত, তখন একটী কথা বলি—যদি সকল জমীদার তাঁহাদের মহলে তাঁহারা 'রাজা' এই কথা উপলব্ধি করিতেন; প্রজা সুখী হইলে তাঁহাদের উত্তরাধিকারী সুখী হইবে, যেরূপ অধ্যবসায়

সহকারে, তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা তাঁহাদের উত্তরাধিকারীর নিমিত্ত বঙ্গ ভূমিতে পল্লী করিয়াছেন; সেই অধ্যবসায় সহকারে প্রজার মঙ্গলে তাঁহারা সেইরূপ যত্নবান হইলে ইংরাজের প্রজার পক্ষে পক্ষপাত বা তাহাদের সেই প্যার্মানেণ্ট সেটল্‌মেণ্ট (Permanent Settlement) অধিকার হইতে বঞ্চনার চেষ্টা অনুভব করিতে হইত না। হে জমীদার! ক্রুদ্ধ হইবেন না; প্রজার সহিত পিতা-পুত্র সম্বন্ধ, যাহা আপনার পূর্ব্বপুরুষের ছিল, কাছারিতে মার খাইয়া, আপনার পিতামহীর কাছে আভাং তৈল মাখিয়া, 'মচ্ছি-মূলোর' সহিত আহার করিয়া স্নেহের কথার সহিত কিছু বা অর্থ পাইয়া প্রজারা আর এখন গৃহে ফেরে না।

বজ্জাতি করিয়া খাজনা দেয় না, কাছারিতে মার খায়, ধর্ম্মঘট করে, জমীদারের বিপদ পড়িয়াছে, স্বেচ্ছায় চাঁদা তুলিয়া দেয় না, প্রজারা বড় দুষ্ট,—সকলই সত্য, কিন্তু মহাশয়, আপনি কি আপনার পূর্ব্ব-পুরুষোচিত কার্য্য করিয়াছেন, হৃদয়ে হস্ত দিয়া বলিবেন। যদি করিতেন, ইংরাজের কি সাধ্য, জমীদার-প্রজা ভেদ করিয়া পিতা-পুত্রের স্নেহের বন্ধন ছেদ করে? কলিযুগেরও সাধ্য নাই। এ প্রসঙ্গে নিষ্প্রয়োজন অনেক কথা বলিলাম, পাঠক মার্জ্জনা করিবেন।

ধনাধ্যক্ষের পলিসিতে অর্থাৎ কৌশলে এক পয়সায় ডাক চলিতেছে, ইহাতে রাজকোষ বিশেষ পুষ্ট। দুর্ভাগ্যের বিষয়, ভারতবর্ষে দু'পয়সা দিতে পারে না অনেক লোক; "আচ্ছা, একটা পয়সা বই তো নয়"—তাহা বলিয়া পত্র লেখেও অনেক লোক; আবার ইহা ব্যারিং হয় না, তাহাতে পত্র গ্রাহকের সুবিধা। ব্যারিং পত্র যাহা অগ্রে ফিরাইয়া দিত, তাহার আর এখন আবশ্যক নাই। এক পয়সার ডাকে ব্যারিং নাই। ডাকঘরের আয় যে বেশী হইয়াছে, তাহা অনুমান সম্ভব ও হিসাবের অঙ্কে প্রতীয়মান।

ইহার নাম পলিসি, যাহাকে আমরা কৌশল বলিতেছি; কৌশল কথাটি চাতুরীর ন্যায় ব্যবহার হইয়া থাকে, তাই পলিসির নাম আমরা 'সুকৌশল' বলিব। যাঁহারা মনে মনে জানেন (যে প্রাণ না দিয়া সুকৌশলে নয়, অর্থাৎ স্বার্থত্যাগে নয়, পরের হিতসাধনের নিমিত্ত নয়) বক্তৃতায়, অনায়াসলব্ধ কালি-কলম পাইয়া সংবাদপত্রের স্তম্ভ পরিপূর্ণ করিয়া, ছলনার দ্বারা স্বার্থসিদ্ধি করিবেন ও ভবিষ্যতে পূজনীয় হইবেন,—যদি তিনি না বিফল-মনোরথ হন, তাহা হইলে সংসার যে নিয়মে চালিত হইতেছে, সে নিয়ম আর থাকিবে না। দুষ্ট, খল, কপট, ছল, বহুদিন আত্মগোপন করিতে পারিবে না, এ কথা নিশ্চয় জানিও। যদি কেহ পরহিত সাধন ইচ্ছা কর, যদি কেহ স্বদেশ-কল্যাণাকাঙ্ক্ষী হও, যদি কেহ উচ্চকার্য্যে ব্রতী হও, যদি কাহারও দরিদ্রের সহিত সহানুভূতি থাকে, যদি কেহ বুভুক্ষু ভারতকে অন্নদান করিতে প্রস্তুত থাক, তাহা হইলে স্বার্থত্যাগ কর, ছল করিও না। স্বার্থত্যাগের ন্যায় পলিসি অর্থাৎ সুকৌশল অদ্যাবধি সৃষ্টি হয় নাই। স্বার্থত্যাগ করিলে সত্য তোমার অবলম্বন হইবে। সুখে দুঃখে এরূপ অবলম্বন বন্ধুর উপর নির্ভর করিয়া, স্ত্রীর উপর নির্ভর করিয়া, পুত্রের উপর নির্ভর করিয়া যাবে না, সত্য বড় বলবান অবলম্বন।

পলিসি অর্থাৎ সুকৌশল, যাহার দুর্ব্বুদ্ধিতে মিথ্যা ভাণ বলিয়া উপলব্ধি, তিনি কেবল আপনার অনিষ্ট সাধন করিবেন তাহা নহে, জগতের অনিষ্ট সাধন তাহার ধৃষ্ট জীবনের ফল হইবে নিশ্চয়।

ভাবস্রোতে আমরা চলিত সাপ্তাহিক পত্রে প্রবন্ধ স্থান অতিক্রম করি, ইহাতে সুখ্যাতি না হইয়া আমাদের অলস পাঠকের নিন্দাভাজন হইতে হইয়াছে; সুতরাং এই বিপুল প্রবন্ধ এইস্থানে সমাপ্ত করিলাম। কিন্তু যদি একজন পাঠকের হৃদয়ে এই ধারণা দিতে পারিয়া থাকি, যে, ছলের নাম পলিসি নয় অর্থাৎ সুকৌশল, তবে আমার প্রবন্ধ লেখা সার্থক বলিয়া বিবেচনা করিব।

ধ্রুবতারা

['উদ্বোধন' মাসিক পত্রে (১০ম বর্ষ, জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৫ সাল) প্রথম প্রকাশিত]

ঈশ্বর সম্বন্ধে যেরূপ মতভেদ, এরূপ মতভেদ বোধ হয় আর কোনও বিষয়ে নয়। ঈশ্বর আছেন কি না, তিনি সাকার বা নিরাকার এবং কোন্ সাকার মূর্ত্তি তাঁহার স্বরূপ মূর্ত্তি, অজ্ঞানতা বশতঃ ইহা লইয়া বাদানুবাদ নিয়তই চলিতেছে। ম্যাক্‌সমূলার বলেন যে, প্রধানতঃ আট প্রকার ধর্ম্ম প্রচলিত আছে। অধিক থাকুক বা না থাকুক, দেখা যায় প্রত্যেক ধর্ম্মাবলম্বীর মধ্যে নানা প্রকার সম্প্রদায় ও প্রতি সম্প্রদায় যেন বিরোধী ধর্ম্মাবলম্বী। প্রতি সম্প্রদায়ই অপর সম্প্রদায়ের জন্য নরক বন্দোবস্ত করিয়াছেন। হিন্দু-ধর্ম্মেও এইরূপ বিরোধ, আবার এক সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তির উপাসনা লইয়া পরস্পরে এইরূপই বিরোধ। কিরূপে ভগবান্ রামকৃষ্ণ পরহংস এই সকল বিরোধ মীমাংসা করিয়াছেন, তাহা যিনি পরমহংসদেব সম্বন্ধে কোন কথা কিছু শুনিয়াছেন, তাঁহার অগোচর নাই। কিন্তু সে বিষয় উপস্থিত আমাদের আলোচ্য নয়। পরমহংসদেব সকল প্রকার উপাসনার কথাই বলিয়াছেন, তাঁহার মতে মনুষ্য মাত্রেই স্বীয় আধ্যাত্মিক অবস্থা অনুসারে উপাসনা করিয়া থাকে এবং অকপটচিত্তে যেরূপই উপাসনা করে, সেই উপাসনাই প্রশস্ত। মনুষ্যের আধ্যাত্মিক অবস্থা সম্বন্ধে যাহা তিনি বলিতেন ও সে কথা আমরা যেরূপ বুঝিয়াছি, বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমি তাহাই প্রকাশ করিবার চেষ্টা পাইব।

•

ঈশ্বরলাভের উপায় সম্বন্ধে বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন অভিপ্রায় প্রকাশিত করেন। কেহ মনে করেন, ঈশ্বর কি সহজে পাওয়া যায়? একজন বড় লোকের দেখা করিতে হইলে কত লোকের উমেদারী, কত প্রকার পরিশ্রম, কত লোকের কত প্রকার স্তব-স্তুতি করিতে হয়। এই সকল উমেদারী ও পরিশ্রমের ফলে সেই বড় লোকের দেখা পাইবে কি না সন্দেহ, কিন্তু এরূপ কষ্ট ব্যতীত যে দেখা পাইবে না, ইহা নিশ্চিত। কেহ মনে করেন, ঈশ্বর নির্গুণ, শত উপাসনা করো, কিছুতেই কিছু হইবে না। আপনাকে নির্গুণ অবস্থায় লইয়া যাইবার চেষ্টা করো, বহু সাধনার পর সেই নির্গুণ অবস্থা প্রাপ্ত হইবে। কেহ মনে করেন, তাঁহার উপাসনার প্রথা সকল রহিয়াছে, সেই প্রথা-অনুসারে কার্য্য করো, পুষ্প, নৈবেদ্য প্রভৃতি দিয়া অর্চ্চনা করো, শুদ্ধরূপে মন্ত্র সকল উচ্চারণ করো, এই সকল কার্য্য করিতে করিতে যদি ত্রুটি না হয়, তাঁহার কৃপাদৃষ্টি পড়িলেও পড়িতে পারে। কেহ বা বলেন, ও সকল বাহ্য পূজায় কি ঈশ্বরের তৃপ্তি হয়? ও সকল বাহ্য পূজা নিম্ন অধিকারীর নিমিত্ত। তাঁহার নাম করো, ধ্যান করো, কীর্ত্তন করো, ক্রমে ক্রমে উন্নতি হইতে থাকিবে। কেহ বলেন, অতি শুদ্ধাচারে থাকিতে হইবে, প্রত্যহ স্নান করিয়া শুচি হও, সকাল বিকাল সন্ধ্যাহ্নিক করো, হবিষ্যান্ন আহার করো, আগে দেহ শুদ্ধি করো, তারপর সে কথা। কেহ বা বলেন, প্রাণায়াম করিয়া আগে মনস্থির করো, 'নেতি ধৌতি করিয়া দেহশুদ্ধি' করো,—উপাসনার কথা পরে। কেহ তাঁহাদের কথায় আপত্তি করিয়া বলেন যে, সংসারে থাকিয়া নানা সাংসারিক কার্য্য করিয়া—ও সকল কার্য্য কিরূপে হইবে? তাহার উত্তরে যোগপন্থী বলেন,—"সত্যই তো, তাহা হইবার নয়, অতএব সন্ন্যাস-আশ্রম অবলম্বন করো।" সে কথার প্রত্যুত্তরে তাহার প্রতিবাদী বলেন, "কেন, গার্হস্থ্য ধর্ম্ম কি ধর্ম্ম নয়? গার্হস্থ্য ধর্ম্মে কি হয় না?" এই বাদ প্রতিবাদের অন্তর্ভূত একটী কথা আছে, হওয়া কাহার নাম, এ কথা তাঁহাদের উপলব্ধি হয় নাই। 'নিয়তই ঈশ্বরে মনোনিবেশ' তাহার নাম যদি হওয়া হয়, সংসারে যে সে পক্ষে পদে পদে বিঘ্ন, তাহার আর সন্দেহই নাই।

যাহাই হউক, এই তো বাদানুবাদ। ঈশ্বরের সহিত আমাদের কি সম্বন্ধ, ইহা স্থির করিতে না পারাতেই এই সকল বাদানুবাদ উপস্থিত হয়। ঈশ্বর বহুদূরে, এইরূপ ধারণাই এই বাদানুবাদের মূল। কিন্তু যে ভাগ্যবান্ গুরুকৃপায় বুঝিয়াছেন যে, ঈশ্বর মঙ্গলময়, তিনি দূরে নাই, আমার অন্তরের অন্তরে আছেন, অসহায় বাল্যকালে যে মাতৃস্নেহ পাইয়াছি, সে ঈশ্বরেরই স্নেহ,— সাকার মাতৃমূর্ত্তি হইতে আমার উপর আসিয়া পড়িয়াছিল ; তাঁহারই কৃপায় চলিতেছি, বলিতেছি, তাঁহার কৃপায় ডুবিয়া আছি, তিনি কোলে লইতে চান, আমরাই দূরে যাইতেছি ; আমার কি মঙ্গল, আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে স্থির করিতে পারিতেছি না, তিনি নিয়ত মঙ্গল বিধান করিতেছেন, এরূপ ভাগ্যবানের পূজা-পদ্ধতি স্বতন্ত্র। তিনি যখন পুষ্প-চন্দন লইয়া পূজা করিতে বসেন, তিনি কি হয় না হয়, তাহার প্রতি দৃষ্টি করেন না। ফুলগুলি সুন্দর, আমার মা'র পাদপদ্মে দিব না? এই ভাবিয়া পূজা করিতে বসেন। সুন্দর সুমিষ্ট ফল, সুস্বাদু আহার্য্য, সেই সকল দ্রব্য তিনি স্বয়ং বড় ভালবাসেন, তিনি তাঁহার মাকে আনিয়া দেন। তাঁহার মনে নিশ্চিতই ধারণা, তিনি শুদ্ধ মন্ত্র উচ্চারণ করুন বা না করুন, মা তাঁহার ফলমূলাদি গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি মা'র গুণানুকীর্ত্তন করেন, কেননা, তাঁহার প্রাণ টলিয়া উঠে, না করিলে মহা অশান্তি জন্মে। তাঁহার নিকট অপরাধ নাই, পাপ নাই, তিনি অপার স্নেহময়ী মায়ের সন্তান। তিনি নিজেকে যত ভালবাসেন, তার শতগুণে মা তাঁহাকে ভালবাসেন। এ মা'র কেন দেখা পাইতেছি না বলিয়া কাঁদিয়া অস্থির হন।

এরূপ ভাগ্যবান্ ব্যক্তির অবস্থা অতি প্রার্থনীয়। গুরুর কৃপায় এই প্রার্থনীয় অবস্থায় যাঁহার দৃষ্টি পড়ে, এই প্রার্থনীয় অবস্থা যিনি চান, তাঁহার ও কঠোর পন্থা নয়। সেই অবস্থা পাইবার ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনাই একমাত্র পন্থা। হয় তো তিনি ভাবেন, আমার মন অতি দুর্ব্বল, এরূপ প্রার্থনা করিতেও পারি না। এই দুর্ব্বলের নিমিত্ত কৃপাময় রামকৃষ্ণদেব কি সহজ উপায়ই করিয়াছেন! তোমার এই মনের দুর্ব্বলতা অকপট হৃদয়ে ঈশ্বরের নিকট জানাও, যতটুকু পারো জানাও, তিনি বিন্দুকে সিন্ধু করিয়া তোমার এই প্রার্থনা পূর্ণ করিবেন। তুমি দুর্ব্বল—তিনি জানেন, তুমি একবার শরণাগত হইলে, তিনি শরণাগতকে পরিত্যাগ করিবেন না,—তিনি শরণাগত দীনের পরিত্রাণ-পরায়ণ। এই রামকৃষ্ণের মহাবাক্য, কেহ এরূপ দীন নয়, কেহ এরূপ সাংসারিক হীন অবস্থাগত নয় যে, দিনান্তে একবার এইরূপ তাঁহার মনের অবস্থা ঈশ্বরকে জানাইতে না পারে।

হয় তো শাস্ত্রাভিমানী বলিবেন, একবার প্রার্থনা করিলেই যদি হইত, তাহা হইলে কেহ কি প্রার্থনা করে না? করে কি না করে, তাহা আমরা বিচার করিতে বসি নাই, কিন্তু আমাদের কথা এই যে, যিনি রোগ, শোক, মৃত্যু-সঙ্কুল সংসারে আপনার অসহায় অবস্থা, আপনার হীনতা, আপনার দুর্ব্বলতা কিছু মাত্র উপলব্ধি করিয়াছেন, তিনি এই মহাবাক্য তাঁহার জীবনের ধ্রুবতারা করিবেন সন্দেহ নাই, এবং সেই ধ্রুবতারার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া সংসার-সমুদ্রে নির্ভয়ে তাঁহার জীবন-তরণী সঞ্চালন করিতে পারিবেন। সন্দেহের ঝটিকা উদয় হইলে, অন্ধকারে দিক নির্ণয় করিতে না পারিলে, সেই ধ্রুবতারার প্রতি লক্ষ্য করিলেই সেই ধ্রুবতারা দেখিতে পাইবেন ; দেখিতে পাইবেন, সেই উজ্জ্বল তারকার অলক্ষিত প্রভাবে ভীষণ তরঙ্গ-মাঝে তাঁহার ক্ষুদ্রতরণী খানি অটুট রাখিয়াছে, দেখিতে দেখিতে ঝটিকা শান্ত হইয়া যাইবে, আবার নির্ব্বিঘ্নে চলিবেন। যদি কেহ আমাদের ন্যায় হীন, আমাদের ন্যায় দুর্ব্বলচিত্ত থাকেন, তাঁহার চরণে আমার সবিনয় নিবেদন, একবার এই মহাবাক্য হৃদয়ে স্থান দেন, এই মহাবাক্যের প্রভাব দিন দিন উপলব্ধি করিবেন। নিরাশ হৃদয়ে আশা আসিয়া বসিবে, বলবান্ আশা—কোনরূপ সংসার-তাড়নায় তাহা টলিবে না। যাহা বলিতেছি, যদি না উপলব্ধি করিতাম, এরূপ দৃঢ়বাক্যে প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হইতাম। একবার সেই ধ্রুবতারার প্রতি যাঁহার দৃষ্টি পড়িবে, তিনিও ক্রমে এইরূপ দৃঢ়বাক্যে রামকৃষ্ণদেবের কথামৃতের অতুল প্রভাব প্রকাশ করিবেন ও হৃদয় উচ্ছ্বাসে "জয় রামকৃষ্ণ" বলিয়া করতালি দিবেন।